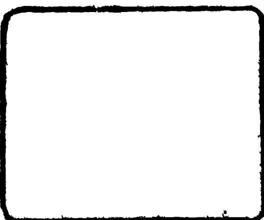














তুলি-কলম



চতুর্থ 'তুলি-কলম' সংস্করণ

জানুয়ারী, ১৯৬৭



প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত
॥ তুলি-কলম ॥ ১, কলেজ রো,
কলকাতা-৯



মুদ্রক : ফ্রেণ্ডস গ্র্যাফিক
১১বি, বিডন রো,
কলকাতা-৬





সূচীপত্র





শার্লক হোমসের ঘটনা-পঞ্জী

তিন পাশকপালী ভবন-এর বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of three Gables

মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে যতগুলি অভিযানে আমি আজ পর্যন্ত অংশ নিয়েছি তার কোনটাই "তিন পাশকপালী ভবন"-এর সঙ্গে যুক্ত অভিযানের মত এমন আকস্মিকভাবে, অথবা এতখানি নাটকীয়ভাবে শুরু হয় নি। বেশ কিছুদিন হল হোমসের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি; তাই তার কাজকর্ম নতুন কোন্ পথে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাও ছিল না। সেদিন সকালে সে বেশ গল্পের মেজাজে ছিল; আমি বসে ছিলাম অগ্নি-কুণ্ডের একপাশে একটি অতি জীর্ণ নীচু হাতল-চেয়ারে, আর পাইপটা মুখে নিয়ে উল্টো দিকের চেয়ারটায় গুড়িসুড়ি মেরে বসে ছিল সে। এমন সময় আমাদের অতিথি এসে হাজির। যদি বলতাম, একটা পাগলা ষাঁড় এসে হাজির হল তাহলে বোধহয় ঘটনার স্পষ্টতর বিবরণ দেওয়া হত।

দরজাটাকে সপাটে খুলে ঘরে ঢুকল একটি দশাসই নিগ্রো। দেখতে ভয়ংকর না হলে তাকে দেখে হাসি পাবারই কথা, কারণ তার পরনে অত্যন্ত ঝকঝকে ধূসর রঙের ডোরা-কাটা সুট আর স্যালমন-রঙের লম্বা টাই। চওড়া মুখ ও চ্যাপ্টা নাক সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়েছে; দুটি বিষণ্ণ কালো চোখের ঈর্ষাতুর জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে আমাদের দুজনকে পর পর দেখতে লাগল।

"আপনাদের মধ্যে মাসের হোমস কে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

ক্ষীণ হাসির সঙ্গে হোমস পাইপটা তুলল।

আস্তে পা ফেলে টেবিলের কোণটা ঘুরে এগিয়ে এসে আমাদের অতিথি বলল, "ওহো! তাহলে আপনি? দেখুন মাসের হোমস, অন্য লোকের ব্যাপার থেকে আপনার হাত গুটিয়ে নিন। যার কাজ তাকে করতে দিন। বুঝলেন মাসের হোমস?"

হোমস বলল, "বলে যান। বেশ লাগছে।"

"ওঃ! বেশ লাগছে! বটে!" অসভ্য লোকটা গর্জে উঠল। "আপনাকে একটু রগড়ে দিলে কিন্তু ব্যাপারটা ততটা বেশ থাকবে না। আপনার মত লোককে আমি আগেও শায়েস্তা করেছি, আর তখন কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই বেশ লাগে না। এদিকে তাকান মাসের হোমস?"

লোকটা প্রচণ্ড একটা গিঁট-পাকানো মুষ্টি আমার বন্ধুর নাকের কাছে মেলে ধরল। পরম আগ্রহে হোমস সেটাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি জন্মগত ব্যাপার? না কি ক্রমে ক্রমে এরকমটা হয়েছে?"

বন্ধুর বরফ-শীতল মেজাজের জন্যই হোক, আর আগুন উস্কে দেবার লোহার রডটা হাতে নিতে আমি যে শব্দটা করলাম তার জন্যই হোক, আমাদের অতিথির হাবভাব কিছুটা নরম হল।

সে বলল, "দেখুন, আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমার একজন বন্ধু হ্যারো-র ব্যাপারে আগ্রহী—আমি কি বলতে চাইছি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—আর সে চায় না যে তার ব্যাপারে আপনি নাক গলান। বুঝলেন তো? আপনার হাতেও আইন নেই; আমার হাতেও নেই, কিন্তু আপনি যদি নাক গলান তাহলে আমিও হাত চালাব। কথাটা ভুলে যাবেন না।"

হোমস বলল, "কিছুদিন থেকে আমিও তোমাকে খুঁজছি। তোমাকে বসতে বলব না, কারণ তোমার গায়ের গন্ধ আমার অপছন্দ। কিন্তু তুমিই তো পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা স্টিভ্ ডিক্সি?"

"হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম মাসের হোমস। কিন্তু আমাকে কুবাক্য বললে তার শাস্তি আপনি অবশ্য পাবেন।"

অতিথির বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, 'শাস্তি তো তোমারও প্রাপ্য। কিন্তু হোলবর্ন-এর বাইরে যুবক পার্কিন্স-এর খুনের ব্যাপারটা—কি হল? তুমি চলে যাচ্ছ কেন?'

নিগ্রোটি একলাফে পিছনে সরে গেল। তার মুখ সীসের মত ফ্যাকাসে। সে বলল, "ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। পার্কিন্স-এর ব্যাপারের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক মাসের হোমস? বার্মিংহাম-এর 'বুল রিং'-এ আমি মুষ্টি-যুদ্ধের কসরৎ শেখাচ্ছিলাম তখন এই ছেলেটি দুর্ঘটনায় পড়ে।"

"বেশ তো, সেই কথাই ম্যাজিস্ট্রেটকে বলো স্টিভ্" হোমস বলল। "আমি তো তোমাকে আর বার্নি স্টকডেলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

"প্রভু আমাকে রক্ষা করুন! মাসের হোমস—"

"যথেষ্ট হয়েছে। এবার কেটে পড়। দরকার হলে আমিই তোমাকে খুঁজে নেব।"

"গুড মর্নিন্ মাসের হোমস। আশা করি এই সাক্ষাতের ফলে আপনি খচে যান নি?"

"তোমাকে কে পাঠিয়েছে তা যদি না বল তাহলে নিশ্চয়ই খচে যাব।"

"আরে, এতে তো গোপন করবার কিছু নেই মাসের হোমস। এইমাত্র আপনি যার নাম করলেন এই তো সেই লোক।"

"আর তাকে এ কাজে কে লাগিয়েছে?"

"বিশ্বাস করুন মাসের হোমস, আমি জানি না। সে এসে আমাকে শুধু বলল, 'ষ্টিভ্, মিঃ হোমসের সঙ্গে দেখা করে বল যে তিনি যদি হ্যারো-র ব্যাপারে নাক গলান তাহলে তার জীবন বিপন্ন হবে।' বাস, এই তো কথা।"

আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই আমাদের অতিথি যেমন হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিল তেমনিই হঠাৎ দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হল। একটু মুচকি হেসে হোমস পাইপের ছাইটা ঝাড়ল,

"তুমি ওর কোঁকড়া চুলেভর্তি মাথাটা ফাটাও নি তাতেই আমি খুশি ওয়াটসন। লোহার রড্টা নিয়ে তোমার কেরামতি আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এ লোকটা নেহাৎ নিরীহ; দেহটা পেশীবহুল হলেও শিশুর মতই বোকা ও তর্জনসার; দেখলেই তো কত সহজে নরম হয়ে গেল। স্পেন্সার জন-এর দলের সে একজন স্যাঙাৎ; সম্প্রতি কিছু কিছু নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে; সময় পেলেই সেগুলোর কিনারা আমি করব। অবশ্য তার ঠিক উপরের ওস্তাদ বার্ণি অনেক বেশী চালাক-চতুর। আক্রমণ, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি কাজে ওরা বেশ সিদ্ধহস্ত। আমি শুধু জানতে চাই. এই বিশেষ ব্যাপারে তাদের পিছনে আছে কোন্ মূর্তিমান?"

"কিন্তু তারা তোমাকে ভয় দেখাতে চায় কেন?"

"কারণ হ্যারো উইল্ড মামলা। আমি স্থির করেছি ব্যাপারটা হাতে নেব, কারণ কেউ কেউ যখন ব্যাপারটা নিয়ে এতখানি মাথা ঘামাচ্ছে তখন এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে।"

"কিন্তু সেটা কি?"

"সেই কথাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় এই হাস্যকর বিরতি ঘটল। এই দেখ মিসেস মেবার্লির চিঠি। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও তাহলে তাকে তার করে দিয়ে আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ব।"



প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস, (আমি পড়তে থাকি)

এই বাড়িটার ব্যাপারে পর পর অনেকগুলি অদ্ভুত ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এবিষয়ে আপনার পরামর্শকে আমি খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। আগামী কাল সবসময়ই আমাকে বাড়িতে পাবেন। বাড়িটা উইল্ড স্টেশন থেকে হাঁটা-পথে সামান্যই দূর। আমার বিশ্বাস, আমার স্বর্গত স্বামী মর্টিমার মেবার্লি আপনার প্রথম দিককার মক্কেল ছিলেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

মেরী মেবার্লি

ঠিকানা লেখা "দি থ্রি গ্যাবল্‌স্‌, হ্যারো উইল্ড।"

"এই তো ব্যাপার", হোমস বলল। "এখন তুমি যদি সময় করতে পার ওয়াটসন, তাহলেই যাত্রা করতে পারি।"

একটু সংক্ষিপ্ত রেল-ভ্রমণ, সংক্ষিপ্ততর মোটর-ভ্রমণের পরেই বাড়িটায় পৌঁছে গেলাম। অসমান ঘাসে-ঢাকা জমির উপর ইট-কাঠ দিয়ে তৈরি একটা পল্লী-ভবন। উপরতলার জানালাগুলোর মাথায় তিনটি ছোট ছোট ত্রিকোণাকৃতি পাশকপালী বানিয়ে বাড়িটাকে তার নামের উপযোগী (Gable—পাশকপালী) করে তুলবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করা হয়েছে। বাড়ির পিছনে একটা ছোটখাট বিষণ্ণ পাইনের ঝোপ; সমস্ত স্থানটাকে ঘিরে দারিদ্র্য ও বিষণ্ণতার আভাষ। তৎসত্বেও বাড়িটা সুসজ্জিত, আর যে মহিলাটি আমাদের অভ্যর্থনা করল তার আচরণে রুচি ও সংস্কৃতির ছাপ সুপরিস্ফুট।

হোমস বলল "বেশ কয়েক বছর আগে একটা তুচ্ছ ব্যাপারে তাকে কিছুটা সাহায্য করে থাকলেও আপনার স্বামীকে আমার ভাল রকমই মনে আছে ম্যাডাম।"

"সম্ভবত আমার ছেলে ডগলাস-এর নামটা আপনার কাছে আরও বেশী পরিচিত।"

হোমস সাগ্রহে মহিলার দিকে তাকাল।

"কি আশ্চর্য! আপনি ডগলাস মেবার্লির মা? আমি তাকে সামান্যই চিনি। কিন্তু সারা লণ্ডন তাকে চেনে। কী চমৎকার মানুষ! এখন সে কোথায়?"

"মারা গেছে মিঃ হোমস. মারা গেছে! রোমে পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করত। গতমাসে সেখানেই নিউমোনিয়ায় মারা গেছে।"

"আমি দুঃখিত। এরকম মানুষের মৃত্যুর কথা যেন ভাবা যায় না। এরকম প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর মানুষ আমি আর দেখি নি। জীবনের প্রতিটি তন্তুতে সে ছিল একান্তভাবে সজীব।"

"বড় বেশী সজীব মিঃ হোমস। আর সেটাই তার কাল হল। আপনার মনে আছে তার অতীত চেহারা—সদাপ্রফুল্ল, চমৎকার মানুষ। কিন্তু পরে যে বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মেজাজী মানুষ সে হয়ে উঠেছিল তাকে আপনি দেখেন নি। তার মন ভেঙে গিয়েছিল। মাত্র একটি মাসের মধ্যে আমার সাহসী সুন্দর ছেলেটা একটি জীর্ণ, বিষণ্ণতাবাদী মানুষে পরিণত হল।"

"প্রণয় ঘটিত ব্যাপার—কোন স্ত্রীলোক কি?"

"বরং বলুন শয়তানী। দেখুন মিঃ হোমস, আমার বেচারী ছেলেটার কথা শোনাবার জন্য আপনাকে এখানে ডাকি নি।"

"ডাঃ ওয়াটসন ও আমি আপনার সেবা করতেই এসেছি।"

"কিছু কিছু ভারী অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। এক বছরের বেশী হয়ে গেল এ বাড়িতে আছি। অবসর জীবন যাপন করব বলেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করি নি। তিন দিন আগে একজন লোক এসে বলল, সে বাড়ির দালাল। সে আরও বলল, এই বাড়িটা তার এক মক্কেলের খুব মনে ধরেছে; কাজেই আমি যদি বাড়িটা ছাড়তে রাজী থাকি তো টাকায় আটকাবে না। বাজারের উপর এই ধরনের কয়েকটি খালি বাড়ি থাকায় প্রস্তাবটা শুনে আমার একটু অবাক লাগল, তবু তার প্রস্তাবে আমি সাড়া দিলাম। আমি যা ভাড়া দিয়ে থাকি তার চাইতে পাঁচ শ পাউণ্ড বেশী ভাড়া হাঁকলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাবটা মেনে নিল; তবে আরও জানাল যে তার মক্কেল এ-বাড়ির আসবাবপত্রগুলোও কিনতে চায় এবং সেজন্যও আমাকে একটা দর দিতে বলে। কিছু কিছু আসবাবপত্র আমার পুরনো বাড়ি থেকে আনা এবং দেখতেই তো পাচ্ছেন বেশ ভাল জাতের, কাজেই আমি বেশ ভাল টাকাই দর দিলাম। সেটাও সে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল। বেড়ানোটা আমার চিরদিনের সখ; আর এই প্রসঙ্গে এত বেশী টাকা হাতে এসে গেল যে মনে হল, বাকি জীবনটাই তাতে ভালভাবে চলে যাবে।

"গতকাল লোকটি দলিলপত্র নিয়ে হাজির হল। ভাগ্যক্রমে আমি হ্যারো নিবাসী উকিল মিঃ সুত্রো-কে দলিলখানা দেখালাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দলিলখানা ভারী অদ্ভুত। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে এতে স্বাক্ষর করলে আইনত এ বাড়ি থেকে কোন জিনিসপত্র—এমন কি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন না?' সন্ধ্যায় লোকটি আবার এলে আমি বললাম, 'আমি শুধু আসবাবপত্র বিক্রির কথাই বলেছি।'

'না, না, সব কিছু,' সে বলল।

'কিন্তু আমার জামা-কাপড়? আমার অলংকারাদি?'

'দেখুন, আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসের ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাল করে না দেখে কোন জিনিসই বাড়ি থেকে বাইরে নিতে দেওয়া হবে না। আমার মক্কেল এমনিতে উদার মানুষ, কিন্তু তার কতকগুলি খেয়াল আছে, কাজকর্মের একটা নিজস্ব ধারা আছে। তিনি হয় সবটা নেবেন, নয় তো কিছুই নেবেন না।'

'তাহলে তিনি কিছুই পাবেন না,' আমি বললাম।

ব্যাপারটা সেখানেই খতম হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক ঠেকছে যে মনে হল—"

এই সময় একটা অদ্ভুত ধরনের বাধা পড়ল।

হোমস হাত তুলে মহিলাটিকে চুপ করতে বলল। তারপর ঘরটা পেরিয়ে সপাটে দরজাটা খুলে ফেলে দেখল একটি দশাসই চেহারার শক্তপোক্ত মেয়েমানুষকে ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। একটা ধড়-ফড় মুরগির বাচ্চাকে

দল থেকে ছিনিয়ে আনলে সেটা যেমন ছটফট করে, স্ত্রীলোকটিও সেইরকমভাবে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘরে ঢুকল।

"আমাকে ছেড়ে দিন! এসব কি হচ্ছে?" স্ত্রীলোকটি চেঁচামেচি শুরু করল।

"আরে সুসান, কি ব্যাপার?"

"দেখুন ম্যাম, আমি আপনার কাছে জানতে এসেছিলাম অতিথিরা খেয়ে যাবেন কি না এমন সময় এই লোকটি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

"পাঁচ মিনিট ধরে আমি কান পেতে ওর উপস্থিতির শব্দ শুনছিলাম, শুধু আপনার মজার কাহিনীতে বাধা পড়বে বলে এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। তুমি একটু সাঁ সাঁ শব্দ কর সুসান, তাই না? এ ধরনের কাজের পক্ষে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস টানাটা একটু বেশ ভারী।"

ক্রুদ্ধ অথচ বিস্মিত মুখে হোমসের দিকে তাকিয়ে সুসান বলে উঠল, "সে যাই হোক, কিন্তু আপনি কে? আমাকে এভাবে টেনে আনবার কী অধিকার আপনার আছে?"

"তোমার সামনেই একটা প্রশ্ন করতে চাই বলেই তোমাকে টেনে এনেছি। আচ্ছা মিসেস মেবার্লি, আপনি যে আমাকে চিঠি লিখেছেন এবং আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান এ-কথা কাউকে বলেছেন?"

"না মিঃ হোমস, কাউকে বলি নি।"

"আপনার চিঠিটা ডাকে ফেলেছিল কে?"

"সুসান ফেলেছিল।"

"ঠিক তাই। আচ্ছা সুসান, তোমার কর্ত্রীঠাকরুণ যে আমার পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন এ সংবাদ তুমি কাকে লিখে জানিয়েছ, বা লোক মারফৎ জানিয়েছ?"

"মিথ্যা কথা; আমি কাউকে কিছুই জানাই নি।"

"দেখ সুসান, তুমি তো জান, যাদের গলায় সাঁ-সাঁ শব্দ হয় তারা বেশীদিন বাঁচে না। মিথ্যা কথা বলাও খুব খারাপ। তুমি কাকে বলেছ?"

"সুসান।" ভদ্রমহিলা চীৎকার করে উঠল। "এখন বুঝতে পারছি, তুমি খারাপ, বিশ্বাসঘাতিনী। এখন মনে পড়ছে, বেড়ার উপর দিয়ে তুমি যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলে।"

স্ত্রীলোকটি গোমড়ামুখে বলল, "সেটা আমার নিজের কথা।"

"ধর, আমি যদি বলি তুমি কথা বলছিলে বার্নি স্টকডেল-এর সঙ্গে?" হোমস বলল।

"যদি জানেনই তাহলে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"আমি নিশ্চিত ছিলাম না, এখন হলাম। দেখ সুসান, বার্নির পিছনে কে আছে যদি আমাকে বলতে পার তাহলে তুমি দশ পাউণ্ড পুরস্কার পাবে।

"তিনি এমন একজন মানুষ যিনি পৃথিবীর প্রতি দশ জনের মধ্যে একজনকে এক হাজার পাউণ্ড দিতে পারেন।"

"এত ধনী মানুষ? না; তুমি হাসছ—ধনী মেয়েমানুষ? তাহলে এতদূরই যখন গেছ, তখন নামটা বলে দিয়ে দশ পাউণ্ড জিতে নাও।"

"তার আগে নরকে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

"ওহ, সুসান! ভালভাবে কথা বল!"

"এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি। আপনাদের জন্য অনেক ভুগেছি। কাল আমার বাক্সটা নিতে লোক পাঠাব।" সে দরজার দিকে ছুটে গেল।

"বিদায় সুসান। আফিং-এর নেশার ব্যাপার।...এবার," স্ত্রীলোকটি রাগে লাল হয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই হোমস হঠাৎ কৌতুকের বদলে কঠিন গলায় বলতে লাগল, "এই দলটি তাদের কাজ ভালই বোঝে। দেখুন না, কত তাড়াতাড়ি তারা কাজ সেরেছে। আপনি আমাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে ডাকঘরের ছাপ পড়েছে রাত দশটায়। অথচ সুসান খবর দিয়েছে বার্ণিকে। বার্ণি সময় করে তার মনিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে নির্দেশ পেয়েছে; আর পুরুষই হোক আর নারীই হোক—আমি ভুল বলেছি ভেবে সুসান যেভাবে মুচকি হেসেছিল তাতে নারী বলেই আমার ধারণা—সেও একটা ফন্দি এঁটে ফেলেছে! কালো স্টিভকে ডাকা হয়েছে এবং পরদিন সকাল এগারোটার মধ্যেই আমাকে ভয় দেখানো হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, কত দ্রুত তারা কাজ করে!"

"কিন্তু তারা কি চায়?"

"হ্যাঁ, সেটাই প্রশ্ন। আপনার আগে এ বাড়িতে কে থাকত?"

"একজন অবসরপ্রাপ্ত নৌ-ক্যাপ্টেন। নাম ফার্গুসন।"

"তার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু জানেন?"

"আমি তো কিছু শুনি নি।"

"প্রথমে ভেবেছিলাম সেই লোকটি এ বাড়িতে মাটির নিচে কোন কিছু পুঁতে রেখেছে কি না। অবশ্য আজকাল টাকা-পয়সা পুঁততে হলে লোকে ডাকঘর বা ব্যাংকেই সে কাজটা সারে। কিন্তু দুনিয়ায় পাগলের তো অভাব নেই। তারা না থাকলে তো দুনিয়াটাই নীরস হয়ে যেত। প্রথমে মাটিতে গুপ্তধন পুঁতে রাখার কথাটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তারা আসবাবপত্র চাইবে কেন? নিজের অজ্ঞাতে আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই র‍্যাফেল-এর কোন ছবি অথবা শেকস্‌পীয়র-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি রাখেন নি?"

"না, একটা 'ক্রাউন ডার্বি' টি-সেট ছাড়া আর কোন দুর্লভ সামগ্রী আমার নেই।"

"তার দ্বারা এ রহস্যের সমাধান হচ্ছে না। তাছাড়া, তারা কি চায় সেটা

খোলাখুলিই বা বলছে না কেন! ঐ টি-সেটটার উপরেই যদি তাদের লোভ পড়ে থাকে, তাহলে আপনার সবকিছু না কিনে শুধু ওটার জন্য একটা ভাল দর তো দিতে পারত। না, আমার ধারণা, এখানে এমন একটা কিছু আছে যার কথা আপনি জানেন না, আর জানলে সেটা হাতছাড়া করবেন না।"

আমি বললাম, "আমারও তাই ধারণা।"

"ডাক্তার ওয়াটসনও এ বিষয়ে যখন একমত, তখন এই ধারণাই পাকা।"

"আচ্ছা মিঃ হোমস, সে জিনিসটা কি হতে পারে?"

"আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে, শুধুমাত্র বিশ্লেষণের সাহায্যে আরও সূক্ষ্ম কিছু জানা যায় কি না। এক বছর হল আপনি এ বাড়িতে আছেন।"

"প্রায় দু' বছর।"

"আরও ভাল। এই দীর্ঘ সময় কেউ আপনার কাছে কিছু চায় নি। এখন হঠাৎ তিন-চারদিনের মধ্যে আপনার দর বেড়ে গেছে। এর থেকে কি বুঝতে পারছেন?"

আমি বললাম, "এর শুধু একটিই অর্থ হতে পারে। জিনিসটি যাই হোক, সেটা খুব সম্ভ সম্ভ এ-বাড়িতে এসেছে।"

"এটাও মেনে নিলাম" হোমস বলল। এবার বলুন মিসেস মেবার্লি, সদ্যোমাত্র কোনকিছু কি এ-বাড়িতে এসেছে?"

"না, এ-বছর আমি নতুন কিছু কিনি নি।"

"বটে! এটা খুবই আশ্চর্য। যা হোক, যতদিন আরও স্পষ্ট তথ্যাদি না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন ব্যাপারটাকে আর একটু গড়াতে দেওয়া হোক। আপনার সেই উকিলটি বেশ উপযুক্ত লোক তো?"

"মিঃ সুত্রো খুবই উপযুক্ত।"

"আপনার কি আর কোন দাসী আছে? না কি এইমাত্র যে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল সেই সুন্দরী সুসানই একমাত্র দাসী?"

"আরও একটি অল্প বয়সের মেয়ে আছে।"

"চেষ্টাচরিত্র করে এ বাড়িতে দু' একটা রাত কাটাবার জন্য সুত্রোকে নিয়ে আসুন। আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার দরকার হতে পারে।"

"কার বিরুদ্ধে?"

"কে জানে? ব্যাপারটা তো এখন রহস্যে ঢাকা। তারা কি খুঁজছে সেটা যখন বুঝতে পারছি না, তখন ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকেই দেখতে হবে এবং আসল লোককে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির দালাল সেই লোকটি কোন ঠিকানা দিয়েছে কি?"

"শুধু তার কার্ডখানা দিয়েছে, আর জীবিকার কথা বলেছে। হেইনেস-জনসন, নীলামদার ও যাচনদার।"

"ঠিকানা-পঞ্জীতে তার খোঁজ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সৎ ব্যবসায়ীরাই তাদের কর্মস্থল গোপন করে না। যাহোক, নতুন কিছু ঘটলে আমাকে জানাবেন। আপনার 'কেস'টা আমি নিলাম; আর এর একটা ফয়সালা আমি করবই সেটুকু ভরসা আপনি করতে পারেন।"

কোন কিছুই হোমস-এর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। হলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে এক কোণে জড়ো করে রাখা কয়েকটা ট্রাংক ও স্যুটকেসের উপর তার চোখ পড়ল। লেবেলগুলো চকচক করছে।"

"মিলানো। লুসার্ন। এগুলো ইতালি থেকে এসেছে।"

"বেচারি ডগলাস-এর সব জিনিসপত্র।"

"ওগুলো তো খোলেন নি দেখছি? কতদিন হল এসেছে?"

"এই গত সপ্তাহে।"

"কিন্তু আপনি বললেন—আরে, নিশ্চয় এটাই হারানো সূত্র। এর মধ্যে যে মূল্যবান কিছু নেই সেটা আপনি বুঝলেন কেমন করে?"

"মূল্যবান কিছু থাকা সম্ভব নয় মিঃ হোমস। বেচারি ডগলাস-এর উপার্জন ছিল শুধু তার বেতন আর কিছু বৃত্তি। মূল্যবান জিনিস তার কি থাকতে পারে?"

হোমস তখন চিন্তায় ডুবে গেছে।

অবশেষে বলল, "আর দেরী করবেন না মিসেস মেবার্লি। জিনিসপত্রগুলো দোতলায় আপনার শোবার ঘরে তুলবার ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো পরীক্ষা করুন, আর দেখুন ওতে কি আছে। কাল এসে আপনার কাছ থেকে সব বিবরণ শুনব।"

স্পষ্টই বোঝা গেল "তিন পাশকপালী ভবন"-এর উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, কারণ গলির শেষে উঁচু বেড়াটার মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম, নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎই তার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। সেই নির্জন জায়গায় লোকটাকে ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বলে মনে হল। হোমস হাতটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

"পিস্তলটা খুঁজছেন মাসের হোমস?"

"না, আতরের শিশিটা খুঁজছি হে স্টিভ্।"

"আপনি মজার মানুষ মাসের হোমস, তাই না?"

"তোমার পিছু নিলে কিন্তু ব্যাপারটা তোমার পক্ষে মজার হবে না স্টিভ্। সকালে তোমাকে যথেষ্ট সাবধান করে দিয়েছি।"

"দেখুন মাসের হোমস, আপনার কথাগুলো আমি ভেবে দেখেছি; মাসের পার্কিন্স-এর ব্যাপার নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না। মাসের হোমস, আমি যদি আপনাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারি তো অবশ্য করব।"

"তাহলে বল, এ কাজে তোমার পিছনে কে আছে?"

"প্রভু আমাকে রক্ষা করুন! মাসের হোমস, আগেই তো আপনাকে খাঁটি কথাটা বলেছি। আমি জানি না। আমার 'বস্' বার্ণি হুকুম করেছে, বাস্—খতম্।"

"দেখ ষ্টিভ্, ইয়াদ রাখ, ঐ বাড়ির মহিলাটি এবং বাড়িতে যাকিছু আছে সব এখন আমার জিম্মায়। এ কথাটা ভুলো না।"

"ঠিক আছে মাসের হোমস। ইয়াদ থাকবে।"

হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, "ওয়াটসন, লোকটাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছি যে সে নিজের চামড়া বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। লোকটার খোঁজ জানলে সে নির্ঘাৎ মনিবের উপর টেক্কা মারত। ভাগ্যে 'পেস্কার জন' আড্ডার কিছু কিছু খবর আমি রাখি। ষ্টিভ্ সেই আড্ডারই একজন। দেখ ওয়াটসন, কেসটা এখন নিশ্চয় ল্যাংডেল পাইক-এর হাতে পৌঁচেছে; আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। যখন ফিরব তখন ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে।"

সারাদিন আর হোমসের দেখা পেলাম না। কিন্তু সে যে কোথায় দিনটা কাটিয়েছে সেটা কল্পনা করতে পারি। যেকোন সামাজিক কুৎসার ব্যাপারে তার খবরের জীবন্ত ডিপো হল ল্যাংডেল পাইক। এই বিচিত্র অলস জীবটি যতক্ষণ জেগে থাকে সেণ্ট জেম্স্ ষ্ট্রীট ক্লাবের ধনুকাকৃতি জানালাটার পাশে বসে বসেই কাটিয়ে দেয়। শহরময় যত গল্প-গুজব ছড়ায় সেসবের সে একাধারে ধারক ও প্রচারক। শোনা যায়, যে সমস্ত খেউড়-পত্রিকা উৎসুক পাঠকদের খোরাক যোগায় প্রতি সপ্তাহে তাতে প্রবন্ধ লিখে সে চার অংকের টাকা উপার্জন করে। লণ্ডনের জীবনযাত্রার পংকিল গহ্বরে যখন যে ঢেউ ওঠে বা ঘূর্ণি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটির টেলিফোন-যন্ত্রের ডায়াল-এ তার সঠিক সংখ্যা ফুটে ওঠে। হোমস বুদ্ধি করে ল্যাংডেল-কে খবর দিয়ে সাহায্য করে, আর বিনিময়ে দরকার হলেই তার কাছ থেকেও সাহায্য পায়।

পরদিন খুব সকালে গিয়ে যখন বন্ধুর সঙ্গে তার ঘরে দেখা করলাম তখন তার হাবভাব দেখে বুঝলাম যে খবর ভালই। তবু একটা অপ্রীতিকর বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সেটা এল নীচের টেলিগ্রামের রূপ ধরে:

দয়া করে এই মুহূর্তে চলে আসুন। রাতে মক্কেলের ঘরে চুরি হয়েছে। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। —সুস্রো

হোমস শিস্ দিয়ে উঠল। "নাটক চরম মুহূর্তে এসে পৌঁচেছে, আর এত দ্রুত এটা ঘটেছে যেটা আমি আশা করি নি। ওয়াটসন, এই সব ব্যাপারের পিছনে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি কাজ করছে যে একথা জেনে আমি মোটেই বিস্মিত হই নি। অবশ্য এই সুস্রো তার উকিল। মনে হচ্ছে, রাতটা তোমাকেই

পাহারা দিতে না বলে। আমিই ভুল করেছি। বোঝা গেল, এ লোকটা একটা ভাঙা লাঠি। যাই হোক, আর একবার হ্যারো উইল্ড-এ যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।"

"তিন পাশকপালী ভবন"-কে আগের দিন যেমন সাজানো-গোছানো দেখেছিলাম আজ তার চেহারা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাগানের ফটকে একদল লোক বসে গ্যাঁজাচ্ছে, আর দুটি কনস্টেবল জানালা ও ফুলের কেয়ারিগুলো পরীক্ষা করছে। ভিতরে ঢুকে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। সে নিজের পরিচয় দিল উকিল বলে। তার সঙ্গে রয়েছে ব্যস্তসমস্ত লাল্‌চে-মুখ ইন্সপেক্টর। সে পুরনো বন্ধু বলে হোমসকে অভ্যর্থনা জানাল।

"দেখুন মিঃ হোমস, আমার ভয় হচ্ছে এ কেস-এ আপনার কিছু সুবিধা হবে না। অতি সাধারণ একটা চুরির ব্যাপার; বেচারা পুলিশরাই তার মোকাবিলা করতে পারবে। কোন বিশেষজ্ঞের আবেদন করার দরকার নেই।"

"কেসটা যে ভাল হাতেই পড়েছে সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত," হোমস বলল। "আপনি বলছেন একটা অতি সাধারণ চুরির ব্যাপার?"

"ঠিক তাই। কারা করেছে, আর কোথায় তাদের পাত্তা মিলবে সব আমরা ভাল করেই জানি। এটা বার্নি স্টকডেল দলের কাণ্ড—সঙ্গে সেই বড় 'নিগার'টাও আছে—তাদের সবাইকে এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে।"

"চমৎকার! তারা কি পেয়েছে?"

"তা, বিশেষ কিছু পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। মিসেস মেবার্লি-কে ক্লোরোফর্ম দেওয়া হয়েছিল আর বাড়িটা—আহা! এই তো তিনি নিজেই এসেছেন।"

আমাদের গতকালের বান্ধবীটি ছোট দাসীটির উপর ভর দিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকে অনেক বিবর্ণ ও অসুস্থ দেখাচ্ছে।

দুঃখের হাসির সঙ্গে সে বলল, "আপনি ভাল পরামর্শই দিয়েছিলেন মিঃ হোমস। হায়! আমি তাতে কান দেই নি! মিঃ সুস্রো-কে বিব্রত করতে চাই নি। তাই আমাকে দেখবার কেউ ছিল না।"

"আমি আজ সকালেই সব শুনেছি," উকিলটি বুঝিয়ে বলল।

"মিঃ হোমস বলেছিলেন বাড়িতে কোন বন্ধুকে এনে রাখতে। তার পরামর্শ আমি শুনি নি, আর সেজন্য যথেষ্ট মূল্যও দিতে হল।"

হোমস বলল, "আপনাকে ভয়ানক অসুস্থ দেখাচ্ছে। হয়তো ঘটনার সব বিবরণ দেওয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।"

একটা মোটা নোট বইতে টোকা মেরে ইন্সপেক্টর বলল, "এতেই সব

আছে।"

"তবু মহিলাটি যদি খুব বেশী ক্লান্তি বোধ না করেন তো—"

"বলবার কথা তো সামান্যই আছে। কোন সন্দেহ নেই যে দুষ্টু সুসানই তাদের বাড়িতে ঢুকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার খবর তারা জানত। মুহূর্তের জন্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ক্লোরোফর্মে ভেজানো ন্যাকড়া আমার মুখের উপর চাপা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ সময় আমি অচেতন হয়ে ছিলাম সে সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা নেই। যখন জেগে উঠলাম, একজন লোক আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল, আর অপরজন আমার ছেলের জিনিসপত্রের ভিতর থেকে একটা বাণ্ডিল তুলছিল। জিনিসপত্রগুলি আধখোলা অবস্থায় মেঝেময় ছড়ানো ছিল। পালিয়ে যাবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে আমি তাকে জাপটে ধরলাম।"

"আপনি খুব বেশী ঝুঁকি নিয়েছিলেন," ইন্সপেক্টর বলল।

"জড়িয়ে ধরতেই সে আমাকে ধাক্কা দিল; অপর লোকটি হয়তো আমাকে আঘাত করেছিল, কিন্তু সেসব কিছুই আমি মনে করতে পারছি না। দাসী মেরী গণ্ডগোল শুনে জানালা দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। তাই শুনেই পুলিশ এল, কিন্তু বদমাশরা ততক্ষণে উধাও।"

"তারা কি নিয়ে গেছে?"

"আমার তো মনে হয় না দামী কোন কিছু খোয়া গেছে। আমি ঠিক জানি, আমার ছেলের তোরঙ্গে কিছুই ছিল না।"

"লোকগুলো কোন সূত্র রেখে গেছে কি?"

"যে লোকটাকে চেপে ধরেছিলাম তার কাছ থেকে একসিট কাগজ আমি হয়তো ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। দলা-পাকানো অবস্থায় সেটা মেঝেতে পড়ে ছিল। আর হাতের লেখাটা আমার ছেলের।"

ইন্সপেক্টর বলল, "তার মানে সেটা কোন দরকারি কাগজ নয়। বরং ওটা যদি চোরের হাতের লেখা হত তাহলে—"

"ঠিক," হোমস বলল। "কী কঠিন সাধারণ বুদ্ধি! সে যাই হোক, কাগজটা দেখার বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার।"

ইন্সপেক্টর পকেট থেকে একসিট ভাঁজ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজ টেনে বের করল।

বেশ গর্বভরে সে বলল, "যত তুচ্ছই হোক, কোন জিনিস আমি হাতছাড়া করি না। আপনাকেও সেই পরামর্শই দিচ্ছি মিঃ হোমস। পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি অনেক কিছু শিখেছি। আঙুলের ছাপ বা একটা কিছু পাওয়া যেতেও তো পারে।"

হোমস কাগজের সিটটা পরীক্ষা করে দেখল।

"এটার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ইন্সপেক্টর?"

"আমি যতটা বুঝেছি তাতে তো মনে হয় কোন অদ্ভুত উপন্যাসের উপসংহার হতে পারে।"

"কোন বিচিত্র কাহিনীর উপসংহারও নিশ্চয় হতে পারে," হোমস বলল। "পাতার উপরকার পৃষ্ঠা-সংখ্যাটা তো দেখেছেন। দু'শ' পঁয়তাল্লিশ। বাকি দু'শ' চুয়াল্লিশ পাতা কোথায় গেল?"

"দেখুন, মনে হচ্ছে সেগুলো চোররাই নিয়ে গেছে। কি কাজেই যে ওগুলো লাগবে!"

"একটা বাড়িতে ঢুকে এমন সব কাগজপত্র চুরি করা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এর থেকে আপনার কি আর কিছু মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর?"

"তা হচ্ছে স্যার; তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যা পেয়েছে ব্যাটারা তাই হাতিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। যা নিয়েছে তাই পেয়েই যেন তারা খুশি হয়!"

মিসেস মেবার্লি জিজ্ঞাসা করল, "তারা আমার ছেলের জিনিসে হাত দিতে গেল কেন?"

"দেখুন, নীচতলায় দামী কিছু না পেয়ে কপাল ঠুকে উপরে গিয়েছিল। আমি তো তাই বুঝেছি। মিঃ হোমসের কি ধারণা?"

"আমি একটু ভেবে দেখব ইন্সপেক্টর; ওয়াটসন, জানালাটার কাছে চল। দু'জন এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াবার পরে সে লেখাটা পড়তে লাগল। একটা পংক্তির মাঝখান থেকে লেখাটা এইভাবে আরম্ভ হয়েছে।"

…অস্ত্রাঘাত ও ঘুষির ফলে মুখ থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, কিন্তু সেই সুন্দর মুখখানি দেখে তার বুকের মধ্যে যত রক্ত ঝরেছে তার তুলনায় সেটা কিছুই না; সে-মুখের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও সে প্রস্তুত, অথচ তার এই যন্ত্রণা, এই অসম্মানকে সে চোখ মেলে দেখল। সে হাসছে—হে ঈশ্বর! সে হাসছে! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, হৃদয়হীনা শয়তানীর মত সে হাসছে। সেই মুহূর্তে প্রেমের মৃত্যু হল, জন্ম নিল ঘৃণা! একটা কিছু নিয়ে তো মানুষকে বাঁচতে হবে। ওগো প্রিয়া, তোমার আলিঙ্গন যদি না পাই, তাহলে তোমার সর্বনাশের জন্য আর আমার প্রতিহিংসা সাধনের জন্যই আমি বেঁচে থাকব।

ইন্সপেক্টরকে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে হোমস হেসে বলল, "অদ্ভুত ব্যাকরণ! 'সে' কেমন হঠাৎ 'আমার' হয়ে গেছে সেটা লক্ষ্য করেছ? লেখক নিজের গল্পের মধ্যে এতই ডুবে গেছে যে চরম মুহূর্তে নিজেকেই নায়ক কল্পনা করে বসেছে।"

নোট বইয়ের মধ্যে কাগজটা রাখতে রাখতে ইন্সপেক্টর বলল, "খুবই বাজে লেখা। আরে! আপনি কি চলে যাচ্ছেন মিঃ হোমস?"

"এমন উপযুক্ত লোকের হাতে যখন কেসটা পড়েছে তখন তো এখন আর

আমার কিছু করবার আছে বলে মনে হয় না। ভাল কথা মিসেস মেবার্লি বলছিলেন না যে আপনি ভ্রমণে বেরুতে চান।"

"সেটাই আমার চিরদিনের স্বপ্ন মিঃ হোমস।"

"কোথায় যেতে চান—কায়রো, ম্যাদেইরা, রিভিয়েরা ?"

"আ! যদি টাকা থাকত, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতাম।"

"ঠিক বটে ; সারা পৃথিবী। ঠিক আছে, গুড মর্নিং। সন্ধ্যায় আপনাকে এক লাইন লিখে জানাব।"

জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইন্সপেক্টরের হাসি ও মাথার তুলুনিটা আমার চোখে পড়ে গেল। "এই চতুর লোকগুলোর মনে সবসময়ই পাগলামির ছোঁয়া থাকে।" ইন্সপেক্টরের হাসিতে আমি যেন এই কথাগুলিই পড়তে পারলাম।

পুনরায় কলমুখর মধ্য লণ্ডনে ফিরে যাবার পরে হোমস বলল, "ওয়াটসন, এবার আমাদের সংক্ষিপ্ত যাত্রার শেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি। আমার মনে হয়, ব্যাপারটার ফয়সালা এখনই করে ফেলা উচিত, আর সেজন্য তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া দরকার, কারণ ইসাডোরা ক্লীন-এর মত একজন মহিলার সঙ্গে আলোচনার সময় একজন সাক্ষী থাকাই নিরাপদ।"

একটা গাড়ি নিয়ে আমরা গ্রস্‌ভেনর স্কোয়ার-এর একটা ঠিকানা অভি-মুখে দ্রুত ছুটে চললাম। হোমস চিন্তার মধ্যেই ডুবে ছিল ; হঠাৎ জেগে উঠে সে বলল, "ভাল কথা ওয়াটসন, সব ব্যাপারটা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছ তো ?"

"না, তা বলতে পারি না। শুধু এইটুকু বুঝছি যে, এই সব কুকীর্তির অন্তরালবর্তিনী একটি মহিলার সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি।"

"ঠিক তাই! কিন্তু ইসাডোরা ক্লীন নামটা শুনে তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না? একসময় সে প্রখ্যাত সুন্দরী ছিল। তাকে ছুঁতে পারে এমন নারী কোনদিন ছিল না। মহিলাটি স্পেনীয় বংশজাত, সম্রান্ত কংকুইস্টাডরদের পবিত্র রক্ত তার শরীরে ; বংশ বংশ ধরে তার পরিবারের মানুষরা পার্নামবুকো-তে নেতৃত্ব করে চলেছে। জার্মানির শর্করা-রাজা বৃদ্ধ ক্লীনকে সে বিয়ে করে, এবং বর্তমানে সে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ধনবতী ও সুন্দরী বিধবা। তারপর বেশ কিছুদিন সে মনের সুখে ফুলে ফুলে উড়ে বেরিয়েছে। তার বেশ কয়েকটি প্রেমিকও জুটেছিল, আর লণ্ডন-এর অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক ডগলাস মেবার্লি তাদেরই একজন। সবদিক বিচার করলে বলা যায় যে তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একটু অন্য রকম। সে উঁচু মহলের প্রজাপতিজাতীয় পুরুষ নয় ; সে শক্তিমান ও অহংকারী ; সে দেয় সবকিছু, আর আশাও করে সবকিছু। কিন্তু মহিলাটি হল উপন্যাসে বর্ণিত সেই 'হৃদয়হীনা সুন্দরী'। তার খেয়াল মিটল তো খেলা খতম হল ;

নায়ক যদি তখনও সেকথা না মানে তাহলে কেমন করে মানাতে হয় তা সে জানে।"

"তাহলে ওটা ছিল তার নিজেরই কথা—"

"ওঃ! এতক্ষণে তুমি দুটোকে একত্র জুড়তে পেরেছ। শুনেছি, মহিলাটি এবার লোমণ্ড-এর তরুণ ডিউককে বিয়ে করতে যাচ্ছে, অথচ সে তার ছেলের বয়সী। ডিউকের মা ভাবী পুত্রবধূর বয়সটা হয়তো উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু একটা বড় ধরনের কুৎসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আর সেটাই একান্ত দরকার—আঃ! আমরা এসে গেছি।"

ওয়েস্ট-এণ্ড-এর মোড়ের উপর একটা সুন্দর বাড়ি। একটি যন্ত্রবৎ পরিচারক আমাদের কার্ড নিয়ে চলে গেল এবং ফিরে এসে জানাল যে মহিলাটি বাড়ি নেই।

হোমস হাসিমুখে বলল, "তাহলে তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।"

যন্ত্র এবার ভেঙে পড়ল।

বলল, "বাড়িতে নেই মানে আপনাদের জন্য বাড়িতে নেই।"

"ভাল কথা," হোমস জবাব দিল। "তার মানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। দয়া করে এই চিরকুটটা নিয়ে তোমার কর্ত্রীকে দাও।"

নোট বইয়ের একটা পাতায় তিন-চারটে শব্দ লিখে সেটাকে ভাঁজ করে হোমস লোকটার হাতে দিল।

"কি লিখলে হোমস?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"শুধু লিখেছি 'তাহলে কি পুলিশ ডাকব?' মনে হচ্ছে, ওতেই প্রবেশ-পথ মিলে যাবে।"

তাই হল—বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে। এক মিনিট পরেই আমরা হাজির হলাম আরব্য রজনীর বৈঠকখানায়: যেমন প্রকাণ্ড তেমনি আশ্চর্য, আধো-আলো-ছায়ায় ঘেরা, মাঝে মাঝে লাল বৈদ্যুতিক আলোর ফুলকি। মনে হল মহিলাটি জীবনের সেই পর্বে এসে পৌঁচেছে যখন অতিবড় গর্বিতা সুন্দরীও আধো আলোই পছন্দ করে। আমরা ঢুকতেই সে সেটি থেকে উঠে দাঁড়াল: দীর্ঘ দেহে রাণীর মত গরিমা, সুগঠনা, মুখোসের মত মনোরম মুখ, দুটি আশ্চর্য স্পেনীয় চোখে যেন আমাদের মৃত্যু লেখা রয়েছে।

চিরকুটটা তুলে ধরে সে প্রশ্ন করল, "এ অনধিকার প্রবেশের মানে কি—আর এই অপমানজনক কথারই বা মানে কি?"

"বুঝিয়ে বলার তো কিছু নেই ম্যাডাম। আপনার বুদ্ধির উপর ভরসা রাখি বলেই সেকাজ আমি করব না—তবে এ কথাও স্বীকার করছি যে ইদানিং সে বুদ্ধিতে বিস্ময়কর রকমের ভাটা পড়েছে।"

"তার মানে?"

"তা না হলে আপনার ভাড়াটে গুণ্ডারা ভয় দেখিয়ে আমাকে কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারবে এ কথা আপনি ভাবতেন না। আপনি তো জানেন, বিপদ যাকে হাতছানি দেয় না সেরকম লোক কদাপি আমার এই জীবিকা গ্রহণ করে না। আপনি আমাকে যুবক মেবার্লি-র কেসটা হাতে নিতে বাধ্য করেছেন।"

"আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে আমি কি করব ?"

হোমস ক্লান্তিভরে ঘুরে দাঁড়াল।

"সত্যি, আপনার বুদ্ধিকে আমি ছোট করে দেখেছি। ঠিক আছে, বিদায়।"

"দাঁড়ান। কোথায় যাচ্ছেন ?"

"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এ।"

দরজার অর্ধেক পথও আমরা যাই নি এমন সময় মহিলাটি এগিয়ে এসে হোমসের হাতখানি ধরল। মুহূর্তের মধ্যে সে ইস্পাত থেকে একেবারে মখমলে পরিণত হয়ে গেল।

"আসুন আপনারা, বসুন। আলোচনাটা শেষ করি। মিঃ হোমস, আশা করি সব কথাই আপনাকে খোলাখুলি বলতে পারি। একটি ভদ্রমানুষের হৃদয় আপনার আছে। মেয়েমানুষের কাছে সেটা সহজেই ধরা পড়ে। আপনাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করব।"

"কিন্তু ম্যাডাম, আমি তো বন্ধু হবার পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, কারণ আমি আইনজ্ঞ নই, যদিও আমার ক্ষীণ শক্তি অনুযায়ী সেই আইনের প্রতিনিধিত্ব করবার চেষ্টাই করে থাকি। সব কথা শুনতে আমি প্রস্তুত ; আর তারপরেই আমার কি কর্তব্য তা আপনাকে জানাব।"

"আপনার মত একটি সাহসী মানুষকে ভয় দেখিয়ে আমি যে বোকার মত কাজ করেছি সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"সতিকারের বোকামি করেছেন ম্যাডাম তখনই যখন একদল গুণ্ডার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন যারা আপনাকে 'ব্ল্যাকমেল' করতে পারে, অথবা ফাঁসিয়ে দিতে পারে।"

"না না, অতটা সরল আমি নই। আপনাকে কথা দিয়েছি সব কথাই খোলাখুলি বলব। তাই বলছি, শুধুমাত্র বার্ণি স্টকডেল ও তার স্ত্রী সুসান ছাড়া আর কেউ জানে না কে তাদের কাজে লাগিয়েছে। আর ওদের দুজনের কথা যদি বলেন তো এই প্রথম নয় যে—" মহিলাটি হেসে মাথা নাড়ল ; তার ভঙ্গীতে একটু মনোরম ঘনিষ্ঠতার আভাস।

"বুঝতে পেরেছি। তাদের আপনি আগেও কাজে লাগিয়েছেন।"

"তারা খুব ভাল শিকারী কুকুর ; নিঃশব্দে দৌড়তে পারে।"

"কিন্তু আগে হোক আর পরে হোক এই সব কুকুররা কিন্তু যে তাদের খেতে দেয় তার হাতই কামড়ে দেয়। চুরির দায়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশ এর মধ্যেই তাদের পিছু নিয়েছে।"

"তাদের কপালে যা ঘটবে তারা তা মেনে নেবে। সেজন্যই তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার টিকিটিও দেখতে পাওয়া যাবে না।"

"অবশ্য আমি যদি সে ব্যবস্থা না করি।"

"না, না; সেকাজ আপনি করতে পারেন না। আপনি একজন ভদ্র মানুষ। আর এটা একটি মেয়ের গোপন কথা।"

"প্রথমত এই পাণ্ডুলিপিটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

মহিলা ফিক্ করে হেসে অগ্নিকুণ্ডের কাছে এগিয়ে গেল। তার মধ্যে একটা পোড়া মচ্‌মচে বস্তু ছিল। আগুন উস্কে দেবার লোহার রড টা দিয়ে সেটাকে সে ভেঙে দিল। প্রশ্ন করল, "এটা ফিরিয়ে দেব কি?" উদ্ধত ভঙ্গীতে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। তার সেই শয়তানীমাখা সুন্দর মুখখানা দেখে মনে হল, আজ পর্যন্ত হোমসের যত অপরাধীকে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে এর মোকাবিলা করাই হবে সবচাইতে শক্ত কাজ। যাই হোক, হোমসের মনে তো ভাবাবেগের বালাই নেই।

সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এবার আপনার ভাগ্যের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাজকর্মে আপনি খুবই তৎপর ম্যাডাম, কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।"

মহিলা ঠং করে হাতের রড্‌টা ফেলে দিল।

চেঁচিয়ে বলল, "আপনি কি কঠোর! সব কথা আপনাকে বলব কি?"

"আমার তো ধারণা, গল্পটা আমিই আপনাকে বলতে পারি।"

"কিন্তু মিঃ হোমস, আপনাকে তো আমার চোখ দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। শেষ মুহূর্তে জীবনের সব আকাংখার অবসান ঘটতে বসেছে এমন একটি নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে হবে। সেই নারী যদি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে তাহলে কি তাকে দোষ দেওয়া যায়?"

"কিন্তু মূল পাপ তো আপনারই ছিল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! তা স্বীকার করছি। ডগলাস বড় ভাল ছেলে, কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে আমার পরিকল্পনার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না। সে বিয়ে করতে চাইল—বিয়ে মিঃ হোমস, একটি কপর্দকহীন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিয়ে। বিয়ে ছাড়া আর কিছুতেই তার চলবে না। ক্রমে সে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল। যেহেতু নিজেকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, তাই সে ভাবল যে আমি দিয়েই যাব, আর শুধু তাকেই দেব। সেটা তো অসহ। শেষ পর্যন্ত তাকে বোঝাতেই হল।"

"ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে আপনার নিজের জানালার নীচে তাকে ধোলাই দেওয়ালেন!"

"দেখছি, আপনি সবই জানেন। হ্যাঁ, তাই ঠিক। বার্ণি আর তার লোকজনরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; স্বীকার করছি, তারা কিছুটা কড়া দাওয়াই-ই দিয়েছিল। কিন্তু তখন সে কি করল? কোন ভদ্রলোক এরকম কাজ করতে পারে? একটা বই লিখে তাতে সে নিজের কথাই বলল। আমাকে বানালো বাঘিনী, আর নিজে হল মেষ। ভিন্ন নামে আমাদের সব কথাই তাতে ছিল; কিন্তু সারা লণ্ডন শহরের কোন্ মানুষটা না আমাদের চিনতে পারবে? এবিষয়ে আপনি কি বলেন মিঃ হোমস?"

"দেখুন, সে তো তার অধিকারের বাইরে যায় নি।"

"তার ভাব দেখে মনে হল, ইতালির বাতাস যেন তার রক্তে ঢুকেছে, আর সঙ্গে করে এনেছে প্রাচীন ইতালির নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি। আমি যাতে আগে থেকেই যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকি সেই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে সে আমাকে বইয়ের একটা পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—দুটি পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে—আমার জন্য, অপরটা প্রকাশকের জন্য।"

"কেমন করে বুঝলেন যে প্রকাশকের দরুণ পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে পৌছয় নি?"

"তার প্রকাশককে আমি জানতাম। জানেন তো, এটাই তার একমাত্র উপন্যাস নয়। জানতে পারলাম, ইতালি থেকে কোন খবর তার কাছে আসে নি! তারপরই ঘটল ডগলাস-এর আকস্মিক মৃত্যু। অপর পাণ্ডুলিপিটা যতক্ষণ এ জগতে কোথাও থাকবে ততক্ষণ আমি নিরাপদ নই। ভাবলাম, সেটা নিশ্চয়ই তার জিনিসপত্রের মধ্যে আছে, আর সেসবই তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একদল লোককে লাগিয়ে দিলাম। একজন দাসী সেজে সেই বাড়িতে ঢুকল। আমি সৎপথেই কাজটা করতে চেয়েছিলাম। সত্যি সত্যি তাই চেয়েছিলাম। সবকিছু সমেত বাড়িটা কিনতেও রাজী ছিলাম। তিনি যে টাকা চাইলেন তাই দিতে চাইলাম। কিন্তু সেসব চেষ্টাই যখন ভেস্তে গেল একমাত্র তখনই অন্য পথ ধরতে হল। এবার বলুন মিঃ হোমস, ডগলাস-এর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেছি—ঈশ্বর জানেন সেজন্য আমি দুঃখিত। —সেকথা স্বীকার করেও আমার সমস্ত ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়ে এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম?"

শার্লক হোমস দুটি কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। মনে হচ্ছে, যথারীতি এই অপরাধের ব্যাপারেও একটা মিটমাটই করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর সুখ-সুবিধাসহ পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে কত খরচ লাগতে পারে?"

মহিলাটি অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

"পাঁচ হাজার পাউণ্ডে কাজটা করা যাবে তো ?"

"তা বোধহয় যাবে !"

"খুব ভাল কথা। আমি বলছি, ঐ টাকার একটা চেক আপনি আমাকে সই করে দিন, আর সেটা যাতে মিসেস মেবার্লির হাতে পৌছয় সে ব্যবস্থা আমি করছি। তাঁর বায়ু-পরিবর্তনের খরচটা আপনার দেওয়া উচিত।" তারপর সতর্ক তর্জনী নেড়ে সে বলল, "ইতিমধ্যে হে মাননীয়া, একটু সাবধান হোন! সাবধান হোন! একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আপনি চিরকাল খেলা করে যাবেন অথচ কখনও আপনার সুন্দর হাত দুটি কাটবে না; তা তো হতে পারে না।"





সাসেক্স-এর রক্তচোষার বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Sussex Vampire

শেষ ডাকে আসা একটা চিঠি পড়ে হোমস সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাসির প্রায়-কাছাকাছি সেই মুচকি চাপা হাসিটি তার ঠোঁটে।

মুখে বলল, "আধুনিক ও মধ্য যুগ, বাস্তব ও বল্গাহীন কল্পনার মিশ্রণের এটাই বোধহয় শেষ সীমা। ওয়াটসন, পড়ে দেখ তো কি বুঝতে পার।"

আমি পড়তে লাগলাম,

৪৬ ওল্ড জ্যুরি, ১৯শে নভেম্বর
প্রসঙ্গ : রক্তচোষা বাদুর

মহাশয়,

আমাদের মক্কেল মিনচিং লেন-এর চায়ের দালাল 'ফার্গুসন ও মুরহেড' কোম্পানির মিঃ রবার্ট ফার্গুসন এই একই তারিখের একটা চিঠিতে রক্তচোষা বাদুরদের সম্পর্কে কিছু খবর জানতে চেয়েছেন। যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতির মূল্যায়নের ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়টা আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তাই মিঃ ফার্গুসনকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করে তিনি যেন বিষয়টা আপনাকে জানান। মাটিল্ডা ব্রিগস্-এর কেসে আপনার সফল কর্মধারার কথা আমরা ভুলি নি।

মহাশয়ের একান্ত অনুগত
মরিসন, মরিসন, ও উড
ই. জে. সি. মারফৎ

স্বভিচারণের ভঙ্গীতে হোমস বলল, "মাটিল্ডা ব্রিগস্ কিন্তু কোন তরুণীর নাম নয় ওয়াটসন। এটা একটা জাহাজের নাম। সুমাত্রার দানবীয়

ইঁদুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐ জাহাজটাকে ঘিরে যে আত্মকাহিনী গড়ে উঠেছে সেটা মানুষদের শোনাবার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু রক্তচোষা বাদুরদের সম্পর্কে আমরা কি জানি? সেটা কি আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে? চুপচাপ থাকার চাইতে যেকোন কাজই ভাল, কিন্তু এটা তো গ্রীম-এর রূপকথার পিছনে ছোটার ব্যাপার। হাতটা একটু বাড়াও ওয়াটসন; দেখ তো এ ব্যাপারে V-র কি বলবার আছে।"

পিছনে হেলে তার কথামত ঘটনা-পঞ্জীর বড় বইটা নামিয়ে আনলাম। বইটাকে হাঁটুর উপর ভালভাবে রেখে তার সারা জীবনের সাঞ্চিত তথ্য-সম্বলিত পুরনো ঘটনা-পঞ্জীটার পাতায় সে ধীরে ধীরে পরম আদরে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।

সে পড়তে লাগল, "গ্লোরিয়া স্কট-এর সমুদ্রযাত্রা। ব্যাপারটা ছিল খুবই বাজে। ওয়াটসন, আমার মনে আছে সে ঘটনাটা তুমি লিপিবদ্ধ করেছিলে, যদিও সেজন্য আমি তোমাকে সাধুবাদ দিতে পারি নি। জালিয়াৎ ভিক্টর লিঞ্চ। আরিজোনা-র বিষাক্ত গিরগিটি। কী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সেটা! সার্কাসের সুন্দরী ভিক্টোরিয়া। ভ্যাণ্ডারবিল্ট ও ইয়েগম্যান। বিষধর সব সাপ। হ্যামারস্মিথ-এর বিস্ময় ভিগর। হুলো! হুলো! পুরনো ঘটনা-পঞ্জীটা কি ভাল। এর জুড়ি হয় না। এইখানটা মন দিয়ে শোন ওয়াটসন। হাঙ্গেরী-তে রক্তচোষা বাদুরের কীর্তি। আবার ট্রান্সিলভানিয়াতে রক্তচোষা বাদুরের দল।" সাগ্রহে সে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ হাত চালিয়ে হতাশ ভঙ্গীতে বড় বইটাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলল।

"রাবিশ ওয়াটসন, রাবিশ! যে ভ্রাম্যমান মৃতদেহকে কেবলমাত্র বুকের ভিতরে শূল ঢুকিয়ে দিয়ে তবে কবরে আটকে রাখা যায় তাদের নিয়ে আমরা কি করব? এ তো নেহাত পাগলামি।"

আমি বললাম, "কিন্তু রক্তচোষা বাদুরকে যে মরা মানুষই হতে হবে তা কে বলেছে? একটা জ্যান্ত লোকেরও তো সে অভ্যাস থাকতে পারে। যেমন আমি বইতে পড়েছি, যৌবনকে অটুট রাখবার জন্য বুড়োরা যুবকদের রক্ত চুষে খায়।"

"ঠিক বলেছ ওয়াটসন। এই বইয়ের কোন জায়গায় সে কাহিনীরও উল্লেখ আছে। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে কি সত্যি মাথা ঘামানো চলে? আমাদের প্রতিষ্ঠান শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর তাই থাকবে। এই পৃথিবীটাই আমাদের কর্মক্ষেত্রের পক্ষে যথেষ্ট বড়। কোন ভূতকে আর আবেদন করতে হবে না। আমার তো আশংকা হচ্ছে, মিঃ রবার্ট ফার্গুসন-এর ব্যাপারটাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারব না। হয়তো এ চিঠিটা তার কাছ থেকেই এসেছে, এবং এর থেকে তার বিপদ সম্পর্কে কিছুটা আলোর

হদিস পাওয়া যেতে পারে ।"

সে যখন প্রথম চিঠিটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন আর একটা চিঠিও টেবিলে পড়ে ছিল, সে লক্ষ্য করে নি। এবার সেই চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে তার মুখে দেখা দিল একটু মজার হাসি। ক্রমে সে হাসি মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ। চিঠি পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ সে চিন্তায় ডুবে রইল। চিঠিটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত চমক ভেঙে সে দিবানিদ্রা থেকে জেগে উঠল।

"চীজম্যান্স, ল্যাম্বার্লি। ল্যাম্বার্লি কোথায় ওয়াটসন?"

"সাসেক্স-এ; হর্শাম-এর দক্ষিণে।"

"বেশী দূর নয়, কি বল? আর চীজম্যান্স?"

"গ্রামটা আমি চিনি হোমস। পুরনো সব বাড়িতে ভর্তি। কয়েক শতাব্দী আগে যে লোকরা বাড়িগুলো তৈরি করেছিল তাদের নামেই বাড়িগুলোর নামকরণ হয়েছিল। সেখানে দেখতে পাবে অড্‌লিস, হার্ভেস আর কারিটন্স—সবাই লোকগুলোকে ভুলে গেছে, কিন্তু বাড়িগুলোতে তাদের নাম আজও বেঁচে আছে।"

উদাসীন গলায় হোমস বলল, "ঠিক তাই।" তার অহংকারী, আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির এই একটি বৈশিষ্ট্য যে, কোন নতুন তথ্য পেলেই অতিক্রুত সঠিকভাবে সে তাকে তার মগজে ভরে রাখে, কিন্তু তথ্য-সরবরাহকারীকে কখনও সেজন্য কৃতজ্ঞতাটুকুও জানায় না। "আমার তো মনে হচ্ছে সেখানে যাবার আগেই ল্যাম্বার্লি-র চীজম্যান্স সম্পর্কে আমার অনেককিছুই জানতে পারব। যেমনটি আশা করেছিলাম। এ চিঠিটা রবার্ট ফার্গুসন-এর কাছ থেকেই এসেছে। ভাল কথা, সে তো লিখেছে, তোমার সঙ্গে তার পরিচয় আছে।"

"আমার সঙ্গে?"

"চিঠিটা পড়েই দেখ।"

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিল। চিঠির মাথায় পূর্বে উল্লেখিত ঠিকানা লেখা।

প্রিয় মিঃ হোমস,

আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার কথা আমার উকিলরাই বলেছেন, কিন্তু বিষয়টি এত অসাধারণ রকমের স্পর্শকাতর যে তা নিয়ে আলোচনা করা খুবই শক্ত। বিষয়টি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে, আর আমি তার প্রতিভূমাত্র। এই ভদ্রলোক পাঁচ বছর আগে পেরুভিয়ার এক বণিকের কন্যা এক পেরুভীয় মহিলাকে বিয়ে করেন। নাইট্রেট আমদানির ব্যাপারে তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে। মহিলাটি খুব সুন্দরী, কিন্তু সে জন্মসূত্রে বিদেশিনী আর তার ধর্মও আলাদা; তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আগাগোড়াই স্বার্থ ও মনোভাবের

পার্থক্য মাথাচাড়া দিতে থাকে। ফলে কিছুদিন পরেই স্ত্রীর প্রতি ভদ্রলোকের ভালবাসায় ভাটা পড়তে তার মনে হতে থাকে যে তাদের মিলনটাই ভুল হয়েছে। তার মনে হতে লাগল স্ত্রীর চরিত্রের এমন কতকগুলি দিক আছে যা সে কোনদিন জানতেও পারবে না, বুঝতেও পরবে না। ব্যাপারটা আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল এইজন্য যে তার মত প্রিয়তমা স্ত্রী মানুষের হয় না —সবদিক দিয়েই সে ছিল একান্তভাবে স্বামী-অনুরাগিনী।

এবার সেই বিষয়টির উল্লেখ করছি যেটাকে আপনার সঙ্গে দেখা হলে আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলব। আসলে, পরিস্থিতির একটা মোটামুটি ধারণা আপনাকে জানানো এবং এ ব্যাপারে আপনি আগ্রহী হবেন কি না সেটা জানবার জন্যই এই চিঠি লিখছি। মহিলাটির স্বাভাবিক মিষ্টি-মধুর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী কিছু কিছু লক্ষণ ক্রমে তার মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগল। ভদ্রলোকের দুই বিবাহ; প্রথম স্ত্রীর একটি ছেলে আছে। ছেলেটির বয়স পনেরো বছর ; আকর্ষণীয় স্নেহপরায়ণ যুবক ; অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত ছেলেবেলাতেই একটি দুর্ঘটনায় সে আহত হয়। একান্তই অকারণে দু দুবার এই অসহায় ছেলেটিকে আক্রমণ করতে গিয়ে তার স্ত্রী ধরা পড়ে যায়। একবার সে একটা লাঠি দিয়ে ছেলেটিকে এমনভাবে আঘাত করে যে তার হাতটা অনেকখানি ফুলে ওঠে।

যাইহোক, এক বছরেরও কম বয়সী তার নিজের ছেলের প্রতি মহিলাটির যে ব্যবহার তার সঙ্গে তুলনায় এটা তো সামান্য ব্যাপার। মাসখানেক আগে একদিন নার্স কয়েক মিনিটের জন্য শিশুটিকে রেখে বাইরে গিয়েছিল। শিশুটির যন্ত্রণাকাতর চীৎকার শুনেই নার্স ফিরে আসে। দৌড়ে ঘরে ঢুকেই সে দেখে তার মনিব সেই মহিলা শিশুটির উপর উপুড় হয়ে বুঝি বা তার গলাটা কামড়ে ধরেছে। গলায় একটা ছোট ক্ষত হয়েছে, আর তা থেকে রক্ত ঝরছে। নার্স ভয় পেয়ে স্বামীকে ডাকতে চাইলে মহিলাটি তাকে অনুরোধ করে সে যেন তার স্বামীকে না ডাকে, এবং তার মুখ বন্ধ করে রাখার মূল্য হিসাবে সত্যি তাকে পাঁচ পাউণ্ড বকশিস দেয়। এ ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, আর তখনকার মত সেটাকে চাপা দেওয়া হয়।

ঘটনাটা কিন্তু নার্সের মনের উপর একটা ভয়ংকর ছাপ রেখে গেল। সেইদিন থেকেই সে মহিলাটির উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। শিশুটিকেও সে আরও ভালভাবে পাহারা দিতে লাগল, কারণ তাকে সে খুবই ভালবাসত। তার মনে হতে লাগল, সে যেমন মায়ের উপর নজর রাখছে, তেমনি মাও তার উপর নজর রাখছে, আর যখনই সে শিশুটিকে একলা রেখে কোথাও যেতে বাধ্য হয়, মা তখনই শিশুটির কাছে যাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। দিন-রাত নার্স শিশুটিকে ঘিরে থাকে, আর নীরব, সদাসতর্ক মা-টিও বাঘিনী যেভাবে মেষশাবকের জন্য ওৎ পেতে থাকে সেইভাবে ওৎ পেতে থাকে।

একথা পড়ে আপনার খুবই অবিশ্বাস্য মনে হবে তা জানি, তবু আপনাকে অনুরোধ করছি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবেন, কারণ একটি শিশুর জীবন ও একটি মানুষের প্রকৃতিস্থ থাকাটা তার উপর নির্ভর করছে।

তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন যখন ঘটনাগুলোকে আর স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা গেল না। নার্সের মনোবল ভেঙে পড়ল; এত চাপ সে আর সহ্য করতে না পেরে সব কথা স্বামীটিকে খুলে বলল। এ কথা আজ আপনার যেমন মনে হচ্ছে সেদিন সেই লোকটারও তেমনি উদ্ভট মনে হয়েছিল। স্ত্রীকে সে প্রিয়তমা স্ত্রী বলেই জানত, আর সৎ ছেলেটিকে আঘাত করা ছাড়া তাকে মমতাময়ী মা বলেই জানত। কেন সে তার নিজের আদরের শিশুটিকে আঘাত করবে? সে নার্সকে বলল, এ সবই তার স্বপ্নে দেখা, তার সন্দেহ পাগলের প্রলাপ মাত্র, আর কর্ত্রী সম্পর্কে তার এ ধরনের কটূক্তি অসহ্য। তারা যখন এই সব কথা বলছিল তখন হঠাৎ একটা যন্ত্রণাকাতর চীৎকার শুনতে পেল। নার্স ও বাড়ির কর্তা বাচ্চাদের ঘরে ছুটে গেল। মিঃ হোমস, স্বামীটি যখন দেখল তার স্ত্রী খাটের পাশে নতজানু হয়ে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আর শিশুটির খোলা গলায় ও বিছানার চাদরে রক্তের দাগ রয়েছে, তখন তার মনের অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন। আতংকে চীৎকার করে উঠে সে তার স্ত্রীর মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখল তার সারা ঠোঁটে রক্ত লেগে রয়েছে। সেই যে অসহায় শিশুটির রক্ত চুষে খেয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই হল ঘটনা। মহিলাকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নি। স্বামীটি অর্ধ-উন্মাদ। সে বা আমি রক্তচোষা বাদুরের নামই শুধু শুনেছি; তার বেশী কিছুই জানি না। তখন ভাবতাম সেসব দূর দেশের গাঁজাখুরি গল্প। অথচ এখানে—ইংলণ্ডের সাসেক্স-এর বুকের উপরে—থাক, সকালেই তো এসব কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আমার সঙ্গে দেখা করবেন তো? একটি লুপ্তবুদ্ধি মানুষকে সাহায্য করতে আপনার মহৎ শক্তিকে প্রয়োগ করবেন তো? যদি করেন, দয়া করে ফার্গুসন, চীজম্যান্স, ল্যাম্বার্লি এই ঠিকানায় একটা তার করে দেবেন। দশটা নাগাদ আমি আপনার ঘরে গিয়ে হাজির হব।

আপনার বিশ্বস্ত
রবার্ট ফার্গুসন

পুনশ্চ—আমার বিশ্বাস আমি যখন রিচমণ্ড দলের থ্রি-কোয়ার্টার ছিলাম তখন আপনার বন্ধু ওয়াটসন ব্ল্যাকহিথ-এর পক্ষে রাগ্‌বি খেলত। এই একটিমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়-পত্রই আমি দিতে পারি।

চিঠিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, "তার কথা অবশ্য মনে আছে। বড় বব ফার্গুসন-এর মত ভাল থ্রি-কোয়ার্টার রিচমণ্ড দলে কোনদিন হয় নি। চিরদিনই সৎ প্রকৃতির ছেলে। বন্ধুর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তারই উপযুক্ত।

চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হোমস ঘাড় নাড়তে লাগল।

বলল, "তোমার অন্ত কখনও পেলাম না ওয়াটসন! তোমার সম্পর্কে কত কিছুই যে অজানা রয়ে গেল। ভাল মানুষের মত একটা তার করে দাও। 'তোমার কেস' আমি সানন্দে পরীক্ষা করব।"

"তোমার কেস!"

"আমাদের প্রতিষ্ঠান দুর্বলচিত্তদের আবাসস্থল একথা তাকে আমরা ভাবতে দেব না। অবশ্যই এটা তার কেস। তাকে তারটা করে দাও, আর সকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে চুপচাপ থাক।"

পরদিন সকাল ঠিক দশটায় ফার্গুসন আমাদের ঘরে ঢুকল। আমি তাকে মনে করে রেখেছিলাম একটি দীর্ঘদেহ পাথুরে গড়নের মানুষ হিসাবে; তখন তার হাত-পা ছিল ঢিলে, আর গতি ছিল অসম্ভব দ্রুত; সেই গতি দিয়ে প্রতিপক্ষের অনেক 'ব্যাক'-কে সে পরাস্ত করেছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্বে যার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তেমন একজন কৃতী খেলোয়াড়ের ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার চাইতে অধিকতর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না। প্রকাণ্ড শরীরটা ভেঙে পড়েছে, শনের মত চুল পাতলা হয়ে এসেছে, ঘাড় নুয়ে পড়েছে। ভয় হল, তার মনেও ঐ একই ভাব জেগেছে।

"হ্যালো ওয়াটসন," সে কথা বলল, গলার স্বর এখনও গভীর ও উচ্ছ্বসিত। 'ওল্ড ডিয়ার পার্ক'-এ তোমাকে যখন দড়ির উপর দিয়ে লোকের ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, আজ আর তোমাকে দেখে সেই একই লোক বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছে, আমিও কিছুটা বদলে গিয়েছি। কিন্তু গত দু এক দিনের মধ্যেই আমি যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই বুঝতে পেরেছি মিঃ হোমস যে অপর কোন মানুষের প্রতিনিধি হবার ভান করে লাভ নেই।"

"কাজ-কারবার সরাসরি হওয়াই ভাল," হোমস বলল।

"অতি অবশ্য। কিন্তু যে নারীকে রক্ষা করতে, সাহায্য করতে আমি বাধ্য তার বিষয়ে এ পারিস্থিতিতে কিছু বলা যে কত কঠিন তা তো আপনি বুঝতেই পারেন। আমি কি করতে পারি? এ কাহিনী শোনাতে পুলিশের কাছেই বা যাই কেমন করে? অথচ বাচ্চাগুলোকে তো বাঁচাতে হবে। এটা কি পাগলামি মিঃ হোমস? এটা কি ওর রক্তের মধ্যেই আছে? অনুরূপ

কোন ঘটনার কথা কি আপনার জানা আছে? ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে কিছু পরামর্শ দিন, কারণ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

"খুবই স্বাভাবিক মিঃ ফার্গুসন। আপাতত এখানে বসুন, মনে জোর আনুন, আর আমার কয়েকটি প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিন। আমি জোর দিয়েই বলছি যে আমার বুদ্ধি লোপ পায় নি এবং একটা সমাধান যে খুঁজে পাবই সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রথমেই বলুন, আপনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। আপনার স্ত্রী কি এখনও ছেলেমেয়েদের কাছে থাকেন?"

"সে বড় ভয়ংকর দৃশ্য। আমার স্ত্রী খুবই প্রেমময়ী মিঃ হোমস। কোন নারী যদি কোন পুরুষকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে থাকে, সে আমাকে তেমনই ভালবাসে। এই ভয়ংকর, অবিশ্বাস্য গোপন কথা আমি জেনে ফেলায় সে যেন মরমে মরে আছে। একটি কথাও সে বলছে না। আমি যত তিরস্কার করেছি তার উত্তরে সে কোন কথা বলে নি, শুধু উদাস, হতাশ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তারপর ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে সে আর আমার সঙ্গে দেখাও করে নি। তার একটি দাসী আছে যে বিয়ের আগে থেকেই তার কাছে ছিল। নাম ডলোরেস—দাসী হয়েও সে তার বান্ধবী। সেই তার খাবারটা দেয়।"

"তাহলে শিশুটির উপস্থিত কোন বিপদ নেই?"

"নার্স মিসেস ম্যাসন কথা দিয়েছে, দিনে বা রাতে কোন সময়ই সে শিশুটিকে রেখে কোথাও যাবে না। তার উপর আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু বেচারি জ্যাককে নিয়েই আমার বেশী অস্বস্তি, কারণ আপনাকে তো চিঠিতে লিখেছি যে আমার স্ত্রী দুবার তাকে আক্রমণ করেছে।"

"কিন্তু সে কখনও আহত হয় নি?"

"না, সে তাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করেছে। বেচারি সরল, সাদাসিধে এবং পঙ্গু বলেই ব্যাপারটা আরও ভয়ংকর।" ছেলের কথা বলতে গিয়ে ফার্গুসনএর শুকনো মুখটা নরম হয়ে উঠল। "বেচারির অবস্থা দেখলে সকলের মনই গলে যায়। কি জানেন মিঃ হোমস, ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে ওর শিরদাঁড়াটা বেঁকে গেছে। কিন্তু মনটা বড় ভাল, বড়ই নরম, ভালবাসায় ভরা।"

গতকালের চিঠিটা তুলে নিয়ে হোমস আবার সেটা পড়ছিল। "আপনার বাড়িতে আর কে কে থাকে মিঃ ফার্গুসন?"

"দুটি চাকর আছে; তারা বেশীদিন আসে নি। আস্তাবলের চাকর মাইকেল আছে, সে বাড়িতেই ঘুমোয়। আমার স্ত্রী, আমি নিজে, ছেলে জ্যাক, বাচ্চাটি, ডলোরেস, আর মিসেস ম্যাসন। বাস, এই সব।"

"আমি জেনেছি যে আপনাদের বিয়ের সময় আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালরকম জানতেন না?"

"তখন তার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক সপ্তাহের পরিচয়।"

"দাসী ডলোরেস তার কাছে কতদিন যাবৎ আছে?"

"কয়েক বছর।"

"তাহলে তো আপনার চাইতে ডলোরেস-এরই আপনার স্ত্রীর চরিত্র বেশী জানবার কথা?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।"

হোমস কথাটা লিখে নিল।

বলল, "মনে হচ্ছে এখানে না থেকে ল্যাম্বার্লি গেলেই আমি বেশী কাজ করতে পারব। এটা প্রধানত ব্যক্তিগত তদন্তেরই ব্যাপার। মহিলাটি যখন তাঁর ঘরেই থাকেন, তখন আমাদের উপস্থিতি তাঁর কোনরকম বিরক্তি বা অসুবিধা ঘটাবে না। অবশ্য আমরা থাকব একটা সরাইখানায়।"

ফার্গুসন একটা স্বস্তির ভাব দেখাল।

"আমিও এটাই আশা করেছিলাম মিঃ হোমস। আপনারা যদি যেতে চান, ভিক্টোরিয়া থেকে ছুটোর সময় একটা ভাল ট্রেন আছে।"

"আমরা নিশ্চয় যাব। এখানে কাজকর্ম মন্দা চলছে। কাজেই আমার সবটা শক্তিই আপনার কাজে লাগাতে পারব। অবশ্য ওয়াটসনও আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু যাত্রা করবার আগে আরও দুই একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। এই অসুখী মহিলা, সেইরকমই আমার ধারণা, দুটি ছেলেকেই আক্রমণ করেছে—তার নিজের বাচ্চা আর আপনার ছেলে?"

"ঠিক।"

"কিন্তু তার ফল দাঁড়াচ্ছে দুরকম, তাই নয় কি? আপনার ছেলেকে তিনি পিটিয়েছেন।"

"একবার লাঠি দিয়ে, আর একবার হাত দিয়েই নির্দয়ভাবে।"

"তিনি কেন তাকে মেরেছেন তার কারণ কিছু বলেছেন কি?"

"কিছু না; শুধু বলেছে সে ওকে ঘৃণা করে। একথা সে বার বার বলেছে।"

"দেখুন, সৎ-মায়েদের বেলায় সেটা নতুন কিছু নয়। একে আমরা মৃত্যু পরবর্তী ঈর্ষা বলতে পারি। মহিলাটি কি স্বভাবতই ঈর্ষাতুর?"

"হ্যাঁ, সে খুবই ঈর্ষাতুর—তার ঈর্ষা গ্রীষ্মাঞ্চলীয় তীব্র ভালবাসার শক্তিতে ভরপুর।"

"কিন্তু ছেলেটি—তার বয়স পনেরো বছর, আর যেহেতু ঘটনাক্রমে তার দেহটা পঙ্গু সেইহেতু তার মনের বুদ্ধি হয়তো খুবই বেশী। সে কি এইসব আক্রমণের কোন কারণের কথা বলে নি?"

"না; সে বলছে, কোন কারণই নেই।"

"অন্য সময় তারা কি ভাল বন্ধুর মত থাকে?"

"না ; তাদের দু'জনের মধ্যে কোন সময়ই কোনরকম ভালবাসা ছিল না।"

"অথচ আপনি বলেছেন ছেলেটি স্নেহপ্রবণ ?"

"পৃথিবীতে তার মত অনুরক্ত ছেলে দ্বিতীয়টি পাবেন না। আমার জীবনই তার জীবন। আমি যা বলি বা করি তাতেই সে ডুবে থাকে।"

হোমস আবার কিছু লিখে রাখল। কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে বসে রইল।

"এই দ্বিতীয়বার বিয়ের আগে আপনি ও ছেলেটি নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ছিলেন। দুজনে খুবই কাছাকাছি এসেছিলেন, তাই নয় কি ?"

"খুবই কাছাকাছি।"

"আর ছেলেটিও এতখানি স্নেহপ্রবণ হবার দরুণ তার মায়ের স্মৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিল ?"

"তাকে তো খুব চিত্তাকর্ষক ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। এই সব আক্রমণ সম্পর্কে আর একটা কথা। শিশুটির উপর এই অদ্ভুত আক্রমণ আর আপনার ছেলের উপর আক্রমণ কি একই সময়ে হয়েছিল ?"

"প্রথমবার তাই হয়েছিল। একটা পাগলামি যেন তাকে পেয়ে বসেছিল, আর দুজনের উপরেই সে তার রাগটা প্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয়বার কিন্তু জ্যাক একাই আক্রান্ত হয়েছিল। তখন মিসেস ম্যাসন বাচ্চাটা সম্পর্কে কোন নালিশ জানায় নি

"তাতেই তো ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে।"

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ হোমস।"

"পারবার কথাও নয়। মানুষ সাময়িকভাবে একটা ব্যাখ্যা মনে মনে তৈরি করে, আবার কালক্রমে অথবা আরও তথ্য সংগৃহীত হলে তাকে বর্জনও করে। অভ্যাসটা খারাপ মিঃ ফার্গুসন, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি তো দুর্বল। আমার আশংকা হচ্ছে, আপনার এই পুরনো বন্ধুটি আমার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাকে অতিরঞ্জিত সংবাদ দিয়েছে। যাহোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আপনার সমস্যাটাকে আমি সমাধানের অতীত বলে মনে করি না ; আর বেলা দুটোর সময় আপনি আমাদের ভিক্টোরিয়াতে আশা করতে পারেন।"

নভেম্বরের একটি বিষণ্ণ, কুয়াসা-ঢাকা সন্ধ্যায় ল্যাম্বার্লি-র "চেকার্স"-এ জিনিসপত্র রেখে একটা লম্বা ঘোরানো গলির সাসেক্স-সুলভ কাদার ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা ফার্গুসন-এর একটেরে পুরনো গোলা-বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। একটা দলছুট মস্তবড় বাড়ি, মাঝখানের অংশটা খুবই পুরনো, দুপাশের দুটো অংশ খুবই নতুন, টিউডর যুগের উঁচু উঁচু চিমনি, তার হর্শাম টালির শ্যাওলা-ধরা খাড়া ছাদ। সিঁড়িগুলো ক্ষয় হতে হতে অর্ধ-গোলাকার হয়ে গেছে। ভিতরে সিলিং-এ ওক কাঠের ভারী বীম

মেঝে এবড়ো-খেবড়ো। পুরনো বাড়িটার সবকিছুতেই যেন বার্ধক্য ও ধ্বংসের গন্ধ লেগে আছে।

মাঝখানে একটা বড় ঘর। আমাদের নিয়ে ফার্গুসন সেই ঘরে ঢুকল। মস্তবড় একটা সেকেলে অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের পিছনে একটা লোহার পর্দার উপর তারিখ লেখা ১৭৬০। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সারাটা ঘর জুড়ে নানা সময় ও নানা দেশের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছড়িয়ে রয়েছে। আধা-প্যানেল করা দেয়ালের মালিক নিশ্চয় ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর কোন সাধারণ জোতদার। অবশ্য দেয়ালের নীচের অংশটা একসারি সুনির্বাচিত আধুনিক জল-রং ছবি দিয়ে অলংকৃত, আর উপরের দিকে যেখানে ওক কাঠের পরিবর্তে হল্‌দে পলস্তরা ধরানো হয়েছে সেখানে দক্ষিণ আমেরিকার যেসব তৈজসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলি যে উপরতলার পেরুভীয় মহিলাটি সঙ্গে করে এনেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মনের একাগ্র কৌতূহলের টানে হোমস তখনই উঠে গিয়ে বেশ যত্নসহকারে সেগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। দুই চোখে চিন্তা ভরে নিয়ে সে ফিরে এল।

"হুলো! হুলো!" সে চেঁচিয়ে ডাকল।

এককোণে ঝুড়ির মধ্যে একটা স্প্যানিয়েল শুয়েছিল। বেশ কষ্ট করে হাঁটতে হাঁটতে ধীরে ধীরে সেটা মনিবের দিকে এগোতে লাগল। কুকুরটার পিছনের পা দুটি সমানভাবে পড়ছে না; লেজটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সে ফার্গুসন-এর হাত চাটতে লাগল।

"কি হল মিঃ হোমস?"

"এই কুকুরটা। এটার কি হয়েছে?"

"সেটা নিয়েই তো পশু-চিকিৎসকও গোলমালে পড়েছে। একধরনের পক্ষাঘাত। তার ধারণা শিরদাঁড়ার মেনিনজাইটিস; তবে সেটা চলে যাচ্ছে। শীঘ্রই ও ভাল হয়ে যাবে—তাই না কার্লো?"

ঝুলেপড়া লেজের কাঁপুনিতে তার সম্মতি জানা গেল। কুকুরটার বিষণ্ণ চোখ দুটি পর পর আমাদের দেখতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছে, আমরা তার কথাই বলাবলি করছি।

"রোগটা কি হঠাৎই হয়েছিল?"

"এক রাতের মধ্যেই।"

"কতদিন আগে?"

"তা মাস চারেক হবে।"

"খুব আশ্চর্য! খুবই অর্থবহ।"

"এর মধ্যে আপনি আবার কি দেখতে পেলেন মিঃ হোমস?"

"অনেকক্ষণ থেকেই যে চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তারই সমর্থন।"

"ঈশ্বরের দোহাই, আপনি কি ভাবছেন মিঃ হোমস? আপনার কাছে এটা বুদ্ধির খেলা হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা জীবন-মরণ সমস্যা! আমার স্ত্রী একটি হবু খুনী—আমার সন্তান বিপদের বেড়াজালে আবদ্ধ! আমার সঙ্গে খেলা করবেন না মিঃ হোমস। ব্যাপারটা ভয়ংকর রকমের গুরুতর!'

বড় রাগবি থি-কোয়ার্টার-এর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। সান্ত্বনা জানাতে হোমস তাঁর বাহুর উপর নিজের হাতখানি রাখল।

বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে মিঃ ফার্গুসন, এ সমস্যার সমাধান যাই হোক না কেন আপনাকে যন্ত্রণা ভুগতেই হবে। সে যন্ত্রণার লাঘব করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। আপাতত আর কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু এ বাড়ি থেকে যাবার আগে আরও নির্দিষ্ট কিছু জানতে পারব বলে আশা করছি।"

"ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। আপনারা যদি কিছু না মনে করেন উপরে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়ে দেখে আসব সেখানে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি না।"

কয়েক মিনিটের জন্য সে বাইরে গেল। সেই সুযোগে হোমস আবার দেয়ালের প্রাচীন জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করতে লেগে গেল। গৃহকর্তা ফিরে এলে তাঁর বিমর্ষ মুখ দেখেই বোঝা গেল যে অবস্থার কোনরকম উন্নতি ঘটে নি। একটি লম্বা, একহারা বাদামী মুখের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরল।

ফার্গুসন বলল, "ডলোরেস, চা তো প্রস্তুত। তোমার কর্ত্রী যখন যা চাইবেন তাই যাতে পান সেদিকে নজর রেখ।"

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তিনি বেজায় অসুস্থ। কিছুই খেতে চান না। বেজায় অসুখ। ডাক্তার দেখানো দরকার। ডাক্তার ছাড়া তাঁর কাছে একলা থাকতে আমার ভয় করে।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফার্গুসন আমার দিকে তাকাল।

"আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে আমি খুশি হব।"

"তোমার কর্ত্রী কি ডাঃ ওয়াটসন-এর সঙ্গে দেখা করবেন?"

"আমিই ওকে নিয়ে যাব। অনুমতি নেবার দরকার নেই। তাঁর ডাক্তারের প্রয়োজন।"

"আমি এখনই তোমার সঙ্গে যাব।"

মেয়েটির পিছন-পিছন সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা পুরনো করিডরে নামলাম। গভীর আবেগে মেয়েটি কাঁপছে। করিডরের শেষ প্রান্তে লোহার বাতা বসানো একটা মজবুত দরজা। দরজাটা দেখে আমার মনে হল, ফার্গুসন যদি দরজা ভেঙেও স্ত্রীর কাছে যেতে চায় তাহলেও কাজটা খুব সহজ হবে না। মেয়েটি পকেট থেকে একটা চাবি বের করল আর পুরনো কজা লাগানো ওক কাঠের দরজার ভারী পাল্লা দুটি ক্যাঁচড় ক্যাঁচড় শব্দ করে খুলে গেল। আমি

ঢুকতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

বিছানায় একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার অনেক জ্বর; সে আধা জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে ছিল; আমি ঘরে ঢুকতেই সন্ত্রস্ত অথচ সুন্দর চোখ দুটি মেলল এবং সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল একজন অপরিচিত লোককে দেখে সে যেন স্বস্তি বোধ করল; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বালিশে এলিয়ে পড়ল। কিছু আশ্বাসের কথা বলে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম, আর যতক্ষণ তার নাড়ি পরীক্ষা করলাম ও তাপ দেখলাম ততক্ষণ সে চুপ করে শুয়ে রইল। নাড়ির গতি ও শরীরের তাপ দুইই চড়া; তবু আমার মনে হল সত্যিকারের কোন রোগের আক্রমণ নয়, মানসিক ও স্নায়বিক উত্তেজনাই এই অবস্থার কারণ।

মেয়েটি বলল, "একদিন, দুদিন উনি একভাবেই শুয়ে আছেন। আমার ভয় হয়, উনি মারা যাবেন।"

মহিলাটি লালচে সুন্দর মুখখানি আমার দিকে ফেরাল।

"আমার স্বামী কোথায়?"

"নীচে আছেন। তাকে দেখতে চান?"

"তাকে দেখব না। তাকে দেখব না।" বলতে বলতেই তার বিকার দেখা দিল। "শয়তান! একটা শয়তান! উঃ, এই দানবটাকে নিয়ে আমি কী করব?"

"আমি কি কোনরকম সাহায্য করতে পারি?"

"না। কেউ কিছু করতে পারবে না। সব শেষ। সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি যত যাই করি, সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় কোন অদ্ভুত বিভ্রান্তিতে ভুগছে। ভাল মানুষ বব ফার্গুসনকে আমি শয়তান বা দানবের চরিত্রে কল্পনাও করতে পারি না।

বললাম, "ম্যাডাম, আপনার স্বামী আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসে। এসব ঘটনায় সে খুব কষ্ট পাচ্ছে।"

আবারও সে তার অপূর্ব চোখ দুটি আমার দিকে ফেরাল।

"আমাকে ভালবাসে। হ্যাঁ, বাসে। কিন্তু আমি কি তাকে ভালবাসি না? তার বুকটা না ভেঙে বরং নিজেকে বলি দিয়েও কি আমি তাকে ভালবাসিনি? হ্যাঁ, তেমনি করেই তাকে ভালবেসেছি। তবু আমার সম্পর্কে একথা সে ভাবতে পারল—একথা আমাকে বলতে পারল?"

"তার কষ্টের অবধি নেই, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না।"

"না, সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তার উচিত ভরসা করা।"

"আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করবেন না?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, না; সেই ভয়ংকর কথাগুলো, না তার মুখের সেই চাউনি আমি ভুলতে পারি না। তার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করব না। চলে যান।

আমার জন্য আপনিও কিছু করতে পারবেন না। শুধু একটা কথা তাকে বলবেন। আমার ছেলেকে আমি চাই। ছেলের উপর আমার অধিকার আছে। শুধু এই একটি কথাই তাকে আমার জানাবার আছে।" সে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল; আর কোন কথাই বলল না।

নীচের ঘরে এলাম। ফার্গুসন ও হোমস তখনও আগুনের পাশে বসে আছে। ফার্গুসন একমনে আমার সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনল।

বলল, "কেমন করে ছেলেকে তার কাছে পাঠাই? হঠাৎ তার মনে কোন্ ভাবনার উদয় হবে কেমন করে আমি জানব? রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে সে তার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল সেদৃশ্য আমি কেমন করে ভুলব?" সেকথা মনে হতেই সে কেঁপে উঠল। "মিসেস ম্যাসন-এর কাছেই ছেলে নিরাপদে আছে, সেখানেই সে থাকবে।"

এ বাড়ির একমাত্র আধুনিক একটি চতুরিক পরিচারিকা চা নিয়ে এল। সে যখন চা পরিবেশন করছিল তখন দরজা খুলে একটি যুবক ঘরে ঢুকল। চমৎকার ছেলেটি। মুখখানি ম্লান, মাথা ভরা উজ্জ্বল চুল, উত্তেজনাপ্রবণ ঈষৎ নীল দুটি চোখ। বাবার দিকে চোখ ফেরাতেই আবেগ ও আনন্দের একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ দুটি ঝলমল করে উঠল। ছুটে এগিয়ে এসে মমতাময়ী বালিকার উপযোগী বিহ্বলতায় সে দুই হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওঃ, বাপি, তুমি এত আগে এসে পড়বে আমি জানতাম না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আরও আগেই আমার আসা উচিত ছিল। ইস, তোমাকে দেখে কী ভালই যে লাগছে!"

ফার্গুসন কিছুটা বিব্রত হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করল। নরম হাতে চুল-ভর্তি মাথায় চাপড় মারতে মারতে সে বলল, "লক্ষ্মী ছেলে। আমার এই বন্ধুরা মিঃ হোমস ও ডাঃ ওয়াটসন এখানে এসে সন্ধ্যাটা আমাদের সঙ্গে কাটাতে রাজী হলেন বলেই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।"

"ইনিই গোয়েন্দা মিঃ হোমস?"

"হ্যাঁ।"

খুবই অন্তর্ভেদী এবং আমার মনে হল, অমিত্রসুলভ দৃষ্টিতে ছেলেটি আমাদের দিকে তাকাল।

"আপনার অপর ছেলেটি কোথায় মিঃ ফার্গুসন?" হোমস জিজ্ঞাসা করল। "বাচ্চাটির সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি?"

ফার্গুসন বলল, "মিসেস ম্যাসনকে বল, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে।"

একটু অদ্ভুতভাবে নেংচাতে নেংচাতে ছেলেটি চলে গেল। আমার ডাক্তারী চোখ সহজেই বুঝতে পারল যে সে শিরদাঁড়ার দুর্বলতায় ভুগছে। ইতিমধ্যেই ছেলেটি ফিরে এল। তার পিছনে এল একটি লম্বা শুকনো

চেহারার স্ত্রীলোক। তার কোলে একটি ভারি সুন্দর ছেলে; কালো চোখ, সোনালী চুল, স্যাক্সন ও লাতিন রক্তের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। ফার্গুসন ছেলেটিকে খুবই ভালবাসে, তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

তার দেবদূতের মত সুন্দর গলায় একটা ছোট লাল দাগের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বলল, "ভাবতে পারেন কেউ একে আঘাত করতে পারে!"

ঠিক সেইমুহূর্তে আমার চোখটা হঠাৎই হোমসের উপর পড়ল। তার চোখে-মুখে একটা তীব্র একাগ্রতা ফুটে উঠেছে। তার মুখটা এতখানি স্থির হয়ে আছে যেন পুরনো হাতির দাঁত থেকে খোদাই করে তোলা হয়েছে। দুটি চোখ শুধু মুহূর্তমাত্র বাবা ও ছেলের প্রতি নিবদ্ধ থেকেই এখন ঘরের অপর দিকের কোন কিছুর উপর একাগ্র কৌতূহলের সঙ্গে স্থির হয়ে আছে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমার শুধু মনে হল, জানালা দিয়ে সে বাইরের বিষণ্ণ, বৃষ্টিভেজা বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। একথা ঠিক যে খড়খড়িটা বাইরের দিকে অর্ধেক বন্ধ থাকায় তার দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে, তবু এটা নিশ্চিত যে হোমসের একাগ্র মনোযোগ জানালার দিকেই নিবদ্ধ। তারপর একটু হেসে সে বাচ্চাটির দিকে চোখ ফেরাল। তার মোটা গলায় সেই ছোট ক্ষত-চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে। কোন কথা না বলে হোমস সযত্নে সেটা পরীক্ষা করল। শেষে তার সামনে টোলখাওয়া যে ছোট মুঠিটা দুলছিল সেটা ধরে একটু নাড়া দিল।

"বিদায় ছোট্ট মানুষ। তোমার জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে বড় অদ্ভুত-ভাবে। নার্স, গোপনে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

তাকে একপাশে নিয়ে হোমস কয়েক মিনিট ধরে সাগ্রহে কি যেন বলল। তার শেষের কথাগুলি আমার কানে এল: "অচিরেই তোমার সব দুর্ভাবনার অবসান হবে বলেই আশা করছি।" স্ত্রীলোকটি বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেল।

"মিসেস ম্যাসনকে কেমন মনে হল?"

"দেখলেই তো, বাইরে থেকে খুব মনোহারিণী মনে হয় না, কিন্তু অন্তরটা সোনা দিয়ে তৈরি; আর ছেলেটিকে ভালবাসে।"

হোমস হঠাৎই ছেলেটির দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, "তুমি কি ওকে পছন্দ কর জ্যাক?"

ছেলেটির মুখের উপর একটা ছায়া নেমে এল। সে মাথাটা নাড়তে লাগল।

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ফার্গুসন বলল, "জ্যাকি-র ভাললাগা মন্দলাগা ব্যাপারটা বড়ই চড়া। ভাগ্য ভাল যে আমি ভাললাগাদের দলে।"

ছেলেটি সোহাগে গলে গিয়ে বাবার বুকে মাথা রাখল। ফার্গুসন ধীরে

ধীরে তাকে ছাড়িয়ে নিল।

"একদৌড়ে চলে যাও জ্যাকি বাবা" বলে ছেলে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আদরভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। ছেলেটি চলে গেলে বলল, "দেখুন মিঃ হোমস, এখন সত্যি মনে হচ্ছে যে অকারণেই আপনাদের এতদূর টেনে এনেছি, কারণ আমাকে সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিই বা আপনাদের করবার আছে? আপনাদের দিক থেকে ব্যাপারটা যেমন স্পর্শকাতর তেমনই জটিল।"

একটা মজা পাবার মত হাসি হেসে বন্ধুটি বলল, "ব্যাপারটা অবশ্যই স্পর্শকাতর, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কিছুই আমার কাছে জটিল বলে মনে হয় নি। এটা তো বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান পদ্ধতি প্রয়োগের একটি ক্ষেত্র; কিন্তু সেই বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান যখন অনেকগুলি ঘটনার দ্বারা হুবহু সমর্থীত হয় তখন সেই চিন্তাগত অনুমানই বস্তুগত সত্যে পরিণতি লাভ করে, আর আমরাও দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারি যে মূল লক্ষ্য আমাদের অধিগত হয়েছে। বস্তুত, বেকার স্ট্রীট থেকে রওনা হবার আগেই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম; শুধু বাকি ছিল পর্যবেক্ষণ ও সমর্থন।

ফার্গুসন তার মস্ত বড় হাতটা বলিরেখাংকিত কপালে রাখল।

কর্কশ গলায় বলল, "ঈশ্বরের দোহাই হোমস, সত্যকে যখন জানতেই পেরেছেন তখন আর আমাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না। আসল অবস্থাটা কি? আমি এখন কি করব? আসল ব্যাপারটা যদি আপনি জেনে থাকেন; তাহলে কিভাবে সেটা জেনেছেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।"

"আপনাকে সব কথা বলা অবশ্যই আমার কর্তব্য, আর তা আমি করবও। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার মত করে পরিচালনা করতে দেবেন কি? ওয়াটসন, মহিলাটির কি আমাদের সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা আছে?"

"তিনি অসুস্থ, তবে তার বুদ্ধি পুরোপুরি ঠিকই আছে।"

"খুব ভাল। একমাত্র তাঁর সামনের সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে চাই। চল, সকলেই তাঁর কাছে যাই।"

"সে তো আমার মুখদর্শন করবে না," ফার্গুসন হেঁকে বলল।

"করবেন, অবশ্য করবেন," হোমস বলল। একসিট কাগজে সে কয়েক লাইন লিখল। "ওয়াটসন, তোমার তো প্রবেশ-পত্র মিলেই গেছে। দয়া করে এই চিরকুটটা মহিলাটিকে দেবে কি?"

আবার উপরে উঠে গিয়ে চিরকুটটা ডলোরেস-এর হাতে দিতে গেলাম। সে সন্তর্পণে দরজাটা খুলে সেটা নিল। এক মিনিট পরেই ভিতর থেকে একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম—সে কান্নায় আনন্দ ও বিস্ময় একসঙ্গে মিশে গেছে। ডলোরেস মুখ বাড়াল।

"তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করবেন। সব কথা শুনবেন," সে বলল।

আমার ডাক শুনে ফার্গুসন ও হোমস উঠে এল। আমরা ঘরে ঢুকলে ফার্গুসন তার স্ত্রীর দিকে দু'এক পা এগিয়ে যেতেই মহিলাটি বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিল। ফার্গুসন একটা হাতল-চেয়ারে বসে পড়ল; হোমসও মহিলাকে অভিবাদন করে ফার্গুসনের পাশেই বসল। মহিলাটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"ডলোরেস্‌-এর থাকবার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না" হোমস বলল। "ও:, ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনি যদি চান সে থাকুক তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। দেখুন মি: ফার্গুসন, আমি কর্মব্যস্ত মানুষ; অনেকেই আমাকে ডাকেন; কাজেই সংক্ষেপে সরাসরি কাজ করাই আমার রীতি। দ্রুততম অস্ত্রোপচারই ন্যূনতম যন্ত্রণা দিয়ে থাকে। প্রথমেই সেই কথাটি বলি যা শুনলে আপনার মন শান্ত হবে। আপনার স্ত্রী খুব ভাল, খুব অনুরাগিণী, এবং তাঁর প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করা হয়েছে।"

আনন্দে চীৎকার করে ফার্গুসন সোজা হয়ে বসল।

"সেটাই প্রমাণ করে দিন মি: হোমস; সারা জীবন আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।"

"তা করে দেব, কিন্তু সে কাজটি করতে গিয়ে অন্য দিক থেকে গভীরভাবে আঘাত দিতে আমি বাধ্য হব।"

"আমার স্ত্রীকে যদি দোষমুক্ত করতে পারেন তাহলে কোন কিছুকেই আমি ডরাই না। তার তুলনায় পৃথিবীর আর সব কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ।"

"তাহলে বেকার স্ট্রীটে বসেই আমার মনের মধ্যে চিন্তার কোন্ ধারাটি বয়েছিল সেটাই বলি শুনুন। রক্তচোষা বাদুরের ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল। ইংলণ্ডের অপরাধের তালিকায় সেধরনের ঘটনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ আপনি যা দেখেছেন ঠিকই দেখেছেন। রক্তমাখা ঠোঁটে বাচ্চাটার খাটের পাশ থেকে মহিলাটিকে উঠতে আপনি দেখেছেন।"

"দেখেছি।"

"এটা কি আপনার একবারও মনে হয় নি যে, রক্ত চুষে খাওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যেও একটা রক্তাক্ত ক্ষতস্থানকে ঠোঁট দিয়ে চোষা যেতে পারে? ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরকম একজন রাণীর উল্লেখ কি নেই যিনি ক্ষতস্থান থেকে বিষ তুলে নেবার জন্য রক্ত চুষে নিয়েছিলেন?"

"বিষ?"

"আপনার বাড়িতে তো দক্ষিণ আমেরিকার গৃহস্থালি। আপনার দেয়ালের এইসব অস্ত্র চোখে দেখবার আগেই মনের মধ্যে আমি তাদের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। অন্য কোনরকম বিষ হতে পারত, কিন্তু আমার মনে

বিষের কথাটাই জেগেছিল। পাখি-মারা ছোট ধনুকটার পাশে ঐ শূন্য তূণীরটা যখন দেখতে পেলাম, তখন মনে হল ঠিক এটা দেখবার আশাই আমি করেছিলাম। ঐ তূণীরের একটা তীর পক্ষাঘাতকারক বিষে বা অন্য কোন মারাত্মক ওষুধে ডুবিয়ে তা দিয়ে যদি বাচ্চাটাকে খোঁচা মারা হয়ে থাকে, তাহলে সে বিষটাকে চুষে না তুলে নিলে তার তো অনিবার্য মৃত্যু।

"আর কুকুরটা! কেউ যদি ঐ বিষটা ব্যবহার করতেই চায় তাহলে সে কি আগে একবার পরীক্ষা করে দেখবে না বিষটার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে কি না? কুকুরের কথাটা আমার মনে হয় নি, কিন্তু তাকে আমি ঠিক ধরেছিলাম, আর আমার ভাবনার সঙ্গে সে ঠিক মিলে গিয়েছিল।

"এবার বুঝতে পারছেন তো? আপনার স্ত্রী এইরকম একটা আক্রমণের আশংকাই করছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েই বাচ্চাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আসল সত্যটা কিছুতেই আপনাকে বলতে পারেন না, কারণ ছেলেকে আপনি যে কতখানি ভালবাসেন তা তো তিনি জানেন, তাই তাঁর আশংকা হয়েছিল যে প্রকৃত সত্য জানলে আপনার বুক ভেঙে যাবে।"

"জ্যাকি!"

"এইমাত্র আপনি যখন বাচ্চাটিকে আদর করছিলেন তখন আমি তার উপর নজর রেখেছিলাম। জানালার খড়খড়ি বন্ধ থাকায় কাঁচের উপর তার মুখের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। তার মুখে তখন যে ঈর্ষা, যে নিষ্ঠুর ঘৃণা দেখেছি মানুষের মুখে তা কখনও দেখি নি।"

"আমার জ্যাকি!"

"এ তো আপনাকে সইতেই হবে মিঃ ফার্গুসন। একধরনের বিকৃত ভালবাসা, আপনার প্রতি এবং সম্ভবত ওর স্বর্গতা মায়ের প্রতি আত্যন্তিক উন্মাদ ভালবাসাই ওকে এ কাজের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাইতো পরিস্থিতিটা আরও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সুন্দর শিশুটির প্রতি তীব্র বিদ্বেষে ওর সমস্ত অন্তরটা জ্বলেছে; তার স্বাস্থ্য, তার সৌন্দর্য যে ওর দুর্বল স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"হায় ঈশ্বর! এ যে অবিশ্বাস্য!"

"আমি কি প্রকৃত সত্যই বলি নি ম্যাডাম?"

বালিশে মুখ লুকিয়ে মহিলাটি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। এবার সে স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"তোমাকে কেমন করে সেকথা আমি জানাই বব? আমি তো জানি তা শুনলে তুমি কতখানি আঘাত পাবে। তাই তো আমি অপেক্ষা করে ছিলাম; আশা করেছিলাম অন্য কারও মুখ থেকে কথাটা প্রকাশ পাক। এ ভদ্রলোকটি তো যাদু জানেন বলে মনে হয়। তাই তিনি যখন লিখে পাঠালেন যে তিনি সবই জানেন তখন আমি খুশি হয়েছিলাম।"

চেয়ার থেকে উঠে হোমস বলল, "একটি বছর সমুদ্র-ভ্রমণই মাস্টার জ্যাকির জন্য আমার বিধান। শুধু একটা জিনিস এখনও পরিষ্কার হয় নি ম্যাডাম। মাস্টার জ্যাকিকে যে কেন আপনি আক্রমণ করেছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি। মায়ের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। কিন্তু শেষ দুটো দিন আপনি বাচ্চাটিকে ছেড়ে থাকতে সাহস করলেন কি করে?"

"মিসেস ম্যাসনকে সব কথা বলেছি। সে জানে।"

"ঠিক। আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

ফার্গুসন বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার দম আটকে আসছে। দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে সে কাঁপছে।

হোমস চুপি চুপি বলল, "ওয়াটসন, এবার আমাদের সরে পড়বার সময় এসেছে। তুমি যদি ডলোরেস-এর একটা হাত ধর তো অপর হাতটা ধরি আমি।" তারপর দরজাটা বন্ধ করে সে আরও বলল, "এই ঠিক হল। আর যা বাকি রইল সেটা তারা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নিক।"

এ ব্যাপারে আর একটিমাত্র মন্তব্য বাকী আছে। যে চিঠিটা দিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত তার চূড়ান্ত জবাবে হোমস যে চিঠিটা লিখেছিল এবার সেটার উল্লেখ করছি। চিঠি ছিল এইরকম:

বেকার স্ট্রীট, ২১শে নভেম্বর

প্রসঙ্গ: রক্তচোষা বাদুর

মহাশয়,

আপনার ১৯শে তারিখের পত্রপ্রসঙ্গে সবিনয় নিবেদন, আমার মক্কেল মিন্‌চিং লেন-এর চায়ের দালাল 'ফার্গুসন ও মুরহেড' কোম্পানির মিঃ রবার্ট ফার্গুসন-এর সমস্যা সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করেছি এবং সমস্ত ব্যাপারটার একটা সন্তোষজনক মীমাংসাও হয়ে গেছে। আপনার সুপারিশের জন্য ধন্যবাদান্তে।

আপনার বিশ্বস্ত

শার্লক হোমস



তিন গারিডেব-এর বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Three Garridebs

এটা কমেডিও হতে পারে, ট্র্যাজেডিও হতে পারে। এতে একটি মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে, আমার রক্ত-মোক্ষণ হয়েছে, আর অপর একজন পেয়েছে আইনগত দণ্ড। তবু এর মধ্যে কিছুটা কমেডির ভাব নিশ্চয় ছিল। ঠিক আছে, সেটা আপনারাই বিচার করবেন।

তারিখটা আমার খুব ভালই মনে আছে, কারণ হোমসের যে সেবাকার্যের বিবরণ একদিন হয়তো প্রকাশিত হবে তার জন্য যে নাইট-উপাধি তাকে দেওয়া হয়েছিল ঐ একই মাসে সে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি প্রসঙ্গক্রমেই কথাটার উল্লেখ করলাম মাত্র, কারণ সহকর্মী ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু হিসাবে যেকোন রকম অবিবেচনার কাজকে সযত্নে পরিহার করে চলতে আমি বাধ্য। তবু আবার বলছি যে ঐ কারণেই আমি তারিখটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছি; তারিখটা ছিল ১৯০২ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। সাময়িক অভ্যাসমতই হোমস বেশ কয়েকটা দিন বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন সকালে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন তার হাতে একটা লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজের দলিল আর দুটি গম্ভীর ধূসর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক।

সে বলল, "বন্ধু ওয়াটসন, তোমার সামনে কিছু টাকা রোজগারের একটা সুযোগ এসেছে। গারিডেব-এর নাম কখনও শুনেছ কি?"

স্বীকার করলাম, শুনি নি।

"দেখ, কোন গারিডেবকে যদি পাকড়াও করতে পার, তো টাকাও পেতে পার।"

"কেন?"

"আরে, সে এক লম্বা কাহিনী—বরং কিছুটা খেয়ালিপনাও বটে। মানুষের জটিলতার সন্ধানে যাত্রা করে আজ পর্যন্ত এর চাইতে অদ্ভুত কিছু দেখেছি বলে তো মনে হয় না। জেরা করবার জন্য লোকটিকে শীঘ্রই এখানে হাজির করা হবে, কাজেই সে না আসা পর্যন্ত কিছুই বলব না। কিন্তু ইতি-মধ্যে ঐ নামটা আমাদের দরকার।"

টেলিফোন-ডাইরেক্টরিটা টেবিলের উপরে আমার পাশেই ছিল। কোন লাভ হবে না জেনেও আমি তার পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, যথাস্থানেই সেই অদ্ভুত নামটা পেয়ে গেলাম। জয়ের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"এই তো পেয়েছি হোমস। এই তো এখানে।"

হোমস আমার হাত থেকে বইটা টেনে নিল।

পড়ল, "গারিডেব এন, ১৩৬ লিটল রাইডার স্ট্রীট, ডব্লু।" ভাই ওয়াটসন, তোমাকে হতাশ করেছি বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এও তো সেই লোকই। তার চিঠির উপরেও তো এই ঠিকানাটাই লেখা। কিন্তু আমরা চাই এই ধরনের আর একটি লোক।"

ট্রে-র উপর একখানা কার্ড নিয়ে মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকল। কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ বুলালাম।

"আরে, এই তো!" বিস্ময়ে চেঁচিয়ে বললাম। "প্রথম শব্দটা অন্যরকম।

জন গারিডেব, আইন-উপদেষ্টা, মুরভিল, কান্‌সাস, ইউ. এস. এ.।"

কার্ডখানার দিকে তাকিয়ে হোমস একটু হাসল। বলল, "তোমাকে আরও একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে ওয়াটসন। এই ভদ্রলোকটিও ইতিমধ্যেই এই গল্পের মধ্যে এসে গেছেন, যদিও আজ সকালেই তাকে দেখবার আশা আমি মোটেই করি নি। যাই হোক, আমি যা জানতে চাই সেরকম অনেককিছুই তিনি বলতে পারতেন বলে মনে হয়।"

একমুহূর্ত পরেই লোকটি ঘরে ঢুকল। আইন-উপদেষ্টা মিঃ জন গারিডের ছোটখাটো শক্ত-সমর্থ চেহারার মানুষ. অধিকাংশ মাকিন ব্যবসায়ীর মতই তার মুখটা গোল, তাজা ও পরিষ্কার করে কামানো। মোটা ও বেঁটে হওয়ায় দেখতে কিছুটা ছেলেমানুষের মত; যেকেউ মনে করবে সে একটি যুবক; তার মুখখানিও হাসিতে ভরা। অবশ্য তার চোখ দুটি মনকে টানে। মানুষের এরকম চোখ আমি কদাচিৎ দেখেছি। একটি তীব্র অন্তর-জগতের আভাস তাতে ফুটে উঠেছে। দুটি চোখ যেমন উজ্জল তেমনিই সদাসতর্ক; যেকোন নতুন চিন্তাই সেচোখে প্রতিফলিত হয়। তবে উচ্চারণে মার্কিনী টান, কিন্তু তার কথাবার্তায় কোন খেয়ালিপনা নেই।

পর পর আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেলে সে বলল, "মিঃ হোমস? হাঁ, ঠিক তাই! আপনার ছবি আপনার চেহারা থেকে অন্য রকম নয় বলেই তো আমার ধারণা! আমার মত নামের আর এক ভদ্রলোক মিঃ নাথান গারিডেব-এর একখানা চিঠি আপনি অবশ্যই পেয়েছেন। পান নি কি?"

শার্লক হোমস বলল, "দয়া করে বসুন। মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমাদের অনেককিছু আলোচনা করবার আছে।" সে ফুলস্ক্যাপের পাতাগুলি হাতে নিল। "আপনি নিশ্চয় এই দলিলে বর্ণিত মিঃ জন গারিডেব। কিন্তু আপনি নিশ্চয় বেশকিছুদিন হল ইংলণ্ডে আছেন?"

"সেকথা বলছেন কেন মিঃ হোমস?" তার দুটি বাঙ্‌ময় চোখে আমি যেন হঠাৎ সন্দেহের আভাষ দেখতে পেলাম।

"আপনার সব পোশাকটাই ইংলিশ।"

মিঃ গারিডেব জোর করে হেসে উঠল। আপনার কীর্তির কথা আমি অনেক পড়েছি মিঃ হোমস, কিন্তু নিজেই যে তার বিষয়-বস্তু হব তা কখনও ভাবি নি। কিসে বুঝলেন বলুন তো?"

"আপনার কোটের ঘাড়ের ছাটকাট, আপনার জুতোর ডগা—এসব দেখে কারও কি ভুল হতে পারে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যে এতটা বৃটিশ বনে গিয়েছি সে ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু ব্যবসা উপলক্ষ্যে বেশকিছুদিন হল আমাকে এখানে আসতে হয়েছে, আর তাই, আপনি যেমন বলছেন, আমার পোশাক-পরিচ্ছদও প্রায় সবই লণ্ডনের তৈরি। যাহোক, আপনার সময়ের নিশ্চয়ই মূল্য আছে, আর

আমার জামার কাটছাট নিয়ে আলোচনার জন্যও আমরা মিলিত হই নি। আপনার হাতের এ কাগজটার আলোচনা শুরু করলে কেমন হয়?"

হোমসের কথাবার্তায় অতিথিটি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; তার ফোলা মুখের সৌজন্যের ভাব যেন অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

"ধৈর্য! ধৈর্য ধরুন মিঃ গারিডেব!" বন্ধুবর সান্ত্বনার সুরে বলে উঠল। "ডাঃ ওয়াটসনই আপনাকে বলে দেবেন যে, আমার এইসব ছোট-খাটো অবান্তর কথাই শেষ পর্যন্ত মূল ব্যাপারের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে। কিন্তু মিঃ নাথান গারিডেব আপনার সঙ্গে এলেন না কেন?"

হঠাৎ রেগে গিয়ে অতিথি বলে উঠল, "এ ব্যাপারের মধ্যে তিনি আবার আপনাকে টেনে এনেছেন কেন? এ ব্যাপারে আপনার কি করার আছে? দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে একটা ব্যবসায়িক লেন-দেন হচ্ছিল, আর তার মধ্যে একজন গোয়েন্দাকে ডেকে আনতে হবে। আজ সকালে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; তখনই তিনি আমাকে এই বোকা চালাকির কথাটা বলেছেন; আর তাই তো আমি এখানে এসেছি। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগে নি।"

"এতে আপনার প্রতি কোনরকম কটাক্ষ করা হয় নি মিঃ গারিডেব। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অতিউৎসাহ বশতই তিনি একাজ করেছেন—আর আমি যতদূর জেনেছি সে উদ্দেশ্যটি আপনাদের দুজনের পক্ষেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানেন যে তথ্য-সংগ্রহের নানা উপায় আমার হাতে আছে; তাই আমার শরণাপন্ন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।"

আমাদের অতিথির ক্রুদ্ধ মুখ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।

"অবশ্য সেটা আলাদা কথা," সে বলল। "আজ সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে জানালেন যে একজন গোয়েন্দার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঠিকানাটা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিশ নাক গলাক সেটা আমি চাই না। কিন্তু আপনি যদি সেই লোকটাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না।"

"দেখুন, ব্যাপারটা ঠিক সেইরকমই দাঁড়িয়েছে," হোমস বলল। "কিন্তু স্যার, আপনি নিজেই যখন এসে হাজির হয়েছেন তখন আপনার মুখ থেকেই পুরো বিবরণটা আমরা পরিষ্কারভাবে শুনতে চাই। আমার এই বন্ধুটি সে বিবরণের কিছুই জানে না।"

মিঃ গারিডেব যেভাবে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল সেটা খুব বন্ধু-জনোচিত নয়।

"ওর জানা কি প্রয়োজন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"সাধারণত আমরা একসঙ্গেই কাজ করে থাকি।"

"দেখুন, এটাকে গোপন রাখতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাগুলো আপনাদের বলছি। আপনারা যদি কান্‌সাস-এর লোক হতেন তাহলে আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন গারিডেব লোকটি কে সেকথা বলারই দরকার হত না। স্থাবর সম্পত্তিতেই টাকা করেন, আর তারপর শিকাগোতে গমের ব্যবসায়ে নামেন। কিন্তু সব টাকা ঢেলে তিনি এত জমি কিনে ফেলেন যে সেটা আপনাদের একটা প্রদেশের সমান। জমিটা ফোর্ট ডজ-এর পশ্চিমে আর্কান্‌সাস নদীর তীর বরাবর অবস্থিত। তাতে গো-চারণ ভূমি আছে, জঙ্গল আছে, চাষের জমি আছে, খনিজবহুল জমি আছে। এককথায় মালিকের পকেটে ডলার আসবার মত সবরকম জমি সেখানে আছে।

"তার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল না—অথবা থাকলেও আমি কখনও শুনি নি। কিন্তু তার নামটা যে খুব অদ্ভুত এই নিয়ে তার একটা গর্ব ছিল। আর সেই সূত্রেই আমাদের পরিচয় ঘটে। তখন আমি টোপেকা-তে ওকালতি করি। বুড়ো ভদ্রলোকটি একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার একই নামের আর একটি লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি তো হেসেই খুন। এটা তার একটা প্রিয় সখ: পৃথিবীতে আর কেউ কোন গারিডেব আছে কি না সেটা খুঁজে বের করতে তিনি বদ্ধপরিকর। আমাকে বললেন, "আর একজনকে খুঁজে দিন!" আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি ব্যস্ত মানুষ, গারিডেবদের সন্ধানে পৃথিবীটা চক্কর দিয়ে জীবন কাটাতে পারব না। তিনি বললেন, 'সে যাই বলুন, আমার পরিকল্পনা যদি ঠিকঠিক সফল হয় তাহলে তাই আপনাকে করতে হবে।" ভেবেছিলাম তিনি ঠাট্টা করছেন, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলাম তাঁর কথাগুলি অর্থপূর্ণ।

"কারণ কথাগুলি বলবার এক বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলেন; রেখে গেলেন একখানি দান-পত্র। কান্‌সাস রাজ্যে এরকম অদ্ভুত দান-পত্র আর কখনও আদালতে নথিভুক্ত হয় নি। তার সব সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; দুজন গারিডেবকে খুঁজে বের করতে হবে এই শর্তে আমি পাব তার এক অংশ, আর বাকী দুই অংশ পাবেন অপর দুই গারিডেব। প্রত্যেকের পাওনা হবে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার, কিন্তু তিনজন সারি দিয়ে না দাঁড়ালে আমরা সে অর্থে হাতও দিতে পারব না।

"দাঁওটা এতই বড় যে ওকালতি শিকেয় তুলে গারিডেবদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সারা যুক্তরাষ্ট্রে এমন একজনও পাওয়া গেল না। সূক্ষ্ম দাঁতওয়ালা একটা চিরুনি নিয়ে সারা দেশ চষে ফেললাম, কিন্তু একটি গারিডেবও ধরা পড়ল না। তারপর সাবেক দেশে চেষ্টা চালালাম। লণ্ডন টেলিফোন ডাইরেক্টরি-তে নামটা পেয়েও গেলাম। দুদিন আগে তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু সেও আমার মতই একলা মানুষ;

কিন্তু স্ত্রী-আত্মীয় থাকলেও পুরুষ কেউ নেই। অথচ দান-পত্রে তিনজন প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। বুঝতেই পারছেন এখনও একজনের স্থান শূন্য আছে, সেটা পূরণ করার ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের সাহায্য করতে পারেন তাহলে আপনার খরচ-পত্র মেটানোর কোন অসুবিধাই হবে না।"

হোমস হেসে বলল, "কি হে ওয়াটসন, আমি তো আগেই বলেছি এটা একটা খেয়ালিপনার ব্যাপার, বলি নি? কিন্তু স্যার, আমার তো মনে হয় এ বিষয়টা সংবাদপত্রের শোক-সংবাদের স্তম্ভে প্রকাশ করলেই ভাল করতেন।"

"তাও করেছি মিঃ হোমস। কোন জবাব আসে নি।"

"বটে! সমস্যাটা ছোট হলেও খুবই অদ্ভুত। অবসর সময়ে এটা একবার দেখে রাখব। ভাল কথা, আপনি যে টোপেকা থেকে আসছেন এটাও আশ্চর্য। সেখানকার একজনের সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিল—এখন তিনি মৃত। বৃদ্ধ ডাঃ লাইস্যাণ্ডার স্টার; ১৮৯০ সালে মেয়র ছিলেন।"

"সেই ভাল মানুষ বৃদ্ধ ডাঃ স্টার!" অতিথি বলল। "তার নামকে এখনও সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। দেখুন মিঃ হোমস, আমার তো মনে হচ্ছে, আমাদের কাজকর্ম কতটা এগোল সেটা আপনাকে জানানো ছাড়া আর কিছুই আমাদের করবার নেই। আশা করছি, দু'এক দিনের মধ্যেই কিছু জানতে পারবেন।" এই আশ্বাস দিয়ে মার্কিন ভদ্রলোক অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

পাইপটা ধরিয়ে হোমস কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার মুখে একটি আশ্চর্য হাসি।

"কি হল?" শেষ পর্যন্ত আমিই জিজ্ঞাসা করলাম।

"ভাবছি ওয়াটসন—অবাক হয়ে শুধু ভাবছি!"

"কি ভাবছ?"

হোমস ঠোঁট থেকে পাইপটা নামাল।

"আমি শুধু ভাবছি ওয়াটসন, এতগুলি নির্জলা মিথ্যে কথা লোকটা কি উদ্দেশ্যে বলে গেল। প্রশ্নটা তাকে প্রায় করতে যাচ্ছিলাম—কারণ অনেক সময় জন্তুর মত মুখোমুখি আক্রমণই শ্রেষ্ঠ পথ—কিন্তু ভেবে দেখলাম, সে যে আমাদের বোকা বানাতে পেরেছে লোকটিকে একথা ভাবতে দেওয়াই ভাল। পুরো এক বছর ধরে পরার ফলে ভদ্রলোকের ইংলিশ কোটের কনুইয়ের কাছে সুতো বেরিয়ে পড়েছে, তার ট্রাউজারের হাঁটুর কাছে ভাঁজ পড়েছে, অথচ এই দলিল মোতাবেক ও তার নিজের বক্তব্য অনুসারে এই শহুরে মার্কিন ভদ্রলোক সম্প্রতি লণ্ডনে পা দিয়েছেন। শোক-সংবাদের স্তম্ভে কোন বিজ্ঞাপন বেরোয় নি। তুমি তো জান সেখানকার কোন কিছুই আমার নজর এড়ায় না। ওখানকার সংবাদগুলিই তো আমার পাখি ধরার প্রিয় ফাঁদ; কাজেই এরকম একটা সুদৃশ্য মোরগ সেখানে দেখা দিলে কোনমতেই আমার নজর এড়াতে

পারত না। টোপেকা-র ডাঃ লাইসাণ্ডার স্টার নামক কোন লোককে আমি কোনদিন চিনতাম না। তার যেখানে হাত দেবে সেখানেই ফাঁকি ধরা পড়বে; আমার ধারণা লোকটি আসলে আমেরিকানই, কিন্তু অনেক বছর লণ্ডনে থাকার ফলে তার কথা বলার ভঙ্গী পাল্টে গেছে। তাহলে আসলে খেলাটা কি? গারিডেবদের জন্য এই অহেতুক খোঁজের পিছনে কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করছে? ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখবার মত, কারণ লোকটি যদি বদমায়েশই হয় তাহলেও সে খুব গভীর জলের মাছ সেটা নিশ্চিত। এখন আমাদের খোঁজ নিতে হবে আমাদের অপর পত্রলেখকও ফাঁকিবাজ কি না। তাকে একবার টেলিফোন কর তো ওয়াটসন।"

"করেছিলাম, আর ও প্রান্ত থেকে একটা ক্ষীণ, কাঁপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মিঃ নাথান গারিডেব। মিঃ হোমস আছেন কি? মিঃ হোমসের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে বড় ভাল হত।"

বন্ধুবর যন্ত্রটি হাতে নিল, আর আমিও কতকগুলি কাটা-কাটা কথা শুনতে পেলাম।

"হ্যাঁ, তিনি এখানে এসেছেন। মনে হচ্ছে আপনি তাকে চেনেন না ·· কতদিন হল?···মাত্র দু'দিন!···হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, সম্ভাবনাটা খুবই আকর্ষণীয়। সন্ধ্যায় কি বাড়ি থাকবেন? আপনার নামধারী অপর লোকটি থাকবেন না তো?···খুব ভাল, তাহলে আমরা যাচ্ছি, কারণ তাকে ছাড়াই আমি কিছু কথা বলতে চাই···ডাঃ ওয়াটসন আমার সঙ্গে যাবেন····· আপনার চিঠিটা পড়ে মনে হয়েছে যে আপনি সচরাচর বাইরে যান না··· হ্যাঁ, ছ'টা নাগাদ আমরা পৌছব। মার্কিন উকিলটিকে একথা জানাবার দরকার নেই! ঠিক আছে। গুড বাই!"

মনোরম বসন্ত সন্ধ্যায় গোধূলির আলোছায়া। কুখ্যাত পুরনো "টাইবার্ণ ট্রি"র পাথর-ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত ও এজওয়্যার রোডের অনেকগুলি ছোট গলির অন্যতম লিটল রাইডার স্ট্রীটও অস্ত-সূর্যের তির্যক কিরণপাতে আশ্চর্য সোনালী রং ধরেছে। যে বিশেষ বাড়িটায় আমাদের যাবার কথা সেটি একটি মস্তবড় সেকেলে জর্জীয় যুগের প্রথম দিককার অট্টালিকা; সামনের দিকটায় একটানা ইটের গাঁথুনি; শুধু একতলায় দুটো জানালা দেয়াল থেকে অনেকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। এই নীচের তলায়ই আমাদের মক্কেলটি বাস করে। বস্তুত দিনের যে সময়টা সে জেগে থাকে ততক্ষণে যে বড় ঘরে সে সময় কাটায় তার সামনের দিকেই ঐ জানালা দুটি অবস্থিত। যেতে যেতেই হোমস পিতলের নাম-ফলকটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল; তাতে ঐ অদ্ভুত নামটাই লেখা আছে।

বিবর্ণ ফলকটাকে দেখিয়ে সে বলল, "বেশ কিছু বছরের ব্যাপার ওয়াটসন।

এটাই তার সত্যিকারের নাম, আর এ তথ্যটা অবশ্য লিখে রাখা দরকার।"

বাড়িতে একটিই সাধারণ সিঁড়ি; হল-ঘরে অনেকগুলো নাম-ফলক; কোনটা আপিস, কোনটা বা ব্যক্তিগত। ফ্ল্যাটগুলো ঠিক পারিবারিক আবাসন নয় বরং অবিবাহিত বোহেমীয়দের আড্ডাভবন বলা চলে। আমাদের মক্কেল নিজেই এসে দরজা খুলে দিয়ে পরিচারিকাটি চারটের সময় চলে গেছে জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মিঃ নাথান গারিডেব বেশ লম্বা, নড়বড়ে গঠন, গোল-পিঠ মানুষ; শীর্ণকায় ও টাকমাথা; বয়স ষাট বছরের উপরে। মুখটা কদাকার, কখনও ব্যায়াম না করা মানুষের মত গায়ের চামড়া মরা মানুষের মত। মস্তবড় গোল চশমা, সামান্য ছাগুলে দাড়ি আর সেই একটু ঝুঁকে চলার অভ্যাস—সব মিলিয়ে তার চেহারায় তীক্ষ্ণ কৌতূহলের একটা আভাষ ফুটে উঠেছে। কিছুটা খেয়ালি হলেও লোকটি মোটামুটি প্রীতিপূর্ণ।

ঘরখানিও তার মালিকের মতই অদ্ভুত। একটা ছোটখাটো যাদুঘর যেন। যেমন চওড়া তেমনই লম্বা, চারদিক ঘুরিয়ে ক্যাবার্ড আর আসবাব; যত রাজ্যের ভূতাত্ত্বিক ও শারীরতাত্ত্বিক নিদর্শনে বোঝাই। প্রবেশ-দ্বারের দুই পাশে নানা ধরনের প্রজাপতি ও পোকার সমাবেশ। মাঝখানে একটা বড় টেবিলে নানা ধরনের জঞ্জাল ইতস্তত ছড়ানো, আর একটা দামী অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের একটা পিতলের নল তার মধ্যে পড়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে লোকটির জানবার বিষয়ের সর্বব্যাপকতায় বিস্ময় বোধ করছিলাম। একটা বাক্সে প্রাচীন মুদ্রার সংগ্রহ। আর একটাতে চকমকি পাথরের যন্ত্রপাতি। মাঝখানের টেবিলটার পিছনে মোচাকৃতি জীবাশ্ম-ভর্তি একটা বড় দেয়াল-আলমারি। উপরে সার দিয়ে সাজানো রয়েছে প্লাস্টারের মাথার খুলি, আর তার উপরে রয়েছে "নিয়েণ্ডার্থাল," "হাইডেলবার্গ", "ক্রোমগনন" প্রভৃতি নাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোকটি বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে। এই মুহূর্তে সে আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে; তার ডান হাতে একটুকরো "শ্যামর" চামড়া; তাই দিয়ে সে একটি মুদ্রাকে পালিশ করছে।

মুদ্রাটা তুলে ধরে সে বুঝিয়ে বলতে লাগল, "সিরাকিউস-এর শ্রেষ্ঠ যুগের নিদর্শন। শেষেরদিকে তাদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। তারা যখন গৌরবের শিখরে তাদের তখনকার মুদ্রাকেই আমি সর্বোত্তম বলে মনে করি, যদিও অনেকে আলেকজান্দ্রীয় যুগের জিনিসকেই বেশী পছন্দ করে। এখানে একটা চেয়ার আছে মিঃ হোমস। অনুমতি করেন তো হাড়গুলো সরিয়ে দিচ্ছি। আর আপনি স্যার—ওঃ হ্যাঁ, ডাঃ ওয়াটসন—দয়া করে জাপানী ফুলদানিটাকে একপাশে সরিয়ে বসুন। চারদিকে যাকিছু দেখছেন এই আমার জীবনের সামান্য সঞ্চয়। ডাক্তার আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেন, কিন্তু এখানে এতসব মনের মত জিনিস থাকতে বাইরে যাবই বা কেন? আমি

জোর দিয়েই বলতে পারি, ঐ একটা আলমারির জিনিসকে ঠিক ঠিক মত তালিকাভুক্ত করতে হলে পুরো তিন মাস সময়ের দরকার।"

হোমস সাগ্রহে চারদিকে তাকাল।

তারপর বলল, "আপনি কখনও বাইরে যান না বললেন না?"

"মাঝে-মধ্যে গাড়ি চালিয়ে সোদ্‌বি বা ক্রিস্টি-তে বেড়াতে যাই। তাছাড়া কদাচিৎ আমার ঘর ছেড়ে বের হই। আমার শরীর খুব ভাল নয়, আর আমার গবেষণার কাজ খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ হোমস, এই অদ্বিতীয় সৌভাগ্যের কথা শুনে আমি কী ভয়ংকর অথচ মনোরম ধাক্কা খেয়েছিলাম। আর একজন গারিডেব জুটলেই ব্যাপারটা পুরো হয়ে যায়, আর সে একজনকে আমরা খুঁজে পাব। আমার এক ভাই ছিল, কিন্তু সে মারা গেছে, আর কোন আত্মীয়কে দিয়ে এ কাজ হবে না। কিন্তু পৃথিবীতে আরও গারিডেব নিশ্চয়ই আছে। শুনেছি আপনি অনেক অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, আর সেইজন্যই আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। অবশ্য এই মার্কিন ভদ্রলোকটিও উপযুক্ত লোক, প্রথমে তার পরামর্শ নেওয়াই আমার উচিত, কিন্তু আমি যা করেছি সেটাই সবচাইতে ভাল।"

হোমস বলল, "আমি তো মনে করি আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজই করেছেন। কিন্তু সত্যি কি আমেরিকাতে একটি সম্পত্তি লাভ করতে আপনি খুব উদ্‌গ্রীব?"

"কখনও না স্যার। কোন কিছুর জন্যই আমার এই সংগ্রহশালা ছেড়ে আমি যাব না। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, আমাদের দাবী পূরণ হলেই তিনি আমার সব অভাব ঘুচিয়ে দেবেন। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার নাকি আমি পাব। এই মুহূর্তে বাজারে একডজন এমন নিদর্শন আছে যা হলে আমার সংগ্রহশালা সম্পূর্ণ হতে পারে, অথচ কয়েক শ' পাউণ্ডের জন্য আমি সেগুলো কিনতে পারছি না। ভাবুন তো, পঞ্চাশ লক্ষ ডলার হাতে পেলে আমি কি না করতে পারি। আরে, একটা জাতীয় সংগ্রহশালার প্রারম্ভিক সবকিছুই আমার আছে। আমিই হব এযুগের হ্যান্স স্লোয়ান।"

চশমার আড়ালে তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। পরিষ্কার বোঝা গেল, আর একজন গারিডেব নামধারীকে খুঁজে বের করতে মিঃ নাথান গারিডেব চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

হোমস বলল, "আমি শুধু আপনার সঙ্গে পরিচিত হতেই এসেছি, আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটবে না। যাদের সঙ্গে কারবার করব তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় করাটাই আমি পছন্দ করি। আপনি যে পরিষ্কার বিবরণটি লিখেছেন সেটা আমার পকেটেই আছে, অবশ্য এই মার্কিন ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার কিছু কিছু অনুসন্ধান আমি পুও

করেছি ; তবু কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আমার ধারণা, এই সপ্তাহের আগে পর্যন্ত আপনি তার সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না।"

"ঠিক। গত মঙ্গলবারেই তিনি প্রথম আসেন।"

"আমাদের আজকের সাক্ষাৎকারের কথা কি তিনি আপনাকে জানিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, তিনি তো সোজা আমার এখানেই এসেছিলেন। তিনি তো খুব রেগে গিয়েছিলেন।"

"রাগের কারণ কি ?"

"তিনি মনে করেন, তাঁর মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু যখন ফিরে এলেন তখন তিনি আবার বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠলেন।"

"কোন কাজের কথা কি তিনি বলেছেন ?"

"না স্যার, তা বলেন নি।"

"তিনি কি আপনার কাছ থেকে কোনরকম টাকা নিয়েছেন, বা চেয়েছেন ?"

"না স্যার, কখনও না।"

'তার মনে কোন অভিসন্ধি আছে বলে কি মনে করেন ?"

"না, তিনি খোলাখুলি যা বলেছেন তাছাড়া আর কিছু নেই।"

"টেলিফোনে আমাদের সাক্ষাতের যে ব্যবস্থা হয়েছিল সেকথা তাকে বলেছিলেন কি ?"

"হ্যাঁ স্যার, বলেছিলাম।"

হোমস চিন্তায় ডুব দিল। বুঝলাম, সে বিচলিত বোধ করছে।

"আপনার সংগ্রহের মধ্যে খুব দামী জিনিস কিছু আছে কি ?"

"না স্যার, আমি ধনী নই। আমার সংগ্রহটা ভাল, কিন্তু দামী নয়।"

"চোরের কোন ভয় করেন না ?"

"মোটেই না।"

"এই বাসায় কত দিন আছেন ?"

"প্রায় পাঁচ বছর।"

দরজায় একটা জরুরী করাঘাতে হোমসের জেরা বাধা পেল। আমাদের মক্কেল গিয়ে দরজা খোলামাত্রই মার্কিন উকিলটি সবেগে উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকল।

একটা খবরের কাগজ মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে চেঁচিয়ে বলল, "এই যে আপনারা এখানে! আমি ভেবেছিলাম এখানেই আপনাদের পেয়ে যাব। মিঃ নাথান গারিডেব, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন! আপনি তো এখন বড়লোক মশায়। আর মিঃ হোমস, আপনাকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে অকারণে আপনাদের কষ্ট দেবার জন্য আমরা দুঃখিত।"

সে কাগজখানা আমাদের মক্কেলের হাতে দিল। সেও একটা দাগ-দেওয়া বিজ্ঞাপনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হোমস ও আমি ঝুঁকে পড়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়লাম। তাতে এইরকম লেখা :

হাওয়ার্ড গারিডেব

কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাতা

শস্য বাঁধাই ও শস্য কাটার যন্ত্র, বাষ্পচালিত ও হস্তচালিত লাঙল (Plows), তুরপুন, বিদে মই, চাষীদের গাড়ি, বাকবোর্ড ও অন্যান্য যন্ত্র

পাতকুয়ো তৈরির পরামর্শদাতা

আবেদন করুন : গ্রসভেনর বিল্ডিংস, অ্যাস্টন

আমাদের গৃহস্বামী ঢোক গিলে বলে উঠল, "অপূর্ব! একে নিয়ে আমরা তিনজন হলাম।"

মার্কিন ভদ্রলোক বলল, "বার্মিংহাম-এ থাকতেই আমি খোঁজ শুরু করেছিলাম; আমার সেখানকার এজেন্টই স্থানীয় একটি সংবাদপত্র থেকে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠিয়েছেন। এবার আমাদের তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে হবে। এই লোকটিকে চিঠি লিখে দিয়েছি, তাকে জানিয়ে দিয়েছি, আগামী কাল বিকেল চারটের সময় আপনি তার আপিসে গিয়ে দেখা করবেন।"

"আপনি আমাকে দেখা করতে বলছেন?"

"আপনি কি বলেন মিঃ হোমস? এটাই ভাল হবে বলে কি আপনার মনে হয় না? আমি তো একজন ভবঘুরে আমেরিকান, আমার মুখে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনলে তিনি বিশ্বাস করবেন কেন? কিন্তু আপনি একজন ব্রিটিশ, একজন পরিচিত লোক, আপনার কথায় গুরুত্ব দিতে সে বাধ্য। আপনি চাইলে আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু কাল আমার অনেক কাজ, নইলে আপনার কোনরকম বিপদ ঘটলে আমি সবসময় আপনার পিছনে আছি।"

"দেখুন, বেশ কয়েক বছর আমি এ ধরনের ভ্রমণ করি নি।"

"এ তো কিছুই না মিঃ গারিডেব। সব ব্যাপারটাই আমি ভেবে রেখেছি : আপনি বারোটায় রওনা হবেন আর দু'টোর ঠিক পরেই সেখানে পৌঁছে যাবেন। তারপর সেই রাতেই ফিরে আসতে পারবেন। লোকটির সঙ্গে দেখা করবেন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন এবং তার অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা হলফনামা নেবেন। ব্যস, আপনার কাজ হয়ে গেল।" সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার বলল, "প্রভুই জানেন! ভাবুন তো, মধ্য আমেরিকা থেকে আমি এতখানি পথ এসেছি। আর সেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে আপনাকে যদি মাত্র শ'খানেক মাইল যেতে হয় তো সেটা তো কিছুই না।"

"তা বটে," হোমস বলল। আমি তো মনে করি এই ভদ্রলোক যা বলছেন সেটা খুবই খাঁটি কথা।"

মিঃ নাথান গারিডেব হতাশ ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন যাব। আমার জীবনে যে উজ্জ্বল আশার আলো আপনি দেখিয়েছেন তারপরে আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে শক্ত।"

হোমস বলল, "তাহলে এই কথাই রইল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে একটা প্রতিবেদন পাঠাবেন কিন্তু।"

মার্কিন ভদ্রলোক বলল, "সে ব্যবস্থা আমি করব।" ঘড়ি দেখে সে আরও বলল, "এবার আমাকে যেতে হবে। মিঃ নাথান, কাল এসে বার্মিংহাম যাত্রার আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করব। মিঃ হোমস কি আমার সঙ্গে যাবেন? ঠিক আছে, তাহলে বিদায়। আগামীকাল রাতে আপনাকে সুসংবাদটি জানাতে পারব।"

মার্কিন ভদ্রলোক চলে যেতেই দেখতে পেলাম, আমার বন্ধুটির মুখের উপর থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ সরে গেছে।

সে বলল, "মিঃ গারিডেব, আপনার সংগ্রহশালাটা ভাল করে দেখতে পারলে হত। আমার যা কাজ তাতে সবরকম জ্ঞান থাকা বড়ই দরকার, আর আপনার এই ঘরটি তো বিচিত্র জ্ঞানের একটি ভাণ্ডার।"

আমাদের মক্কেল খুশিতে ঝলমল করে উঠল। চশমার মোটা কাঁচের আড়ালে তার চোখ দুটি জ্বলতে লাগল।

সে বলল, "দেখুন স্যার, সর্বদাই শুনেছি যে আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক। আমিই আপনাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাতে পারি, অবশ্য আপনার যদি সময় থাকে।"

"দুর্ভাগ্যবশত সেই সময়টাই নেই। কিন্তু আপনার নিদর্শনগুলিতে এমন সুন্দরভাবে পরিচয়পত্র লাগানো আছে, আর সেগুলোর এমন ভালভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে যে আপনাকে আর কষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। ধরুন, আমি যদি কাল একবার আসতে পারি, তাহলে নিদর্শনগুলি দেখার ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি হবে না তো?"

"কোন আপত্তি নেই। আপনি সব সময়েই স্বাগত। ঘরটা অবশ্য তালা-বন্ধ থাকবে, তবে নীচের তলার মিসেস সণ্ডার্স বেলা চারটে পর্যন্ত থাকবেন এবং তার চাবির সাহায্যেই আপনি ঢুকতে পারবেন।"

"কাল বিকেলে আমারও কোন কাজ নেই। আপনি যদি মিসেস সণ্ডার্সকে একটু বলে রাখেন তাহলে বড়ই ভাল হয়। ভাল কথা, আপনার এ বাড়ির দালাল কে?"

এই আকস্মিক প্রশ্নে আমাদের মক্কেল অবাক হয়ে গেল।

"এজওয়ার রোডের 'হলোওয়ে অ্যাণ্ড স্টীল'। কিন্তু কেন বলুন তো ?"

"বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে আমার কিছুটা প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল আছে। তাই ভাবছিলাম, এ বাড়িটা কুইন আন-এর আমলের, না জর্জীয় যুগের।"

"নিঃসন্দেহে জর্জীয় যুগের।"

"ঠিকই তো। আমার আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল। এটা তো সহজেই বোঝা যায়। আচ্ছা তাহলে চলি মিঃ গারিডেব। আপনার বার্মিংহাম যাত্রা সফল হোক এই কামনা করি।"

বাড়ির দালাল কাছেই থাকে, কিন্তু সেদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই আমরা বেকার স্ট্রীটেই ফিরে গেলাম। খাবার আগে আর হোমস এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

খাবার পরে নিজে থেকেই বলল, "আমাদের সামান্য সমস্যাটির সমাধান এগিয়ে এসেছে। তুমিও নিশ্চয় মনে মনে একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছ ?"

"আমি তো এর ল্যাজা-মুড়ো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"মুড়োটা তো যথেষ্ট পরিষ্কার, আর ল্যাজাটাও কালই দেখতে পাওয়া যাবে। ঐ বিজ্ঞাপনটার বেলায় একটা অদ্ভুত কিছু তোমার নজরে পড়ে নি ?"

"বিজ্ঞাপনের 'plough' কথাটা ভুল বানানে লেখা।"

"আচ্ছা, তাহলে তোমার চোখেও পড়েছে ? আরে ওয়াটসন, তোমার দেখছি ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। মুদ্রক যেমনটি পেয়েছে তেমনটি ছেপেছে। তার পর 'বাকবোর্ড' কথাটা। ওটাও মার্কিন শব্দ। আর পাতকুয়োটাও আমাদের চাইতে ওদেশেই বেশী প্রচলিত। বিজ্ঞাপনটা পুরোপুরি মার্কিনী ধাঁচে লেখা, অথচ এসেছে একটা ইংরেজ প্রতিষ্ঠান থেকে। এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে বল ?"

"শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে মার্কিন উকিলটি স্বয়ং বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা যে কি তা তো বুঝতে পারছি না।"

"দেখ, এর নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু সে যাইহোক, এই বুড়ো সরল প্রত্নতত্ত্বপ্রেমিকটিকে তিনি বার্মিংহাম-এ পাঠাতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে বলে দিতে পারতাম যে বৃথাই তিনি বুনো হাঁস তাড়াতে যাচ্ছেন, কিন্তু পরে ভাবলাম, তাকে চলে যেতে দিয়ে রঙ্গমঞ্চকে নিষ্কণ্টক করে তোলাই ভাল। আগামীকাল ওয়াটসন—আগামীকাল নিজেই সব কথা বলে দেবে।"

হোমস খুব সকালে উঠেই বেরিয়ে গেল। দুপুরে খাবার সময় যখন ফিরল তখন তার মুখ বেজায় গম্ভীর।

বলল, "যেরকমটা ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা তার চাইতেও গুরুতর। তোমাকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল, যদিও আমি জানি তার ফলে বিপদে মাথা গলাবার আরও একটা কারণ তুমি পেয়ে যাবে। এতদিনে আমার

ওয়াটসনকে তো আমি চিনেছি। কিন্তু বিপদ আছে, আর সেটা তোমার জানাও উচিত।"

"দুজনে মিলে বিপদকে ভাগ করে নেওয়া তো এই প্রথম নয় হোমস। আর আশাকরি এটাই শেষও নয়। এবারের বিশেষ বিপদটা কিসের ?"

"এবার আমরা বড় শক্ত একটা কেস-এর সম্মুখীন হয়েছি। আইন-উপদেষ্টা মিঃ জন গারিডেব-এর আসল পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি। আসলে সে কুখ্যাত পাপী ও খুনী 'হত্যাকারী' ইভান্স ছাড়া আর কেউ নয়।"

"আমার আশংকা হচ্ছে, তোমার কথা আমার ঠিক বোধগম্য হল না।"

"আরে মগজের মধ্যে একটা বহনযোগ্য 'নিউগেট ক্যালেণ্ডার' নিয়ে বেড়ানো তো তোমার কাজ নয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এ বন্ধু লেস্ট্রেড-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কল্পনাদীপ্ত বুদ্ধির অভাব সেখানে মাঝে মাঝে প্রকট হতে পারে, কিন্তু সুশৃংখল পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রক্ষার ব্যাপারে পৃথিবীতে তারা সেরা। ভেবেই গিয়েছিলাম যে তাদের রক্ষিত বিবরণ থেকেই আমাদের মার্কিন বন্ধুটির হদিশ পাব। ঠিক তাই দেখলাম—'অপরাধী চিত্রমালা'র ভিতর থেকে তার ফোলা মুখটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ছবিটার নীচে লেখা, জেমস উইন্টার, ওরফে মোরক্রফট্, ওরফে হত্যাকারী ইভান্স।" হোমস পকেট থেকে একখানা খাম বের করল। "তার পরিচয়-পত্র থেকে কিছু কিছু বিবরণ আমি লিখে এনেছি। বয়স ছেচল্লিশ। শিকাগোর অধিবাসী। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি লোককে গুলি করেছে। রাজনৈতিক প্রভাবের সহায়তায় কারাগার থেকে পালিয়েছে। লণ্ডনে এসেছে ১৮৯৩-তে। ১৮৯৫-র জানুয়ারিতে ওয়াটার্লু রোড-এর একটা নাইট ক্লাব-এর তাসের আড্ডায় একজনকে গুলি করে। লোকটি মারা যায়, কিন্তু প্রমাণ করা হয় যে সে-ই ওই গোলযোগের নায়ক। মৃত লোকটিকে শিকাগোর কুখ্যাত জালিয়াত ও জাল মুদ্রা তৈরিকারকরূপে সনাক্ত করা হয়। হত্যাকারী ইভান্স ১৯০১ সালে মুক্তি পায়। সেই থেকে সে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছে, এবং যতদূর জানা যায়, সৎভাবেই জীবন যাপন করছে। অত্যন্ত সাংঘাতিক লোক, সাধারণতই সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফেরে এবং দরকার হলেই সেগুলি ব্যবহার করতেও সদাপ্রস্তুত। এই হচ্ছে আমাদের চিড়িয়া ওয়াটসন,—সে যে একটি খেলোয়াড় চিড়িয়া সেটা নিশ্চয় তুমিও স্বীকার করবে।"

"কিন্তু এক্ষেত্রে তার খেলাটা কি ?"

"সেটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। বাড়ির দালালের কাছে গিয়েছিলাম। আমাদের মক্কেল ঠিকই বলেছেন ; তিনি ওখানে পাঁচ বছর আছেন। তার আগে বছরখানেক বাড়িটা খালি ছিল। তারও আগে ভাড়া থাকতেন

ওয়াল্ড্রন নামক একজন ভদ্রলোক। হঠাৎ তিনি উধাও হয়ে যান ; তার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি। লোকটি ছিল লম্বা, মুখে দাড়ি, রং বেশ ময়লা। এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর মতে, প্রেস্কট নামক যে লোকটিকে হত্যাকারী ইভান্স গুলি করেছিল সেও ছিল লম্বা, মুখে দাড়ি, রং ময়লা। একটি আপাত কল্পনা হিসাবে ধরে নিতে পারি যে মার্কিন দুর্বৃত্ত প্রেস্কট ঠিক ওই ঘরটিতেই একসময় থাকত যেখানে বর্তমানে আমাদের সরল বন্ধুটি তার সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন। তাহলে বুঝতে পারছ যে শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র আমরা পেয়ে গিয়েছি !"

"কিন্তু পরবর্তী সূত্র ?"

"আরে সেখানে গিয়ে সেটাকেই তো খুঁজে বের করতে হবে।"

দেরাজ থেকে একটা রিভলবার বের করে সে আমার হাতে দিল।

"আমার কাছে রইল আমার প্রিয় অস্ত্র। আমাদের পশ্চিমী দুর্বৃত্ত বন্ধুটি যদি তার ডাক-নামের উপযুক্ত কাজ করতে উদ্যত হয়, সেজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ওয়াটসন, দুপুরের ঘুমের জন্য তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি ; মনে হচ্ছে তারপরই আমাদের রাইডর স্ট্রীট অভিযান শুরু হয়ে যাবে।"

ঠিক চারটের সময় আমরা নাথান গারিডব-এর সেই ঘরটিতে পৌছে গেলাম। মিসেস সণ্ডার্স-এর চলে যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিতে সে কিছুমাত্র ইতস্তত করল না, কারণ দরজায় ছিল একটা স্প্রিং-এর তালা, আর হোমস তাকে আশ্বাস দিল যে সবকিছু নিরাপদে রেখেই সে ঘর থেকে যাবে। কিছুক্ষণ পরেই সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ধনুকাকৃতি জানালার নীচ দিয়ে তার টুপিটা চলে গেল, আর আমরাও বুঝলাম যে বাড়িটার একতলায় তখন শুধু আমরা দুটি প্রাণীই রয়েছি। হোমস তাড়াতাড়ি ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেয়াল থেকে কিছুটা সরে অন্ধকার কোণটায় একটা তাক রয়েছে। একসময় আমরা হামাগুড়ি দিয়ে সেটার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম, আর হোমস ফিস্ ফিস্ করে তার ফন্দিটা আমাকে বুঝিয়ে বলল।

"পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সহৃদয় বন্ধুটিকে এই ঘর থেকে বের করে দিতে সে চেয়েছিল ; আর যেহেতু তিনি কখনও বাইরে যান না, তাই সেজন্য কিছু মতলব তাকে ভাঁজতে হয়েছে। এই গারিডেব-এর ব্যাপারটা গড়ে তুলবার আপাত দৃষ্টিতে আর কোন কারণ নেই। দেখ ওয়াটসন, ভাড়াটেটির অদ্ভুত নামটা তার কাজের পক্ষে কিছুটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ দিলেও এর মধ্যে যে একটা শয়তানী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে সেকথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য। অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে সে ষড়যন্ত্রের জালটা বুনেছে।"

"কিন্তু সে কি চায় ?"

"আরে, সেটা জানতেই তো আমাদের এখানে আসা। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, আমাদের মক্কেলের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। যে লোকটিকে সে খুন করেছে—সে হয় তো সব পাপ-কর্মে তার সহযোগী ছিল, আসলে ব্যাপারটা তাকে নিয়েই ঘটছে। এই ঘরের মধ্যে তাদের পাপ-কর্মের কোন প্রমাণ লুকনো আছে। অন্তত আমার তো তাই মনে হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাদের বন্ধুটির সংগ্রহশালায় এমন কোন মূল্যবান জিনিস আছে যার প্রকৃত মূল্য সে নিজেও জানে না, আর কোন পাকা দুর্বৃত্তকে আকর্ষণ করবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু কুখ্যাত রজার পেস্কট এক সময় এই বাসাতে থাকত বলেই কারণটা আরও গভীর কিছু বলে মনে হচ্ছে। ওয়াটসন, আপাতত আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে; দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে আর বেশী সময় লাগল না। সদর দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেই আমরা অন্ধকারে আরও কাছাকাছি সরে এলাম। তারপরই চাবি ঘোরাবার একটা কর্কশ ধাতব শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল মার্কিন ভদ্রলোক। আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কড়া নজর ফেলে চারদিক একবার দেখে নিল সব নিরাপদ আছে কি না. তারপর ওভারকোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাঝখানের টেবিলটার দিকে এমনভাবে এগিয়ে গেল যেন সে কি করবে না কেমন করে করবে সবই তার নখ-দর্পণে। টেবিলটাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সেখানকার চৌকো কার্পেটটাকে ছিঁড়ে তুলে ফেলল, সেটাকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে রেখে ভিতরের পকেট থেকে একটা সিঁদকাঠি বের করে হাঁটু ভেঙে বসে মেঝেটাকে প্রচণ্ডভাবে ঠুকতে লাগল। কাঠ চিঁরে ফেলবার শব্দ কানে এল; তারপরই কাঠের পাটাতনের মধ্যে একটা চৌকো ফোকর দেখা গেল। হত্যাকারী ইভান্স দেশলাই জ্বালিয়ে একটা মোমবাতি ধরাল এবং পরমুহূর্তেই আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম. আমাদের কাজের মুহূর্তটি সমাগত। সংকেত হিসাবে হোমস আমার কব্জিতে হাত রাখল, আর আমরা চুপিচুপি সেই খোলা চোরা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। যত সতর্ক পায়েই আমরা এগিয়ে থাকি না কেন, আমাদের পায়ের চাপে পুরনো পাটাতনে নিশ্চয় একটু শব্দ হয়েছিল, কারণ অকস্মাৎ সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে মার্কিন লোকটি উৎকণ্ঠিতভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। ব্যর্থ আক্রোশে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে সে আমাদের দিকে তাকাল। কিন্তু যখন দেখতে পেল দুটি পিস্তল তার মাথা লক্ষ্য করে উদ্যত, তখন ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব নরম হয়ে এল।

পাটাতন হাতড়ে উপরে উঠতে উঠতে সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি মিঃ হোমস, আপনি আমার উপর একহাত নিয়েছেন। আমার মতলবটা বুঝতে পেরে আমাকে গোড়া থেকেই একেবারে

দুগ্ধপোষ্য বানিয়ে ছেড়েছেন। ঠিক আছে স্যার, জিনিসটা আপনার হাতেই তুলে দিচ্ছি; আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন আর—"

মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতর থেকে একটা রিভলবার বের করে সে দুটো গুলি ছুঁড়ল। মনে হল একটা দগদগে গরম লোহা যেন হঠাৎ আমার উরুতে ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। হোমসের পিস্তলের গুলি লোকটার মাথায় লাগতেই ধপাস করে একটা শব্দ হল। দেখলাম, রক্তাক্ত মুখে লোকটি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, আর হোমস অস্ত্রের খোঁজে তার জামাকাপড় হাতড়াচ্ছে। তারপরই তার পেশীবহুল হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বন্ধু আমাকে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

"তোমার আঘাত লাগে নি তো ওয়াটসন? ঈশ্বরের দোহাই, একবার বল যে তোমার আঘাত লাগে নি।"

ঐ উদাসীন মুখোশটার আড়ালে যে গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসা লুকিয়ে আছে সেটা জানবার জন্য শুধু একটা কেন, অনেক আঘাতই তো সওয়া যায়। মুহূর্তের জন্য ঐ স্বচ্ছ, কঠিন চোখ দুটি ঝাঁপসা হয়ে গেছে, দৃঢ় ঠোঁট দুটো কাঁপছে। জীবনে এই একটিবার মাত্র একটি মহৎ হৃদয় ও একটি মহৎ মস্তিষ্কের দর্শন আমি পেলাম। সেই আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে আমার দীর্ঘ দিনের বিনীত অথচ একনিষ্ঠ সহযোগিতা যেন চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করল।

"কিছু হয় নি হোমস। একটু ছড়ে গেছে মাত্র।"

পকেট-ছুরিটা দিয়ে সে আমার ট্রাউজারটা কেটে দুই ফালা করে ফেলল।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। সামান্য ছড়ে গেছে।" আমাদের বন্দী তখন বিমূঢ় মুখে বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে হোমসের মুখটা পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল। "প্রভুর অশেষ কৃপা, তাই আপনি বেঁচে গেলেন। গুলিতে যদি ওয়াটসন মারা যেত তাহলে আপনিও জ্যান্ত এ ঘর থেকে বের হতে পারতেন না। এবার বলুন তো স্যার, নিজের পক্ষে আপনার কি বলার আছে?"

তার কিছুই বলার ছিল না। সে শুধু শুয়ে শুয়ে চোখ কোঁচকাতে লাগল। হোমসের হাতের উপর ভর করে আমরা দুজন খোলা ফোকরটার ভিতর দিয়ে নীচেকার কুঠুরিটাতে চোখ ফেললাম। ইভান্স যে মোমবাতিটা নিয়ে সেখানে নেমেছিল তার আলোয় কুঠুরিটা আলোকিত হয়ে আছে। একগাদা মরচে-ধরা যন্ত্রপাতি, গোল করে পাকানো বড় বড় কাগজের বাণ্ডিল, অনেকগুলি বোতল, এবং ছোট টেবিলে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো অনেকগুলি পরিষ্কার ছোট ছোট বাণ্ডিল—এই আমরা দেখতে পেলাম।

হোমস বলল, "একটা ছাপাখানা—জাল-নোট তৈরির যন্ত্রপাতি।"

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়ে আমাদের বন্দী বলল, "হ্যাঁ স্যার। লণ্ডনের সবচাইতে বড় জাল-নোট তৈরির কারখানা। ওটা

হচ্ছে প্রেস্কট-এর ছাপার যন্ত্র, আর টেবিলের উপরকার বাণ্ডিলগুলোতে আছে প্রেস্কট-এর দু'হাজার নোট ; প্রত্যেকটা একশ' টাকা দামের নোট ; যেকোন জায়গায় ওগুলো চলবে। এবার নিজেদের দিকটা ভাবুন মশায়রা। জিনিস-গুলো নিলামে তুলছি, ডেকে নিন।"

হোমস হেসে উঠল।

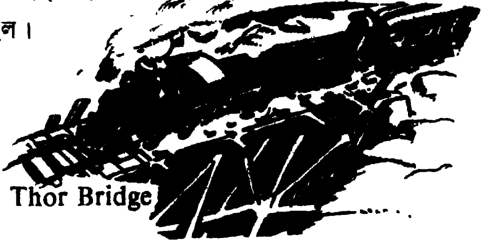
"এ ধরনের কাজ আমরা করি না মিঃ ইভান্স। এদেশে আপনার পালাবার কোন পথ নেই। এই প্রেস্কটকে আপনিই গুলি করে মেরেছিলেন, তাই না ?"

"হ্যাঁ স্যার, আর সেজন্য পাঁচ বছরের সাজা হয়েছিল, যদিও সেই আমাকে একাজে নামিয়েছিল। সাজা পেলাম পাঁচ বছর। অথচ আমার পাওয়া উচিত ছিল ঝোলের বাটির মত বড় একটা মেডেল। কোন মানুষই ব্যাংক অব ইংলণ্ড-এর নোট এবং প্রেস্কট-এর নোটের পার্থক্য ধরতে পারবে না, আর আমি যদি তাকে সরিয়ে না দিতাম, তাহলে ঐসব নোট দিয়ে সে লণ্ডনের বাজার ছেয়ে ফেলত। পৃথিবীতে একমাত্র আমিই জানি নোটগুলো সে কোথায় তৈরি করত। এরপরে আমি যদি সেই জায়গাটায় হাজির হতে চাই তাতে কি আপনি অবাক হবেন ? তারপরে যখন দেখলাম একটা অদ্ভুত নামধারী এই আধ-পাগলা ছারপোকা-সন্ধানী ঠিক সেই জায়গার উপরেই বসে আছে, এবং কখনও তার ঘর থেকে বাইরে যায় না, তখন তাকে সরিয়ে দেবার জন্য আমি যদি সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকি, তাহলে কি আপনি অবাক হবেন ? হয় তো তাকে একেবারে সরিয়ে দিলেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ করতাম। সেটা খুব সহজেই হত, কিন্তু আমার মনটা বড় নরম ; অপর পক্ষের হাতে বন্দুক না থাকলে আমি তাকে গুলি করতেই পারি না। কিন্তু আমাকে বলুন মিঃ হোমস, কী অন্যায়টা আমি করেছি ? এই ছাপাখানাটা ব্যবহার করি নি। বুড়ো লোকটাকে মারি নি। কিসে আমাকে ফাঁসাবেন তাহলে ?"

"একমাত্র হত্যার চেষ্টার দায়ে ; অন্তত আমি তো সেইরকমই বুঝছি," হোমস বলল। "কিন্তু সেটা তো আমাদের কাজ নয়। পরবর্তী স্তরে যাদের কাজ তারাই করবে। আপাতত আপনার মত মহাশয় ব্যক্তিটিকেই আমরা খুঁজছিলাম। ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ডেকে পাঠাও। তারা এতে অবাক হবে না।"

তাহলে হত্যাকারী ইভান্স ও তার তিন গারিডেব আবিষ্কারের আশ্চর্য ঘটনার এই হল বিবরণ। পরে জেনেছিলাম, আমাদের এই বেচারি পুরনো বন্ধুটি তার ব্যর্থ স্বপ্নের আঘাতকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তার তাসের প্রাসাদ যখন ভেঙে পড়ল তখন তার ধ্বংসস্তূপের নীচেই তারও সমাধি হল। ব্রিক্সটন-এর একটা নার্সিং-হোমেই তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছে। প্রেস্কট-এর ছাপাখানাটা যেদিন আবিষ্কৃত হল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পক্ষে সেটা বড়ই

আনন্দের দিন, কারণ ওটার অস্তিত্বের কথা জানলেও লোকটির মৃত্যুর পরেও তারা জানত না ছাপাখানাটা কোথায় আছে। ইভান্স দেশের একটা বড় উপকার করে গেছে; বেশকিছু কুশলী গোয়েন্দার গাঢ় নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছে; কারণ জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক এই নোট-জালকারীটি নিজেই নিজের একমাত্র তুলনাস্থল। সে নিজে ঝোলের বাটির মত আকারের যে মেডেলটার কথা বলেছিল সেটা বানাবার জন্য স্বেচ্ছায় চাঁদা দিতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু বিচারকমণ্ডলী তার কদর বুঝল না; তার প্রতি প্রসন্নও হল না; আর হত্যাকারীটি সেই অন্ধকারের দেশেই ফিরে গেল যেখান থেকে সে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছিল।



থর সেতুর সমস্যা

The problem of the Thor Bridge

চেরিং ক্রশ-এ অবস্থিত কক্স অ্যাণ্ড কোং ব্যাংকের ভল্টের কোন স্থানে বহু পর্যটনে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত একটি টিনের চিঠিপত্রের বাক্স আছে। তার ডালার উপরে আমার নাম লেখা আছে জন এইচ ওয়াটসন, এম, ডি, প্রাক্তন ভারতীয় বাহিনী। বাক্সটা কাগজপত্রে ঠাসা; তার প্রায় সবগুলিই সেই সব কেস-এর বিবরণ যাতে মিঃ শার্লক হোমস বিভিন্ন সময়ে যেসব বিচিত্র সমস্যায় হাত দিয়েছে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিছু কিছু এমন সমস্যার বিবরণও আছে যেখানে হোমস সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে; কাজেই সেগুলির বর্ণনা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না, কারণ সেসব সমস্যার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নি বলেই সে বিবরণগুলির কোন আকর্ষণই নেই। সমস্যা আছে অথচ সমাধান নেই— তাতে অপরাধ-তত্ত্বের ছাত্রের আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের তাতে বিরক্তি বোধ করারই কথা। এইসব অসমাপ্ত কাহিনীর মধ্যে আছে মিঃ জেমস ফিলিমোর-এর কথা; ভদ্রলোক ছাতাটা নেবার জন্য নিজের বাড়িতে সেই যে ঢুকল, তারপর থেকে সারা পৃথিবীতে আর তার দেখা পাওয়া গেল না। ছোট জাহাজ 'এলিসিয়া'-র কাহিনীও কম উল্লেখযোগ্য নয়। বসন্ত কালের এক সকালবেলা যাত্রা করে সেই যে একখণ্ড কুয়াশার মধ্যে সে হারিয়ে গেল আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল না, বা তার সম্পর্কে ও তার আরোহীদের সম্পর্কেও কোন দিন কোন খবর এল না। উল্লেখযোগ্য তৃতীয় কাহিনীটি বিখ্যাত সাংবাদিক ও দ্বৈতযোদ্ধা ইসাডোরা পারসানো-কে নিয়ে। তাকে যখন পাওয়া গেল তখন সে সামনে খোলা একটা দেশলাইয়ের বাক্সের দিকে পাগলের মত হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আর বাক্সটার মধ্যে ছিল এমন একটা বিশেষ ধরনের পোকা যেটা বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এইসব অতলান্ত

ঘটনা ছাড়াও এমন কিছু ঘটনা আছে যার সঙ্গে অনেক পরিবারের গোপন কথা জড়িত থাকায় সেগুলি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করলে অনেক বড় মহলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। এ ধরনের বিশ্বাসভঙ্গের কাজ যে চিন্তার অতীত সে কথা বলাই বাহুল্য; আর এই সব ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মত সময় ও সামর্থ্য যখন বন্ধুবরের হাতে এখন আছে তখন সেইসব দলিলপত্র এবার আলাদা করে নিয়ে নষ্ট করে ফেলাও হবে। কম-বেশী আকর্ষণীয় বাদবাকি আরও কিছু ঘটনা আছে যেগুলি এর আগেই আমি সম্পাদনা করতে পারতাম, কিন্তু যে লোকটিকে আমি অন্য সকলের চাইতে বেশী শ্রদ্ধা করি পাছে অতি-ভোজনজনিত অরুচির ফলে তার সুখ্যাতি সম্পর্কে সাধারণের মনে কোন-রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এই আশংকায় সেটা আমি এতদিন করি নি। কোন কোন ঘটনার সঙ্গে আমি নিজেই জড়িত ছিলাম এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেই তার বিবরণ দিতে পারি; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয় আমি একেবারেই ছিলাম না, আর না হয় তো সেখানে আমার ভূমিকা এতই ছোট যে একমাত্র তৃতীয় পক্ষ হিসাবেই আমার পক্ষে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব। নিম্নলিখিত বিবরণটি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই নেওয়া হয়েছে।

অক্টোবরের একটি ঝড়ো সকাল। পোশাক পরতে পরতেই দেখছিলাম, আমাদের বাড়ির পিছনকার উঠোনের একটিমাত্র প্লেন-গাছের শেষ পাতা-গুলোও ঝড়ো হাওয়ায় ঝরে পড়ছিল। প্রাতরাশের জন্য নীচে নামলাম। জানতাম যে সঙ্গীটিকে মন-মরা অবস্থায়ই দেখতে পাব। কারণ সব বড় শিল্পীর মতই পরিবেশ বড় সহজেই তাকেও প্রভাবিত করে। তার পরিবর্তে দেখলাম সে প্রাতরাশ প্রায় শেষ করে ফেলেছে, তার মন-মেজাজ বেশ খুশি, আর হাল্কা মেজাজ থাকলে সাধারণত যে দুষ্টুমি তার বৈশিষ্ট্য সেটাই যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

"কোন নতুন কেস জুটল নাকি হোমস?" আমি মন্তব্য করলাম।

সে জবাব দিল, "অনুমান শক্তিটাও দেখছি ছোঁয়াচে ওয়াটসন। তাই তো আমার মনের কথা জানবার শক্তি তুমি পেয়েছ। হ্যাঁ, একটা কেস হাতে এসেছে। একটা মাস তুচ্ছ কাজে ও কর্মহীনতায় কাটাবার পরে চাকা আবার ঘুরতে শুরু করেছে।"

"আমি কি তার ভাগ পাব না?"

"ভাগ করবার মত বিশেষ কিছু নেই; তবু ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আমাদের নতুন রাঁধুনি যে দুটি পুরো সিদ্ধ ডিম দয়া করে দিয়ে গেছে তার সদ্ব্যবহার করে নাও। 'ফ্যামিলি হেরাল্ড' পত্রিকার যে সংখ্যাটি গতকাল হল-ঘরের টেবিলে দেখেছিলাম তার সঙ্গে ডিম দুটি একেবারে সম্পর্কহীন নাও হতে পারে। সেই পত্রিকার চমৎকার প্রেমের গল্পটির সঙ্গে বেমানান হলেও ডিম সিদ্ধ করার মত তুচ্ছ ব্যাপারও মানুষের

মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।"

পনেরো মিনিট পরে টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে দুজন মুখোমুখি বসলাম। সে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল

"স্বর্ণ-রাজ নীল গিবসন-এর নাম শুনেছ ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমেরিকান সেনেটরের কথা বলছ কি ?"

"দেখ, একসময় লোকটি কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রের সেনেটর ছিল বটে, কিন্তু তার আরও বড় পরিচয় সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ-খনির মালিক রূপে।"

"হ্যাঁ, তার কথা আমি জানি। বেশকিছুদিন তিনি ইংলণ্ডে আছেন। তার নাম সকলেরই পরিচিত।"

"হ্যাঁ, বছর পাঁচেক আগে হ্যাম্পশায়ার-এ তিনি বেশকিছু সম্পত্তি কেনেন। তার স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর কথাও তুমি নিশ্চয় শুনেছ ?"

"নিশ্চয়। সেকথা এখনও মনে আছে। সেইজন্যই তো নামটা এত পরিচিত। কিন্তু ঘটনার বিবরণ আমি কিছুই জানি না।"

একটা চেয়ারের উপর রাখা কিছু কাগজপত্রের দিকে হোমস হাতটা বাড়াল। "আমি জানতাম না যে কেসটা আমার কাছেই আসবে, জানলে একটা সংক্ষিপ্ত-সার তৈরি করে রাখতাম," সে বলল। "আসলে সমস্যাটা খুব চাঞ্চল্যকর হলেও একটুও শক্ত বলে মনে হয় নি। অভিযুক্ত লোকটির চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণের স্পষ্টতাকে আবিল করে তুলতে পারে নি। করোনার কোর্টের জুরীদের তাই মত, আর পুলিশ কোর্টের বিচারেও সেই মতই সমর্থিত হয়েছে। মামলাটা এখন উইন্‌চেস্টার-এর দায়রা আদালতে পাঠানো হয়েছে। আমার তো ভয় হচ্ছে সবটাই পণ্ডশ্রম হবে। আমি ঘটনা খুঁজে বের করতে পারি ওয়াটসন, কিন্তু তাকে বদলাতে তো পারি না। সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে আমার মক্কেলের কোন আশা আছে বলে তো আমার মনে হয় না।"

"তোমার মক্কেল ?"

"ওহো, তোমাকে তো বলতেই ভুলে গেছি। দেখ ওয়াটসন, গল্পকে উল্টো দিক থেকে বলার যে অভ্যাস তোমার আছে, দেখছি সেটা আমাকেও পেয়ে বসেছে। বরং এই চিঠিটাই আগে পড়।"

বেশ দক্ষ হাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা যে চিঠিটা সে আমায় দিল সেটা এই :

ক্লারিজেস হোটেল, ৩রা অক্টোবর

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন মৃত্যুর মুখে চলে পড়বে অথচ তাকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে না—এ তো আমি চোখে দেখতে পারি না। সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না—বোঝাবার চেষ্টা করতেও পারি না,

কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে জানি যে মিস ডানবার নির্দোষ। ঘটনাগুলি তো আপনি জানেন—কেইবা না জানে? সারা দেশে তো ঐ একই কথা। অথচ তার পক্ষ নিয়ে একটি কথাও কেউ বলছে না! এই ভয়ংকর অবিচারই আমাকে পাগল করে তুলেছে। এই নারীর হৃদয় এতই কোমল যে সে একটি মাছিকেও মারতে পারে না। যাহোক, কাল এগারোটায় আমি আপনার কাছে যাব। দেখি, অন্ধকারে আপনি কোন আলো দেখাতে পারেন কি না। হয় তো আমার কাছে কোন সূত্র আছে, অথচ আমি সেটা জানি না। তবে এটা ঠিক, আমি যাকিছু জানি, আমার যাকিছু আছে আর আমার যা সাধ্য—তাকে বাঁচাবার জন্য সবকিছু আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। জীবনে কখনও যদি আপনার সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে চান তো এই কেস-এ সেটা লাগান।

আপনার বিশ্বস্ত

জে. নীল গিব্‌সন

প্রাতরাশ-পরবর্তী পাইপটার ছাই ঝেড়ে ফেলে তাতে নতুন তামাক ভরতে ভরতে শার্লক হোমস বলল, "এই হল ব্যাপার। এই ভদ্রলোকের জন্যই অপেক্ষা করছি। তার আগে গল্পটার কথা। এতগুলি খবরের কাগজ আয়ত্ত করবার মত সময় এখন তোমার হাতে নেই; কাজেই ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতিতে তুমি যদি অগ্রহান্বিত হতে পার সেজন্য সংক্ষেপে তোমাকে গল্পটা বলছি। এই লোকটি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী; আমি যতদূর জানি, লোকটির যেমন শক্তি তেমনই সে দুর্ধর্ষ। তিনি যে স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করেন তিনিই এই শোচনীয় নাটকের শিকার। মহিলাটি তখন অতিক্রান্ত যৌবনা, এর বেশী কিছু তার সম্পর্কে আমি জানি না। আর দুর্ভাগ্যের কারণও এটাই, কারণ একটি মনোরমা শিক্ষয়িত্রীর উপর দুটি শিশু সন্তানের লেখাপড়ার ভার দেওয়া হয়েছিল। এই তিনজনকে নিয়েই কাহিনী, আর ঘটনাস্থল ইংলণ্ডের একটি ঐতিহাসিক জমিদারির একটি মস্ত বড় পুরনো প্রাসাদ। এবার বিয়োগান্ত নাটকটির কথা। নৈশাহারের পোশাকে সজ্জিত, কাঁধে একটি পাশ জড়ানো ও মাথায় রিভলবারের গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রাসাদ থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে অনেক রাতে স্ত্রীটিকে পাওয়া যায়। তার আশেপাশে কোন অস্ত্র ছিল না, আর এই খুনের ব্যাপারে কোন স্থানীয় সূত্রও পাওয়া যায় নি। আশেপাশে কোন অস্ত্র ছিল না—এই কথাটা খেয়াল কর ওয়াটসন! মনে হয়, সন্ধ্যার কিছু পরে খুনটা করা হয় আর জনৈক শিকার-রক্ষক মৃতদেহটি দেখতে পায় এগারোটা নাগাদ; মৃতদেহ প্রাসাদে নিয়ে যাবার আগে পুলিশ ও একজন ডাক্তার সেইসময়ই সেটা পরীক্ষা করে। খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল কি? না তুমি ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলে তো?"

"সবই তো পরিষ্কার। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীটিকে সন্দেহ করছ কেন ?"

"কারণ প্রথমত কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। একটিমাত্র গুলি ছোঁড়া হয়েছে এবং রিভলবারের একটি ঘরের মাপ সেই গুলির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এরকম একটি রিভলবার মহিলাটির পোশাকের ঘরে মেঝেতে পাওয়া গেছে।" তার চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল ; ভেঙে ভেঙে সে শব্দগুলি আর একবার উচ্চারণ করল, "তার—পোশাকের ঘরের—মেঝেতে—।" তারপরই সে সম্পূর্ণ চুপ করে গেল। আমিও বুঝলাম, তার মনের মধ্যে যে চিন্তার স্রোত বইতে শুরু করেছে তাতে বাধা দিলে বোকার মতই কাজ করা হবে। হঠাৎ শরীরটাকে ঝাঁকি দিয়ে সে যেন আবার কর্মব্যস্ত জীবন ফিরে এল। "হ্যাঁ ওয়াটসন, রিভলবারটা পাওয়া গেছে। খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার, কি বল ? দুজন জুরী তাই মনে করেছিল। তারপর মহিলাটির কাছে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে ; তাতে শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষর ছিল, আর ঠিক সেই জায়গাতেই তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাও তাতে করা হয়েছিল। এটা কিরকম হল ? শেষ কথা, খুনের উদ্দেশ্য। সেনেটর গিবসন সুদর্শন পুরুষ। তার স্ত্রীর মৃত্যু হলে এই তরুণীটা ছাড়া আর কে তার জায়গায় আসতে পারে ? বিশেষত যখন ইতিমধ্যেই তরুণীটি তার নিয়োগকর্তার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। ভালবাসা, সম্পদ, ক্ষমতা—সবকিছু নির্ভর করছে একটি মধ্যবয়স্ক জীবনের উপর। কুৎসিত, ওয়াটসন—খুবই কুৎসিত।"

"সত্যি তাই হোমস।"

"তরুণীটি যে তখন অন্যত্র ছিল তারও কোন প্রমাণ নেই। বরং সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে সেই সময়ে সে দুর্ঘটনাস্থল 'থর সেতু'র কাছেই ছিল। এ কথা সে অস্বীকার করতে পারে নি, কারণ সেখান দিয়ে যাবার সময় জনৈক গ্রামবাসী তাকে সেখানে দেখেছে।"

"তাহলে তো নিষ্পত্তিই হয়ে গেল।"

"তবু ওয়াটসন—তবু! দুপাশে থাম্বাদার রেল-বসানো পাথরের একটিমাত্র চওড়া খিলানের উপর সেতুটা অবস্থিত। একটা দীর্ঘ, গভীর, নলখাগড়া সমাকীর্ণ জলাশয়ের সবচাইতে সরু অংশটার উপরে তৈরি এই সেতুটিই যাতায়াতের পথ। জলাশয়টার নাম 'থর সরোবর।' সেতুটার ঠিক মুখেই মৃত স্ত্রীলোকটি পড়ে ছিল। এই হল প্রধান ঘটনাবলী। কিন্তু আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে ওই তো আমাদের মক্কেল নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই এসে পড়েছেন।"

বিলি দরজা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু যে নাম সে ঘোষণা করল সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মিঃ মার্লো বেট্‌স্‌ আমাদের দুজনেরই অপরিচিত। লোকটি শুঁটকো, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত একফোঁটা খড় যেন ; চোখ দুটো

সন্ধ্যাগ্রস্ত, চলনে কেমন একটা সন্দিগ্ধ, মোচড়ানো ভঙ্গী—আমার ডাক্তারি চোখে সহজেই ধরা পড়ল যে লোকটি স্নায়বিক বিষণ্ণতার একেবারে তীরে এসে পৌঁচেছে।

হোমস বলল, আপনাকে বেশ বিচলিত মনে হচ্ছে মিঃ বেট্‌স্‌। দয়া করে বসুন। আপনাকে কিন্তু বেশী সময় দিতে পারব না কারণ এগারোটায় আমার আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

দম টানতে না পেরে লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে কাটা-কাটাভাবে বলল, "আমি জানি আপনার অনেক কাজ। মিঃ গিবসন আসছেন। মিঃ গিবসন আমার মনিব। আমি তার জমিদারির ম্যানেজার। মিঃ হোমস, লোকটি শয়তান—নরকের শয়তান।"

"ভাষাটা বেশী কড়া হয়ে যাচ্ছে মিঃ বেট্‌স্‌।"

"আমাকে কড়া হতে হচ্ছে মিঃ হোমস, কারণ হাতে সময় বড়ই অল্প। তিনি এসে আমাকে এখানে দেখতে পান সেটা আমি চাই না। তার আসার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু অবস্থাগতিকে আরও আগে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মনিবের সেক্রেটারি মিঃ ফার্গুসন আজ সকালেই আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থার কথা আমাকে বলেছেন।"

"অথচ আপনি তার ম্যানেজার ?"

"আমি তাকে নোটিস দিয়ে দিয়েছি। দু' সপ্তাহের মধ্যেই তার অভিশপ্ত দাসত্ব থেকে আমি মুক্তি পাব। বড় কঠিন মানুষ মিঃ হোমস, সকলের প্রতিই কঠিন। যত বাইরের দান-ধ্যান সবই ব্যক্তিগত পাপকে ঢাকা দেবার আবরণ মাত্র। নিজের স্ত্রীই তার প্রধান শিকার। তার প্রতি তিনি পশুর মত ব্যবহার করেছেন—হ্যাঁ স্যার, পশুর মত! কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু তিনিই যে তার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছিলেন সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। তার স্ত্রী যে গ্রীষ্মমণ্ডলের মানুষ—জন্মসূত্রে ব্রাজিল-এর অধিবাসী সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?"

"না ; এ সংবাদটা আমার জানা ছিল না।"

"জন্মসূত্রে গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, স্বভাবেও তাই। সূর্যের দেশের মেয়ে, তাই আবেগে উচ্ছ্বসিত। তার মত ভালবাসতে একমাত্র গ্রীষ্মমণ্ডলের মেয়েরাই পারে ; কিন্তু তার দেহের আকর্ষণ যখন ম্লান হয়ে গেল—শুনেছি একসময় তিনি খুবই মনোহারিণী ছিলেন—তখন আর পুরুষটিকে ধরে রাখবার মত কিছুই তার মধ্যে রইল না। আমরা সকলেই তাকে পছন্দ করতাম, তার জন্য কষ্ট পেতাম, আর তার প্রতি মনিবের দুর্ব্যবহারের জন্য তাকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে লোকটি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি ধূর্ত। শুধু এইটুকু আপনাকে বলতে চাই। তার বাইরেটা দেখে যেন ভুলবেন না। পিছনে অনেককিছু লুকিয়ে আছে। এবার আমাকে যেতে হবে। না, না,

আমাকে আটকাবেন না! তার আসার সময় হয়ে গেছে।"

সভয়ে ঘড়িটা দেখে আমাদের এই বিচিত্র অতিথিটি একদৌড়ে দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, "বেশ! বেশ! মিঃ গিবসন-এর গৃহস্থালি দেখছি বেশ মজার। কিন্তু এই সাবধান-বাণীটা খুব কাজে লাগবে। এখন সেই লোকটি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।"

একেবারে সঠিক সময়ে সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত কোটিপতি লোকটি দর্শন দিল। তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম কেন ম্যানেজারটি তাকে ভয় করে, অপছন্দ করে, কেনই বা ব্যবসাক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার মাথায় আজ পর্যন্ত এত জঞ্জাল ঢেলেছে। আমি যদি ভাস্কর হতাম, আর লৌহকঠিন স্নায়ু এবং চর্মবৎ বিবেকসম্পন্ন কোন সার্থক ব্যবসায়ীর একটি আদর্শ মূর্তি গড়তে চাইতাম, তাহলে মিঃ নীল গিবসনকেই মডেল রূপে বেছে নিতাম। তার ঢ্যাঙা, চিমসে, কর্কশ মুখে তীব্র ক্ষুধা ও লোভের আভাস ফুটে উঠেছে। কোন আব্রাহাম লিংকনের মনকে যদি উচ্চ আদর্শের বদলে নীচ প্রবৃত্তির সুরে বাঁধা হয় তাহলে তার থেকে এই লোকটার চেহারার একটা ধারণা করা যেতে পারে। তার মুখটা যেন শক্ত গ্র্যানিট পাথরে খোদাই করা—কঠিন, রেখাবহুল, অনুপাতহীন; তাতে অনেক গভীর রেখা, বহু সংকটের ক্ষতচিহ্ন। দুটি ঠাণ্ডা ধূসর চোখের দৃষ্টি ঘন ভুরুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণভাবে আমাদের দুজনকে পর পর দেখতে লাগল। হোমস আমার নামটা বলাতে সে দায়সারা গোছের একটা অভিবাদন জানিয়ে প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার সঙ্গীর এত কাছে গিয়ে বসল যে তার হাড় বের-করা হাঁটু দুটো প্রায় তাকে স্পর্শ করল।

সে বলতে শুরু করল, "প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে এই কেস-এর ব্যাপারে টাকাটা কোন কথাই নয়। সত্যের আলোয় পৌঁছতে যদি টাকায় আগুন ধরাতে হয় তো তাও আপনি ধরাতে পারেন। এই নারী নির্দোষ, আর এই নারীকে কলংকমুক্ত রাখতে হবে; আর সেকাজ আপনাকেই করতে হবে। বলুন, কত টাকা চান!"

হোমস নিরাসক্ত গলায় বলল, "আমার কাজের পারিশ্রমিক বাঁধা। একেবারে মকুব করা ছাড়া আমি তার কোনরকম হেরফের করি না।"

"ঠিক আছে, ডলারে যখন আপনার কিছু যায় আসে না তখন সুনামটার কথাই ভাবুন। এ রহস্য যদি উদ্ঘাটন করতে পারেন তাহলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিটি সংবাদপত্রে আপনার জয়-জয়কার পড়ে যাবে। দুই মহাদেশ আপনাকে নিয়ে মেতে উঠবে।"

"ধন্যবাদ মিঃ গিবসন, আমার নিজের জন্য জয়-জয়কারের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি হয় তো শুনলে অবাক হবেন যে বেনামিতে কাজ করতেই আমি পছন্দ করি, আর সমস্যাটাই আমার কাছে বড় আকর্ষণ। কিন্তু বৃথাই আমরা সময় নষ্ট করছি। আসল কথায় যাওয়া যাক

"সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলিতেই মূল ঘটনাগুলি পেয়ে যাবেন বলেই আমার ধারণা। আপনার কাজের সুবিধা হতে পারে এমন নতুন কথা কিছু জানাতে পারব বলে তো মনে হয় না। তবে আপনি যদি কিছু জানতে চান তো বলুন, আমি হাজির আছি।"

"দেখুন, একটা কথা আমার জানবার আছে।"

"সেটা কি?"

"আপনার ও মিস্ ডানবার-এর মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি ধরনের?"

স্বর্ণ-রাজ ভীষণ চমকে চেয়ার থেকে বেশ একটু উঠে দাঁড়াল। তারপর আবার সেই নিষ্কম্প প্রশান্তি তাকে ঘিরে রাখল।

"মিঃ হোমস, এ ধরনের প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার অবশ্যই আছে, আর হয় তো এটা করা আপনার কর্তব্যও।"

"আমার তাই মত," হোমস বলল।

"তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে একজন নিয়োগ-কর্তার সঙ্গে একটি তরুণীর যে সম্পর্ক থাকা উচিত আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে এবং সর্বদাই সেইরকমই ছিল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে ছাড়া তার সঙ্গে কখনও কথা বলি নি বা কখনও আমার দেখাও হয় নি।"

হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "আমি কাজের মানুষ মিঃ গিবসন; অবান্তর কথাবার্তা বলার মত সময় বা রুচি কোনটাই আমার নেই। গুডমর্ণিং।"

আমাদের অতিথিও উঠে দাঁড়াল। তার নড়বড়ে দেহটা হোমসকে ছাড়িয়ে গেল। ঘন ভুরুর নীচে একটা ক্রোধ যেন ঝলকানি দিল; পাণ্ডুর গালে লাগল রঙের ছোঁয়া।

"এর অর্থ কি মিঃ হোমস? আপনি কি আমার কেসটা খারিজ করে দিলেন?"

"অন্তত আপনাকে খারিজ করে দিলাম মিঃ গিবসন। আমার কথাগুলি নিশ্চয় যথেষ্ট পরিষ্কার।"

"খুবই পরিষ্কার, কিন্তু আসল কারণটা কি? দর বাড়ানো, কেসটা হাতে নিতে ভয়, না কি? কথাটা খোলাখুলি জানবার অধিকার আমার আছে।"

"তা হয় তো আছে," হোমস বলল। "খোলাখুলি জবাবই দেব। মিথ্যা তথ্য সরবরাহের অসুবিধা ছাড়াও কেসটা বেশ জটিল।"

"তার অর্থ আমি মিথ্যা কথা বলেছি।"

"দেখুন, যতদূর ভদ্রভাবে সম্ভব আমি কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি; তবু যদি ঐ শব্দটাই আপনি শুনতে চান তো আমি প্রতিবাদ করব না।"

আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কারণ কোটিপতিটির মুখে একটা তীব্র শয়তানী ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর তার প্রকাণ্ড গিঁট-পাকানো থাবাটাও সে তুলে ধরেছে। হোমস কিন্তু অলসভাবে একটুখানি হেসে পাইপটা তুলে নিতে হাত বাড়াল।

"গোলমাল করবেন না মিঃ গিবসন। বুঝতে পারছি, প্রাতরাশের পরে সামান্য কথাতেই মানুষ চটে যায়। তাই বলছি, সকালের বাতাসে একটু ঘুরে বেড়ালে আর শান্ত মনে একটু ভেবে দেখলে হয়তো আপনারই ভাল হবে।"

স্বর্ণ-রাজ অনেক কষ্টে ক্রোধ দমন করল। তার প্রশংসা না করে আমি পারলাম না, কারণ প্রচণ্ড আত্ম-সংযমের দ্বারা এক মিনিটের মধ্যেই সে তার জ্বলন্ত ক্রোধকে শান্ত ও ঘৃণায় ভরা ঔদাসীন্যে রূপান্তরিত করে ফেলল।

"ঠিক আছে, আপনার যেমন অভিরুচি। আপনার কাজ আপনি কি-ভাবে করবেন সেটা আপনিই জানেন। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো এ কেস আপনার হাতে তুলে দিতে পারি না। আজ সকালবেলায় এই কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না মিঃ হোমস, কারণ আপনার চাইতে অনেক শক্ত লোককেও আমি ভেঙেছি। আজ পর্যন্ত এমন একজনকেও দেখলাম না যে আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে।"

হোমস হেসে বলল, "আরও অনেকেই একথা বলেছে, আর তারপরেও আমি কিন্তু বহালতবিয়তেই আছি। গুডমর্ণিং মিঃ গিবসন। আপনার এখনও অনেককিছুই জানতে বাকি আছে।"

আমাদের অতিথি সশব্দে বেরিয়ে গেল। হোমস কিন্তু স্বপ্নালু চোখ-দুটিকে সিলিং-এর দিকে মেলে দিয়ে অবিচলিত নৈঃশব্দের মধ্যে পাইপটা টানতে লাগল।

"তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন?" অবশেষে হোমসই জিজ্ঞাসা করল।

"দেখ হোমস, আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে যখনই ভাবি যে এই লোকটা তার পথের যেকোন বাধাকে অপসারিত করতে পারে, যখনই মনে পড়ে যে তার স্ত্রীও তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাকে সে অপছন্দও করত, অন্তত ঐ বেটস্ লোকটি তো সেই কথাই পরিষ্কার বলে গেল, তখন তো আমার মনে হয়—"

"ঠিক। আমারও তাই মনে হয়।"

"কিন্তু শিক্ষয়িত্রীটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ছিল, আর তুমি সেটা জানলেই বা কেমন করে ?"

"ধাপ্পা ওয়াটসন, ধাপ্পা! তার চিঠির উচ্ছ্বসিত আবেগ, প্রথাবিরোধী লিখনভঙ্গী, আর অব্যবসায়িক স্বরের কথা যখনই ভাবলাম, আর তার আত্মসংযত স্বভাব ও চেহারার সঙ্গে তার তুলনা করলাম, তখনই আমার কাছে স্পষ্ট মনে হল নিহত নারীটির পরিবর্তে অভিযুক্ত নারীটির প্রতিই তার অন্তরের টান অনেক বেশী গভীর। সত্যে পৌঁছতে হলে এই তিনটি নর-নারীর প্রকৃত সম্পর্ক আমাদের জানতেই হবে। তুমি তো দেখলে, তাকে সরাসরি আক্রমণ করায় সে কেমন অবিচলিতভাবে সেটাকে গ্রহণ করল। আসলে এ ব্যাপারে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহই ছিল, তবু ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত করেই জানি এরকম ভাব দেখিয়ে তাকে ধাপ্পা দিতেই চেষ্টা করেছিলাম।"

"সে কি ফিরে আসবে ?"

"অবশ্য ফিরে আসবে। ফিরে তাকে আসতেই হবে। এ অবস্থায় সে ব্যাপারটাকে ছেড়ে যেতে পারে না। ওই তো! কে যেন ঘণ্টা বাজাল না? হাঁ, তারই পায়ের শব্দ। আসুন মিঃ গিবসন, এইমাত্র ডাঃ ওয়াটসনকে বলছিলাম যে আপনার ফিরে আসার সময় হয়েছে।"

যে মন নিয়ে স্বর্ণ-রাজ ঘর থেকে চলে গিয়েছিল, এখন পুনরায় ঘরে ঢুকবার সময় সে মনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিদ্বেষভরা ছুটি চোখ, আহত অহংকার এখনও জ্বলছে। তবু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

"ব্যাপারটা আবার বিবেচনা করে দেখলাম মিঃ হোমস; তাড়াহুড়োয় আপনার কথাগুলি আমি বোধহয় ভুল বুঝেছিলাম। ঘটনা যাইহোক না কেন তাকে ঠিক ঠিক ধরবার চেষ্টা করে আপনি যথার্থ কাজই করেছেন, আর সেজন্য আরও বড় বলেই মনে হচ্ছে। শুধু আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, মিস ডানবার ও আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তার সঙ্গে এ কেস-এর কোন যোগাযোগ নেই।"

"সেটা তো আমি স্থির করব, তাই নয় কি ?"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। যে ডাক্তার সে তো রোগ-নির্ণয়ের আগে সবগুলো লক্ষণ জানতে চাইবেই।"

"ঠিক তাই। চমৎকার বলেছেন। আর রোগী যদি রোগের কথা কিছু গোপন করে তাহলে বুঝতে হবে রোগী কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ডাক্তারকে ফাঁকি দিতে চাইছে।"

"তা হতে পারে; কিন্তু মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে কোন নারীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ

মানুষই একটু লজ্জিত বোধ করে থাকে—বিশেষত যদি সে সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা থাকে। আমার তো ধারণা, অধিকাংশ মানুষেরই মনের কোণে এমন কিছু গোপন জায়গা থাকে যেখানে কারও অনধিকার প্রবেশকে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। আর আপনি তো হঠাৎ সেখানেই ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু আপনার সৎ উদ্দেশ্যই এক্ষেত্রে আপনাকে ক্ষমার্হ করে তুলেছে, কারণ তাকে বাঁচাবার জন্যই আপনি এ কাজ করেছেন। যা হোক, সব বাধা সরিয়ে নিলাম, মনের গোপন স্থান খুলে দিলাম, যেখানে ইচ্ছা আপনার আবিষ্কারের অভিযান চালাতে পারেন। বলুন, কি চান?"

"সত্য।"

মনে মনে চিন্তার ধারাগুলিকে গুছিয়ে নেবার জন্য স্বর্ণ-রাজ একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তার কঠিন রেখাবহুল মুখটা আরও বিষণ্ণ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

অবশেষে সে বলল, "খুব অল্প কথায় আপনাকে সব বলছি মিঃ হোমস। এমন কিছু জিনিস আছে যা বলা যেমন বেদনাদায়ক তেমনই শক্ত; কাজেই প্রয়োজনের বেশী গভীরে আমি যাব না। ব্রাজিল-এ স্বর্ণ-সন্ধানে গিয়েই আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। মারিয়া পিণ্টো ছিল মানাওস-এর জনৈক সরকারী কর্মচারির কন্যা। খুবই সুন্দরী। তখন আমি ছিলাম যুবক, উদ্দীপনায় ভরপুর; এখন রক্ত ঠাণ্ডা হয়েছে, দৃষ্টি বিচারশীল হয়েছে; তবু এখনও পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই তার অপূর্ব বিরল রূপ। তার প্রকৃতি গভীরতায় সমৃদ্ধ, আবেগপ্রবণ, একনিষ্ঠ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, ভারসাম্যহীন; যেসব মার্কিন নারীদের আমি চিনতাম তাদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। যাহোক, অল্প কথায় বলছি, আমি তাকে ভালবাসলাম, বিয়ে করলাম। কিন্তু মনের রস যখন ঝরে গেল—কয়েক বছর মাত্রই ছিল—তখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের দুজনের প্রকৃতিতে কোন—মিল নেই। ভালবাসায় ভাটা পড়ল। যদি তার ভালবাসায়ও ভাটা দেখা দিত তাহলে ব্যাপারটা সহজ হত। কিন্তু নারী-হৃদয়ের বিচিত্র গতির কথা তো আপনি জানেন! আমি যত যাই করি না কেন, কিছুতেই আমার কাছ থেকে তাকে সরাতে পারলাম না। যদি তার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে থাকি, অথবা যেমন অনেকে বলে থাকে যদি পশুর মত ব্যবহার করে থাকি, সেটা এইজন্যে করেছি যে, যদি তার ভালবাসাকে নষ্ট করে দিতে পারি, তাকে যদি ঘৃণায় রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে আমাদের দুজনের পক্ষেই ভাল হবে। কিন্তু কোন কিছুতেই তার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বিশ বছর আগে আমাজন নদীর তীরে সে আমাকে যেভাবে ভালবাসত, আজও ইংলণ্ডের বনে-জঙ্গলে সেই একইভাবে সে আমাকে ভালবাসতে লাগল। আমি যাই করি না কেন, সে আগের মতই অনুরাগিণী হয়ে রইল।

"তারপরে এল মিস গ্রেস ডানবার। আমাদের বিজ্ঞাপনের জবাবে এসে সে আমাদের ছুটি সন্তানের শিক্ষয়িত্রী হল। খবরের কাগজে তার ছবি হয়তো দেখেছেন। সারা জগৎ বলেছে যে সেও খুবই সুন্দরী। এখন, আমার প্রতিবেশীদের মত অত্যধিক নীতিবাদের ভনিতা করতে আমি পারি না। তাই আপনার কাছে স্বীকার করছি, এরকম একটি নারীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করে, প্রত্যহ তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেও তার প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব না করে আমি পারি নি। এজন্য কি আমাকে দোষ দেবেন মিঃ হোমস ?"

"অনুভূতির জন্য আপনাকে দোষ দেব না। আমি আপনাকে দোষী করব যদি সে অনুরাগ আপনি প্রকাশ করে থাকেন, কারণ এই তরুণীটি এক অর্থে আপনার আশ্রিতা।"

এই মৃদু তিরস্কারে তার চোখে সেই পুরনো ক্রোধ মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠলেও কোটিপতি বলল, "তা হতে পারে। আমি যা তার চাইতে ভাল কিছু সাজতে চাই না। আমি তো মনে করি, সারা জীবন আমি যা চেয়েছি তার জন্যই হাত বাড়িয়েছি, এবং এই নারীকে ভালবাসার এবং তাকে নিজের করে পাবার চাইতে বেশী কিছু আমি কোনদিন চাই নি। তাকে সেই কথাই আমি বলেছি।"

"আচ্ছা, আপনি বলেছেন, তাই না ?"

উত্তেজিত হলে হোমস দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে পারে।

"আমি তাকে বলেছি, সম্ভব হলে তাকে আমি বিয়ে করতাম, কিন্তু সেটা আমার আয়ত্তের বাইরে। বলেছি যে টাকাটা কোন ব্যাপারই নয়, তাকে সুখে ও আরামে রাখতে আমার পক্ষে যাকিছু করা সম্ভব সবই করা হবে।"

মুখ সিঁটকে হোমস বলল, "খুবই উদারতা দেখছি।"

"দেখুন মিঃ হোমস, আমি এখানে এসেছি সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে, নীতিকথা আলোচনার জন্য নয়। আপনার সমালোচনার দরকার আমার নেই।"

হোমস কঠোর স্বরে বলল, "শুধুমাত্র সেই তরুণীটির জন্যই আপনার কেস-এ আমি হাত দিয়েছি। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার তুলনায় আপনি যা স্বীকার করলেন সেটা তো অনেক বেশী খারাপ; আপনারই বাড়িতে আশ্রিতা একটি অসহায় মেয়েকে আপনি সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছেন। আপনাদের মত ধনীদের একটা কথা শিখিয়ে দেওয়া দরকার যে সারা জগৎটাকেই ঘুষ দিয়ে আপনাদের অপরাধের সমর্থনকারীতে পরিণত করা যায় না।"

স্বর্ণ-রাজ ঠাণ্ডা মাথায় এ তিরস্কারও হজম করে নিল দেখে আমি অবাক

হয়ে গেলাম।

"এ ব্যাপারে এখন আমারও সেই মত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। আমার কথা শুনতে সে রাজী হয় নি; বরং তৎক্ষণাৎ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল।"

"গেল না কেন?"

"দেখুন, প্রথমত, আরও অনেকে তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে, কাজেই নিজের উপার্জনকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সকলকে ডুবিয়ে দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। যখন আমি কথা দিলাম—সত্যি দিয়েছিলাম—যে তার উপর আর কখনও নির্যাতন করা হবে না, তখন সে থেকে যেতে রাজী হল। কিন্তু অন্য কারণও ছিল। সে জানত আমার উপর তার অনেক প্রভাব; পৃথিবীর অন্য যেকোন প্রভাবের চাইতে সেটা অনেক বেশী শক্তিশালী। সেই প্রভাবকে সে ভাল কাজে লাগাতে চাইল।"

"কেমন করে?"

"দেখুন, আমার কাজকর্মের কিছু কিছু খবর সে রাখত। সেটা খুবই বড় মাপের মিঃ হোমস—এত বড় যে সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করেই উঠতে পারে না। আমি গড়তেও পারি, ভাঙতেও পারি—সাধারণত ভাঙাটাই চলে। শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়। সম্প্রদায়, নগর, এমন কি একটা গোটা জাতি পর্যন্ত। ব্যবসা বড় শক্ত খেলা; সে খেলায় দুর্বলের ধ্বংস হয়। খেলাটা আমি ভালভাবেই খেলে থাকি। নিজে কখনও হাহাকার করি নি, আর অন্য কেউ হাহাকার করলেও তাতে কান দেই নি। কিন্তু এই তরুণীটি সবকিছু দেখত ভিন্ন দৃষ্টিতে। আমার মনে হয়, সেই ঠিক করত। সে বিশ্বাস করত, খোলাখুলি বলত, যে একটি মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দশ হাজার সর্বস্বান্ত মানুষের সর্বনাশের উপর গড়ে ওঠা উচিত নয়। ব্যাপারটাকে সে এই দৃষ্টিতেই দেখত। আমার তো মনে হয়, ডলারকে ছাড়িয়ে কোন অবিনশ্বর জিনিস সে দেখতে পেত। সে বুঝতে পেরেছিল যে তার কথা আমি শুনি; তাই সে বিশ্বাস করেছিল যে আমার কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে জগতেরই সেবা করছে। তাই সে থেকে গেল—আর তারপরই এই ঘটনা।"

"এ ঘটনাটার উপর কোনরকম আলোকপাত করতে পারেন কি?"

স্বর্ণ-রাজ দু-এক মিনিট চুপ করে রইল; দুই হাতের মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

"তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। আমি সেটা অস্বীকার করতে পারি না। নারীদের একটা অন্তর-জীবন থাকে, আর এমন কাজ তারা করতে পারে যা পুরুষের বিচার-বুদ্ধির বাইরে। প্রথমে আমি এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম, এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে তার ফলে এই কথাই ভেবে

বসেছিলাম যে কোন না কোন অসাধারণ কারণে সে এমন পথে পা দিয়ে বসেছে যেটা তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা ব্যাখ্যা আমার মাথায় এসেছিল। সেটাই আপনাকে বলছি মিঃ হোমস। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা। একধরনের মনের ঈর্ষা আছে যেটা দৈহিক ঈর্ষার মতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, এবং যদিও আমার স্ত্রী জানত যে দৈহিক ঈর্ষার কোন কারণ তার নেই—এ কথাটা সেও বুঝত বলেই আমার ধারণা তথাপি সে এটাও জানত যে এই ইংরেজ মেয়েটি আমার মনের উপর, আমার কাজকর্মের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করে আছে তা সে নিজে কোনদিনই পারে নি। এ প্রভাব ছিল কল্যাণকর, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন হেরফের হল না। ঘৃণায় সে উন্মাদ হয়ে উঠল, আর আমাজন এর গরম রক্ত তো তার মধ্যে ছিলই। হয় তো মিঃ ডানবারকে হত্যার ষড়যন্ত্রই সে করেছিল—অথবা বলতে পারি বন্দুকের সাহায্যে ভয় দেখিয়ে তাকে বাড়ি-ছাড়া করতে চেয়েছিল। তার ফলেই হয় তো দু'জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়, বন্দুকের গুলি ছুটে যায় এবং নিজের বন্দুকেই সে গুলিবিদ্ধ হয়।"

হোমস বলল, "এই বিকল্প সম্ভাবনার কথা আমার মনেও হয়েছে। বস্তুত, সুচিন্তিত হত্যাকাণ্ডের এইটাই একমাত্র বিকল্প ধারণা।"

"কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে।"

"দেখুন, সেটাই শেষ কথা নয়—কি বলেন? এও তো হতে পারে যে ঐ রকম ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে হতবুদ্ধিবশত স্ত্রীলোকটি রিভলবারটি হাতে নিয়েই ছুটে বাড়িতে ফিরে যায়। অথবা এও হতে পারে যে সে কি করছে না বুঝেই রিভলবারটা জামার নীচে লুকিয়ে নিয়ে চলে যায় এবং পরে ধরা পড়ে গেলে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব বুঝতে পেরে ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এরকম ধারণার বিরুদ্ধে কি আছে?"

"আছে মিস ডানবার স্বয়ং।"

"হয়তো তাই।"

হোমস ঘড়ি দেখল। "সকালেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে আমরা নিশ্চয়ই সন্ধ্যার ট্রেনে উইনচেস্টার যাত্রা করতে পারি। তরুণীটির সঙ্গে দেখা করবার পরে আমি হয়তো এ ব্যাপারে আপনার কিছুটা কাজে লাগতে পারি, তবে আমার সিদ্ধান্ত যে আপনার আশানুরূপই হবে এমন কথা দিতে পারি না।"

সরকারী অনুমতি-পত্র যোগাড় করতে কিছু দেরী হল এবং সেদিন উইন-চেস্টার পৌঁছনোর পরিবর্তে আমরা হাজির হলাম মিঃ নীল গিবসন-এর হ্যাম্প-শায়ার জমিদারির "থর প্লেস"-এ। সে নিজে আমাদের সঙ্গে গেল না;

আমরাই স্থানীয় পুলিশের সার্জেন্ট কোভেন্ট্রির ঠিকানা যোগাড় করে নিলাম। এ ব্যাপারে সার্জেন্ট কোভেন্ট্রিই প্রাথমিক তদন্ত করেছিল। লোকটি ঢ্যাঙা, সরু, কুৎসিতদর্শন; চালচলনে এমন একটা রহস্যময় ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব যেন সে অনেক কিছুই জানে বা সন্দেহ করে, কিন্তু তা বলতে সাহস করে না। তার আর একটা কায়দা আছে; একটা খুব সাধারণ খবর বলবার সময়ও হঠাৎ সে গলাটাকে এতখানি খাদে নামিয়ে নেয় যেন খুবই গুরুতর কোন তথ্য ফাঁস করতে যাচ্ছে। কিন্তু এইসব কায়দা-কানুন সত্ত্বেও অচিরেই বোঝা গেল যে লোকটি ভদ্র ও সৎ; সে গভীর গাড্ডায় পড়েছে সেকথা স্বীকার করতে তার অহংকারে বাধল না; আর আমাদের সহায়তাকেও স্বাগত জানাল।

বলল, "কি জানেন মিঃ হোমস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অপেক্ষা আপনাকেই আমার বেশী পছন্দ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড যদি কোন কেস-এ মাথা গলায় তাহলে স্থানীয় পুলিশ সে ব্যাপারের সব কৃতিত্ব হারিয়ে বসে, আর পরাজয় ঘটলে সব দোষ তাদের ঘাড়েই চেপে বসে। আমি শুনেছি, আপনি খোলাখুলি সব কাজ করে থাকেন।"

"আমি এ ব্যাপারের মধ্যে থাকতে চাই না। সমস্যাটা যদি মিটিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে এ প্রসঙ্গে আমার নামটারও উল্লেখ করতে আমি চাই না।" হোমসের এই কথায় আমাদের নবপরিচিত বিষণ্ণ বন্ধুটি বেশ স্বস্তি বোধ করল।

"আমাকে বলতেই হবে যে একথা আপনারই উপযুক্ত। আমি জানি, আপনার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনকেও বিশ্বাস করা যেতে পারে। দেখুন মিঃ হোমস, ঘটনাস্থলে যেতে যেতে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি ছাড়া আর কাউকে একথা ঘুণাক্ষরেও বলা চলে না।" চারদিকে এমনভাবে সে তাকাল যেন কথাগুলি বলতে সাহস হচ্ছে না। "আপনার কি মনে হয় না যে স্বয়ং মিঃ নীল গিবসনকেও এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যেতে পারে?"

"সেটাও ভেবে দেখছি।"

"মিস ডানবারকে আপনি দেখেন নি। সবদিক থেকেই চমৎকার মহিলা। মিঃ গিবসনই হয়তো তার স্ত্রীকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই মার্কিন ভদ্রলোকরা এ দেশের লোকের মত নয়, তারা পিস্তল নিয়ে তৈরিই থাকে। জানেন তো, এ পিস্তলটাও তারই।"

"সেটা কি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার। এটা তার একজোড়া পিস্তলেরই একটি।"

"জোড়ার একটি? তাহলে অপরটি কোথায়?"

"দেখুন, ভদ্রলোকের নানা ধরনের অনেকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র আছে। ঠিক

ঐ পিস্তলটার মত আর একটা আমরা খুঁজে পাই নি ; কিন্তু বাক্সটাতে দুটো পিস্তলের ঘর রয়েছে।"

"এটা যদি এক জোড়ার একটা হয় তাহলে অপরটি অবশ্য খুঁজে পাবেন।"

"দেখুন, সে বাড়িতে সবগুলি আগ্নেয়াস্ত্রই সাজিয়ে রাখা হয়েছে : ইচ্ছা করলেই একবার সেগুলো দেখতে পারেন।"

"সে পরে হবে। আগে চলুন একসঙ্গে গিয়ে ঘটনাস্থলটা দেখি।"

সার্জেণ্ট কোভেণ্ট্রির ছোট বাড়ি সামনের ছোট ঘরটাতে বসেই কথা হচ্ছিল। এই ঘরটাতেই স্থানীয় থানার কাজকর্ম চলে। হাঁটাপথে আধ মাইলটাক পথ। মাঠের উপর দিয়ে জোর হাওয়া বইছে। বিবর্ণ ফার্ন গাছের সারিতে সারাটা মাঠ সোনালী ও তামাটে রঙে ঝলমল করছে। পথটা পেরিয়ে আমরা "থর প্লেস" জমিদার-বাড়ির একটা পাশের ফটকে পৌঁছে গেলাম। একটা 'পাখির আলা'র ভিতরকার পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে একটা খোলা জায়গায় পড়তেই পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত অনেকখানি জায়গা জুড়ে গড়ে-ওঠা আধা টিউডর ও আধা জর্জীয় স্থাপত্য রীতিতে আধা কাঠের তৈরি বাড়িটা চোখে পড়ল। আমাদের পাশেই একটা লম্বা, নলখাগড়া-সমাকীর্ণ জলাশয় ; তার মাঝখানের সরু জায়গাটায় একটা পাথরের সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি চলবার প্রধান রাস্তাটা চলে গেছে ; তার দুই পাশেই দুটো জল-ভরা হ্রদ। আমাদের পথ-প্রদর্শক সেতুর মুখটাতে থেমে জায়গাটা দেখাল।

"ওখানেই মিসেস গিবসন-এর মৃতদেহটা পড়ে ছিল। ঐ যে পাথর দিয়ে আমি জায়গাটা চিহ্নিত করে রেখেছি।"

শুনেছি মৃতদেহ সরাবার আগেই আপনি ওখানে এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ ; তারা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়েছিল।"

"কে ডেকেছিল ?"

"মিঃ গিবসন নিজে। হৈ-চৈ শোনামাত্রই অন্য সবাইকে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সকলকে বলেন যে পুলিশ না আসা পর্যন্ত কিছুই সরানো চলবে না।"

"বুদ্ধিমানের মতই বলেছেন। খবরের কাগজের প্রতিবেদন পড়ে আমি জানতে পারি যে, খুব কাছে থেকেই গুলিটা করা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ স্যার, খুবই কাছে থেকে।"

"কপালের ডান দিকে ?"

"ঠিক তার পিছনে স্যার।"

"মৃতদেহটা কোন ভঙ্গীতে পড়ে ছিল ?"

"চিৎ হয়ে স্যার। বাধা দেওয়ার কোন চিহ্নই ছিল না। অন্য কোন

চিহ্নও নয়। কোন অস্ত্রও নয়। মিস ডানবার-এর চিরকুটটা বাঁ হাতে চেপে ধরা ছিল।"

"চেপে ধরা ছিল বললেন না ?"

"হ্যাঁ স্যার; আঙুলগুলো খোলাই যাচ্ছিল না।"

"এটা খুব বড় কথা। মিথ্যা সূত্র জোগাবার উদ্দেশ্যে চিরকুটটা কেউ মৃত্যুর পরে তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল—সে সম্ভাবনাটা এতে একেবারেই বাতিল হয়ে গেল। ভাল কথা। যতদূর মনে পড়ে চিরকুটটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। 'ন'টার সময় আমি থর সেতুর কাছে উপস্থিত থাকব।—জি, ডানবার।' তাই নয় কি ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মিস ডানবার কি স্বীকার করেছেন যে সেটা তারই লেখা ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তিনি কি বলতে চান ?"

"তার বক্তব্য দায়রা আদালতেই বলবেন। এখন কিছুই বলবেন না।"

সমস্যাটি সত্যি খুব আকর্ষণীয়। চিঠির ভাষাটাও অস্পষ্ট, তাই নয় কি ?"

পথ-প্রদর্শক বলল, "স্যার, যদি অভয় দেন তো বলি, আমার কাছে কিন্তু পুরো কেসটার মধ্যে এটাকেই একমাত্র স্পষ্ট বিষয় বলে মনে হয়েছে।"

হোমস মাথা নাড়ল।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে চিঠিটা আসল এবং সত্যি লেখা হয়েছিল, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বেশ কিছুক্ষণ আগে—ধরুন দু'এক ঘণ্টা আগে—তার হাতে এসেছিল। সেক্ষেত্রে মহিলাটি তখনও চিঠিখানিকে তার বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে ছিল কেন ? এত যত্ন করে সেটাকে নিয়েই বা যাবে কেন ? সাক্ষাৎকারের সময় চিঠিটার তো দরকার থাকবার কথা নয়। এটা কি বেশ উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে না ?"

"তা স্যার, আপনি যেভাবে বললেন, তাতে তো সেইরকমই মনে হয়।"

"কয়েক মিনিট চুপ করে বসে একটু ভাবতে পারলে ভাল হত।" সেতুর পাথরের আলসের উপর সে বসে পড়ল। দেখলাম, তার তীক্ষ্ণ, ধূসর চোখ দুটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সে উল্টোদিকের আলসের কাছে ছুটে গেল এবং পকেট থেকে লেন্সটা বের করে পাথরের উপর কি যেন পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

"খুবই অদ্ভুত" সে বলল।

"হ্যাঁ স্যার; আলসের উপরে ঐ ভাঙা জায়গাটা আমরাও দেখেছি। মনে হচ্ছে, ওটা কোন পথিকের কাজ।"

পাথরের আলসেটার রং ধূসর, কিন্তু ঠিক এইখানটায় একটা ছয় পেনি

আকারের জায়গাটা বেশ সাদা দেখাচ্ছে। ভাল করে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় যে কোনকিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করার ফলেই পাথরটা চটে গেছে।

হোমস চিন্তান্বিতভাবে বলল, "এ কাজটা করতে বেশ শক্তির দরকার হয়েছিল।" হাতের বেতটা দিয়ে সে আল্‌সের উপর বারকয়েক আঘাত করল, কিন্তু তাতে কোন দাগই পড়ল না। "হুঁ, বেশ জোরেই আঘাত করা হয়েছিল। আর জায়গাটাও অদ্ভুত। আঘাতটা করা হয়েছিল নীচ থেকে, উপর থেকে নয়, কারণ দেখতেই পাচ্ছেন যে, আল্‌সের নীচের দিকেই চটাটা উঠেছে।"

"কিন্তু এটা তো মৃতদেহ থেকে অন্তত পনেরো ফুট দূরে।"

"হ্যাঁ, মৃতদেহ থেকে পনেরো ফুট দূরেই। হয় তো আসল ব্যাপারের সঙ্গে এর কোন যোগই নেই, ঘটনাটা লক্ষ্য করবার মত। এখানে আর কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না। আপনিই তো বলেছেন, কোন পায়ের চিহ্ন-ও পাওয়া যায় নি ?"

"মাটিটা লোহার মত শক্ত স্যার। কোন দাগই সেখানে ছিল না।"

"তাহলে এবার আমরা যেতে পারি। প্রথমে ঐ বাড়িতে যাব। আপনি যেসব অস্ত্রশস্ত্রের কথা বললেন সেগুলো দেখব। তারপর যাব উইন্‌চেস্টার-এ কারণ আরও অগ্রসর হবার আগে আমি চাই মিস ডানবার-এর সঙ্গে দেখা করতে।"

মিঃ নীল গিবসন তখনও শহর থেকে ফেরেন নি; কিন্তু স্নায়বিক রোগগ্রস্ত মিঃ বেট্‌সকেই বাড়িতে পেলাম। আজ সকালে সেই তো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দুঃসাহসিক জীবন-যাত্রার সূত্রে তার মনিব বিভিন্ন আকৃতির ও মাপের যেসব আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছে সেই বিপুল সংগ্রহ আমাদের দেখাতে পেরে সে যেন একটা অশুভ স্বস্তি লাভ করল।

সে বলতে লাগল, "মিঃ গিবসন-এর অনেক শত্রু আছে। যারা তাকে জানে ও তার জীবনযাত্রার খবর রাখে এ-কথা তারা ভাল করেই জানে। বিছানার পাশের টানায় একটা গুলি-ভরা রিভলবার নিয়ে তিনি ঘুমোন। বড় ভয়ংকর লোক তিনি; এমন অনেক সময় আসে যখন আমরা সকলেই তাকে দেখে ভয় পাই। মৃত মহিলাটিও যে প্রায়ই ভয় পেতেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"কখনও কি তার উপর দৈহিক আক্রমণ হতে দেখেছেন ?"

"না, তা বলতে পারি না। কিন্তু এমন সব বাক্য কানে এসেছে যা আঘাতেরই সমতুল—এমন কি চাকর-বাকরদের সামনেও দুঃসহ ঘৃণ্য সব কথা-বার্তা বলতে শুনেছি।"

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হোমস বলল, "আমাদের কোটিপতির পারিবারিক জীবন খুব উজ্জ্বল নয় বলেই মনে হচ্ছে ; দেখ ওয়াটসন, অনেক ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি, কিছু নতুন তথ্যও পেয়েছি, কিন্তু এখনও আমার সিদ্ধান্ত থেকে বেশ কিছুটা দূরেই রয়ে গেছি। মনিবের প্রতি মিঃ বেট্স্‌এর যত বিরাগই থাকুক তার কাছ থেকেই তো জানলাম যে যখন হৈ-চৈ শোনা গিয়েছিল তখন তিনি তার পাঠাগারেই ছিলেন। রাতের খাওয়া শেষ হয়েছিল সাড়ে আটটায়। আর তখন পর্যন্ত সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। এ কথা সত্য যে হৈ-চৈটা শোনা গিয়েছিল বেশ একটু দেরীতে, কিন্তু দুর্ঘটনাটা নিশ্চয় ঘটেছিল চিরকুটে উল্লেখিত সময়েই। পাঁচটা নাগাদ শহর থেকে ফিরবার পরে মিঃ গিবসন যে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন এরকম কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নি। অপর দিকে, যতদূর জানতে পেরেছি, মিস ডানবার নিজেই স্বীকার করেছেন যে সেতুর কাছে মিসেস গিবসন-এর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা তিনিই করেছিলেন। এর বাইরে তিনি কিছুই বলতে চান নি কারণ তার উকিল পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের কথাগুলি এখন মুলতুবি রাখেন। সেই তরুণীটিকে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করবার আছে, এবং তার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে মাত্র একটি জিনিস ছাড়া আর সব বিচারেই এই কেস সম্পূর্ণভাবে তার বিরুদ্ধেই যাবে।"

"সেটা কি জিনিস হোমস ?"

"পিস্তলটা তার পোশাকের ঘরে পাওয়া গেছে।"

"বল কি হোমস !" আমি চেঁচিয়ে বললাম, "ওটাকেই তো তার পক্ষে সবচাইতে ক্ষতিকর ঘটনা বলে আমার মনে হয়েছিল।"

"মোটেই তা নয় ওয়াটসন। ঘটনার কথা প্রথম শুনেই আমার কাছে কেমন অদ্ভুত লেগেছিল, আর এখন কেসটাকে খুব কাছে থেকে দেখে ওটাকেই আশা করবার একমাত্র ভিত্তি বলে মনে হচ্ছে। সর্বত্রই আমরা সামঞ্জস্য খুঁজি। যেখানেই তার অভাব চোখে পড়ে সেখানেই সন্দেহ দেখা দেয়।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"দেখ ওয়াটসন, একমুহূর্তের জন্য ধরা যাক আমরা তোমাকে এমন একটি নারী-চরিত্রে দেখছি যে ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাবাড় করে দিতে চাইছে। তুমিই পরিকল্পনা করলে। একটা চিরকুট লিখলে। শিকার ধরা দিল। অস্ত্র তোমার হাতে। অপরাধটা ঘটল। বেশ কুশলী কর্মীর মতই কাজটা সারা হল। তুমি কি বলতে চাও যে, এমন সুকৌশলে কাজটা হাসিল করবার পরেও তোমার অস্ত্রটাকে নীচের নল-খাগড়ার জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিরদিনের মত সেটাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ভুলে গিয়ে যত্নসহকারে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে তোমার নিজের

পোশাকের ঘরেই রেখে দেবে যেখানে সকলের আগে খানাতল্লাসী হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং এইভাবে নিজের সুনামকে ধ্বংস করবে? তোমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তোমাকে ফন্দিবাজ বলবে না, ওয়াটসন, তথাপি এমন একটা বাজে কাজ তুমিও যে করতে পার সেটা আমি ভাবতেও পারি না।"

"উত্তেজনা মুহূর্তে—"

"না না ওয়াটসন, এমনটা সম্ভব হতে পারে তা আমি স্বীকার করি না। ঠাণ্ডা মাথায় যেখানে কোন অপরাধের ছক কাটা হয় সেখানে সে-অপরাধকে চাপা দেবার ছকটাও ঠাণ্ডা মাথায় করা হয়ে থাকে। সুতরাং আমার মনে হচ্ছে যে আমরা একটা সমূহ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছি।"

"কিন্তু অনেক কিছুই তো ব্যাখ্যা করা যায় নি।"

"আমাদের ব্যাখ্যা করতেই হবে। একবার যদি তোমার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটে তাহলে যেটা তোমার কাছে এতখানি ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল সেটাই হয়তো সত্যের সূত্র হয়ে দেখা দেবে। যেমন ধর, এই রিভলবারটার কথা। মিস ডানবার বলেছেন তিনি এর কিছুই জানেন না। আমাদের নতুন মতবাদ অনুসারে তিনি সত্য কথাই বলেছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তার পোশাকের ঘরে ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কে রেখেছিল? এমন কেউ যিনি এ ঘটনার সঙ্গে তাকে জড়াতে চান। তাহলে সেই লোকটিই কি আসল অপরাধী নয়? এবার দেখ, কত সহজেই অনুসন্ধানের একটা নতুন পথ আমরা পেয়ে যাচ্ছি।"

নিয়মমাফিক কাজকর্মগুলি শেষ না হওয়ায় আমরা সে-রাতটা উইন্‌চেস্টারেই কাটাতে বাধ্য হলাম। পরদিন সকালে আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ জয়েস কামিংস্-এর সঙ্গে সেল-এ গিয়ে তরুণীটির সঙ্গে দেখা করলাম। যত কথা শুনেছিলাম তাতে একটি সুন্দরী নারীকে দেখতে পাব এই আশাই করেছিলাম, কিন্তু মিস ডানবারকে দেখে আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। প্রভুত্বকামী সেই কোটিপতি যে এই নারীর মধ্যে তার নিজের চাইতেও শক্তিশালী এমন কিছু দেখছিল যা তাকেও বশে এনে ইচ্ছামত চালাতে পারত তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তার কঠিন, সুডৌল অথচ স্পর্শকাতর মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় যে, কোন পাপ করে থাকলেও তার চরিত্রে এমন একটা মহত্ব আছে যা তাকে সব সময়ই কল্যাণের পথে পরিচালিত করে থাকে। সে পিঙ্গলবর্ণা সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, সুগঠনা ও প্রভাবসম্পন্না; কিন্তু তার দুটি কালো চোখে ফুটে উঠেছে সেই তাড়া-খাওয়া জন্তুর অসহায়, কাতর দৃষ্টি যে বুঝতে পারছে যে তার চারদিকে জাল গুটিয়ে আসছে, অথচ তার হাত থেকে ছাড়া পাবার কোন উপায় তার জানা নেই। কিন্তু এখন আমার খ্যাতিমান বন্ধুটির উপস্থিতিতে ও তার সাহায্যের প্রত্যাশায় তরুণীটির ম্লান গালে যেন লালের ছোঁয়া লেগেছে;

আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েথাকা চোখ দুটিতে আশার আলো যখন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

উত্তেজিত নীচু স্বরে সে বলল, "আমাদের মধ্যে যা ঘটেছে সেবিষয়ে মিঃ নীল গিবসন হয়তো আপনাদের কিছু বলেছেন।"

হোমস জবাব দিল, "হ্যাঁ; কাহিনীর সে অংশটা আপনাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না। মিঃ গিবসন-এর উপর আপনার প্রভাবের কথা এবং আপনাদের দুজনের নির্দোষ সম্পর্কের কথা তিনি যা বলেছেন, আপনাকে দেখাবার পরে সে সবই আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আদালতে তোলা হল না কেন?"

"এরকম একটা অভিযোগ যে টিকতে পারে সেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, অপেক্ষা করে থাকলে একটি পরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবনের বেদনাদায়ক বিবরণের মধ্যে না গিয়েই সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, ফয়সালা হওয়ার বদলে বরং আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।"

হোমস সাগ্রহে বলে উঠল, "দেখুন, এ ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন ভ্রান্ত ধারণা পুষে রাখবেন না। মিঃ কামিংসই আপনাকে বুঝিয়ে বলবেন যে, বর্তমানে সবগুলি তাসই আমাদের বিরুদ্ধে, এবং অভিযোগ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আপনার সামনে বড় বিপদ কিছু নেই এ কথা বললে আপনার প্রতি নিষ্ঠুর প্রতারণাই করা হবে। কাজেই সত্য উদ্‌ঘাটনের কাজে যতটা সম্ভব আমাকে সাহায্য করুন।"

"কিছুই আমি লুকোব না।"

"তাহলে মিঃ গিবসন-এর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সত্যিকারের সম্পর্কের কথা আমাকে খুলে বলুন।"

"তিনি আমাকে ঘৃণা করতেন মিঃ হোমস। গ্রীষ্মাঞ্চলীয় স্বভাবের সমস্ত তীব্রতা দিয়েই তিনি আমাকে ঘৃণা করতেন। তার স্বভাবই এমন যে কোন কিছুই তিনি আধখানা করতে পারতেন না; স্বামীকে তিনি যে পরিমাণে ভালবাসতেন ঠিক সেইপরিমাণেই আমাকে ঘৃণা করতেন। হতে পারে যে আমাদের সম্পর্কটাকে তিনি ভুল বুঝেছেন। তার প্রতি কোনরকম অবিচার করতে আমি চাই না; কিন্তু তার দেহগত ভালবাসা এতই তীব্র যে তার স্বামীর প্রতি আমার মানসিক, এমন কি আধ্যাত্মিক বন্ধনকে তিনি বুঝতেই পারতেন না, তিনি এ সত্যও কল্পনা করতে পারতেন না যে তার স্বামীর ক্ষমতাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এবাড়িতে ছিলাম। যেখানে আমার উপস্থিতি অশান্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে আমার থাকার কোন যুক্তি থাকতে পারে না; তবু এটাও তো ঠিক যে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও সে অশান্তি থেকেই যেত।"

হোমস বলল, "মিস ডানবার, এবার দয়া করে বলুন, সেদিন রাতে ঠিক কি ঘটেছিল।"

"যতটুকু আমি জানি ততটুকু সত্যই আপনাকে বলতে পারি মিঃ হোমস; কিন্তু আমি তো কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। এমন কতকগুলি বিষয় আছে—যে বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ—যেগুলি আমি নিজে ব্যাখ্যা করতে পারি না, বা তার কোন ব্যাখ্যা আছে বলেও মনে করি না।"

"ঘটনাগুলি যদি আপনি বলেন তাহলে অন্য কেউ হয়তো তার ব্যাখ্যাটা খুঁজে বের করতে পারে।"

"তাহলে শুনুন। সেই রাতে থর সেতুর কাছে আমার উপস্থিতির ব্যাপারে সেদিন সকালেই মিসেস গিবসন-এর কাছ থেকে আমি একটা চিরকুট পেয়েছিলাম। স্কুল-ঘরের টেবিলের উপর সেটা ছিল; হয়তো তিনি নিজের হাতেই সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। চিরকুটে অনুরোধ করা হয়েছিল আমি যেন নৈশাহারের পরে সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, তার কিছু গুরুতর কথা আমাকে বলবার আছে. আরও বলা হয়েছিল যে বাগানের সূর্য-ঘড়িটার উপরেই যেন আমার জবাবটা রেখে আসি, কারণ এ ব্যাপারে তিনি আর কাউকে বিশ্বাস করতে চান না। এধরনের গোপনীয়তার কোন কারণ আমি বুঝতে পারি নি; তবু সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাটা গ্রহণ করে তার কথামতই কাজ করলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, আমি যেন চিরকুটটা নষ্ট করে ফেলি, তাই স্কুল-ঘরের অগ্নিকুণ্ডে ফেলেই সেটাকে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। তিনি স্বামীকে খুব ভয় করতেন, কারণ স্বামীটি অনেক সময়ই তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন আর সেজন্য তাকে আমি মাঝে মাঝে তিরস্কারও করেছি। আমি ভেবেছিলাম, আমাদের সাক্ষাতের কথাটা স্বামীকে জানাতে চান না বলেই তিনি এইভাবে কাজটা করেছিলেন।"

"অথচ আপনার জবাবটাকে তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন?"

"হাঁ। মৃত্যুকালে সেটা তার হাতের মধ্যেই ছিল শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা; তারপর কি হল?"

"কথামতই সেখানে গেলাম। সেতুর কাছে পৌছে দেখি তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। সেইমুহূর্ত পর্যন্তও কখনও আমি বুঝতে পারি নি যে হতভাগা মহিলাটি আমাকে কী পরিমাণ ঘৃণা করেন। সে যেন এক উন্মাদিনী নারী—সত্যি, আমি মনে করি যে তখন তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন; উন্মাদ লোকদের মধ্যে অন্যকে ধোঁকা দেবার যে তীব্র শক্তি জন্মে সেই শক্তি তখন তার মধ্যে জেগে উঠেছে। নইলে মনের মধ্যে আমার প্রতি এত উদ্দাম ঘৃণাকে পুষে রেখে দিনের পর দিন নিরুদ্বেগে কেমন করে তিনি আমার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন? তার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি আমি

করব না। ভয়ংকর আলামণী ভাষায় তিনি তার মনের সব উদ্দাম আক্রোশ আমার মাথায় ঢালতে লাগলেন। একটা কথাও আমি বলি নি, বলতে পারি নি। সে কী ভয়ংকরী মূর্তি তার। দুই হাতে কান ঢেকে ছুটে চলে গেলাম। তখনও সেতুর মুখে দাঁড়িয়ে তিনি তীব্র কণ্ঠে আমাকে শাপ-শাপান্ত করেই চলেছেন।"

"পরে তাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?"

"সেই জায়গাটা থেকে কয়েক গজের মধ্যে।"

"অথচ যদি ধরেই নেওয়া যায় যে আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু ঘটে, তবু আপনি কোন গুলির শব্দ শুনতে পেলেন না?"

"না, আমি কিছুই শুনতে পাই নি। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ হোমস, তার ভয়ংকর আচরণে আমি এতই উত্তেজিত ও আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে একছুটে আমি নিজের ঘরের শান্ত পরিবেশে ফিরে গিয়েছিলাম; কোথায় কি ঘটল না ঘটল সেটা খেয়াল করবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না।"

"আপনি বলছেন আপনার ঘরে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালের আগে কি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ; হৈ-চৈ শুনে যখন জানতে পারলাম যে বেচারির মৃত্যু হয়েছে তখন অন্য সকলের সঙ্গে আমিও দৌড়ে গেলাম।"

"মিঃ গিবসনকে দেখেছিলেন কি?"

"হ্যাঁ; তিনি সবে সেতুর কাছ থেকে ফিরেছেন, তখনই আমি তাকে দেখলাম। ডাক্তার ও পুলিশকে ডাকতে তিনি লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

"তাকে কি খুবই বিচলিত দেখেছিলেন?"

"মিঃ গিবসন শক্তিমান, সংযত মানুষ। তিনি কখনও মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করেন বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আমি তো তাকে ভাল করেই চিনি, তাই বুঝতে পারলাম যে তিনি খুবই বিচলিত বোধ করছেন।"

"এবার সবচাইতে গুরুতর বিষয়টিতে যাওয়া যাক। যে পিস্তলটা আপনার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল; সেটা কি আগে কখনও দেখেছেন?"

"কখনও দেখি নি; শপথ করে বলছি।"

"কখন দেখলেন?"

"পরদিন সকালে পুলিশ যখন খানাতল্লাসী করছিল।"

"আপনার পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে?"

"হাঁ; আমার পোশাকের ঘরের মেঝেতে পোশাকপরিচ্ছদের নীচে।"

"জিনিসটা সেখানে কতক্ষণ পড়ে ছিল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি?"

"আগের দিন সকালে ওটা সেখানে ছিল না।"

"কি করে জানলেন?"

"কারণ পোশাকের ঘরটা আমি গুছিয়েছিলাম।"

"এটাই শেষ কথা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আপনার ঘাড়ে দোষটা চাপাবার জন্য কেউ আপনার ঘরে ঢুকে পিস্তলটা সেখানে রেখে যায়।"

"নিশ্চয় তাই।"

"সেটা কখন ?"

"সেটা, একমাত্র খাবার সময়ে হতে পারে, অথবা যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি স্কুল-ঘরে থাকি সেই সময়।"

"যখন চিরকুটটা পেলেন তখনও তো সেখানেই ছিলেন ?"

"হাঁা, তখন থেকে সারাটা সকাল।"

"ধন্যবাদ মিস ডানবার। এমন আর কিছু কি জানেন যাতে আমার তদন্তের সুবিধা হতে পারে ?"

"সেরকম কিছু মনে করতে পারছি না।"

"সেতুটার পাথরের আলসের উপর কিছু ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন রয়েছে—মৃতদেহটার ঠিক উল্টো দিকে একটা নতুন চটা উঠেছে। তার কারণ কি আপনি বলতে পারেন ?"

"ওটা নিশ্চয়ই কোন আকস্মিক যোগাযোগের ব্যাপার।"

"আশ্চর্য মিস ডানবার, খুবই আশ্চর্য! যোগাযোগটাই বা ঠিক দুর্ঘটনার সময়ে, আর ঐ জায়গাটাতেই ঘটবে কেন ?"

"কিন্তু এটা তাহলে কিসের থেকে হল ? খুব বড় রকমের আঘাত ছাড়া তো এরকমটা ঘটতে পারে না।"

হোমস কোন জবাব দিল না। তার ফ্যাকাসে, উৎসুক মুখে হঠাৎ সেই তীক্ষ্ণ, গভীর অতলে ডুব-দেওয়া ভাব ফুটে উঠল যেটাকে তার প্রতিভার চরম প্রকাশ বলেই আমি জানি। তার মনের গভীর সংঘাত তখন এতই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমরা কেউ কোন কথা বলতেই সাহস করলাম না। ব্যারিস্টার, বন্দিনী ও আমি—আমরা সকলেই চুপচাপ বসে রইলাম, আর হোমস তার একাগ্র নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ডুবে গেল। হঠাৎ তীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কি যেন জরুরী কাজের তাগিদে সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল।

চেঁচিয়ে বলল, "এস, চলে এস ওয়াটসন !"

"কি হল মিঃ হোমস ?"

"আপনি কিছু মনে করবেন না মিস ডানবার। মিঃ কামিংস্ পরে আপনাকে সব জানাবে। ন্যায়বান ঈশ্বরের দয়ায় এমন একটি কেস আপনাকে আমি দেব যা নিয়ে সারা ইংলণ্ডে হৈহৈ পড়ে যাবে। মিস ডানবার, আগামী কালের মধ্যেই আপনি খবর পেয়ে যাবেন ; ইতিমধ্যে এইটুকু জেনে আশ্বস্ত হতে পারেন যে মেঘ কেটে যাচ্ছে ; আশা করছি সত্যের আলোও ফুটে

বেরুবে।"

উইন্‌চেস্টার থেকে 'থর প্লেস' অনেকটা পথ নয়, কিন্তু আমি তখন এতই ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলাম যে আমার কাছে পথটা অনেকখানি মনে হচ্ছিল, আর হোমসকে দেখে মনে হচ্ছিল তার যাত্রা বুঝি অনন্তকালের; কারণ স্নায়বিক অস্থিরতার দরুন সে চুপ করে বসে থাকতে পারছিল না; গাড়ির মধ্যেই কখনও পায়চারি করছিল, আবার কখনও বা লম্বা আঙুলগুলি পাশের কুশনটাতে ঠুকে ঠুকে বাজনা বাজাচ্ছিল। যাহোক, গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি পৌছতেই হঠাৎ আমার উল্টো দিকে বসে—আমরা একটা পুরো ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টই পেয়েছিলাম—আমার দুটো হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে এমন দুষ্টুমি-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যেটা তার অনেক খেয়ালি মুহূর্তের একান্ত বৈশিষ্ট্য।

বলল, "ওয়াটসন, আমার মনে পড়ছে যে আমাদের এইসব অভিযানের সময় তুমি সশস্ত্র হয়েই চলাফেরা করে থাক।"

আমি যে করে থাকি সেটা তারই ভালর জন্য, কারণ যখন সে কোন সমস্যার মধ্যে ডুবে যায় তখন নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে তার কোন খেয়ালই থাকে না। ফলে একাধিকবার আমার রিভলবারটা দরকারের সময় তার বন্ধুর কাজই করেছে। সে কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"হ্যাঁ, হাঁ, এসব ব্যাপারে আমি একটু মন-ভোলা লোক। কিন্তু তোমার রিভলবারটা সঙ্গে আছে তো?"

আমার হিপ-পকেট থেকে ছোটখাট কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্রটা বের করে তাকে দিলাম। রিভলবারটা খুলে কার্তুজগুলো বের করে সেটাকে সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

বলল, "এটা ভারী—বেশ ভারী।"

"হ্যাঁ, একেবারে পেটা গড়ন।"

এক মিনিট কি যেন ভাবল।

তারপর বলল, "জান ওয়াটসন, মনে হচ্ছে যে রহস্যের তদন্ত আমরা করছি তার সঙ্গে তোমার রিভলবারের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হতে চলেছে।"

"ভাই হোমস, তুমি তামাসা শুরু করলে।"

"না ওয়াটসন, গম্ভীরভাবেই কথাটা বলেছি। আমাদের সামনে একটা পরীক্ষা। পরীক্ষাটা যদি সফল হয়, তাহলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর সে পরীক্ষাটা নির্ভর করছে এই ছোট অস্ত্রটার হালচালের উপর। একটা কার্তুজ বের করে নিলাম। এবার বাকি পাঁচটা কার্তুজ ভরে দিয়ে সেফটি-ক্যাচটা আটকে দিলাম। কি হল! ওজনটা বেড়ে গেল এবং কর্মক্ষমতাও বেশী হল।"

তার মনে কি ছিল কিছুই বুঝলাম না। সে কিছু বলল না। ছোট হ্যাম্পশায়ার স্টেশনে পৌছন পর্যন্ত চিন্তায় ডুবে বসে রইল। স্টেশন থেকে একটা ছ্যাকরা গাড়ি নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমাদের একান্ত বন্ধু সার্জেন্টটির বাড়িতে পৌছে গেলাম।

"কোন সূত্র পেলেন মিঃ হোমস ? কি সেটা ?"

আমার বন্ধু জবাব দিল, "সেটা নির্ভর করছে ডাঃ ওয়াটসনের রিভলবারের আচরণের উপর। এই সেই অস্ত্রটি। আচ্ছা অফিসার, দশ গজ দড়ি আমাকে দিতে পারেন ?"

গ্রামের দোকানেই শক্ত টোয়াইন সুতোর একটা গুলি পাওয়া গেল।

হোমস বলল, "মনে হচ্ছে এ ছাড়া আর কিছু আমাদের দরকার নেই। যদি অনুমতি করেন তো এবার যাত্রা শুরু করি। আশা করি এটাই এ যাত্রার শেষ অধ্যায় হবে।"

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হ্যাম্পশায়ারের উর্মিমুখর জলাভূমি সেই অস্ত সূর্যের আলোয় হেমন্ত-সন্ধ্যার এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সার্জেন্টটি আমাদের পাশে চুপচাপ বসে আছে। এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে বারে বারে তাকাচ্ছে যাতে মনে হচ্ছে যেন আমার সঙ্গীটির মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে তার মনে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যতই ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ততই দেখতে পাচ্ছি, স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য সত্ত্বেও বন্ধুটি ভিতরে ভিতরে ততই বেশী করে উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

আমার একটা মন্তব্যের জবাবে সে বলল, "হাঁ, এর আগেও আমাকে তুমি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে দেখেছ ওয়াটসন। এ সব ব্যাপারে আমার একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে, তবু কখনও কখনও সে আমাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। উইনচেস্টারের জেলের কুঠুরিতে কথাটা যখন প্রথম আমার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তখন সেটাকে নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছিলাম ; কিন্তু একটা কর্মক্ষম মনের এই একটা ত্রুটি যে সে সব মন সব সময়ই একটা বিকল্প ব্যাখ্যার কথা ভাবতে পারে এবং তার ফলে আমাদের প্রথম ধারণাটা মিথ্যা প্রমাণিতও হতে পারে। কিন্তু তথাপি—তথাপি—দেখ ওয়াটসন, আমরা তো শুধু চেষ্টাই করতে পারি।"

হাঁটতে হাঁটতেই সে সুতোর একটা কোণ শক্ত করে রিভলবারের হাতলের সঙ্গে বেঁধে নিল। ঘটনাস্থলে পৌছে গেলাম। ঠিক যেখানটায় মৃতদেহটা পড়ে ছিল পুলিশের সাহায্যে ঠিক সেই জায়গাটা সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চিহ্নিত করে নিল। তারপর বুনো লতা ও ফার্ণের জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পেতে একটা বড়গোছের পাথর সংগ্রহ করল, সুতোর আর একটা দিকে সেটাকে শক্ত করে বেঁধে সেটাকে সেতুর আলসের উপর দিয়ে এমনভাবে

ঝুলিয়ে দিল যাতে সেটা ঠিক জলের উপরে ঝুলে থাকে। তারপর সেতুর প্রান্ত থেকে কিছুটা দূরে সেই মৃত্যুর ঘটনাস্থলে গিয়ে সে দাঁড়াল; আমার রিভলবারটা তার হাতে, আর সুতোটা একদিকে অস্ত্র ও অপর দিকে ভারী পাথরটার মধ্যে টান টান করে রাখা।

"এবার শুরু হোক!" সে চেঁচিয়ে বলল।

কথাগুলি বলেই সে পিস্তলটা মাথায় ঠেকাল, আর হাতটা দিল ছেড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পাথরটার ভারে রিভলবারটা ছিট্‌কে গিয়ে সশব্দে আল্‌সেটার উপর আছড়ে পড়েই নীচের জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোমস পাথরের আল্‌সের পাশে হাঁটু ভেঙে বসেই এমন খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল যাতে বোঝা গেল যে সে যা আশা করেছিল তাই পেয়ে গেছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, "এর চাইতে সঠিক পরীক্ষা কি কেউ কোন দিন করতে পেরেছে? তাকিয়ে দেখ ওয়াটসন, তোমার রিভলবারই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে!" বলতে বলতে পাথরের আল্‌সের নীচের দিকে ঠিক আগের মত আকার ও পরিমাণের আর একটি পাথরের চটা দেখিয়ে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত সার্জেন্টের কাছে গিয়ে বলল, "আজ রাতটা আমরা সরাইখানাতেই কাটাব। আপনাকে অবশ্যই একটা আঁকশি যোগাড় করে আমার বন্ধুর রিভলবারটি উদ্ধার করে দিতে হবে। তার পাশেই আরও একটা রিভলবার, দড়ি ও ভারি পাথরও আপনি পাবেন, কারণ এই প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী সেগুলির সাহায্যেই নিজের অপরাধকে চাপা দিয়ে একটি নির্দোষ মানুষের ঘাড়ে হত্যার অভিযোগ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মিঃ গিবসনকে জানিয়ে দেবেন যে কাল সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করব, আর তখনই মিস ডানবারকে বাঁচাবার ব্যবস্থাও করা হবে।"

সেদিন একটু রাত হলে গ্রামের সরাইখানায় বসে আমরা যখন ধূমপান করছিলাম তখন হোমস ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাকে শোনাল

সে বলল, ওয়াটসন, থর সেতুর রহস্যের ঘটনাটা তোমার ইতিবৃত্তে যোগ করলেও তার ফলে ইতিমধ্যেই যে সুনাম আমি অর্জন করেছি সেটা কিছু বাড়বে বলে তো আমি মনে করি না। আমার মনটা বড়ই ধীরগতি হয়ে পড়েছে, আর কল্পনা ও বাস্তবের যে সমন্বয় আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ তারও যথেষ্ট অভাব ঘটেছে। আমি স্বীকার করছি যে পাথরের এই টুকরোটা দেখেই সমস্যার আসল সমাধানের সূত্রটা আমার বোঝা উচিত ছিল। আর সে কাজটা যে আমি আরও আগেই করতে পারি নি সেটা আমারই দোষ।

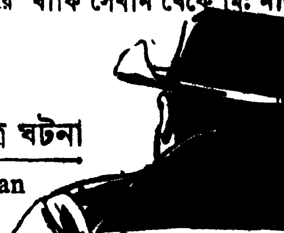
"এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই অসুখী নারীর মনটা খুবই গভীর ও সূক্ষ্ম, আর সেইজন্যই তার ষড়যন্ত্রটাকে ধরতে পারাটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল

না। বিকৃত ভালবাসা যে কী কাণ্ড করতে পারে তার এর চাইতে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তো আমাদের এতগুলি অভিযানে আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। দৈহিক ভালবাসা বা শুধুমাত্র মনের আকর্ষণ যেদিক থেকেই মিস ডানবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হোন না কেন এই মহিলাটির চোখে সে সমানভাবে ক্ষমার অতীত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তার অত্যধিক অনুরাগকে প্রতিহত করবার জন্য তার স্বামী তার প্রতি যেসব কঠোর ব্যবহার করেছেন বা নিষ্ঠুর কথা বলেছেন সেসব কিছুর জন্যই এই নির্দোষ মহিলাটিকেই তিনি দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তার প্রথম সংকল্প ছিল নিজের জীবনের অবসান ঘটানো। তার দ্বিতীয় সংকল্প ছিল এমনভাবে সেটা ঘটাতে হবে যাতে তরুণীটিকে এমন একটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যাবে যা যে কোন আকস্মিক মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশী দুঃখদায়ক।

কাজের বিভিন্ন ধাপ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। মনের একটা উল্লেখযোগ্য সূক্ষ্মতা তাতে ধরা পড়ছে। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে মিস ডানবার-এর কাছ থেকে এমন একটি চিরকুট লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে বেশ বোঝা যায় তিনিই হত্যাকাণ্ডের জায়গা বেছে নিয়েছেন। পাছে সেটা ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে শেষ পর্যন্ত চিরকুটটি হাতের মধ্যে ধরে রেখে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। শুধুমাত্র এই একটি ঘটনা থেকেই আমার মনে সন্দেহটা আরও আগেই জাগা উচিত ছিল।

"তারপর তিনি তার স্বামীর একটি রিভলবার নিলেন—বাড়িতে যে একটি অস্ত্রাগার আছে সে তো তুমিও দেখেছ—এবং নিজের ব্যবহারের জন্য সেটাকে রেখে দিলেন। অনুরূপ আর একটি রিভলবার নিয়ে একটা গুলি খরচ করে সেটাকে সকালেই মিস ডানবার-এর পোশাকের ঘরে লুকিয়ে রেখে দিলেন। রিভলবারটা নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে একটা গুলি ছোঁড়ায় কেউ কিছু জানতেও পারে নি। তারপরই তিনি সেতুটার কাছে চলে গেলেন। সেখানে নিজের অস্ত্রটাকে জলের নীচে লুকিয়ে ফেলবার অদ্ভুত কৌশলটা তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রাখলেন। মিস ডানবার সেখানে হাজির হতেই তার উপর মনের সব ঝাল ঝাড়লেন এবং তরুণীটি সেখান থেকে বেশকিছুটা দূরে চলে যাবার পরেই এমনভাবে তার ভয়ংকর কাজটা শেষ করলেন যাতে তিনি কোন শব্দও শুনতে পেলেন না। এবার সবগুলো যোগসূত্রকে পর পর সাজানো হল, আর শিকলটাও সম্পূর্ণ হল। সংবাদপত্রওয়ালারা হয়তো প্রশ্ন করবেন, প্রথমেই জলাশয়টাতে জাল ফেলে খোঁজ করা হল না কেন ; কিন্তু ঘটনাটা ঘটে যাবার পরে বুদ্ধিমান সাজাটা সহজ ; তাছাড়া, কি খুঁজছি বা কোথায় খুঁজব সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকলে নল-খাগড়ায় ভর্তি এতবড় একটা জলাশয়ে খোঁজাখুঁজি করাটাও কিছু সহজ কাজ নয়। দেখ ওয়াটসন, একটি বিশিষ্ট মহিলার এবং একটি শক্তিমান পুরুষের উপকারে আমরা লেগেছি।

ভবিষ্যতে তারা দুজন যদি একযোগে কাজ করেন—আর সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে—তাহলে অর্থনৈতিক বিশ্ব হয় তো দেখতে পাবে যে, দুঃখের যে পাঠশালায় আমরা জীবনের শিক্ষা পেয়ে থাকি সেখান থেকে মিঃ নীল গিবসনও কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন।"



হামাগুড়ি দেওয়া লোকটির বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Creeping Man

মিঃ শার্লক হোমস আগাগোড়াই বলে এসেছে, প্রায় বিশ বছর আগে যে কুৎসিত গুজবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে তোলপাড় করে তুলেছিল এবং লণ্ডনের পণ্ডিত সমাজে বহু-আলোচিত হয়েছিল অন্তত তাকে দূর করবার জন্যও অধ্যাপক প্রেসবিউরির সঙ্গে জড়িত বিশেষ ঘটনাগুলি প্রকাশ করে দেওয়া আমার কর্তব্য। অবশ্য তার পথে কিছু বাধা ছিল, এবং যে টিনের বাক্সটাতে আমার বন্ধুর নানা অভিযানের বিবরণ তুলে রাখা আছে, সেই অদ্ভুত কেস-এর প্রকৃত ইতিহাসও তার মধ্যেই চাপা পড়ে ছিল। গোয়েন্দা-কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের আগে সর্বশেষ যে কয়টি কেস হোমস হাতে নিয়েছিল তারই একটি সাধারণের কাছে প্রকাশের অনুমতি শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়ে গেছি। তৎসত্ত্বেও সব ব্যাপারটা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হলে কিছুটা সংযম ও বিবেচনা অবশ্য রক্ষা করতে চলতে হবে।

১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকের এক রবিবারের সন্ধ্যায় হোমসের একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পেলাম: "সুবিধে হলে এখনই চলে এস—অসুবিধে হলেও চলে এস। —এস, এইচ।" সেসময়ে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। সে ছিল সংকীর্ণ ও একনিষ্ঠ স্বভাবের মানুষ; আর আমিও যেন তার অন্যতম স্বভাবেই পরিণত হয়েছিলাম। আমি যেন তার বেহালা, কড়া তামাক, পুরনো কালো পাইপ, ঘটনা-পঞ্জী ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসেরই একটি। যখন কোন কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবার দরকার হত, এবং এমন একজন সহকর্মীর দরকার হত যার ক্ষমতার উপর সে কিছুটা নির্ভর করতে পারে তখনই আমার ডাক পড়ত। এ ছাড়াও আমাকে তার অন্য দরকারও ছিল। আমি ছিলাম তার মনের শান-পাথর। আমি তাকে উত্তেজিত করতাম। আমি কাছে থাকলে সে সরব চিন্তা করতে ভালবাসত। কথাগুলি সে যে আমাকেই বলত এমন নয়—অনেক কথাই সে তার খাটটাকেও বলতে পারত—তবু তার এমন একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল যে আমি কথাগুলি লিখে রাখলে এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলে তার সুবিধা হত। আমার মনের স্বাভাবিক ধীরগতির জন্য যদি তাকে

বিরক্ত করতাম, তবু সেই বিরক্তির ফলেই তার অন্তর্দৃষ্টি ও ধারণার বহ্নি-দীপ্তি তীক্ষ্ণতর ও দ্রুততর হয়ে ঝলসে উঠত। আমাদের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আমার যৎসামান্য ভূমিকা।

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে দেখলাম সে হাঁটু ভেঙে তার হাতল-চেয়ারে গুড়ি মেরে বসে আছে: মুখে পাইপ, তার ভুরু চিন্তায় কুঞ্চিত। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, কোন জটিল সমস্যার কাঁটা-পথে সে হাঁটছে। হাতটা নেড়ে আমাকে একটা পুরনো হাতল-চেয়ার দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া আধ ঘণ্টার মধ্যে তার মধ্যে এমন আর কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না যাতে বোঝা যায় যে আমার আগমন সম্পর্কে সে সচেতন। তারপর হঠাৎ যেন দিবাস্বপ্ন থেকে চমকে জেগে উঠে তার স্বভাবসিদ্ধ খেয়ালি হাসি হেসে আমারই একদার বাসভবনে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

বলল, "ভাই ওয়াটসন, আমার এই অন্যমনস্কতাকে ক্ষমা কর। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি অদ্ভুত ঘটনা আমার হাতে এসেছে এবং তার ফলে সাধারণভাবে কিছু জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। গোয়েন্দার কাজে কুকুরের ভূমিকা সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা রচনার কথা আমি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি।"

আমি বললাম, "কিন্তু সে কাজ তো অনেক আগেই করা হয়েছে। রক্ত-শিকারী কুকুর—গন্ধ-শিকারী কুকুর—"

"না, না ওয়াটসন; ও সবের কথা বলছি না। আরও একটা সূক্ষ্ম দিক আছে। তোমার হয় তো মনে আছে, 'কপার বীচেস'-এর সঙ্গে জড়িত কেস-টাতে একটি শিশু-মনকে পর্যবেক্ষণ করেই তার অতি পরিপাটি ও শ্রদ্ধেয় পিতার পাপ-স্বভাবকে আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম।"

"হ্যাঁ, খুব মনে আছে।"

কুকুর সম্পর্কে আমার চিন্তার ধারাটাও অনুরূপ। একটা কুকুরের মধ্যে সেই পরিবারের জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিষণ্ণ পরিবারে একটি ফূর্তিবাজ কুকুর, অথবা সুখী পরিবারে একটি বিষণ্ণ কুকুর কে কবে দেখেছে? যেসব মানুষ ফ্যাচ-ফ্যাচ করে তাদের কুকুরও ঘেউ-ঘেউ করে; বিপজ্জনক লোকের কুকুরও হয় বিপজ্জনক। তাদের পরিবর্তনশীল মনোভাবের মধ্যে হয় তো মনিবদের পরিবর্তনশীল মনোভাবেরই ছায়া পড়ে।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে হোমস।"

আমার কথায় কান না দিয়ে তার পাইপে নতুন করে তামাক ভরে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

"আমি যা বললাম তার বাস্তব প্রয়োগ বর্তমানে তদন্তাধীন সমস্যাটার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কি জান, গিঁটটা খুবই শক্ত; তাই আমি সুতোর খোলা দিকটা খুঁজছি। সুতোর একটা দিক হয় তো এই প্রশ্নের

মধ্যেই আছে: অধ্যাপক প্রেসবিউরি-র বিশ্বস্ত আধা-নেকড়ে কুকুর রয় তাকেই কামড়াতে চেষ্টা করে কেন?"

হতাশ হয়ে আমি চেয়ারে হেলান দিলাম। এই তুচ্ছ প্রশ্ন শোনাবার জন্যই কি সে আমাকে সব কাজ ফেলে এখানে আসতে বলেছে? হোমস আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

"সেই একই পুরনো কথা ওয়াটসন!" সে বলল। "একটা কথা তুমি কিছুতেই শিখতে পারলে না যে খুব বড় বড় সমস্যাও তুচ্ছ জিনিসের উপর নির্ভর করতে পারে। কিন্তু এটা কি আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হয় না যে এরকম একজন ধীর, স্থির, বয়স্ক অধ্যাপক—ক্যামফোর্ড-এর বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ প্রেসবিউরির নাম তুমি অবশ্যই শুনেছ—এরকম একজন লোক ঐ বিশ্বস্ত আধা-নেকড়ে কুকুরটাই ছিল যার বন্ধুর মত, কেন তিনি দু' দু'বার সেই কুকুরের দ্বারাই আক্রান্ত হলেন? এবিষয়ে তোমার কি বলার আছে?"

"কুকুরটা অসুস্থ।"

"হ্যাঁ, সেকথাটাও ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু সে অন্য কাউকে আক্রমণ করে না, বা কতকগুলি বিশেষ অবস্থা ছাড়া তার মনিবকেও সবসময়ই তাড়া করে না। অদ্ভুত ওয়াটসন, খুবই অদ্ভুত। কিন্তু ওটা যদি তার ঘণ্টাধ্বনি হয়ে থাকে তাহলে তো যুবক মিঃ বেনেট কিছুটা আগেই এসে পড়েছেন! আমি আশা করেছিলাম, তিনি আসবার আগেই তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে নেব।"

দরজায় দ্রুত পায়ের শব্দ, দরজায় সজোরে টোকা, আর তার পরেই আমাদের নতুন মক্কেলের প্রবেশ। লম্বা সুদর্শন যুবক, তিরিশের মত বয়স, বেশবাস সুন্দর ও রুচিপূর্ণ: কিন্তু চাল-চলনে বাস্তব জগতের আত্ম-সচেতন মানুষের চাইতে ছাত্রসুলভ লাজুকতার প্রকাশই বেশী। হোমসের সঙ্গে করমর্দন করে সে কিছুটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "ব্যাপারটা একটু গোপনীয় মিঃ হোমস। ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রকাশ্যে অধ্যাপক প্রেসবিউরির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা ভেবে দেখুন। তৃতীয় কোন লোকের সামনে কথা বলাটা আমার পক্ষে উচিত হবে না।"

"কোন ভয় নেই মিঃ বেনেট। ডাঃ ওয়াটসন অত্যন্ত সুবিবেচক; আর এ ব্যাপারে আমার একজন সহকারীর প্রয়োজন অবশ্যই হবে।"

আপনার যেমন ইচ্ছা মিঃ হোমস। এ ব্যাপারে আমার যে কিছুটা গোপনীয়তা রক্ষা করবার আছে, আশা করি সেটা আপনি বুঝতে পারছেন।"

"ওয়াটসন, ভাল করে জেনে রাখ যে, এই ভদ্রলোক মিঃ ট্রেভর বেনেট হচ্ছেন সেই মহান বিজ্ঞানীর সহকারী, একই বাড়িতে থাকেন এবং তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে ইনি বাগদত্ত। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা একমত হব যে এর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের উপর অধ্যাপকের একটা দাবী রয়েছে। কিন্তু

একমাত্র এই আশ্চর্য রহস্য উন্মোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দ্বারাই সেটা প্রকাশ করা সম্ভব।"

"আমারও সেই আশা মিঃ হোমস। সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ডাঃ ওয়াটসন কি পরিস্থিতিটা জানেন?

"তাকে বুঝিয়ে বলবার সময় পাই নি।"

"তাহলে বোধহয় নতুন কথা কিছু বলবার আগে পুরনো কথাগুলিই আর একবার বলে নেওয়া ভাল।"

হোমস বলল, "আমি যে ঘটনাগুলি ক্রম-অনুসারে বুঝতে পেরেছি সেটা বোঝাবার জন্য আমিই সে কাজটা করছি। দেখ ওয়াটসন, এই অধ্যাপকটির ইওরোপ-জোড়া খ্যাতি। সারাটা জীবন তিনি লেখাপড়া নিয়েই আছেন। তার বিরুদ্ধে কখনও তিলমাত্র কুৎসার কথাও শোনা যায় নি। তিনি বিপত্নীক, একটিমাত্র মেয়ে এডিথ। যতদূর জেনেছি, তার প্রকৃতি পুরুষত্বব্যঞ্জক, বলা যেতে পারে প্রায় সংগ্রামশীল। মাত্র কয়েক মাস আগে পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা।"

"তারপরই তার জীবনের স্রোত ভেঙে গেল। এখন তার বয়স একষট্টি বছর। এই বয়সে তারই সহকর্মী তুলনামূলক শারীর-বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মর্ফি-র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়। শুনেছি ব্যাপারটা একজন বয়স্ক লোকের সুবিবেচিত প্রণয়ের ফল নয়, এটা যেন কোন যুবকের উন্মত্ত আবেগের পরিণতি; কারণ তার মত অনুরক্ত প্রেমিক খুব বেশী দেখা যায় না। মহিলাটির নাম এলিস মর্ফি; তিনিও দেহে ও মনে একান্ত পূর্ণ; কাজেই অধ্যাপকের এই তীব্র মোহকে দোষ দেওয়া যায় না। তথাপি তার পরিবারের লোকেরা ব্যাপারটাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারল না।"

"আমাদের কাছে বরং বাড়াবাড়িই মনে হল," আমাদের অতিথি বলল।

"ঠিক। বাড়াবাড়ি তো বটেই, কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল এবং অস্বাভাবিকও বটে। অধ্যাপক প্রেসবিউরি অবশ্যই ধনী মানুষ, কাজেই বাবার দিক থেকেও আপত্তির কোন কারণ ছিল না। মেয়েটির দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অন্যরকম। তার পাণি-গ্রহণে ইচ্ছুক আরও কয়েকটি প্রার্থী ছিল; জাগতিক স্বার্থের বিচারে তাদের যোগ্যতা হয় তো তুলনামূলকভাবে অধ্যাপকের চাইতে কম, কিন্তু বয়সের দিক থেকে তারা ছিল সম-পর্যায়ের। তার খামখেয়ালি স্বভাব সত্ত্বেও মেয়েটি কিন্তু অধ্যাপককেই পছন্দ করত। শুধু বয়সটাই বাধা হয়ে দাঁড়াল।

"এই সময় হঠাৎ একটি সামান্য রহস্য অধ্যাপকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলল। এমন একটি কাজ তিনি করলেন যা এর আগে কখনও করেন নি। তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু গন্তব্যস্থানের কোন হদিস রেখে গেলেন না। পক্ষকাল বাইরে কাটিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন তাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এমনিতে তিনি খুবই দিলখোলা

মানুষ কিন্তু এবার তার প্রবাস সম্পর্কে কোনরকম উচ্চবাচ্যই করলেন না। অবশ্য ঘটনাচক্রে আমাদের এই মক্কেল মিঃ বেনেট প্রাগ-এ তার অনেক সহপাঠী-বন্ধুর কাছ থেকে একটা চিঠি পান। তাতে বন্ধুটি জানাল যে তিনি সেখানে অধ্যাপক প্রেসবিউরিকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন, যদিও তার সঙ্গে তিনি কোনরকম আলাপ করতে পারেন নি। তিনি যে কোথায় গিয়েছিলেন সেটা তার বাড়ির লোকেরা এইভাবে জানতে পারে।

"এবার আসল কথায় আসা যাক। সেই থেকে অধ্যাপকের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। কেমন যেন চোরা, চালাক-চালাক ভাব। আশেপাশের সকলকেই মনে হতে লাগল তিনি যেন আর আগেকার সে মানুষ নন; একটা কিসের যেন ছায়া তার সব মহৎ গুণগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার বুদ্ধির কোন হ্রাস ঘটে নি। তার বক্তৃতা তখনও আগের মতই চমৎকার। কিন্তু সব সময়ই একটা নতুন কিছু, অশুভ ও অপ্রত্যাশিত কিছু যেন তাকে ঘিরে থাকে। মেয়েটি তাকে খুবই ভালবাসে। আগেকার সম্পর্কটাকে ফিরিয়ে এনে বাবার মুখের এই মুখোশটাকে খুলে ফেলতে সে বারবার চেষ্টা করল। শুনেছি, আপনিও তো স্যার সে চেষ্টা অনেক করেছেন। কিন্তু কোন ফল হল না। মিঃ বেনেট, এবার সেই চিঠির ঘটনাগুলো আপনি বলুন।"

গোড়াতেই জেনে রাখুন ডাঃ ওয়াটসন, অধ্যাপক আমার কাছ থেকে কিছুই লুকোতেন না। তার ছেলে বা ছোট ভাই হলেও তার কাছ থেকে এর চাইতে বেশী বিশ্বাস আমি অর্জন করতে পারতাম না। তার কাছে যত কাগজপত্র আসত সেক্রেটারি হিসাবে সে সবই আমি দেখতাম, তার সব চিঠিপত্র আমি খুলতাম, সেগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করে রাখতাম। কিন্তু তিনি ফিরে আসার পর থেকেই এসব ব্যবস্থা পাল্টে গেল। আমাকে বললেন, লণ্ডন থেকে তার কতকগুলি চিঠি আসবে তাতে টিকিটের উপরে কাটা চিহ্ন দেওয়া থাকবে। সেগুলো যেন শুধু তার দেখার জন্যই আলাদা করে রাখা হয়। আমি বলতে পারি, এ ধরনের বেশ কয়েকটা চিঠি আমার হাতে পড়েছে; সেগুলোর উপর ই. সি. চিহ্ন আঁকা, আর সেগুলো অশিক্ষিত লোকের হাতে লেখা। সেসব চিঠির কোন জবাব যদি তিনি দিতেনও তাহলেও সেগুলো আমার হাত দিয়ে যেত না, বা যে চিঠির ঝুড়িতে আমাদের চিঠিপত্র জমা হত তাতেও সেগুলো রাখা হত না।"

"আর সেই বাক্সটার কথা," হোমস বলল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বাক্সটা। বেড়িয়ে ফিরবার সময় অধ্যাপক একটি ছোট কাঠের বাক্স সঙ্গে এনেছিলেন। সেটা দেখেই আমরা তার ইউরোপ-ভ্রমণের কথা বুঝতে পেরেছিলাম, কারণ ওধরনের অদ্ভুত খোদাই করা বাক্স জার্মেনীতে পাওয়া যায়। সেটাকে তিনি তার যন্ত্রপাতির কাবার্ডে রেখে দিয়েছিলেন।

একদিন একটা অস্ত্রোপচারের নল খুঁজতে গিয়ে বাক্সটায় হাত দিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য, তাতেই তিনি খুব রেগে গিয়ে এমন ভাষায় আমাকে তিরস্কার করলেন যা আমার কৌতূহলের তুলনায় খুবই বর্বরোচিত। সেই প্রথম এ রকম একটা ঘটনা ঘটল, আর তাতে আমি খুব মর্মাহত হলাম। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে হঠাৎ আমি বাক্সটায় হাত দিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে সারাটা সন্ধ্যা তিনি আমার উপর কড়া নজর রাখলেন এবং ঐ ঘটনাটা তার মনের মধ্যে নড়াচড়া করছে।" পকেট থেকে একটা ছোট দিন-পঞ্জীর বই বের করে মিঃ বেনেট বলল, "সেটা ২রা জুলাইয়ের ঘটনা।"

হোমস বলে উঠল, "সাক্ষী হিসাবে আপনি চমৎকার। যেসব তারিখ আপনি টুকে রেখেছেন তার কিছু কিছু আমার কাজে লাগতে পারে।"

"শিক্ষক মশায়ের কাছ থেকে অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে কাজের শৃংখলাও শিখেছি। যখন তার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা দেখতে পেলাম তখন থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে এ-কেসটা পর্যবেক্ষণ করা আমার কর্তব্য; তার ফলেই আমি এখানে লিখে রেখেছি যে, ২রা জুলাই তারিখে অধ্যাপক যখন পড়ার ঘর থেকে হল-এ ঢুকলেন তখনই 'রয়' তাকে আক্রমণ করল। পুনরায় ১১ই জুলাই তারিখে ওই একই দৃশ্যের অবতারণা হয়, এবং ২০শে জুলাই তারিখেও আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে রয়েছে। তারপরেই আমরা বাধ্য হয়ে 'রয়'-কে আস্তাবলে পাঠিয়ে দেই। কুকুরটা ছিল বড়ই আদরের—বড়ই ভালবাসার বস্তু।—কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, আপনাদের হয় তো একঘেয়ে লাগছে।"

মিঃ বেনেট-এর কণ্ঠে অনুযোগের স্বর, কারণ হোমস সত্যি সত্যি তার কথা শুনছিল না। তার মুখ তখন কঠিন হয়ে উঠেছে এবং চোখ দুটি অন্যমনস্কভাবে সিলিং-এর দিকে নিবদ্ধ ছিল। কিছুটা চেষ্টা করে সে যেন বাস্তবে ফিরে এল।

"অদ্ভুত! অত্যন্ত অদ্ভুত!" সে গুনগুন করে বলল। "এই বিস্তারিত বিবরণগুলি আমার কাছে নতুন মিঃ বেনেট। মনে হচ্ছে, এতক্ষণে পুরনো কথাগুলি বলা শেষ হয়েছে, না কি বলেন? কিন্তু আপনি তো কিছু নতুন ঘটনার কথা বলছিলেন।"

আমাদের অতিথির প্রীতিপ্রদ খোলা মুখে মেঘের ছায়া নেমে এল; বুঝি বা কোন কঠোর স্মৃতিই সে ছায়া ফেলেছে। সে বলতে লাগল, "যে ঘটনার কথা বলছি সেটা ঘটেছে গত পরশু রাতে। সকাল দুটো নাগাদ আমি জেগেই শুয়ে ছিলাম, এমন সময় বারান্দায় একটা অস্পষ্ট খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল। দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম। এখানে বলে রাখা ভাল যে অধ্যাপক ঘুমোন বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে।"

"সেটা কোন্ তারিখ ?" হোমস প্রশ্ন করল।

এই অপ্রাসঙ্গিক বাধাদানের ফলে আমাদের অতিথি বিরক্ত হল।

"আগেই তো বলেছি স্যার, গত পরশু রাতের কথা—তার মানে ৪ঠা সেপ্টেম্বর।"

হোমস মাথা নেড়ে হাসল।

বলল, "বলে যান।"

"তিনি ঘুমোন বারান্দার শেষ প্রান্তে, কাজেই সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে হলে তাকে আমার দরজা পার হয়েই যেতে হবে। সত্যি সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মিঃ হোমস। আমি তো মনে করি, আমার স্নায়ু অন্য প্রতিবেশীদের মতই শক্তিশালী, কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার বুকও কেঁপে উঠল। বারান্দার মাঝামাঝি একটা জানালা দিয়ে আসা একঝলক আলো ছাড়া জায়গাটা অন্ধকার। দেখলাম, বারান্দা দিয়ে কালো মত কি যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সে আলোটার মধ্যে এসে পড়তেই দেখলাম, তিনি। মিঃ হোমস, তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চলেছেন—হামাগুড়ি! ঠিক হাতে ও হাঁটুতে ভর দিয়ে নয়, বরং বলতে পারি তিনি চলেছেন হাত ও পায়ে ভর দিয়ে, আর তার মুখটা দুই হাতের মধ্যে ঝুলে পড়েছে। তবু মনে হল, তিনি বেশ স্বচ্ছন্দেই চলেছেন। সে দৃশ্য দেখে আমি এতদূর বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম যে তিনি আমার দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তবে আমি এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, কোনভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি কি না। তিনি একটা অদ্ভুত জবাব দিলেন। লাফ দিয়ে উঠে আমাকে কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দ্রুত আমাকে পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। ঘণ্টাখানেক সেইখানেই অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তিনি ফিরলেন না। দিনের আলো ফুটবার আগে তিনি তার ঘরে ফেরেন নি।"

একজন নিদান-তত্ত্ববিদ যেন একটা বিরল নমুনা দেখাচ্ছে এমনি ভঙ্গীতে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ওয়াটসন, এ বিষয়ে তুমি কি বুঝলে ?"

"সম্ভবত কটি-বাত। আমি জানি, বড় রকমের আক্রমণ হলে রোগী ঠিক ওইভাবেই হাঁটে, আর তাতে মেজাজও ভীষণ খিঁচড়ে যায়।"

"ভালকথা ওয়াটসন! তুমি সব সময়ই আমাদের শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে সাহায্য কর। কিন্তু এক্ষেত্রে কটি-বাতের কথাটা মানতে পারছি না, কারণ মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন।"

বেনেট বলল, "এখনকার চাইতে ভাল স্বাস্থ্য তার কোন দিনই ছিল না। বস্তুত তাকে এতদিন যেরকম দেখে আসছি এখন তিনি তার চাইতে অনেক বেশী শক্ত-সমর্থ। মিঃ হোমস, এই হচ্ছে ঘটনা। এ কেস নিয়ে পুলিশের কাছেও যাওয়া চলে না, কিন্তু আমরা তো একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি; কেন যেন মনে হচ্ছে, একটা সমূহ বিপদের দিকে আমরা ছুটে

চলেছি। আমার মতই এডিথ—মিস প্রেসবিউরিও মনে করছে যে, আর আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করে থাকতে পারি না।"

"কেসটা নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র ও অর্থপূর্ণ। তুমি কি মনে কর ওয়াটসন ?"

চিকিৎসক হিসাবে বলতে পারি যে এটাকে উন্মাদ রোগ-চিকিৎসকের কেস বলে মনে হচ্ছে। প্রেমের ব্যাপারে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ভালবাসার তীব্র আবেগটাকে ভাঙবার আশায়ই তিনি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তার চিঠিপত্র ও বাক্সটা হয় তো অন্য কোন ব্যক্তিগত লেন-দেনের সঙ্গে জড়িত, হয় তো কোন ঋণপত্র, বা শেয়ার-সার্টিফিকেট বাক্সটায় আছে।"

"আর ওই নেকড়ে-কুকুরটার সেসব আর্থিক লেন-দেন পছন্দ হয় নি। না, না ওয়াটসন, ওর চাইতেও গভীরতর কিছু ব্যাপার এর মধ্যে আছে। তবে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি—"

শার্লক হোমস কী যে বলতে চেয়েছিল সেটা আর কোন দিনই জানা যাবে না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে একটি তরুণী ঘরে ঢুকল। তাকে দেখামাত্রই মিঃ বেনেট একটা শব্দ করে লাফিয়ে উঠে হাত দুটি বাড়িয়ে তার দিকে ছুটে গেল, আর তরুণীটিও দুই হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

"এডিথ, প্রিয়! আশা করি খারাপ কিছু ঘটে নি ?"

"তোমার পিছু পিছু না এসে থাকতে পারলাম না। ওঃ জ্যাক, এত ভীষণ ভয় করছে! সেখানে একা থাকা বড় ভয়ংকর।"

"মিঃ হোমস, এই তরুণীর কথাই আপনাকে বলেছি। ইনি আমার বাগদত্তা।"

হোমস হেসে বলল, "আমরা ধীরে ধীরে ঐ সিদ্ধান্তেই যাচ্ছিলাম, তাই না ওয়াটসন ? আমি ধরেই নিচ্ছি মিস প্রেসবিউরি যে এ ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটেছে; আর আপনার মনে হয়েছে যে সেটা আমাদের জানা দরকার।"

আমাদের নবাগতা অতিথিটি যেকোন সাধারণ ইংরেজ মহিলার মতই উজ্জ্বল ও সুদর্শনা। মিঃ বেনেট-এর পাশে বসে সে হাসিমুখে হোমস-এর দিকে তাকাল।

"যখন দেখলাম মিঃ বেনেট হোটেল থেকে চলে গেছে তখনই বুঝলাম হয় তো তাকে এখানেই পাব। অবশ্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা সে আমাকে বলেছিল। কিন্তু মিঃ হোমস, আমার অসহায় বাবার জন্য আপনি কি কিছুই করতে পারেন না ?"

"আশা তো করছি মিস প্রেসবিউরি, কিন্তু কেসটা যে এখনও রহস্যে ঢাকাই রয়েছে। হয় তো আপনি যা বলতে এসেছেন তাতে কিছু নতুন

আলোকপাত হতে পারে।"

"গত রাত্রের ঘটনা মিঃ হোমস। সারাটা দিন তিনি অদ্ভুতভাবে কাটিয়েছেন। অনেক সময়ই এমনও হয়েছে যে তিনি কী করছেন তা নিজেই মনে করতে পারছেন না। যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে তিনি বাস করছেন। গতকালও ছিল তেমনি একটা দিন। যেন যার সঙ্গে বাস করছি তিনি আমার বাবাই নন। বাইরের খোলসটা তার হলেও আসলে যেন তিনি নন।"

"কি ঘটেছিল তাই বলুন।"

"রাতে কুকুরটার ভয়ংকর ঘেউ-ঘেউ ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বেচারি 'রয়', এখন তাকে আস্তাবলের কাছে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। এখানে বলে রাখি যে আমি দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমোই; কারণ জ্যাক—মানে মিঃ বেনেটই আপনাকে বলবে যে আমরা সকলেই একটা আসন্ন বিপদের আশংকা করছি। আমার ঘরটা দোতলায়। ঘটনাক্রমে আমার জানালার পর্দাটা তোলা ছিল আর বাইরে ছিল উজ্জ্বল চাঁদের আলো। সেই আলোর চৌখুপির দিকে তাকিয়ে কুকুরটার উন্মত্ত গর্জন শুনছিলাম, এমন সময় অবাক হয়ে দেখলাম বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মিঃ হোমস, বিস্ময়ে ও আতংকে আমি যেন মরার মত হয়ে গেলাম। জানালার কাঁচে তার মুখটা চেপে আছে, আর একটা হাত যেন জানালাটা ঠেলে তোলবার জন্য উপরের দিকে তোলা। মনে হচ্ছে, জানালাটি যদি খুলে যেত তাহলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। কোনরকম দৃষ্টি-বিভ্রম নয় মিঃ হোমস। সেরকমটা ভেবে নিজেকে ঠকাবেন না। আমি বেশ জোর দিয়েই বলছি, প্রায় বিশ সেকেণ্ড সময় আমি যেন পঙ্গুর মত শুয়ে থেকে সেই মুখটা দেখছিলাম। তারপরই মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে তাকে অনুসরণ করতে পারলাম না—কিছুতেই পারলাম না; শীতে কাঁপতে কাঁপতে সকাল পর্যন্ত শুয়েই রইলাম। প্রাতরাশের সময় তাকে দেখলাম যেমন কঠোর তেমনই হিংস্র। রাতের অভিযানের কোন কথাই তিনি বললেন না। আমিও কিছু বলি নি। কিন্তু শহরে যাবার একটা অজুহাত দেখিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

মিস প্রেসবিউরির বিবরণ শুনে হোমস খুবই বিস্ময় বোধ করল।

"দেখুন, আপনি বললেন যে আপনার ঘরটা দোতলায়। তাহলে কি বাগানে একটা লম্বা মই আছে?"

"তা নেই মিঃ হোমস; আর সেটাই তো বিস্ময়ের কথা। জানালার কাছে উঠবার কোন পথই নেই—অথচ তিনি সেখানে উঠেছিলেন।"

"কিন্তু তারিখটা যে ৫ই সেপ্টেম্বর," হোমস বলল। "তাতেই তো ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে।"

এবার মহিলাটির বিস্মিত হবার পালা। বেনেট বলল, "মিঃ হোমস, এই

নিয়ে ডুবার তারিখটার কথা উল্লেখ করলেন। এর সঙ্গে কেসটার কোন সম্পর্ক থাকা কি সম্ভব ?"

"সম্ভব—খুবই সম্ভব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সব মাল-মশলা তো হাতে পাই নি।"

"সম্ভবত উন্মাদ রোগের সঙ্গে চাঁদের বিভিন্ন কলার সম্পর্কের কথাই আপনি ভাবছেন ?"

"না। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে আমার চিন্তার ধারাটা সম্পূর্ণ আলাদা। সম্ভব হলে আপনার নোটবইটা আমার কাছে রেখে যান; কতকগুলি তারিখ আমি মিলিয়ে নেব। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এবার আমাদের কর্ম-পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়েছে। এই মহিলাটি আমাদের জানিয়েছেন আর তার অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে তার বাবা কতকগুলি বিশেষ তারিখের কোন ঘটনাই মনে রাখতে পারেন না। কাজেই এমনভাবে আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে যাব যেন সেই দিনটিতে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আগেই করে রেখেছিলেন। ওটাকে তিনি তার স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপার বলেই মনে করবেন। এইভাবে খুব কাছে থেকে তাকে দেখবার সুযোগ করে নিয়ে আমাদের অভিযান শুরু করব।"

মিঃ বেনেট বলল, "খুব ভাল হবে। তবু আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, অধ্যাপক কিন্তু বদমেজাজী এবং অনেক সময় বেশ হিংস্র হয়ে ওঠেন।"

হোমস হাসল, "এখনি আমাদের যাবার স্বপক্ষে কতকগুলি কারণ আছে —আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে কারণগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত। মিঃ বেনেট, আমরা কালই ক্যাম্ফোর্ড যাচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে সেখানে 'চেকার্স' নামে একটা সরাইখানা আছে, সেখানকার মদ সাধারণ মদের চাইতে উঁচু দরের, আর বিছানাপত্রও নিন্দনীয় নয়। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে আগামী কয়েকটা দিন আমাদের কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই কাটাতে হবে।"

সোমবার সকালেই আমরা সেই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় শহরের পথে যাত্রা করলাম। হোমসের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই সহজসাধ্য, কারণ তাকে কোথাও কোন শিকড় টেনে তুলতে হয় না। কিন্তু আমার দিক থেকে ব্যাপারটা অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা ও তাড়াহুড়োর ব্যাপার, কারণ চিকিৎসক হিসাবে তখন আমার পসার একেবারে খারাপ নয়। তার উল্লেখিত প্রাচীন হোটেলে আমাদের স্যুটকেস জমা দেবার আগে হোমস কেস সম্পর্কে কোন কথাই বলল না।

"দেখ ওয়াটসন, মনে হচ্ছে লাঞ্চের আগেই আমরা অধ্যাপককে ধরতে পারব। তার লেকচার এগারোটায়। বাড়িতে ঘণ্টাখানেক সময় তিনি নিশ্চয় থাকবেন।"

"দেখা করার ওজুহাত কি দেখাবে ?"

হোমস তার নোটবইতে চোখ বুলিয়ে নিল।

"২৬শে আগস্ট একটা উত্তেজনার কাল ছিল। আমরা ধরে নিচ্ছি যে সেইসব সময়ের কথা তার সামান্যই মনে থাকে। আমরা যদি বলি যে আগে থেকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেই আমরা এসেছি তাহলে তিনি তার প্রতিবাদ করতে সাহস করবেন বলে মনে হয় না। এ ধরনের কাজ করবার মত নির্লজ্জ সাহস আছে তো?"

"চেষ্টা করে তো দেখতে পারি।"

"চমৎকার ওয়াটসন! "বিজি বী অ্যাণ্ড এক্সেলসর" কোম্পানিরও ওটাই নীতিবাক্য—চেষ্টা করে তো দেখতে পারি। কোন স্থানীয় লোক নিশ্চয় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

তেমনি একজন লোক একখানি চমৎকার গাড়ির পিছনে চেপে একসারি প্রাচীন কলেজবাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সারিবদ্ধ গাছের ভিতরকার পথ ধরে একটি মনোরম বাড়ির সামনে পৌছে গাড়ি থামাল। বাড়ির চারদিকে বাগান, তাতে লাল উইস্টারিয়া ফুটে আছে। অধ্যাপক প্রেসবিউরির চারপাশে শুধু আরাম নয়, বিলাসের উপকরণও ছড়িয়ে আছে। গাড়ি থামতেই সামনের জানালায় একটা কাঁচা-পাকা মাথা দেখা গেল; বুঝতে পারলাম যে ঘন ভুরুর নীচ দিয়ে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ মোটা কাঁচের ভিতর থেকে আমাদের নিরীক্ষণ করছে। মুহূর্তকাল পরেই আমরা তার নিভৃত কক্ষে হাজির হলাম, আর যে রহস্যময় অধ্যাপকের অদ্ভুত খেয়াল সুদূর লণ্ডন থেকে আমাদের এখানে টেনে এনেছে তিনি স্বয়ং হাজির হলেন আমাদের সামনে। কি আচরণে কি চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে পাগলামির কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। উঁচু, লম্বা, গম্ভীর, ফ্রককোট-পরা ভদ্রলোকের চেহারায় অধ্যাপকসুলভ মর্যাদাই চোখে পড়ল। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য তার চোখ দুটি—তীক্ষ্ণ, মনোযোগী ও চাতুর্যে প্রায় ধূর্ততার কাছাকাছি।

আমাদের কার্ডে চোখ বুলিয়ে বলল, "দয়া করে বসুন। বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি?"

মিঃ হোমস সৌজন্যপূর্ণ হাসি হাসল।

"ঐ একই প্রশ্ন আমিও আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম অধ্যাপক।"

"আমাকে!"

"হয় তো কোন ভুল হয়ে থাকবে। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির মারফৎ আমি শুনেছিলাম যে ক্যাম্‌ফোর্ডের অধ্যাপক প্রেসবিউরির নাকি আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে।"

"ও:, বটে!" আমার মনে হল তার তীক্ষ্ণ, ধূসর চোখ দুটিতে একটা বিদ্বেষের ঝিলিক খেলে গেল। "আপনি কথাটা শুনেছেন, তাই না? কে আপনাকে বলেছে তার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আমি দুঃখিত অধ্যাপক, ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। যদি আমি ভুল করেই থাকি, তাতে তো কারও কোনও ক্ষতি হয় নি। আমি না হয় দুঃখ প্রকাশ করছি।"

"মোটেই না। ব্যাপারটাকে আমি তলিয়ে দেখতে চাই। আমি আকৃষ্ট বোধ করছি। আপনার কথার প্রমাণ স্বরূপ কোন চিরকুট বা চিঠি বা টেলিগ্রাম আছে কি?"

"না, তা নেই।"

"আমি আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি—এমন কথা নিশ্চয় আপনারা বলছেন না?"

"কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমি চাই না," হোমস বলল।

"চান না, না জবাব দেবার সাহস নেই," কর্কশ স্বরে অধ্যাপক বলল।

"যাই হোক, আপনাদের সাহায্য ছাড়াই ও প্রশ্নের জবাব আমি সহজেই পেয়ে যাব।"

অধ্যাপক হেঁটে গিয়ে ঘণ্টা বাজাল। ঘণ্টা শুনে আমাদের লণ্ডনের বন্ধু মিঃ বেনেট ঘরে ঢুকল।

"এস মিঃ বেনেট। তাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে এই ধারণা নিয়ে এই দুই ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে এসেছেন। আমার সব চিঠিপত্রই তো তুমি দেখ। হোমস নামক কোন লোকের কাছে কোন চিঠি কি লেখা হয়েছে?"

মুখ লাল করে বেনেট জবাব দিল, "না স্যার।"

আমার সঙ্গীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অধ্যাপক বলল, "বাস, তাহলেই হল।" তারপর টেবিলের উপর দুই হাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "এবার স্যার আপনার গতিবিধি যে আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।"

হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"অকারণে এখানে এসেছি বলে আমি দুঃখিত—এই কথাটাই শুধু আর একবার বলতে পারি।"

"সেটাই যথেষ্ট নয় মিঃ হোমস!" মুখে একটা অস্বাভাবিক বিদ্বেষ ফুটিয়ে কর্কশ গলায় বুড়ো মানুষটি চীৎকার করে উঠল। কথা বলতে বলতে সে আমাদের ও দরজার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র আবেগে আমাদের দিকে হাত দুটো নাড়তে লাগল। "অত সহজে এখান থেকে চলে যেতে পারবেন না।" তার মুখটা কাঁপতে লাগল; অর্থহীন ক্রোধে সে দাঁত বের করে আজে-বাজে কথা বলতে লাগল। আমার তো দৃঢ় ধারণা মিঃ বেনেট হস্তক্ষেপ না করলে সে ঘর থেকে বের হতে আমাদের রীতিমত লড়াই করতে হত।

বেনেটও জোর গলায় বলে উঠল, "শুনুন স্যার, আপনার নিজের অবস্থাটাও ভেবে দেখুন! বিশ্ববিদ্যালয়ের কুৎসার কথাটা বিবেচনা করুন!

মিঃ হোমস একজন বিখ্যাত লোক। তাঁর সঙ্গে এরকম অভদ্র ব্যবহার করা আপনার উচিত হবে না।"

অপ্রসন্নভাবে আমাদের অভ্যর্থনাকারী—তাঁকে এ-কথা বলা যাবে কি—দরজার দিকে যাবার পথটা ছেড়ে দিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাছের সারির ভিতরকার শান্ত পথে এসে দাঁড়িয়ে তবে স্বস্তি ফিরে পেলাম। কিন্তু হোমসকে দেখে মনে হল, এই ঘটনায় সে যেন বেশ মজা পেয়েছে।

সে বলল, "আমাদের পণ্ডিত বন্ধুটির স্নায়ুর গোলমাল দেখা দিয়েছে। সেখানে আমাদের ঢোকাটা হয় তো কিছুটা কাঁচা কাজ হয়েছিল, তবু তাকে সামনাসামনি দেখার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু ভাই ওয়াটসন, লোকটি কিন্তু আমাদের পিছু নিয়েছে। শয়তানটা এখানেও আমাদের তাড়া করছে।"

কারও দৌড়ে আসার শব্দ শোনা গেল, কিন্তু ভাগ্য ভাল, পথের বাঁক ঘুরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল—দুর্ধর্ষ অধ্যাপক নয়, তার সহকারী। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে দাঁড়াল।

"আমি দুঃখিত মিঃ হোমস। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

"দেখুন স্যার, তার কোন দরকার নেই। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই অঙ্গ।"

"তার এরকম ভয়ংকর মূর্তি আমি আর কখনও দেখি নি। কিন্তু তিনি যে ক্রমেই ভয়ানক হয়ে উঠছেন। এখন বুঝতে পারছেন কেন তার মেয়ে ও আমি এতটা ভীত হয়ে পড়েছি। অথচ তার মনটা কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।"

"বড় বেশী সুস্থ!" হোমস বলল। "সেখানেই আমার বিচারের ভুল হয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমি যেরকমটা ভেবেছিলাম তার স্মৃতি তার চাইতে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। ভাল কথা, এখান থেকে চলে যাবার আগে মিস প্রেসবিউরি-র জানালাটা একবার দেখতে পারি কি?"

মিঃ বেনেট ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে কিছুটা এগোতেই বাড়ির একটা পাশ আমরা দেখতে পেলাম।

"ওই ওখানে। বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়।"

"আরে, ওখানে যাওয়া তো কঠিন ব্যাপার দেখছি। তথাপি আপনি দেখতে পাবেন যে নীচে একটা লতা আছে এবং উপরে একটা জলের পাইপ আছে, যার উপর পা রাখা যেতে পারে।"

মিঃ বেনেট বলল, "কিন্তু আমি তো ওটা বেয়ে উঠতে পারতাম না।"

"খুবই ঠিক কথা। যেকোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে কাজটা খুবই বিপজ্জনক।"

"একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই মিঃ হোমস। লণ্ডনে যার কাছে

অধ্যাপক চিঠি লেখেন তার ঠিকানা আমি জানি। আজ সকালেই তিনি চিঠি লিখেছেন বলে মনে হয়; তার ব্লটিং-কাগজ থেকে আমি এটা বুঝতে পেরেছি। একজন বিশ্বাসী সেক্রেটারির পক্ষে কাজটা নিন্দনীয়, কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা আমি করতে পারি?"

হোমস কাগজখানার দিকে একনজর তাকিয়ে সেটা পকেটে রেখে দিল।

"ডোরাক—নামটা অদ্ভুত। মনে হয় স্লাভোনিক শব্দ। যাই হোক, ঘটনা শৃংখলের মধ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গিঁট। মিঃ বেনেট, আজ বিকেলেই আমরা লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি। এখানে থেকে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আমরা অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করতে পারি না, কারণ তিনি কোন অপরাধ করেন নি, আবার তাকে আটক করতেও পারি না, কারণ তাকে উন্মাদ প্রমাণ করা যাবে না। এখনও পর্যন্ত কিছুই করা সম্ভব নয়।"

"তাহলে আমরা করবটা কি?"

"একটু ধৈর্য ধরুন মিঃ বেনেট। ঘটনা আরও পরিণতির দিকে যাবে। আমার যদি ভুল না হয় তাহলে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যেই একটা সংকট দেখা দেবে। সেদিন আমরা অবশ্যই কাম্‌ফোর্ড-এ আসব। এদিকে সাধারণ পরিস্থিতি যে খুবই পীড়াদায়ক তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, আর মিস প্রেসবিউরি যদি দেখা-সাক্ষাৎটা চালিয়ে যেতে পারেন—"

"সেটা সহজেই পারা যাবে।"

"তাহলে আমরা যতদিন নিশ্চিত করে বলতে পারছি যে সব বিপদ কেটে গেছে ততদিন তিনি এখানেই থাকুন। এদিকে অধ্যাপককে তার নিজের মতই চলতে দিন। যতক্ষণ তার মন-মেজাজ ভাল থাকবে ততক্ষণ সব ভাল।"

হঠাৎ চমকে উঠে বেনেট বলল, "ওই যে তিনি!"

গাছপালার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম, লম্বা, খাড়া দেহটা হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। সে দাঁড়িয়েছে সামনে ঝুঁকে; তাই হাত দুটো সামনে ঝুলে পড়েছে, আর মাথাটা এ-পাশে ও-পাশে নড়ছে। সেক্রেটারি মাথাটা দুলিয়ে দ্রুত গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দেখতে পেলাম, মনিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুজনে বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

আমরা হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। হোমস বলল, "আশা করি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুই আর দুই মিলিয়ে দেখছেন। তাকে যেটুকু দেখলাম তাতেই বুঝেছি যে তার মাথাটা খুবই পরিষ্কার আর যুক্তিবাদী। বিস্ফোরক যে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার দিক থেকে বিচার করলে তো বিস্ফোরণের যথেষ্ট কারণ রয়েছে, কারণ তার পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে, আর তিনি সন্দেহ করছেন যে তার নিজের লোকরাই সেটা করছে। আমি বরং ভাবছি যে বন্ধু বেনেটের সামনে খারাপ দিন আসছে!"

ফিরবার পথে ডাকঘরে থেমে হোমস একটা তার পাঠাল। সন্ধ্যায় তার জবাব এলে সেটাকে সে আমার দিকে ঠেলে দিল। "কমার্শিয়াল রোডে গিয়ে ডোরাক-এর সঙ্গে দেখা করেছি। ভদ্রলোক বোহেমীয়, বয়স্ক। একটা বড় দোকান চালান! —মার্সার।"

হোমস বলল, "মার্সার আমার কাজের লোক; রুটিন-মাফিক কাজগুলি দেখাশুনা করে। আমাদের অধ্যাপক যার সঙ্গে এত গোপন চিঠি আদান-প্রদান করেন তার সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর রাখা খুবই দরকার। তার জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে প্রাগ-পরিভ্রমণের যোগাযোগও রয়েছে।"

আমি বললাম, "যেকোন কিছুর সঙ্গে অন্য কোন কিছুর যোগাযোগ তো থাকবেই। বর্তমানে তো দেখছি আমাদের সামনে এমন কতকগুলি দুর্বোধ্য ঘটনা রয়েছে যাদের একটার সঙ্গে অপরটার কোন যোগ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটা ক্রুদ্ধ নেকড়ে-কুকুরের সঙ্গে বোহেমিয়া ভ্রমণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অথবা একটি মানুষ রাতের বেলা বারান্দায় হামাগুড়ি দিচ্ছে—তার সঙ্গেই বা এ দুটির যেকোন একটির কি সম্পর্ক? তারপর তোমার ঐ তারিখ—সেটাই তো সবচাইতে বড় রহস্য হয়ে উঠেছে।"

হোমস হেসে হাত ঘসতে লাগল। প্রাচীন হোটেলটার পুরনো বসবার ঘরে আমরা দুজন বসেছিলাম। মাঝখানের টেবিলে আছে এক বোতল বিখ্যাত দ্রাক্ষারস।

দুটো আঙুলের ডগা একসঙ্গে করে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা করার ভঙ্গীতে সে বলতে লাগল, "আচ্ছা, আগে তাহলে তারিখের কথাটাই ধরা যাক। এই যুবকটির দিনপঞ্জী থেকে জানা যাচ্ছে যে ২রা জুলাই গোলযোগ দেখা দেয়, এবং সেই থেকে ন' দিন অন্তর অন্তর ব্যাপারটা ঘটছে। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে, তার একটি ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেইভাবে শুক্রবারে যে শেষ গোলযোগ ঘটে সেটাও ৩রা সেপ্টেম্বর, আর তার আগেরটা ঘটে ২৬শে আগস্ট; আর দুটোই ঘটে ন' দিন অন্তর। এটাকে ঠিক আকস্মিক যোগাযোগ বলা যায় না।"

আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

"তাহলে আমরা সাময়িকভাবে এই ধারণাই করছি যে প্রতি ন' দিন অন্তর অধ্যাপক এমন একটা কড়া ওষুধ খান যার ফলে স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হলেও খুবই বিষাক্ত। স্বভাবতই তার প্রকৃতি কিছুটা উচ্ছৃংখল; ওই ওষুধের ফলে সেটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। প্রাগ-এ থাকতেই তিনি ঐ ওষুধটা খেতে শেখেন: আর এখন কোন বোহেমীয় দালাল লণ্ডন থেকে ওষুধটা তাকে সরবরাহ করেন। এ সবই যে বেশ মিলে যাচ্ছে হে ওয়াটসন!"

"কিন্তু কুকুরটা, জানালার মুখটা আর বারান্দায় হামাগুড়ি দেওয়া লোকটা?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে ; শুরু তো করেছি। মঙ্গলবারের আগে কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে আশা করা উচিত নয়। ইতিমধ্যে বন্ধু বেনেট-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আর এই মনোরম শহরের সুখ-সুবিধা ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।"

সকালে মিঃ বেনেট লুকিয়ে এসে সর্বশেষ সংবাদ আমাদের জানিয়ে গেল। হোমস ঠিকই ধরেছিল, তার পক্ষে সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। আমাদের উপস্থিতির জন্য তাকে সরাসরি দায়ী না করলেও অধ্যাপকের কথাবার্তা খুবই অমার্জিত ও কঠোর হয়ে উঠেছে, আর তার সম্পর্কে যথেষ্ট অভিযোগও তার মনে বাসা বেঁধেছে। আজ সকালে তিনি আবার স্বমূর্তিতে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ক্লাস-ভর্তি ছাত্রের সামনে তার পক্ষে স্বাভাবিক একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন। বেনেট জানাল, "সেই সব অদ্ভুত অবস্থার সময়টা ছাড়া তিনি যেন আগের চাইতে অনেক বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করেছেন, আর তার মাথাও যেন আগের চাইতে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু ঠিক যেন তিনি নন—যাকে আমরা চিনতাম এ যেন সে-মানুষই নয়।"

হোমস বলল, "আজ থেকে অন্তত এক সপ্তাহ ভয়ের কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। আমি ব্যস্ত মানুষ, আর ডাঃ ওয়াটসন-এরও রোগীপত্তর রয়েছে। কথা রইল, আগামী মঙ্গলবার ঠিক এই সময়ে এখানেই আমরা মিলিত হব। সেই সময় এখান থেকে চলে যাবার আগেই আপনাদের এই গোলযোগের অবসান ঘটাতে পারি আর না পারি, অন্তত এর একটা ব্যাখ্যাও যদি না দিতে পারি তাহলে খুবই আশ্চর্য হব। ইতিমধ্যে যাকিছু ঘটবে আমাদের ডাকযোগে জানাবেন।"

তারপর কয়েকদিন আর বন্ধুর দেখা নেই। পরবর্তী সোমবার সন্ধ্যায় একটা চিরকুট পেলাম, পরদিন ট্রেনে যেন তার সঙ্গে মিলিত হই। ক্যাম্ফোর্ড যেতে যেতে সে আমাকে জানাল সবকিছুই ভালভাবে চলছে, অধ্যাপকের বাড়ির শান্তি অক্ষুন্ন আছে, আর তার নিজের ব্যবহারও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেদিন সন্ধ্যায় "চেকার্স"-এ আমাদের পুরনো আস্তানায় এসে মিঃ বেনেটও সেই একই কথা জানাল। "আজই তিনি লণ্ডনের পত্র-লেখকের কাছ থেকে একটা চিঠি ও একটা ছোট প্যাকেট পেয়েছেন। দুটো ডাক-টিকিটের উপরেই কাটা-চিহ্ন দেওয়া ; কাজেই আমার তাতে হাত দেওয়া নিষেধ। আর কোন সংবাদ নেই।"

"ওই যথেষ্ট," হোমস গম্ভীরভাবে বলল। "দেখুন মিঃ বেনেট, মনে হচ্ছে আজ রাতেই আমরা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে ব্যাপারটাকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাবার সুযোগ

অবশ্য মিলবে। কিন্তু তার জন্য অধ্যাপকের উপর নজর রাখা দরকার। তাই বলছি, আপনি রাতটা জেগে থেকে চারদিক লক্ষ্য রাখবেন। যদি আপনার দরজা পার হয়ে তার যাওয়ার শব্দ শুনতে পান তাহলে তাকে বাধা না দিয়ে যতটা গোপনে সম্ভব তার পিছু নেবেন। ডাঃ ওয়াটসন ও আমি কাছে কাছেই থাকব। ভাল কথা, যে ছোট বাক্সটার কথা আপনি বলেছিলেন তার চাবিটা কোথায় থাকে ?"

"তার ঘড়ির চেনের সঙ্গে।"

"মনে হচ্ছে আমাদের সব অনুসন্ধান সেইদিকেই চালাতে হবে। নিদেন-পক্ষে তালাটা ভেঙে ফেলাও শক্ত হবে না। বাড়িতে আর কোন শক্ত-সমর্থ লোক আছে কি ?"

"কোচয়ান ম্যাকফাইল আছে।"

"সে কোথায় ঘুমোয় ?"

"আস্তাবলের উপরে।"

"সম্ভবত তাকেও দরকার হবে। ঠিক আছে. অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নেয় না দেখে আপাতত আর কিছু করার নেই। বিদায়—তবে আশা করছি, সকালের আগেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

মাঝ রাতের আগেই অধ্যাপকের হলের দরজার ঠিক উল্টো দিকে কিছু ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আমরা ঘাটি গেড়ে বসলাম। সুন্দর রাত। একটু ঠাণ্ডা। গায়ে গরম ওভারকোট থাকায় আমাদের বেশ আরাম লাগছিল। বাতাস বইছে। আকাশে মেঘের আসা-যাওয়ার ফলে মাঝে মাঝে আধখানা চাঁদ ঢাকা পড়ছে। এভাবে অপেক্ষা করে থাকাটা কষ্টকরই হত, কিন্তু প্রত্যাশা ও উত্তেজনা আমাদের মনকে ধরে রাখল, আর বিচিত্র এক ঘটনা-প্রবাহের একে-বারে শেষ প্রান্তে হয়তো আমরা পৌছে গেছি, আমার সহকর্মীর এই আশ্বাসই আমাদের মনোযোগকে আচ্ছন্ন করে রইল।

হোমস বলল, "ন' দিনের চক্রটা যদি ঠিক ধরে থাকি তাহলে আজ রাতে অধ্যাপককে সবচাইতে খারাপ অবস্থায় পাব। এই অদ্ভুত লক্ষণগুলো তার প্রাগ-পরিক্রমণের পরেই দেখা দিয়েছে, প্রাগ-এর কোন লোকের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনের জনৈক বোহেমীয় ওষুধ-বিক্রেতার সঙ্গে তার গোপন পত্রালাপ, এবং আজই তিনি তার কাছ থেকে একটি প্যাকেট পেয়েছেন,—এ সবই তো এক কথাই বলছে। তিনি কি ওষুধ খান, আর কেনই বা খান, সেটা এখনও আমরা ধরতে পারি নি, কিন্তু সে বস্তুটি যে প্রাগ থেকে আসে সেটা পরিষ্কার। বিশেষ নির্দেশ মতই তিনি ওষুধটা খান আর সেইজন্যই ন' দিন পর পর খাবার ব্যবস্থা। সর্বপ্রথম এটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তার লক্ষণগুলো খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার অস্থি-সন্ধিগুলো লক্ষ্য করেছ কি ?"

স্বীকার করলাম যে করি নি।

"সেগুলো এত ঘন আর শক্ত ও ঠেলে-ওঠা যে আমার অভিজ্ঞতায় এরকমটা চোখে পড়ে নি। দেখ ওয়াটসন, প্রথমেই নজর করবে হাতের দিকে। তারপর আস্তিন, ট্রাউজারের হাঁটু, ও বুট। যেরকম অদ্ভুতভাবে অস্থি-সন্ধিগুলো ঠেলে উঠেছে যে তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে—" হোমস হঠাৎ থেমে গিয়ে হাত দিয়ে কপাল চাপড়াতে লাগল। "ওঃ ওয়াটসন, ওয়াটসন, আমি কি বোকা! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু একান্ত সত্য। সবকিছুই একই কথা বলছে। চিন্তার যোগসূত্রগুলো কি করে আমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেল? ঐ অস্থি-সন্ধি, অস্থি-সন্ধিগুলোকে আমি অবহেলা করলাম কেমন করে? আর ঐ কুকুরটা! আর আইভি লতাটা! এবার আমার স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাওয়ার সময় হয়েছে। ঐ দেখ ওয়াটসন! তিনি আসছেন! এবার নিজেরাই সবকিছু দেখতে পাব।"

হলের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। বাতির আলোয় আলোকিত পশ্চাৎপটের উপর অধ্যাপক প্রেসবিউরি-র দীর্ঘ দেহটা দেখতে পেলাম। পরনে ড্রেসিং-গাউন। দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াল। খাড়া চেহারা, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকায় হাত দুটো ঝুলছে। ঠিক যেমনটি এর আগেও দেখেছিলাম।

এবার সে এগিয়ে পথে নামল আর সঙ্গে সঙ্গে তার একটা অসাধারণ পরিবর্তন দেখা দিল। শরীরটা উপুড় করে হাত ও পায়ে ভর দিয়ে এগোতে লাগল; মাঝে মাঝেই লাফ দিয়ে চলেছে, যেন উৎসাহ ও জীবন-শক্তিতে ভরপুর। বাড়িটার সমুখ বরাবর এগিয়ে গিয়ে মোড় ঘুরল। সে অদৃশ্য হওয়ামাত্রই বেনেট আস্তে হলের দরজা পার হয়ে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল।

"এস ওয়াটসন, চলে এস!" হোমস বলে উঠল। যথাসম্ভব নিঃশব্দে ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখান থেকে আধখানা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বাড়িটার অপর দিকটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দেখলাম, অধ্যাপক হামাগুড়ি দিয়ে আইভি লতায় ঢাকা দেয়ালের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের চোখের সামনেই হঠাৎ সে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লতাটা বেয়ে উঠতে লাগল। এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে, হাত ও পা ঠিকমত রেখে সে লতাটা বেয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, যেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নিজের শক্তির আনন্দেই সে লতাটা বেয়ে উঠছে। ড্রেসিং-গাউনটা দুই পাশে ঝুলে পড়ায় তাকে দেখাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড বাদুড়ের মত। তার নিজের বাড়ির দেয়ালেই যেন তাকে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে; চন্দ্রালোকিত দেয়ালে একটা মস্ত বড় চৌকো কালো দাগের মত দেখাচ্ছে। ক্রমে ফূর্তিতে ভাটা পড়ল; শ্রান্ত হয়ে এক ডাল থেকে আর এক

ডালে পা দিয়ে নামতে নামতে একসময়ে মাটিতে পড়ে সেই আগেকার ভঙ্গীতেই হামাগুড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। নেকড়ে কুকুরটা বাইরেই ছিল। সেটা ভীষণভাবে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। মনিবকে দেখতে পেয়েই সেটা অনেক বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ল। শিকলটা টানতে টানতে আগ্রহে ও ক্রোধে কুকুরটা তখন থর্ থর্ করে কাঁপছে। ইচ্ছা করেই কুকুরটার আওতার বাইরে বসে পড়ে অধ্যাপক যতরকমভাবে সম্ভব সেটাকে উত্তক্ত করতে লাগল। পথ থেকে একমুঠো নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে কুকুরটার মুখে ছুঁড়ে দিল, একটা লাঠি দিয়ে তাকে খোঁচাতে লাগল, তার হাঁকরা মুখটার কয়েক ইঞ্চি দূরে রেখে হাতটাকে নাড়তে লাগল; এককথায় যত-রকমভাবে পারা যায় উচ্ছৃংখল জন্তুটাকে রাগাতে লাগল। আজ পর্যন্ত যত অভিযান আমরা চালিয়েছি তার কোনটাতেই এমন অদ্ভুত দৃশ্য কখনও দেখি নি। ধীর, শান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন একটি মানুষ ব্যাঙের মত বুকে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে এবং সর্বপ্রকার পূর্ব-পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে একটি পাগলা শিকারী-কুকুরের ক্রোধকে আরও দুর্বার করে তুলতে চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা তার সামনে রাগে লাফাচ্ছে।

তারপরই মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। শিকলটা ছিঁড়ল না কিন্তু কলারটা গলা দিয়ে গলে গেল, কারণ কলারটা তৈরি করা হয়েছিল একটা গলা-মোটা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড জাতীয় কুকুরের জন্য। একটা ধাতব দ্রব্যের মাটিতে পড়ার শব্দ আমাদের কানে এল আর পরমুহূর্তেই কুকুর ও মানুষটি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল; জন্তুটা ক্রোধে গর্জাচ্ছে, আর মানুষটি আতংকে অস্বাভাবিক উচ্চগ্রামে চীৎকার করছে। অল্পের জন্য অধ্যাপকের জীবন রক্ষা পেল। জন্তুটা তার গলা কামড়ে ধরেছিল, অনেকটা গভীরে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল, ছুটে গিয়ে আমরা যখন জন্তু ও মানুষটিকে ছাড়িয়ে আলাদা করে দিলাম ততক্ষণে অধ্যাপক অজ্ঞান হয়ে গেছে। সে কাজটা সমাধা করাও আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারত, কিন্তু বেনেটের উপস্থিতি ও ডাকের ফলে সঙ্গে সঙ্গে যেন নেকড়ে-কুকুরটার সুবুদ্ধি ফিরে এল। হৈ-চৈ শুনে বিস্মিত কোচয়ানও ঘুম-ঘুম চোখে আস্তাবলের উপরকার ঘর থেকে নেমে এল। মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলল, "আমি এতে অবাক হই নি। আগেও এটার পিছনে ওকে লাগতে দেখেছি। জানতাম, আগে হোক পরে হোক কুকুরটাও একদিন মওকা পাবে।"

কুকুরটাকে বেঁধে ফেলা হল। ধরাধরি করে অধ্যাপককে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। বেনেটেরও ডাক্তারি ডিগ্রি ছিল। গলার ঘা-টা পরিষ্কার করে বেঁধে দেওয়ার কাজে সেও আমাকে সাহায্য করল। ধারালো দাঁত গলার ধমনীর কাছ বরাবর বিপজ্জনকভাবে বসে গিয়েছিল; ফলে প্রচুর রক্তপাতও হয়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিপদ কেটে গেল। রোগীকে একটা মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন

দিলাম। সেও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। এতক্ষণে পরস্পরের দিকে তাকাবার সুযোগ পেয়ে পরিস্থিতিটা নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

আমি বললাম, "আমার মনে হচ্ছে একজন প্রথম শ্রেণীর সার্জনকে দেখানো উচিত।"

বেনেট চেঁচিয়ে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, সেটা করবেন না। এখনও পর্যন্ত দুর্নামটা আমাদের বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু একবার এ বাড়ির দেয়াল পেরিয়ে গেলে সে দুর্নামকে থামানো যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মর্যাদা, তার ইওরোপ-জোড়া খ্যাতি, তার মেয়ের অনুভূতি—এ সবকিছু ভেবে দেখুন।"

"ঠিক কথা." হোমস বলল। "আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা খুবই সম্ভব; এমন কি এখন ব্যাপারটা যখন আমাদের হাতের মধ্যে এসে গেছে তখন এ ঘটনা যাতে আর না ঘটতে পারে সে ব্যবস্থাও করা সম্ভব হবে। মিঃ বেনেট, ঘড়ির চেন থেকে চাবিটা নিতে হবে। ম্যাকফাইল রোগীর কাছে থাকুক; কোন পরিবর্তন দেখা দিলে সেই আমাদের খবর দেবে। চলুন, অধ্যাপকের সেই রহস্যময় বাক্সে কি আছে দেখে আসি।"

বিশেষ কিছু ছিল না, আবার অনেক কিছুই ছিল—একটা খালি কাঁচের শিশি, আর একটা শিশি প্রায় ভর্তি, একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ, ও বিদেশী ভাষায় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা কয়েকখানা চিঠি। খামের উপরকার ছাপ দেখেই বোঝা যায় যে ঐ চিঠিগুলিই সেক্রেটারির দৈনন্দিন কাজ-কর্মকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। প্রতিটি চিঠিতেই তারিখ দেওয়া হয়েছে কমার্শিয়াল রোড থেকে এবং নীচে স্বাক্ষর করা হয়েছে "এ, ডোরাক।" সেগুলি হয় অধ্যাপক প্রেসবিউরিকে নতুন কোন বোতল পাঠানোর চালান, আর না হয় টাকার প্রাপ্তি-স্বীকারের রসিদ। শুধু একটা খাম পাওয়া গেল যার ঠিকানা কোন শিক্ষিত লোকের হাতে লেখা, আর যাতে অস্ট্রিয়ার ডাক-টিকিটের উপর প্রাগ-এর ছাপ মারা হয়েছে। খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তেই হোমস চেঁচিয়ে বলল, "এতেই আমাদের দরকারী মাল-মশলা পাব!"

"মাননীয় সহকর্মী, (চিঠিতে লেখা ছিল)

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরে আপনার ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, যদিও আপনার বর্তমান অবস্থায় এই চিকিৎসার স্বপক্ষে কতকগুলি বিশেষ যুক্তি রয়েছে, তবু আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, কারণ আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে এই চিকিৎসার কিছু বিপদও আছে।

মনুষ্যজাতীয় সিরাম হলে সম্ভবত এর চাইতে ভাল হত। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি 'লাঙুর' নামক একধরনের কালো-মুখ জন্তু ব্যবহার

করেছি, কারণ সেগুলি সহজপ্রাপ্য। অবশ্য 'লাঙ্গুর' হামাগুড়ি দিয়ে চলে, আর গাছেও উঠতে পারে। যেহেতু মনুষ্যজাতীয় প্রাণীরা সোজা হয়ে হাঁটে, তাই তারা মানুষের খুব কাছাকাছি প্রাণী।

আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, চিকিৎসার কথাটা যাতে আগেভাগেই প্রকাশ না পায় সেবিষয়ে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ইংলণ্ডে আমার আরও একটি রোগী আছে আর উভয় ক্ষেত্রেই ডোরাকই আমার এজেণ্ট।

সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পেলে বাধিত হব।

শ্রদ্ধাবনত আপনার
এইচ. লোয়েনষ্টিন

লোয়েনষ্টিন! নামটা শুনেই খবরের কাগজের একটি টুকরো খবর মনে পড়ে গেল। তাতে লেখা ছিল, জনৈক অখ্যাত বিজ্ঞানী সকলের অজ্ঞাতে কায়-কল্পের গোপন তত্ত্ব এবং নবজীবন সুধা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। প্রাগ-এর লোয়েনষ্টিন! আশ্চর্য শক্তিবর্ধক সিরাম-এর আবিষ্কর্তা লোয়েনষ্টিন। চিকিৎসক সমাজ তার চিকিৎসা-পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, কারণ সেই ওষুধের মূল বিবরণ প্রকাশ করতে সে রাজী হয় নি। অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। বেনেট তাকের উপর থেকে জীববিদ্যার একখানি সারগ্রন্থ নামিয়ে এনে পড়তে লাগল: "লাঙ্গুর হিমালয় উপত্যকার একশ্রেণীর কালো-মুখ প্রকাণ্ডদেহী বাঁদর, যেসব বাঁদর গাছে চড়তে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে 'লাঙ্গুর' শ্রেণীই সবচাইতে বড় আর মানুষের সবচাইতে কাছাকাছি।" তারপর সে বলল, "আরও বিস্তারিত বিবরণ বইতে লেখা আছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ হোমস; এতদিনে বুঝতে পারছি যে এই অশুভ ঘটনাবলীর একেবারে গোড়ায় আমরা পৌছতে পেরেছি।"

হোমস বলল, "অবশ্য আসল গোড়ার কথাটি হল অকাল ভালবাসার ব্যাপারটি। আবেগমুগ্ধ অধ্যাপকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে কোন-রকমে একটি যুবকে পরিণত হতে পারলেই তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। মানুষ যখন প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে উঠতে চায় তখন তার ভাগ্যে প্রকৃতির চাইতে নীচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী হয়। নিয়তির সোজা রাস্তাকে ত্যাগ করলে একটি শ্রেষ্ঠ মানুষেরও পরিণতি হতে পারে একটি জন্তুতে।" ছোট শিশিটা হাতে নিয়ে তার ভিতরকার স্বচ্ছ তরল পদার্থটা দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ সে কি যেন ভাবল। "এই লোকটিকে যদি চিঠি লিখে জানিয়ে দেই যে তিনি যে বিষ প্রচার করেছেন সেজন্য তাকে আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধী বলে মনে করি, তাহলেই এ গোলযোগ থেমে যাবে। কিন্তু আবারও তো দেখা দিতে পারে। অন্য কেউ হয়তো আরও উন্নত কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে। সেখানেই তো বিপদ—মানুষের সত্যিকারের সমূহ বিপদ। ভেবে দেখ ওয়াটসন, জড়বাদী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সাধারণ জাগতিক মানুষ—সকলেই

তাদের মূল্যহীন জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে। এদিকে আধ্যাত্ম জগতের মানুষরাও মহত্তর জীবনের আহ্বানকে উপেক্ষা করবে না। ফলে সর্বাপেক্ষা অনুপযুক্তরাই বেঁচে থাকবে। আমাদের এই অসহায় পৃথিবীটা কী এক আস্তাকুড়ে পরিণত হবে?" হঠাৎ যেন স্বপ্নদর্শী লোকটা অদৃশ্য হল, আর কাজের মানুষ হোমস লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। "মিঃ বেনেট, আর কিছু বলবার আছে বলে তো মনে হয় না। বিভিন্ন ঘটনা এই ছকের মধ্যে সহজেই খাপ খেয়ে যাবে। কুকুরটা অবশ্য আপনাদের অনেক আগেই এই পরিবর্তনটা বুঝতে পেরেছিল। তার ঘ্রাণ-শক্তিই তাকে সাহায্য করেছিল। অধ্যাপককে নয়, বাঁদরটাকেই 'রয়' আক্রমণ করত, ঠিক যেমন বাঁদরটাই 'রয়'কে নানাভাবে উত্যক্ত করত। গাছে চড়া জন্তুটার কাছে একটা মজার খেলা মাত্র, আর আমার ধারণা যে আকস্মিকভাবেই সেই মজার খেলা তাকে ঐ তরুণীটির জানালার কাছে নিয়ে গিয়েছিল! ওয়াটসন, কিছুক্ষণ পরেই শহরে যাবার একটা ট্রেন আছে, তবে মনে হচ্ছে সে ট্রেনটা ধরার আগে আমরা চেকার্স-এ এক কাপ করে চা খেয়ে নেবার মত সময় পাব।"



সিংহ-কেশরের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Lion's Mane

আমার দীর্ঘ গোয়েন্দা জীবনে যেসব জটিল ও অসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে তেমনি একটি সমস্যা যে অবসর গ্রহণের পরে আমার হাতে আসবে, এমন কি বলা চলে যে আমার দোরগোড়ায় এসে পড়বে, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। লণ্ডনের বিষণ্ণ পরিবেশে দীর্ঘকাল কাটাবার সময় মাঝে মাঝেই প্রকৃতির কোলে শান্ত জীবন কাটাবার যে আকাংখা আমাকে পেয়ে বসত, তখন আমি সম্পূর্ণভাবে সেই জীবনেই ফিরে গিয়ে সাসেক্স-এর ছোট বাড়িতে বাস করছিলাম। ঠিক সেইসময়ই ঘটনাটি ঘটল। জীবনের সেই অধ্যায়ে ভাল মানুষ ওয়াটসন তখন আমার নাগালের বাইরে। মাঝে-মধ্যে সপ্তাহান্তিক ভ্রমণে সে হয়তো আমার সঙ্গে এসে দেখা করত। বাস, ওই পর্যন্ত। কাজেই নিজেকেই নিজের ইতিহাসকার হতে হবে। আহা! সেসময় সে যদি আমার কাছে থাকত তাহলে সেই আশ্চর্য ঘটনা ও সব বিঘ্ন বাধা পেরিয়ে আমার সেই উল্লেখযোগ্য জয়লাভকে নিয়ে সে কত কথাই না লিখতে পারত! অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার সহজ ভঙ্গীতেই আমার কাহিনীটি বলতে হবে; সিংহ-কেশরের রহস্য-সন্ধানে যে বিঘ্ন-সংকুল পথে আমাকে নামতে হয়েছিল তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিবরণ দিতে হবে।

"ডাউন্স" পর্বতের দক্ষিণ সানুদেশে আমার বাসভবনটি অবস্থিত।

ইংলিশ চ্যানেলটাকে সেখান থেকে চমৎকার দেখায়। এইখানটায় তীর-ভূমি চুনা-পাথরে সম্পূর্ণ আবরিত। একটিমাত্র দীর্ঘ আঁকাবাঁক পথ ধরে সেখান থেকে নীচে নামা যায়। সে-পথটাও যেমন খাড়া তেমনি পিচ্ছল। পথটার একেবারে শেষে ভরা জোয়ারের সময়ও প্রায় একশ' গজ জায়গা নুড়ি পাথর ও কাঁকরে ঢাকা থাকে। তীর-রেখার এখানে-ওখানে অনেকগুলি বাঁক ও খাঁজ থাকায় প্রতিটি জোয়ারের সময় নতুন জল জমে সেখানে সুন্দর সুন্দর সব সাঁতারের জায়গা তৈরি হয়ে যায়। এই চমৎকার বেলাভূমিটি উভয় দিকেই কয়েক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত ; শুধু যে জায়গাটায় ছোট খাড়িটা এবং ফুল্‌ওয়ার্থ গ্রামটা অবস্থিত সেখানে এসে তীর-রেখাটা ভেঙে গেছে।

আমার বাড়িটা নির্জন। আমি, আমার বৃদ্ধ পরিচারিকা ও আমার মৌমাছিদের নিয়েই আমার সংসার। অবশ্য আধ মাইলটাক দূরে হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট-এর বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান "পাশ-কপালী" অবস্থিত। বেশ বড় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষায় নিযুক্ত কয়েক কুড়ি যুবক ও বেশ কিছু শিক্ষক-কর্মচারী সেখানে থাকে। স্ট্যাকহার্স্ট নিজে এক সময়কার বিখ্যাত নৌ-চালক "ব্লু" ও নামকরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। এই উপকূল অঞ্চলে আসার পর থেকেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। একমাত্র তার সঙ্গেই আমার এতখানি ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে যে সন্ধ্যার পরেও বিনা নিমন্ত্রণেই আমরা একে অন্যের বাড়িতে যেতে পারি।

১৯০৭ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে একদিন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। বাতাসে ইংলিশ চ্যানেল ফুলে-ফেঁপে উঠে সমুদ্রের জল একেবারে পাহাড়ের নীচে অবধি ছুটে এসেছিল আর জল নেমে যাবার পরে একটা লোনা জলের বিল রেখে গিয়েছিল। যে সকাল বেলাকার কথা বলছি সেদিন ঝড় থেমে গিয়ে প্রকৃতি যেন নতুন করে ধোয়া-মোছা করে তাজা হয়ে উঠেছিল। এমন সুন্দর দিনে কোন কাজ করা অসম্ভব ; তাই সেই সুন্দর বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার জন্য প্রাতরাশের আগেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। যে পাহাড়ে পথটা খাড়া তীরভূমিতে নেমে গেছে সেই পথ ধরেই হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতেই শুনতে পেলাম, পিছন থেকে কে যেন চীৎকার করে ডাকছে। হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে।

"কী সুন্দর সকালটা মিঃ হোমস! আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি বেড়াতে বেরোবেন।"

"মনে হচ্ছে সাঁতারে যাচ্ছেন ?"

ফুলে-ওঠা পকেটটাতে চাপড় মেরে সে হেসে উঠল, "আবার সেই পুরনো খেলা। হ্যাঁ, ম্যাকফার্সন আগেই গেছেন ; আশাকরি ওখানেই তাকে পাব।"

ফিট্‌জরয় ম্যাকফার্সন বিজ্ঞানের শিক্ষক। চমৎকার প্রতিশ্রুতিময় যুবক।

কিন্তু বাতজনিত জ্বর থেকে হৃদ্‌পিণ্ডের গোলযোগ শুরু হওয়ায় তার জীবনটাই ব্যর্থ হতে বসেছে। স্বভাবগতভাবেই সে একজন ক্রীড়াবিদ, এবং হৃদ্‌পিণ্ডের উপর খুব বেশী চাপ পড়ে না এরকম যেকোন খেলাতেই সে পারদর্শী। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, সব ঋতুতেই সে সাঁতার কাটে, নিজে সাঁতার ভালবাসি বলে অনেক সময়ই আমি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকি।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে আমরা দেখতে পেলাম। পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার পাহাড়ের উপরে তার মাথাটা দেখা গেল। তারপরই পাহাড়ের উপরে তার সমস্ত দেহটাই দেখা গেল। যেন মাতালের মত টলছে। পরমুহূর্তেই দুই হাত তুলে ভয়ংকরভাবে চীৎকার করে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। স্ট্যাকহার্স্ট ও আমি ছুটে গেলাম—প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এবং তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম। তখন তার মৃত্যু আসন্ন। ওই চকচকে গর্তে-বসা চোখ ও ভয়ংকর বিবর্ণ চোখের আর কোন অর্থই হতে পারে না। মুহূর্তের জন্য তার মুখের উপর বুঝি জীবনের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল; সাবধান করে দেবার আগ্রহে মাত্র দু'তিনটি কথা সে উচ্চারণ করল। কতকগুলি জড়ানো ও অস্পষ্ট, কিন্তু তার শেষের যে কথা কয়টি আর্তনাদের মত তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল তাতে আমার মনে হল সে বলল "সিংহের কেশর।" কথাগুলো সম্পূর্ণ অবাস্তর ও দুর্বোধ্য, কিন্তু কোন মতেই তার অন্য কোন অর্থ আমি করতে পারলাম না। তারপর মাটি থেকে কিছুটা উঠে হাত দুটো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই একপাশে কাৎ হয়ে পড়ে গেল। সে মারা গেল।

এই ঘটনার আকস্মিক আতংকে আমার সঙ্গীটি একেবারেই বিমূঢ় হয়ে পড়ল, কিন্তু আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয় যথারীতি সজাগ হয়ে উঠল। হবার প্রয়োজন ছিল, কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা একটা অসাধারণ ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। লোকটির পরনে ছিল শুধু বারবেরি-ওভারকোট, ট্রাউজার, আর ফিতে-খোলা ক্যাম্বিসের জুতো। বারবেরি কোটটা তার গলায় শুধু জড়ানো ছিল। কাজেই সে উপুড় হয়ে পড়ে যেতেই কোটটা সরে গিয়ে তার শরীরটা বেরিয়ে পড়েছিল। অপার বিস্ময়ে আমরা সেইদিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। তার পিঠটা গাঢ় লাল দাগে ভর্তি, যেন কেউ সরু তারের চাবুক দিয়ে তাকে ভীষণভাবে মেরেছে। যে বস্তুটা দিয়ে তাকে মারা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই খুব নমনীয়, কারণ মারের দাগগুলি তার গলা ও পাঁজড়ার অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলে উঠেছে। থুতনি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে; যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নীচের ঠোঁটটা সে নিজেই কামড়েছে বলে মনে হল। তার ঝুলে-পড়া বিকৃত মুখ দেখেই বোঝা যায় কী ভয়ংকর যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে।

আমি মৃতদেহটার পাশে হাঁটু ভেঙে বসেছিলাম, আর স্ট্যাকহার্স্ট ছিল

দাঁড়িয়ে ; এমন সময় আমাদের উপর একটা ছায়া পড়াতে চেয়ে দেখলাম, আয়ান মুর্ডক আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুর্ডক গণিতের শিক্ষক। ঢ্যাঙা, সরু, গায়ের রং গাঢ়। সে এমনভাবে একা একা থাকে আর এতই কম কথা বলে যে কাউকেই তার বন্ধু বলা চলে না। মৌলিক সংখ্যা ও সূচিগণ-ক্ষেত্রবিষয়ক চিন্তার এমন এক উচ্চতর অমূর্ত জগতে সে বাস করে যার সঙ্গে সাধারণ জীবনযাত্রার কোন সম্পর্কই নেই। ছাত্ররা তাকে একটু ক্ষ্যাপা ধরনের লোক বলেই মনে করে, এবং হয় তো তাকে নিয়ে মজাও করত, কিন্তু লোকটির শিরায় বইত একধরনের অদ্ভুত চাষাড়ে রক্ত। সেটা যে শুধু তার কয়লাকালো চোখে ও গাঢ় রঙের মুখেই ফুটে উঠত তাই নয়, মাঝে মাঝে সে এমনভাবে রাগে ফেটে পড়ত যাকে হিংস্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। একদিন ম্যাকফার্সন-এর ছোট কুকুরটার ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে সে কুকুরটাকে তুলে ধরে জানালার কাঁচের পাল্লার ভিতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। শিক্ষক হিসাবে সে যদি খুবই ভাল না হত তাহলে স্ট্যাকহার্স্ট হয়তো সেই-দিনই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিত। সেই বিচিত্র, জটিল স্বভাবের লোকটিই এখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হল, সামনের দৃশ্য দেখে সে সত্যি সত্যি মর্মাহত হয়েছে। যদিও কুকুরের ঘটনাটা থেকে বোঝা যায় যে, মৃত লোকটি ও তার মধ্যে সেরকম কোন সহানুভূতির বন্ধন ছিল না।

"বেচারি! বেচারি! আমি কি করতে পারি? আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আপনি কি ওর সঙ্গে ছিলেন? কি হয়েছে বলতে পারেন কি?"

"না, না, আজ সকালে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমি বেলাভূমিতে মোটেই যাই নি। "পাশ-কপালী" থেকে সোজা এখানে আসছি। আমি কি করতে পারি?"

"এখনই ফুল্‌ওয়ার্থ থানায় চলে যান। অবিলম্বে ব্যাপারটা তাদের জানান।"

একটি কথাও না বলে সে ছুটে চলে গেল। আমি প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিলাম, আর এই দুর্ঘটনায় অতিমাত্রায় বিচলিত স্ট্যাকহার্স্ট মৃতদেহটার পাশে রইল। স্বভাবতই আমার প্রথম কাজ হল সাগর-তীরে তখন কে কে ছিল সেটা জানা। রাস্তাটার উপর থেকে সমস্ত জায়গাটাই নজরে পড়ছিল। সবটাই একেবারে ফাঁকা। শুধু অনেকটা দূরে দু' তিনটি কালো মূর্তি দেখা যাচ্ছিল যারা ফুল্‌ওয়ার্থ গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিল। সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আমি পথ ধরে নামতে লাগলাম। পথে হয় কাদা, নয়তো চুনাপাথরের সঙ্গে মেশানো সর-মাটি ছড়িয়ে আছে। সর্বত্রই দেখতে পেলাম, একই পায়ের ছাপ উঠেছে এবং নেমেছে। সেদিন সকালে অপর কেউ সে-

পথ দিয়ে সাগর-তীরে যায় নি। একজায়গায় দেখতে পেলাম একখানা খোলা হাতের ছাপ; তার আঙুলগুলো ঢালুর দিকে বাড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে, বেচারি ম্যাক্‌ফার্সন পথ বেয়ে উঠবার সময় পড়ে গিয়েছিল। গোল-গোল কিছু গর্তও সেখানে ছিল যা দেখে বোঝা গেল যে সে একাধিকবার হাঁটুর উপর পড়েও গিয়েছিল। পথের একেবারে নীচে ছিল সেই লোনা জলের বিলটা জোয়ারের টান সরে গিয়ে যেটা গড়ে উঠেছে। তার পাশেই ম্যাক্‌ফার্সন পোশাক ছেড়েছিল, কারণ পাথরের উপর তার তোয়ালেটা তখনও ছিল। তোয়ালেটা ভাঁজ-করা এবং শুকনো; সুতরাং বোঝা গেল যে সে মোটেই জলে নামে নি। শক্ত কাঁকরের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে দু' এক জায়গায় বালির উপর তার ক্যাম্বিসের জুতোর ছাপ এবং তার খালি পায়ের ছাপও দেখতে পেলাম। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে স্নানের সব আয়োজনই সে করেছিল। কিন্তু তোয়ালেটা দেখে বোঝা গেল যে সত্যি সত্যি সে স্নান করে নি।

সমস্যাটি বেশ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। বোধহয় আমাকে এর আগে কখনও এমন বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। লোকটি বেলাভূমিতে ছিল খুব বেশী হলে পনেরো মিনিট সময়। "পাশ-কপালী" থেকে স্ট্যাক-হার্স্ট তখন পিছন-পিছনই গিয়েছিল, কাজেই সময়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সে গিয়েছিল স্নান করতে, আর খালি পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, জামা-জুতোও খুলেছিল। তারপর হঠাৎই সব জামা-কাপড় কোনমতে গায়ে জড়িয়ে—সবই এলোমেলো ও না-বাঁধা অবস্থায় ছিল—স্নান না করেই ফিরে যায়; অন্তত গা-মাথা যে মোছে নি সেটা তো পরিষ্কার। তার মত-পরিবর্তনের কারণ—অত্যন্ত অমানুষিক বর্বরতার সঙ্গে তাকে চাবুক মারা হয়েছে, তাকে এমনভাবে নির্যাতন করা হয়েছে যে যন্ত্রণায় সে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, এবং কোনরকম হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে। এই বর্বরোচিত কাজ কে করেছে? এ কথা ঠিক যে পাহাড়ের নীচে কতকগুলি গুহা-গহ্বর আছে; কিন্তু অস্ত-সূর্যের আলো এমনভাবে সেগুলির উপর পড়েছে যে সেখানে লুকিয়ে থাকবার মত কোন সুযোগ ছিল না। বেলাভূমিতে আর ছিল অনেক দূরে দূরে কিছু লোক। কিন্তু তারা এত দূরে ছিল যে এ অপরাধের সঙ্গে তাদের কোন রকম সম্পর্কই থাকতে পারে না; তাছাড়া লোনা জলের যে বিলটাতে ম্যাক-ফার্সন-এর স্নান করবার কথা সেটা ছিল তার আর সেই লোকগুলির মাঝখানে একেবারে পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রের বুকে কাছাকাছি দু' তিনটে মাছ-ধরা নৌকো ছিল। অবসর সময়ে সেই নৌকোর লোকদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। তদন্ত চালাবার কয়েকটা পথ হয় তো আছে; কিন্তু তার কোনটাই কোন স্পষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার মত নয়।

অবশেষে মৃতদেহের কাছে ফিরে গিয়ে দেখি যে কিছু ভ্রাম্যমান মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে। অবশ্য স্ট্যাকহার্স্ট তো ছিলই। আবার মুর্ডকও গ্রামের কনস্টেবল অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে সবে হাজির হয়েছে। লোকটি দেখতে মোটাসোটা, মুখে আদা-রং গোঁফ, সাসেক্স ধরনের পেটা মজবুত শরীর— বাইরেটা ভারী-ভর্তুক হলেও তার আড়ালে সাধারণ সুবুদ্ধির অভাব নেই। সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনল, আমরা যাকিছু বললাম সব টুকে নিল এবং শেষ পর্যন্ত একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

"আপনার পরামর্শ পেলে খুব ভাল হয় মিঃ হোমস। ব্যাপারটা এত বড় যে এর মীমাংসা করা আমার পক্ষে খুবই শক্ত ; আর আমি যদি ভুল করি তাহলে লিউয়িস এ নিয়ে আমাকে কথা শোনাবে।"

আম পরামর্শ দিলাম, সে যেন অবিলম্বে তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে ও একজন ডাক্তারকে খবর দেয়, এবং তারা না আসা পর্যন্ত যেন কোন কিছু না সরানো হয়, আর যথাসম্ভব কম নতুন পায়ের ছাপ যাতে পরে সেদিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়। ততক্ষণে আমি মৃত লোকটির পকেটগুলো খুঁজে দেখলাম। পেলাম তার রুমাল, একখানা বড় ছুরি ও একটা ছোট ভাঁজ-করা তাসের খাপ। তার ভিতর থেকে একটুকরো কাগজ বেরিয়ে আছে। ভাঁজ খুলে কাগজখানা কনস্টেবলের হাতে দিলাম। আঁকাবাঁকা মেয়েলি হাতে তাতে লেখা ছিল : "আমি সেখানে অবশ্য থাকব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।—মডি।" শুনতে একটা প্রেমের ব্যাপারের মত ; একটা অভিসারের ব্যবস্থা, যদিও কোথায় এবং কখন ঘটবে সেকথা উল্লেখ নেই। কনস্টেবল সেটাকে আবার সেই তাসের খাপের মধ্যে ভরে অন্য সব জিনিস সমেত বারবেরি-কোটের পকেটেই রেখে দিল। তারপর আর কোন কাজের কথা মনে না আসায় আমি প্রাতরাশের জন্য বাড়ি ফিরে গেলাম ; কিন্তু তার আগে ব্যবস্থা করে গেলাম যাতে পাহাড়ের নীচটাতে ভালভাবে তল্লাসী চালানো হয়।

দু' একঘণ্টার মধ্যেই স্ট্যাকহার্স্ট এসে আমাকে জানাল, মৃতদেহ "পাশ-কপালী"-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক বিচারবিভাগীয় তদন্ত সেখানেই হবে। সেই সঙ্গে কিছু গুরুতর ও সুনির্দিষ্ট সংবাদও সে আমাকে দিল। যেমন আশা করেছিলাম, পাহাড়ের নীচে তল্লাসী চালিয়ে কিছুই পাওয়া যায় নি, কিন্তু ম্যাকফার্সন-এর ডেস্কে পাওয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ফুলওয়ার্থ-এর জনৈক মিস মড বেলামি-র সঙ্গে তার কিছু গোপন পত্রালাপ চলছিল। সেসব চিঠি কে লিখেছে তার প্রমাণও আমরা পরে পেয়েছিলাম।

সে বলল, "চিঠিগুলি পুলিশের হেপাজতে আছে। তাই আমি সেগুলি আনতে পারি নি। তবে একটা গভীর ভালবাসাবাসি যে চলছিল সেবিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মহিলাটি ম্যাকফার্সন-এর সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন এই ঘটনাটি ছাড়া এইসব চিঠিপত্রকে এই ভয়ংকর ঘটনার সঙ্গে জড়িত করবার আর কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"তাও আবার এমন একটি স্নানের জায়গায় যেখানে আপনারা সকলেই যাতায়াত করে থাকেন," আমি মন্তব্য করলাম।

সে বলল, "কিছু ছাত্র যে ম্যাকফার্সন-এর সঙ্গে ছিল না সেটাও একটা আকস্মিক ঘটনা।"

"নেহাৎই আকস্মিক ঘটনা কি?"

স্ট্যাকহার্স্ট-এর ভুরু চিন্তায় কুঞ্চিত হল।

সে বলল, "আয়ান মুর্ডকই তাদের আটকে রেখেছিল; সে চেয়েছিল প্রাতরাশের আগেই তারা যেন বীজগণিতের অংকগুলি কষে রাখে। বেচারি এ ব্যাপারে খুবই মুসড়ে পড়েছে।"

"কিন্তু আমি তো শুনেছি তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল না।"

"একসময়ে ছিল না। কিন্তু বছরখানেক হল মুর্ডক ম্যাকফার্সন-এর সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যেমনটি আর কখনও কারও সঙ্গে হয় নি। সে স্বভাবতই দরদী প্রকৃতির মানুষ নয়।"

"আমি তাই শুনেছি। যতদূর মনে পড়ে আপনিই আমাকে বলেছেন যে একটা কুকুরকে নিয়ে একসময় তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল।"

"সে সব মিটে গেছে।"

"কিন্তু হয় তো কিছুটা প্রতিহিংসার মনোভাব রয়েই গেছে।"

"না, না; আমি স্থির জানি তারা সত্যি বন্ধু ছিল।"

"সে কথা থাক। আমাদের কিন্তু মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজখবর করতে হবে। আপনি কি তাকে চেনেন?"

"সকলেই তাকে চেনে। সেতো এ অঞ্চলের সুন্দরী—প্রকৃত সুন্দরীই হোমস। তার উপর সকলেরই চোখ পড়বে। ম্যাকফার্সন যে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তা আমি জানতাম, কিন্তু চিঠিপত্র দেখে যেরকম মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যে ততদূর গড়িয়েছে সে ধারণা আমার ছিল না।"

"কিন্তু মেয়েটি কে?"

"বুড়ো টম বেলামির মেয়ে। এই বুড়ো ফুল্‌ওয়ার্থ-এর সব নৌকো ও স্নান-ঘরের মালিক। গোড়ায় ছিল একজন জেলে, কিন্তু এখন বেশ একজন শাঁসালো লোক। সে ও তার ছেলে উইলিয়ামই ব্যবসাটা চালায়।"

"ফুল্‌ওয়ার্থ গাঁয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসব কি?"

"কোন্ অজুহাতে?"

"অজুহাত একটা সহজেই বের করা যাবে। আর যাই হোক, এই লোকটি নিশ্চয় নিজেই নিজেকে এমন নির্দয়ভাবে চাবুক মারে নি। নিশ্চয় কোন

মানুষের হাতে চাবুকটা ছিল, অবশ্য আঘাতগুলি যদি চাবুকেরই হয়ে থাকে। এই নির্জন অঞ্চলে তার পরিচিত জনের সংখ্যা নিশ্চয় খুবই সীমিত ছিল। সবদিক থেকে ব্যাপারটাকে অনুসরণ করলে আমরা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যটা ধরতে পারব, আর সেই উদ্দেশ্যই আমাদের অপরাধীকে দেখিয়ে দেবে।"

যে দুর্ঘটনা চোখের সামনে দেখেছি তাতে মনটা বিষাক্ত হয়ে না থাকলে গন্ধ-ব্যাকুল ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ চলতে খুব ভালই লাগত। উপসাগরটা যেখানে অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়েছে তার উপরেই ফুল্‌ওয়ার্থ গ্রামটা অবস্থিত। পুরনো ধাঁচের কুঁড়েঘরগুলির পিছনে উঁচু জমির উপর কয়েকটি আধুনিক বাড়ি গড়ে উঠেছে। স্ট্যাকহার্স্ট তারই একটায় আমাকে নিয়ে গেল।

"এটাই 'আশ্রয়''—নামটা বেলামির দেওয়া। যে বাড়িটার এককোণে একটা বুরুজ, আর ছাদটা শ্লেট-পাথরের। যে লোক একেবারে শূন্য হাতে জীবন শুরু করেছিল তার পক্ষে বাড়িটা মন্দ নয়, কিন্তু—আরে, ওদিকে দেখুন।"

"আশ্রয়"-এর বাগানের গেটটা খুলে একটি লোক বেরিয়ে এল। সেই ঢ্যাঙা, কোণাটে, দলছাড়া লোকটিকে চিনতে কারও ভুল হল না। গণিতজ্ঞ আয়ান মুর্ডক। একমুহূর্ত পরেই রাস্তার উপরে আমরা তার মুখোমুখি হলাম।

"হল্লো," স্ট্যাকহার্স্ট বলে উঠল। লোকটি মাথা নাড়ল, তার বিচিত্র কালো চোখে কটাক্ষে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর পাশ কাটিয়ে চলেই যেত, কিন্তু অধ্যক্ষ তার হাতটা ধরে ফেলল।

"আপনি এখানে কি করছিলেন?" সে প্রশ্ন করল।

মুর্ডক-এর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। "আপনার বাড়িতে আমি আপনার অধীন স্যার। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্যও আপনার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এটা আমার জানা ছিল না।"

ইতিমধ্যেই যাকিছু সইতে হয়েছে তাতেই স্ট্যাকহার্স্ট-এর স্নায়ু তেতেই ছিল। হয়তো অন্য সময় হলে সে অপেক্ষা করত। কিন্তু এখন তার মেজাজ সম্পূর্ণ বিগড়ে গেল।

"এ অবস্থায় আপনার এই জবাব একান্ত অবাধ্যতার পরিচায়ক মিঃ মুর্ডক।"

"আপনার প্রশ্নটাও হয়তো সেই দলেই পড়ে।"

"আপনার উদ্ধত আচরণকে আমি এই প্রথম উপেক্ষা করছি না। কিন্তু মনে রাখবেন যে এটাই শেষ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোন ব্যবস্থা করবেন।"

"আমি তাই ভেবেছি। যে একটিমাত্র মানুষের জন্য "পাশ-কপালী"

বাসযোগ্য ছিল আজ তাকেও হারিয়েছি।"

সে নিজের পথে পা চালিয়ে দিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে স্ট্যাকহার্স্ট চেঁচিয়ে বলল, "লোকটা কি অসম্ভব অসহ্য নয় ?"

একটা ধারণা আমার মনের উপর চেপে বসল যে, মিঃ আয়ান মুর্ডক অকুস্থল থেকে পালিয়ে যাবার প্রথম সুযোগটিই গ্রহণ করল। একটা অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া সন্দেহ যেন আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে। হয়তো বেলামিদের সঙ্গে দেখা করলে এ ব্যাপারে আর কিছু আলোকপাত হতে পারে। স্ট্যাকহার্স্ট ততক্ষণে নিজেকে সংযত করেছে। তাই আমরা দুজনেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মিঃ বেলামি একজন মাঝবয়সী লোক। তার দাড়ি আগুনের মত লাল। মনে হল সে বেজায় রেগে আছে। তার মুখটাও দাড়ির মতই লাল।

"না স্যার, এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে চাই না। আমার ছেলেও—" বসবার ঘরের এককোণে বসে-থাকা শক্ত-সমর্থ যুবকটিকে দেখিয়ে সে বলল— "আমার সঙ্গে একমত যে মড-এর প্রতি মিঃ ম্যাকফার্সন-এর আচরণ অপমানজনক। হাঁ মশাই, চিঠিপত্র লেখালেখি চলেছে, দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, এবং এমন আরও অনেক কিছুই হয়েছে যা আমরা কেউই সমর্থন করি না, অথচ 'বিবাহ' কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত কোথাও নেই। ওর মা নেই, আমরাই ওর একমাত্র অভিভাবক। কাজেই আমরা স্থির করেছি—"

কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই মহিলাটি স্বয়ং সেখানে হাজির হল। পৃথিবীর যেকোন সভা যে তার উপস্থিতিতে ধন্য হত সেকথা বলাই বাহুল্য। এই পরিবেশে এরকম একটা শিকড় থেকে যে এমন ফুল ফুটতে পারে তা কে কল্পনা করতে পারে ? আমি কখনও নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করি না, কারণ চিরদিন মস্তিষ্কই আমার হৃদয়-বৃত্তিকে পরিচালিত করে থাকে ; কিন্তু তার সুডৌল মুখখানি ও গায়ের রঙের উপকূল-অঞ্চলীয় নরম সুষমার দিকে তাকিয়ে আমিও না ভেবে পারলাম না যে কোন যুবকই তাকে দেখে অনাহত হৃদয়ে চলে যেতে পারে না। এ হেন মেয়েটি এখন দরজা ঠেলে বিস্ফারিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট-এর সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

বলল, "আমি জানি যে ফিট্জরয় মারা গেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ জানাতে কোনরকম শংকা করবেন না।"

বাবাই বুঝিয়ে বলল, "আপনাদের সেই অপর ভদ্রলোকই খবরটা দিয়ে গেলেন।"

যুবকটি খেঁকিয়ে উঠল, "এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার বোনকে জড়াবার তো কোন কারণ নেই।"

বোনটি তীক্ষ্ণ, হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। "এটা আমার ব্যাপার

উইলিয়াম। দয়া করে আমার মত করেই এর ব্যবস্থা করতে দাও। যে-ভাবেই হোক একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এ কাজ কে করেছে তা বের করতে যদি আমি সাহায্য করতে পারি তাহলে মৃতের প্রতি সেটাই হবে আমার ন্যূনতম কর্তব্য।"

আমার সঙ্গীর মুখ থেকে ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে শান্তভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনল। তা থেকেই বুঝলাম মহিলাটি যেমন সুন্দরী তেমনই কঠিন চরিত্রের অধিকারিণী। একটি বিশিষ্ট পরিপূর্ণ নারীরূপে মড বেলামি চিরদিন আমার স্মৃতিতে জেগে থাকবে। মনে হল সে আমাকে আগে থেকেই চেহারায় চিনত, কারণ শেষের দিকে আমার দিকে ফিরে সে বলল :

"এদের ন্যায়বিচার করুন মিঃ হোমস। এরা যেই হোক, এ কাজে আমার সহানুভূতি ও সাহায্য আপনি পাবেন।" মনে হল, কথাগুলি বলবার সময় সে উদ্ধত ভঙ্গীতে তার বাবা ও ভাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল।

আমি বললাম, "আপনাকে ধন্যবাদ। এসব ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অন্তর্দৃষ্টিকে আমি খুব মূল্য দিয়ে থাকি। আপনি 'এরা' কথাটি ব্যবহার করলেন। আপনি কি মনে করেন যে একাধিক ব্যক্তি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত?"

"মিঃ ম্যাকফার্সনকে আমি ভালভাবেই জানি। সে ছিল সাহসী ও শক্তিমান। কোন একজন লোকের পক্ষে তাকে এভাবে উৎপীড়ন করা সম্ভব নয়।"

"শুধু আপনার সঙ্গে নিভৃতে একটা কথা বলতে পারি কি?"

"তোমাকে বলছি মড, এ ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িও না," তার বাবা সক্রোধে বলে উঠল।

সে অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল। "আমি কী করতে পারি?"

আমি বললাম, "অচিরেই সারা পৃথিবী এ ঘটনা জানবে; কাজেই আমি যদি এখানে তা নিয়ে আলোচনা করি তাতে কোন ক্ষতি হতে পারে না। আমি গোপনীয়তা রক্ষারই পক্ষপাতী, তবে আপনার বাবা যদি সেটা না চান তাহলে তিনিও আলোচনায় যোগ দিতে পারেন।" তখন মৃত লোকটির পকেটে যে চিরকুটটি পাওয়া গেছে সেকথা বললাম। "বিচারের সময় সেটাকে নিশ্চয় উপস্থিত করা হবে। এ বিষয়ে আপনাকে কিছুটা আলোকপাত করতে বলতে পারি কি?"

সে জবাব দিল, "ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে রাখার তো কোন কারণ দেখি না। আমাদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল; শুধু আমরা সেটাকে গোপন রেখেছিলাম কারণ ফিট্‌জরয়-এর বুড়ো কাকা এখন মরবার মুখে, আর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করলে তিনি হয় তো তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতেন। এছাড়া আর কোন কারণ ছিল না।"

"এ কথা তো তুমি আমাদের বলতে পারতে," মিঃ বেলামি খেঁকিয়ে উঠল।

"তুমি যদি এতটুকু সহানুভূতি দেখাতে তাহলে তাই বলতাম বাবা।"

"তার নিজের সমাজের বাইরের কোন লোককে আমার মেয়ে পছন্দ করবে— তাতে আমার আপত্তি আছে।"

"তার বিরুদ্ধে তোমার এই মনোভাবের জন্যই তোমাকে কিছু বলি নি। আর এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলি—" পোশাকের ভিতর হাতড়ে সে একটি দলা-পাকানো চিরকুট বের করল— "এটার জবাবেই ওটা লিখেছিলাম।"

প্রিয়তম, (চিরকুটটাতে লেখা ছিল)

মঙ্গলবার ঠিক সূর্যাস্তের পরে বেলাভূমিতে সেই পুরনো জায়গায়। একমাত্র সেই সময়েই আমার পক্ষে বেরনো সম্ভব।—এফ. এম.

"আজ সেই মঙ্গলবার, আর আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম।"

কাগজখানা উল্টে দেখলাম। "এটা তো ডাকে আসে নি। তাহলে আপনি পেলেন কেমন করে ?"

"এ-প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আপনি যে ব্যাপারে তদন্ত করছেন তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তদন্তের বিষয়ে যেকোন প্রশ্নের জবাব আমি খুব খোলাখুলিভাবেই দেব।"

সে তার কথামত কাজ করল, কিন্তু তাতে আমাদের তদন্তের কোন সুবিধাই হল না। তার প্রেমিকের যে কোন গুপ্ত শত্রু থাকতে পারে একথা ভাববার তার কোন কারণই ছিল না। অবশ্য সে স্বীকার করল যে তার নিজের আরও কিছু কিছু স্তাবক ছিল।

"মিঃ আয়ান মুর্ডক কি তাদের একজন ?"

তার মুখ লাল হয়ে উঠল। তাকে বেশ বিচলিত বোধ হল।

"একসময় আমিও তাই মনে করতাম। কিন্তু তিনি যখন আমার ও ফিট্জ্রয়-এর সম্পর্কটা বুঝতে পারলেন তখন সে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল।"

এই বিচিত্র মানুষটিকে ঘিরে যে ছায়া নেমে আসছিল সেটা যেন আর একবার সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে লাগল। তার কাগজপত্র পরীক্ষা করতে হবে। গোপনে তার ঘরে তল্লাসী চালাতে হবে। স্ট্যাকহার্স্ট এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, কারণ তার মনেও সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে। এই জটিল গ্রন্থির একটা খোলা দিক আমাদের হাতে এসেছে—এই আশা নিয়েই আমরা "আশ্রয়" থেকে ফিরে এলাম।

সপ্তাহ পার হয়ে গেল। বিচারবিভাগীয় তদন্তের ফলে নতুন কিছু জানা গেল না। আরও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য তদন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে। স্ট্যাকহার্স্ট সতর্কতার সঙ্গে তার অধীনস্থ শিক্ষকটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছে, তার ঘরটাতে মোটামুটি তল্লাসীও চালিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। আমি নিজে সমস্ত ব্যাপারটাকে আর একবার সরেজমিনে ও চিন্তাগতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু কোন নতুন সিদ্ধান্তে যেতে পারি নি। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে, আমার অভিযানের ইতিবৃত্তে এমন আর কোন কেস-এর উল্লেখ নেই যেখানে আমার শক্তি-সামর্থ্য এমনভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমন কি কল্পনাতেও আমি এ রহস্যের কোন সমাধান খুঁজে পাই নি। তারপরেই এল কুকুরের ঘটনাটা।

যে বিচিত্র বেতার বার্তার সাহায্যে গ্রামের মানুষরা গ্রামাঞ্চলের নানা সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে তেমনিভাবেই আমার বুড়ি বাড়িউলি কুকুরটার কথা জানতে পারে।

একদিন সন্ধ্যায় সে বলল, "কি জানেন স্যার, মিঃ ম্যাকফার্সন-এর কুকুরের কাহিনীটা বড় করুণ।"

এ ধরনের আলোচনায় আমি সাধারণত উৎসাহ দেখাই না, কিন্তু কথাগুলি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"মিঃ ম্যাকফার্সন-এর কুকুরের কি হয়েছে ?"

"মারা গেছে স্যার। মনিবের শোকেই মারা গেছে।"

"একথা তোমাকে কে বলেছে ?"

"সেকি স্যার, সকলেই তো এ কথা বলাবলি করছে। কুকুরটা ভয়ানক মুসড়ে পড়েছিল ; এক সপ্তাহ কিচ্ছু খায় নি। তারপর আজ "পাশ-কপালী"র দুজন যুবক সেটাকে সমুদ্রের তীরে মরা অবস্থায় দেখতে পায়—যেখানে তার মনিব মারা গিয়েছিল ঠিক সেইখানে।"

"ঠিক সেইখানে।" কথাগুলি এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে এ ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুকুরটা যে মারা গেল সেটা কুকুরটার প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততারই পরিচায়ক। কিন্তু "ঠিক সেইখানে"। এই নির্জন সমুদ্র-তীরই বা তার মৃত্যু-স্থল হল কেন ? এও কি সম্ভব যে কুকুরটাও কোন মারাত্মক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে ? এও কি সম্ভব— ? হ্যাঁ, ধারণাটা তখনও অস্পষ্ট, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার মনের মধ্যে একটা কিছু গড়ে উঠছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি "পাশ-কপালী"তে গিয়ে হাজির হলাম। স্ট্যাকহার্স্ট তার পড়ার ঘরেই ছিল। সাড্‌বিউরি ও ব্লাউন্ট নামক যে দুটি ছাত্র কুকুরটাকে দেখেছিল, আমার অনুরোধে সে তাদের ডেকে পাঠাল।

তাদের একজন বলল, "হ্যাঁ, জলাশয়ের একেবারে কিনারে ওটা পড়েছিল।

নির্ঘাত মৃত মনিবের পথ ধরেই ওটা সেখানে এসেছিল।"

প্রভুভক্ত বাচ্চা কুকুর এয়রেডেল্ টেরিয়ারটাকে দেখলাম। হলঘরের মাদুরের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। শরীরটা শক্ত কাঠ হয়ে গেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, পাগুলো বেঁকে আছে। সর্বত্রই যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ।

"পাশ-কপালী" থেকে হাঁটতে হাঁটতে স্নানের জায়গাটায় গেলাম। সূর্য অস্ত গেছে। বড় পাহাড়টার কালো ছায়া জলের উপর পড়েছে। জলাশয়টা শিসের পাতের মত ঝিকমিক করছে। জায়গাটা নির্জন। জীবনের কোন চিহ্ন নেই। শুধু দুটো সাগর-পাখি মাথার উপরে পাক খেয়ে খেয়ে ডাকছে। আব্ছা আলোয় দেখতে পেলাম, যে পাথরটার উপর তার মনিবের তোয়ালেটা রাখা ছিল তার চারদিকের বালির উপরে ছোট কুকুরটার পায়ের চিহ্ন রয়েছে। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিকের ছায়াগুলো ক্রমে গাঢ়তর হয়ে এল। মনের মধ্যে নানা চিন্তার দ্রুত প্রবাহ। একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে যখন দেখা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে-জিনিসটাকে আপনি খুঁজছেন সেটি সেখানে রয়েছে অথচ আপনি তাকে ধরতে পারছেন না—সে যে কী অবস্থা তা আপনারা জানেন। সেদিন সন্ধ্যায় সেই মৃত্যুর আসনের পাশে একাকি দাঁড়িয়ে আমার মনের অবস্থাও সেইরকমই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগলাম।

পথটার একেবারে মাথায় উঠেই কথাটা আমার মনে এল। এত আগ্রহের সঙ্গে যে জিনিসটাকে বৃথাই এতক্ষণ ধরতে চেষ্টা করছিলাম, বিদ্যুৎ চমকের মতই সেটা আমার মনে পড়ে গেল। আপনারা জানেন, নইলে ওয়াটসন বৃথাই এত কথা লিখেছে, যে বিবিধ জ্ঞানের একটা মস্ত বড় ভাণ্ডার আমার আছে; সেগুলি কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা নয়, কিন্তু আমার কাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ও সহজলভ্য। আমার মন যেন কোনরকমে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া নানা ধরনের প্যাকেটে বোঝাই একটা ছোট গুদাম-ঘর—প্যাকেটগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে সেখানে যে কি কি আছে তার একটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র আমার থাকে। মনে পড়ল, সেখানে এমনকিছু আছে যা এই ব্যাপারে আমার কাজে লাগতে পারে। বিষয়টা তখনও অস্পষ্ট, কিন্তু সেটাকে কেমন করে স্পষ্ট করে তোলা যায় তা আমি জানি। বিষয়টা দানবীয়, অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবু সবসময়ই সম্ভব। এবার সেটাই পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমার ছোট বাড়িতে একটা মস্ত বড় চিলে-কোঠা আছে—নানারকম বইতে ঠাসা। সেটার মধ্যেই ডুবে গেলাম এবং ঘণ্টাখানেক ধরে সবকিছু তোলপাড় করলাম। শেষ পর্যন্ত একটা চকোলেট ও রূপোলি রঙের ছোট বই নিয়ে বেরিয়ে এলাম। যে অধ্যায়টার কথা অস্পষ্টভাবে মনে ছিল সাগ্রহে সেইখানটা খুললাম। হ্যাঁ, ব্যাপারটা কষ্ট-কল্পিত এবং অস্বাভাবিক;

তবু ব্যাপারটা যে সেইরকমই এ বিষয়ে যতক্ষণ নিশ্চিত হতে না পারলাম ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। অনেক রাতে যখন শুতে গেলাম তখন আগামীকালের কাজের জন্য আমার মনে অধীর আগ্রহ।

কিন্তু সেকাজে একটা বিরক্তিকর বাধা উপস্থিত হল। সবে সকালের এক পাত্র চা গলায় ঢেলে সমুদ্রতীরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি এমন সময় সাসেক্স কন্স্টেবল্ বাহিনীর ইন্সপেক্টর বাউল এসে হাজির। লোকটির পেটা গড়ণ, কিন্তু বুদ্ধিটা ভোঁতা। বিপন্ন মুখটা তুলে চিন্তিত দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "আপনার প্রভূত অভিজ্ঞতার কথা আমি জানি স্যার। অবশ্য কথাটা বে-সরকারিভাবেই বলছি। কিন্তু ম্যাকফার্সন কেসটা নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। সমস্যাটা হচ্ছে, একজনকে গ্রেপ্তার করব, কি করব না?"

"মিঃ আয়ান মুর্ডক-এর কথা বলছেন তো?"

"হ্যাঁ স্যার। একটু ভাবলেই বোঝা যায় সে ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে নেই। এই জনহীন জায়গায় সেটাই সুবিধা। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটাকে বেশ ছোট করে নেওয়া যায়। সে যদি এ-কাজ না করে থাকে, তাহলে কে করল?"

"তার বিরুদ্ধে আপনার কি বলার আছে?"

বুঝতে পারলাম, সেও আমার পথ ধরেই ফসল কুড়োতে চেষ্টা করছে। মুর্ডক-এর চরিত্র এবং যে রহস্য তাকে ঘিরে জমে উঠেছে তাই এর জন্য দায়ী। কুকুরের ঘটনা থেকেই জানা গেছে যে সে অত্যন্ত রাগী স্বভাবের মানুষ। অতীতে ম্যাকফার্সন-এর সঙ্গে তার ঝগড়াও হয়েছিল। তাছাড়া মিস বেলামির প্রতি ম্যাকফার্সন-এর অনুরাগের ফলেও তার ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এ সবই আমার জানা; নতুন কথা কিছুই সে জানাতে পারল না; তবে একটা সংবাদ জানাল যে মুর্ডক এখান থেকে চলে যাবার সবরকম আয়োজন করেছে।

"তার বিরুদ্ধে এতসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমি যদি তাকে সরে পড়তে দেই তাহলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?" শ্লেষ্মার ধাতের মোটাসোটা লোকটি মনে মনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে।

আমি বললাম, "আপনার বক্তব্যের মধ্যে যে ফাঁকগুলো রয়েছে তার কথা ভেবে দেখুন। ঘটনার দিন সকালে সে যে অন্যত্র কাজে ব্যস্ত ছিল সেটা তো সে অবশ্যই প্রমাণ করতে পারবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আর ম্যাকফার্সনকে দেখতে পাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে পিছন দিক থেকে এসে আমাদের সামনে হাজির হয়েছিল। তারপর তার মতই সমান শক্তিশালী একটি লোকের উপর একাকি এধরনের উৎপীড়ন চালানো যে একান্তই অসম্ভব সেটাও মনে রাখতে হবে। শেষ কথা, কী ধরনের

জিনিস দিয়ে এরকম আঘাত করা হয়েছিল সেটা স্থির করবার সমস্যাও আছে।"

"কোন কশা বা নমনীয় চাবুক ছাড়া আর কি হতে পারে?"

"চিহ্নগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন কি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"সেগুলো আমি দেখেছি। ডাক্তারও দেখেছেন।"

"কিন্তু আমি দেখেছি একটা লেন্স-এর সাহায্যে খুব যত্নসহকারে। আঘাতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।"

"কি বৈশিষ্ট্য মিঃ হোমস?"

"দেরাজের কাছে এগিয়ে গিয়ে "এনলার্জ"-করা একটা ফটোগ্রাফ বের করলাম। এসব ক্ষেত্রে আমি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকি," আমি বুঝিয়ে বললাম।

"আপনি সবকিছুই আট-ঘাট বেঁধে করেন মিঃ হোমস।"

"তা না করলে আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না। আঘাতের যে দাগটা ডান কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেটার কথাই ভাবা যাক। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?"

"পাচ্ছি বলে তো মনে হয় না।"

"এটা কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে আঘাতের তীব্রতা সব জায়গায় সমান নয়। এখানে-ওখানে কিছু বাড়তি রক্ত জমে আছে। নীচেকার এই আঘাতটাতেই ওই একই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ কি হতে পারে?"

"আমার কোন ধারণা নেই। আপনার আছে কি?"

"হয় তো আছে। হয় তো নেই। অবশ্য শীঘ্রই এর চাইতে বেশী কিছু বলতে পারব। কিসের সাহায্যে এই দাগগুলি করা হয়েছে সেটা জানতে পারলেই আমরা অপরাধীর কাছে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারব।"

পুলিশের লোকটি বলল, "অবশ্য এটা খুবই অবাস্তব ধারণা, তবু মনে হয়, দগ্‌দগে গরম তারের জাল দিয়ে যদি পিঠে সেঁকা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে দুটো করে তার যেখানে একত্র মিশেছে সেখানেই ওই ধরনের স্পষ্টতর দাগ হতে পারে।"

"খুবই চমৎকার তুলনাটা করেছেন। অথবা এ কথা কি বলতে পারি যে খুব শক্ত 'ন'টা লেজওয়ালা বিড়াল' (ন'টা তারওয়ালা একধরনের চাবুক যা একসময় শাস্তি বিধানের জন্য সৈন্যদলে ব্যবহার করা হত) ব্যবহার করা হয়েছিল আর তাতে ছোট ছোট শক্ত গিঁট ছিল?"

"হা ঈশ্বর, আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ হোমস।"

"অথবা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে মিঃ বার্ডল্। কিন্তু সে যাই হোক, শুধুমাত্র এইটুকুর জোরেই তো আপনি কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না। তাছাড়া সেই শেষ কথাগুলোও তো রয়েছে—'সিংহের কেশর।"

"আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যে আয়ান—"

"হ্যাঁ, সেটাও ভেবে দেখেছি। Lion's Mane (সিংহের কেশর)-এর দ্বিতীয় শব্দটার সঙ্গে আয়ান মুর্ডক-এর কোন মিল আছে কি না—কিন্তু তা নয়। প্রায় আর্তনাদ করে সে কথাটা বলেছিল। কথাটা যে Mane (কেশর) সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"আর কোন বিকল্প ধারণা কি আপনার মনে জাগে নি মিঃ হোমস ?"

"হয় তো জেগেছে। কিন্তু আরও কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে আলোচনা করতে আমি চাই না।"

"সেটা কখন পাওয়া যাবে ?"

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে—সম্ভবত আরও আগে।"

ইন্সপেক্টর থুত্নি ঘসতে ঘসতে সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল।

"আপনার মনে যে কি আছে দেখতে বড় সাধ হচ্ছে মিঃ হোমস। হয় তো ঐ জেলে নৌকাগুলোর কথা ভাবছেন।"

"না, না, ওগুলো অনেক দূরে ছিল।"

"আচ্ছা, তাহলে কি বেলামি ও তার সেই ধেড়ে ছেলেটা ? মিঃ ম্যাকফার্সন-এর প্রতি তারা মোটেই সদয় ছিল না। তারাই কি তার এই পরিণাম ঘটিয়েছে ?"

আমি হেসে বললাম, "যতক্ষণ আমি প্রস্তুত না হচ্ছি ততক্ষণ আমার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে চেষ্টা করবেন না। দেখুন ইন্সপেক্টর, আমাদের তো যার যার নিজের কাজ আছে। কাজেই দুপুরে যদি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন ?"

এই পর্যন্ত বলতেই এমন একটা প্রচণ্ড বাধা এসে হাজির হল যার থেকেই শেষ পরিণতির সূচনা হল।

আমার বাইরের দরজাটা সপাটে খুলে গেল। সিঁড়িতে ইতস্তত পায়ের শব্দ শোনা গেল; স্খলিত পায়ে ঘরে ঢুকল আয়ান মুর্ডক। ফ্যাকাসে, উস্কোখুস্কো চেহারা; গায়ের পোশাক এলোমেলো; খাড়া হয়ে দাঁড়াবার জন্ম হাড় বের করা হাত দিয়ে একটা আসবাবকে চেপে ধরল। "ব্র্যাণ্ডি! ব্র্যাণ্ডি!" হাঁপাতে হাঁপাতে কথা দুটি বলেই আর্তনাদ করে সোফার উপর গুড়িয়ে পড়ল।

সে একা নয়। তার পিছনেই এল স্ট্যাকহার্স্ট। মাথায় টুপি নেই, হাঁপাচ্ছে, প্রায় তার সঙ্গীর মত বিপর্যস্ত অবস্থা।

সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্র্যাণ্ডি। লোকটি খাবি খাচ্ছে। অনেক কষ্টে এখানে নিয়ে এসেছি। পথেই দু'বার মূর্ছা গিয়েছিল।"

আধা গ্লাস নির্জলা ব্র্যাণ্ডিতে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল। এক হাতে ভর দিয়ে বসে ঘাড় থেকে কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেঁচিয়ে বলল,

"ঈশ্বরের দোহাই ! তেল, আফিম, মর্ফিয়া ! এই নরক-যন্ত্রণা কমাতে যা হোক একটা কিছু দিন !"

সে দৃশ্য দেখে ইন্সপেক্টর ও আমি দুজনেই চীৎকার করে উঠলাম। ফিট্জ্রয় ম্যাকফার্সন-এর ঘাড়ে-পিঠে যে মৃত্যু-চিহ্ন আঁকা ছিল সেই একই রকম লাল, পোড়া চৌখ্পি-দাগ লোকটির খোলা কাঁধের উপরেও ফুটে উঠেছে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লোকটি ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে আর সেটা কোন এক বিশেষ অঙ্গের যন্ত্রণা নয়, কারণ মাঝে মাঝেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মুখটা কালো হয়ে যাচ্ছে, আর তারপরই সশব্দে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বুকটা চেপে ধরছে, তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠছে। যেকোন মুহূর্তে সে মারা যেতে পারে। ক্রমেই বেশী পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি তার গলায় ঢালা হতে লাগল, আর প্রতিবারেই সে যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেল। "স্যালাড-ওয়েল"-এ ভেজানো তুলোর প্যাড চাপা দিলে যেন সেই বিচিত্র ক্ষতের যন্ত্রণা কিছুটা কম হয়। শেষ পর্যন্ত তার মাথাটা ধপাস্ করে কুশন-এর উপর ঢলে পড়ল। ক্লান্ত প্রকৃতি যেন জীবনীশক্তির শেষ ভাণ্ডারের আশ্রয় নিল। আধা ঘুম ও আধা মূর্চ্ছার অবস্থা। কিন্তু যন্ত্রণার হাত থেকে তো রেহাই মিলল।

তাকে কোনকিছু জিজ্ঞাসা করাও অসম্ভব ; কিন্তু যে মুহূর্তে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম, অমনি স্ট্যাকহার্স্ট আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হায় ঈশ্বর ! এসব কী হোমস ? এসব কী ?"

"ওকে কোথায় পেলেন ?"

সমুদ্রের তীরে। বেচারি ম্যাকফার্সন যেখানে মারা যায় ঠিক সেইখানে। এই মানুষটির হৃদ্‌যন্ত্রটিও যদি ম্যাকফার্সন-এর মতই দুর্বল হত তাহলে আর তাকে এখানে আনা যেত না। তাকে এখানে আনতে আনতে আমি অনেক-বারই ভেবেছি যে সব শেষ হয়ে গেছে। "পাশ-কপালী" অনেক দূরে বলেই তোমার এখানে নিয়ে এসেছি।"

"তুমি কি তাকে বেলাভূমিতেই দেখতে পাও ?"

"পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময় তার চীৎকার শুনতে পেলাম। লোকটি তখন জলের একেবারে কিনারে মাতালের মত টলছে। ছুটে নীচে গেলাম, তাকে কিছু জামা-কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে তুলে নিয়ে এলাম। ঈশ্বরের দোহাই হোমস, এই জায়গার উপর থেকে অভিশাপটাকে দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। এখানে যে জীবনযাত্রা ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠল। তোমার বিশ্বজোড়া খ্যাতি নিয়েও কিছুই করতে পারবে না ?"

"মনে হচ্ছে পারব স্ট্যাকহার্স্ট। এস আমার সঙ্গে। আপনিও চলুন

ইন্সপেক্টর। দেখা যাক এই খুনীকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি কি না।"

অচেতন লোকটিকে আমার বাড়িউলির হেপাজতে রেখে আমরা তিনজনই সেই মারাত্মক জলাশয়ের কাছে গেলাম। কাঁকরের উপর তোয়ালে ও পোশাকের একটা ছোট স্তূপ দেখতে পেলাম। এসবই সেই আহত লোকটির জিনিস। ধীরে ধীরে জলাশয়ের চারপাশে হাঁটতে শুরু করলাম; সঙ্গীরা ভারতীয় ভঙ্গীতে আমার পিছন পিছন চলতে লাগল। জলাশয়ের অধিকাংশ জায়গাই অগভীর, কিন্তু পাহাড়ের নীচে বেলাভূমিটা যেখানে অনেকটা ঢুকে গেছে সেখানে জল চার-পাঁচ ফুট গভীর। সেই জায়গাটার জল স্ফটিকস্বচ্ছ, শান্ত, সবুজ, ভারি সুন্দর। স্বভাবতই যেকোন সাঁতারু এই জায়গাটার প্রতি আকৃষ্ট হবে। পাহাড়ের ঠিক নীচে জলের উপরে এক সার পাথর পর পর সাজানো রয়েছে। নীচের জলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি রেখে সেই পাথরের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। জলাশয়ের যে জায়গাটা সবচাইতে গভীর ও শান্ত সেখানে পৌঁছতেই আমার চোখে সে ধরা পড়ল যাকে সকলেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। জয়ের আনন্দে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

চেঁচিয়ে বললাম, "সায়ানিয়া! সায়ানিয়া! ওই দেখ সিংহের কেশর!"

যে অদ্ভুত বস্তুটাকে আমি আঙুল দিয়ে দেখালাম সত্যি সত্যি সেটা দেখতে সিংহের জট-পাকানো কেশরের মত। জলের ফুট তিনেক নীচে একটা পাথরের তাকের উপর সেটা শুয়ে আছে, বিচিত্র একটি লোমশ প্রাণী দুলছে, কাঁপছে; তার হলুদ লম্বা লোমের মাঝে মাঝে রূপালি টান। প্রাণীটি অতি ধীরে ধীরে সংকুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে।

"এটা অনেক ক্ষতি করেছে। এবার এর ভবলীলা সাঙ্গ হবে!" আমি চীৎকার করে বললাম। "স্ট্যাকহার্স্ট, আমাকে সাহায্য কর। খুনীটাকে চিরদিনের মত খতম করে দেই।"

পাহাড়ের খাঁজে একটা মস্ত বড় পাথরের চাঁই ছিল। সকলে মিলে ঠেলে দিতেই সেটা প্রচণ্ড শব্দ করে জলের মধ্যে ছিটকে পড়ল। ঢেউ পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখলাম, পাথরের চাঁইটা নীচের তাকের উপর চেপে বসেছে। তার নীচে হলুদ ঝিল্লিতে ঢাকা একটা অংশ ছট্‌ফট্ করছে দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের শিকার সেই পাথরটার নীচে চাপা পড়েছে। একটা ঘন তৈলাক্ত সর পাথরের নীচে থেকে চুঁইয়ে চারপাশের জলকে রাঙিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে ভাসতে লাগল।

"আচ্ছা, তাহলে ইনি!" ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল। "কিন্তু এটা কি হোমস? আমি তো এই অঞ্চলেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, কিন্তু এরকম জীব তো কখনও দেখি নি। এ তো সাসেক্স-এর কোন প্রাণী নয়।"

আমি বললাম, "সাসেক্স-এর বাসিন্দা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রচণ্ড

ঝড় হয়তো এখানে এনে ফেলেছে। তোমরা দু'জনেই আমার বাড়িতে চল। এমন একজন মানুষের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের শোনাব, সমুদ্রের এই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হবার কথা যে আজও ভুলতে পারে নি।

সকলে আমার পড়ার ঘরে পৌঁছে দেখলাম, মুর্ডক তখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে; উঠে বসেছে। তার মনটা তখনও ভয়-চকিত। মাঝে মাঝেই যন্ত্রণার আক্ষেপে শরীরটা কুঁকড়ে উঠছে। ভাঙা ভাঙা কথায় সে জানাল যে, তার কি হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন ধারণাই তার নেই; শুধু মনে আছে, হঠাৎ সারা শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন বিদ্যুতের মত খেলে গেল, আর সর্বশক্তি নিয়োগ করে তবে কোনরকমে সে তীরে উঠতে পেরেছিল।

একখানা ছোট বই হাতে নিয়ে আমি বললাম, "এই যে বইখানি দেখছ এর দৌলতেই যে রহস্য চিরদিন অন্ধকারেই ঢাকা থাকত তার উপর প্রথম আলোকপাত হয়েছিল। এখানে বিখ্যাত পর্যবেক্ষক জে. জি. উড-এর "আউট অব ডোরস্" নামক বই। এই জঘণ্য প্রাণীটির সংস্পর্শে এসে উড নিজেই প্রায় মরতে বসেছিলেন। তাই সবকিছু ভালভাবে জেনেই তিনি এটা লিখেছেন। এই দুর্বৃত্তের পুরো নাম 'সায়ানিকা ক্যাপিল্লাটা'। গোখ্‌রো সাপের কামড়ের মতই এটা জীবনের পক্ষে একান্ত বিপজ্জনক, কিন্তু এর ছোঁয়া তার চাইতেও অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। তার বই থেকেই পড়ে শোনাচ্ছি।

"কোন স্নানার্থী যদি ঈষৎ হলুদবর্ণ ঝিল্লি ও তন্তুতে গড়া এমন কোন ছড়ানো গোলাকার বস্তু দেখতে পান যেটা এক মুঠো ভর্তি সিংহের কেশরের মত দেখতে, তাহলে খুব সাবধান, কারণ সেটাই হুলবিদ্ধকারী ভয়ংকর "সায়ানিকা ক্যাপিল্লাটা"। আমাদের এই ভয়াবহ বন্ধুর এর চাইতে স্পষ্ট বিবরণ আর কি হতে পারে?"

"কেণ্ট-এর উপকূলে সাঁতার কাটবার সময় এমনি একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তিনি জানতে পারেন যে, এই প্রাণীটি নিজের দেহ থেকে একধরনের প্রায় অদৃশ্য সূক্ষ্ম তারের মত জিনিসকে পঞ্চাশ ফুট দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পারে, এবং যেকেউ মারাত্মক প্রাণীটির ঐ পরিমাণ বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে তারই জীবন সংশয় হবে। অনেকটা দূরে থাকা সত্বেও উড প্রায় মরতে বসেছিলেন। তার অসংখ্য তন্তু চামড়ার উপর লাল রেখা ফুটিয়ে তোলে। ভাল করে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে সেই রেখা অনেকগুলি বিন্দুর সমষ্টি, আর প্রতিটি বিন্দু যেন সৃষ্টি হয়েছে দগদগে গরম সূঁচ স্নায়ু-তন্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে।"

'তারপর তিনি লিখেছেন যে স্থানীয় ব্যথা যেটা হয় সেটা সেই তীব্র

যন্ত্রণার তুলনায় কিছুই নয়। 'যন্ত্রণা'টা বুকের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে গুলিবিদ্ধ হবার মত আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। নাড়ির গতি থেমে যায়। আর হৃদপিণ্ডটা ছ'সাত বার এমনভাবে লাফিয়ে ওঠে যে মনে হয় বুঝি বুকটাকে ভেঙে বেরিয়ে যাবে।"

"তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন, তবু তো তিনি ওটার কাছাকাছি এসেছিলেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে, একটা স্নানের উপযোগী জলাশয়ের সংকীর্ণ শান্ত জলে নয়। তিনি লিখেছেন, এই ঘটনার পরে তিনি নিজেই নিজেকে চিনতে পারতেন না, কারণ তার সারা মুখটাই কুঁকড়ে কুঁচকে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। ঢকৃঢক্ করে পুরো এক বোতল ব্র্যাণ্ডি খেয়ে তবে জীবনটা কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছিল। এই সেই বইটা। ইন্সপেক্টর, আপনি বইটা নিয়ে যান। বেচারি ম্যাকফার্সন-এর শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ণ ব্যাখ্যা যে আপনি এর মধ্যেই পাবেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাঁকা হাসি হেসে আয়ান মুর্ডক বলে উঠল, "আর ঘটনাক্রমে এই বইটি আমাকেও অব্যাহতি দিল। আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না ইন্সপেক্টর, আপনাকেও না মিঃ হোমস, কারণ আপনাদের সন্দেহ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বুঝতে পারছি, আমার বেচারি বন্ধুটির ভাগ্যের অংশীদার হয়ে তবেই গ্রেপ্তার হবার ঠিক পূর্বক্ষণে নিজেকে অপরাধমুক্ত করতে পারলাম।"

"না মিঃ মুর্ডক। আমি আগেই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলাম। আজ যত সকালে বের হতে চেয়েছিলাম তখন যদি বেরোতে পারতাম তাহলে হয় তো এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারতাম।"

"কিন্তু আপনি বুঝতে পারলেন কেমন করে মিঃ হোমস ?"

"আমি একটি সর্বভুক রাক্ষুসে পাঠক, আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব ঘটনা মনে রাখবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আমার আছে। "সিংহের কেশর" কথা দুটি যেন আমার মনকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। আমি জানতাম, কোন অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে কোথাও ঐ জিনিসটার কথা আমি পড়েছি। আপনিও তো শুনলেন, প্রাণীটির সুন্দর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে প্রাণীটি যখন জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল তখনই সে তাকে দেখতে পায়, আর ঐ একটিমাত্র বাক্যাংশের সাহায্যেই সে ঐ প্রাণীটি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হায়! ততক্ষণে সে নিজেই তার শিকারে পরিণত হয়েছে।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে মুর্ডক বলল, "তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি খালাস পেলাম। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্ত আরও দু'একটি কথা আমার বলা দরকার, কারণ আপনাদের তদন্ত যে কোন দিকে মোড় নিচ্ছিল সেটা আমি জানি। একথা সত্য যে ঐ মহিলাটিকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু যেদিন সে আমার বন্ধু ম্যাকফার্সনকে পছন্দ করল সেদিন থেকে তাকে সুখের পথে এগিয়ে

দেওয়াই হল আমার একমাত্র কামনা। নিজে সরে গিয়ে তাদের মধ্যে ঘটকালি করাই ছিল আমার কাজ। প্রায়ই তাদের চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতাম। যেহেতু তারা দুজনই আমাকে বিশ্বাস করত এবং যেহেতু মহিলাটি আমার এতখানি প্রিয়, তাই আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদটা তাকে জানাতে গিয়েছিলাম, কারণ আমার ভয় ছিল যে অন্য কেউ হয় তো আমার আগেই গিয়ে এই আকস্মিক দুঃসংবাদটা হৃদয়হীনভাবে তাকে জানিয়ে বসবে। আমাদের সম্পর্কের কথা মহিলাটি কিছুতেই আপনাদের বলবে না, কারণ আপনারা হয় তো সেটা সমর্থন করবেন না, আর তার ফলে আমি কষ্ট পাব। কিন্তু এবার আপনারা যদি অনুমতি করেন তো আমি 'পাশ-কপালী'তে ফিরে যেতে চাই, কারণ বিছানা আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।"

স্ট্যাকহার্স্ট হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, "আমাদের স্নায়ুতন্ত্রী একেবারে তুরীয় অবস্থায় উঠেছিল। যা ঘটে গেছে সেটাকে ভুলে যান মুর্ডক। ভবিষ্যতে আমরা পরস্পরকে আরও ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করব।" দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত হাত-ধরাধরি করে তারা চলে গেল। ষাঁড়ের মত ড্যাব্‌ডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বসেই রইল।

"কাজটা তাহলে সাঙ্গ করলেন," শেষ পর্যন্ত সে কথা বলল। "আপনার কথা অনেক পড়েছি, কিন্তু কখনও বিশ্বাস করি নি। সত্যি আশ্চর্য!"

আমি করমর্দন করতে বাধ্য হলাম। এধরনের প্রশংসাকে গ্রহণ করা মানেই নিজের মানদণ্ডকে নীচু করা।

"প্রথমটা বুঝতে দেরী হয়েছিল—মারাত্মক রকমের দেরী। মৃতদেহটা যদি জলের মধ্যে পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিকে এড়াতে পারত না। ঐ তোয়ালেটাই আমাকে ভুল বুঝিয়েছে। বেচারি গা মুছবার কথাটা ভাবেই নি, আর তাই আমিও ধরে নিয়েছিলাম যে সে জলেই নামে নি। সেক্ষেত্রে কোন জলজ প্রাণীর দ্বারা আক্রমণের কথাটা আমার মনেই বা আসবে কেন? ওখানেই আমি ভুল করেছিলাম। দেখুন ইন্সপেক্টর, আপনাদের মত পুলিশের লোকদের নিয়ে আমি অনেক সময়ই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে থাকি, কিন্তু 'সায়ানিয়া ক্যাপিল্লাটা' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের উপর প্রায় একহাত নিয়েছে।





গুণ্ঠনবতী আবাসিকার বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Veiled Lodger

মিঃ শার্লক হোমস তেইশ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত ছিল এবং তার মধ্যে সতেরো বছর তার সঙ্গে সহযোগিতা করবার ও তার বিচিত্র কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—একথা ভাবলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে আমার হাতে প্রচুর মাল-মশলা জমে আছে। সমস্যাটা মাল-মশলা সংগ্রহের নয়, সেগুলিকে বেছে নেবার। বর্ষ-পঞ্জীর দীর্ঘ সারি একটা তাক ভর্তি হয়ে আছে; নানা দলিলপত্রে চিঠিপত্রের বাক্সটা বোঝাই; শুধু অপরাধ-তত্ত্বের নয়, শেষ ভিক্টোরীয় যুগের সামাজিক ও সরকারী কুৎসা-কাহিনীর ছাত্রের কাছেও সেগুলি রত্ন-খনি স্বরূপ। এই শেষোক্তদের ব্যাপারে আমি বলতে চাই, যেসব ক্ষুব্ধ পত্রলেখক অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাদের পরিবারের সম্মান অথবা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সুনাম যেন ক্ষুণ্ন না হয় তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। যে সুবিবেচনা ও পেশাগত সম্মানবোধ আমার বন্ধুর চিরদিনের বৈশিষ্ট্য, এইসব স্মৃতি-কথা নির্বাচনের ব্যাপারে সেটা এখনও সমান সক্রিয় এবং কোনরকম বিশ্বাসেরই অমর্যাদা করা হবে না। কিন্তু সম্প্রতিকালে এইসব দলিলপত্র হস্তগত করে সেগুলিকে নষ্ট করবার যে অপচেষ্টা চলেছে, তীব্র ভাষায় আমি তার নিন্দা করছি। এইসব অপকর্মের মূল কোথায় তা আমি জানি, আর তার পুনরাবৃত্তি যদি ঘটে তাহলে সেই রাজনীতিক, আলোকস্তম্ভ এবং শিক্ষিত ঔদরিকের সব কথা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেবার অধিকার মিঃ হোমস আমাকে দিয়েছে।

এইসব স্মৃতি-কথার ভিতর দিয়ে হোমসের যে বিচিত্র অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, হোমস প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার পরিচয় রাখবার সুযোগ পেয়েছে একথা মনে করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কখনও ফলটি পেতে তাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছে, আবার কখনও বা ফলটি সহজেই টুপ করে তার কোলের উপর পড়েছে। কিন্তু এইসব কেস-এর সঙ্গে অনেক সময়ই এমন সব ভয়ংকর মানবিক ট্র্যাজিডি জড়িত থেকেছে যার ফলে তার হাতে এসেছে বিরল ব্যক্তিগত সুযোগ, আর এখন আমি সেই-রকম একটি বিরল সুযোগের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করতে চাই। সে কাজটি করতে বসে নাম ও জায়গার কিছুটা পরিবর্তন করেছি, কিন্তু ঘটনাগুলি হুবহু একই রাখা হয়েছে।

একদা প্রাকমধ্যাহ্নকালে—১৮৯৬ সালের শেষের দিকে—হোমসের একটি

দ্রুত লিখিত চিরকুট পেলাম—আমার যাওয়া চাই। সেখানে পৌঁছে দেখলাম ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরে সে বসে আছে, আর তার উল্টো দিকের চেয়ারে বসে আছে একটি বয়স্কা, মাতৃসমা, আমুদে বাড়িউলি ধরনের স্ত্রীলোক।

হাত নেড়ে বন্ধুবর বলল, "ইনি দক্ষিণ ব্রিক্সটন-এর মিসেস মেরিলো। তোমার নোংরা অভ্যাসটা যদি ঝালিয়ে নিতে চাও ওয়াটসন, তাহলে সে ধূমপানে মিসেস মেরিলোর কোন আপত্তি নেই। মিসেস মেরিলো একটি চিত্তাকর্ষক গল্প বলবেন, আর তার থেকে এমন সব ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে যেখানে তোমার উপস্থিতি কাজে লাগতে পারে।"

"আমি কি কোনরকম সাহায্য—"

"মিসেস মেরিলো, একটা কথা মনে রাখবেন যে আমি যদি মিসেস রোণ্ডার-এর কাছে যাই তাহলে একজন সাক্ষী আমি সঙ্গে রাখতে চাই। আমরা যাবার আগেই সে-কথা তাকে জানিয়ে রাখবেন।"

আমাদের অতিথি বলল "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন মিঃ হোমস। আপনার সঙ্গে দেখা করতে তিনি এতই ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন যে, সারা গ্রামটা-কেও আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন!"

"তাহলে বিকেলের আগে আগেই আমরা আসছি। যাবার আগে ঘটনাগুলো আমরা ঠিক ঠিক জেনে নিতে চাই। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলে ডাঃ ওয়াটসন-এর পক্ষে অবস্থাটা বুঝতে সুবিধা হবে। আপনি বলছেন, মিসেস রোণ্ডার সাত বছর হল আপনার বাড়িতে আছেন, আর এর মধ্যে মাত্র একটি বার আপনি তার মুখ দেখতে পেয়েছেন।"

"ঈশ্বরের কৃপায় যদি তা না দেখতে হত!" মিসেস মেরিলো বলল।

"আমি তো শুনলাম, সে মুখটা ভীষণভাবে বিকৃত।"

"দেখুন মিঃ হোমস, সেটাকে মুখে বলা চলে কি না তাই সন্দেহ। একবার আমাদের গোয়ালা তাকে উপরের জানালা থেকে উঁকি মারতে দেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের টিন পড়ে গিয়ে দুধটা সামনের বাগানময় ছড়িয়ে পড়েছিল। কীরকম মুখ তাহলে বুঝুন। আমি যখন তাকে দেখতে পেয়েছিলাম—তার অজান্তেই সেখানে আমি গিয়েছিলাম—তখন তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'মিসেস মেরিলো, এখন বুঝতে পারলেন তো কেন আমি কখনও ঘোমটা খুলি না।"

"তার ইতিহাস কিছু জানেন কি?"

"কিছুই না।"

"আসবার আগে তিনি কারও পরিচয় দিয়েছিলেন কি?"

"না স্যার। তিনি দিয়েছিলেন নগদ টাকা—প্রচুর পরিমাণে। তিন মাসের ভাড়া টেবিলের উপর আগাম, আর ভাড়া নিয়ে কোনরকম দর-দস্তুর

নয়। আজকালকার দিনে আমার মত একটি গরীব মেয়েমানুষ এরকম সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে না।"

"আপনার বাড়িটাই কেন তিনি পছন্দ করেছিলেন তার কোন কারণ বলেছিলেন কি?"

আমার বাড়িটা রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা পিছনে, আর সেইজন্ত অন্ত বাড়ির তুলনায় আব্রুটা একটু বেশী। তার উপরে আমি শুধু একজন ভাড়াটেই রাখি, আর আমার নিজেরও কোন পরিজন নেই। মনে হয়, অন্ত সব বাড়িও তিনি খুঁজে দেখেছেন, আর আমার বাড়িটাই তার পক্ষে সবচাইতে সুবিধাজনক বলে মনে করেছেন। তিনি গোপনীয়তাই খুঁজছেন আর সেজন্ত টাকা খরচ করতেও রাজী।"

"আপনি বলছেন, একটি আকস্মিক সুযোগে মাত্র একবার ছাড়া প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মুখ তিনি কখনও দেখান নি। দেখুন, কাহিনীটি খুবই উল্লেখযোগ্য, একান্ত উল্লেখযোগ্য! কাজেই আপনি যে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জেনে নিতে চাইছেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

খুঁটিয়ে জানতে আমি মোটেই চাই না মিঃ হোমস; ভাড়াটা পেলেই আমি খুশি। এরকম শান্তশিষ্ট ভাড়াটে আপনি কোথাও পাবেন না; তার চাইতে নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটেও দুর্লভ।"

"তাহলে ব্যাপারটা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল কিসে?"

"তার স্বাস্থ্যের জন্ত মিঃ হোমস। তিনি যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। তার মনের মধ্যে একটা ভয়ংকর ব্যাপার কিছু চলছে। 'খুন! খুন!' বলে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন। একদিন শুনলাম তিনি চীৎকার করে বলছেন, 'তুমি একটা নিষ্ঠুর জন্তু! একটা রাক্ষস!' তখন বেশ রাত, কথাগুলি সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। কাজেই সকালেই তার কাছে গেলাম। বললাম, 'মিসেস রোণ্ডার, আপনার আত্মাকে যদি কেউ বিরক্ত করতে থাকে, তাহলে তো পাদরি আছেন, পুলিশ আছেন। তাদের কারও না কারও কাছে আপনি নিশ্চয় সাহায্য পাবেন।' তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, এটা পুলিশের ব্যাপার নয়। আর আমার মৃত্যুর আগে কেউ যদি আসল সত্যটা জানত তাহলে আমার মন শান্তি পেত।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনি যদি ওদের কাউকেই ডাকতে না চান, তাহলে—এই গোয়েন্দা ভদ্রলোকটির কথা তো আমরা অনেক পড়েছি—' আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মিঃ হোমস। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথাটা লুফে নিলেন। বললেন, 'এই সঠিক লোক। কী আশ্চর্য, তার কথা আমার আগে মনে পড়ে নি। তাকে এখানে নিয়ে আসুন মিসেস মেরিলো। তিনি যদি আসতে না চান, তাহলে তাকে বলবেন আমি রোণ্ডার-এর বন্ত জন্তু প্রদর্শনীর স্ত্রী। এ কথা বলে তাকে আব্বাস পার্ভা নামটাও

বলবেন।' এই যে নামটা তিনি লিখে দিয়েছেন—আব্বাস পার্ভা। আমি যা ভাবছি তিনি যদি সেই লোক হন তাহলে এই নাম শুনে তিনি নিশ্চয় আসবেন।"

"সত্যি তিনি যাবেন" হোমস মন্তব্য করল। "ঠিক আছে মিসেস মেরিলো। ডাঃ ওয়াটসন-এর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার। তাতেই দুপুরের খাবার সময় হয়ে যাবে। কাজেই তিনটে নাগাদ আপনার ব্রিক্সটন-এর বাড়িতে আমাদের আশা করতে পারেন।"

আমাদের অতিথি হেলতে দুলতে ঘর থেকে চলে যাওয়ামাত্রই—মিসেস মেরিলোর নিষ্ক্রমণকে অন্য কোনভাবে বর্ণনা করা যায় না—শার্লক হোমস ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে ঘরের কোণে রাখা সাধারণ বইয়ের স্তূপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট শুধু পাতা ওল্টানোর শব্দ শোনা গেল, আর তারপরেই আকাংখিত বস্তুটি পেয়ে খুশিতে সে চুক্-চুক্ শব্দ করে উঠল। সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে সেখান থেকে না উঠে দুই পা ভেঙে এক বিচিত্র বুদ্ধের মত মেঝেতেই বসে রইল ; তার চারপাশে বড় বড় বইয়ের স্তূপ, আর হাঁটুর উপর একখানি বই খোলা।

"ওয়াটসন, তখন কেসটা আমাকে খুবই বিব্রত করেছিল। এর পাশে আমি যে মন্তব্য লিখে রেখেছি তা থেকেই সেটার প্রমাণ মিলবে। স্বীকার করছি, কেসটার কোন হিল্লেই আমি করতে পারি নি। তবু করোনার যে ভুল করেছেন সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আব্বাস পার্ভা দুর্ঘটনার কোন কথা কি তোমার মনে নেই ?"

"না তো!"

"অথচ তুমি তখন আমার সঙ্গেই ছিলে। অবশ্য সে ব্যাপারে আমার নিজের ধারণাটাই ছিল ভাসা ভাসা , কোন প্রমাণও হাতে ছিল না ; তাছাড়া কোন পক্ষই আমার সাহায্যও নিতে আসে নি। যত্ন করে কাগজপত্রগুলো পড়ে দেখবে কি ?"

"মূল কথাগুলো কি আমাকে বলে দিতে পার না ?"

"সেটা তো সহজেই করা যাবে। আমি বলতে শুরু করলেই হয় তো সব কথা তোমার মনে পড়ে যাবে! অবশ্য রোণ্ডার-এর নাম তখন ঘরে ঘরে ফিরত। তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্য জন্তুর খেলোয়াড় উম্বওয়েল এবং স্যাঙ্গার-এর সে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য সে যে মদ খেতে শুরু করেছিল তার প্রমাণ আছে, এবং দুর্ঘটনার সময়ে সে ও তার প্রদর্শনীর মান বেশ নেমে গিয়েছিল। বার্কশায়ার-এর একটি ছোট গ্রাম আব্বাস পার্ভা-তে যখন প্রদর্শনীর দলটা রাতের জন্য থেমেছিল তখনই এই আতংকের ঘটনাটা ঘটেছিল। তারা হাঁটাপথে উইম্বলডন-এর দিকে যাচ্ছিল। সেখানে তারা রাতটা কাটাবার জন্যই থেমেছিল, কোনরকম প্রদর্শনীর জন্য নয়। কারণ

জায়গাটা এত ছোট যে প্রদর্শনী খুললে খরচ পোষাত না।

"তাদের প্রদর্শনীর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে ছিল উত্তর আফ্রিকার একটি চমৎকার সিংহ। 'সাহারা-রাজ' ছিল তার নাম; রোণ্ডার ও তার স্ত্রী খাঁচার ভিতরেই সিংহটার খেলা দেখাত। দেখ, তাদের খেলার একটা ফটোগ্রাফ এখানে আছে। এটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে রোণ্ডার ছিল একটি অতিকায় শূকরজাতীয় পুরুষ, আর তার স্ত্রী ছিল একটি অতি মনোহারিণী নারী। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, সিংহটা যে খুবই বিপজ্জনক তার কিছু কিছু পরিচয় সকলেই জানত, কিন্তু যেমন হয়ে থাকে, দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে দেখা দিয়েছিল অবজ্ঞা, আর সিংহটাই যে বিপজ্জনক সে খেয়ালই কারও ছিল না।

"হয় রোণ্ডার না হয় তার স্ত্রী রাতের বেলা সিংহটাকে খাওয়াত। কখনও একজন, কখনও বা দুজনই যেত, কিন্তু খাবার দেবার কাজটা তারা কখনই অন্য কাউকে দিত না, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে যতদিন তারা খাবার বয়ে নিয়ে যাবে ততদিন সিংহটা তাদের উপকারী বলে মনে করবে এবং কখনও তাদের আক্রমণ করবে না। সাত বছর আগে সেই বিশেষ রাতটিতে তারা দুজনই গিয়েছিল আর একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল; তার বিস্তারিত বিবরণ কখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি।

"মনে হয় মাঝরাত নাগাদ পশুটার গর্জনে ও স্ত্রীলোকটির আর্ত চীৎকারে সারা তাঁবুর লোক জেগে উঠেছিল। ঝাড়ুদার ও কর্মচারীরা লণ্ঠন হাতে নিয়ে যে যার তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল এবং লণ্ঠনের আলোয় একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। খাঁচাটা খোলা, আর খাঁচা থেকে গজ দশেক দূরে রোণ্ডার পড়ে আছে, তার মাথার পিছন দিকটা সম্পূর্ণ থেঁতলে গেছে এবং খুলির চামড়ায় নখের দাগ গভীর হয়ে বসে গেছে। খাঁচার দরজার কাছে মিসেস রোণ্ডার উপুর হয়ে পড়ে আছে, আর জন্তুটা তার উপর বসে গর্জন করছে। তার মুখটাকে এমনভাবে ছিঁড়ে ফেলেছে যে সে যে আবার বেঁচে উঠবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। শক্তিমান লিওনার্ডো ও ভাঁড় গ্রিগস্ সার্কাসের লোকজন নিয়ে লাঠিসোটা দিয়ে তাড়া করায় জন্তুটা লাফ দিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সিংহটা কেমন করে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেটাই রহস্য। সকলে ধরে নিয়েছিল, স্বামী-স্ত্রী দুজনই খাঁচার মধ্যে ঢুকতে গিয়েছিল, কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই জন্তুটা তাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। সাক্ষ্য-প্রমাণে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু জানা যায় নি; শুধু একটা কথা জানা যায় যে, তারা যে কামরাটাতে থাকত স্ত্রীকে যখন সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন যন্ত্রণায় বিকারের ঘোরে সে বার বার চীৎকার করে বলেছিল, 'কাপুরুষ! কাপুরুষ!' সাক্ষী দেবার মত অবস্থায় আসতে

তার ছ' মাস সময় লেগেছিল ; যথারীতি তদন্ত করে রায় দেওয়া হয়েছিল যে দুঃসাহসিকতার ফলেই মৃত্যু ঘটেছিল।"

"এ ছাড়া বিকল্প রায় আর কিই বা হতে পারত ?" আমি বললাম।

"কথাটা ঠিকই বলেছ। কিন্তু এমন দু' একটি বিষয় ছিল যা নিয়ে বার্কশায়ার কনস্টেবল-বাহিনীর তরুণ এডমাণ্ড্স্ খুবই চিন্তিত হয়েছিল। ছোকরা খুব চালাক-চতুর। পরবর্তীকালে তাকে এলাহাবাদে পাঠানো হয়েছিল। এইভাবেই আমি ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, কারণ সে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং দু' এক প্রস্থ পাইপ টানতে টানতে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনাও করেছিল।"

"পাতলা গড়নের মাথায় হলদে চুল লোকটি কি ?"

"ঠিক। আমি জানতাম তুমি ঠিক ধরতে পারবে।"

"কিন্তু তার চিন্তার কারণ কি হয়েছিল ?"

"দেখ, আমরা দুজনই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠিকমত গড়ে তোলা খুবই কষ্টকর মনে হয়েছিল। সিংহটার দিক থেকেই দেখ। সে ছাড়া পেল। তারপর কি করল ? প্রায় আধ ডজন লাফ মেরে তবে রোণ্ডারএর কাছে পৌঁছল। রোণ্ডার পালাতে চেষ্টা করল—নখরের দাগগুলো ছিল মাথার পিছন দিকে—কিন্তু সিংহটা তাকে থাবা মেরে ফেলে দিল। তারপর লাফ দিয়ে পালিয়ে না গিয়ে সে খাঁচার কাছে স্ত্রীলোকটির কাছে ফিরে গেল এবং তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে তার মুখটা চিবুতে শুরু করল। তারপর দেখ, তার চীৎকারের কথাগুলি শুনে মনে হয় যে কারণ যাই হোক স্বামীর কাছ থেকে যথাযথ সাহায্য সে পায় নি। সে বেচারা তাকে কি ভাবেই বা সাহায্য করতে পারত। অসুবিধাগুলি বুঝতে পারছ ?"

"ভালই বুঝতে পারছি।"

"তারপর আরও একটা কথা। এখন নতুন করে ভাবতে বসে কথাটা আমার মনে এল। সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, যখন সিংহটা গর্জন করছিল আর স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ করছিল, তখন একটি লোক আতংকে হাঁক-ডাক করছিল।"

"সে লোক নিঃসন্দেহে রোণ্ডার।"

"দেখ, যার খুলিটাই থেঁতো হয়ে গেছে সে আবার কথা বলতে থাকবে —এটা তুমি আশা করতে পার না। অথচ অন্তত দু' জন সাক্ষী বলেছে যে, স্ত্রীলোকটির চীৎকারের সঙ্গে একটি পুরুষের চীৎকারও মিশেছিল।"

"আমার তো মনে হয় তাঁবুর সমস্ত লোকই তৎক্ষণে চীৎকার করতে শুরু করেছিল। আর অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি হয় তো একটা সমাধানের কথা বলতে পারি।"

"আনন্দের সঙ্গেই তোমার বক্তব্য বিবেচনা করে দেখব।"

"সিংহটা যখন ছাড়া পেল তখন তারা দুজনেই খাঁচা থেকে দশ গজ দূরে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি পিছন ফিরতেই সিংহটা তাকে ফেলে দেয়। তখন খাঁচার ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবার কথাটা স্ত্রীলোকটির মাথায় আসে। সেটাই তখন তার বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়। সে খাঁচার দিকে ছুটে যায় এবং তার কাছে পৌঁছনো মাত্রই জন্তুটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকেও ফেলে দেয়। পিছন ফিরে জন্তুটার রাগ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই সে তার স্বামীর উপর রাগ করেছিল। দুজনে মিলে মুখোমুখি তাড়া করলে হয়তো তারা সিংহটাকে বাগে আনতে পারত। আর সেই জন্যই সে চেঁচিয়ে বলেছিল কাপুরুষ!"

"চমৎকার ওয়াটসন! কিন্তু তোমার এই হীরেতে একটি কলংকের দাগ আছে।"

"কি কলংক হোমস?"

"তারা দুজনেই যদি খাঁচা থেকে দশ গজ দূরে ছিল, তাহলে জন্তুটা ছাড়া পেল কেমন করে?"

"এটা কি হতে পারে না যে তাদের এমন কোন শত্রু ছিল যে খাঁচাটা খুলে দিয়েছিল?"

"কিন্তু সিংহটা যখন তাদের সঙ্গে খেলা দেখাত, খাঁচার ভিতরে তাদের সঙ্গে নানারকম কসরৎ করত, তখন হঠাৎ এমন নৃশংসভাবে তাদের আক্রমণই বা করবে কেন?"

"সম্ভবত সেই একই শত্রু এমনকিছু করেছিল যাতে সিংহটা ক্রুদ্ধ হয়েই ছিল।"

হোমসকে বেশ চিন্তিত মনে হল। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে রইল।

"দেখ ওয়াটসন, তোমার মতের স্বপক্ষে এই কথাগুলি বলা যেতে পারে। রোণ্ডার অনেক শত্রু ছিল। এডমাণ্ড্স্ আমাকে বলেছিল যে মাতাল অবস্থায় সে দুর্ধর্ষ। লোকটা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক; যে তার কাছে আসত তাকেই সে যাচ্ছেতাই বকুনি দিত ও মার লাগাত। আমার তো ধারণা আমাদের অতিথি রাক্ষস-রাক্ষস বলে যে চেঁচামেচির কথা বলে গেলেন সেটা প্রয়াত প্রিয়জনের নৈশ স্মৃতিমাত্র। সে যাই হোক, সব তথ্য-প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এসব কল্পনা নিরর্থক। অতএব ওয়াটসন, আলমারির তাকে তিতিরের ঠাণ্ডা মাংস আর বোতলে মঁত্রাচেট মদ আছে; তাদের সঙ্গে নতুন করে দেখা করবার আগে এস আমাদের কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে তুলি।"

গাড়িটা আমাদের মিসেস মেরিলোর বাড়িতে পৌঁছে দিলে দেখলাম, মোটাসোটা ভদ্রমহিলাটি তার অবসরকালীন সাধারণ বাড়িটার খোলা দরজাটা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, পাছে তার দামী ভাড়াটেটিকে হারাতে হয় সেটাই তার প্রধান দুশ্চিন্তা। আমাদের পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে যাবার আগে সে আমাদের অনুনয় করে বলল, সেই অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটতে পারে এরকম কোন কিছু যেন আমরা না বলি বা না করি। তখন তাকে তদনুযায়ী কথা দিয়ে বাজে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে তার পিছন-পিছন উঠে গেলাম এবং সেই রহস্যময়ী আবাসিকার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘরের বাসিন্দাটি কদাচিৎ বাইরে বেরোয় বলেই হয়তো ঘরটা বদ্ধ, ছাতা-পরা ও আলোবাতাসহীন। পশুদের খাঁচায় বদ্ধ করে রাখত বলেই হয়তো নিয়তির পরিহাসে স্ত্রীলোকটি নিজেই এখন খাঁচায় আবদ্ধ জন্তুতে পরিণত হয়েছে। ঘরের অন্ধকার কোণে একটা ভাঙা হাতল-চেয়ারে সে বসেছিল। বিনা কাজে দীর্ঘদিন কাটানোর ফলে তার চেহারায় একটা কাঠিন্য এসেছে; কিন্তু একসময় সে সুন্দরীই ছিল; এখনও বেশ ভরাট ও উজ্জ্বল চেহারা। একটা ঘন কালো ওড়নায় মুখটা ঢাকা; ওড়নাটা উপরের ঠোঁটের কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে; ফলে একটি সুগঠিত মুখ ও সুন্দর গোল থুত্নি চোখে পড়ে। বেশ বুঝতে পারলাম, একসময় সে খুবই মনোরমা ছিল। তার কণ্ঠস্বরও সুরেলা ও প্রীতিপ্রদ।

সে বলল, "মিঃ হোমস, আমার নামটা আপনার অপরিচিত নয়। আমি জানতাম, নামটা শুনলেই আপনি আসবেন।"

"ঠিকই ধরেছেন ম্যাডাম; যদিও আমি যে আপনার ব্যাপারে আগ্রহী সেটা আপনি কি করে জানলেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"স্বাস্থ্য ফিরে পাবার পরে জেলা-গোয়েন্দা মিঃ এডমাণ্ড্স্ যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখনই আমি এটা জেনেছিলাম। কিন্তু তার কাছে আমি মিথ্যা বলেছিলাম। হয়তো তাকে সত্য কথাটা বলাই বুদ্ধির কাজ হত।"

"সত্যভাষণ সাধারণতই বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু তাদের কাছে মিথ্যা বলেছিলেন কেন?"

"যেহেতু অন্য একজনের ভাগ্য তার উপর নির্ভর করছিল। আমি জানি, সে একটি অপদার্থ; তবু তার সর্বনাশ আমার বিবেকের উপর চেপে বসুক এটা আমি চাই নি। আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম—খুব ঘনিষ্ঠ!"

"কিন্তু সে বাধা কি দূর হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার। যে লোকটির কথা বললাম সে মারা গেছে।"

"তাহলে আপনি যাকিছু জানেন সেকথা পুলিশকে বলছেন না কেন?"

"কারণ আরও একজনের কথা ভাববার আছে। সে একজন আমি নিজে। পুলিশীতদন্তের ফলে যে কুৎসা প্রচারিত হবে এবং সেটা যেভাবে

ছড়াবে সেটা আমার সহ্য হবে না। আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, কিন্তু আমি শান্তিতে মরতে চাই। তাই একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আমার ভয়ংকর কাহিনীটা বলে যেতে চাই, যাতে আমার অবর্তমানে সব ব্যাপারটা লোকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।"

"আপনি আমার প্রশংসা করলেন ম্যাডাম। কিন্তু আমি একজন দায়িত্বশীল লোক। কাজেই আপনার মুখ থেকে সব কথা শুনবার পরে আমি যে কর্তব্যবোধে দরকার হলে সেকথা পুলিশকেও জানাব না এরকম প্রতিশ্রুতি তো আপনাকে দিতে পারি না।"

"তা আপনি পারেন না মিঃ হোমস। আপনার চরিত্র ও কর্ম-পদ্ধতি আমি ভাল করেই জানি, কারণ বেশ কয়েক বছর ধরেই আপনার কাজ-কর্মের খবর আমি রাখি। নিয়তির কৃপায় একমাত্র পড়াশুনার আনন্দটাই এখনও আমার কপালে আছে। তাই পৃথিবীর কোন খবরই আমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। কিন্তু সে যাই হোক, একটা সুযোগ আমি নিচ্ছি, যাতে আমার জীবনের শোচনীয় দুর্ঘটনাকে আপনি কোন কাজে লাগাতে পারেন। সেটা বলতে পারলে আমার মনটাও শান্ত হবে।"

"আমার বন্ধু ও আমি সানন্দে আপনার কাহিনী শুনব।"

স্ত্রীলোকটি উঠে গিয়ে দেরাজের ভিতর থেকে একটি পুরুষের ফটোগ্রাফ বের করল। দেখলেই বোঝা যায় দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল দেখানোই ছিল লোকটির পেশা—চমৎকার সুগঠিত দেহ, প্রকাণ্ড দুটি বাহু উঁচু বুকের উপর আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করা, ভারী গোঁফের নীচ থেকে ফুটে উঠেছে হাসির রেখা—বহু বিজয়-গৌরবে আত্মতৃপ্ত মানুষের হাসি।

"এই হল লিওনার্ডো," সে বলল।

"সেই শক্তিমান লিওনার্ডো যে সাক্ষী দিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ সেই আর এই যে—এই আমার স্বামী।"

একখানা ভয়ংকর মুখ—মানুষের আকৃতিতে একটা শুয়োর, বরং বলা যায় মানুষের আকৃতিতে একটা বুনো শুয়োর, কারণ পাশবিকতায় সে ছিল দুর্জয়। রাগে সেই ভীষণ মুখে যখন দাঁতগুলো কড়-মড় করে এবং কস বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে তখনকার চেহারা সহজেই কল্পনা করা যায়। সেই দুটি ক্ষুদে শয়তানী চোখ যখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নিছক বিদ্বেষের তীর ছুঁড়তে থাকে তখনকার অবস্থাটাও ভেবে নেওয়া যেতে পারে। বদমাস, গুণ্ডা, পশু—ভারী চোয়ালের ওই মুখে যেন এইসব কথাগুলিই লেখা আছে।

"এই দুখানি ছবি আমার কাহিনীকে অনুসরণ করতে আপনাদের সাহায্য করবে। আমি ছিলাম সার্কাসের একটি গরীব মেয়ে। বুঝি বা করাতের গুঁড়ো খেয়েই মানুষ হয়েছি। যখন দশ বছর বয়স তখনই চাকার ভিতর

দিয়ে লাফিয়ে খেলা দেখাতাম। যখন মেয়ে মানুষ হয়ে উঠলাম তখন এই লোকটি আমাকে ভালবাসল, অবশ্য তার সেই কামুকতাকে যদি ভালবাসা বলা যায়, আর এক অশুভ মুহূর্তে আমি হয়ে গেলাম তার স্ত্রী। সেইদিন থেকে আমি পড়লাম নরকে, আর সেই শয়তান আমায় জ্বালাতে শুরু করল। সারা দলটায় এমন একজনও ছিল না যে এ খবর না জানত। অন্যকে ভোগ করবার জন্য সে আমাকে ত্যাগ করল। তা নিয়ে কথা বললেই সে আমাকে বেঁধে ফেলে চাবুক মারত। সকলেই আমাকে করুণা করত, আর তাকে করত ঘৃণা, কিন্তু তারাই বা কি করবে? সকলে তাকে ভয় করত। কারণ তার প্রকৃতিই ছিল ভয়ংকর, আর মদ খেলে তাকে যেন খুনে পেয়ে বসত। মারামারি করা এবং জানোয়ারদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার জন্য অনেকবার তার অর্থদণ্ড হয়েছে, কিন্তু তার হাতে প্রচুর অর্থ ছিল, তাই অর্থদণ্ড তার কাছে কিছুই না। সব ভাল ভাল লোক দল ছেড়ে চলে যেতে লাগল, আর আমাদের দলেরও পতন হতে শুরু করল। বাচ্চা ভাঁড় জিমি গ্রিগস্‌কে নিয়ে লিওনার্ডো-ও আমি কোনরকমে দল চালাতে লাগলাম। বিশেষ কিছু করবার না থাকলেও সেই শয়তানটাও সাধ্যমত আমাদের সাহায্য করত।

"লিওনার্ডো ক্রমেই আমার জীবনের কাছাকাছি এসে পড়ল। সে যে দেখতে কেমন ছিল তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আজ বুঝতে পারছি ঐ সুন্দর দেহটার মধ্যে কী দীন মূর্তিই না লুকিয়ে ছিল; কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে তুলনায় সে তো দেবদূত গ্যাব্রিয়েল। সে আমাকে দয়া দেখাত, সাহায্য করত; ক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ভালবাসায় রূপান্তরিত হল—গভীর, গভীর উচ্ছ্বাসে-ভরা ভালবাসা, যে ভালবাসার স্বপ্ন আমি দেখেছি কিন্তু কখনও অনুভব করতে পারব সে আশাও করি নি। আমার স্বামীর মনে সন্দেহ দেখা দিল, কিন্তু আমার মনে হয় সে যত বড় গুণ্ডা ততখানিই কাপুরুষ, আর ঐ লিওনার্ডোই একমাত্র লোক যাকে সে ভয় করত। তার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমার উপর নির্যাতন চালিয়েই সে মনের ঝাল মেটাত। একদিন রাতে আমার চীৎকার শুনে লিওনার্ডো আমাদের গাড়ির দরজায় এসে হাজির হল। সেই রাতেই আমরা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলাম। আমার প্রেমিক ও আমি বুঝতে পারলাম যে আর সেটাকে এড়ানো যাবে না। আমার স্বামীর বাঁচবার কোন অধিকার নেই। তাকে মারবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলাম।

লিওনার্ডোর মাথায় এসব বুদ্ধি ভাল খেলে। ফন্দিটা তার মাথায়ই এল। তার ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য এ-কথা বলছি না, কারণ তখন তার সঙ্গে যেকোন জায়গায় যেতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এরকম একটা ফন্দির কথা ভাববার মত বুদ্ধি আমার কোনদিন ছিল না। আমরা একটা মুগুড় বানালাম—লিওনার্ডোই বানাল—তার শিসেয়ভরা মাথায় সে পাঁচটা

লম্বা ইস্পাতের কাঁটা এমনভাবে বাইরের দিকে ছড়িয়ে বসালো যাতে ঠিক সিংহের থাবার মত দেখায়। সেটা দিয়েই স্বামীকে মরণ-আঘাত হানতে হবে; অথচ সকলে জানবে যে সিংহটাই কাজটা করেছে, আর সিংহটাকেও আমরা খাঁচা খুলে ছেড়ে দেব।

"সে রাতটা ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। যথারীতি আমার স্বামী ও আমি সিংহটাকে খাওয়াতে গেলাম। একটা দস্তার বালতিতে করে কাঁচা মাংস নিলাম। বড় গাড়িটার কোণে লিওনার্ডো লুকিয়ে ছিল। খাঁচার কাছে পৌঁছতে হলে আমাদের সেখান দিয়েই যেতে হবে। তার একটু দেরী হয়ে গেল, সে আঘাত হানবার আগেই আমরা তাকে ছাড়িয়ে চলে গেলাম। কিন্তু পা টিপে টিপে সে আমাদের পিছু নিল। মুগুরের আঘাতে আমার স্বামীর মাথার খুলি গুঁড়ো হয়ে গেল। সে শব্দ শুনে আমার মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। একলাফে এগিয়ে গিয়ে বড় সিংহটার খাঁচার হুড়কো খুলে দিলাম।

"আর তারপরেই ঘটল সেই ভীষণ ঘটনা। আপনি হয় তো শুনেছেন, এইসব জানোয়ার কত দ্রুত মানুষের রক্তের গন্ধ পায় ও তার ফলে কী রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রবৃত্তির বশেই জানোয়ারটা বুঝতে পারল যে কোন মানুষ খুন হয়েছে। হুড়কো খুলে দিতেই সিংহটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল এবং মুহূর্তের মধ্যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিওনার্ডো আমাকে বাঁচাতে পারত। সে যদি ছুটে এসে মুগুড়টা দিয়ে ওটাকে আঘাত করত তাহলে বোধ হয় তাকে কাবু করতে পারত। কিন্তু সেও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। আমি শুনলাম সে আতংকে চীৎকার করছে, আর তারপরই দেখলাম সে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহটার দাঁতগুলো মুখের উপর চেপে বসল। তার গরম, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসে ততক্ষণ আমার মধ্যে বিষ-ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে; যন্ত্রণায় কোন বোধই আমার ছিল না। হাতের তালু দিয়ে সেই ভাঁপ-ওঠা রক্তাক্ত থাবাগুলোকে সরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আমি তখন সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম, সারা তাঁবুর লোক জেগে উঠেছে। তারপরই অস্পষ্টভাবে মনে হল যে লিওনার্ডো, গ্রিগস্ ও অন্য সকলে মিলে আমাকে সিংহের থাবার নীচ থেকে টেনে বের করছে। তারপর অনেকগুলি শ্রান্ত মাস ধরে সেটাই আমার সর্বশেষ স্মৃতি মিঃ হোমস। আবার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম এবং আয়নায় নিজেকে দেখলাম, তখন সিংহটাকেই অভিশাপ দিলাম—আঃ সে কী অভিশাপ! —আমার রূপকে ছিনিয়ে নিয়েছে বলে নয়, অভিশাপ দিলাম আমার জীবনটাকে ছিনিয়ে নেয় নি বলে। মিঃ হোমস, তখন আমার মনে একটিমাত্র কামনা জাগল, আর সে কামনা পূর্ণ করবার মত যথেষ্ট অর্থ আমার ছিল। সে কামনা

হল, নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রাখব যাতে কেউ আমার মুখ দেখতে না পায়, আর এমন জায়গায় থাকব যেখান থেকে আমার পরিচিত কেউ কোনদিন আমাকে খুঁজে বের করতে না পারে। আমার পক্ষে এছাড়া আর কিছুই তো করার ছিল না আর তাই আমি করেছি। একটি অসহায় আহত জানোয়ার হামাগুড়ি দিয়ে তার গর্তে ঢুকেছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়—ইউজেনিয়া রোণ্ডার-এর এই পরিণাম।"

দুঃখিনী নারী তার কাহিনী শেষ করবার পরে অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে বসে রইলাম। তারপর হোমস তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে এমন সহানুভূতির সঙ্গে সেই নারীর হাতটা চাপড়াতে লাগল যা আর কখনও হোমসকে করতে দেখি নি।

সে বলল, "আহা বেচারি! আহা বেচারি! নিয়তির গতি বোঝা সত্যি শক্ত। এ দুর্দশার কিছুটা ক্ষতিপূরণও যদি পরবর্তীকালে না হয়, তাহলে তো পৃথিবীটাই একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। কিন্তু সেই লিওনার্ডো লোকটির কি হল?"

"সেই থেকে তাকে আর কখনও দেখি নি বা তার কথাও শুনি নি। হয়তো তার সম্পর্কে এতটা তিক্ত মনোভাব পোষণ করে আমি ভুলই করেছি। সিংহের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা যে ভগ্নস্তূপকে নিয়ে আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি হয়তো তাকেও একদিন ভালবাসতে পারত। কিন্তু নারীর ভালবাসা এত সহজে বাতিল হয়ে যায় না। সে আমাকে একটা জানোয়ারের থাবার নীচে ছেড়ে দিয়েছিল, দরকারের সময় সে আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, তবু তাকে ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে দিতে আমি পারি নি। আমার নিজের কি হবে তা নিয়ে আমার কোনরকম মাথা ব্যথা ছিল না। আমি যা হয়েছি তার চাইতে ভয়ংকর আর কি হতে পারে? তবু লিওনার্ডো ও তার ভাগ্যের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম।"

"সে কি মারা গেছে?"

"গত মাসে মার্গারেট-এর কাছে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। খবরের কাগজে তার মৃত্যুর সংবাদ আমি পড়েছি।"

"আর আপনার কাহিনীর সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক অংশ সেই পাঁচটি নখরওয়ালা মুগুরটাকে নিয়ে সে কি করল?"

"আমি বলতে পারব না মিঃ হোমস। তাঁবুটার কাছেই একটা চুনা পাথরের খনি আছে, আর তার পাশেই আছে একটা গভীর সবুজ জলাশয়। হয়তো সেই জলাশয়ের তলে—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওসবের এখন আর কোন গুরুত্বই নেই। কেস-এর উপর যবনিকা পড়ে গেছে।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "হ্যাঁ, যবনিকা পড়ে গেছে।"

আমরা যাবার জন্ত উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা হোমসের মনোযোগ আকর্ষণ করল। সে দ্রুত তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "আপনার জীবনটা আপনার একার নয়। হাতটা সরান।"

"এ জীবন কার কোন্ কাজে লাগবে?"

"আপনি কি করে জানবেন? ধৈর্যের সঙ্গে কষ্টকে সহ্য করাই তো ধৈর্যহারা পৃথিবীর কাছে সবচাইতে দামী দৃষ্টান্ত।"

স্ত্রীলোকটি যে জবাব দিল সেটা ভয়ংকর। গুণ্ঠন খুলে সে আলোয় এসে দাঁড়াল।

বলল, "জানি না আপনি সইতে পারবেন কি না।"

ভয়ংকর। মুখটাই না থাকলে মুখের যে চেহারা হয় ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। সেই বিকট ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দুটি জীবন্ত সুন্দর বাদামী চোখ দৃশ্যটাকে আরও বেদনাদায়ক করে তুলেছে। করুণা ও প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হোমস তার হাতটা তুলল। তারপর দুজন সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

দুদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার ম্যান্টেলপিসের উপরে রাখা একটা ছোট নীল বোতল সে গর্বের সঙ্গে দেখাল। আমি সেটা হাতে নিলাম। তার গায়ে লাল রঙের বিষের টিকিট লাগানো। মুখটা খুলতেই একটা সুন্দর বাদামী গন্ধ নাকে এল।

"প্রুসিক এসিড," আমি বললাম।

"ঠিক। ওটা ডাকে এসেছে। 'আমার প্রলোভন আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম। আপনার উপদেশ মতই চলব।' এইটুকুই লেখা ছিল। ওয়াটসন, যে সাহসী নারী এটা পাঠিয়েছেন আশা করি তার নামটা আমরা ধরতে পেরেছি।"



শোস্‌কুম্ব ওল্ড প্লেস-এর বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Shoscombe Old Place

শার্লক হোমস অনেকক্ষণ যাবৎ একটা নিম্ন-শক্তির অণুবীক্ষণযন্ত্রের উপর ঝুঁকে ছিল। এবার সে শরীরটাকে সোজা করে বিজয়-গর্বে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "এটা শিরিস ওয়াটসন। নিঃসন্দেহে এটা শিরিস। কাঁচের উপরকার ছড়ানো বস্তুগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ।"

চোখ লাগিয়ে যন্ত্রটাকে আমার দৃষ্টি অনুযায়ী ঠিক করে নিলাম।

"চুলের মত যেগুলো দেখছ ওটা টুইডের কোটের সুতো। ধূসর রঙের যা দেখছ সেটা ধুলো। বাঁ দিকে দেখতে পাচ্ছ ঝিল্লির আবরণ-আঁশ। মাঝখানে যে ধূসর ফোঁটাগুলো দেখছ এটা নিঃসন্দেহে শিরিস।"

আমি হেসে বললাম, "বেশ তো, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু তার উপর কিছু নির্ভর করছে কি?"

"এটা খুব চমৎকার পরীক্ষা," সে জবাব দিল। "তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সেণ্ট প্যাংক্রাস কেস-এ মৃত পুলিশটির পাশে একটা টুপি পাওয়া গিয়েছিল। আসামী বলছে টুপিটা তার নয়। কিন্তু সে একজন ছবি-বাঁধাইওয়ালা; সব সময়ই শিরিস নাড়াচাড়া করে থাকে।"

"এটা কি তোমার কোন মামলার ব্যাপার?"

"না; আমার বন্ধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মেরিভেল আমাকে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে বলেছে। যেদিন আমি আস্তিনের ভাঁজে দস্তা ও তামার গুঁড়ো থেকে সেই মুদ্রা-জালিয়াৎ লোকটাকে পাকড়াও করেছিলাম সেদিন থেকেই তারা অণুবীক্ষণযন্ত্রটার গুরুত্ব বুঝতে শিখেছে।" অধীরভাবে সে ঘড়ির দিকে তাকাল। "আমার একজন নতুন মক্কেলের আসবার কথা, কিন্তু তার আসবার সময় তো পার হয়ে গেছে। ভাল কথা ওয়াটসন, তুমি ঘোড়-দৌড়ের কিছু বোঝ কি?"

"বোঝা তো উচিত। আমি যে পেন্সনটা পাই তার প্রায় অর্ধেকটা তো ওতেই খরচ করি।"

"তাহলে তো তোমাকেই 'ঘোড়-দৌড় পঞ্জিকা' বানাতে হচ্ছে। স্যার রবার্ট নরবার্টন সম্বন্ধে কিছু জান কি? নামটা শুনে কিছু কি মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ, সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। লোকটি 'শোস্‌কুম্ব ওল্ড প্লেস'-এ থাকে। আমি সেটা ভাল করেই জানি, কারণ একসময় আমার গ্রীষ্মকালীন বাসস্থানটা ওখানেই ছিল। একসময়ে তো নরবার্টন প্রায় তোমার এক্তিয়ারের মধ্যে এসে পড়েছিল।"

"কি রকম?"

"একদা নিউ মার্কেট হিথ-এর কার্জন স্ট্রীটস্থ সুপরিচিত সুদের কারবারী স্যাম ব্রাউনকে সে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছিল। লোকটা তো প্রায় মরতে বসেছিল।"

"আচ্ছা, বেশ মজার লোক তো! এরকমটা সে প্রায়ই করে নাকি?"

"মানে, বিপজ্জনক লোক হিসাবে তার নাম আছে। সে এখন ইংলণ্ডের সবচাইতে নামকরা ঘোড়সওয়ার—কয়েক বছর আগে 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল' প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছিল। লোকটা বুঝি তার নিজের দলবলকেও

ছাড়িয়ে গেছে। তার জন্মানো উচিত ছিল 'রিজেন্সি'-র আমলে—মুষ্টিযোদ্ধা, ক্রীড়াবিদ, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের ডুবুরি, সুন্দরীদের রসিক নাগর ; এককথায় সবদিক থেকেই সে 'কুইয়ার স্ট্রীট'-এর নীচে নেমে গেছে যে সেখান থেকে আর কখনও ফিরতে পারবে না।"

"চমৎকার ওয়াটসন। মোটা দাগের সুন্দর ছবি! লোকটাকে যেন চিনে ফেলেছি। এবার 'শোস্কুম্ব ওল্ড প্লেস'-এর একটা মোটামুটি বিবরণ দিতে পার কি ?"

"শুধু এইটুকু বলতে পারি যে বাড়িটা শোস্কুম্ব পার্ক-এর মাঝখানে অবস্থিত, আর বিখ্যাত শোস্কুম্ব আস্তাবল আর শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলিও ওখানেই পাওয়া যাবে।"

হোমস বলে উঠল, "আর সেখানকার প্রধান শিক্ষক হলেন জন ম্যাসন। আমার জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ো না ওয়াটসন, কারণ এই দেখ তার চিঠিটার ভাঁজই আমি খুলছি। কিন্তু শোস্কুম্ব সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা দরকার। বেশ শাঁসালো জায়গাতেই হাত পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

আমি বললাম, "শোস্কুম্ব স্প্যানিয়েল-কুকুরের আড্ডাটাও সেখানেই। যেকোন কুকুর-প্রদর্শনীতেই তাদের কথা শোনা যায়। ইংলণ্ডের সব সেরা জাতের কুকুর। তাদের নিয়েই তো শোস্কুম্ব ওল্ড প্লেস-এর কর্ত্রীঠাকরুণের বিশেষ গর্ব।"

"তিনিই বোধ হয় স্যার রবার্ট নরবার্টনের স্ত্রী !"

"স্যার রবার্ট কখনও বিয়েই করেন নি। মনে হয় না করে ভালই করেছেন। বিধবা বোন লেডি বিয়েট্রিস্ ফাণ্ডার-এর সঙ্গেই তিনি থাকেন।"

"তুমি বলছ যে বোনটি তার কাছে থাকেন ?"

"না, না, বাড়িটা ছিল তার স্বর্গত স্বামী স্যার জেমস্-এর। সে বাড়ির উপর নরবার্টন-এর কোন দাবীই নেই। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বাড়িটা লেডি বিয়েট্রিস-এর। তারপরেই মালিক হবেন তার স্বামীর ভাই। আপাতত বাড়িটার ভাড়াপত্র মহিলাটিই আদায় করেন।"

"আর ভাই রবার্ট সেটা খরচ করেন, এই তো ?"

অনেকটা সেইরকমই বটে। লোকটা মহা পাজী, মহিলাটির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শুনেছি তথাপি তিনি ভাইকে ভালবাসেন। কিন্তু শোস্কুম্ব-এ হঠাৎ কি ঘটল ?"

"আহা, সেটাই তো জানতে চাইছি। আর—মনে হচ্ছে—ঐ বোধহয় সেই লোকটিই আসছে যে সব কথা আমাদের বলতে পারবে।"

দরজাটা খুলে গেল ; বাচ্চা চাকরটার সঙ্গে ঘরে ঢুকল একটি লম্বা, পরিষ্কার করে কামানো লোক। তার মুখের কঠোর দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী একমাত্র তাদের মুখেই দেখা যায় যারা ঘোড়া বা ছোট ছেলেদের শিক্ষার ভার

নিয়ে থাকে। মিঃ জন ম্যাসন-এর হাতে এই দুই ধরনের শিক্ষার্থীই অনেক আছে, আর তাকে দেখেও সে কাজের উপযুক্ত লোক বলেই মনে হয়। নিস্পৃহ আত্মম্ভরিতার সঙ্গে অভিবাদন করে সে হোমসের দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় বসল।

"আমার চিঠিটা পেয়েছেন মিঃ হোমস ?"

"পেয়েছি, কিন্তু চিঠিটা থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না !"

"বিষয়টা এতই গোপনীয় যে কাগজে-কলমে লিখে জানানো যায় না। আর খুব জটিলও বটে। তাই তো সামনা-সামনি সে-কথা বলতে এসেছি।"

"ঠিক আছে, আমরা শুনতে প্রস্তুত।"

"মিঃ হোমস, প্রথমেই বলি, আমি মনে করি যে আমার মনিব স্যার রবার্ট পাগল হয়ে গেছেন।"

হোমস ভুরু তুলে তাকাল। বলল, "এটা বেকার স্ট্রীট, হার্লে স্ট্রীট নয়। কিন্তু আপনি একথা বলছেন কেন ?"

"দেখুন স্যার, কোন লোক যখন একটা বা দুটো অদ্ভুত কাজ করে, তার একটা মানে থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার সব কাজই অদ্ভুত হয় তখনই অবাক হতে হয়। আমার বিশ্বাস, 'শোস্‌কুম্ব প্রিন্স' আর 'ডার্বি' তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।"

"ঐ বাচ্চা ঘোড়াটাকেই তো আপনি দৌড়চ্ছেন ?"

"ইংলণ্ডের সেরা ঘোড়া মিঃ হোমস। একথা যদি কেউ জানে তো সে আমি। দেখুন, আপনাকে সব কথাই খুলে বলব, কারণ আমি জানি আপনি একজন সম্মানিত ভদ্রলোক, আর এসব কথা ঘরের বাইরে যাবে না। স্যার রবার্টকে এই 'ডার্বি' খেলাটা জিততেই হবে। ঋণে তিনি আকণ্ঠ ডুবে আছেন, আর এটাই তার শেষ সুযোগ। যা কিছু তিনি যোগাড় করতে পেরেছেন বা ধার করেছেন সবই এই ঘোড়ায় লাগিয়েছেন—আর সেটা বেশ মোটা টাকা। এখন আপনি চল্লিশ পেতে পারেন, কিন্তু যখন লাগিয়েছেন তখন ছিল প্রায় একশ'।"

"কিন্তু ঘোড়াটা যদি এতই ভাল, তাহলে এরকম হবে কেন ?"

"ঘোড়াটা যে কত ভাল তা তো সাধারণ লোক জানে না। স্যার রবার্ট টাউটদের উপর এককাঠি সরেস। 'প্রিন্স'-এর যমজ ভাইটাকে তিনি দৌড় করিয়েছেন। দেখে আপনি তাদের আলাদা করে চিনতে পারবেন না। কিন্তু তারা যখন জোর কদমে ছোটে তখন দু'জনের মধ্যে প্রতি ফার্লং-এ দুই পা'র তফাৎ হয়। ঘোড়া আর ঘোড়-দৌড় ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবেন না। তার জীবনটাই ওর উপর পড়ে আছে। ঘোড়-দৌড়টা পর্যন্ত তিনি ইহুদিদের ঠেকিয়ে রেখেছে। এখন 'প্রিন্স' যদি তাকে ফাঁসায় তাহলেই তিনি গেলেন।"

"জুয়া খেলাটা একটু বেপরোয়া হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে পাগলামির কথা আসছে কোথায় ?"

"দেখুন, প্রথম কথাই হল, তাকে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। রাতে তিনি একটুও ঘুমোন বলে তো মনে হয় না। সব সময়েই আস্তাবলেই পড়ে আছেন। চোখ দুটো ঘুরছে। স্নায়ুর উপর এতটা চাপ পড়েছে যে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তারপর লেডি বিয়েট্রিস-এর প্রতি তার আচরণ !"

"আচ্ছা ! সেটা কিরকম ?"

"দুজন সব সময়ই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ছিলেন। দুজনের একই রুচি, তিনি যেমন ঘোড়া ভালবাসেন মহিলাটিও সেইরকমই ভালবাসেন। প্রতিদিন একই সময়ে মহিলাটি গাড়ি হাঁকিয়ে ঘোড়াগুলোকে দেখতে যান। আর তিনিও সবচাইতে বেশী ভালবাসেন 'প্রিন্স'-কে। পাথরের উপর চাকার শব্দ শুনলেই সেটাও কান খাড়া করে প্রতিদিন সকালে গাড়ির কাছে ছুটে যায় এক-টুকরো মিছরির লোভে। কিন্তু এখন সে সবই খতম হয়ে গেছে।"

"কেন ?"

"মানে, ঘোড়া সম্পর্কে মহিলাটির কোন আগ্রহই এখন নেই। এক সপ্তাহ হয়ে গেল তিনি আস্তাবলের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যান, অথচ একটিবার 'গুডমর্ণিং'-ও বলেন না।"

"আপনি কি মনে করেন তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে ?"

"অসভ্য, ঘৃণ্য, তিক্ত ঝগড়া। নাহলে যে আদরের স্প্যানিয়েলটাকে মহিলাটি নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন সেটাকে ভদ্রলোক হঠাৎ বিলিয়ে দেবেন কেন ? কয়েক দিন আগেই তিনি মাইল তিনেক দূরবর্তী ক্রেন্-ডাল-এ অবস্থিত 'গ্রীন ড্রাগন'-এর মালিক বুড়ো বার্নেসকে কুকুরটা দিয়ে দিয়েছেন।"

"খুবই অদ্ভুত তো !"

"অবশ্য দুর্বল হৃদযন্ত্র ও উদরী রোগে তিনি এতই কাহিল যে স্যার রবার্টকে ছাড়া তিনি যে চলতে পারবেন সেটা কেউ আশাও করে নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি দুটি ঘণ্টা মহিলার ঘরে কাটাতেন। মহিলাটির মত বন্ধু হয় না, কাজেই তিনিও তার জন্য যথাসাধ্য করতেন। কিন্তু এখন সব শেষ হয়ে গেছে। ভদ্রলোক মহিলাটির কাছেও ঘেঁষেন না। এতে মহিলাটির বুকে বড়ই আঘাত লেগেছে। তিনি সব সময় বসে বসে ভাবেন আর মদ খান। কি বলব মিঃ হোমস, তিনি মাছের মত মদে ডুবে আছেন।"

"এই ছাড়াছাড়ির আগেও কি তিনি মদ খেতেন ?"

"এক গ্লাস খেতেন, কিন্তু এখন তো সন্ধ্যায় একটা পুরো বোতল চলছে। খানসামা ষ্টিফেন্স তো আমাকে তাই বলেছে। সব কেমন বদলে গেছে মিঃ হোমস, সব যেন পচে গেছে। কিন্তু ওদিকে আবার দেখুন,

রাতের বেলা পুরনো গির্জার গুহার মধ্যেই বা মিঃ রবার্টস কি করে বেড়াচ্ছেন? সেখানে যে লোকটি তার সঙ্গে দেখা করতে আসে সেই বা কে?"

হোমস হাত ঘসতে লাগল।

"বলে যান মিঃ ম্যাসন। আপনার কথা ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।"

"খানসামাটিই তাকে যেতে দেখেছে। তখন রাত বারোটা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই পরদিন রাতে আমি নিজেই সেখানে হাজির হলাম ঠিক। মনিব বেরিয়ে গেলেন। ষ্টিফেন্স ও আমি পিছু নিলাম। কাজটা মোটেই সুবিধার নয়, কারণ তিনি আমাদের দেখে ফেললে অবস্থাটা খুবই খারাপ হয়ে পড়ত। একবার ঘুষি ঝাড়তে শুরু করলে তিনি বড় ভয়ংকর মানুষ; কাউকে রেহাই দেবার পাত্র নন। কাজেই তার খুব কাছাকাছি যাবার সাহস আমাদের হয় নি, তবু দূর থেকেই তার উপর বেশ ভালভাবেই নজর রেখেছিলাম। ভূতুড়ে গুহাটার দিকেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সেখানেও একটি লোক তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল।"

"ভূতুড়ে গুহাটা কি বস্তু?"

"তাহলে শুনুন স্যার। পার্কের মধ্যে একটা পুরনো ভাঙা গির্জা আছে। এতই পুরনো যে কবে ওটা তৈরি হয়েছিল তা কেউ জানে না। তার নীচে একটা কুখ্যাত গুহা আছে। দিনের বেলাতেই জায়গাটা অন্ধকার স্যাঁতসেতে ও নির্জন; রাতের বেলা ওখানে যেতে পারে এমন সাহস এ অঞ্চলের কারও নেই। কিন্তু মনিবের ভয়-ডর নেই। জীবনে তিনি কখনও কোন কিছুকে ভয় করেন নি। তবু রাতের বেলায় ওখানে তিনি কি করতে যান?"

"একটু সবুর করুন," হোমস বলল। "আপনি বললেন সেখানে আরও একজন ছিল। সে নিশ্চয় আপনার আস্তাবলের কোন লোক, আর না হয় ঐ বাড়ির কোন লোক। তাকে ধরে সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন না কেন?"

"লোকটি আমার পরিচিত কেউ নয়।"

"কি করে বুঝলেন?"

"কারণ আমি তাকে দেখেছি মিঃ হোমস। সেই দ্বিতীয় রাতে। স্যার রবার্ট মুখ ঘুরিয়ে আমাদের—আমার ও ষ্টিফেন্সের পাশ দিয়ে দুটো বাচ্চা খরগোসের মত ঝোপের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন। সেদিন রাতে কিছুটা চাঁদের আলো ছিল। শব্দ শুনেই বুঝলাম, অন্য লোকটিও তার পিছু নিয়েছে। তাকে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। কাজেই স্যার রবার্ট চলে যেতেই আমরা তার কাছে গিয়ে এমন ভাব দেখালাম যেন চাঁদের আলোয় একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। যেন কিছুই জানি না এমনিভাবে বলে

উঠলাম, 'আরে সাঙাৎ! তুমি আবার কে ?' মনে হল আমাদের পায়ের শব্দ সে আগে শুনতে পায় নি, তাই ঘাড়ের উপর দিয়ে এমনভাবে তাকাল যেন নরক থেকে উঠে আসা শয়তানকেই দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চীৎকার করে সেই অন্ধকারের মধ্যেই ছুট দিল। লোকটা দৌড়তে পারে বটে!—সেকথা স্বীকার করতেই হবে। এক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের দেখা-শোনার বাইরে চলে গেল। কাজেই সে যে কে বা কি তার কিছুই জানতে পারি নি।"

"কিন্তু চাঁদের আলোয় আপনি তো তাকে স্পষ্টই দেখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ দিব্যি করে বলতে পারি যে তার মুখটা হলুদ—ঠিক একটা জঘন্য কুত্তা। স্যার রবার্টের সঙ্গে তার যে কী কাজ থাকতে পারে ?"

কিছুক্ষণের জন্য হোমস চিন্তায় ডুবে গেল।

শেষে জিজ্ঞাসা করল, "লেডি বিয়েট্রিস ফাওার-এর সঙ্গে কে থাকে ?"

"তার দাসী ক্যারী ইভান্স থাকে। পাঁচ বছর যাবৎ সে তার কাছে আছে।'

"নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত লোক ?"

মিঃ ম্যাসন অস্বস্তি বোধ করল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "যথেষ্ট বিশ্বস্ত। তবে কার প্রতি সেটা বলব না।"

"আচ্ছা!" হোমস বলল।

"ভিতরের খবর বাইরে বলতে পারি না।"

"সেটা বুঝতে পেরেছি মিঃ ম্যাসন। অবশ্য পরিস্থিতিটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডাঃ ওয়াটসন স্যার রবার্ট-এর যে পরিচয় দিয়েছে তাতেই বুঝতে পেরেছি যে তার দিক থেকে কোন নারীই নিরাপদ নয়। আপনার কি মনে হয় না যে সেখান থেকেই ভাই-বোনের ঝগড়ার উৎপত্তি ?"

"দেখুন, কেলেংকারীটা অনেক আগেই পরিষ্কার ধরা পড়েছে।"

"কিন্তু মহিলাটি হয়তো আগে জানতে পারেন নি। ধরে নেওয়া যাক যে হঠাৎ তিনি ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন। তিনি চান স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু ভাই তা করতে দিচ্ছেন না। বেচারি অক্ষম, হৃদযন্ত্রটি দুর্বল, একা চলাফেরাও করতে পারেন না; কাজেই নিজের ইচ্ছামত কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘৃণিতা মেয়েটি এখনও তার পিছনেই লেগে আছে। আর মহিলাটি তার সঙ্গে কথা বলছেন না, বিরক্তি বোধ করছেন আর মদ খাচ্ছেন। স্যার রবার্টও রেগেমেগে তার আদরের স্প্যানিয়েলটিকে সরিয়ে দিয়েছেন। এ সব কিছুই কি মিলে যাচ্ছে না ?"

"তা যাচ্ছে—তবে ঐ পর্যন্তই।"

"ঠিকই বলেছেন! ঐ পর্যন্তই। এর সঙ্গে রাতের বেলায় পুরনো গুহাতে যাবার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? আমাদের গল্পের কাঠামোর সঙ্গে সেটাকে মেলানো যাচ্ছে না।"

"না স্যার, তার চাইতেও বড় কিছু আছে যেটাকে আমি মেলাতে পারছি না। স্যার রবার্ট একটি মৃতদেহকে খুঁড়ে বের করতে চাইছেন কেন?"

হোমস হঠাৎ উঠে বসল।

"মাত্র গতকালই এটা জানতে পেরেছি—আপনাকে চিঠি দেওয়ার পরে। গতকাল স্যার রবার্ট লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে ষ্টিফেন্স ও আমি গুহায় চলে গেলাম। সবই ঠিক ছিল শুধু এক কোণে একটা মানুষের দেহ পড়ে ছিল।"

"নিশ্চয় পুলিশে খবর দিয়েছিলেন।"

আমাদের অতিথি কঠিন হাসি হাসল।

"কি জানেন স্যার, আমার মনে হল যে পুলিশ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখাবে না। শুধুই তো মমি-র একটা মাথা আর কয়েকখানা হাড়। হয় তো হাজার বছরের পুরনো। কিন্তু বস্তুটা আগে ওখানে ছিল না। সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি, আর ষ্টিফেন্সও তাই করবে। জিনিসটাকে এককোণে ঠেলে দিয়ে একটা কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ কোণটা আগে সবসময়ই ফাঁকা ছিল।"

"সেটাকে নিয়ে আপনারা কি করলেন?"

"সেখানেই রেখে এসেছি।"

"বুদ্ধির কাজ করেছেন। এইমাত্র বললেন, স্যার রবার্ট কাল বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরেছেন কি?"

"আজ আসবেন বলে আশা করছি।"

"স্যার রবার্ট তার বোনের কুকুরটাকে দিয়ে দিয়েছেন কবে?"

"আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে। কুকুরটা পুরনো কুয়োটার পাশে ভৌ-ভৌ করছিল। সকাল থেকেই স্যার রবার্টও বদ-মেজাজেই ছিলেন। তিনি কুকুরটাকে এমনভাবে ধরলেন যে আমি ভাবলাম বুঝি সেটাকে মেরেই ফেলবেন। তারপর সেটাকে জকি স্যাণ্ডি বেইন-এর হাতে দিয়ে 'গ্রীন ড্রাগন'-এর বুড়ো বার্নেস-কে দিয়ে আসতে বললেন।

হোমস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবল। পুরনো পাইপটা ধরাল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "মিঃ ম্যাসন, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি করতে বলেন সেটা কিন্তু এখনও আমার কাছে পরিষ্কার করে বলেন নি। আরও একটু স্পষ্ট হতে পাবেন না কি?"

"হয়তো এতে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে।" এই কথা বলে আমাদের অতিথি পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করল এবং সযত্নে ভাঁজ খুলে একটুকরো পোড়া হাড় বের করে দেখাল।

হোমস সাগ্রহে সেটাকে দেখতে লাগল।

"আপনি এটা কোথায় পেলেন?"

"লেডি বিয়েট্রিস-এর ঘরের নীচেকার কুঠুরিতে একটা কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ড আছে। অনেকদিন সেটা বন্ধ ছিল, কিন্তু স্যার রবার্ট ঠাণ্ডার কথা বলায় আবার সেটা চালু করা হয়েছে। আমার দলেরই একটি ছেলে হার্ভে সেটা চালায়। আজই সকালে এটা নিয়ে সে আমার কাছে আসে। পোড়া কয়লা তুলতে গিয়ে সে এটা পেয়েছে। জিনিসটার চেহারা দেখে তার ভাল লাগে নি।"

"আমারও ভাল লাগছে না", হোমস বলল। "এটা দেখে তুমি কি বুঝছ ওয়াটসন ?"

জিনিসটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে ; কিন্তু এটার শারীরতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আমি বললাম, "এটা মানুষের জংঘাস্থির উপরের অংশ।"

"ঠিক।" হোমসের কণ্ঠস্বর খুব গম্ভীর শোনাল। ছোকরাটা অগ্নি-কুণ্ডের কাজটা কখন করে ?"

"সকালেই সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়।"

"তাহলে যেকেউ রাত্রে সেখানে যেতে পারে ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বাইরে থেকে ঢোকা যায় কি ?"

"বাইরের দিকে একটা দরজা আছে। আর একটা দরজা দিয়ে সিঁড়িতে পড়ে সেই বারান্দায় উঠে যাওয়া যায় যেখানে লেডি বিয়েট্রিস-এর ঘরটা রয়েছে।"

"গভীর জলের ব্যাপার মিঃ ম্যাসন ; যেমন গভীর তেমনই নোংরা। আপনি তো বললেন, স্যার রবার্ট গতকাল বাড়িতে ছিলেন না, তাই না ?"

"ছিলেন না স্যার।"

"তাহলে হাড়টা আর যেই পোড়াক স্যার রবার্ট নন।"

"ঠিক কথা স্যার।"

"যে সরাইখানাটার কথা আপনি বলেছেন সেটার নাম কি ?"

"গ্রীণ ড্রাগন।"

"বার্কশায়ারের ওই অঞ্চলে কি যথেষ্ট মাছ ধরা হয়ে থাকে ?"

ভাল মানুষ লোকটির মুখের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, তার বিপর্যস্ত জীবনে যে আর একটি পাগল এসে জুটেছে সেবিষয়ে সে নিশ্চিত।

"দেখুন স্যার, শুনেছি কারখানার নদীতে ট্রাউট মাছ আর হল-হ্রদে পাইক মাছ পাওয়া যায়।"

"খুব ভাল কথা। ওয়াটসন ও আমি নাম-করা মেছুড়ে—তাই না ওয়াটসন ? ভবিষ্যতে আমাদের 'গ্রীণ ড্রাগন'-এই চিঠি লিখতে পারেন।

আজ রাতেই আমরা সেখানে যাচ্ছি। বলাই বাহুল্য যে বর্তমানে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই না মিঃ ম্যাসন ; তবে কোন চিঠি লিখলেই আমরা পেয়ে যাব, আর আমরা যদি দরকার বোধ করি তাহলেও আপনাকে খুঁজে নিতে পারব! এ ব্যাপারে আরও কিছুটা অগ্রসর হলেই আমার সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে দেব।"

এইভাবে মে মাসের একটি উজ্জ্বল সন্ধ্যায় আমরা শোস্কুম্ব-এর ছোট হল্ট-স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলাম। প্রথম শ্রেণীর কামরাতে আমরা দুজনই শুধু যাত্রী। উপরকার তাকটা লোহার রড, রীল ও ঝুড়িতে বোঝাই। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে কিছুটা গাড়িতে চেপে আমরা একটা সেকেলে ধাঁচের সরাইখানায় পৌঁছে গেলাম। এতদঞ্চলের মৎসকুলের ধ্বংসের পরিকল্পনায় সরাইখানার ফূর্তিবাজ মালিক জোসিয়া বার্নেস সাগ্রহে আমাদের সঙ্গী হল।

"হল-হ্রদে একটা পাইক মাছ কি করে ধরা যাবে?"

শুনেই সরাইওয়ালার মুখটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

"সেটা হবে না স্যার। হ্রদ পার হবার আগেই হয় তো হ্রদের জলেই তলিয়ে যাবেন।"

"কি ব্যাপার?"

"স্যার রবার্ট স্যার। উটকো লোকদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আপনার দুটি অপরিচিত লোক যদি তার শিক্ষণ-কেন্দ্রের ধারে-কাছেও ঘেঁষেন তাহলে তিনি যমের মত আপনাদের তাড়া করবেন। এ ব্যাপারে তার কাছে কোন খাতির নেই।"

"শুনেছি 'ডার্বি'তে তিনি একটা ঘোড়ার উপরে বাজি ধরেছেন।"

"হ্যাঁ, আর ঘোড়াটাও খুব ভাল। আমাদের সব টাকাই তো তার উপর নির্ভর করছে, আর স্যার রবার্ট তো যতটা সম্ভব তার উপরেই বাজি রেখেছেন।" তারপরই চিন্তিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আপনারা ঘোড়-দৌড়ে যোগদান করেন নি তো?"

"মোটেই না। লণ্ডনে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে বার্কশায়ারের খোলা বাতাসের জন্য দু'জন চলে এসেছি মাত্র।"

"তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। বাতাসের এখানে অভাব নেই। কিন্তু স্যার রবার্ট সম্পর্কে যা বলেছি সেটা খেয়াল রাখবেন ; তিনি হচ্ছেন তেমন লোক যে আগেই মেরে বসে, আর কথা বলে তার পরে। ওই পার্ক থেকে দূরে থাকবেন।"

"নিশ্চয় মিঃ বার্নেস, নিশ্চয় থাকব। ভাল কথা, হলের মধ্যে একটা ভারি সুন্দর স্প্যানিয়েল দেখলাম।"

"সত্যি সুন্দর। আসলে শোস্‌কুম্ব জাতের কুকুর। সারা ইংলণ্ডে ওর চাইতে ভাল কুকুর পাবেন না।"

হোমস বলল, "আমি নিজেও কুকুর-বিলাসী। আচ্ছা বলুন তো, এ ধরনের একটা উঁচুমানের কুকুরের কত দাম হওয়া উচিত?"

"তত টাকা আমি দিতে পারতাম না স্যার। স্যার রবার্টই ওটা আমাকে দিয়েছেন। তাইতো সব সময় চোখে চোখে রাখি। নইলে তো ফাঁক পেলেই হলের মধ্যে ছুট দেবে।"

হোটেলের মালিক চলে গেলে হোমস বলল, "কিছু কিছু তাস হাতে পেয়েছি ওয়াটসন, কিন্তু সেগুলো নিয়ে খেলাটা খুব সহজ নয়। তবে দু'একদিনের মধ্যেই পথের হদিস পেয়ে যাব। ভাল কথা, শুনলাম স্যার রবার্ট এখনও লণ্ডনেই আছেন। হয়তো শারীরিক আঘাতের আশংকা না করেই আজ রাতে একবার সেই নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। দু-একটা বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া দরকার।"

"তোমার মাথায় কি কোন 'থিয়োরি' এসেছে হোমস?"

"থিয়োরি বলতে শুধু এইটুকু যে, সপ্তাহখানেক আগে এমন একটা কিছু ঘটেছে যেটা শোস্‌কুম্ব পরিবারের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। কি সেই ঘটনা? ফলাফল থেকে আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, তার বেশী নয়। ফলাফলগুলো কিন্তু অদ্ভুত রকমের পাঁচ-মিশেলি। অবশ্য তাতে আমাদের সুবিধা হবারই কথা। বর্ণহীন, সাধারণ কেসগুলিই বাজে হয়ে থাকে।

"তথ্যগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ভাই তার আদরের পঙ্গু বোনকে দেখতেও যায় না। আর আদরের কুকুরটাকেও বিলিয়ে দিয়েছে। মহিলাটির কুকুর! ওয়াটসন, এর থেকে তুমি কি কিছুই ধরতে পারছ না?"

"ভাইয়ের বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অথবা—আরও একটা বিকল্পও হতে পারে। ঝগড়া শুরু হবার সময় থেকেই—অবশ্য ঝগড়া যদি হয়ে থাকে—পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক। মহিলাটি ঘরের মধ্যেই থাকেন, অভ্যাসগুলোও পাল্টে ফেলেছেন, দাসীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বেরোবার সময় ছাড়া তাকে দেখাই যায় না, আদরের ঘোড়াটাকে দেখবার জন্যও আস্তাবলের কাছে একবার থামেন না, এবং মদ ধরেছেন। এই তো মোটামুটি তথ্য, তাই না?"

"গুহার ব্যাপারটা ছাড়া তাই বটে।"

"সেটা ভিন্ন চিন্তাধারার ব্যাপার। এখানে দুটো ব্যাপার আছে; দয়া করে দুটোকে গুলিয়ে ফেলো না। চিন্তাধারা 'ক' লেডি বিয়েট্রিসকে নিয়ে;

তাতে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট অমঙ্গলের গন্ধ আছে, তাই না ?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এবার চিন্তাধারা 'খ'-র কথা ধরা যাক ; সেটা স্যার রবার্টকে নিয়ে। 'ডার্বি'র ঘোড়-দৌড় জিতবার জন্য তিনি পাগল। তিনি এখন ইহুদিদের মুঠোর মধ্যে ; যেকোন মুহূর্তে তিনি নিলামে উঠতে পারেন, আর পাওনাদাররা তার ঘোড়ার আস্তাবল দখল করে নিতে পারে। লোকটি দুঃসাহসী ও বেপরোয়া। তার টাকা-পয়সা আসে বোনের কাছ থেকে। সেই বোনের দাসীটি তার হাতের পুতুল। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকঠিকই বোঝা যাচ্ছে, তাই না ?"

"কিন্তু গুহাটা ?"

"ওঃ, হাঁা, সেই গুহা। আচ্ছা ওয়াটসন, ধরে নেওয়া যাক—না, না, এটা একটা ধারণা মাত্র, তর্কের খাতিরে এই নিন্দনীয় কথাটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি—স্যার রবার্ট তার বোনকে খতম করে দিয়েছেন।"

"ভাই হোমস, এটা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব।"

"সম্ভবত তাই। স্যার রবার্ট সম্মানিত বংশের ছেলে। কিন্তু কখনও কখনও ঈগলের দলে মরাখেকো কাকও তো দেখতে পাওয়া যায়। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এটাকে ধরে নিয়েই অগ্রসর হওয়া যাক। হাতে যথেষ্ট টাকা না আসা পর্যন্ত তিনি দেশ ছেড়ে যেতে পারছেন না, আর সে টাকা আসার একমাত্র পথ 'শোস্‌কুম্ব প্রিন্স'কে দিয়ে ঘোড়-দৌড়ের বাজি জেতা। কাজেই ততদিন তাকে এখানেই থাকতে হবে। আর থাকতে হলেই তাকে মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তার বোনের ভূমিকায় অভিনয় করার মত একজনকে খুঁজে নিতে হবে। দাসীটিকে হাত করে নিয়ে সে কাজটা হাসিল করা অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। স্ত্রীলোকটির মৃতদেহটাকে গুহার মধ্যে সরিয়ে ফেলা যেতে পারে, কারণ সেখানে কেউ কখনও যায় না, আর রাতের বেলা গোপনে সেটাকে অগ্নিকুণ্ডে নষ্ট করে ফেলা যেতে পারে, তখন যে তার কতটুকু অবশিষ্ট থাকতে পারে তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি। এ বিষয়ে তুমি কি বলতে চাও ওয়াটসন ?"

"দেখ, এ সবই সম্ভব হতে পারে, অবশ্য একেবারে গোড়াকার নারকীয় ধারণাটাকে যদি মেনে নেওয়া যায়।"

"দেখ ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারের উপর আরও কিছুটা আলোকপাত হতে পারে এরকম একটা ছোটখাট পরীক্ষা আমরা আগামীকাল করে দেখতে পারি। ইতিমধ্যে আমাদের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হোটেলের মালিককে তারই দেওয়া মদের টেবিলে আমন্ত্রণ করা হোক এবং বাইন ও বাটা মাছের উপর একটা বড় রকমের আলোচনা ফাঁদা যাক। তার মুখ খোলবার পক্ষে সেটাই সোজা রাস্তা। হয় তো ঐ পথ ধরেই আমরা

আরও কিছু স্থানীয় গাল-গল্পের আভাষ পেয়ে যাব।"

সকালে হোমস হঠাৎ আবিষ্কার করল যে মাছ-ধরার প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে আনি নি; কাজেই সেদিনের মত মৎস-শিকার বাদ পড়ে গেল। এগারোটা নাগাদ আমরা একটু বেড়াতে বের হলাম, আর হোমসও সেই কালো স্প্যানিয়েলটাকে সঙ্গে নেবার অনুমতি যোগাড় করে ফেলল।

পার্কের দুটো উঁচু ফটকের সামনে পৌঁছে গেলাম। ফটকের মাথায় বড় বড় দুটো পক্ষি-সিংহাকৃতি রাক্ষসের মূর্তি। হোমস বলল, "এই সেই স্থান। মিঃ বার্নেস বলেছেন দুপুর নাগাদ বৃদ্ধা মহিলাটি গাড়ি হাঁকিয়ে এখানে আসেন। ফটক খুলবার সময় গাড়ির গতি নিশ্চয় কিছুটা কমানো হবে। দেখ ওয়াটসন, ঠিক সেই সময় তুমি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কোচয়ানকে একটু থামাবে। আমার কথা ছাড়। ওই ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে আমি যতটা পারি সব কিছু দেখে নেব।"

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা বড় হলুদ রঙের খোলা 'বারুশ' গাড়ি দেখতে পেলাম। দুটো চমৎকার ঘোড়া বড় বড় পা ফেলে পথ ধরে ছুটে আসছে। হোমস কুকুরটাকে নিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি বেতের লাঠিটা আপন মনে ঘোরাতে ঘোরাতে পথের উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা দারোয়ান এসে ফটকটা খুলে দিল।

গাড়ির গতি মন্থর হল, আর আমিও আরোহীদের ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। একটি উজ্জ্বলবর্ণা তরুণী বাঁ দিকে বসে আছে। মাথার চুল শনের মত, চোখের দৃষ্টিতে বেহায়াপনার আভাষ। তার ডান দিকে বসে আছে একটি বয়স্কা মহিলা। তার পিঠটা গোল, আর মুখ ও কাঁধের উপর একগাদা শাল জড়ানো। দেখলেই বোঝা যায় সে অথর্ব। বেশ গম্ভীরভাবে আমি হাতটা তুললাম, আর কোচয়ান রাশটা টেনে ধরতেই জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার রবার্ট 'শোস্কুম্ব ওল্ড প্লেস'এ আছেন কি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে হোমসও বেরিয়ে এসে স্প্যানিয়েলটাকে ছেড়ে দিল। আনন্দে ভৌ-ভৌ করতে করতে কুকুরটা গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে পাদানিতে লাফিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই তার সাগ্রহ আকুলতা তীব্র ক্রোধে পরিণত হল। মাথার উপরকার স্কার্টটাকে সে কামড়ে ধরল।

একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর চীৎকার করে বলল, "গাড়ি হাঁকাও! গাড়ি হাঁকাও!" কোচয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাল। আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

উত্তেজিত স্প্যানিয়েলটার গলায় শিকলটা আটকাতে আটকাতে হোমস

বলল, "ওয়াটসন, পরীক্ষাটা সফল হয়েছে। কুকুরটা ভেবেছিল গাড়িতে তার মনিব বসে আছে; কিন্তু দেখল একজন অপরিচিতকে। কুকুররা কখনও ভুল করে না।"

"কিন্তু গলার স্বর তো একজন পুরুষের।" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

"ঠিক তাই। আমাদের হাতে আরও একটা তাস পেয়ে গেলাম ওয়াটসন, কিন্তু তবু খুব সাবধানে খেলতে হবে।"

মনে হল সারা দিনের মত আমার সঙ্গীর হাতে আর কোন কাজ নেই। কারখানার নদীতে গিয়ে আমরা মাছ ধরতে শুরু করলাম এবং খাবার মত প্রচুর ট্রাউস মাছ ধরে ফেললাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তবে হোমস নতুন উদ্যমে কাজে হাত দিল। আবার সকাল বেলাকার সেই পথটা ধরে এগিয়ে চললাম এবং পার্কের ফটকে পৌঁছে গেলাম। একটি লম্বা, কালো মূর্তি সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। লোকটি লণ্ডনের পরিচিত সেই ট্রেনার মিঃ জন ম্যাসন।

সে বলল, "নমস্কার মশাইরা। আপনার চিঠিটা পেয়েছি মিঃ হোমস। স্যার রবার্ট এখনও ফেরেন নি, তবে শুনেছি তিনি আজ রাতেই ফিরবেন।"

"বাড়ি থেকে গুহাটা কতটা দূর?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"তা সিকি মাইল তো হবেই।"

"তাহলে আর তাকে দরকার নেই।"

"কিন্তু আমি তো যেতে পারব না মিঃ হোমস। আসা মাত্রই শোসকুম্ব প্রিন্স-এর খবর জানবার জন্য তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।"

"তা বটে! মিঃ ম্যাসন, তাহলে তো আপনাকে ছাড়াই আমাদের কাজটা করতে হবে। আপনি আমাদের গুহাটা দেখিযে দিয়েই চলে আসবেন!"

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। ঘাসে-ঢাকা জমির উপর দিয়ে ম্যাসন আমাদের নিয়ে চলল। সামনে দেখা দিল একটা কালো স্তূপ। সেটাই প্রাচীন গির্জা। যেটা একসময় গির্জার গাড়ি-বারান্দা ছিল সেই ভাঙা জায়গা দিয়ে আমরা ঢুকলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক ভাঙা ইট-সুরকির স্তূপের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বাড়িটার এককোণে পৌঁছে গেল। সেখান থেকে একটা খাড়া সিঁড়ি গুহার মধ্যে নেমে গেছে। একটা দেশলাই জ্বালিয়ে বিষণ্ণ জায়গাটাকে সে আলোকিত করল। জায়গাটা যেমন উৎকট তেমনই দুর্গন্ধ। পাথর কেটে গড়া ধ্বসে-পড়া প্রাচীন দেয়াল, কতক সীসে, কতক বা পাথরের তৈরি শবাধারের স্তূপ একদিকে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। হোমস তার লণ্ঠনটা জ্বালাল। সেই শোকাবহ দৃশ্যের উপর স্পষ্ট হলুদ আলোর একটা ছোট ঝলক ফুটে উঠল। সেই আলোর রশ্মি শবাধারের গায়ে লাগানো ফলকের উপর পড়ে প্রতিফলিত হতে লাগল। সেই সব ফলকের গায়ে খোদাই-করা পক্ষি-সিংহাকৃতি রাক্ষসের মূর্তি ও প্রাচীন পরিবারটির

কুল-চিহ্ন তার বংশ-মর্যাদাকে যেন মৃত্যুর দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

"আপনি কতকগুলি হাড়ের কথা বলেছিলেন মিঃ ম্যাসন। চলে যাবার আগে সেগুলো দেখিয়ে দেবেন কি ?"

"ঐ তো ঐ কোণেই আছে।" একটু অগ্রসর হয়ে আমাদের আলোটা সেদিকে ঘোরানো মাত্রই লোকটি নীরব বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল, "সেগুলো তো নেই।"

হোমস মুচকি হেসে বলল, "আমিও সেটাই আশা করেছিলাম। মনে হচ্ছে, যে চুল্লীতে এর আগেই ওই হাড়ের একটা অংশ পোড়ানো হয়েছে বাকি হাড়ের ছাই হয়তো এখনও সেখানেই পাওয়া যেতে পারে।"

"কিন্তু যে মানুষ হাজার বছর আগে মারা গেছে হঠাৎ তার হাড় পোড়ানোর দরকার দেখা দিল কেন ?" জন ম্যাসন প্রশ্ন করল।

হোমস বলল, "সেটা জানতেই তো আমরা এখানে এসেছি। হয়তো অনেক সময় ধরে খুঁজতে হতে পারে, কাজেই আপনাকে আর আটকে রাখব না। মনে হচ্ছে, সকাল হবার আগেই সমস্যার সমাধান আমরা পেয়ে যাব।"

জন ম্যাসন চলে গেলে হোমস কাজ শুরু করল। খুব সাবধানে কবরগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। একেবারে মাঝখানে রয়েছে স্যাক্সন আমলের কবর, তারপর ক্রমে নর্মান, হুগো ও ওডো-দের কবরের দীর্ঘ সারি। তারপর পৌঁছলাম অষ্টাদশ শতাব্দীর স্যার উইলিয়াম এবং স্যার ডেনিস ফাণ্ডার-এর কবরে। প্রায় ঘন্টাখানেক বা তারও বেশী সময় খুঁজতে খুঁজতে পাতাল-গুহার একেবারে মুখের সামনেই হোমস একটা সীসের তৈরি শবাধার দেখতে পেল। তার মুখে একটা খুশির শব্দ শুনতে পেলাম; আর সে যেরকম দ্রুত ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে চলাফেরা করতে লাগল তাতেই বুঝতে পারলাম যে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। লেন্সটা দিয়ে সে সাগ্রহে ভারী ঢাকনার কোণগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট সিঁদ-কাঠি ও একটা বাক্স খুলবার যন্ত্র বের করে ঢাকনাটার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে জোর চাপ দিতে লাগল। একটা সর্‌-সর্‌ কট্‌-কট্‌ শব্দ করে ঢাকনাটা খুলে গিয়ে সবেমাত্র তার ভিতরকার জিনিস কিছুটা আমাদের নজরে এসেছে এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন ঘটল।

মাথার উপরকার গির্জার ঘরে কে যেন হাঁটছে। দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপ থেকেই বোঝা যায় যে লোকটি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে এবং যার উপর দিয়ে সে হাঁটছে সেটাকে সে খুব ভাল করেই চেনে। সিঁড়ির উপর দিয়ে একটা আলোর রেখা নেমে এল, আর মুহূর্তকাল পরেই গথিক-গড়নের দ্বারপথে সেই আলোর মালিকের মূর্তিটি আঁকা পড়ল। তার সামনে ধরা বড় আস্তাবল-লণ্ঠনের আলো উপরের দিকে একটি শক্তিশালী ভারী গোঁফওয়ালা মুখ ও ক্রুদ্ধ চোখের উপর গিয়ে পড়ল। তীব্র দৃষ্টিতে

পাতাল-ঘরের চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে তার মারাত্মক দৃষ্টি আমার সঙ্গী ও আমার উপর নিবদ্ধ হল।

"তোমরা কারা শয়তান?" সে গর্জে উঠল। "আমার জায়গায় তোমরা করছই বা কি?" হোমস কোন জবাব না দেওয়ায় সে দু পা এগিয়ে হাতের ভারী লাঠিটা তুলল। চীৎকার করে বলল, "আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কে? এখানে কি করছ?" বাতাসে তার লাঠিটা কাঁপতে লাগল।

কিন্তু সরে না গিয়ে হোমস বরং তার দিকেই এগিয়ে গেল।

তীক্ষ্ণতম কণ্ঠে বলল, "আমারও আপনাকে একটা প্রশ্ন করবার আছে স্যার রবার্ট। এ কে? আর এখানে সে কি করছে?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে শবাধারের ঢাকনাটা খুলে ফেলল। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, আপাদমস্তক চাদরে জড়ানো একটা দেহ, তার চোখ-মুখ ডাইনির মত ভয়ংকর. নাক ও থুত্‌নি একদিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, একটি বিবর্ণ, তুমড়ানো মুখের দুটি চকচকে চোখ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ক্ষুদে ব্যারণটি চীৎকার করে টল্‌তে টল্‌তে কয়েক পা পিছিয়ে গেল; একটা পাথরের শবাধারে ঠেসান দিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করল।

চেঁচিয়ে বলল, "এ কথা আপনি জানলেন কেমন করে?" পরক্ষণেই আগেকার মত অভদ্র ভঙ্গীতে বলে উঠল: "সে খোঁজে তোমার কি দরকার হে?"

আমার সঙ্গী বলল, "আমার নাম শার্ল'ক হোমস। সম্ভবত নামটা আপনার পরিচিত। সে যাই হোক, প্রত্যেক সৎ নাগরিকের মতই আমারও কাজ— আইনকে প্রতিষ্ঠিত করা। আমি তো মনে করি, আপনার অনেক কিছু জবাবদিহি করবার আছে।"

মুহূর্তের জন্য স্যার রবার্ট-এর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু হোমসের শান্ত কণ্ঠস্বর ও ঠাণ্ডা আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবের ফল ফলতে দেরী হল না।

সে বলল, "ঈশ্বর সাক্ষী মিঃ হোমস, সব ঠিক আছে। আমি স্বীকার করছি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখছেন সে সবই আমার বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না।"

"সেকথা ভাবতে পারলে আমিও খুশি হতাম; কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, এ জবাবদিহিটা আপনাকে পুলিশের কাছেই করতে হবে।"

স্যার রবার্ট চওড়া কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিল।

"বেশ, তাই যদি হয়তো হোক। আমার বাড়িতে চলুন। আসল ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারবেন।"

পনেরো মিনিটের মধ্যেই যে ঘরে আমরা ঢুকলাম সেখানকার কাঁচের দেয়ালের অন্তরালে সারি সারি বন্দুকের ঝকঝকে নল দেখেই বুঝতে পারলাম সেটা পুরনো বাড়িটার বন্দুক-ঘর। ঘরটা আরামদায়কভাবে সাজানো। আমাদের সেখানে রেখে স্যার রবার্ট কয়েক মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। দুটি সঙ্গীকে নিয়ে সে ফিরে এল; এল সুসজ্জিতা তরুণী যাকে আমরা গাড়ির মধ্যে দেখেছিলাম; আর একটি ছোটখাটো ইঁদুর-মুখো লোক, চাল-চলনে কেমন যেন চোর-চোর ভাব। দুজনেরই চোখে-মুখে চরম বিমূঢ় ভাব; দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ঘটনার আকস্মিক গতি-পরিবর্তনের কথা তাদের বলবার সময়টুকুও ব্যারন পায় নি।

হাত তুলে স্যার রবার্ট বলল, "এরাই হচ্ছে মিঃ ও মিসেস নরলেট। মিসেস নরলেট তার কুমারী জীবনে ইভান্স নাম নিয়ে কয়েক বছর যাবৎ আমার বোনের সহচরীর কাজ করছে। এদের এখানে হাজির করেছি, কারণ আমার প্রকৃত অবস্থাটা আপনাকে বোঝাবার পক্ষে সেটাই প্রকৃত পথ, আর এ পৃথিবীতে এরাই একমাত্র লোক যারা আমার কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করতে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে উঠল, "তার কি কোন প্রয়োজন আছে স্যার রবার্ট? কখনও কি ভেবে দেখেছেন আপনি কি করছেন?"

তার স্বামী বলল, "এ ব্যাপারে আমার কিন্তু কোনরকম দায়-দায়িত্বই নেই।"

স্যার রবার্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল, "সব দায়িত্ব আমিই নেব। মিঃ হোমস, যা ঘটেছে তার একটা সহজ বিবরণ দিচ্ছি; মন দিয়ে শুনুন।"

"পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি অনেক দূর এগিয়েছেন, নইলে যেখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সেটা হতে পারত না। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছেন যে 'ডার্বি' ঘোড়-দৌড়ে আমি একটা কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছি, আর সেখানে সফলতার উপরেই আমার সবকিছু নির্ভর করছে। যদি জিততে পারি, সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। আর যদি হারি—না, সেকথা আমি ভাবতেও পারি না!"

"অবস্থাটা আমি বুঝতে পারি," হোমস বলল।

"সবকিছুর জন্যই আমার বোন লেডি বিয়েট্রিস-এর উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু একথা সকলেই জানে যে এ জমিদারির উপর তার অধিকার শুধুমাত্র তার জীবিতকাল পর্যন্ত। আর আমার কথা, আমি ইহুদিদের একেবারে মুঠোর মধ্যে ঢুকে গেছি। আমি জানি, আমার বোনের মৃত্যু হলেই আমার পাওনাদাররা একঝাঁক শকুনের মত আমার বিষয়-সম্পত্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার সবকিছু কেড়ে নেবে; আমার

আস্তাবল, আমার ঘোড়া—সবকিছু। মিঃ হোমস, ঠিক এক সপ্তাহ আগে আমার বোন সত্যি মারা গেছে।"

"আর সেকথা আপনি কাউকে বলেন নি!"

"তাছাড়া আর কী আমি করতে পারতাম? সর্বনাশ একেবারে মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটে সপ্তাহ যদি কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখতে পারি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তার সহচরীর স্বামী—এই লোকটি—একজন অভিনেতা। আমাদের মাথায় এল—আমার মাথায়ই এল—যে এই অল্প কয়েকদিনের জন্য সে আমার বোনের স্থানটা দখল করতে পারে। রোজ একবার করে গাড়িতে চেপে বেরিয়ে আসা ছাড়া আর তো কোন কাজ নেই, আর সহচরীটি ছাড়া আর কারও তার ঘরে ঢুকবারও কোন দরকার হবে না। ব্যবস্থা করাটা খুব শক্ত হল না। যে উদরী রোগে বোনটি দীর্ঘকাল যাবৎ ভুগছিল তাতে তার মৃত্যু হয়েছে।"

"সেটা স্থির করবার ভার করোনারের।"

"তার ডাক্তারই বলবেন যে গত কয়েক মাস ধরে তার যে রোগলক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তাতে এই পরিণতিই আশংকা করা হয়েছিল।"

"যাক সে কথা। আপনি কি করেছেন তাই বলুন।"

"মৃতদেহটা এখানে রাখা চলে না। প্রথম রাতে নরলেট ও আমি সেটাকে বয়ে নিয়ে পুরনো কুয়ো-ঘরটাতে রাখলাম। সে ঘরটা এখন কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু তার আদরের স্প্যানিয়েলটা আমাদের পিছু পিছু গেল এবং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনবরত ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। তখনই মনে হল, আরও নিরাপদ জায়গা দরকার। স্প্যানিয়েলটাকে সরিয়ে দিলাম এবং মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে গেলাম গির্জার নীচেকার গুহার মধ্যে। এর মধ্যে অমর্যাদা বা অসম্মানের কিছু ছিল না মিঃ হোমস। মৃতের প্রতি কোন অন্যায় করেছি বলেও আমি মনে করি না।"

"আপনার আচরণের কোন ক্ষমা নেই স্যার রবার্ট।"

ব্যারন অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ল। বলল, "বাণী দেওয়া খুব সহজ। আমার অবস্থায় পড়লে আপনার মনটাও হয়তো পাল্টে যেত। শেষ মুহূর্তে চোখের সামনে সব আশা, সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে দেখেও মানুষ বাঁচবার চেষ্টাও করবে না এ তো হতে পারে না। আমার মনে হয়েছিল, তাকে যদি পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে তার স্বামীর পূর্বপুরুষদের কোন একটি শবাধারের মধ্যে রেখে দেই তাহলে সেটা তার পক্ষে কিছু অযোগ্য বিশ্রাম-স্থল হবে না। সেইরকম একটা শবাধারের ঢাকনা খুলে ভিতরকার জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে কিভাবে তাকে রেখেছি তা তো আপনি দেখেছেন। আর যে ধ্বংসাবশেষ সেখান থেকে বের করা হল সেগুলোকেও তো গুহার মেঝেতে ফেলে রাখা চলে না। তাই নরলেট ও আমি সেগুলোকে নিয়ে এলাম, আর নরলেট

রাত্রিবেলায় নীচে নেমে কেন্দ্রীয় চুল্লীতে সব পুড়িয়ে ফেলল। এই আমার কাহিনী মিঃ হোমস; যদিও কেমন করে যে আপনি আমাকে এ কাহিনী বলতে বাধ্য করলেন তা আমি বলতে পারি না।"

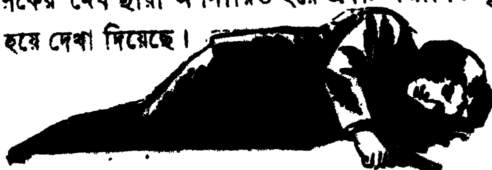
কিছুক্ষণের জন্য হোমস চিন্তায় ডুবে গেল।

অবশেষে সে বলল, "আপনার কাহিনীর মধ্যে একটি ত্রুটি আছে স্যার রবার্ট। পাওনাদাররা আপনার বিষয় সম্পত্তি দখল করে নিলেও ঘোড়-দৌড়ে আপনার বাজি এবং তার ফলে আপনার ভবিষ্যতের সব আশাই অক্ষুণ্ণ থাকত।"

"ঘোড়াটা তো সম্পত্তিরই অংশ হয়ে যেত। আমার বাজিতে তাদের কি যায়-আসে?" হয়তো তারা তাকে দৌড়তেই দিত না। বড়ই দুঃখের কথা, আমার প্রধান পাওনাদারই আমার সবচাইতে বড় শত্রু—স্যাম ব্রুয়ার একটা বদমাশ; একসময় 'নিউ মার্কেট হিথ'-এ তাকে আমি ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারতে বাধ্য হয়েছিলাম। আপনি কি মনে করেন সে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত?"

হোমস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখুন স্যার রবার্ট, ব্যাপারটা অবশ্যই পুলিশকে জানাতে হবে। আমার কাজ ঘটনার উপর আলোকপাত করা; বাস ঐ পর্যন্তই। আপনার আচরণ নীতিসম্মত বা ভদ্রোচিত কি না সে বিষয়ে মতামত দেওয়া আমার কাজ নয়। ওয়াটসন, এখন প্রায় মধ্যরাত্রি; কাজেই আমাদের দীন কুটিরে ফিরে যাবার সময় হয়ে গেছে।"

এখন সকলেই জেনেছে, স্যার রবার্টের কার্যকলাপের তুলনায় এই অসাধারণ ঘটনাটির অনেক সুখকর পরিণতি ঘটেছিল। 'শোস্‌কুম্ব প্রিন্স' ডার্বি জিতেছিল, তার রেসুড়ে মালিক বাজিতে নিট আশী হাজার পাউণ্ড পেয়েছিল; ওদিকে পাওনাদারও ঘোড়-দৌড় না হওয়া পর্যন্ত তাদের হাত গুটিয়ে রেখেছিল এবং তারপরে তাদের সব দেনা-পত্তর পুরো মিটিয়ে দিয়েও যা অবশিষ্ট ছিল তার সাহায্যেই স্যার রবার্ট পুনরায় নিজেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। পুলিশ এবং করোনার উভয় পক্ষই কার্য-কলাপগুলিকে কিছুটা উদার দৃষ্টিতেই দেখেছিল; শুধুমাত্র মহিলাটির মৃত্যু সংবাদ জানাতে বিলম্ব করার জন্য কিছু মৃদু তিরস্কার ছাড়া ভাগ্যবান লোকটি এই অদ্ভুত ঘটনার দায় থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে এমন একটা জীবনে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল যেখানে এই ক্ষণিকের মেঘ-ছায়া অপসারিত হয়ে একটি সম্মানিত বৃদ্ধ বয়সের সম্ভাবনাই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।



অবসরপ্রাপ্ত রঞ্জকের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Retired Colourman



সেদিন সকাল থেকেই শার্লক হোমসকে বিষণ্ণতা ও দার্শনিকতায় পেয়েছিল। তার সতর্ক বাস্তববুদ্ধি সেদিন যেন অন্য রূপ ধারণ করেছিল।

"লোকটিকে দেখলে?" সে প্রশ্ন করল।

"যে বুড়ো লোকটি এইমাত্র চলে গেল তার কথা বলছ কি?"

"ঠিক ধরেছ।"

"হ্যাঁ, দরজার মুখেই তাকে দেখলাম।"

"কিরকম মনে হল?"

"একটি করুণ, ব্যর্থ, ভগ্নহৃদয় জীব।"

"ঠিক বলেছ ওয়াটসন। করুণ ও ব্যর্থ। কিন্তু জীবমাত্রই কি করুণ ও ব্যর্থ নয়? তার কাহিনীতে কি বিন্দুতে সিন্ধুর প্রকাশ পাওয়া গেল না? আমরা ছুটে চলি। আঁকড়ে ধরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতের মধ্যে কী থাকে? ছায়া। অথবা ছায়ার চাইতেও খারাপ—দুঃখ।"

"লোকটি কি তোমার কোন মক্কেল?"

"তা হয়তো বলতে পারি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে তাকে পাঠিয়েছে। ঠিক যেমন ভাল ডাক্তার অনেক সময় দুরারোগ্য রোগীকে হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে পাঠায়। তাদের বক্তব্য, তাদের আর কিছু করবার নেই, এবং যাই ঘটুক না কেন রোগীর অবস্থার আর অবনতি হবার কিছু নেই।"

"ব্যাপারটা কি?"

হোমস টেবিল থেকে একটা ময়লা মত কার্ড তুলে নিল। "জোসিয়া এম্বার্লি। তার কথামত, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারক 'ব্রিকফল অ্যাণ্ড এম্বার্লি'-র তিনি ছোট অংশীদার। রঙের বাক্সের উপর তাদের নাম হয় তো দেখে থাকবে। যৎসামান্য কিছু জমিয়ে একষট্টি বছর বয়সে তিনি ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন, লিউইশাম-এ একটা বাড়ি কেনেন, এবং সারা জীবন অবিশ্রাম খাটুনির পর শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। যেকেউই মনে করবে যে তার ভবিষ্যৎ জীবন মোটামুটি নিশ্চিন্ত।"

"তা তো বটেই।"

একটা খামের উল্টো দিকে লেখা কিছু মন্তব্যের উপর হোমস চোখ বুলিয়ে নিল।

অবসর নিয়েছেন ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭ সালের গোড়াতেই বয়সে বিশ বছরের ছোট একটি স্ত্রীলোককে বিয়ে করেন—ফটোটা যদি নির্ভরযোগ্য

হয় তাহলে স্ত্রীলোকটি সুদর্শনাও বটে।

"যথেষ্ট অর্থ, স্ত্রী, অবসর—তার সামনে প্রসারিত জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ পথ। অথচ—দেখলেই তো—দু' বছরের মধ্যেই একটি করুণ, ভগ্নহৃদয় জীব হয়ে কেমন বাঁকা হয়ে সে হাঁটছে পৃথিবীর মাটিতে।"

"কিন্তু তার কী হয়েছে?"

"সেই পুরনো কাহিনী ওয়াটসন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু ও অস্থিরমতি স্ত্রী। জানা গেছে, এম্বার্লি-র জীবনে একটিমাত্র নেশা আছে—দাবা খেলা। লিউইশাম-এ তার বাড়ির কাছেই একজন তরুণ ডাক্তার থাকেন—তিনিও দাবা খেলেন। তার নাম লিখেছি ডাঃ রে আর্নেস্ট। আর্নেস্ট প্রায়ই বাড়িতে আসেন; ফলে স্বাভাবিক পথেই তার ও মিসেস এম্বার্লির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাল; কারণ তুমিও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে আমাদের এই ভাগ্যহীন মক্কেলটি যতই গুণবান হোন, তার চেহারায় কোন জৌলুস নেই। গত সপ্তাহে দুজনই একসঙ্গে হাওয়া হয়েছেন—গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত। তার চাইতেও বড় কথা, বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীটি তার নিজস্ব লাগেজ হিসাবে বুড়ো লোকটির দলিলের বাক্সটাও সঙ্গে নিয়ে গেছেন, আর সেই বাক্সেই ছিল লোকটির সারা জীবনের সঞ্চিত অধিকাংশ অর্থ। মহিলাটিকে কি খুঁজে বের করতে পারব? টাকাটা কি উদ্ধার করতে পারব? যতটা বুঝেছি সমস্যাটি অতি সাধারণ, কিন্তু জোসিয়া এম্বার্লির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"তুমি কি করতে চাও?"

"দেখ ভাই ওয়াটসন, এই মুহূর্তে সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে, তুমি কি করবে? —অবশ্য তুমি যদি আমার বদলে কাজে নামতে রাজী থাক। তুমি তো জান, দুই মিশরীয় ভদ্রলোকের কেস-টা নিয়ে আমি এখন খুবই ব্যতিব্যস্ত, আর আজই তার ফয়সালা হবার কথা। কাজেই লিউইশাম-এ যাবার মত সময় আমার হাতে নেই, অথচ ঘটনাস্থলে সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণের একটা মূল্য তো আছেই। বুড়ো মানুষটি বার বার আমাকেই যেতে বলেছিলেন; কিন্তু আমার অসুবিধার কথা তাকে বুঝিয়ে বলায় তিনি কোন প্রতিনিধির সঙ্গেও দেখা করতে রাজী হয়েছেন।"

আমি বললাম, "আমি অবশ্য যাব। যদিও আমার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হবে বলে আমি মনে করি না, তবু সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব।" এই-ভাবে একটি গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে আমি লিউইশাম-এর পথে যাত্রা করলাম। তখন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, যে-কাজ নিয়ে আমি চলেছি মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তা নিয়ে সারা ইংলণ্ড তোলপাড় হয়ে উঠবে।

সেদিন বেশ রাত করেই আমি বেকার স্ট্রীটে ফিরলাম। আমার কাজের একটা বিবরণও তাকে দিলাম। লম্বা শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে

হোমস শুয়ে আছে। তার পাইপ থেকে কড়া তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। চোখের পাতা দুটি এমন আলস্যভরে নুয়ে পড়েছে যে দেখলে মনে হবে সে ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু আমি একটু থামলেই অথবা আমার কথার-মধ্যে জানবার মত কিছু থাকলেই চোখের পাতা দুটি অর্ধেক তুলে তলোয়ারের মত উজ্জ্বল ঝকঝকে দুটি ধূসর চোখের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সে যেন আমাকে বিদ্ধ করে ফেলছে।

আমি বুঝিয়ে বললাম, "মিঃ জোসিয়া এম্বার্লি-র বাড়িটার নাম 'আশ্রয়।' হোমস, বাড়িটার প্রতি তোমার আগ্রহ হবে বলেই আমি মনে করি। মনে হবে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দৈন্যদশায় পড়ে বাজে লোকের দলে ভিড়ে পড়েছে। সে অঞ্চলটা তো তুমি চেন—একঘেয়ে ইটের রাস্তা আর শহরতলীর পথ। ঠিক তার মাঝখানে যেন প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির একটি ছোট দ্বীপ; সেখানেই পুরনো বাড়িটা অবস্থিত; চারদিকে রোদে-পড়া উঁচু দেয়াল, এখানে-ওখানে শেওলায় ঢাকা, ঠিক যে ধরনের দেয়াল—"

হোমস কড়া গলায় বলল, "তোমার কবিতা রাখ তো ওয়াটসন। আমি লিখে নিচ্ছি, একটা উঁচু ইটের দেয়াল।"

"ঠিক। একটি লোক বেড়াতে বেড়াতে ধূমপান করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা না করলে কোন্ বাড়িটা যে 'আশ্রয়' তা আমি চিনতেই পারতাম না। লোকটির কথা উল্লেখ করবার কারণ আছে; লোকটি লম্বা, গাঢ় রং, ভারী গোঁফ, দেখতে অনেকটা সামরিক বিভাগের লোকের মত। আমার প্রশ্নের জবাবে মাথা নেড়ে একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। একটু পরেই সেই দৃষ্টির কথাটা আবার আমার মনে পড়ল।

"ফটক দিয়ে সবে ঢুকেছি এমন সময় মিঃ এম্বার্লি এগিয়ে এলেন। সকালে তাকে মাত্র একনজর দেখেছিলাম; তখন তাকে একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ আলোয় তাকে দেখে মনে হল আরও অস্বাভাবিক।"

"সেটা অবশ্য আমার নজরেও পড়েছে, তবু তোমার ধারণাটাই আমার জানা দরকার।"

"তাকে দেখে মনে হল, লোকটি যেন দুশ্চিন্তার চাপে একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার পিঠটা এমনভাবে বেঁকে গেছে যেন একটা ভারী বোঝা সেখানে চেপে আছে। তবু প্রথম দৃষ্টিতে তাকে যেরকম দুর্বল লোক বলে মনে হয়েছিল আসলে তিনি তা নন। দেহটা সরু হতে হতে একজোড়া লম্বা, শুকনো পায়ে গিয়ে ঠেকলেও তার ঘাড় ও বুক একটা দৈত্যের মত।"

"বাঁ পায়ের জুতোটা কুঁচকে গেছে, কিন্তু ডান পায়েরটা মসৃণই আছে।"

"সেটা আমি লক্ষ্য করি নি।"

"না, লক্ষ্য করবার কথাও নয়। তার কৃত্রিম অঙ্গটা আমি দেখেছি। কিন্তু তুমি বলে যাও।"

"পুরনো খড়ের টুপিটার নীচ দিয়ে তার জট-পাকানো চুলগুলি সাপের মত ঝুলে পড়েছে, মুখে একটা হিংস্র, তীক্ষ্ণ ভাব, টানা-টানা নাক-মুখ—সব কিছু দেখেই আমার অবাক লাগছিল।"

"খুব ভাল কথা ওয়াটসন। তিনি কি বললেন?"

"তার দুঃখের কথা গড়্‌গড়্‌ করে বলতে লাগলেন। দু'জন একসঙ্গে রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। অবশ্য চারদিকটা দেখে নিতে ভুললাম না। এর চাইতে অগোছালো বাড়ি কখনও দেখি নি। বাগানের সর্বত্র গাছ গজিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, চরম অবহেলার ফলে গাছপালা গজাচ্ছে প্রকৃতির নিয়মে, শিল্পের তাগিদে নয়। কোন ভদ্রমহিলা কেমন করে এ-সব সহ্য করেন আমি জানি না। বাড়িটাও নোংরামির একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ভদ্রলোকটি এতদিনে সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন এবং প্রতিকারের চেষ্টা করছেন, কারণ হল—এর ঠিক মাঝখানে সবুজ রঙের একটা বড় পাত্র দেখতে পেলাম, আর ভদ্রলোকের বাঁ হাতেও দেখলাম একটা ঘন বুরুশ। তিনি কাঠে রং করছিলেন।

"একটা নোংরা ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে অনেকক্ষণ কথা হল। অবশ্য তুমি না যাওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন। বললেন, 'আমার এই বড় রকমের আর্থিক ক্ষতির পরে আমার মত একজন সাধারণ লোক মিঃ শার্লক হোমসের মত একজন বিখ্যাত লোকের পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে এটা আমিও আশা করি নি'।"

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে টাকা-পয়সার কথা এখানে আসছেই না। তিনি অমনি বললেন, "তা নিশ্চয়ই নয়, শিল্পের জন্য শিল্পই তার মূলমন্ত্র, কিন্তু অপরাধের শিল্পগত দিক থেকেও জানবার মত অনেককিছু তিনি এখানে পেতেন। মানব-প্রকৃতি ডাঃ ওয়াটসন—মানুষের জঘন্য কৃতজ্ঞতা-হীনতা! তার যে কোন কথা আমি কবে না রেখেছি? কে কবে স্ত্রীলোকে এত প্রশ্রয় দিয়েছে? আর সেই যুবক—সে তো আমার সন্তানও হতে পারত। আমার বাড়িতে তার গতি ছিল অবাধ। অথচ দেখুন, আমার প্রতি তাদের কী ব্যবহার! ওঃ, ডাঃ ওয়াটসন, পৃথিবীটা ভয়ংকর, বড় ভয়ংকর!"

"এক ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় ধরে ওই এক কাঁদুনিই গাইলেন। মনে হল, কোনরকম ষড়যন্ত্রের সন্দেহই তিনি করেন নি। বাড়িতে থাকেন শুধু তারা দুজন। একটি স্ত্রীলোক দিনের বেলায় আসে আর প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টায় চলে যায়। সেই বিশেষ সন্ধ্যাটিতে বুড়ো এম্বার্লি স্ত্রীকে খুশি করবার জন্য হেমাকেট থিয়েটারের দুটো আপার সার্কল-এর টিকিট

কেটেছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথা ধরার কথা বলে স্ত্রী থিয়েটারে যেতে অস্বীকার করলেন। তাকে একলাই যেতে হল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, কারণ স্ত্রীর জন্য কেনা অব্যবহৃত টিকিটটাও তিনি দেখিয়েছেন।"

"কথাটা উল্লেখযোগ্য—খুবই উল্লেখযোগ্য", হোমস বলে উঠল। কেসটা সম্পর্কে তার আগ্রহ বেড়েই চলেছে। "ওয়াটসন, দয়া করে বলে যাও, তোমার বিবরণ খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। টিকিটটা কি তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছ? নম্বরটা বোধ হয় নেওয়া হয় নি?"

"ঘটনাক্রমে তা নিয়েছি," কিছুটা গর্বের সঙ্গে জবাব দিলাম। "নম্বরটা আমার স্কুলের নম্বরের সঙ্গে মিলে গেল—একত্রিশ, আর তাই সেটা আমার মাথায় আটকে আছে।"

"চমৎকার ওয়াটসন! তার নিজের আসনের সংখ্যাটা তাহলে হয় তিরিশ, না হয় বত্রিশ।"

রহস্যময় হাসি হেসে আমি বললাম, "ঠিক তাই। আর খ' সারিতে।"

"খুবই সন্তোষজনক তথ্য। তিনি আর কি বললেন?"

"তার দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ-টা (strong-room) আমাকে দেখালেন। ঘরটা সত্যিই দুর্ভেদ্য—ব্যাংকের মত—লোহার দরজা ও খড়খড়ি লাগানো; তার মতে চুরি-প্রতিরোধকও বটে। যাই হোক, স্ত্রীলোকটির কাছে নিশ্চয়ই একটা ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। দু'জনে মিলে নগদে ও কোম্পানির কাগজে সাত হাজার পাউণ্ডের মত নিয়ে পালিয়েছে।"

"কোম্পানির কাগজ? সেগুলো তারা ভাঙাবে কেমন করে?"

"তিনি জানালেন, পুলিশকে একটা ফর্দ দিয়েছেন এবং আশা করছেন যে সেগুলো তারা বিক্রি করতে পারবে না। মাঝ রাত নাগাদ থিয়েটার থেকে ফিরে দেখেন বাড়িতে লুঠ হয়ে গেছে, দরজা-জানালা খোলা পড়ে আছে, আর পাখিরা উধাও হয়েছে। কোন চিঠি বা খোঁজ তারা রেখে যায় নি, বা সেই থেকে তাদের কোন খবরও পান নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছেন।"

হোমস মিনিট কয়েক ভাবল।

"তুমি তো বললে তিনি রং করছিলেন। তা কি রং করছিলেন?"

"দালানটা রং করছিলেন। তবে যে ঘরটার কথা বললাম তার দরজা ও কাঠের আসবাব আগেই রং করে ফেলেছিলেন।"

"এই পরিস্থিতিতে কাজটাকে কি একটু অদ্ভুত বলে তোমার মনে হয়?"

"বুকের ব্যথাকে ভুলবার জন্য একটা কিছু তো করতেই হবে।" কথাটা

তার নিজের মুখের। কাজটা যে একটু উদ্ভট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু লোকটি নিজেই তো উৎকেন্দ্রিক। আমার সামনেই তিনি তার স্ত্রীর একখানা ফটোগ্রাফ ছিঁড়ে ফেললেন—রাগে আগুন হয়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তার মুখ আর কোনদিন দেখতে চাই না'।"

"আর কিছু ওয়াটসন?"

"হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার আমার মনে সবচাইতে বেশী দাগ কেটেছে। গাড়ি হাঁকিয়ে ব্ল্যাকহিথ স্টেশনে পৌঁছে আমি ট্রেন ধরেছিলাম। ট্রেনটা সবে ছেড়েছে এমন সময় দেখলাম একটি লোক তীব্রবেগে ছুটে এসে আমার ঠিক পরের কামরাটায় উঠে পড়ল। তুমি তো জান হোমস, একবার দেখলেই মানুষের মুখ আমার মনে থাকে। যে লোকটির সঙ্গে আমার পথের মধ্যে দেখা হয়েছিল এ যে সেই লোক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাকেই আর একবার দেখলাম লণ্ডন সেতুর কাছে, আর তার পরেই সে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, লোকটি আমার পিছু নিয়েছে।"

"কোন সন্দেহ নেই! কোন সন্দেহ নেই!" হোমস বলতে লাগল। "তুমি তো বলছ লোকটি লম্বা, গায়ের রং ঘোর, ভারী গোঁফ, চোখে ধূসর রঙের রোদ-চশমা?"

"হোমস, তুমি দেখছি যাদুকর। সেকথা তো আমি বলি নি, কিন্তু সত্যি লোকটির চোখে ধূসর রঙের রোদ-চশমা ছিল।"

"আর কারুকার্য-করা টাইপিন?"

"হোমস।"

"খুব সহজ ভাই ওয়াটসন। কিন্তু বাস্তবের রাজ্যেই ফিরে যাওয়া যাক। স্বীকার করছি, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে কেসটা এত অসম্ভব রকমের সরল যে আমার সেদিকে নজর দেবার প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই অন্য রকম হয়ে উঠছে। এ কথা ঠিক যে এ কাজে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুর উপরই তোমার নজর পড়ে নি; তবু যে সব ঘটনা তোমার চোখের উপর আপনি এসে পড়েছে তাতেই যথেষ্ট চিন্তার কারণ ঘটেছে।"

"কোন্ জিনিসটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে?"

"দুঃখ পেয়ো না ভাই। তুমি তো জান আমি লোকটা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। অন্য কেউ এর চাইতে ভালভাবে কাজটা করতে পারত না। কেউ কেউ হয় তো এতটাও করতে পারত না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। এই এম্বার্লি ও তার স্ত্রী সম্পর্কে প্রতিবেশীরা কি বলেন? সেটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ আর্নেস্টই বা কেমন লোক? সে কি সাধারণ ফূর্তিবাজ একটি ফুলবাবু?

ওয়াটসন, তোমার যা প্রকৃতিদত্ত সুবিধা রয়েছে তাতে তো প্রতিটি মহিলাই তোমার সহায়ক ও সহযোগী হতে পারে। ডাক-ঘরের মেয়েটি অথবা সজীওয়ালার স্ত্রীই বা কি বলে? আমি তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তুমি যেন 'নীল নোঙরা'-তরুণীটির কানে কানে যত রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে তার বিনিময়ে অনেক দরকারী কথা জেনে নিচ্ছ। অথচ এর কোনটাই তুমি কর নি।"

"সেটা তো এখনও করা যায়।"

"করা হয়েছে। টেলিফোনকে এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর সহায়তাকে ধন্যবাদ, এই ঘর থেকে না বেরিয়েও আমি সব দরকারী খবর জানতে পারি। বস্তুত, যে সব তথ্য আমি পেয়েছি তাতে এই লোকটির কাহিনীই সমর্থিত হয়েছে। স্থানীয় লোকরা সকলেই জানে, লোকটি যেমন কৃপণ তেমনই কড়া ও কঠোর প্রকৃতির স্বামী। তার ঐ 'দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠে' যে অনেক টাকা ছিল সেটা ঠিক। অবিবাহিত যুবক ডাঃ আর্নেস্ট যে এম্বার্লির সঙ্গে দাবা খেলতেন এবং হয় তো তার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কানামাছি খেলতেন তাও ঠিক। এ সবই বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এবং সহজেই মনে হতে পারে যে এ ব্যাপারের এখানেই ইতি,—কিন্তু তথাপি! —তথাপি।"

"অসুবিধাটা কোথায়?"

"হয় তো আমার কল্পনায়। কিন্তু সেকথা থাক। চল ওয়াটসন, এই কর্মব্যস্ত জগৎ থেকে ছুটি নিয়ে সঙ্গীতের খিড়কি-দরজা দিয়ে একটু ঘুরে আসি। আজ রাতে এলবার্ট হলে কারিণা-র গান আছে, আর আমাদের হাতেও সাজ-পোশাক করে, আহারাদি সেরে একটুখানি গান শোনবার মত সময় আছে।"

বেশ সকাল-সকালই ঘুম থেকে উঠলাম। কিন্তু কিছু রুটির টুকরো আর দুটো ভাঙা ডিমের খোলা দেখেই বুঝলাম সঙ্গীটি আরও সকালে উঠেছে। টেবিলের উপর একটা চিরকুট পেলাম।

প্রিয় ওয়াটসন,

আমার দু'একটা বিষয় নিয়ে মিঃ জোসিয়া এম্বার্লি-র সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে চাই। সেটা হয়ে গেলেই এ কেসটা খারিজ করে দিতে পারি —অথবা নাও পারি। তোমাকে শুধু বলতে চাই, তিনটে নাগাদ তৈরি হয়ে থেকো, কারণ সম্ভবত তোমাকে আমার দরকার হতে পারে। শা. হো.

সারাদিন হোমসের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়েই সে ফিরল—গম্ভীর, চিন্তামগ্ন ও উদাসীন। এরকম অবস্থায় তাকে একাকি ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

"এম্বার্লি কি এখানে এসেছিলেন?"

"না তো।"

"আমি যে তার জন্য অপেক্ষা করছি।"

তার প্রতীক্ষা বিফল হল না। অনতিবিলম্বেই বুড়ো মানুষটির দেখা পাওয়া গেল। তার গম্ভীর মুখে চিন্তিত, বিচলিত ভাব।

"একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি মিঃ হোমস। আমি তো তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।" সে টেলিগ্রামটা হোমসের হাতে দিল, আর হোমসও সরবে সেটা পড়তে লাগল।

"অতি অবশ্য এখনই চলে আসুন। আপনার সাম্প্রতিক ক্ষতির ব্যাপারে খবর দিতে পারব।—এল্‌মান। যাজক-ভবন।"

হোমস বলল, "লিট্‌ল্ পার্লিংটন থেকে ছুটো দশ মিনিটে পাঠানো হয়েছে। লিট্‌ল্ পার্লিংটন বোধ হয় এসেক্স-এ, আর ফ্রিন্টন থেকে বেশী দূরেও নয়। দেখুন, আপনাকে এখুনি রওনা হতে হবে। যাজকমশাই এটা পাঠিয়েছেন, আর তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমার 'ক্রকফোর্ড-' খানা কোথায়? হ্যাঁ, এই তো পেয়ে গেছি। জে. সি এল্‌মান, এম. এ. মসমুর ও লিট্‌ল্ পার্লিংটন-এর যাজক। ওয়াটসন, ট্রেনের সময়টা দেখ তো।"

লিভারপুল স্ট্রীট থেকে পাঁচটা কুড়ি-তে একটা ট্রেন আছে।"

"চমৎকার। ওয়াটসন, তুমিও ওর সঙ্গে যাও। ওর সাহায্য বা পরামর্শের দরকার হতে পারে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে আমরা একটা চরম মুহূর্তে পৌঁছে গেছি।"

কিন্তু আমাদের মক্কেলের মধ্যে রওনা দেবার কোনরকম আগ্রহ দেখা গেল না।

সে বলল, "এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব মিঃ হোমস। যা ঘটেছে তার খবর এ লোকটি জানবে কেমন করে? বৃথাই সময় ও অর্থের অপচয় হবে।"

"কিছু না জানলে তিনি টেলিগ্রামটা করতেন না। আপনারা যাচ্ছেন বলে এখনই তার করে দিন।"

"আমার যাবার ইচ্ছা নেই।"

হোমস খুব কঠোর ভাব ধারণ করল।

"এমন ভাল একটা সূত্র পাওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি সেটা অনুসরণ করতে আপত্তি করেন মিঃ এম্বার্লি, তাহলে পুলিশের মনে এবং আমার নিজের মনেও খুব খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে। আমরা মনে করব যে এই তদন্তের ব্যাপারে আপনার সত্যিকারের কোন আগ্রহ নেই।"

এ কথায় আমাদের মক্কেল ভয়ে আঁতকে উঠল।

বলল, "ব্যাপারটাকে আপনি যদি এভাবে দেখেন তাহলে আমি নিশ্চয় যাব। আপাতদৃষ্টিতে আমার মনে হচ্ছে যে, যাজক মশায়ের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু জানা অসম্ভব; কিন্তু আপনি যদি মনে করেন—"

"আমি সত্যি মনে করি", হোমস বেশ জোর দিয়েই কথাগুলি বলল। আর আমরাও যাত্রা শুরু করলাম। ঘর থেকে বের হবার আগে হোমস আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এমন একটি পরামর্শ দিল যাতে বুঝলাম যে ব্যাপারটাকে সে বেশ গুরুতর বলেই মনে করছে। সে বলল, "আর যাই কর আর না কর, তিনি যেন অবশ্য সেখানে যান। যদি তিনি সরে পড়েন বা ফিরে আসেন, তাহলে নিকটস্থ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে শুধু একটি কথা জানাবে 'পালিয়েছে।' আমি যেখানেই থাকি সেখানেই যাতে খবরটা পৌঁছে যায় সে ব্যবস্থা আমিই করব।"

লিট্‌ল্‌ পার্লিংটন-এ পৌঁছনো সহজ ব্যাপার নয়, কারণ একটা শাখা রেলপথের উপর স্টেশনটি অবস্থিত। আমার সে যাত্রার স্মৃতি মোটেই সুখকর নয়, কারণ আবহাওয়া ছিল গরম, ট্রেনটা ধীরগতি, আর সঙ্গীটি বিষণ্ণ ও চুপচাপ। আমাদের যাত্রার ব্যর্থতা সম্পর্কে দু'একটি বিদ্রূপসূচক মন্তব্য ছাড়া প্রায় কোনরকম কথাই সে বলে নি। অবশেষে স্টেশনটা এল। দু'-মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে যাজক-ভবনে পৌঁছলাম। একটি স্থুলকায়, গম্ভীর ও জাঁকজমকপূর্ণ পাদরি তার পড়ার ঘরে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসাল। আমাদের টেলিগ্রামটা তার সামনেই রয়েছে।

সে বলল, "তারপর ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি?"

আমি বললাম, "আপনার তার পেয়েই আমরা এসেছি।"

"আমার তার! আমি তো কোন তার পাঠাই নি?"

"মানে, মিঃ জোসিয়া এম্বার্লির স্ত্রী ও তার টাকা-পয়সার ব্যাপারে আপনি তাকে যে তার পাঠিয়েছিলেন আমি তার কথাই বলছি।"

যাজকমশায় রেগে বলল, "দেখুন মশাই, আপনি যদি কোন ঠাট্টা করে থাকেন তাহলে সেটা খুবই আপত্তিকর। যে ভদ্রলোকের কথা আপনি বললেন তার নামও আমি কখনও শুনি নি, আর কাউকে কোন তারও আমি পাঠাই নি।"

আমাদের মক্কেল ও আমি অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম।

বললাম "তাহলে হয় তো একটু ভুল হয়ে গেছে। এখানে কি দুটি যাজক-ভবন আছে? এই তো সেই তারটা; স্বাক্ষর রয়েছে এল্‌মান, আর পাঠানো হয়েছে যাজক-ভবন থেকে।"

"এখানে যাজক-ভবন মাত্র একটিই আছে, আর যাজকও মাত্র একজন। এই তার একটা কুৎসিত জালিয়াতি; এটা কোথা থেকে এসেছে সেবিষয়ে আমি অবশ্যই পুলিশের মারফৎ তদন্ত করাব। ইতিমধ্যে, আমাদের এই সাক্ষাৎকার আরও চালিয়ে যাবার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।"

মিঃ এম্বার্লি ও আমি রাস্তায় নেমে এলাম। ইংলণ্ডের একেবারে আদিম যুগের একটা গ্রাম। টেলিগ্রাফ আপিসে গেলাম। সেটাও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। যা হোক, "রেলওয়ে আর্মস"-এ একটা টেলিফোন ছিল; সেটার মারফৎ হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ হলে আমাদের যাত্রার ফলাফল শুনে সেও আমাদের মতই বিস্মিত হল।

অনেক দূর থেকে তার গলা শুনতে পেলাম: "খুবই অদ্ভুত! খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার! কিন্তু ভাই ওয়াটসন, আমার তো আশংকা হচ্ছে যে আজ রাতে ওখান থেকে ফিরবার কোন ট্রেন নেই। দেখছি, অজ্ঞাতসারেই একটি পাড়াগেঁয়ে সরাইখানার ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে তোমাদের আমি ঠেলে দিয়েছি। তবে কি জান ওয়াটসন, প্রকৃতি তো রয়েছে—প্রকৃতি বা জোসিয়া এম্বার্লি—দুইয়ের সঙ্গেই কাছাকাছি কাটাতে পারবে।" তার মুখের শুকনো চুক্-চুক্ শব্দও শুনতে পেলাম।

অবিলম্বেই বুঝতে পারলাম যে, আমার সঙ্গীটির কৃপণ খ্যাতি অকারণ নয়। যাতায়াতের খরচ নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করেছে, তৃতীয় শ্রেণীতে চড়বার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে, আর হোটেলের বিল নিয়েও নানারকম ওজর-আপত্তি তুলেছে। পরদিন সকালে শেষ পর্যন্ত যখন লণ্ডনে পৌছলাম তখনকার মেজাজ যে বেশী খারাপ ছিল সেটা বলা শক্ত।

আমি বললাম, "আপনি একবার বেকার স্ট্রীট হয়েই যান, মিঃ হোমসের নতুন কোন নির্দেশ দেবার থাকতে পারে।"

রেগে চোখ রাঙিয়ে এম্বার্লি বলল, "তার আগেকার নির্দেশগুলো থেকে ভাল কিছু না হলে এ নির্দেশও কোন কাজে লাগবে না।" তথাপি সে আমার সঙ্গেই নেমে পড়ল। আগেই টেলিগ্রাম করে আমাদের পৌছবার সময় হোমসকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাদের জন্য একটা চিরকুট লিখে রেখে বেরিয়ে গেছে; তাতে জানিয়েছে যে, সে লিউইশাম-এ গেছে। আর সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। এটা একটা চমক বটে, কিন্তু তার চাইতেও বড় চমক হল—আমাদের মক্কেলের বসবার ঘরে পৌছে দেখি—সে একা নয়; তার পাশেই বসে আছে কঠোর-দর্শন একটি শান্ত মানুষ—গায়ের রং ঘোর, চোখে ধূসর রঙের রোদ-চশমা, আর পরনে কারুকার্য করা একটা টাই-পিন।

হোমস বলল, "ইনি আমার বন্ধু মিঃ বার্কার। মিঃ জোসিয়া এম্বার্লি, আপনার ব্যাপারে ইনিও খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন, যদিও আমরা দুজনই আলাদা আলাদাভাবে এ কাজে নেমেছিলাম। কিন্তু আপনার কাছে আমাদের দুজনেরই একটিমাত্র জিজ্ঞাসা!"

মিঃ এম্বার্লি গম্ভীর মুখে বসে রইল। আসন্ন বিপদের আভাষ সে পেয়ে গেছে। তার চোখের ভ্রুকুটি ও মুখের কুঞ্চন থেকেই সেটা আমি বুঝতে

পারলাম।

"জিজ্ঞাসাটা কি মিঃ হোমস?"

"শুধুই এই: মৃতদেহ দুটির কি করেছেন?"

কর্কশ গলায় চীৎকার করে লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাড় বের করা হাত দু'খানি তুলে যেন বাতাসকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল। তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল, আর সেইমুহূর্তে তাকে দেখতে একটা শিকারী পাখির মতই মনে হল। চকিতে জোসিয়া এম্বার্লির আসল চেহারাটা আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল—একটি বিকৃতগঠন দানব, দেহে ও মনে সমান বিকৃত। চেয়ারে বসে পড়ে যেন একটা উদ্‌গত কাশিকে চাপা দেবার জন্যই সে দুই হাতে ঠোঁট চেপে ধরল। হোমস বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটাকে চেপে ধরে মুখটাকে মাটির দিকে ঘুরিয়ে ধরল। তার কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা সাদা বড়ি নীচে পড়ল।

"অত সোজা পথে হবে না জোসিয়া এম্বার্লি। আরও ভদ্রভাবে শৃংখলার সঙ্গে কাজটা করতে হবে। এখন কি করা যায় বার্কার?"

"দরজায় আমার গাড়ি আছে," আমাদের স্বল্পবাক সঙ্গীটি বলল।

"থানা এখান থেকে কয়েক শ' গজ মাত্র দূরে। দুজন একসঙ্গেই যাব। ওয়াটসন, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসব।"

বুড়ো রঙক লোকটির প্রকাণ্ড দেহে সিংহের শক্তি থাকলেও দুজন অভিজ্ঞ মানুষ-ধরার হাতে সে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ল। টেনে-হিঁচড়ে তারা তাকে অপেক্ষমান গাড়িতে নিয়ে তুলল, আর সেই অলক্ষণে বাড়িটার পাহারায় রইলাম আমি একা। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই একটি চটপটে তরুণ পুলিশ-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে হোমস এসে হাজির হল।

বলল, 'আইনমাফিক কাজকর্মগুলো সারবার জন্য বার্কারকে রেখে এলাম। বার্কার-এর সঙ্গে এর আগে তোমার দেখা হয় নি ওয়াটসন। সারে-র সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে সে আমার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। একটি লম্বা গাঢ় রঙের লোকের কথা যখনই বলেছ তখনই তার পুরো ছবিটা তুলে ধরতে আমার কোন অসুবিধাই হয় নি। অনেকগুলো ভাল কেস-এর মীমাংসা সে করেছে, তাই না ইন্সপেক্টর?"

ইন্সপেক্টর সংক্ষেপে জবাব দিল, "অনেকবারই তিনি অনেক কেস-এ হাত লাগিয়েছেন।"

"তার কাজের পদ্ধতি যে আমার মতই প্রথাবহির্ভূত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি তো জান, এই প্রথাবহির্ভূত লোকগুলোকে অনেক সময় কাজে লাগে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি, তার নিজের কথাগুলিকেই তার

বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তোমাদের প্রথাগত ধমকানির দ্বারা এই বদমাস লোক-টাকে এভাবে ঠকিয়ে তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারতে না।"

"তা হয় তো পারতাম না। কিন্তু আমরাও তো কাজ হাসিল করে থাকি মিঃ হোমস। এ-কথা ভাববেন না যে এই কেস সম্পর্কে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল না, এবং আমরা লোকটাকে পাকড়াও করতে পারতাম না। যেসব প্রথা-প্রকরণ আমরা ব্যবহার করতে পারি না তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনারা যখন আমাদের কৃতিত্বটুকুও লুট করে নেন তখন যদি আমরা দুঃখিত বোধ করি তাহলে আমাদের ক্ষমা করবেন।"

"সেরকম ডাকাতি এ ক্ষেত্রে হবে না ম্যাক্‌কিনন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ মুছে ফেললাম। আর বার্কার ? আমার নির্দেশ ছাড়া সে কিছুই করে নি।"

ইন্সপেক্টরকে অনেকটা আশ্বস্ত মনে হল।

"এটা খুবই ভাল কথা মিঃ হোমস। নিন্দা-প্রশংসায় আপনার কিছুই যায়-আসে না, কিন্তু সংবাদপত্রগুলো যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে আমাদের কাছে তার দাম অনেক।"

"ঠিক কথা। কিন্তু এখনও তো তারা অনেক রকম প্রশ্নই করবে, কাজেই তার জবাবগুলোও তৈরি রাখাই ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন বুদ্ধিমান উৎসাহী প্রতিবেদক যখন জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ কোন্ বিষয় দেখে প্রথম আপনাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল, তখন তুমি কি জবাব দেবে ?"

ইন্সপেক্টরকে বিচলিত মনে হল।

"মিঃ হোমস, আসল ঘটনা তো আপনি এখনও জানতে পারেন নি। আপনি বলছেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করে এই বন্দী তিনজন সাক্ষীর সামনে কার্যত স্বীকার করেছে যে সে তার স্ত্রী ও তার প্রেমিককে হত্যা করেছে। এছাড়া আর কি ঘটনা আপনার হাতে আছে ?"

"খানাতল্লাসীর কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?"

"তিনজন কনস্টেবল আসছে।"

"তাহলে অচিরেই সবচাইতে প্রত্যক্ষ ঘটনাটাই পেয়ে যাবে। মৃতদেহ দুটিকে বেশী দূর সরানো হয় নি। মাটির নীচেকার ঘর ও বাগানটায় চেষ্টা করে দেখ। সম্ভাব্য জায়গাগুলো খুঁড়তে বেশী সময় লাগবার কথা নয়। জলের পাইপের চাইতে বাড়িটা অনেক বেশী পুরনো। কাজেই কাছেপিঠে কোথায়ও অব্যবহৃত একটা কুয়ো নিশ্চয় আছে। সেখানে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ।"

"কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে ? আর কাজটা করাই বা হয়েছিল কিভাবে।"

"প্রথমে বলছি কাজটা কিভাবে করা হয়েছিল, তারপর তোমার প্রাপ্য ব্যাখ্যা—বিশেষ করে আমার এই অনেক কষ্ট-পাওয়া যে বন্ধুটির অমূল্য সহায়তা আমি সবসময়ই পেয়ে থাকি তার প্রাপ্য ব্যাখ্যা আমি দেব। কিন্তু তার আগে এই লোকটির মানসিকতার একটা ধারণা তোমাকে দিতে চাই। তার মনটা খুবই অস্বাভাবিক—এতদূর অস্বাভাবিক যে আমার মতে ফাঁসি-কাঠের পরিবর্তে তার গন্তব্যস্থল হওয়া উচিত ব্রড্‌মুর। একজন আধুনিক বৃটন অপেক্ষা মধ্যযুগীয় ইতালীয় মনের সঙ্গেই তার মিল বেশী। লোকটা অত্যন্ত কৃপণ; তার জঘণ্য স্বভাবের জন্য তার স্ত্রীর জীবন এতদূর দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে যে-কোন দুঃসাহসী মানুষের ফাঁদে সহজেই পা বাড়িয়ে দেবার জন্য সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সেই মানুষটিই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল দাবারু ডাক্তারের রূপে। এম্বার্লি ভাল দাবা খেলত—চক্রান্তকারীর সেটাই তো একটা লক্ষণ। সব কৃপণ লোকের মতই সেও ছিল ঈর্ষাপরায়ণ। ক্রমে সেই ঈর্ষাই তার রোগে দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক হোক আর বেঠিক হোক, একটা ষড়যন্ত্রের সন্দেহ তার মনে জাগল। সেও প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হল, এবং মারাত্মক কৌশলের সঙ্গে তার পরিকল্পনা তৈরি করল। এস আমার সঙ্গে!"

হোমস এমন নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলল যেন সে এই বাড়িরই অধিবাসী। দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠের খোলা দরজার সামনে এসে সে থেমে গেল।

"কী বিশ্রী রঙের গন্ধ," ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল।

হোমস বলল, "ওটাই আমাদের প্রথম সূত্র। ডাঃ ওয়াটসনই ওটা লক্ষ্য করেছিল বলে তাকে ধন্যবাদ দিতে পার, যদিও এর থেকে কোন অনুমান সে করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু এর থেকেই আমি ঠিক পথে পা ফেলতে পেরেছিলাম। এমন একটা অবস্থায় এই লোকটি তীব্র গন্ধে বাড়িটাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে কেন? স্পষ্টতই তার পক্ষে লুকিয়ে রাখা দরকার এমন অন্য কোন গন্ধকে চাপা দেবার জন্য—আর সেটাও এমন কোন অপরাধজনক গন্ধ যা থেকে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তখনই লোহার দরজা ও খড়খড়ি সমন্বিত একটা সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধক ঘরের কথা আমার মনে এল—ঠিক যেধরনের ঘর এখানে তোমরা দেখছ। এই দুটো ঘটনাকে জুড়ে দাও—তারা কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে? নিজে বাড়িটাকে পরীক্ষা করেই আমি সেটা বুঝতে পারলাম। তার আগেই আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে কেসটা গুরুতর, কারণ হেমার্কেট থিয়েটারের আসন-নক্সাটা পরীক্ষা করে—সেটাও ডাঃ ওয়াটসনের আর একটি আবিষ্কার—জেনেছিলাম যে সে রাতে আপার সার্কল-এর 'খ'-তিরিশ অথবা বত্রিশ কোন আসনেই কোন লোক ছিল না। সুতরাং এম্বার্লি থিয়েটারে সে আদৌ যায় নি, আর তাই তার অজুহাত

থাকার ওজুহাতও টিকল না। স্ত্রীর জন্য কেনা আসনের সংখ্যাটা আমার বুদ্ধিমান বন্ধুটিকে দেখতে দিয়েই সে ভুল করেছে। তখন প্রশ্ন দেখা দিল, বাড়িটা কেমন করে পরীক্ষা করে দেখা যায়। যতদূর দূরবর্তী ভাবতে পারা যায় তেমনই একটা গ্রামে আমার একজন লোককে পাঠিয়ে তাকে দিয়ে এখান থেকে কাউকে এমন সময়ে সেখানে ডেকে পাঠালাম যাতে সেদিন সে আর ফিরতে না পারে। আমার ফন্দিটা যাতে ভেস্তে না যায় সেজন্য ডাঃ ওয়াটসনকে তার সঙ্গে দিলাম। ভালমানুষ যাজকের নামটি অবশ্য 'ক্রক্‌ফোর্ড' থেকেই সংগ্রহ করেছিলাম। এবার সব কিছু পরিষ্কার হল তো ?"

ভীত গলায় ইন্সপেক্টর বলল, "অপূর্ব !"

"বাধা পাবার কোন ভয় না থাকায় সেই বাড়িতে চুরি করতে গেলাম। চুরিটা চিরকালই আমার একটা বিকল্প বৃত্তি হতে পারত, অবশ্য আমি যদি সে বৃত্তিটা গ্রহণ করতে চাইতাম ; আর তা করলে আমি যে একেবারে সামনের সারিতে যেতে পারতাম সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবার শোন আমি কি দেখলাম। এখান থেকে একটা গ্যাস-পাইপ উঠে গেছে দেখতে পাচ্ছ। খুব ভাল। সেটা দেয়ালের কোণ পর্যন্ত উঠে গেছে। সেখানে এক কোণে আছে একটা কল। দেখতেই পাচ্ছ, পাইপটা 'দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠে'র ভিতর ঢুকে গেছে, আর সিলিং-এর ঠিক মাঝখানে পলস্তারায় ঢাকা একটা মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। নানা রকম কারুকার্যের আড়ালে মুখটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। মুখটা কিন্তু পুরো খোলা। যেকোন মুহূর্তে বাইরের কলটাকে ঘুরিয়ে ঘরটাকে গ্যাসে ভর্তি করে দেওয়া যেতে পারে। দরজা ও খড়খড়ি বন্ধ করে দিয়ে কলটাকে পুরো চালিয়ে দিলে সেই ছোট ঘরটাতে আবদ্ধ কোন মানুষের চেতনাই দু মিনিটের বেশী থাকতে পারে না। কোন্ শয়তানী কৌশলের সাহায্যে সে তাদের ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল আমি জানি না, কিন্তু একবার সেখানে ঢুকবার পরে তারা সম্পূর্ণ তার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে গিয়েছিল।"

ইন্সপেক্টর সাগ্রহে পাইপটা পরীক্ষা করে দেখে বলল, "আমাদের একজন অফিসার গ্যাসটার কথা বলেছিলেন, তবে তখন তো দরজা-জানালা খোলা ছিল এবং রং করার কাজ—বা ঐরকম একটা কিছু—শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের কথা অনুসারেই আগের দিন থেকেই সে রং করার কাজটা শুরু করেছিল। কিন্তু তারপর কি মিঃ হোমস ?"

"দেখ তারপরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটা আমার কাছেও ছিল অপ্রত্যাশিত। ভোরবেলা ভাঁড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে পালাবার সময় কে যেন আমার কলারটা চেপে ধরে বলে উঠল, "এবার রাস্কেল, তুমি এখানে কি করছিলে ?" কোনরকমে ঘাড়টা ফেরাতেই দেখি, রঙিন চশমা চোখে আমার বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ বার্কার। এই অদ্ভুত যোগাযোগে দুজনই হেসে

উঠলাম। মনে হল, ডাঃ রে আর্ণেস্টের পরিবারের তরফ থেকে তদন্ত চালাবার জন্ম তাকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেই একটা শয়তানী মতলবের সিদ্ধান্তেই এসেছে। কয়েক দিন ধরেই সে বাড়িটার উপর নজর রেখেছে এবং ডাঃ ওয়াটসনকেও একজন সন্দেহভাজন লোক বলে ধরে নিয়েছে। তাহলেও সে ওয়াটসনকে গ্রেপ্তার করতেও পারে নি ; কিন্তু যখন সে দেখল যে একটি লোক ভাঁড়ার ঘরের জানালা দিয়ে পালাচ্ছে তখন আর সে সংযম রাখতে পারল না। অবশ্য আমি তাকে সব কথাই বুঝিয়ে বললাম, এবং দুজনে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।"

"তার সঙ্গে কেন ? আর আমার সঙ্গেই বা নয় কেন ?"

"কারণ আমার ইচ্ছা ছিল ওই ছোট্ট পরীক্ষাটা করব, আর তাতে আশ্চর্য-রকম সাড়াও মিলল। আমার তো আশংকা হয়, তোমরা অতদূর যেতে না।"

ইন্সপেক্টর হাসল।

"তা হয় তো যেতাম না। কিন্তু আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছেন মিঃ হোমস যে এখান থেকেই আপনি এ কেস থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং এ পর্যন্ত যাকিছু তথ্যাদি পেয়েছেন তা আমাদের হাতে তুলে দেবেন।"

"নিশ্চয়, সবসময় সেটাই আমার রীতি।"

"ঠিক আছে, পুলিশ বাহিনীর হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি যেভাবে বললেন তাতে তো কেসটা বেশ পরিষ্কারই হয়ে গেছে ; এবার মৃতদেহ দুটি পেতে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।"

হোমস বলল, "একটি ভয়ংকর ছোট্ট প্রমাণ তোমাকে দেখাব। আমি নিশ্চিত জানি, এম্বার্লি নিজেও সেটা লক্ষ্য করে নি। দেখ ইন্সপেক্টর, অপরাধীর জায়গায় যদি নিজেকে বসাও এবং তুমি নিজে হলে কি করতে সেটা যদি ভাব, তাহলে খুব ভাল ফল পাবে। এতে কিছুটা কল্পনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ফল ভাল পাওয়া যায়। এবার কল্পনা করা যাক যে এই ছোট ঘরটায় তোমাকে আটকে রাখা হয়েছে এবং আর দু'মিনিটও তুমি বাঁচবে না, কিন্তু যে শয়তান দরজার ওপাশ থেকে হয়তো তোমাকে বিদ্রূপ করছে তুমি তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাও। তখন তুমি কি করবে ?"

"খবরটা লিখে ফেলব।"

"ঠিক। কিভাবে তোমার মৃত্যু হল সেটা তুমি সকলকে জানাতে চাইবে। কাগজে লিখে কোন কাজ হবে না। সেটা তো সকলেরই চোখে পড়বে। যদি দেয়ালে লেখ, সেখানেও কারও চোখ পড়তে পারে। এবার এখানে দেখ ! স্কার্টিং-এর ঠিক উপরে এমন লাল পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখা হয়েছে যেটা কখনও মুছে যাবে না। লেখা আছে : "আমরা 'খু—' বাস, ঐ পর্যন্তই।"

"এর থেকে আপনি কি বুঝছেন ?"

"দেখ, লেখাটা রয়েছে মেঝে থেকে মাত্র এক ফুট উপরে। বেচারি মেঝেতেই পড়ে ছিল, আর লেখার সময় তার মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠেছিল। শেষ করবার আগেই সে জ্ঞান হারায়।"

"সে লিখতে চেয়েছিল, 'আমরা খুন হয়েছি'।"

"আমার তো তাই মনে হয়েছে। মৃতদেহটা খুঁজে যদি এমন একটা পেন্সিল পাও যার লেখা মোছে না—"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে চেষ্টা আমরা করব : কিন্তু সেই কোম্পানির কাগজগুলো ? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কোনরকম ডাকাতিই হয় নি। অথচ কাগজগুলি তো তার কাছে ছিল। সেটা আমরা মিলিয়ে দেখেছি।"

"সেসব কাগজপত্র যে সে কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এই পালিয়ে যাওয়ার পুরো ব্যাপারটা যখন অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়ে যাবে তখন একদিন হঠাৎ সে সেগুলো পেয়ে যাবে এবং ঘোষণা করে দেবে যে অপরাধী যুগল অনুশোচনার বশবর্তী হয়ে লুঠের মাল ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে, বা পথের মাঝখানে ফেলে রেখে গেছে।"

ইন্সপেক্টর বলল, "দেখতে পাচ্ছি, আপনি সব মুস্কিলেরই আসান করে ফেলেছেন। কিন্তু একটা কথা। এ ব্যাপারে আমাদের সে বাধ্য হয়েই ডেকেছিল, কিন্তু সে আপনার কাছে কেন গেল সেটাই বুঝতে পারছি না।"

"স্রেফ বাহাদুরি!" হোমস জবাব দিব। "সে এতই চালাক আর নিশ্চিন্ত ছিল যে কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে এটা সে ভাবতেই পারে নি। বরং সন্দিগ্ধ প্রতিবেশীদের সে ডেকে বলতে পারবে, "দেখ, আমি কত রকম ব্যবস্থাই না নিয়েছি। শুধু যে পুলিশকে ডেকেছি তাই নয়, শার্লক হোমসকে পর্যন্ত ডেকেছি।"

ইন্সপেক্টর হেসে উঠল।

বলল, "আপনার ঐ 'পর্যন্ত' কথাটাকে মেনে নিতে আমরা বাধ্য ; সত্যি, যেরকম নৈপুণ্যের সঙ্গে আপনি কাজটি করেছেন তা মনে রাখবার মত।"

দু' সপ্তাহ পরে "নর্থ সারে অবজার্ভার নামক দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রিকার একটা সংখ্যা বন্ধুবর আমার দিকে ঠেলে দিল। তাতে "আশ্রয়-এর আতংক" থেকে আরম্ভ করে "চমৎকার পুলিশী তদন্ত" পর্যন্ত নানা বড় বড় হরফের শিরোনাম-এর নীচে এক কলম টাসা সংবাদের ভিতর দিয়ে এই ঘটনার প্রথম আনুপূর্বিক বিবরণ পেলাম। শেষ প্যারাগ্রাফটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে লেখা আছে :

"ইন্সপেক্টর ম্যাক্‌কিনন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে একটা রঙের গন্ধ থেকে অনুমান করেছেন যে অন্য কোন গন্ধকে, যেমন গ্যাসের গন্ধকে, চাপা দেবার

জন্তই এটা আমদানি করা হয়েছিল; 'দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ'টাকেই মৃত্যু-গহ্বরে পরিণত করা হয়েছিল এই দুঃসাহসিক অনুমান এবং তদনুসারে তদন্তকার্য চালিয়ে কুকুরের খোঁয়াড়ের নীচে চাপা-দেওয়া একটা অব্যবহৃত কুয়োর ভিতর থেকে মৃতদেহ দুটিকে আবিষ্কার—এই ঘটনা অপরাধ-তত্ত্বের ইতিহাসে আমাদের সহকারী গোয়েন্দাবর্গের বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

সব কিছু মেনে নেওয়া অদ্ভুত হাসি হেসে হোমস বলে উঠল, "আরে, ম্যাকৃকিনন দেখছি বেশ ভাল ছেলে। এটাকে তোমার সংগ্রহশালায় নথিভুক্ত করে রাখ ওয়াটসন। আসল গল্পটা হয়তো কোনদিন বলা হতে পারে।"





শার্লক হোমস ফিরে এল

The Return Of Sherlock Holmes

খালি বাড়ি

The Empty House

১৮৯৪ সালের বসন্তকালে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও দুর্বোধ্য অবস্থার মধ্যে মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ার-এর হত্যাকাণ্ড সারা লণ্ডন শহরকে কৌতূহলী করে তুলেছিল; সৌখীন সমাজকে করে তুলেছিল বিষণ্ণ। পুলিশী তদন্তের ফলে এই অপরাধের যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল সে সবই সাধারণ মানুষরা জানতে পেরেছে; কিন্তু সে সময়ে অনেক কিছুই চেপে রাখা হয়েছিল, কারণ সরকার পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি এত বেশী শক্তিশালী ছিল যে সব ঘটনাকে তুলে ধরার কোন দরকারই হয় নি। কিন্তু প্রায় দশ বছর পরে আজ আমাকে সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা-শৃংখলের হারানো যোগসূত্রগুলি তুলে ধরবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অপরাধটি এমনিতেই আগ্রহ-উদ্দীপক, কিন্তু তার যে অকল্পনীয় পরিণতি আমার দুঃসাহসিক জীবনের অন্য যেকোন ঘটনার চাইতে আমার মনকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছিল, বিস্মিত করেছিল, তার তুলনায় সে আগ্রহ তো কিছুই নয়। এমন কি দীর্ঘ বিরতির পরে আজও সে কথা ভাবলে আমার রোমাঞ্চ হয়; সেদিন আনন্দ, বিস্ময় ও অবিশ্বাস্যতার যে আকস্মিক জোয়ার আমার মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে যেন আমি নতুন করে উপলব্ধি করি। একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট মানুষের চিন্তা ও কার্যকলাপের যে ছবি আমি মাঝে মাঝে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছি তাতে যারা কিছু পরিমাণ আগ্রহ দেখিয়েছেন তাদের কাছে আমার নিবেদন, আমার সব কথা এতদিন তাদের না জানানোর জন্য তারা যেন আমাকে দোষী না করেন, কারণ সেই লোকটির নিজের মুখের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞায় আবদ্ধ না হলে সব কথা তাদের অবগত করানোটাকেই আমার প্রথম কর্তব্য বলে মনে করতাম; মাত্র সেদিন গত মাসের তিন তারিখে সে নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেওয়া হয়েছে।

সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে যে শার্লক হোমসের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার ফলে অপরাধ সম্পর্কে আমি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। তার নিখোঁজ হবার পরে যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হয়েছে সব সময়ই সেগুলি আমি যত্ন করে পড়েছি; এমন কি আত্ম-তুষ্টির জন্য সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিকবার তার পদ্ধতিগুলিকে

প্রয়োগের চেষ্টাও করেছি ; অবশ্য তাতে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারি নি। কিন্তু অন্য কোন ঘটনাই রোনাল্ড অ্যাডেয়ার-এর শোচনীয় মৃত্যুর মত এত বেশী আমাকে কৌতূহলী করে তুলতে পারে নি। বিচারকালীন যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণের ফলে এক বা একাধিক অজ্ঞাতপরিচয় লোকের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার রায় দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পড়তে পড়তে আমি যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম শার্লক হোমসের মৃত্যুতে সমাজের কত বড় ক্ষতি হয়েছে। আমি জানি, এই বিস্ময়কর ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা তাকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করত এবং ইওরোপের প্রথম অপরাধ-বিশেষজ্ঞের সুনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ ও সদাসতর্ক মন পুলিশী প্রচেষ্টার সহায়ক হত, অথবা হয়তো তাদেব সঠিক পথনির্দেশ করতে পারত। সারাদিন গাড়িতে বসে ঘুরতে ঘুরতে এই ঘটনাটির কথাই ভাবলাম, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই আমার কাছে উপযুক্ত বলে মনে হল না। বিচারের শেষে যেসব ঘটনা জনসাধারণের গোচরীভূত হয়েছিল, দুইবার বলা গল্পের পুনরুল্লেখের ঝুঁকি নিয়ে এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছি।

মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ার ছিল অস্ট্রেলিয়ার কোন একটি উপনিবেশের তৎকালীন গভর্নর মেনুথ-এর আর্ল-এর দ্বিতীয় পুত্র। চোখের ছানিতে অস্ত্রো-পচারের জন্য অ্যাডেয়ার-এর মা তখন সবে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছে। ছেলে রোনাল্ড ও মেয়ে হিল্ডাকে নিয়ে মহিলা তখন ৪২৭ পার্ক লেন-এ থাকে। যুবকটি ভাল সমাজে চলাফেরা করত ; যতদূর জানা যায় তার কোন শত্রু ছিল না ; বিশেষ কোন চারিত্রিক দোষও ছিল না। কার্সটেয়ার্স-এর মিস এডিথ উড্‌লির সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল, কিন্তু মাস কয়েক আগে পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই সে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল এবং তার ফলে কারও মনে গভীর কোন রেখাপাত হয়েছিল বলেও মনে হয় নি। এছাড়া তার জীবনযাত্রা সংকীর্ণ চিরাচরিত পথেই চলছিল, কারণ তার স্বভাব ছিল শান্তশিষ্ট, আর তার প্রকৃতি ছিল আবেগরহিত। তবু ১৮৯৪ সালের ৩০শে মার্চ রাত দশটা থেকে এগারোটা কুড়ির মধ্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিতভাবে এই সহজ সরল অভিজাত যুবকের উপরেই নেমে এল মৃত্যু।

রোনাল্ড অ্যাডেয়ার তাস খেলতে ভালবাসত। খেলতও অনবরত। তবে কখনও এমন বাজি রাখত না যাতে তার কোনরকম ক্ষতি হতে পারে। সে ছিল বল্ড্‌ইন, ক্যাভেণ্ডিস ও ব্যাগাটেল তাসের আড্ডার সভ্য। জানা গেল যে মৃত্যুর দিন ডিনার-এর পরে শেষোক্ত আড্ডায় সে এক "রবার" হুইস্ট খেলেছিল। বিকেলেও সেখানে খেলেছিল। সহ-খেলুড়ে মিঃ মারে, স্যার জন হার্ডি ও কর্নেল মোরান-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তারা হুইস্ট খেলেছিল, আর তাসও মোটামুটি সমানই পড়েছিল। অ্যাডেয়ার হয়তো পাচ পাউণ্ড হেরেছিল, তার বেশী নয়। সে যথেষ্ট বিত্তের অধিকারী, কাজেই এ

ধরনের হারে তার কিছু যায় আসে না। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ক্লাবে সে খেলে, কিন্তু সে খুব সতর্ক খেলুড়ে, আর সাধারণতই খেলতে বসে জেতে। সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, কয়েক সপ্তাহ আগে কর্ণেল মোরান-এর সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে বসে সে সত্যি সত্যি গড্‌ফ্রে মিলনার ও লর্ড বাল্‌মোরাল-এর কাছ থেকে ৪২০ পাউণ্ড জিতেছিল। বিচারকালে তার তৎকালীন ইতিহাস এই পর্যন্ত জানা যায়।

হত্যার দিন সন্ধ্যায় ঠিক দশটার সময় সে ক্লাব থেকে ফিরে আসে। জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটাবার জন্য তার মা ও বোন বাইরে গিয়েছিল। চাকরানি তার সাক্ষ্যে বলেছে, দোতলার সামনের ঘরে তার ঢুকবার শব্দ সে শুনেছে; সাধারণতঃ সেই ঘরটাকেই সে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে। তাই সেখানে সে আগুন জেলেই রেখেছিল, আর ধোঁয়া হচ্ছিল বলে জানালাটা খুলে দিয়েছিল। এগারোটা কুড়ি মিনিটে লেডি মেন্থুথ ও তার মেয়ের ফিরে আসার আগে সে ঘরে আর কোন শব্দ শোনা যায় নি। শুভরাত্রি জানাবার জন্য মহিলা ছেলের ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করে। দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ; তাদের ডাকাডাকি ও ধাক্কাধাক্কিতেও কোন সাড়া মেলে না। লোকজন ডেকে দরজা ভাঙা হল। দেখা গেল, হতভাগ্য যুবকটি টেবিলের কাছে পড়ে আছে। রিভলবারের গুলিতে মাথাটা ভয়ংকর-ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে কোন অস্ত্র পাওয়া যায় নি। টেবিলের উপর পড়ে ছিল ১০ পাউণ্ডের দু'খানা ব্যাংক-নোট এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় ১৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং—বিভিন্ন ছোট ছোট পরিমাণে সাজানো। এক তা' কাগজে কিছু সংখ্যা ও ক্লাব-এর বন্ধুদের নামও লেখা ছিল, তার থেকেই অনুমান করা হয় যে, মৃত্যুর আগে তাস-খেলায় হার-জিতের একটা হিসাব কষবার চেষ্টা সে করছিল।

বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ঘটনাটা আরও জটিল হয়ে দেখা দিল। প্রথমত, যুবকটি কেন যে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। হত্যাকারীই যে কাজটা করে তারপর জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে—এরকম একটা সম্ভাবনা ছিল। জানালা থেকে অন্তত বিশ ফুট নীচে মাটি, আর সেখানে ছিল প্রস্ফুটিত জাফরান ফুলের কেয়ারি। সেই ফুলের উপরে বা মাটিতে কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি, অথবা বাড়ি থেকে রাস্তা পর্যন্ত যে ছোট ঘাসে ঢাকা জমি সেখানেও কোন চিহ্ন ছিল না। কাজেই স্পষ্টতই বোঝা যায় যে যুবকটি নিজেই দরজাটা বন্ধ করেছিল। কিন্তু তার মৃত্যুটা ঘটল কেমন করে? কোনরকম চিহ্ন না রেখে তো কেউ জানালা পর্যন্ত বেয়ে উঠতে পারে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে কেউ জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল, তাহলে তো বলতে হয় যে-লোক রিভলবার দিয়ে এরকম মারাত্মক আঘাত হানতে পারে সে খুব পাকা শিকারী। তাছাড়া, পার্ক লেন একটি

জনবহুল পথ; বাড়ির একশ' গজের মধ্যে একটা গাড়ির আড্ডাও রয়েছে। কেউ গুলির শব্দ শুনতে পায় নি। অথচ একটি লোক মারা গেল; পাওয়া গেল একটা রিভলবারের বুলেট যার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির মৃত্যু ঘটল। এই হল পার্ক লেন রহস্যের বিবরণ। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল কোনরকম উদ্দেশ্যের অভাবে, কারণ—আগেই বলেছি—যুবক অ্যাডেয়ার-এর কোন শত্রু ছিল বলে জানা যায় নি, আর ঘরের ভিতরকার টাকা-পয়সা বা মূল্যবান সামগ্রী অপহরণের কোন চেষ্টাও করা হয় নি।

সারাদিন এই ঘটনাগুলিকেই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে এমন একটা থিয়োরি বের করতে পারি যার দ্বারা সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায়, এবং যে পদ্ধতি অনুসরণ করলে সবচাইতে কম বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলাম। আমার বেচারি বন্ধুবর তো সেটাকেই প্রত্যেক তদন্তকার্যের গোড়াকার কথা বলে মনে করত। স্বীকার করছি যে আমি মোটেই অগ্রসর হতে পারি নি। সন্ধ্যাবেলায় পার্কের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ছ'টা নাগাদ পার্ক লেন-এর অক্সফোর্ড স্ট্রীট-এর দিকটায় গিয়ে পৌছলাম। পথের উপর একদল বাউণ্ডুলে লোক একটা বিশেষ জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল। যে বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলাম তারাই আমাকে সে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। রঙিন চশমা চোখে একটি লিকলিকে ঢ্যাঙা লোক—আমার মনে হয়েছিল যে লোকটি একজন সাদা পোশাক-পরা গোয়েন্দা—কি যেন বলছিল আর অন্য সকলে তাকে ঘিরে ধরে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিল। যতটা সম্ভব তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু তার কথাগুলি অবাস্তব মনে হওয়ায় বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে সরে এলাম। সরতে গিয়েই আমার পিছনে দাঁড়ানো একটি বিকৃতদেহ বয়স্ক লোকের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগল এবং তার হাতের কয়েকখানা বই নীচে পড়ে গেল। মনে পড়ছে যে, সেই বইগুলো কুড়িয়ে দিতে গিয়ে একটা বইয়ের নাম আমার নজরে পড়ে গেল—"বৃক্ষ-পূজার উৎস (The Origin of the Tree Worship)"। দেখেই আমার মনে হল লোকটি পুস্তক-প্রেমিক এবং ব্যবসার খাতিরেই হোক আর সখের জন্যই হোক সে অপ্রচলিত বিরল সব বই সংগ্রহ করে বেড়ায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ যে বইগুলো আমার ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল সেগুলো তার চোখে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। ঘৃণায় গর্জে উঠেই সে মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল; তার বাঁকানো পিঠ ও সাদা জুলফি ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪২৭ নম্বর পার্ক লেন-এর বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করেও সমস্যার কোন সুরাহা হল না। একটা নীচু দেয়াল ও রেলিং দিয়ে বাড়িটা রাস্তা থেকে আলাদা করা; সব মিলিয়ে দেয়ালটা পাঁচ ফুটের বেশী উঁচু নয়। কাজেই যেকোন

লোকের পক্ষেই বাগানে ঢোকা খুবই সহজ, কিন্তু জানালাটা একান্তভাবেই অনধিগম্য, কারণ অত্যন্ত সক্ষম লোকের পক্ষেও বেয়ে উঠবার মত কোন জলের পাইপ বা অন্য কিছু সেখানে ছিল না। অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে কেন্‌সিংটন-এ ফিরে এলাম। পড়ার ঘরে পাঁচ মিনিটও বসি নি, এমন সময় চাকরানি ঘরে ঢুকে জানাল, একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। কী আশ্চর্য, লোকটি আর কেউ নয়, আমার সেই বিচিত্র বৃদ্ধ পুস্তক-সংগ্রহকারী; সাদা চুলের ফ্রেমের ভিতর থেকে তার বিশীর্ণ, কুঞ্চিত মুখখানি বেরিয়ে আছে; আর অন্তত ডজনখানেক মহামূল্যবান বই সে ডান বগলের নীচে চেপে ধরে আছে।

একটা অদ্ভুত কর্কশ গলায় সে বলল, "আমাকে দেখে আপনি দেখছি অবাক হয়েছেন স্যার।"

স্বীকার করলাম, তা হয়েছি।

দেখুন, আমারও তো একটা বিবেক আছে স্যার; যখন দেখলাম আপনি এই বাড়িতে ঢুকলেন, তখন আমিও আপনার পিছু পিছু এলাম; ভাবলাম, ভিতরে ঢুকে দয়ালু ভদ্রলোকটিকে একবার দেখে আসি আর বলে আসি যে আমি যদি একটু রুক্ষ ব্যবহার করেও থাকি তবু আমার কোন খারাপ অভিপ্রায় ছিল না, এবং আমার বইগুলো কুড়িয়ে দেবার জন্য তার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।"

আমি বললাম, "তুচ্ছ জিনিসকে আপনি বড় বেশী বাড়িয়ে বলছেন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি আমার পরিচয় জানলেন কেমন করে?"

"কি জানেন স্যার, আমি আপনার একজন প্রতিবেশী; চার্চ স্ট্রীট-এর মোড়েই আমার ছোট বইয়ের দোকানটা দেখতে পাবেন: আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। মনে হচ্ছে আপনিও বই সংগ্রহ করে থাকেন স্যার; এই তো রয়েছে 'বৃটিশ বার্ডস্' 'ক্যাটালাস', আর 'দি হোলি ওয়ার'। এর প্রত্যেকটাই তো দামী বই। পাঁচ খণ্ড বই হলেই দ্বিতীয় তাকের ঐ ফাঁকটা ভর্তি করতে পারেন। দেখতে বড়ই খারাপ লাগছে; নয় কি স্যার?"

পিছনের তাকটা দেখবার জন্য মাথাটা ঘুরিয়ে নিলাম। আবার যখন মুখ ফেরালাম, দেখি পড়ার টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, অবাক বিস্ময়ে কয়েক সেকেণ্ড হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, আর তারপরই মনে হল জীবনে এই প্রথম ও শেষবারের মত আমি নিশ্চয় মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম। এ কথা নিশ্চিত যে একটা ধূসর কুয়াসা আমার চোখের সামনে দুলে উঠেছিল এবং সেটা যখন সরে গেল তখন দেখলাম, আমার কলারের বোতাম খোলা আর আমার ঠোঁটে তখনও ব্র্যাণ্ডির স্বাদ লেগে রয়েছে। ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে হোমস আমার চেয়ারের উপর ঝুঁকে রয়েছে।

অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "প্রিয় ওয়াটসন, তোমার কাছে আমি হাজারবার ক্ষমাপ্রার্থী। তুমি যে এতটা বিচলিত হয়ে পড়বে তা আমি ভাবতে পারি নি।"

তার হাতটা চেপে ধরলাম।

"হোমস?" চেঁচিয়ে বলে উঠলাম। "সত্যি কি তুমি? এ কি সত্যি যে তুমি বেঁচে আছ? এও কি সম্ভব যে সেই ভয়ংকর গহ্বর থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলে?"

"একটু সবুর কর।" সে বলল। "এসব আলোচনা করবার মত অবস্থা তুমি সত্যি ফিরে পেয়েছ তো? আমার এই অকারণ নাটকীয় আবির্ভাব তোমাকে অত্যন্ত বেশী বিচলিত করে ফেলেছে।"

"আমি ঠিক আছি। কিন্তু হোমস, সত্যি বলছি আমি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ঈশ্বর জানেন, তুমি যে আমার পড়ার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছ এ যেন ভাবতেই পারছি না!" আবার তার আস্তিন শুদ্ধ পেশীবহুল সরু হাতটা চেপে ধরলাম। "ঠিক আছে, আর যাই হোক, এটা তোমার আত্মা নয়। ভাইরে, তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে। বস। তারপর বল সেই ভয়ংকর খাদের ভিতর থেকে তুমি জীবন্ত বেরিয়ে এলে কেমন করে?"

আমার উল্টো দিকে বসে তার সেই পুরনো বেপরোয়া ভঙ্গীতে সে একটা সিগারেট ধরাল। বই-বিক্রিওলার ফ্রক-কোটটা তখনও তার গায়েই রয়েছে, কিন্তু তার বাদ-বাকি অস্তিত্বটা একরাশ সাদা চুল ও একগাদা পুরনো বইয়ের রূপ নিয়ে টেবিলের উপর পড়ে আছে। হোমসকে যেন আগের চাইতেও শীর্ণ ও তীক্ষ্ন মনে হচ্ছে; তার খাড়া নাকের উপরকার মৃত্যু-সাদা ছোপটা দেখেই বুঝতে পারলাম, ইদানীং তার স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাচ্ছে না।

সে বলল, "একটু টান-টান হয়ে শুতে পেরে বড়ই ভাল লাগছে ওয়াটসন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা পা তুলে চলাফেরা করা একটা ঢ্যাঙা লোকের পক্ষে মোটেই মজার ব্যাপার নয়। কি জান ভাই, এসব সাজগোজের ব্যাখ্যা হিসাবে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আজ রাতে একটা কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে কাজটা সারা হয়ে যাবার পরে সব ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলাটাই ভাল হবে।"

"আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। এখনই সব কথা শুনতে চাই।"

"আজ রাতে আমার সঙ্গে থাকছ তো?"

"যখন বলবে, যেখানে যেতে বলবে, আমি আছি।"

"এই তো আগেকার দিনের মত কথা। যাবার আগে কিছু খেয়ে নেবার মত সময় আমাদের হাতে আছে। হ্যাঁ, এবার সেই খাদের কথা। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমার কোন বড় রকমের অসুবিধাই হয় নি, আর তার

খুব সহজ কারণটি এই যে সে খাদের মধ্যে আমি কখনও পড়িই নি।"

"কখনও পড়ই নি ?"

"না ওয়াটসন, মোটেই পড়ি নি। তোমার জন্ত যে চিরকুটটা লিখে রেখে গিয়েছিলাম তার প্রতিটি কথাই সত্য। যে সংকীর্ণ পথটা ধরে সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসা যায় সেই পথের উপর স্বর্গত অধ্যাপক মরিয়ার্টির অশুভ মূর্তিটা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তার দুটি ধূসর চোখে দেখেছিলাম এক দুর্লংঘ্য নিয়তি। কাজেই তার সঙ্গে কিছু বাক্য বিনিময় করে একটা চিরকুট লিখবার সৌজন্যমূলক অনুমতি চেয়ে নিলাম। সেই চিরকুটটাই তুমি পরে পেয়েছিলে। আমার সিগারেটের বাক্স ও লাঠিটাসহ চিরকুটটা সেখানে রেখে পথটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। মরিয়ার্টি সব সময়ই আমার পিছনে ছিল। একেবারে শেষ প্রান্তে পৌছে ঘুরে দাঁড়ালাম। সে কোন অস্ত্র বের করল না, আমার দিকে ছুটে এসে লম্বা হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে জানত যে তার খেলা সাঙ্গ হয়েছে, তাই আমার উপর প্রতিশোধ নিতে তখন সে বদ্ধপরিকর। জলপ্রপাতের কিনারে দাঁড়িয়ে দুজন কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করলাম। বারিৎসু বা জাপানী ধরনের কুস্তির কিছু প্যাঁচ আমার জানা ছিল। অনেক সময়ই সেটা আমার কাজে লেগেছে। আমি তার হাতের ভিতর দিয়ে গলে গেলাম; আর সে ভয়ংকরভাবে চীৎকার করে কয়েক সেকেণ্ড পাগলের মত মাটিতে পা ঠুকল, দুই হাত বাড়িয়ে বাতাসকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও টাল সামলাতে না পেরে উল্টে নীচে পড়ে গেল। জলের কিনারে দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে অনেকটা নীচে পর্যন্ত তাকে পড়ে যেতে দেখলাম। তারপরই একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে সে সশব্দে জলের মধ্যে পড়ে গেল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হোমস কথাগুলি বলে গেল। আমি অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলাম।

"কিন্তু পায়ের দাগ!" আমি চেঁচিয়ে বললাম। "আমি যে নিজের চোখে দেখেছি, পথ ধরে দুজন এগিয়ে গেছে; কিন্তু কেউ ফেরে নি।"

সেটা এইভাবে ঘটেছিল। অধ্যাপক উধাও হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল, নিয়তি কী অদ্ভুত সৌভাগ্য আমার জন্য বয়ে এনেছে। আমি জানতাম, একমাত্র মরিয়ার্টিই আমার হত্যার শপথ নেয় নি। এমন অন্তত আরও তিনটে লোক আছে যাদের মনে আমার প্রতিহিংসা নেবার বাসনা তাদের নেতার মৃত্যুতে তীব্রতর হবে। তারা সকলেই অত্যন্ত ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। একজন না একজন আমার খোঁজ পাবেই। অপরপক্ষে, সারা জগৎ যদি জেনে যায় যে আমি মারা গিয়েছি, তাহলে এই লোকগুলোও ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নেবে; তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াবে এবং দু'দিন আগে হোক

পরে হোক আমি তাদের শেষ করে ফেলতে পারব। আমি যে এখনও বেঁচে আছি সেকথা ঘোষণা করবার সময় আসবে সেই দিন। মস্তিষ্ক এত দ্রুত কাজ করে যে অধ্যাপক মরিয়ার্টি রাইকেনবাক জলপ্রপাতের নীচে পৌঁছবার আগেই এসব চিন্তা আমার মাথায় খেলে গিয়েছিল।

"উঠে দাঁড়িয়ে পিছনকার পাহাড়ের দেয়ালটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। এ ঘটনার যে হুবহু বিবরণ তুমি প্রকাশ করেছিলে কয়েক মাস পরে সেটা আমি আগ্রহসহকারে পড়েছি। তাতে তুমি লিখেছ যে পাহাড়ের দেয়ালটা ছিল খাঁজবিহীন খাড়াই। সেটা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। পা রাখবার মত কয়েকটা জায়গা তাতে ছিল এবং একটা আলসের মতও ছিল। পাহাড়টা এত উঁচু যে তার সবটা বেয়ে উপরে ওঠা একেবারেই অসম্ভব। আবার কোনরকম পায়ের চিহ্ন না রেখে ভিজে পথটা ধরে চলাও সমান অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে আমি পায়ের জুতো উল্টো করে পরে নিতে পারতাম; এরকম অবস্থায় সে কাজ আমি অনেকবার করেছি; কিন্তু তিন জোড়া পা একই দিকে চলে গেছে দেখলে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দিত। কাজেই সবদিক চিন্তা করে ঠিক করলাম যে পাহাড় বেয়ে ওঠার ঝুঁকিই নিতে হবে। ব্যাপারটা খুব মজাদার নয় ওয়াটসন? নীচে জলপ্রপাত গর্জন করে চলেছে। আমি কল্পনাপ্রবণ লোক নই, কিন্তু তোমাকে বলেই বলছি ওয়াটসন, আমি যেন শুনতে পেলাম খাদের নীচ থেকে মরিয়ার্টির কণ্ঠস্বর আমাকে ডাকছে। একটু ভুল হলেই জীবনান্ত হবে। একাধিকবার যেই আমার হাতের টানে ঘাসের গুচ্ছ উপড়ে উঠে এসেছে, অথবা পাহাড়ের ভেজা গর্তের মধ্যে পাটা পিছলে গেছে, অমনি মনে হয়েছে এই বুঝি গেলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম; শেষ পর্যন্ত নরম সবুজ শেওলায় ঢাকা এমন একটা তাকের মত জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখানে সকল দৃষ্টির অগোচরে বেশ আরাম করে শুয়ে থাকা যায়। প্রিয় ওয়াটসন, তোমার দলবল নিয়ে তুমি যখন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অত্যন্ত অনুপযুক্তভাবে আমার মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করছিলে তখন আমি সেখানেই শরীরটাকে টান-টান করে শুয়ে ছিলাম।

"শেষপর্যন্ত তোমাদের যত সব অনিবার্য ও একান্ত ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তোমরা হোটেলে ফিরে গেলে, আর আমি সেখানে একা পড়ে রইলাম। ভেবেছিলাম আমার অভিযান বুঝি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে তখনও অনেক বিস্ময় আমার জন্য জমা হয়ে আছে। একটা প্রকাণ্ড পাথর উপর থেকে গড়িয়ে আমার ঠিক পাশ দিয়ে পথের উপর নেমে ছিটকে সেই খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল বুঝি একটি আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু পরমুহূর্তেই উপরে তাকিয়ে আকাশের পটভূমিতে একটি মানুষের মাথা আমি দেখতে পেলাম; সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পাথর এসে ঠিক যে তাকটার উপর আমি শুয়েছিলাম

তার উপরে আমার মাথাটার ফুট খানেকের মধ্যে আছড়ে পড়ল। অর্থটা খুব স্পষ্টই বোঝা গেল। মরিয়ার্টি একা ছিল না। অধ্যাপক যখন আমাকে আক্রমণ করে তখন তার একজন স্যাঙাতও পাহারায় ছিল, আর একনজরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে স্যাঙাতটি কী সাংঘাতিক লোক। আমার অগোচরে কিছুটা দূর থেকে সে তার বন্ধুর মৃত্যু ও আমার উদ্ধারের সাক্ষী হয়ে ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর পাহাড়টা ঘুরে তার চূড়ায় উঠে সে সেই কাজটিই হাসিল করতে চেয়েছিল যেটা তার বন্ধু করে উঠতে পারে নি।

"ওয়াটসন, সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে নিতে আমার বেশী সময় লাগল না। আবার দেখলাম, সেই ভয়ংকর মুখটা পাহাড়ের উপর থেকে উঁকি দিচ্ছে, বুঝলাম যে এবার আর একটা পাথর নেমে আসবে। কোনরকমে আবার সেই পাথরের উপরেই নেমে গেলাম। ভেব না যে ঠাণ্ডা মাথায় আমি এসব করতে পারতাম। উপরে উঠে যাওয়ার চাইতে এ কাজটা ছিল শতগুণ বেশী শক্ত। কিন্তু বিপদের কথা ভাববার সময় ছিল না, কারণ আমি যখন সেই তাকের কিনারা ধরে ঝুলে পড়লাম তখনই আরও একটা পাথর সশব্দে আমার পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেল। মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে হাতটা ফসকে গেল, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে আমি পথের উপর নেমে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে পালালাম। অন্ধকারে দশ মাইল পাহাড়ি পথ পার হলাম এবং এক সপ্তাহ পরে ফ্লোরেন্স-এ পৌছলাম। তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমার কি হল সেকথা পৃথিবীতে কেউ জানল না।"

"আমার একজনমাত্র সহযোগী ছিল—আমার দাদা মাইক্রফ্‌ট। প্রিয় ওয়াটসন, তোমার কাছে অনেক অনেক ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি; কিন্তু তখন সবচাইতে বড় কথাই ছিল যে সকলে জানুক আমি মারা গিয়েছি; আর এটা তো খুবই ঠিক যে সে খবরটা সত্য বলে না জানলে আমার শোচনীয় পরিণতির অমন একান্ত বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ তুমিও কিছুতেই লিখতে পারতে না। গত তিন বছরে অনেক বারই তোমাকে চিঠি লিখবার জন্য কলম হাতে নিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভয় হয়েছে যে আমার প্রতি স্নেহবশত হয়তো এমন কিছু অবিবেচনার কাজ তুমি করে বসবে যাতে আমার সব গোপনতা ফাঁস হয়ে পড়বে। সেই একই কারণে আজ সন্ধ্যায় তুমি যখন আমার বইগুলো ফেলে দিলে তখনও আমি দূরে সরে গেলাম, তখন আমার অনেক বিপদ; তোমার দিক থেকে কোনরকম বিস্ময় বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেই হয়তো আমার আসল পরিচয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হত, আর তার ফল হত অত্যন্ত শোচনীয় ও অপূরণীয়। আর মাইক্রফটের কথায় বলি, আমার তখন খুবই টাকার দরকার ছিল আর সেইজন্যই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। এদিকে লণ্ডনের ঘটনাবলীও আমি যেরকমটা আশা করেছিলাম সে পথে গেল

না, কারণ মরিয়ার্টির দলবলের বিচারে তার সেই দুটি বিপজ্জনক স্যাঙাতই ছাড়া পেয়ে গেল যারা আমার সবচাইতে প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রু। কাজে-কাজেই দু'বছরের জন্য তিব্বত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম, মনের সুখে লামা দেখলাম, এমনকি প্রধান লামার সঙ্গেও কিছুদিন কাটালাম। সিগারসন নামক জনৈক নরওয়েবাসীর উল্লেখযোগ্য সব আবিষ্কারের কাহিনী হয়তো তুমিও পড়েছ, কিন্তু তাতে যে তোমার বন্ধুর সংবাদই পেয়েছিলে সেকথা তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পার নি। তারপর গেলাম পারস্যে, মক্কা দেখলাম, খার্তুম-এ খলিফার সঙ্গেও অল্প সময়ের জন্য দেখা করলাম, আর সে বিবরণ যথাসময়ে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়ে দিলাম। ফ্রান্স-এ ফিরে এসে কয়লার উপাদান নিয়ে গবেষণার কাজে কয়েক মাস কাটালাম; কাজটা করেছিলাম দক্ষিণ ফ্রান্স-এর মঁৎপেলিয়ের গবেষণাগারে। সন্তোষজনকভাবে কাজটা শেষ করবার পরে যখন জানতে পারলাম আমার একটিমাত্র শত্রু এখন লণ্ডনে আছে তখনই এখানে ফিরবার উদ্যোগ করছি এমন সময় এই পার্ক লেন রহস্যের খবর পেয়ে আমার যাত্রাকে ত্বরান্বিত করে ফেললাম। ঘটনাটি নিজগুণেই আমার মনকে টেনেছিল; তাছাড়াও ভাবলাম যে কাজটা হাতে নিলে কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধাও পেয়ে যাব। তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে ফিরে এলাম, আত্ম-পরিচয়ে বেকার স্ট্রীটে আত্মপ্রকাশ করলাম, মিসেস হাডসন চীৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল, আর দেখতে পেলাম যে মাইক্রফট্‌ আমার ঘরটি ও কাগজ-পত্রগুলো ঠিক যেভাবে ছিল সেইভাবেই রেখে দিয়েছে। প্রিয় ওয়াটসন, এইভাবে আজ বেলা দুটোর সময় আমার সেই পুরনো ঘরের সেই পুরনো হাতল-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে শুধু এই আশাই করছিলাম যে আমার পুরনো বন্ধু ওয়াটসন অনেক সময়ই যে চেয়ারটার শোভাবর্ধন করত তাকে যদি সেখানে দেখতে পেতাম।"

এপ্রিল মাসের সেই সন্ধ্যায় এই আশ্চর্য কাহিনীটি মন দিয়ে শুনলাম—যে দীর্ঘ দেহ ও তীক্ষ্ণ সাগ্রহ মুখ আর কোনদিন দেখতে পাব বলে আশাও করি নি তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির দ্বারা প্রত্যায়িত না হলে সে কাহিনী হয়তো আমার কাছেও একান্তভাবেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হত। যেমন করেই হোক আমার প্রিয় বিয়োগের দুঃসংবাদও সে জেনেছে; কথার বদলে আচরণের ভিতর দিয়েই সে তার সহানুভূতি প্রকাশ করল। বলল, "প্রিয় ওয়াটসন, কাজই দুঃখের শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধক। আজ রাতে আমাদের দুজনের জন্যই একটা কাজ আমার হাতে আছে; সে কাজটা যদি সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করতে পারি তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া যাবে।" বৃথাই তাকে এ বিষয়ে আরও কিছু বলতে বললাম। সে শুধু জবাব দিল, "সকালের আগেই অনেক কিছু শুনতে ও দেখতে পাবে। আমাদের বিগত তিন বছরের কথা জমে আছে। খালি বাড়িটাতে উল্লেখযোগ্য অভিযান শুরু

হবে সাড়ে ন'টায় ; ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কথাই চলুক।"

নির্দিষ্ট সময়ে পকেটে রিভলবার ও বুকের মধ্যে অভিযানের শিহরণ নিয়ে গাড়িতে তার পাশে বসে চলতে চলতে যেন পুরনো দিনগুলিকে ফিরে পেলাম। হোমস রুক্ষভাবে চুপচাপ বসে আছে। রাস্তার আলো তার গম্ভীর মুখের উপর পড়ায় দেখতে পেলাম তার ভুরু দুটি চিন্তায় আনত, আর ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে বসেছে। লণ্ডনের অপরাধ জগতের অন্ধকার জঙ্গলে কোন্ বন্য পশুকে শিকার করতে আমরা চলেছি তা আমি জানি না, কিন্তু এই দক্ষ শিকারীর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝতে পারছি যে অভিযানটি বেশ গুরুতর রকমের ; তাছাড়া তার ঋষিকল্প গাম্ভীর্যকে ভেদ করে মাঝে মাঝে যে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে বেরুচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে যার উদ্দেশ্যে এই শিকার-যাত্রা তার কপাল বড় মন্দ।

ভেবেছিলাম বেকার স্ট্রীটেই আমরা চলেছি, কিন্তু ক্যাভেণ্ডিস স্কোয়ারের মোড়েই হোমস গাড়িটা থামাল। লক্ষ্য করলাম যে গাড়ির বাইরে পা দেবার সময় সে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাইনে ও বাঁয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ; তারপর প্রতিটি রাস্তার মোড়েই একবার করে বেশ ভালভাবে দেখে নিল কেউ তার পিছু নিয়েছে কি না। আমাদের যাত্রাপথটাও বেশ অদ্ভুত। লণ্ডনের অলি-গলির জ্ঞান হোমসের অসাধারণ ; এ ক্ষেত্রে এমন সব পাখির আলয় ও আস্তাবলের সারির ভিতর দিয়ে নিশ্চিত পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে সে এগিয়ে চলল যাদের অস্তিত্বের কোন খবরই আমার জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা ছোট রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। তার দুই পাশে সব পুরনো বিষণ্ণ-দর্শন বাড়িঘর। সেই পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে পড়লাম ম্যাঞ্চেস্টার স্ট্রীট-এ এবং সেখান থেকে ব্ল্যাণ্ডফোর্ড স্ট্রীট-এ। এখানে দ্রুত মোড় ঘুরে সে একটা সংকীর্ণ গলিতে পড়ল, কাঠের ফটক পেরিয়ে একটা পরিত্যক্ত উঠোনে ঢুকল, তারপর চাবি ঘুরিয়ে একটা বাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে ফেলল। দুজন একসঙ্গে ঢুকলাম। সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জায়গাটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ; কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এটা খালি বাড়ি। আমাদের পায়ের চাপে কাঠের পাটাতনে ক্যাচর-ক্যাচর শব্দ হতে লাগল। হাত বাড়িয়ে দেয়াল ছুঁয়ে বুঝতে পারলাম যে দেয়ালের গা থেকে কাগজগুলো ফিতের মত ঝুলছে। ঠাণ্ডা সরু আঙুল দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে হোমস আমাকে নিয়ে একটা লম্বা হলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। দরজার উপরকার অস্পষ্ট ঘুলঘুলির আলোটা চোখে পড়ল। এখানে এসেই হোমস হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে গেল, আর আমরাও একটা বড়, চৌকো খালি ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের কোণগুলো গাঢ় ছায়ায় ঢাকা, কিন্তু বাইরের রাস্তার আলো পড়ে ঘরের ভিতরটা ঈষৎ আলোকিত। কাছাকাছি কোন

বাড়ি ছিল না; জানালায় জমে ছিল পুরু ধুলো, কাজেই ভিতরে আমরা পরস্পরের আকৃতিটা শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম। সঙ্গীটি আমার কাঁধে হাত রেখে তার ঠোঁট নিয়ে এল কানের কাছে।

"আমরা কোথায় এসেছি জান?" সে ফিস্ ফিস্ করে বলল।

আবছা জানালা দিয়ে তাকিয়ে জবাব দিলাম, "ওটা নিশ্চয়ই বেকার স্ট্রীট।"

"ঠিক। আমরা আছি ক্যাম্‌ডেন হাউস-এ। বাড়িটা আমাদের পুরনো বাসার ঠিক উল্টো দিকে।"

"কিন্তু এখানে এসেছি কেন?"

"কারণ এখান থেকে ঐ চমৎকার বাড়িটার একটা ভাল ছবি পাওয়া যায়। প্রিয় ওয়াটসন, তোমাকে যাতে কেউ দেখতে না পায় সেবিষয়ে বেশ সতর্ক হয়ে তুমি কি একটু কষ্ট স্বীকার করে জানালাটার আরও একটু কাছে এগিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আমাদের সেই পুরনো ঘরগুলোর দিকে একবার তাকাবে যেখান থেকে আমাদের অনেক ছোটখাট অভিযানের সূত্রপাত ঘটেছে? তোমাকে অবাক করে দেবার যে ক্ষমতা আমার ছিল এই তিন বছরের অনুপস্থিতিতে সেটা একেবারেই চলে গেছে কি না সেটা একবার দেখব।"

পা টিপে টিপে এগিয়ে পরিচিত জানালাটার ভিতর দিয়ে তাকালাম। সেখানে চোখ পড়তেই আমি আঁতকে উঠলাম. গলা দিয়ে একটা বিস্ময়ের চীৎকার বেরিয়ে গেল। জানালার পর্দা নামানো; ঘরে একটা কড়া আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে চেয়ারে উপবিষ্ট একটি মানুষের ছায়া জানালার উজ্জ্বল পর্দার উপর কালো কঠিন রেখায় ফুটে উঠেছে। মাথার ভঙ্গী. কাঁধের চৌকো ভাব, আর টানা-টানা দেহ-গঠন—এ সব কোন মতেই ভুল হবার নয়। মুখটা অর্ধেক ঘোরানো থাকার ফলে এমন একটি কালো সিলুয়েটের সৃষ্টি হয়েছে যেরকম ছবি বাঁধিয়ে রাখতে আমাদের ঠাকুর্দারা ভালবাসতেন। হোমসের একটি সঠিক প্রতিকৃতি। আমি এতই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে লোকটি সত্যি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কি না নিশ্চিত হবার জন্য আমার হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। নীরব হাসিতে সে তখন কাঁপছে।

"কি হল?" সে বলল।

"হা ঈশ্বর!" আমি চেঁচিয়ে বললাম। "এ যে বিস্ময়কর!"

সে বলল, "আমি বিশ্বাস রাখি যে আমার সীমাহীন বিচিত্র কর্মক্ষমতা বয়সের চাপে শুকিয়ে যায় নি অথবা গতানুগতিকতায় অকেজো হয়েও যায় নি।" নিজের সৃষ্টিকে ঘিরে শিল্পীর মনে যে আনন্দ ও গর্ব থাকে তারই প্রকাশ ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে। "সত্যি একেবারে আমার মতই হয়েছে, তাই না?"

"আমি শপথ করে বলতেও রাজী আছি যে ওটা তুমিই।"

"এ কাজের কৃতিত্ব অবশ্য গ্রেনোবল্‌-এর মঁসিয়ে অস্কার মুনিয়ের-এর প্রাপ্য। কয়েকটা দিন খেটে তিনিই ছাচটা তৈরি করেছেন। মূর্তিটা মোমের। বাকি কাজটা আমিই করেছি আজ বিকেলে বেকার স্ট্রীটে হাজির থেকে।"

"কিন্তু কেন ?"

"প্রিয় ওয়াটসন, তার কারণ আমি যখন সত্যি অন্যত্র রয়েছি তখন যাতে কিছু লোক ভাবে যে আমি ওখানেই আছি সেটা চাইবার স্বপক্ষে আমার অত্যন্ত জোরালো যুক্তি ছিল।"

"অর্থাৎ তুমি ভেবেছিলে যে তোমার ঘরের উপর নজর রাখা হয়েছিল ?"

"আমি জানতাম নজর রাখা হয়েছিল।"

"কারা রেখেছিল ?"

"আমার পুরনো শত্রুরা ওয়াটসন। যাদের নেতা রাইফেনবাক-এর জলে শুয়ে আছে সেই মনোহর দলটি। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তারা জানত, একমাত্র তারাই জানত যে আমি এখনও বেঁচে আছি। তারা বিশ্বাস করে আছে যে আজ হোক কাল হোক আমার ঘরে আমি ফিরে আসবই। তারা আগাগোড়াই নজর রেখেছিল; আর আজ সকালে তারা আমাকে আসতে দেখেছে।"

"তুমি কেমন করে জানলে ?"

"কারণ জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাদের শান্ত্রীকে আমি চিনতে পেরেছি। বেচারি নিরীহ মানুষ; নাম পার্কার; পেশায় ডাকাত; আর ইহুদিদের বেহালা খুব ভাল বাজাতে পারে। তাকে আমি থোরাই কেয়ার করি। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা তার পিছনকার দুর্ধর্ষ লোকটিকে নিয়ে। লোকটি মরিয়ার্টির প্রাণের বন্ধু, সেই পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলেছিল, লণ্ডনের সবচাইতে ধূর্ত ও বিপজ্জনক দুর্বৃত্ত সে। ওয়াটসন, আজ রাতে সেই লোকটিই আমার পিছনে লাগবে; কিন্তু আমরা যে তার পিছনে লেগেছি সে লোকটি এবিষয়ে কিছুই জানে না।"

আমার বন্ধুর পরিকল্পনাটা ক্রমশ প্রকাশ পেতে লাগল। এই সুবিধাজনক জায়গা থেকে নজরদারদের উপর নজর রাখা হচ্ছে, আর যারা পিছু নিয়েছে তাদের পেছনেই লাগা হচ্ছে। দূরের ঐ কোণাকুনি ছায়াটা হচ্ছে টোপ, আর আমরা হলাম শিকারী। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দুজন দেখতে লাগলাম, আমাদের সামনে দিয়ে কত লোকের দ্রুত আসা-যাওয়া। হোমস নিঃশব্দ, নিশ্চল; কিন্তু আমি বলতে পারি সে অত্যন্ত সজাগ আছে, আর চলমান যাত্রীর স্রোতের উপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। রাতটা যেমন ঠাণ্ডা তেমনিই দুর্যোগপূর্ণ; লম্বা রাস্তা বরাবর বাতাস তীক্ষ্ণস্বরে শিস্‌ দিতে দিতে বয়ে চলেছে। অনেক লোকের আসা-যাওয়া; তাদের অনেকেরই শরীর কোট ও গলাবন্ধে ঢাকা। দু' একবার মনে হল এ ধরনের লোককে

যেন আগেও দেখেছি; বিশেষ করে দুটি লোকের উপর আমার নজর পড়ল। রাস্তার অদূরে একটা বাড়ির দ্বারপথে তারা বাতাসের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য আশ্রয় দিয়েছে বলে মনে হল। তাদের প্রতি বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অধৈর্য হয়ে কি যেন বলেই সে আবার রাস্তার দিকে চোখ ফেলল। একাধিকবার সে পা ঠুকল, আঙুল দিয়ে দেয়ালে দ্রুত টোকা দিতে লাগল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ক্রমেই তার অস্বস্তি বাড়ছে; তার পরিকল্পনা বুঝিবা আশানুরূপভাবে কাজ করছে না। শেষ-পর্যন্ত মধ্যরাত্রি যতই এগিয়ে আসতে লাগল, রাস্তাটা যতই খালি হতে লাগল ততই নিয়ন্ত্রণাতীত উত্তেজনায় সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তাকে কিছু বলতে গিয়ে আলোকিত জানালাটার উপর চোখ তুলে তাকাতেই আগেকার মতই একটা পরম বিস্ময় আমাকে পেয়ে বসল। হোমসের বাহুটা চেপে ধরে উপরের দিকটা দেখালাম।

চেঁচিয়ে বললাম, "ছায়াটা নড়েছে!"

আসলে এবার আর পার্শ্বদৃশ্য নয়, তার পিঠটাই আমাদের দিকে ফেরানো।

সে বলল, "নড়েছে তো বটেই। আরে ওয়াটসন, আমি কি এমনই এক হাস্যাস্পদ আনাড়ি যে একটা অচল মূর্তিকে খাড়া করে ইওরোপের সবচাইতে তীক্ষ্ণধী লোককে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করব? দু' ঘণ্টা হল আমরা এ ঘরে আছি; এর মধ্যে মিসেস হাডসন আটবার অর্থাৎ প্রতি পনেরো মিনিটে একবার করে মূর্তিটার অবস্থান বদলে দিয়েছে। যাতে তার ছায়াটা কখনও চোখে না পড়ে সেজন্য সামনের দিক থেকে সে কাজটা করে। আঃ!" উত্তেজনায় কর্কশ শব্দ করে সে একবার শ্বাস নিল। আবছা আলোয় দেখলাম তার মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, একান্ত মনোযোগের ফলে শরীরটা শক্ত হয়ে উঠেছে। সেই লোক দুটি হয় তো তখনও দ্বারপথেই কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু আমি আর তাদের দেখতে পেলাম না। আমাদের সামনেকার উজ্জ্বল হলুদ পর্দার ঠিক মাঝখানে একটি কালো মূর্তি ছাড়া আর সব কিছু স্তব্ধ, অন্ধকার। সেই একান্ত নৈঃশব্দের মধ্যে আবার শুনতে পেলাম অবদমিত তীব্র উত্তেজনার প্রকাশস্বরূপ একটা অস্পষ্ট হিস্ হিস্ শব্দ। মুহূর্তকাল পরেই সে আমাকে টানতে টানতে ঘরের সবচাইতে অন্ধকার কোণটায় নিয়ে গেল। হাত দিয়ে সে তখন আমার মুখটাকে চেপে ধরেছে। তার হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। বন্ধুকে কখনও এতখানি বিচলিত হতে দেখি নি; অথচ অন্ধকার পথটা তখনও নির্জন ও নিশ্চল অবস্থায়ই পড়ে আছে।

তার তীক্ষ্ণতর ইন্দ্রিয় যেটা আগেই ধরতে পেরেছিল, হঠাৎ আমিও সেটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। চুপি চুপি পা ফেলার একটা নীচু শব্দ আমার কানে এল; বেকার স্ট্রীটের দিক থেকে নয়, শব্দটা আসছে যে বাড়িতে আমরা

লুকিয়ে আছি তারই পিছন দিক থেকে। একটা দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তকাল পরে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল; নিঃশব্দে পা ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও বাড়িটা খালি থাকায় তার প্রতিধ্বনি বেশ কর্কশ শোনাল। হোমস হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল; রিভলবারের হাতলে হাতটা রেখে আমিও তাই করলাম। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে খোলা দরজার কালো রঙের চাইতে এক পোচ বেশী কালো একটি লোকের অস্পষ্ট রেখাচিত্র দেখতে পেলাম। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে ঝুঁকে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। অশুভ মূর্তিধারী লোকটি আমাদের তিন গজের মধ্যে এসে গেল। সে লাফিয়ে পড়লে তার মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হলাম। কিন্তু তখনই বুঝতে পারলাম যে আমাদের উপস্থিতির কথা সে জানে না। আমাদের একেবারে পাশ ঘেঁসে এগিয়ে সে চুপি চুপি জানালার কাছে গেল। খুব আস্তে নিঃশব্দে জানালাটাকে আধা ফুট তুলে দিল। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে রাস্তার আলোটা পুরোপুরি তার মুখে এসে পড়ল। মনে হল লোকটি উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো তারার মত জল্ জল্ করছে; সারা শরীর কাঁপছে। লোকটি বয়স্ক, সরু খাড়া নাক, উঁচু টাকওয়ালা কপাল, মস্ত বড় পাকানো গোঁফ। মাথার অপেরা-হ্যাটটা পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া, খোলা ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে সান্ধ্য পোশাকের শার্টের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। মুখটা শুকনো ও ধোঁয়াটে, মোটা মোটা দাগে ভর্তি। হাতে একটা লাঠির মত জিনিস ছিল, কিন্তু সেটাকে মেঝের উপর রাখবার সময় ঠং করে একটা ধাতব শব্দ হল। তারপর সে ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ভারী বস্তু বের করে এমন সব ক্রিয়াকাণ্ড করতে লাগল যার ফলে শেষ পর্যন্ত ক্লিক্ করে একটা জোরালো কর্কশ শব্দ হল, যেন একটা স্প্রিং বা খিল ঠিক জায়গায় বসে গেল। তখন সে মেঝের উপর হাঁটু ভেঙে বসে সামনে ঝুঁকে পড়ে শরীরের সমস্ত ভার ও জোর দিয়ে একটা 'লেভার'-এর উপর চাপ দিল; ফলে একটা চাকা ঘোরার শব্দ হতে হতে একসময় আরও জোরে ক্লিক্ করে একটা শব্দ হয়ে থেমে গেল। তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল; দেখলাম, তার হাতে বন্দুকের মত একটা বস্তু ধরা রয়েছে, তবে তার বাঁটটা একটু অদ্ভুত আকারের। বন্দুকের পিছন দিকটা খুলে তার ভিতরে কিছু একটা ভরে আবার বন্ধ করে দিল। তারপর হাঁটু ভেঙে বসে বন্দুকের কুঁদোটাকে জানালার তাকের উপর বসিয়ে দিল। দেখতে পেলাম, তার লম্বা গোঁফটা কুঁদোটার উপর ঝুলে পড়েছে, আর বাইরে তাকিয়ে তার চোখটা জ্বলছে। কুঁদোটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে তার দৃষ্টির অদূরে পরিষ্কার দাঁড়িয়ে থাকা হলুদ পশ্চাৎ-পটের উপর কালো মূর্তিধারী বিস্ময়কর শিকারটিকে দেখে খুশির যে ছোট্ট নিঃশ্বাসটি সে ফেলল তাও আমি শুনতে পেলাম। মুহূর্তের জন্য সে নিশ্চল, কাঠ-কাঠ

হয়ে রইল। তারপরই তার আঙুলটা বন্দুকের ঘোড়ার উপর চেপে বসল। একটা অদ্ভুত জোরালো শাঁ-শাঁ শব্দ হল; কাঁচ ভাঙার ঝন্-ঝন্ শব্দ উঠল; আর ঠিক সেইমুহূর্তে হোমস বাঘের মত শিকারী লোকটার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সপাটে মেঝেতে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে সে হোমসের গলাটা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমি রিভলবারের হাতল দিয়ে তার মাথায় আঘাত করতেই সে আবার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে চেপে ধরতেই আমার বন্ধুটি সজোরে একটা বাঁশি বাজিয়ে দিল। বাঁধানো পথের উপর দৌড়ে আসার খট্-খট্ শব্দ শোনা গেল; ইউনিফর্মধারী দুজন পুলিশ ও সাদা পোশাকের একটি গোয়েন্দা ছুটতে ছুটতে সামনের ফটকটা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল।

"লেস্ট্রেড, তুমি?" হোমস বলল।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, কাজটা আমি নিজের হাতেই নিয়েছি। আপনি আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছেন দেখে খুব ভাল লাগছে স্যার।"

"কিছু বেসরকারী সাহায্য তোমাদের দরকার বলে মনে করছি। এক বছরে তিনটি হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা হল না, এটা তো চলতে পারে না লেস্ট্রেড। কিন্তু 'মোল্‌সি রহস্য'-এর ব্যাপারটা তো তুমি বেশ অল্প সময়েই—মানে, বেশ ভালভাবেই মোকাবিলা করেছিলে।"

সকলেই উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের বন্দীটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। তার দু' পাশে দুটি দশাসই কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যেই বেশকিছু পথচারী রাস্তায় জমা হতে শুরু করেছে। হোমস জানালাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে পর্দাটা নামিয়ে দিল। লেস্ট্রেড দুটো মোমবাতি বের করল, আর পুলিশরা তাদের লণ্ঠনের ঢাকনা খুলে দিল। এতক্ষণে বন্দীটিকে ভালভাবে দেখতে পেলাম।

একটি একান্ত পুরুষোচিত অথচ অশুভ মুখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ঊর্ধ্বভাগে দার্শনিকসুলভ একজোড়া ভুরু আর নীচে ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের মত একটি মুখ। দেখলেই মনে হয়, ভাল হোক আর মন্দ হোক কোন বৃহৎ কর্মের শক্তি নিয়েই লোকটি জীবন শুরু করেছিল। কিন্তু তার নিষ্ঠুর নীল চোখ ও তার আনত বিদ্বেষপরায়ণ পাতা, অথবা তার হিংস্র, উদ্ধত নাক ও ভয়ংকর মোটা ভুরুর দিকে তাকালে প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিপদ্-সংকেত না দেখে উপায় নেই। আমাদের দিকে সে নজরই দিল না। তার দুটি চোখই হোমসের উপর স্থিরনিবদ্ধ; তার দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিস্ময় সম-অংশে প্রকাশমান। বিড়বিড় করে সে শুধু বলতে লাগল, "তুমি শয়তান। তুমি ধূর্ত—ধূর্ত শয়তান!"

কুঁচকানো কলারটা ঠিক করতে করতে হোমস বলল, "আরে কর্নেল যে! পুরনো নাটকে সংলাপ আছে 'প্রেমিকদের মিলনেই পথের শেষ।' রাইকেনবাক

জলপ্রপাতের উপরকার তাকের উপর শুয়ে থাকবার সময় সেই যে তোমার সদয় মনোযোগ আমার উপর পড়েছিল তারপর আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

কর্ণেল তখনও স্বপ্নাচ্ছন্নের মত আমার বন্ধুর দিকেই তাকিয়ে ছিল। "তুমি একটি ধূর্ত,—ধূর্ত শয়তান!" এছাড়া আর কোন কথাই সে বলতে পারল না।

হোমস বলল, "এখনও আপনাদের সঙ্গে একে পরিচয় করিয়ে দেই নি। এই ভদ্রলোক হচ্ছেন কর্ণেল সেবাষ্টিয়ান মোরান, মহামান্য মহারাণীর ভারতীয় বাহিনীর প্রাক্তন কর্মী; তার মত ভাল শিকারী আমাদের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যে আর একজনও পাওয়া যাবে না। কর্ণেল, যদি বলি যে তোমার বাঘ-শিকারের তালিকা আজও প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন, আশা করি তাহলে সঠিক কথাই বলা হবে।"

হিংস্র বৃদ্ধটি কোন কথা বলল না, শুধু আমার বন্ধুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দুটি বন্য চোখ ও খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে তাকেও একটি বাঘের মতই দেখাচ্ছিল।

হোমস বলল, "আমার এই অতি সরল কৌশল এরকম একটি বুড়ো শিকারীকে ঠকাতে পেরেছে দেখে আমি অবাক হয়েছি। এ কৌশল তো তোমার জানা থাকবারই কথা। একটা ছাগলছানাকে গাছের নীচে বেঁধে রেখে রাইফেল নিয়ে গাছের উপর বসে কখন বাঘটা শিকারের লোভে এসে হাজির হবে তার জন্য তুমি কি কখনও অপেক্ষা করে থাক নি? এই খালি বাড়িটাই আমার গাছ। আর তুমি হলে বাঘ। পাছে একাধিক বাঘ এসে হাজির হয় অথবা তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সেজন্য তুমি তো হাতের কাছে বাড়তি বন্দুকও রাখতে। এরাই,—" চারদিক দেখিয়ে সে বলতে লাগল, "আমার বাড়তি বন্দুক। কাজেই তুলনাটা হুবহু মিলে যাচ্ছে।"

ক্রোধে গর্জে উঠে কর্ণেল মোরান সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই কনস্টেবলরা তাকে পিছনে টেনে নিল। তার মুখ তখন তীব্র ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

হোমস বলল, "আমি স্বীকার করছি যে একদিক থেকে তুমি আমাকে একটু অবাক করে দিয়েছ। তুমি যে নিজেই এই খালি বাড়িটা ও তার সুবিধাজনক সামনের জানালাটা ব্যবহার করবে সেটা আমি আশা করি নি। আমি ভেবেছিলাম তুমি রাস্তা থেকেই কাজটা সারবে, আর সেই জন্যই আমার বন্ধু লেস্ট্রেড ও তার লোকরা সেখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। এটুকু ব্যতিক্রম ছাড়া আর সবকিছু আমার প্রত্যাশামতই ঘটেছে।"

কর্ণেল মোরান সরকারী গোয়েন্দার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "আমাকে গ্রেপ্তার করবার মত যথেষ্ট কারণ আপনার থাকতে পারে,

নাও থাকতে পারে, কিন্তু এই লোকটার বকবকানি আমাকে কেন শুনতে হবে তার কোনই কারণ থাকতে পারে না। আইনের হাতে যদি আমি ধরা পড়ে থাকি তাহলে আইনগত ব্যবস্থাই নেওয়া হোক।"

লেস্ট্রেড বলল, "দেখুন, এটা খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। মিঃ হোমস, আমরা চলে যাবার আগে আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?"

শক্তিশালী হাওয়া-বন্দুকটাকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হোমস তার কল-কব্জা পরীক্ষা করে দেখছিল।

বলল, "একটা প্রশংসনীয় অদ্ভুত অস্ত্র—নিঃশব্দ অথচ প্রচণ্ড শক্তিধর। অন্ধ জার্মান যন্ত্রবিদ্ ভন হার্ডারকে আমি চিনতাম। পরলোকগত অধ্যাপক মরিয়ার্টির নির্দেশমত এই অস্ত্র সে বানাত। অনেক বছর ধরেই এর অস্তিত্বের কথা আমি জানতাম, যদিও এর আগে কখনও এটাকে নেড়েচেড়ে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি! লেস্ট্রেড, এটার প্রতি এবং এতে যে বুলেট খাপ খায় তার প্রতি তোমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি।"

দলবলসহ দরজার দিকে যেতে যেতে লেস্ট্রেড বলল, "সেদিকে আমাদের দৃষ্টি অবশ্য থাকবে মিঃ হোমস। আপনার আর কি বলার আছে?"

"শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোন্ অভিযোগটা তুমি পছন্দ করতে চাও?"

"কোন্ অভিযোগ স্যার? কেন, অবশ্যই মিঃ শার্লক হোমসকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ।"

"হল না লেস্ট্রেড। আমি মোটেই এ ব্যাপারের মধ্যে থাকতে চাই না। এই উল্লেখযোগ্য গ্রেপ্তারের কৃতিত্ব তোমার—একমাত্র তোমার। হ্যাঁ লেস্ট্রেড, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার স্বভাবসিদ্ধ কৌশল ও সাহসিকতার মিশ্রণের ফলেই তুমি তাকে হাতের মধ্যে পেয়েছ।"

"হাতের মধ্যে পেয়েছি! কাকে মিঃ হোমস?"

"সারা পুলিশ বাহিনী যে লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—গত মাসের ৩০ তারিখে ৪২৭ নং পার্ক লেন-এর তিন তলার সামনের দিককার খোলা জানালা দিয়ে একটা হাওয়া-বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে যে লোক মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে হত্যা করেছে—এই সেই কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান। লেস্ট্রেড, এটাই আসল অভিযোগ। ওয়াটসন, ভাঙা জানালা দিয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস যদি সহ্য করতে পার, তাহলে আমি মনে করি যে আমার পড়ার ঘরে বসে একটা সিগার টানতে টানতে আধঘণ্টা সময় বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

মাইক্রফ্‌ট্ হোমসের তত্ত্বাবধান ও মিসেস হাডসনের প্রত্যক্ষ যত্নের ফলে আমাদের পুরনো আবাস অপরিবর্তিতই ছিল। একথা সত্য যে ঘরে ঢুকেই একটা অপ্রত্যাশিত পরিচ্ছন্নতা আমার নজরে পড়ল, কিন্তু পুরনো জিনিসগুলো

সব যথাস্থানেই রাখা ছিল। এককোণে রসায়নাগার ও এসিড-কলংকিত টেবিলটা তেমনি আছে। তাকের উপরে সারি সারি সাজানো রয়েছে সেই সব টুকিটাকির বই ও রেফারেন্স-বই যেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারলে আমাদের অনেক নাগরিক-বন্ধুই খুশি হত। নানান নক্সা, বেহালার বাক্স, পাইপ রাখার দণ্ড—এমন কি যে পারসিক চটিতে তামাক রাখা হত—চারদিকে তাকাতে সেসব কিছুই আমার চোখে পড়ল। ঘরের অধিবাসী দু'জন—এক মিসেস হাডসন, আমরা ঘরে ঢুকতেই তার মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; অপরজন সেই আশ্চর্য নকল মূর্তি, আজকের সান্ধ্য অভিযানে যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার বন্ধুর একটি মোম-রঙের প্রতিকৃতি; এমন আশ্চর্যভাবে গড়া হয়েছে যে মূলের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। একটা ছোট ঘোরানো টেবিলের উপর মূর্তিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে; হোমসের পুরনো ড্রেসিং-গাউন দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যে রাস্তা থেকে দেখলে আসল বলে ভুল না করে উপায় নেই।

হোমস বলল, "মিসেস হাডসন, আশা করি সবরকম সতকতামূলক ব্যবস্থাই তুমি নিয়েছিলে?"

"হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আমি ওটার কাছে গিয়েছি স্যার, ঠিক যেমনটি আপনি বলেছিলেন।"

"চমৎকার। কাজট তুমি খুব ভালভাবেই করেছ। বুলেটটা কোথায় লেগেছে দেখেছ কি?"

"হাঁ স্যার। আমার ভয় হচ্ছে যে আপনার এত সুন্দর মূর্তিটাই নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ বুলেটটা মাথার ভিতর দিয়ে সোজা গিয়ে দেয়ালের উপর পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। আমি সেটাকে কার্পেটের উপর থেকে কুড়িয়ে এনেছি। এই দেখুন।"

হোমস সেটা আমার দিকে তুলে ধরল। "দেখতেই পাচ্ছ ওয়াটসন, রিভলবারের একটা নরম বুলেট। এখানেই তো বুদ্ধির পরিচয়—একটা হাওয়া-বন্দুক থেকে এরকম জিনিস ছোঁড়া হবে তা কে ভাবতে পারে? ঠিক আছে মিসেস হাডসন, তোমার সাহায্যের জন্য আমি খুবই বাধিত। ওয়াটসন, আমি চাই তুমি তোমার পুরনো আসনটা আর একবার গ্রহণ কর, কারণ কয়েকটা বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

আগেকার ফ্রক-কোটটা খুলে ফেলে আবার সে পুরনো দিনের হোমস সেজে বসেছে; নকল মূর্তির গা থেকে ইঁদুর-রঙা ড্রেসিং-গাউনটা খুলে নিয়ে গায়ে চড়িয়েছে।

প্রতিকৃতির বিচূর্ণিত কপালটা দেখতে দেখতে হেসে উঠে সে বলল, "বুড়ো শিকারী তার স্নায়ুর স্থিরতা বা চোখের তীক্ষ্ণতা কোনটাই হারায় নি।"

"মাথার পিছন দিকে ঠিক মাঝখানে আঘাত করে মস্তিষ্ক ফুটো করে চলে গেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সে ছিল শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবিদ্ আর আমার তো মনে হয় তার চাইতে ভাল লক্ষ্যবিদ্ লণ্ডনেও কেউ নেই। নামটা শুনেছ কি?"

"না, শুনি নি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, খ্যাতি এমনই হয়ে থাকে। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে অধ্যাপক জেমস মরিয়ার্টির নামও তো তুমি আগে শোন নি, অথচ এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের অধিকারী যারা সে তো তাদেরই একজন। তাকের উপর থেকে আমার জীবনী-পঞ্জীখানা একবার দাও তো।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার থেকে প্রচুর ধূম্রজাল উদ্গীরণ করতে করতে সে অলসভাবে পাতা ওল্টাতে লাগল।

বলল, "আমার M অক্ষরের সংগ্রহটা খুবই ভাল। একমাত্র মরিয়ার্টিই যেকোন একটি অক্ষরকে বিখ্যাত করবার পক্ষে যথেষ্ট. আরও আছে কয়েদী মরগান, শোচনীয় অখ্যাতির অধিকারী মেরিডিউ, আর সেই ম্যাথুজ চেয়ারিং ক্রস-এর বিশ্রাম-কক্ষে এক ঘুষিতে যে আমার বাঁ দিকের শ্বদন্তটাকে উপড়ে ফেলেছিল; আর সব শেষে আছে আমার আজ রাতের বন্ধুটি।"

সে বইটা আমার হাতে দিল। আমি পড়তে লাগলাম: "মোরান, সেবাস্টিয়ান, কর্ণেল। বেকার। বেঙ্গালোর পায়োনীয়ার্স-এর প্রাক্তন কর্মী। জন্ম লণ্ডনে, ১৮৪০-এ। একদা পারস্যের বৃটিশ মন্ত্রী স্যার অগাস্টাস মোরান, সি. বি.-র পুত্র। শিক্ষা ইটন ও অক্সফোর্ড-এ। জোয়াকি অভিযানে, আফগান অভিযানে, চরসিয়ার, শেরপুর ও কাবুলে সেনাদলে কাজ করেছে। Heavy Games of the Western Himalayas, ১৮৮১; Three Months in the Jungle, ১৮৮৪;—এই দুখানি গ্রন্থের লেখক। ঠিকানা: কণ্ডুয়িট স্ট্রীট। ক্লাব: দি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, দি ট্যাংকারভিল, দি ব্যাগাটেলি কার্ড ক্লাব।"

পাশে হোমসের পরিষ্কার হাতে লেখা: "লণ্ডনের দ্বিতীয় সাতিশয় বিপজ্জনক ব্যক্তি।"

বইটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "অবাক হবার মতই ব্যাপার। লোকটির জীবন তো একজন সম্মানিত সৈনিকের জীবন।"

হোমস জবাব দিল, "তা ঠিক। কিছুদূর পর্যন্ত সে ভাল কাজই দেখিয়েছে। সর্বদাই তার স্নায়ু ছিল লৌহদৃঢ়। ভারতবর্ষে এখনও গল্প শোনা যায় যে নর্দমার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে সে একটা আহত মানুষ-খেকো বাঘের পিছনে ধাওয়া করেছিল। দেখ ওয়াটসন, একধরনের গাছ আছে, যেগুলি কিছুদূর পর্যন্ত বেশ ভালভাবে বেড়ে উঠেই হঠাৎ কেমন যেন অশোভন রকমের খাপছাড়া আকৃতি নেয়। মানুষের মধ্যেও এরকমটা তুমি প্রায়ই দেখতে পাবে। আমার একটা থিয়োরি আছে যে একটি ব্যক্তির বেড়ে ওঠার মধ্যে তার

পূর্বপুরুষদের সকলেরই প্রভাব প্রসারিত হয়ে থাকে, এবং ভাল বা মন্দের দিকে এই ধরনের আকস্মিক মোড় নেওয়ার মধ্যে তার বংশধারার কোন প্রবল প্রভাবই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। একটি মানুষ যেন তার পরিবারের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার।"

"এটা নিশ্চয়ই তোমার কল্পনামাত্র।"

"সে যাই হোক, কথাটার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই না। কারণ যাই হোক, মোরান ভুল পথে যেতে শুরু করল। প্রকাশ্যে কোন কেলেংকারী না করলেও ভারতবর্ষে তার টেকা দায় হয়ে উঠল। অবসর নিয়ে সে লণ্ডনে ফিরে এল, আর এখানেও তার অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সেই সময়েই অধ্যাপক মরিয়ার্টি তাকে খুঁজে বের করল এবং সাময়িকভাবে তাকে দলপতি বানিয়ে দিল। মরিয়ার্টি দরাজ হাতে তাকে টাকা দিতে লাগল, আর এমন দু'একটি বড় ধরনের কাজে তাকে ব্যবহার করল যেটা কোন সাধারণ অপরাধীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ১৮৮৭ সালে লডার-এর মিসেস স্টেয়ার্ট-এর মৃত্যুর কিছু কিছু কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে। নেই? দেখ, তার পিছনেও যে মোরান ছিল সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত; অবশ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এমন কৌশলের সঙ্গে কর্ণেলকে আড়াল করে রাখা হত যে মরিয়ার্টির দলটা যখন ভেঙে গেল তখনও তাকে জড়ানো গেল না। সেদিনটার কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে যেদিন তোমার ঘরে ঢুকেই হাওয়া-বন্দুকের ভয়ে আমি খড়খড়িটা নামিয়ে দিয়েছিলাম? সেদিনও তুমি নিশ্চয় আমাকে কল্পনাপ্রবণই ভেবেছিলে। কিন্তু আমার কাজ আমি ভালই বুঝেছিলাম, কারণ এই বিশেষ বন্দুকটির কথা আমি জানতাম, আর এও জানতাম যে তার পিছনে রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবিদ্। আমরা যখন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলাম, তখনও মরিয়ার্টিকে নিয়ে সে আমাদের পিছু নিয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে সেই লোকই রাইকেনবাক জলপ্রপাতের পার্শ্ববর্তী তাকের উপরকার সেই অশুভ পাঁচ মিনিট আমাকে উপহার দিয়েছিল।

"তুমি ধরে নিতে পার যে কোনরকমে যাতে তাকে পাকড়াও করতে পারি তারই সুযোগ লাভের আশায় ফ্রান্স-পরিভ্রমণের সময় আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজগুলি পড়তাম। সে যতদিন লণ্ডনের বুকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে বেড়াবে ততদিন আমার পক্ষে বেঁচে থাকা এক বিড়ম্বনা। তার ছায়া দিন-রাত আমাকে ঘিরে থাকবে, এবং আগে হোক পরে হোক একদিন তার সুযোগ আসবেই। আমিই বা কি করতে পারি? দেখামাত্রই তাকে গুলি করতেও পারি না, কারণ তাহলে তো আমাকেই কাঠগড়ায় উঠতে হয়। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেও লাভ নেই। একটা প্রমাণহীন সন্দেহের ভিত্তিতে তো তারা কিছুই করতে পারবে না। কাজেই কিছুই আমি করতে পারি না। তবু অপরাধসংক্রান্ত খবরের উপর নজর রাখতে লাগলাম।

ভাবলাম, একদিন না একদিন তাকে ধরতে পারবই। তারপর ঘটল রোনাল্ড-অ্যাডেয়ার-এর মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত সুযোগ হাতে এল। আমি যতদূর জানতাম তাতে এটা যে কর্ণেল মোরান-এর কাজ সেটা কি একেবারে সুনিশ্চিত নয়? ছেলেটির সঙ্গে সে তাস খেলেছে; ক্লাব থেকেই তার পিছু নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত গেছে; খোলা জানালা দিয়ে তাকে গুলি করেছে। এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ থাকতে পারে না। বুলেটগুলোই তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাবার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই এখানে চলে এলাম। শাস্ত্রীটি আমাকে দেখে ফেলে। আমি জানতাম, আমার উপস্থিতির কথা সে নিশ্চয় কর্ণেলকে জানাবে। আমার আকস্মিক প্রত্যাবর্তনকে তার এই অপরাধের সঙ্গে জড়াতে সে ভুল করল না এবং স্বভাবতই খুব ভয় পেয়ে গেল। আমি নিশ্চিত জানতাম, এই মুহূর্তেই আমাকে তার পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা সে করবে এবং সেজন্য তার ঐ মারাত্মক অস্ত্রটাই ব্যবহার করবে। তার জন্য জানালায় একটা চমৎকার শিকার রেখে দিলাম এবং পুলিশকে জানিয়ে দিলাম যে তাদের দরকার হতে পারে। ভাল কথা ওয়াটসন, দ্বারপথে তাদের উপস্থিতি তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছিলে। এদিকে সবকিছুর উপর নজর রাখবার জন্য এই সুবিধাজনক স্থানটা বেছে নিলাম; তখন কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে ঠিক এই স্থানটিকেই সেও তার আক্রমণ চালাবার জন্য বেছে নেবে। এবার বল তো ভাই ওয়াটসন, ব্যাখ্যা করবার মত আর কিছু বাকি আছে কি?"

"আছে," আমি বললাম। "কর্ণেল মোরান কোন্ উদ্দেশ্যে মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে হত্যা করেছিল সেটা কিন্তু তুমি বুঝিয়ে বল নি।"

"ওহো! ভাই ওয়াটসন, সে কথায় কিন্তু কল্পনার এমন একটা রাজ্যে আমাদের পদার্পণ করতে হয় যেখানে অত্যন্ত যুক্তিবাদী মনও ভুল করে বসতে পারে। প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা গড়ে তুলতে পারে, আর তোমার ধারণা আমার ধারণার মতই সত্য হতে পারে।"

"তাহলে তুমিও নিশ্চয় একটা ধারণা করেছ?"

"আমি তো মনে করি এখানেও কোন অসুবিধা দেখা দেবার কথা নয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে সহ-খেলুড়ে হিসাবে কর্ণেল মোরান ও যুবক অ্যাডেয়ার অনেক টাকা জিতে নিয়েছিল। মোরান নির্ঘাৎ খেলায় অসদুপায় অবলম্বন করত—এটা আমি অনেক দিন থেকেই জানতাম। আমার বিশ্বাস, খুন হবার দিনই অ্যাডেয়ার ধরতে পারে যে মোরান খেলায় জোচ্চুরি করছে। খুব সম্ভব গোপনে সে এ নিয়ে মোরানের সঙ্গে কথা বলেছে এবং তাকে ভয় দেখিয়েছে যে সে যদি স্বেচ্ছায় ক্লাবের সদস্য-পদ ছেড়ে না দেয় ও আর কখনও তাস খেলবে না বলে প্রতিজ্ঞা না করে তাহলে তার জোচ্চুরির কথা সে প্রকাশ করে দেবে। অ্যাডেয়ার-এর মত একটা অল্প-বয়সের

ছেলে যে তার চাইতে বয়সে অনেক বড় একজন সুপরিচিত লোকের মুখোশ খুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই একটা মারাত্মক কেলেংকারী কাণ্ড করে বসবে সেটা স্বাভাবিক নয়। সম্ভবত আমি যেরকমটা ভেবেছি সেইভাবেই সে কাজ করেছে। ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত হওয়া মানেই মোরান-এর সর্বনাশ, কারণ তাসখেলায় জোচ্চুরি করে উপার্জিত টাকায়ই তার দিন চলে। আর অ্যাডেয়ার যখন বাড়ি ফিরে কত টাকা সে ফেরৎ দিয়ে দেবে তাই হিসাব কষবার চেষ্টা করেছিল কারণ সহ-খেলুড়ের জোচ্চুরির টাকায় সে ভাগ বসাতে চায় না, তখনই মোরান তাকে খুন করল। পাছে মহিলারা হঠাৎ ঘরে ঢুকে এই সব নাম ও টাকা-পয়সা নিয়ে সে কি করছে তা জানতে চায় তাই সেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এটা চলবে তো?"

"তুমি যে সত্যকেই ধরতে পেরেছ সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"বিচারকালেই এটা সমর্থিত বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ইতিমধ্যে আর যাই ঘটুক কর্নেল মোরান আর আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না; ভন হার্ডার-এর বিখ্যাত হাওয়া-বন্দুকটি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সংগ্রহশালার শোভা বর্ধন করবে; আর লণ্ডনের জটিল জীবন-যাত্রায় যে প্রচুর পরিমাণ ছোট ছোট সমস্যা ছড়িয়ে আছে সেগুলোর তদন্তকার্যে মিঃ শার্লক হোমস পুনরায় নির্বিঘ্নে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।



নরউড-এর স্থপতি

The Norwood Builder

"একজন অপরাধ-বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, পরলোকগত অধ্যাপক মরিয়ার্টির মৃত্যুর পর লণ্ডন বড়ই একঘেয়ে আকর্ষণহীন শহর হয়ে উঠেছে," কথাগুলি বলল মিঃ শার্লক হোমস।

"অনেক সৎ নাগরিকই তোমার সঙ্গে একমত হবেন বলে আমি মনে করি না," আমি জবাব দিলাম।

প্রাতরাশের টেবিল থেকে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে সে হেসে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি স্বার্থপর হতে চাই না। সমাজ নিশ্চয়ই লাভবান হয়েছে, ক্ষতিও কারও হয় নি, অবশ্য বেচারি বেকার অপরাধ-বিশেষজ্ঞ ছাড়া, কারণ তার তো কাজই চলে গেছে। সে লোকটি কর্মক্ষেত্রে হাজির থাকলে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে সীমাহীন সম্ভাবনার খবর পাওয়া যেত। দেখ ওয়াটসন, অনেক সময়ই পাওয়া যেত একটি ক্ষুদ্রতম চিহ্ন, বা অত্যন্ত

অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত, অথচ তা থেকেই আমি বুঝতে পারতাম যে তার পিছনে রয়েছে একটি বিরাট অশুভ মস্তিষ্ক, ঠিক যেভাবে মাকড়শার জালের প্রান্তদেশে সামান্যমাত্র কম্পন থেকেই তার কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা শয়তান মাকড়শার উপস্থিতির কথা বোঝা যায়। ছিঁচকে চুরি, তুচ্ছ আক্রমণ, উদ্দেশ্যবিহীন অত্যাচার—মূল সূত্রটি যার হাতে থাকে এ সব কিছুকে নিয়েই সে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘটনাকে গড়ে তুলতে পারে। উচ্চতর অপরাধ জগতের বিজ্ঞানী ছাত্রের কাছে যেসব সুযোগ-সুবিধা তখন লণ্ডনে ছিল ইওরোপের আর কোন রাজধানীতে তা ছিল না। কিন্তু এখন—" বর্তমান অবস্থার প্রতি হাল্কা নিন্দার ভঙ্গীতে সে কাঁধ দুটিকে ঝাঁকুনি দিল।

যে সময়ের কথা বলছি তখন সবে কয়েকমাস হল হোমস ফিরে এসেছে, আর তার অনুরোধে আমিও ব্যবসাপত্র বেচে দিয়ে বেকার স্ট্রীটের পুরনো বাড়িতে ফিরে এসেছি। ভার্নিয়ার নামক একজন তরুণ ডাক্তার আমার কেন্‌-সিংটন-এর ছোট ব্যবসাটা কিনে নিয়েছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তিলমাত্র আপত্তি না জানিয়েই সর্বোচ্চ যে দাম আমি সাহস করে চেয়েছিলাম তাই সে আমাকে দিয়েছিল—যদিও কয়েক বছর পরেই ঘটনাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যখন জানতে পারলাম যে ভার্নিয়ার হোমসের দূরে সম্পর্কের আত্মীয় আর আসলে আমার বন্ধুই টাকাটা দিয়েছিল।

সে যেরকমটা বলল আমাদের যৌথ জীবনযাত্রার কয়েকটি মাস কিন্তু ততখানি ঘটনাবিরল ছিল না, কারণ আমার টুকিটাকি লেখার উপর চোখ বুলিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সেই সময় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুরিলোর কাগজপত্র-সংক্রান্ত কেসটি রয়েছে; আর রয়েছে ওলন্দাজ জাহাজ "ফ্রিসল্যাণ্ড"-এর চাঞ্চল্যকর ঘটনা যাতে আমাদের দুজনেরই প্রায় জীবনান্ত হতে বসেছিল। তার উদাসীন ও গর্বিত স্বভাবের জন্য সর্বদাই সে জন-সমাদরের প্রতি বিরূপ; আমার উপর কঠোর শর্ত আরোপ করে সে বলেছে তার সম্পর্কে, তার কর্ম-পদ্ধতি ও সাফল্য সম্পর্কে আমি যেন আর একটি কথাও না বলি—অবশ্য আমি আগেই বলেছি যে সম্প্রতি সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

খেয়ালী প্রতিবাদটি জানবার পরে মিঃ শার্লক হোমস তার চেয়ারে হেলান দিয়ে অলসভাবে সকালবেলাকার খবরের কাগজের ভাঁজ খুলছিল, এমন সময় ঘণ্টাটা সজোরে বেজে ওঠায় আমাদের মনোযোগ সেইদিকে আকৃষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাঁকা ঢাকের বাজনার মত শব্দ হল; মনে হল কেউ বুঝি বাইরের দরজার উপর ঘুষি চালাচ্ছে। সেটা খুলে যেতেই সবেগে হল-ঘরে প্রবেশ, সিঁড়িতে দ্রুত পা ফেলার খট্‌-খট্‌ শব্দ, আর মুহূর্তকাল পরেই যেন ছিটকে ঘরে ঢুকল একটি উত্তেজিত যুবক—চোখ দুটি বিস্ফারিত, মুখ বিবর্ণ, আলুথালু বেশ, অনবরত শ্বাস টানছে। পর পর আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে সে বুঝতে পারল যে এভাবে বিনানুমতিতে

হঠাৎ ঘরে ঢোকার জন্য তার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

চেঁচিয়ে বলল, "আমি দুঃখিত মিঃ হোমস। আমাকে দোষী করবেন না। আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছি। মিঃ হোমস, আমিই হতভাগ্য জন হেক্টর ম্যাকফার্লেন।"

সে এমনভাবে কথাটা বলল যেন তার নাম শুনলেই তার আগমন ও চাল-চলন সব বোঝা যাবে, কিন্তু আমার সঙ্গীর নির্বিকার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম যে আমার মতই সেও কিছুই বুঝতে পারে নি।

সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিয়ে হোমস বলল, "একটা সিগারেট খান মিঃ ম্যাকফার্লেন। আমি বুঝতে পারছি, আপনার এই সব লক্ষণ দেখে আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন একটা উত্তেজনা-নিবারক ওষুধ অবশ্য দেবেন। কয়েকদিন যাবৎ আবহাওয়াটা বড়ই গরম যাচ্ছে। এবার যদি কিছুটা সুস্থ বোধ করে থাকেন, তাহলে এই চেয়ারটায় বসে ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলুন আপনি কে এবং কি চান। এমনভাবে আপনার নামটি বলবেন যেন আমার সেটা চেনা উচিত, কিন্তু আপনাকে বলছি যে আপনি অবিবাহিত, একজন সলিসিটর, ভ্রাতৃসংঘের সদস্য ও হাঁপানির রোগী—এ ছাড়া আপনার সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানি না।"

আমার বন্ধুর চিন্তাধারার সঙ্গে আমি পরিচিত, কাজেই তার এই সিদ্ধান্ত-গুলি অনুধাবন করতে আমার কোন অসুবিধা হল না; লোকটির বেশবাসের অপরিচ্ছন্নতা, আইনের কাগজপত্র, ঘড়ির কারুকার্য ও ঘন ঘন শ্বাস টানা দেখেই হোমস ঐ সব সিদ্ধান্ত করেছে। আমাদের মক্কেল অবশ্য বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, এসব কথাই ঠিক, তবে তার উপরেও এই মুহূর্তে আমি লণ্ডনের সবচাইতে ভাগ্যহীন মানুষ। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে পরিত্যাগ করবেন না মিঃ হোমস। আমার কাহিনী শেষ করবার আগেই যদি তারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসে তাহলে আমাকে একটু সময় দিতে বলবেন যাতে সব সত্যটা আপনাকে বলতে পারি। বাইরে থেকে আপনি আমার জন্য কাজ করছেন একথা জানতে পারলে খুশি মনে আমি জেলে যেতে পারব।"

"আপনাকে গ্রেপ্তার করবে!" হোমস বলল। "এটা তো খুবই সন্তো—মজার কথা। কোন্ অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে মনে করেন?"

"লোয়ার নরউড-এর মিঃ জোনাস্ ওল্ডএকরকে হত্যার অভিযোগ।"

আমার সঙ্গীর মুখে সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল; তবে আমার মনে হল তার সঙ্গে একটা তুষ্টির ভাবও মিশে ছিল।

হোমস বলল, "কী আশ্চর্য!. এই মুহূর্তেই প্রাতরাশের টেবিলে আমার

বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনকে বলেছিলাম যে আমাদের সংবাদপত্রগুলো থেকে চাঞ্চল্য-কর সংবাদগুলো সব উধাও হয়ে গেছে।"

আমাদের অতিথি কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে হোমসের হাঁটুর উপর থেকে "ডেইলি টেলিগ্রাফ" খানা তুলে নিল।

"এই কাগজখানা যদি আপনি দেখতেন স্যার, তাহলে একনজরেই বুঝতে পারতেন কি সংবাদ নিয়ে এই সকালে আপনার কাছে আমি এসেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার নাম ও আমার দুর্ভাগ্যের কথা বুঝি সব মানুষের মুখে মুখে ফিরছে।" মাঝখানের পাতাটা বের করবার জন্য সে কাগজটার পাতা ওল্টালো। "এই যে। আপনার অনুমতি নিয়ে এটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শুনুন মিঃ হোমস। শিরোনামাগুলি হল: 'লোয়ার নরউড-এ রহস্যজনক ব্যাপার। একজন বিখ্যাত স্থপতি নিখোঁজ। খুন ও অগ্নিসংযোগের সন্দেহ। অপরাধী সম্পর্কে একটি সূত্র। এই সূত্র ধরে তারা এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে মিঃ হোমস; আমি জানি এ সূত্রের অভ্রান্ত লক্ষ্য আমি। লণ্ডন ব্রীজ স্টেশন থেকে তারা আমার পিছু নিয়েছে। আমি ঠিক জানি আমাকে গ্রেপ্তার করবার ব্যাপারে তারা শুধু গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জন্য অপেক্ষা করছে। এতে আমার মায়ের বুক ভেঙে যাবে— তার বুকটা ভেঙে যাবে!" ভয়ের যন্ত্রণায় সে হাত দুটি মোচড়াতে লাগল; চেয়ারে বসে সামনে-পিছনে দুলতে লাগল।

হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত এই লোকটিকে আমি সাগ্রহে দেখতে লাগলাম। দেখতে সুশ্রী, শণের মত চুল, ভয়ত্রস্ত নীল চোখ, পরিষ্কার কামানো মুখ ও দুর্বল, স্পর্শকাতর ঠোঁট। বছর সাতাশ বয়স, পোশাকে ও চাল-চলনে ভদ্র। পাতলা গ্রীষ্মকালীন ওভারকোটের পকেট থেকে বেরিয়ে-আসা এক বাণ্ডিল স্ট্যাম্প-পেপারই তার জীবিকার কথা ঘোষণা করছে।

হোমস বলল, "যতটা সময় হাতে আছে কাজে লাগাতে হবে। ওয়াটসন, দয়া করে কাগজখানা নিয়ে আলোচ্য অনুচ্ছেদটি পড়ে আমাকে শোনাবে কি?"

আমাদের মক্কেল কর্তৃক উল্লেখিত ভয়াবহ শিরোনামগুলির নীচে থেকে নিম্নলিখিত বিবরণটি আমি পড়তে লাগলাম:

গতকাল শেষ রাতের দিকে, অথবা আজ খুব ভোরে, লোয়ার নরউড-এ এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা থেকে একটা গুরুতর অপরাধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে বলে আশংকা হচ্ছে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর ঐ শহরতলী অঞ্চলের একজন সুপরিচিত বাসিন্দা; অনেক বছর ধরে তিনি সেখানে একজন স্থপতি হিসাবে ব্যবসা করছেন। মিঃ ওল্ডএকর অবিবাহিত মানুষ, বয়স বাহান্ন বছর, সিডেনহাম রোডের মোড়ে "ডিপ ডেন হাউস"-এ বাস করেন। অনেক-কাল ধরেই সকলে জানে যে লোকটি খেয়ালী প্রকৃতির, যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে অবসর জীবন যাপন করেন। ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা জমাবার পরে তিনি

কার্যত ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছেন। বাড়ির পিছনে একটা ছোট কাঠের গোলা এখনও আছে। গতকাল রাত প্রায় বারোটা নাগাদ একটা হৈ-চৈ শোনা যায় যে একটা কাঠের গাদায় আগুন লেগেছে। শীঘ্রই দমকল এসে পড়ে; কিন্তু শুকনো কাঠ এত জোরে জ্বলতে থাকে যে পুরো গাদাটা ভস্মীভূত হবার আগে সে আগুন থামানো সম্ভব হয় নি। এ পর্যন্ত ঘটনাটাকে একটা সাধারণ দুর্ঘটনা বলেই মনে হলেও এমন কতকগুলি নতুন সূত্র পাওয়া গেছে যাতে একটা গুরুতর অপরাধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা-স্থলে ব্যবসার মালিকের অনুপস্থিতিতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করে এবং খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে তিনি বাড়ি থেকেও উধাও হয়েছেন। তার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে বিছানায় কেউ ঘুমোয় নি, সিন্দুকটা খোলা পড়ে আছে, অনেকগুলি দরকারী কাগজ ঘরময় ছড়ানো, আর সবচাইতে বড় কথা, ঘরে মারাত্মক ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন রয়েছে, কিছু কিছু রক্তের দাগও পাওয়া গেছে, হাতলে রক্ত-মাখা একটা ওক কাঠের বেড়াবার লাঠিও সেখানে ছিল। জানা গেছে যে অনেক রাতে একজন লোক মিঃ জোনাস ওল্ডএকর-এর সঙ্গে দেখা করতে তার শোবার ঘরে এসেছিল এবং যে লাঠিটা পাওয়া গেছে সেটা লোকটির সম্পত্তি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। লোকটি লণ্ডনের একজন তরুণ সলিসিটর, নাম হেক্টর ম্যাকফার্লেন; ৪২৬, গ্রেশাম বিল্ডিংস, ই. সি-র গ্রাহাম অ্যাণ্ড ম্যাকফার্লেন-এর ছোট অংশীদার। পুলিশ বিশ্বাস করে যে তাদের হাতে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তাতে অপরাধের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের সন্ধান মিলেছে এবং ঘটনাটি যে চাঞ্চল্যকর পরিণতিতে পৌঁছবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্তী সংবাদ—সংবাদ ছাপতে দেবার সময় গুজব শোনা গেল যে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর-এর হত্যার অভিযোগে মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফার্লেনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্তত এটা ঠিক যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে। নরউডে তদন্তের ফলে আরও কিছু গুরুতর ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেছে। হতভাগ্য স্থপতির ঘরে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন ছাড়াও এখন জানা যাচ্ছে যে তার একতলার শোবার ঘরের ফরাসী জানালাটা খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং নানান চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ভারী বস্তুকে সেখান দিয়ে টানতে টানতে কাঠের গাদার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আরও বলা হচ্ছে যে আগুনের পোড়া কাঠ-কয়লার মধ্যে কোন বস্তুর দগ্ধাবশেষ পাওয়া গেছে। পুলিশের থিয়োরি হচ্ছে—একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, লোকটিকে তার শোবার ঘরে মুগুর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে, তার কাগজ-পত্র হাতানো হয়েছে, তার মৃতদেহটাকে টানতে টানতে কাঠের গাদার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারপর অপরাধের সব চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য কাঠের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া

হয়েছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড-এর অভিজ্ঞ হাতেই তদন্ত পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ ও বিবেচনার সঙ্গে বিভিন্ন সূত্র ধরে এগিয়ে চলেছেন।

শার্লক হোমস চোখ বুজে আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে মনোযোগের সঙ্গে এই বিশেষ বিবরণটি শুনল।

তারপর আলস্যভরেই বলে উঠল, "কেসটাতে কিছু-কিছু আকর্ষণীয় বিষয় অবশ্যই আছে। প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মিঃ ম্যাকফার্লেন যে আপনাকে গ্রেপ্তার করার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এখনও আপনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেমন করে?"

"মিঃ হোমস, ব্ল্যাকহিথ-এর টরিংটন লজ-এ আমার বাবা-মার সঙ্গে আমি থাকি; কাল রাতে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর-এর সঙ্গে একটা কাজে অনেক রাত পর্যন্ত আটকে থাকায় নরউড-এর একটা হোটেলেই রাতটা কাটাই এবং সেখান থেকেই কর্মস্থলে চলে আসি। ট্রেনে চেপে খবরের কাগজটা পড়বার আগে আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানতাম না। সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভয়াবহ বিপদের কথা বুঝতে পারলাম এবং অতি দ্রুত এসে সব কথা আপনাকে জানালাম। আমার সিটি আপিসে অথবা আমার বাড়িতে যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লণ্ডন ব্রীজ স্টেশন থেকেই একটি লোক আমার পিছু নিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে—হা ভগবান, ওটা কি?"

ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা গেল, আর তারপরেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ। একমুহূর্ত পরেই আমাদের পুরনো বন্ধু লেস্ট্রেড দরজায় দর্শন দিল। তার কাঁধের উপর দিয়ে দুই একটি ইউনিফর্মধারী পুলিশকে বাইরে দেখতে পেলাম।

"মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফার্লেন," লেস্ট্রেড হাঁক দিল।

মৃত্যু-বিবর্ণ মুখে আমাদের হতভাগ্য মক্কেল উঠে দাঁড়াল।

"লোয়ার নরউড-এর মিঃ জোনাস ওল্ডএকরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

হতাশভাবে ম্যাকফার্লেন আমাদের দিকে তাকিয়ে একেবারে ভেঙেপড়া মানুষের মত আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

হোমস বলল, "এক মিনিট, লেস্ট্রেড। কম-বেশী আধ ঘণ্টা সময়ে তোমার কাজের কোন হেরফের হবে না। ভদ্রলোক এই আকর্ষণীয় ব্যাপারের একটি বিবরণ আমাদের শোনাচ্ছিলেন, আর সেটা সমস্যা-সমাধানের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে।"

লেস্ট্রেড রুক্ষস্বরে বলল, "সমস্যা মেটাতে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে করি না।"

"তা হলেও তোমার অনুমতি নিয়ে আমি ওর বিবরণটা শুনতে চাই।"

লেস্ট্রেড বলল, "দেখুন মিঃ হোমস, আপনি কোন অনুরোধ করলে সেটা না মানা আমার পক্ষে শক্ত, কারণ অতীতে দু' একবার আপনি পুলিশ বাহিনীর কাজে লেগেছিলেন, আর সেজন্য স্কটল্যাণ্ড আপনার কাছে ঋণী। সেই সঙ্গে এও বলে রাখি যে, আমি এখানে আমার বন্দীর কাছেই থাকব; আর তাকেও সতর্ক করে দিতে চাই যে, সে যাকিছু বলবে সাক্ষ্য হিসাব সে সবই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।"

আমাদের মক্কেল বলল, "তার বেশী কিছু আমি চাই না। আমি শুধু চাই, আপনারা সব কথা শুনুন আর প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করুন।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লেস্ট্রেড বলল, "আপনাকে আধ ঘণ্টা সময় দিলাম।"

ম্যাকফার্লেন বলতে লাগল, "প্রথমেই বলতে চাই যে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। তার নামটা আমার জানা ছিল; অনেক বছর যাবৎ আমার বাবা-মা তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই গতকাল বিকেল তিনটে নাগাদ তিনি যখন লণ্ডনে আমার আপিসে এলেন তখন আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যখন তার আগমনের উদ্দেশ্যটা বললেন তখন আরও অবাক হলাম। তার হাতে একটা নোট-বইয়ের কয়েকটা পাতা ছিল, তাতে হিজিবিজি লেখা —এই সেগুলো—আর পাতাগুলো তিনি আমার টেবিলে রাখলেন।

"তিনি বললেন, "এই আমার উইল। মিঃ ম্যাকফার্লেন, আমার ইচ্ছা আপনি এটাকে যথাযথ আইনের ভাষায় লিখে ফেলুন। আপনি যতক্ষণ কাজটা করবেন, আমি এখানেই বসে থাকব।"

"আমি সেটা লিখতে বসলাম, কিন্তু যখন দেখলাম যে কিছু শর্তসাপেক্ষে তিনি তার সব সম্পত্তি আমাকেই দিচ্ছেন তখন আমার বিস্ময়টা আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। লোকটি অদ্ভুত, ছোটখাটো, একটা ভোঁদড়ের মত দেখতে, চোখের লোম সাদা। চোখ তুলতেই দেখলাম, তীক্ষ্ণ, ধূসর দুটি চোখ আমার উপর নিবদ্ধ করে খুশি-খুশি মেজাজে তিনি তাকিয়ে আছেন। উইলের শর্তগুলি পড়ে আমি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু তিনি বুঝিয়ে বললেন যে তিনি অকৃতদার, নিকট আত্মীয় কেউ জীবিত নেই, যৌবনে আমার বাবা-মাকে তিনি চিনতেন, আগাগোড়াই তিনি জেনে এসেছেন যে আমি একটি উপযুক্ত যুবক এবং আমার হাতে এলে তার সম্পত্তি যে যোগ্য পাত্রের হাতেই পড়বে সেবিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কোন-রকমে আমতা-আমতা করে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। উইল লেখা শেষ হল, সই-সাবুদ হল, আমার করণিক সাক্ষী হল। নীল কাগজে লেখা এই সেই উইল, আর এই টুকরো কাগজগুলোই হল সেই খসড়া মুসাবিদা যার কথা

আগেই বলেছি। তারপর মিঃ জোনাস ওল্ডএকর আমাকে জানালেন যে তার কাছে অনেকগুলি দলিলপত্র আছে—বাড়ির লীজ-পত্র, মালিকানা সত্ত্বের দলিল, মর্টগেজের কাগজ, ইত্যাদি—আর সেগুলি আমার দেখে শুনে বুঝে নেওয়া দরকার। তিনি বললেন, সব কাজকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাবেন না, আর তাই আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন সেই রাত্রেই উইলখানা নিয়ে তার নরউড-এর বাড়িতে যাই এবং সবকিছু বিলি-ব্যবস্থা শেষ করি। 'কিন্তু মনে রেখ বাবা, সবকিছু পাকা না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে তোমার বাবা-মাকে একটি কথাও বলবে না। পরে তাদের একেবারে তাক লাগিয়ে দেব।' এ বিষয়টার উপর তিনি খুব চাপ দিলেন এবং আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন।

"বুঝতেই তো পারছেন মিঃ হোমস, তার কোন কথা না রাখার মত মনের অবস্থা তখন আমার আর ছিল না। তিনি আমার হিতকারী; প্রতিটি বিষয়ে তার ইচ্ছামত কাজ করতেই আমি সর্বতোভাবে ইচ্ছুক। কাজেই বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম যে হাতে কিছু দরকারী কাজ থাকায় আমার বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে সেটা জানানো সম্ভব নয়। মিঃ ওল্ডএকর বলেছিলেন, আমি যেন ন'টার সময়ে নৈশভোজনে তার সঙ্গে যোগ দেই, কারণ তার আগে তিনি বাড়িতে নাও ফিরতে পারেন। বাড়িটা খুঁজে বের করতে কিছুটা অসুবিধা হওয়ায় প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ সেখানে পৌছলাম। তাকে দেখলাম—"

"এক মিনিট!" হোমস বলল। "দরজাটা কে খুলে দিল?"

"একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক; গৃহ-কর্ত্রী বলেই মনে হল।"

"মনে হচ্ছে, সেই আপনার নামটাও বলেছিল?"

"ঠিক তাই," ম্যাকফার্লেন বলল।

"বলে যান।"

"মিঃ ম্যাকফার্লেন ভিজে ভুরুটা মুছে নিয়ে বলতে লাগল:

"সেই স্ত্রীলোকটিই আমাকে একটা বসবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আহারের অতি সাধারণ আয়োজন করা ছিল। পরে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে একটা ভারী সিন্দুক ছিল। সেটা খুলে তিনি একগাদা দলিলপত্র বের করলেন, আর আমরা দুজনে সেগুলো দেখতে লাগলাম। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে কাজ শেষ হল। তিনি বললেন যে এত রাতে গৃহ-কর্ত্রীকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। নিজের ফরাসী জানালাটা দিয়ে বের হবার পথটা তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। জানালাটা সারাক্ষণ খোলাই ছিল।"

"পর্দা নামানো ছিল কি?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"সঠিক মনে নেই, তবে যতদূর বিশ্বাস পর্দাটা অর্ধেক নামানো ছিল।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে, জানালাটা পুরোপুরি খুলবার জন্য তিনি পর্দাটাকে ঠেলে উপরে তুলে দিয়েছিলেন। আমার লাঠিটা খুঁজে না পাওয়ায় তিনি বললেন, 'ওটার জন্য ভেব না বাবা; এখন থেকে তোমার সব কিছুই তো আমাকে দেখাশুনা করতে হবে; ওটা আমার কাছে রেখে দেব, পরে যখন আসবে তখন নিয়ে যেও।' তাকে রেখে আমি বেরিয়ে এলাম। সিন্দুকটা খোলাই ছিল, নানা প্যাকেটে বাঁধা দলিলগুলো ছিল টেবিলের উপর। তখন এত দেরী হয়ে গেছে যে, 'ব্ল্যাকহীথ'-এ ফিরতে পারলাম না; কাজেই 'এনার্লি আর্মস্'-এই রাতটা কাটালাম। সকালে এই ভয়ংকর ঘটনার কথা পড়বার আগে এর বেশী আর কিছুই আমি জানতাম না।"

এই উল্লেখযোগ্য কৈফিয়ৎটি শুনতে শুনতে লেস্ট্রেড-এর ভুরু দুটো দু' একবার কুঁচকে উঠেছিল। সে বলল, "মিঃ হোমস, আপনি কি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?"

"ব্ল্যাকহীথ-এ যাবার আগে নয়।"

"আপনি নরউড-এ যাবার কথাই তো বলছেন?" লেস্ট্রেড বলল।

"হ্যাঁ, সেটাই বলতে চেয়েছি," রহস্যময় হাসি হেসে হোমস বলল। স্বীকার করতে না চাইলেও বহু অভিজ্ঞতার ফলে লেস্ট্রেড একথা জেনেছে যে যে-পথ তার কাছে দুরধিগম্য এই লোকটির ক্ষুরধার মস্তিষ্ক সেখানে অনায়াসে পথ কেটে নিতে পারে। দেখলাম, সকৌতূহলে সে আমার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বলল, "মিঃ শার্লক হোমস, এখনই আপনার সঙ্গে আমার একটি কথা বলবার আছে। দেখুন মিঃ ম্যাকফার্লেন, আমার দু'জন কনস্টেবল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আর বাইরে অপেক্ষা করছে একটি চার-চাকার গাড়ি।" হতভাগ্য যুবকটি উঠে দাঁড়াল, এবং আমাদের দিকে সানুনয় দৃষ্টিতে শেষবারের মত তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কনস্টেবল দু'জন তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল, কিন্তু লেস্ট্রেড সেখানেই রইল।

খসড়া মুসাবিদার কাগজগুলো তুলে নিয়ে গভীর আগ্রহসহকারে হোমস সেগুলি দেখছিল। "এই দলিলটায় কয়েকটা বিশেষ কথা আছে; তাই নয় কি লেস্ট্রেড?"

বিচলিত মুখে অফিসারটি সেদিকে তাকাল। বলল, "প্রথম কয়েক লাইন, দ্বিতীয় পাতার মাঝখানের কয়েক লাইন এবং শেষের দু'একটা লাইন পড়তে পারছি। সেগুলো ছাপার মতই পরিষ্কার, কিন্তু ওই সব লাইনের ফাঁকে ফাঁকে লেখাগুলো অত্যন্ত খারাপ, আর তিনটে জায়গায় কিছুই পড়তে পারছি না।"

"তার থেকে কি বুঝতে পারছ?" হোমস বলল।

"আরে, আপনিই বা কি বুঝতে পেরেছেন?"

"দলিলটা ট্রেনে বসে লেখা হয়েছিল ; ভাল হাতের লেখাটা স্টেশনে লেখা, খারাপ লেখাটা গাড়ি চলবার সময় লেখা, আর খুব খারাপ লেখাটা রেলপথের পয়েন্টের উপর দিয়ে যাবার সময় লেখা। যেকোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবে যে শহরতলীর ট্রেনে বসেই এটা লেখা হয়েছিল, কারণ একটা বড় শহরের একেবারে কাছাকাছি ছাড়া কখনও ঘন ঘন এতগুলি জংশন-পয়েন্ট থাকে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে উইলটা মুসাবিদা করতে পুরো যাত্রাপথটাই লেগেছিল তাহলে ট্রেনটা নিশ্চয় ছিল এক্সপ্রেস এবং নরউড ও লণ্ডন ব্রীজ-এর মধ্যে মাত্র একবারই ট্রেনটা থেমেছিল।"

লেস্ট্রেড হাসতে লাগল।

"মিঃ হোমস, আপনি যখন থিয়োরি আওড়ান তখন আপনার সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। কিন্তু এই কেস-এর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?"

"দেখ, যুবকটির কাহিনীর এই অংশটুকুর সমর্থন এতে পাওয়া যাচ্ছে যে জোনাস ওল্ডএকর গতকাল ট্রেনে যেতে যেতেই উইলটা তৈরি করেছিল। এটা খুবই আশ্চর্য—তাই নয় কি ?—যেকোন মানুষ এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে মুসাবিদা করবে। এর থেকেই বোঝা যায় যে উইলটার খুব একটা বাস্তব গুরুত্ব আছে বলে সে মনে করে নি। কোনদিন কার্যকর হবে না এমন একটা উইল করতে বসেই লোকে এরকম তাড়াহুড়ো করতে পারে।"

"সেই সঙ্গে সে তো তার মৃত্যু-পরোয়ানাও তৈরি করেছিল," লেস্ট্রেড বলল।

"ওহো, তুমি তাই মনে করেছ বুঝি ?"

"আপনি মনে করেন না ?"

"দেখ, সেটাও হতে পারে ; কিন্তু ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।"

"স্পষ্ট নয় ? আচ্ছা, এটাও যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে স্পষ্টতর আর কি হতে পারে ? এই যুবকটি হঠাৎ জানতে পারল যে একটি বুড়ো মানুষ মারা গেলেই সে প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হবে। তখন সে কি করল ? কাউকে কিছু না বলে এমন ব্যবস্থা করল যাতে কোন একটা ওজুহাতে সেই রাতেই তার মক্কেলের কাছে যেতে পারে ; বাড়ির অপর একটিমাত্র বাসিন্দা শুতে না যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল : তারপর লোকটির ঘরের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তাকে খুন করল, কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে তার দেহটা পুড়িয়ে দিল এবং কাছাকাছি একটা হোটেলে চলে গেল। ঘরের মধ্যেও লাঠিতে রক্তের দাগ খুবই যৎসামান্য। হয়তো সে ভেবেছিল সে কাজটা রক্তপাতহীনভাবেই শেষ হয়েছে এবং দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলেই লোকটির মৃত্যুর সব চিহ্ন লুকিয়ে ফেলা যাবে—কারণ সেই চিহ্নগুলিই হয়তো তাকে ধরিয়ে দিতে

পারত। এ সবই কি খুব পরিষ্কার নয়?"

হোমস বলল, "ভাই লেস্ট্রেড, তোমার বক্তব্যটা বড় বেশী সরল বলে মনে হচ্ছে। তোমার অনেক গুণ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে কল্পনা-শক্তি যুক্ত হয় নি; কিন্তু তুমি যদি মুহূর্তের জন্যও নিজেকে ঐ যুবকটির জায়গায় বসাতে তাহলে কি উইলটা তৈরি হবার ঠিক পরের রাতটাকেই তুমি খুনের জন্য বেছে নিতে? দু'টো ঘটনার মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করাটা কি তোমার কাছে বিপজ্জনক বলে মনে হত না? আবার দেখ, যেদিন লোকে জেনেছে যে তুমি বাড়িতে ঢুকেছ, যখন চাকরানি তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেছে, সেই দিনটাকেই কি তুমি বেছে নিতে? আর শেষ কথা হল, এত কষ্ট করে দেহটাকে লুকিয়ে ফেলেও তুমিই যে অপরাধী তার চিহ্নস্বরূপ লাঠিটাকে কি সেখানে রেখে যেতে? তোমাকে স্বীকার করতেই হবে লেস্ট্রেড যে এ সবকিছুই অত্যন্ত অস্বাভাবিক।"

"দেখুন মিঃ হোমস, লাঠির ব্যাপারে আমি বলতে চাই, একজন অপরাধী প্রায়ই এতদূর উত্তেজিত থাকে এবং এমন কাজ করে বসে যা কোন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ যে করত না সেকথা তো আপনিও ভালই জানেন। হয়তো আবার ঘরে ফিরে যেতে সে ভয় পেয়েছিল। সব ঘটনার সঙ্গে খাপ খায় এমন আর একটি থিয়োরি বলুন।"

হোমস বলল, "এমন আধ ডজন থিয়োরি আমি তোমাকে দিতে পারি। এই নাও আর একটি সম্ভবপর ব্যাখ্যা। এটা তোমাকে বিনামূল্যে উপহার দিচ্ছি। বুড়ো মানুষটি মূল্যবান দলিলগুলি দেখাচ্ছে। পর্দাটা অর্ধেক তোলা জানালা দিয়ে কোন বাউণ্ডুলে পথিক সেটা দেখতে পেল। সলিসিটরের প্রস্থান। বাউণ্ডুলের প্রবেশ। সেখানে একটা লাঠি দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে সে ওল্ডএকরকে খুন করল এবং মৃতদেহটাকে পুড়িয়ে ফেলে সেখান থেকে চলে গেল।"

"বাউণ্ডুলে লোকটা মৃতদেহটা পোড়াবে কেন?"

"তাই যদি বল, তাহলে ম্যাকফার্লেনই বা পোড়াবে কেন?"

"কিছু প্রমাণ লোপাট করবার জন্য।"

"একটা খুন যে আদপেই হয়েছে বাউণ্ডুলে লোকটা হযতো সেটাই লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল।"

"সে তাহলে কিছুই নিয়ে গেল না কেন?"

"কারণ দলিলগুলো এমনই যা সে কোন কাজে লাগাতে পারবে না।"

লেস্ট্রেড মাথা নাড়তে লাগল, যদিও আমার মনে হল যে তার মনোভাব এখন আর আগেকার মত নিশ্চিত নয়।

"দেখুন মিঃ হোমস, আপনার বাউণ্ডুলেকে আপনি খুঁজতে থাকুন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের লোককেই ধরে থাকব। কোন পথটা ঠিক

সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। শুধু একটা কথা লক্ষ্য করুন মিঃ হোমস—আমরা যতদূর জানি কোন দলিলই সরানো হয় নি, আর পৃথিবীতে এই বন্দীই হচ্ছে একমাত্র লোক যার পক্ষে সেগুলো সরাবার কোন কারণই থাকতে পারে না, কারণ সেই হচ্ছে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং যেকোন অবস্থাতেই সেগুলো তার হাতে আসবে।"

এই মন্তব্য শুনে আমার বন্ধু যেন চমকে উঠল।

বলল, "নানা দিক থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যে তোমার পক্ষেই জোরদার সে কথা অস্বীকার করতে আমি চাই না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে অন্ত থিয়োরিও ভাবা সম্ভব। তুমিই তো বলেছ, ভবিষ্যৎ সেটা স্থির করবে। শুভ সকাল। আমি জোরের সঙ্গেই বলছি, আজ দিনের মধ্যেই আমি নরউড-এ যাব এবং তোমাদের কার্যকলাপ দেখব।"

গোয়েন্দাটি চলে গেলে আমার বন্ধু চেয়ার থেকে উঠে যেন একটা সহজ-সাধ্য কাজ করতে চলেছে এমনই সচেতন ভঙ্গীতে সারা দিনের কাজের প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

ফ্রক-কোটটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, "ওয়াটসন, আগেই তো বলেছি আমার প্রথম কাজই হল ব্যাকহিথ-এর দিকে যাত্রা করা।"

"নরউড-এর দিকে নয় কেন?"

"কারণ এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনার পায়ে পায়েই আর একটি ঘটনা এসে হাজির হয়েছে। যেহেতু দ্বিতীয় ঘটনাটিই প্রকৃত অপরাধ তাই পুলিশ তাদের সব মনোযোগ সেই ঘটনাটির উপর কেন্দ্রীভূত করার ভুলটি করে চলেছে। কিন্তু আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে প্রথম ঘটনাটির উপর কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা দিয়ে শুরু করাটাই এক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি সে ঘটনাটি হল একটি আশ্চর্য উইল, তার দ্রুত সম্পাদন ও অপ্রত্যাশিত উত্তরাধিকারী নির্বাচন। তার ফলে হয়তো পরবর্তী ঘটনাগুলি কিছুটা সরল হয়ে উঠবে। না ভাই, তোমার সাহায্যের কোন দরকার হবে না। বিপদের কোন সম্ভাবনাই নেই, থাকলে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে বের হবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতাম না। আশা করি, সন্ধ্যায় যখন ফিরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন তোমাকে জানাতে পারব যে ভাগ্যহীন যুবকটি আমার আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে তার জন্ম অন্তত কিছুটা কাজ আমি করতে পেরেছি।"

বন্ধু ফিরল অনেক দেরীতে। তার হতশ্রী, উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, যে উচ্চাশা নিয়ে সে বেরিয়েছিল সেটা পূর্ণ হয় নি। নিজের বিপর্যস্ত মনটাকে শান্ত করবার জন্যই এক ঘণ্টা ধরে সে বেহালায় ছড় টানতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটাকে রেখে দিয়ে নিজের ব্যর্থ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করল।

"সব ভুল হয়ে গেছে ওয়াটসন—যতদূর ভুল হতে পারে। বড়মুখ করে লেস্ট্রেড-এর সামনে কথা বলেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সেই ঠিক পথ ধরেছে, আর আমরাই চলেছি ভুল পথে। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা যাচ্ছে এক পথে, আর সব ঘটনা যাচ্ছে অন্য পথে। কিন্তু লেস্ট্রেড-এর ঘটনার উপরে আমার থিয়োরিকে স্থান দেবার মত এতখানি বুদ্ধি বৃটিশ জুরির আছে বলে আমার ভরসা হয় না।"

"তুমি কি ব্ল্যাকহিথ-এ গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ ওয়াটসন, সেখানেই গিয়েছিলাম। যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারলাম যে পরলোকগত ওল্ডএকর একটি পুরনো পাপী। বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। মা বাড়িতেই ছিলেন, ছোটখাট মানুষটি, চোখ দুটি নীল, ভয়ে ও ক্ষোভে তার শরীরটা কাঁপছিল। অবশ্য তার ছেলে যে কোন দোষ করতে পারে সেটা তিনি মানতেই চাইলেন না। আবার ওল্ডএকর-এর এই পরিণতিতে বিস্ময় বা দুঃখও প্রকাশ করলেন না। উপরন্তু তার সম্পর্কে এমন তিক্ততার সঙ্গে কথা বললেন যে নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি পুলিশের হাতকেই জোরদার করে তুলেছিলেন, কারণ তার ছেলে যদি লোকটা সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি মায়ের মুখ থেকে শুনে থাকে তাহলে তো তার সম্পর্কে তার মনে আগে থেকেই ঘৃণা ও হিংসার ভাব জাগাই স্বাভাবিক। তিনি বললেন, 'মানুষ না বলে তাকে একটি বিদ্বেষ-পরায়ণ ধূর্ত বাঁদরই বলা উচিত, ছোটবেলা থেকেই সে ঐরকম ছিল।"

'আপনি তাকে তখন থেকেই চিনতেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ আমি তাকে ভাল করেই চিনতাম; আসলে সে ছিল আমার একজন প্রেমিক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে অধিকতর দরিদ্র একটি মানুষকে আমি বিয়ে করেছিলাম। মিঃ হোমস, তার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব হবার পরেই আমি জানতে পারি সে একটা পক্ষীশালার মধ্যে একটা বিড়ালকে ছেড়ে দিয়েছিল। তার এই পাশবিক নিষ্ঠুরতায় এতই ভয় পেয়ে গেলাম যে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললাম।' আলমারির দেরাজ হাতড়ে সে একটি স্ত্রীলোকের একখানি ফটো বের করল। একটা ছুরি দিয়ে ছবিটাকে ফালা-ফালা করে কেটে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে! 'এটা আমার নিজের ফটো: আমার বিয়ের দিন সকালে তার অভিশাপসহ ফটোখানাকে এই অবস্থায় সে আমাকে পাঠিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'দেখুন, এখন তো তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন, কারণ তার সব সম্পত্তি তিনি তো আপনার ছেলেকেই দিয়ে গেছেন।'

যথাযথ উষ্মার সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে বা আমি মৃত বা জীবিত কোন অবস্থায়ই জোনাস ওল্ডএকর-এর কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না। মিঃ হোমস, মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন, আর যে ঈশ্বর সেই

দুষ্ট লোকটাকে শাস্তি দিয়েছেন তিনিই যথাসময়ে একদিন প্রমাণ করে দেবেন যে তার রক্তপাতের ব্যাপারে আমার ছেলের হাত নিষ্পাপ।'

"দেখ ওয়াটসন, আরও দু' একটা প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আমাদের অভিমতকে সমর্থন করবার মত কিছু তো পেলামই না, বরং এমন দু' একটি বিষয় পেলাম যা আমাদের বিপক্ষেই যায়। তখন সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নরউড চলে গেলাম।

"এই 'ডিপ ডেন হাউস' বাড়িটা ইট-বের করা একটা বড় আধুনিক ভিলা; নিজস্ব জমির পিছন দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে; সামনে লরেল-গাছে শোভিত একটা বাগান। ডান দিকে রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা পিছনেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল সেই কাঠের গোলাটা। আমার নোট-বইয়ের পাতায় তার একটা মোটামুটি নক্সা এঁকে এনেছি। বাঁ দিকে এই জানালাটাই ওল্ডএকর-এর ঘরের দিকে খোলে। দেখতেই পাচ্ছ, রাস্তা থেকেই ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। আজকের মত এইটেই আমার একমাত্র সান্ত্বনার কথা। লেস্ট্রেড সেখানে ছিল না, ছিল তার হেড কন্‌স্টেবল। সারাটা সকাল তারা পোড়া কাঠের ছাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে এবং মৃতদেহের পোড়া অংশ ছাড়াও পেয়েছে কয়েকটি বিবর্ণ ধাতুর চাকতি। সযত্নে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি, ট্রাউ-জারের বোতাম ছাড়া আর কিছু নয়। আরও দেখেছি যে একটি বোতামের উপর ওল্ডএকর-এর দর্জি 'হিয়াম'-এর নাম খোদাই করা আছে। তারপর পায়ের ছাপ বা অন্য দাগের খোঁজে বাগানটাকে বেশ সাবধানে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু খরার ফলে সব কিছুই একেবারে লোহার মত শক্ত হয়ে আছে। কাঠের গাদার সমান্তরালে অবস্থিত একটা নীচু লতার বেড়ার ভিতর দিয়ে কোন দেহ বা একটা বাণ্ডিলকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এছাড়া আর কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। আগস্ট মাসের সূর্যে পিঠ দিয়ে সারাটা বাগান হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ালাম। কিন্তু একটি ঘণ্টা পরে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন জ্ঞানের ভাণ্ডারে নতুন কিছু যোগ হল না।

"এই ব্যর্থতার পরে শোবার ঘরে গিয়ে সেটাও পরীক্ষা করলাম। রক্তের দাগ খুবই সামান্য, কিছু কিছু বিবর্ণ ছোপমাত্র, তবে তাজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লাঠিতে রক্তের দাগও সামান্য। তবে লাঠিটা যে আমাদের মক্কেলের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেও সেটা স্বীকার করেছে। কার্পেটের উপর দু'জনেরই পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে, তৃতীয় কোন লোকের পায়ের ছাপ নেই। সেটাও ওপক্ষেরই আর একটা তাসের উপরি পিঠ। তারা একের পর এক পিঠ বাড়িয়ে যাচ্ছে, আর আমরা এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছি।

"একটিমাত্র ক্ষীণ আশার আলো আমি দেখতে পেয়েছি—অবশ্য সেটা এমন কিছুই নয়। সিন্দুকের জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি। তার

অনেক কিছুই বের করে টেবিলের উপর রাখা ছিল। কাগজপত্রগুলো খামে ভরে সিল করে রাখা ছিল। তার মধ্য থেকে দু' একটা পুলিশ খুলেছে। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, সেগুলি খুব মূল্যবান কিছু নয়, আর মিঃ ওল্ডএকর যে খুব স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলেন ব্যাংকের কাগজপত্র দেখে তাও মনে হয় না। কিন্তু আমার মনে হল যে সব কাগজপত্র সেখানে ছিল না। এমন কিছু কিছু দলিলের উল্লেখ আছে—সম্ভবত সেগুলিই বেশী মূল্যবান—যেগুলি আমি দেখতে পাই নি। অবশ্য আমরা যদি এটাকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পারতাম তাহলে লেস্ট্রেড-এর নিজের যুক্তিই তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হত, কারণ যে মানুষ জানে যে শীঘ্রই উত্তরাধিকারসূত্রে সে এসব পাবে সে কেন তা চুরি করবে ?

"শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো খাম খুলেও কোন হদিস করতে না পেরে গৃহ-কর্ত্রীকে নিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষায় নামলাম। তার নাম মিসেস লেক্সিংটন; ছোটখাট, তামাটে, চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ ; বাঁকা চোখে সন্দেহের ঝিলিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ইচ্ছা করলে সে অনেক কিছুই বলতে পারত। কিন্তু তার মুখ যেন মোম দিয়ে আঁটা। হ্যাঁ, সাড়ে ন'টার সময় সেই মিঃ ম্যাক-ফার্লেনকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেছিল। বলল, দরজা খুলে দেবার আগে তার হাতটা শুকিয়ে অসার হলে গেলেই সে খুশি হত। সাড়ে দশটায় সে শুতে গিয়েছিল। তার ঘরটা বাড়ির একেবারে অন্য প্রান্তে, কাজেই কিছু সে শুনতে পায় নি। মিঃ ম্যাকফার্লেন ঘরের মধ্যে তার টুপি এবং তার বিশ্বাস মতে তার লাঠিটাও রেখে গেছে। আগুন লাগার হৈ চৈ শুনেই সে জেগে ওঠে। তার বেচারি প্রিয় মনিবকে নির্ঘাৎ খুন করা হয়েছে। তার কি কোন শত্রু ছিল ? দেখুন, সব মানুষেরই শত্রু থাকে, কিন্তু মিঃ ওল্ডএকর নিজের মতই থাকতেন এবং শুধুমাত্র ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারেই লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। বোতামগুলি সে দেখেছে, আর যে পোশাক তিনি সে রাতে পরেছিলেন বোতামগুলি যে সেই পোশাকের সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। গত একমাস বৃষ্টি না হওয়ায় কাঠের গাদাটা খুবই শুকনো ছিল। সেগুলো সোনার মত জ্বলে উঠল ; সে যখন ঘটনাস্থলে পৌছল তখন আগুনের শিখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি। তার এবং অগ্নি-নির্বাপক দলের মানুষদের সকলের নাকেই পোড়া মাংসের গন্ধ লেগেছিল। দলিলপত্রের কথা অথবা মিঃ ওল্ডএকর-এর ব্যক্তিগত জীবনের কথা সে কিছুই জানে না।

"প্রিয় ওয়াটসন, এই হল আমার পরাজয়ের প্রতিবেদন। আর তবু—আর তবু—" দৃঢ় বিশ্বাসের আবেগে সে তার সরু হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করল—"আমি জানি এ সবই ভুল। প্রতিটি অস্থিতে অস্থিতে তা আমি অনুভব করছি। এমন কিছু আছে যা প্রকাশ পায় নি, আর ওই গৃহকর্ত্রী সেটা জানে। তার চোখে এমন একটা অপ্রসন্ন অবজ্ঞার ভাব আছে যেটা একমাত্র

অপরাধ সম্পর্কে সচেতন লোকের চোখেই দেখা যায়। যাই হোক, এ নিয়ে আর কোনরকম কথা বলে লাভ নেই ওয়াটসন; ভাগ্যক্রমে কোন সুযোগ যদি না আসে তাহলে আমার খুবই আশংকা হচ্ছে যে আমাদের সাফল্যের যে ইতিবৃত্ত তুমি রচনা করেছ তাতে 'নরউড নিরুদ্দেশের ঘটনা'-র কোন উল্লেখই থাকবে না।"

"তা ঠিক।"

"আমরা যদি একটা বিকল্প থিয়োরি প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে আর লোকটির কোন আশাই নেই। এখন তার বিরুদ্ধে যেভাবে মামলাটা সাজানো হবে তাতে কোন ত্রুটি তুমি খুঁজে পাবে না; আর পরবর্তীকালের সব তদন্তই মামলাটাকে আরও জোরদার করে তুলেছে। ভাল কথা, ঐ দলিলপত্র প্রসঙ্গে এমন একটি আশ্চর্য ছোট কথা আছে যেখান থেকে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করা যেতে পারে। ব্যাংকের কাগজ-পত্রে দেখতে পেয়েছি যে মিঃ কর্ণেলিয়াস-এর নামে গত এক বছরে যেসব চেক কাটা হয়েছে প্রধানত তার জন্যই উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ এত বেশী কমে গেছে। আমাকে অবশ্যই জানতে হবে কে এই মিঃ কর্ণেলিয়াস যার সঙ্গে একজন অবসরপ্রাপ্ত স্থপতি এত বেশী টাকার লেন-দেন করেছে। এ ব্যাপারে তার কোন হাত থাকা সম্ভব কি? কর্ণেলিযাস একজন দালাল হতে পারে, কিন্তু এই বেশী পরিমাণ টাকার লেন-দেন সংক্রান্ত কোন চিঠিপত্র আমরা পাই নি। আর কোন সূত্র হাতে না থাকায় আমার অনুসন্ধানকে এখন পরিচালিত করতে হবে ব্যাংকে গিয়ে সেই লোকটির খোঁজ করার ব্যাপারে যে এই সব চেক ভাঙিয়েছে। কিন্তু ভাইরে, আমার আশংকা হচ্ছে, এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরাজয় ঘটবে, আর লেস্ট্রেড আমাদের মক্কেলকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিজয় ঘোষণা করবে।"

সে রাতে শার্লক হোমস আদৌ ঘুমিয়েছিল কি না আমি জানি না, তবে সে যখন প্রাতরাশের জন্য নেমে এল তখন দেখলাম তার মুখখানি বিবর্ণ ও বিচলিত; চোখের কোণে কালো দাগ পড়ায় তার উজ্জ্বল চোখ দুটি উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে। তার চেয়ারের চারপাশে কার্পেটের উপর সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ও প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলো ইতস্তত ছড়ানো। টেবিলের উপর একটা টেলি-গ্রাম খোলা পড়ে আছে।

সেটাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলল, "এটার সম্পর্কে কি মনে হয় ওয়াটসন?"

টেলিগ্রামটা এসেছে নরউড থেকে; তাতে লেখা আছে:

"গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য হাতে এসেছে। ম্যাকফার্লেন-এর অপরাধ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আমার পরামর্শ, এ কেস থেকে হাত গুটিয়ে নিন।
—লেস্ট্রেড।"

"বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে" আমি বললাম।

তিক্ত হাসি হেসে হোমস বলল, "এটা লেস্ট্রেড-এর বিজয়-ঘোষণার একটু-খানি আভাষমাত্র। তবু কেসটাকে ছেড়ে দেবার মত অবস্থা এখনও আসে নি। আসলে নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দু-মুখো করাতের মত; হয়তো লেস্ট্রেড যেমনটি আশা করছে তার ঠিক উল্টো দিক থেকেই সেটা কেটে বেরিয়ে যাবে। প্রাতরাশটা সেরে নাও ওয়াটসন; আমরা একবার বেরুব; দেখাই যাক না কতদূর কি করতে পারি; মনে হচ্ছে, তোমার উপস্থিতি ও নৈতিক সমর্থন আজ আমার দরকার হবে।"

আমার বন্ধু প্রাতরাশ খেল না। এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য যে মনের উপর খুব চাপ পড়লে সে কিছুই খায় না। অতীতেও দেখেছি, অনাহারজনিত দুর্বলতায় মূর্চ্ছিত হবে না পড়া পর্যন্ত নিজের লৌহ-কঠিন শক্তির উপর সে বড় বেশী ভরসা করে। ডাক্তার হিসাবে আপত্তি জানালে সে বলে, "এ সময়ে খাদ্য হজম করবার জন্য উদ্দীপনা ও স্নায়ুর শক্তিকে আমি খরচ করতে পারি না।" কাজেই সেদিন সকালে সে যখন সকালের খাবারটা স্পর্শ না করেই আমাকে নিয়ে নরউড যাত্রা করল তখন আমি মোটেই অবাক হই নি। "ডিপ ডেন হাউস"-কে আমি যে ধরনের একটা শহরতলীর ভিলা বলে অনুমান করেছিলাম বাড়িটা ঠিক সেইরকমই। বাড়ির চারদিকে তখনও একদল অত্যুৎসাহী মানুষের ভিড়। ফটকে ঢুকতেই লেস্ট্রেড আমাদের সঙ্গে দেখা করল। তার মুখ জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত, চাল-চলনে বিজয়ীর ভঙ্গিমা।

সে চেঁচিয়ে বলল, "মিঃ হোমস, এবারেও কি আপনি আমাদের ভুল প্রমাণ করেছেন? আপনার সেই বাউণ্ডুলের দেখা পেয়েছেন কি?"

আমার সঙ্গী জবাব দিল, "আমি এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসি নি।"

"আমাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু কালই নিয়েছি, আর এখন সেটাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আপনাকে স্বীকার করতেই হবে মিঃ হোমস যে এবার আমরা আপনার চাইতে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছি।"

"একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটনার আভায তুমি নিশ্চয় পেয়েছ?" হোমস বলল।

লেস্ট্রেড উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

"আমাদের সকলের মত আপনি কোন সময়ই পরাজয় মানতে চান না," সে বলল। "সব সময়ই সব কিছু নিজের পছন্দমত হবে এটা কেউ আশা করতে পারে না—পারে কি ডাঃ ওয়াটসন? ইচ্ছা হয় তো এদিকে আসুন আপনারা; ম্যাকফার্লেনই যে অপরাধটা করেছে সেটা আর একবার আপনাদের সামনে প্রমাণ করে দিতে পারব বলেই মনে করি।"

একটা অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে সে আমাদের ওদিককার একটা অন্ধকার

হল ঘরে নিয়ে গেল।

বলল, "হত্যাকাণ্ডের পরে টুপিটা নেবার জন্য যুবক ম্যাকফার্লেন নিশ্চয় এখানেই এসেছিল। এবার এদিকে দেখুন।" নাটকীয় ভঙ্গীতে হঠাৎ একটা দেশলাই জ্বালিয়ে তার আলোয় সে চুণ-কাম করা দেয়ালে একটা রক্তের দাগ দেখাল। কাঠিটাকে আরও কাছে নিতে দেখলাম, শুধু একটা দাগ নয়, দেয়ালে বুড়ো আঙুলের একটা সুস্পষ্ট ছাপ।

"আপনার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে এটাকে দেখুন তো মিঃ হোমস।"

"হ্যাঁ, তাই দেখছি।"

"আপনি তো জানেন, কোন দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ কখনও এক-রকম হয় না।"

"এ ধরনের কথা শুনেছি বটে।"

"আচ্ছা; তাহলে যুবক ম্যাকফার্লেন-এর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের এই মোমের উপরকার ছাপটার সঙ্গে ওই ছাপটাকে মিলিয়ে দেখুন তো। আমার আদেশে আজ সকালেই এ-ছাপটা নেওয়া হয়েছে।"

মোমের উপরকার ছাপটাকে সে যখন রক্তের দাগটার খুব কাছে নিয়ে ধরল তখন দুটো ছাপ যে একই বুড়ো আঙুলের সেটা বুঝতে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের কোন দরকারই হল না। পরিষ্কার বুঝলাম. আমাদের মক্কেলের আর কোন আশাই নেই।

"এটাই তাহলে শেষ কথা" লেস্ট্রেড বলল।

আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হ্যাঁ, এটাই শেষ কথা।"

"এটাই শেষ কথা," হোমসও বলল।

তার কথার স্বরটা আমার কানে লাগল। মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। ভিতরের খুশিতে তার মুখটা কুঁচকে উঠেছে।

তার চোখ দুটো তারার মত জ্বলছে। মনে হল, একটা হাসির দমককে চাপা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

"বটেই তো! বটেই তো! শেষ পর্যন্ত সে মুখ খুলল। "আরে, এমন কথা কে ভেবেছিল? সত্যি, মানুষের চেহারা কত ভুলেরই না সৃষ্টি করে! দেখতে এত সুন্দর একটি যুবক! এর থেকে যেন এই শিক্ষাই পেলাম যে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির উপর যেন ভরসা না করি—তাই নয় কি লেস্ট্রেড?"

লেস্ট্রেড বলল, "সত্যি মিঃ হোমস, আমরা কেউ কেউ আবার নিজেদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় নিশ্চিত হয়ে থাকি।" লোকটির ঔদ্ধত্য মাথা খারাপ করে দিলেও তাকে বাধা দিতে পারলাম না।

"কী অদ্ভুত দৈবের যোগাযোগ—পেরেক থেকে টুপিটা নেবার সময় সে তার

বুড়ো আঙুলটা দেয়ালের উপর চেপে ধরেছিল। একটু চিন্তা করলেই মনে হয় কাজটা কতদূর স্বাভাবিক।" বাইরে বেশ শান্ত দেখালেও কথাগুলি বলবার সময় হোমসের সারা দেহ যেন চাপা উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। "ভাল কথা লেস্ট্রেড, এই চমৎকার আবিষ্কারটি কে করল ?"

"গৃহ-কর্ত্রী মিসেস লেক্সিংটনই নৈশ কনস্টেবলের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেছিল।"

"নৈশ কনস্টেবলটি কোথায় ছিল ?"

"কেউ যাতে কোন জিনিসে হাত না দিতে পারে সেজন্য অকুস্থল শোবার ঘরেই সে পাহারায় ছিল।"

"কিন্তু গতকাল পুলিশ এ ছাপটা দেখতে পায় নি কেন ?"

"দেখুন, হলঘরটাকে ভাল করে পরীক্ষা করবার মত কোন বিশেষ কারণই ছিল না। তাছাড়া, দেখতেই তো পাচ্ছেন ছাপটা খুব একটা প্রকাশ্য জায়গাতেও নয়।"

"না, না, তা অবশ্য নয়। তাহলে ধরে নিচ্ছি, গতকালও যে ছাপটা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ?"

লেস্ট্রেড এমনভাবে হোমসের দিকে তাকাল যেন সে ভাবছে যে হোমসের মাথার ঠিক নেই। তার খুশি-খুশি ভাব ও এ ধরনের অবান্তর মন্তব্যে আমিও যে বিস্মিত হয়েছিলাম সে কথাও স্বীকার করছি।

লেস্ট্রেড বলল, "আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেমন করে ভাবলেন যে তার বিরুদ্ধে প্রমাণটাকে জোরদার করবার জন্য লেস্ট্রেড গভীর রাতে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওটা তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ কি না সে ব্যাপারটা আমি পৃথিবীর কোন বিশেষজ্ঞের হাতেই ছেড়ে দিলাম।"

"এটা যে তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ সেটা তো নিঃসন্দেহ।"

লেস্ট্রেড বলল, "তাহলে তো সেটাই যথেষ্ট। আমি বাস্তববাদী মানুষ মিঃ হোমস, কাজেই সাক্ষ্য-প্রমাণ হাতে পেলেই আমি সিদ্ধান্ত করে থাকি। এর পরেও যদি আপনার কিছু বলবার থাকে, তাহলে বসবার ঘরেই আমাকে পাবেন ; সেখানে বসেই আমি প্রতিবেদনটি লিখব।"

হোমস ততক্ষণ তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, যদিও তখনও আমার মনে হল যে তার ভাবভঙ্গীতে একটা খুশির ঝলকানি দেখা যাচ্ছে।

সে বলল, "ভাই ওয়াটসন, পরিণতিটা বড়ই দুঃখের, তাই নয় ? তার এমন কিছু ব্যাপার এতে আছে যাতে আমাদের মক্কেলের পক্ষে এখনও আশা করবার মত কিছুটা সুযোগ রয়েছে।"

আমি সানন্দে বলে উঠলাম, "তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। আমার তো ভয় হয়েছিল যে সবই শেষ হয়ে গেছে।"

"ভাই ওয়াটসন, অতদূর যেতে আমি রাজী নই। ব্যাপার কি জান, যে

প্রমাণের উপর আমাদের বন্ধুটি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাতে একটা খুব গুরুতর ফাঁক আছে।”

“সত্যি নাকি হোমস! সেটা কি?”

“সেটা শুধু এই—আমি জানি, গতকাল যখন হলটা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম তখন ছাপটা সেখানে ছিল না। ওয়াটসন, সূর্যের আলোয় চারদিকটা একটু ঘুরে আসি চল।”

মাথার মধ্যে সব কিছু গোলমাল ঠেকলেও বুকের মধ্যে কিছুটা আশার উত্তাপ নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বাগানের চারাদিকটায় বেড়াতে লাগলাম। হোমস পরপর সব দিক থেকে বাড়িটাকে দেখতে লাগল এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করে চলল। তারপর ভিতরে ঢুকে নীচের তলা থেকে চিলে-কোঠা পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল। অধিকাংশ ঘরেই কোন আসবাবপত্র নেই, তবু সে সবগুলি ঘরই ভালভাবেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত একেবারে উপরতলার তিনটে খালি শোবার ঘরের বাইরেকার বারান্দায় পৌঁছেই সে আবারও খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল।

বলল, “ওয়াটসন, সত্যি এই ঘটনাটার কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মনে হয় এবার আমাদের বন্ধু লেস্ট্রেডকে সব কথা খুলে বলবার সময় হয়েছে। আমাদের উপর একহাত নিয়ে সে বেশকিছুটা হেসে নিয়েছে, এবার বোধহয় আমাদের হাসবার পালা, অবশ্য এই সমস্যাটার আমি যে ব্যাখ্যা করেছি সেটা যদি ঠিক হয়ে থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি কেমন করে অগ্রসর হওয়া উচিত।”

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর ইন্সপেক্টর তখনও বৈঠকখানায় বসে প্রতিবেদন লিখছিল। হোমস তাকে বাধা দিল।

বলল, “মনে হচ্ছে তুমি এই কেসের একটি প্রতিবেদন লিখছ?”

“হ্যাঁ লিখছি।”

“একটু আগেভাগেই লেখা হয়ে যাচ্ছে না কি? তোমার প্রমাণাদি যে সম্পূর্ণ হয় নি সে কথা না ভেবে আমি পারছি না।”

আমার বন্ধুর কথাকে যে উপেক্ষা করা চলে না লেস্ট্রেড তা জানে। কলমটা রেখে কৌতুহলী দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকাল।

“আপনি কি বলতে চান মিঃ হোমস?”

“শুধু এইটুকু বলতে চাই যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সঙ্গেই তুমি দেখা কর নি।”

“আপনি তাকে উপস্থিত করতে পারেন?”

“মনে তো হয় পারি।”

“তাহলে তাই করুন।”

“যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তোমার সঙ্গে ক'জন কনস্টেবল আছে?”

"ডাকলেই তিনজনকে পাওয়া যাবে।"

"চমৎকার!" হোমস বলে উঠল। "জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, তারা সকলেই বেশ শক্ত-সমর্থ দশাসই চেহারার মানুষ তো? তাদের গলায় বেশ জোর আছে তো?"

"সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু এর সঙ্গে তাদের গলার কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না।"

হোমস বলল, "সেটা এবং আরও দু'একটা জিনিস বুঝতে আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব। দয়া করে তোমার লোকদের ডাক। চেষ্টা করে দেখি।"

পাঁচ মিনিট পরেই তিনটি পুলিশ হলঘরে জড়ো হল।

হোমস বলল, "বার-বাড়ির ঘরে অনেক খড় রয়েছে দেখতে পাবে। আমি তোমাদের সেখান থেকে দু'আঁটি নিয়ে আসতে বলব। প্রয়োজনীয় সাক্ষীকে উপস্থিত করার ব্যাপারে এই কাজটা সবচাইতে বেশী সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। ওয়াটসন, আমার বিশ্বাস তোমার পকেটে দেশলাই আছে। মিঃ লেস্ট্রেড, এবার তোমাদের সবাইকে বলছি, আমার সঙ্গে সবচাইতে উঁচু তলার সিঁড়িতে চল।"

আগেই বলেছি, সেখানে তিনটি খালি শোবার ঘরের সামনে একটা চওড়া বারান্দা আছে। শার্লক হোমস আমাদের সকলকে নিয়ে বারান্দার একপ্রান্তে হাজির হল। কনস্টেবলরা মুচকি হাসছে, লেস্ট্রেড আমার বন্ধুর দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; তার মনের মধ্যে বিস্ময়, প্রত্যাশা ও বিদ্রূপ পরস্পরকে তাড়া করে ফিরছে। যেন এক যাদুকর তার খেলা দেখাচ্ছে এমনই ভঙ্গীতে, হোমস দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে।

"দয়া করে একজন কনস্টেবলকে দু' বালতি জল আনতে পাঠাবে কি? দুদিকের দেয়াল থেকে কিছুটা ফাঁক রেখে খড়টা এখানে মেঝেতে বিছিয়ে দাও। মনে হচ্ছে এবার আমরা প্রস্তুত।"

লেস্ট্রেড-এর মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল।

বলল, "মিঃ শার্লক হোমস, আপনি আমাদের সঙ্গে খেলা করছেন কিনা বুঝতে পারছি না। যদি সত্যই আপনি কিছু জানেন তাহলে এই বাজে মস্করা না করেই তো সেটা বলতে পারেন।"

"দেখ লেস্ট্রেড, আমি বলছি, যা কিছু করছি যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই করছি। তোমার হয়তো মনে আছে কয়েক ঘণ্টা আগেই তুমি আমার উপর একহাত নিয়েছ, কারণ তখন বেড়ার উপরকার সূর্যটা ছিল তোমার দিকে; কাজেই এখন যদি একটু আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করি তাতেই তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। ওয়াটসন, জানালাটা খুলে দিয়ে খড়ের এক কোণে দেশলাই জ্বালাতে তোমাকে বলতে পারি কি?"

সেইমত কাজ করলাম। শুকনো খড় সশব্দে জ্বলে উঠল, আর এক ঝলক বাতাস লেগে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি পাক খেতে খেতে বারান্দা দিয়ে ছুটতে লাগল।

"লেস্ট্রেড, এবার দেখতে হবে তোমার এই সাক্ষীকে পাওয়া যায় কি না। সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে বলবে—'আগুন'। এবারঃ এক, দুই, তিন—"

"আগুন!" সকলে চেঁচিয়ে বলল।

"ধন্যবাদ। আর একবার তোমাদের কষ্ট দেব।"

"আগুন!"

"ঠিক আর একটিবার। সকলে একসঙ্গে।"

"আগুন!" সে চীৎকারে সারা নরউড প্রতিধ্বনিত হল।

শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। বারান্দার শেষ প্রান্তে যেখানে দেয়ালটাকে নিরেট বলে মনে হয়েছিল হঠাৎ সেখানে একটা দরজা সপাটে খুলে গেল এবং খরগোস যেভাবে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে ঠিক সেইভাবে একটি ছোটখাট শুঁটকো লোক ছিটকে বেরিয়ে এল।

"চমৎকার!" হোমস শান্ত গলায় বলল। "ওয়াটসন, খড়ের উপর এক বালতি জল ঢেলে দাও। ওতেই হবে। লেস্ট্রেড, যদি অনুমতি কর তো তোমার প্রধান নিরুদ্দিষ্ট সাক্ষী মিঃ জোনাস ওল্ডএকরকে তোমার সামনে হাজির করেছি।"

গোয়েন্দাপ্রবর অবাক বিস্ময়ে নবাগতের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি আমাদের দিকে ও ধিকি ধিকি জ্বলা আগুনের দিকে তাকিয়ে বারান্দার উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করছিল। লোকটির মুখ ঘৃণার উদ্রেক করে—যেমন ধূর্ত, তেমনই পাপ ও বিদ্বেষে ভরা; চোখ দুটো হাল্কা-ধূসর, আঁখিপক্ষ সাদা।"

অবশেষে লেস্ট্রেড বলল, "আচ্ছা, এ সব কি? এতক্ষণ আপনি কি করছিলেন অ্যাঁ?"

ক্রুদ্ধ গোয়েন্দার ভয়ংকর লাল মুখের সামনে থেকে সরে গিয়ে ওল্ডএকর অস্বস্তির সঙ্গে হাসতে লাগল।

"আমি কোন ক্ষতি করি নি।"

"ক্ষতি করেন নি? একটা নির্দোষ লোককে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই ভদ্রলোকটি না থাকলে আপনি সে কাজে সফল হতেন কিনা আমি জানি না।"

হতভাগ্য জীবটি প্যানপানানি শুরু করল।

"সত্যি বলছি স্যার, আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।"

"ওঃ! ঠাট্টা, তাই না? এবার কিন্তু নিজের বেলায় ও হাসিটি থাকবে

না। ওকে নিয়ে যাও; আমি না আসা পর্যন্ত বসার ঘরে রাখ।" তারা চলে গেলে সে আবার বলতে লাগল, "মিঃ হোমস, কন্স্টেবলদের সামনে কথাটা বলতে পারি নি, কিন্তু ডাঃ ওয়াটসন-এর সামনে বলতে কোন বাধা নেই যে এত ভাল কাজ আপনিও আগে কখনও করেন নি, যদিও কি করে এটা করলেন সেটা এখনও আমার কাছে একটা রহস্য। একটি নির্দোষ মানুষের জীবন আপনি রক্ষা করেছেন, আর এমন একটা কেলেংকারীর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন যার ফলে পুলিশ বাহিনীতে আমার সুনাম ধ্বংস হয়ে যেত।"

হোমস হেসে লেস্ট্রেড-এর কাঁধটা চাপড়ে দিল। "দেখ স্যার, দেখবে ধ্বংস হওয়ার বদলে তোমার সুনাম অনেকখানি বেড়ে যাবে। যে প্রতিবেদনটি তুমি লিখেছিলে তাতে কিছু রদবদল করে দাও, তাহলেই তারা বুঝতে পারবে ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড-এর চোখে ধুলো দেওয়া কত শক্ত।"

"আর আপনি কি চান না যে আপনার নামটা উল্লেখ করা হোক?"

"মোটেই না। কাজই কাজের পুরস্কার। দূর ভবিষ্যতে কোনদিন যখন আমার একান্ত আন্তরিক ইতিবৃত্তকারকে আর একবার তার ফুলস্কেপ কাগজখানা মেলে ধরবার অনুমতি দেব তখন হয়তো আমার প্রাপ্য আমি পেয়ে যাব—কি বল হে ওয়াটসন? আচ্ছা, এবার তাহলে দেখা যাক এই ইঁদুরটি কোথায় লুকিয়ে ছিল।"

বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একটা পাঁচিল তোলা হয়েছে পাতলা কাঠ ও লাস্টার দিয়ে আর বেশ কৌশলে তার মধ্যে লুকোনো একটা দরজা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে ছাঁচের নীচে ফাঁক রেখে জায়গাটাকে আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আসবাবপত্র, খাদ্য ও জলও ভিতরে রাখা ছিল। আর ছিল অনেক বই ও খবরের কাগজ।

তার ভিতর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন হোমস বলল, "স্থপতি হবার এই সুবিধা। কোন সহযোগী ছাড়াই নিজের লুকোবার জায়গাটা সে নিজেই বানিয়ে নিয়েছিল—অবশ্য সঙ্গে ছিল তার সেই দামী গৃহ-কর্ত্রীটি। তোমার শিকারের তালিকায় তার নামটি যোগ করতে বেশী সময় লাগবে না লেস্ট্রেড।"

"আপনার পরামর্শ আমার দরকার হবে। কিন্তু এ জায়গাটার কথা আপনি জানলেন কেমন করে মিঃ হোমস?"

"আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে লোকটা এই বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তারপর বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন দেখলাম যে এই বারান্দাটা ঠিক নীচেকার বারান্দা থেকে ছ'ফুট ছোট, তখনই পরিষ্কার বুঝলাম সে কোথায় রয়েছে। তখন ভাবলাম যে, আগুন-আগুন বলে সোরগোল উঠলে সে কখনও চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারবে না। অবশ্য আমরা নিজেরাই সেখানে ঢুকে তাকে ধরতে পারতাম, কিন্তু সে নিজেই এভাবে আত্মপ্রকাশ করলে বেশ একটু মজা হবে বলে মনে হয়েছিল আর কি। তাছাড়া, সকালে

তুমি আমাকে নিয়ে একটু বিদ্রূপ করেছিলে বলে তোমাকে একটু তাক লাগিয়ে দেবারও দরকার ছিল হে লেস্ট্রেড।"

"দেখুন স্যার, এ ব্যাপারে আপনিও আমার সঙ্গে সমান-সমানই রয়ে গেলেন। কিন্তু আর যাই হোক, লোকটা যে এই বাড়িতেই আছে সেটা আপনি জানলেন কেমন করে?"

"ঐ বুড়ো আঙুলের ছাপ লেস্ট্রেড। তুমি বলেছিলে এটাই শেষ কথা, এবং অন্য অর্থে ঠিক তাই বটে। আমি জানতাম, ঐ ছাপটা আগের দিন ওখানে ছিল না। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আমি যথেষ্ট নজর দিয়ে থাকি; হলটা আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং নিশ্চিত জানতাম যে ওটা একেবারে পরিষ্কার ছিল। সুতরাং রাতের বেলায়ই ছাপটা বসানো হয়েছে।"

"কিন্তু কেমন করে?"

"খুব সহজে। ঐ প্যাকেটগুলো যখন সিল করা হয়েছিল তখন জোনাস ওল্ডএকর ম্যাকফার্লেনকে দিয়ে নরম মোমের উপর তার বুড়ো আঙুলের একটা ছাপ তুলে নিয়ে একটা সিল তৈরি করে নেয়। এত তাড়াতাড়ি ও সহজভাবে কাজটা করা হয়েছিল যে যুবকটির সে কথাটা পরে মনে থাকবারও কথা নয়। যতদূর মনে হয় কাজটা ঠিক এইভাবেই করা হয়েছিল; অবশ্য ওটা কি কাজে লাগবে সেবিষয়ে কোন সঠিক ধারণাও তখন ওল্ডএকর-এর মনে ছিল না। ওই গুহার মধ্যে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হয় যে ঐ বুড়ো আঙুলের ছাপটাকেই তার বিরুদ্ধে একটা মোক্ষম প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর সেই সিল থেকে একটা মোমের ছাঁচ তৈরি করা, আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে যতটুকু রক্ত পাওয়া যায় তাইতে সেটাকে ভিজিয়ে নেওয়া, এবং হয় নিজের হাতে নয় তো সেই গৃহ-কর্ত্রীর হাত দিয়ে রাতের বেলা দেয়ালের উপর ছাপটা মেরে দেওয়া—এ সব কিছুই অত্যন্ত সহজ কাজ। লুকিয়ে থাকার জায়গায় যে সব দলিলপত্র সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেগুলি পরীক্ষা করলেই বুড়ো আঙুলের ছাপওয়ালা সিলটা সেখানে অবশ্য পাওয়া যাবে।"

"আশ্চর্য!" লেস্ট্রেড বলে উঠল। "আশ্চর্য! আপনার বিবরণ শুনে মনে হচ্ছে সব একেবারে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কিন্তু মিঃ হোমস, এই গভীর চালাকির উদ্দেশ্যটা কি?"

গোয়েন্দাটির আত্মম্ভরী চালচলন বদলে গিয়ে হঠাৎ কেমন করে ছোট শিশুর মত শিক্ষক মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন করবার অবস্থায় পরিণত হয়েছে সেটা দেখে আমার ভারী মজা লাগছিল।

"আরে, সেটা বুঝতে পারা তো খুব শক্ত বলে মনে হয় না। যে

ভদ্রলোকটি এখন নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সে অত্যন্ত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তুমি কি জান যে একসময়ে সে ম্যাকফার্লেন-এর মায়ের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ? জান না ! আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার আগে যাওয়া উচিত ব্ল্যাকহিথ-এ, তারপর নরউড-এ। সেই আঘাতটা অনেক দিন থেকেই তার দুষ্ট মতলববাজ মাথায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল ; সারা জীবনই সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে, কিন্তু সুযোগ পায় নি। গত দু'এক বছর ধরেই তার কপাল মন্দ যাচ্ছিল—মনে হয় কোন গোপন ফাটকাবাজির ব্যাপার—আর তাই তার দিনকালও বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। সে স্থির করে যে পাওনাদারদের ফাঁকি দেবে, আর সেইজন্যই জনৈক মিঃ কর্ণেলিয়াস-এর নামে মোটা অংকের চেক কাটতে থাকে ; আমার ধারণা সে নিজেই অন্য নামে মিঃ কর্ণেলিয়াস সেজেছিল। সে চেকগুলোর সন্ধান আমি এখনও করি নি ; কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এমন কোন মফস্বল শহরে ঐ নামের চেকগুলো সে ভাঙ্গিয়েছে যেখানে ওল্ডএকর একই সঙ্গে দুটো নামের আড়ালে বাস করে থাকে। তার হয় তো ইচ্ছা ছিল, নামটাকে একদম পাল্টে দিয়ে টাকাটা তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে এবং অন্য কোথাও নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করবে।"

"হ্যাঁ, সেটা খুবই সম্ভব।"

"তার হয় তো মনে হয়েছিল যে এইভাবে উধাও হয়ে যেতে পারলে কেউ আর তার খোঁজ-খবর করবে না, আর সেই সঙ্গে সে যদি এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে তার প্রাক্তন-প্রেমিকার একমাত্র সন্তানের হাতেই সে খুন হয়েছে তাহলে সেই মহিলার উপরেও চরম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হবে। শয়তানীর কী উৎকৃষ্ট নিদর্শন, আর কী কৃতিত্বের সঙ্গেই না সেটাকে সে কার্যে পরিণত করেছিল। উইলের পরিকল্পনা যার মধ্যে অপরাধ ঘটাবার একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে, বাবা-মার অজ্ঞাতসারে গোপনে সেখানে যাওয়া, লাঠিটা রেখে দেওয়া, রক্ত, কোন জন্তুর দগ্ধাবশেষ এবং কাঠের গাদায় বোতাম খুঁজে পাওয়া—সব কিছুই আশ্চর্যভাবে পরিকল্পিত। এমনভাবে জাল বিছানো হয়েছিল যে কয়েক ঘণ্টা আগেও আমার মনে হয়েছিল যে তার ভিতর থেকে পালাবার কোন পথ ছিল না। কিন্তু একজন শিল্পীর যেটা শ্রেষ্ঠ গুণ সেটাই তার ছিল না—সে জানত না কোথায় থামতে হবে। যে পরিকল্পনাটা পূর্ণই ছিল তাকে সে পূর্ণতর করতে চেয়েছিল—তার ভাগ্যহীন শিকারের গলায় ফাঁসির দড়িটাকে আরও শক্ত করে এঁটে দিতে চেয়েছিল—আর তাতেই সব নষ্ট হয়ে গেল। এবার নীচে নামা যাক লেস্ট্রেড। তাকে আরও দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

দুই দিকে দুই পুলিশকে নিয়ে হীন চরিত্র জীবটি তার নিজের বৈঠকখানায়ই বসে ছিল।

সে অনবরত বলতে লাগল,"সবই একটা ঠাট্টার ব্যাপার স্যার, একটা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি নিশ্চিত করেই বলছি স্যার, আমার নিরুদ্দেশের ফলাফল কি দাঁড়ায় সেটা দেখবার জন্যই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। বেচারি যুবক মিঃ ম্যাকফার্লেন-এর কোনরকম ক্ষতি করতে চাইব, এটা যে আপনি ভাবতেও পারেন না সেটা আমি ভালভাবেই জানি।"

লেস্ট্রেড বলল, "সেটা জুরিরাই স্থির করবেন। তবে খুনের চেষ্টার জন্য না হলেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে অবশ্যই আনা হবে।"

হোমস বলল, "আপনি হয়তো আরও দেখতে পাবেন যে আপনার পাওনাদাররা মিঃ কর্ণেলিয়াস-এর ব্যাংকের টাকা-পয়সা সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে।"

ছোটখাট লোকটি চমকে উঠে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার বন্ধুর দিকে তাকাল। বলল, "অনেক কিছুর জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হয়তো একদিন সব ঋণই শেষ করতে পারব।"

হোমসের মুখে ক্ষমার হাসি।

বলল, "মনে হচ্ছে আগামী বেশ কয়েকটি বছর আপনার হাতে অনেক কাজ থাকবে। ভাল কথা, আপনার পুরনো ট্রাউজারটা ছাড়া কাঠের গাদার মধ্যে আর কি রেখে দিয়েছিলেন? একটা মরা কুকুর, না খরগোস, না আর কিছু? সে কথা বলবেন না? হায়, আপনি কি নিষ্ঠুর! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তো ভাল করেই জানি যে অতটা রক্ত ও পোড়া ছাইয়ের জন্য একজোড়া খরগোসই যথেষ্ট। ওয়াটসন, এ বিবরণটি যদি কখনও লেখ, তাহলে খরগোস দিয়েই কাজ চালিয়ে দিও।"



নিঃসঙ্গ সাইকেল-আরোহী

The Solitary Cyclist

১৮৯৪ থেকে ১৯০১ সাল—এই সময়টা মিঃ শার্লক হোমস খুবই কর্মব্যস্ত ছিল। বেশ নিরাপদেই বলা যায় যে এই আট বছরের মধ্যে এমন কোন শক্ত মামলা দেখা দেয় নি যে ব্যাপারে তার পরামর্শ চাওয়া হয় নি; এবং শত শত ব্যক্তিগত কেস-এ—তার মধ্যে অনেকগুলি আবার খুবই জটিল ও অসাধারণ—তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দীর্ঘকাল ধরে অবিরাম যে সব কাজ সে করেছে তার মধ্যে একদিকে যেমন আছে বিস্ময়কর সাফল্য, অন্য দিকে তেমনই আছে কয়েকটি অনিবার্য পরাজয়। যেহেতু সেই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমি লিখে রেখেছি এবং তার অনেকগুলির সঙ্গে নিজেও ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলাম, তাই তার ভিতর থেকে কোন্‌টাকে বেছে নিয়ে সাধারণের সামনে পেশ করব সেটা স্থির করা যে খুব সহজ কাজ নয় তা

অনায়াসেই কল্পনা করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি পূর্বে যে নীতি অনুসরণ করেছি এখানেও তাই করেছি—অপরাধের পাশবিকতার চাইতে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও নাটকীয়তা যেখানে বেশী প্রকাশ পেয়েছে সেই ঘটনাকেই আমি বেছে নিয়েছি। সেই কারণে এবার পাঠকদের সামনে পেশ করব চার্লিংটন-এর নিঃসঙ্গ সাইকেল-আরোহিনী মিস ভায়োলেট স্মিথ-এর ঘটনাবলী এবং আমাদের তদন্তের বিস্ময়কর পরিণতি হিসাবে যে অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল তার কাহিনী। এ কথা ঠিক, যে সব ক্ষমতার জন্য আমার বন্ধুর এত খ্যাতি তার কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই কেসটির সঙ্গে এমন কয়েকটি বিষয় জড়িত ছিল যার জন্য আমার দীর্ঘ অপরাধ-বিবরণীর ভিতর থেকে এই ছোট্ট কাহিনীটির মাল-মশলা আমি বেছে নিয়েছি।

১৮৯৫ সালের নোট-বই দৃষ্টে দেখতে পাচ্ছি, ২৩শে এপ্রিল শনিবারেই আমরা প্রথম মিস ভায়োলেট স্মিথ-এর নাম শুনি। মনে পড়ছে, তার আগমন সেদিন হোমসের কাছে খুবই অবাঞ্ছিত ছিল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী কোটিপতি জন ভিনসেণ্ট হার্ডেন-এর অদ্ভুত নিগ্রহের অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও জটিল সমস্যার মধ্যেই সে ডুবে ছিল। আমার বন্ধুটি সবচাইতে বেশী ভালবাসে চিন্তার সুনির্দিষ্টতা ও মনোযোগ; কাজেই কোন কিছুতে হাতের কাজের প্রতি তার মনোযোগ বিঘ্নিত হলে সে ক্ষেপে যায়। তবু রূঢ় আচরণ তার প্রকৃতি-বিরোধী বলেই মিস ভায়োলেট স্মিথ যখন বেশ একটু রাত করেই বেকার স্ট্রীটে এসে হাজির হল এবং হোমসের সাহায্য ও পরামর্শ ভিক্ষা করল, তখন সেই দীর্ঘাঙ্গী, মনোরমা ও রাণীর মত সুন্দরী তরুণীর কাহিনী শুনতে আপত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার হাতে যে তখন একেবারেই সময় নেই এ কথা বলেও কোন ফল হল না, কারণ তরুণী মহিলাটি তার কাহিনী বলবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েই এসেছিল, আর স্পষ্টই বোঝা গেল যে জোর করে বের করে না দিলে তার কাহিনী শেষ না করে সে ঘর থেকে নড়বে না। কাজেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঈষৎ ক্লান্ত হাসির সঙ্গে হোমস সেই সুন্দরী অনধিকার প্রবেশকারিণীকে বসতে বলল এবং তার অসুবিধার কথা জানাতে বলল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা তার উপর বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, "অন্তত আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু বলতে আসেন নি; এমন উৎসাহী বাইসাইকেল-আরোহিনী নিশ্চয় পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী।"

তরুণীটি অবাক হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। আমি দেখতে পেলাম, পাদানির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে জুতোর তলার একটা দিক কিছুটা ক্ষয় হয়ে গেছে।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, আমি বেশ কিছুটা বাইসাইকেল চালিয়ে থাকি, আর যে জন্য আপনার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছি তার সঙ্গে এর কিছুটা সম্পর্কও আছে।"

বন্ধুটি মহিলাটির দস্তানাবিহীন হাতটা তুলে ধরে নির্বিকার মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল, ঠিক যেভাবে একজন বিজ্ঞানী একটি বস্তুকে পরীক্ষা করে থাকে।

হাতটা রেখে দিয়ে সে বলল, "আমি জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এটাই আমার পেশা। আমি তো প্রায় ভুল করতে যাচ্ছিলাম যে আপনি টাইপরাইটিং-এর কাজ করেন। অবশ্য সুরের সাধনাও নিশ্চয় করেন। আঙুলের ডগা যে চ্যাপ্টা সেটা লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন? এই উভয় পেশাতেই ওটা হয়।" তরুণীর মুখখানিকে শান্তভাবে আলোর দিকে ঘুরিয়ে সে বলল, "অবশ্য এর মুখে যে আধ্যাত্মিকতার আভাষ আছে সেটা টাইপরাইটার থেকে জন্মায় না। এই মহিলাটি নিশ্চয় সঙ্গীতশিল্পী।"

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, আমি গান শেখাই।"

"আপনার গায়ের রং দেখে মনে হচ্ছে সেটা গ্রামাঞ্চলে।"

"হ্যাঁ স্যার; সারে-র সীমান্তবর্তী ফার্ণহাম-এর কাছে।"

"বড় সুন্দর জায়গা। অনেক আকর্ষণীয় স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তোমার মনে আছে ওয়াটসন, ওর নিকটেই আমরা জালিয়াৎ আর্চি স্ট্যাম্‌ফোর্ডকে ধরেছিলাম। এবার বলুন মিস ভায়োলেট, সারের সীমান্তে ফার্ণহাম-এর কাছে আপনার কি হয়েছে?"

তরুণীটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শান্ত চিত্তে নিম্নোক্ত আশ্চর্য বিবরণটি পেশ করল:

"মিঃ হোমস, আমার বাবা মারা গেছেন। তার নাম জেমস স্মিথ, পুরনো ইম্পিরিয়াল থিয়েটার-এ অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন। একমাত্র কাকা রাল্‌ফ্‌ স্মিথ ছাড়া পৃথিবীতে আমার মায়ের ও আমার কোন আত্মীয় ছিল না। কাকাও পঁচিশ বছর আগে আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন। সেই থেকে তার কোন সংবাদই আমরা পাই নি। বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমরা খুবই গরিব। কিন্তু একদিন আমরা জানতে পারলাম যে "দি টাইম্‌স্‌" পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে আমাদের খোঁজ করা হচ্ছে। আমরা যে কতখানি চঞ্চল হয়ে উঠলাম তা তো বুঝতেই পারছেন, কারণ আমরা ভাবলাম যে কেউ হয় তো আমাদের জন্য অনেক টাকা-পয়সা রেখে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে উল্লেখিত উকিলের কাছে চলে গেলাম। সেখানে মিঃ কারুথার্স ও মিঃ উড্‌লি নামক দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তারা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছেন বেড়াতে। তারা বললেন যে তারা আমার কাকার বন্ধু, কয়েক মাস আগে দরিদ্র অবস্থায় জোহানেসবার্গে তার মৃত্যু হয়েছে, আর শেষ

নিঃশ্বাস ফেলবার আগে তিনি তার বন্ধুদের অনুরোধ করে গেছেন তারা যেন তার আত্মীয়দের খুঁজে বের করে তাদের যাতে কোন অভাব না থাকে তার ব্যবস্থা করেন। কাকা রাল্ফ্ বেঁচে থাকতে কখনও আমাদের খোঁজ নেন নি, অথচ মরবার পরে আমাদের জন্য তার এই দরদ আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হল। কিন্তু মিঃ কারুথার্স তার কারণ হিসাবে জানালেন যে আমার কাকা খুব সম্প্রতি তার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েই আমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।"

"মাফ করবেন," হোমস বলল, "এই সাক্ষাৎটা কবে ঘটেছিল?"

"গত ডিসেম্বর-এ—চার মাস আগে।"

"বলে যান।"

"মিঃ উড্লিকে আমার অত্যন্ত ঘৃণ্য লোক বলে মনে হয়েছিল। লোকটি সারাক্ষণ আমাকে চোখ মারছিল—লোকটি কাঠখোট্টা, মুখফোলা, লাল গোঁফওয়ালা, বয়স অল্প, আর কপালের দুদিকেই চুল পাতা করে নামানো। আমার মনে হল লোকটা আগাগোড়া ঘৃণ্য—আর আমি নিশ্চিত জানতাম যে এরকম একটা লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকুক সেটা সিরিল চাইবে না।"

"ওহো, তার নামটি তাহলে সিরিল!" হোমস হাসতে হাসতে বলল।

তরুণীটি মুখ লাল করে হাসল।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস; সিরিল মর্টন, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার; আশা করছি গ্রীষ্মের শেষেই আমাদের বিয়ে হবে। দেখুন দেখি, ওর সম্পর্কেই বকতে শুরু করে দিয়েছি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে মিঃ উড্লি খুব ঘৃণ্য লোক, আর তার চাইতে বয়সে অনেক বড় মিঃ কারুথার্স অনেক ভাল; ময়লা রং, হল্দেটে, পরিষ্কার কামানো, চুপচাপ প্রকৃতি; কিন্তু আচরণে ভদ্র, আর হাসিটি মিষ্টি। তিনি আমাদের অবস্থার কথা জানতে চাইলেন এবং যখন শুনলেন যে আমরা খুবই গরিব তখন নিজে থেকেই প্রস্তাব করলেন যে আমি যেন তার সঙ্গে গিয়ে তার দশ বছর বয়সের একমাত্র মেয়েকে গান শেখাই। আমি বললাম যে মাকে ছেড়ে যেতে আমি চাই না। তখন তিনি বললেন, প্রতি সপ্তাহের শেষে আমি বাড়িতে মায়ের কাছে যেতে পারব, আর তিনি আমাকে বছরে এক শ' দিতে চাইলেন। সেটা তো খুবই ভাল মাইনে। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমি প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম এবং ফার্ণহাম থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে চিল্টার্ন গ্রাঞ্জ-এ চলে গেলাম। মিঃ কারুথার্স বিপত্নীক মানুষ; একজন গৃহ-কর্ত্রী রেখেছেন; খুবই শ্রদ্ধেয় বয়স্ক স্ত্রীলোক; নাম মিসেস ডিক্সন; সেই গৃহস্থালী দেখাশুনা করে। মেয়েটিও খুব ভাল। কাজেই দেখেশুনে বেশ ভাল লাগল। মিঃ কারুথার্স খুব সদয় ও সঙ্গীতরসিক; সকলে মিলে সন্ধ্যাগুলো বেশ ভালই কাটাতাম। প্রতি সপ্তাহান্তে মার কাছে শহরে যেতাম।

"আমার সুখে প্রথম ফাটল ধরল লাল-গুঁফো মিঃ উড্‌লির আসার পরে। সে এল এক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে, কিন্তু আমার কাছে মনে হল যেন তিন মাস! ভয়ংকর লোক, সকলেই তাকে ভয় করে চলে, কিন্তু তার জন্য আমার ভয়ের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। সে ঘৃণ্যভাবে আমাকে প্রেম নিবেদন করল, তার ঐশ্বর্যের কথা শোনাল, বলল যে আমি তাকে বিয়ে করলে লণ্ডনের সব সেরা হীরকগুলি পাব; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আমি কিছুতেই রাজী হলাম না তখন একদিন নৈশ ভোজনের পরে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল—লোকটার গায়ে অসুরের মত শক্তি—আর দিব্যি গেলে বলল যে আমি তাকে চুমো না খাওয়া পর্যন্ত সে আমাকে ছাড়বে না। মিঃ কারুথার্স এসে তার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিলেন। তখন সে গৃহকর্তার উপরেই চড়াও হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার মুখটা কেটে দু' ফাঁক করে দিল। বুঝতেই পারছেন, সেখানেই তার সে বাড়িতে থাকার ইতি হল। মিঃ কারুথার্স পরদিন আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন যে এ ধরনের অপমান আর কখনও আমাকে সহ্য করতে হবে না। সেই থেকে মিঃ উড্‌লিকে আর দেখি নি।

"মিঃ হোমস, এবার সেই বিশেষ ঘটনাটায় আসছি যার জন্য আজ আমাকে আপনার পরামর্শ চাইতে হচ্ছে। আপনার জানা দরকার যে প্রত্যেক শনিবার বিকেলে শহরে যাবার ১২২২-এর ট্রেনটা ধরবার জন্য আমার বাইসাইকেলে চেপে আমি ফার্ণহাম স্টেশনে যাই। চিল্টার্ন গ্রাঞ্জ থেকে রাস্তাটা নির্জন, বিশেষ করে একটা জায়গা তো খুবই নির্জন। এক মাইলের বেশী জায়গা জুড়ে একদিকে চার্লিংটন প্রান্তর আর অন্য দিকে চার্লিংটন হলকে ঘিরে জঙ্গলের পর জঙ্গল। আর কোথাও এমন নির্জন একটা রাস্তা আপনি পাবেন না। ক্রুক্‌সবেরি পাহাড়ের কাছে বড় রাস্তায় পড়বার আগে একটা গরুর গাড়ি, কি একজন চাষীর দেখা পাওয়াও ভার। দু' সপ্তাহ আগে সেই জায়গাটা পার হবার সময় হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় দু'শ গজ পিছনে আরও একটি লোক বাইসাইকেল্ চালিয়ে আসছে। লোকটিকে দেখে মনে হল মাঝ-বয়সী, মুখে ছোট কালো দাড়ি। ফার্ণহাম-এ পৌছবার আগে আবার পিছনে তাকালাম। লোকটা চলে গেছে। কাজেই তা নিয়ে আর ভাবনা-চিন্তা করলাম না। কিন্তু মিঃ হোমস, সোমবার বাড়ি থেকে ফিরবার পথে সেই একই লোককে সেই একই জায়গায় যখন দেখতে পেলাম তখন আমি যে কতখানি অবাক হয়েছিলাম সেটা আপনি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেন। পরবর্তী শনিবারে ও রবিবারেও যখন সেই একইভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল তখন আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। সে সব সময়ই কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখত, কোনভাবেই আমার প্রতি কোন অসদাচরণ করত না, কিন্তু তবু তো ব্যাপারটা ভারী বিশ্রী। মিঃ কারুথার্সকে কথাটা বললাম। তিনি মন দিয়ে সব শুনে বললেন যে তিনি একটা ঘোড়া ও গাড়ির

ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, কাজেই ভবিষ্যতে ঐ নির্জন রাস্তায় আমি যেন কোন সঙ্গী ছাড়া না যাই।

"এই সপ্তাহেই ঘোড়া ও গাড়িটা আসার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণে এসে পৌছয় নি; কাজেই আবার আমাকে বাইসাইকেল-এ চেপেই স্টেশনে যেতে হয়েছিল। আজ সকালেরই কথা। বুঝতেই পারছেন, চার্লিংটন প্রান্তরে পৌছেই আমি বাইরে তাকালাম। ঠিক দু সপ্তাহ আগেকার মতই লোকটি সেখানে হাজির। সে আমার কাছ থেকে এতটা দূরে থাকত যে তার মুখটা কখনও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতাম না; তবে সে যে আমার অপরিচিত কোন লোক সেটা ঠিক। তার পরনে গাঢ় রঙের স্যুট, মাথায় সুতীর টুপি। একমাত্র তার মুখের কালো দাড়িটাই আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতাম। আজ আর ভয় পেলাম না, বরং কৌতূহল হল, স্থির করলাম যে, লোকটি কে এবং কি চায় সেটা জানতে হবে। আমি গতি কমিয়ে দিলাম, সেও তার সাইকেলের গতি কমিয়ে দিল। তখন আমি একেবারেই থেমে গেলাম; সেও থামল। তখন তার জন্য একটা ফাঁদ পাতলাম। রাস্তায় একটা খাড়া বাঁক আছে। খুব দ্রুত প্যাডেল করে সেটা পেরিয়ে থেমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আশা করেছিলাম যে থামবার আগেই তীরবেগে সে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তার আর দেখাই পেলাম না। তখন ফিরে গিয়ে মোড়টা ঘুরে তাকালাম। রাস্তাটার মাইলখানেক জায়গা চোখে পড়ে; সে কোথাও নেই। ব্যাপারটা আরও অসাধারণ এই কারণে যে সেখানটায় এমন কোন রাস্তা দু'পাশে বেরিয়ে যায় নি যে পথে সে চলে যেতে পারে।"

হোমস মুচকি হেসে দুই হাত ঘষতে লাগল।

বলল, "ঘটনাটার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে। আপনি মোড়টা ঘুরলেন আর দেখতে পেলেন যে রাস্তাটা ফাঁকা—এর মধ্যে কতটা সময় পার হয়েছিল?"

"দুই বা তিন মিনিট।"

"তাহলে সে রাস্তা ধরে পিছিয়ে যায় নি, আর আপনি বলছেন যে পাশ দিয়েও কোন রাস্তা বেরিয়ে যায় নি?"

"কোন রাস্তা নেই।"

"তাহলে সে নিশ্চয় যেকোন দিকের একটা পায়ে চলার পথ ধরেছিল।"

"সেটা প্রান্তরের দিকে হতেই পারে না, কারণ তাহলে আমি তাকে দেখতে পেতাম।"

"সুতরাং বাতিলকরণ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছি যে সে লোকটি চার্লিংটন হল-এর দিকেই পা চালিয়েছিল, কারণ আমি যতদূর জানি ঐ হলটা রাস্তার একধারে তার নিজস্ব জমির উপরেই গড়া। আর কি বলার আছে?"

"কিছুই না মিঃ হোমস; শুধু এইটুকু বলার আছে যে আমার মনে হল আপনাকে না দেখা পর্যন্ত এবং আপনার পরামর্শ না পাওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।"

হোমস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গে যার বিয়ের কথা হয়েছে তিনি কোথায়?"

"সে আছে কোভেন্ট্রির মিডল্যাণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানীতে।"

"তিনি কি বেমক্কা আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?"

"আঃ মিঃ হোমস! সে হলে আমি চিনতে পারতাম না!"

"আপনার আর কোন স্তাবক ছিল না?"

"বেশ কয়েকজন ছিল, তবে সিরিল-এর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে!"

"আর তার পরে?"

"তারপরেই এই ভয়ংকর লোকটি যার নাম উড্‌লি, অবশ্য তাকে যদি আপনি স্তাবক বলেন।"

"আর কেউ নেই?"

আমাদের সুন্দরী মক্কেলটিকে কিছুটা বিচলিত মনে হল।

হোমস জিজ্ঞাসা করল, "কে সে?"

"দেখুন, এটা আমার নিছক কল্পনাও হতে পারে; কিন্তু কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে আমার নিয়োগকর্তা মিঃ কারুথার্স আমার দিকে খুব নজর দিয়ে থাকেন। আমাদের যেন একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গেই আমি কাটাই। তিনি কখনও কিছু বলেন নি। তিনি একজন পুরোদস্তুর ভদ্রলোক। কিন্তু মেয়েরা সব বুঝতে পারে।"

"আচ্ছা!" হোমসকে গম্ভীর দেখাল। "তিনি কি করে জীবিকা অর্জন করেন?"

"তিনি ধনী মানুষ।"

"কিন্তু গাড়ি বা ঘোড়া তো নেই?"

"মানে, তিনি মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক। তবে সপ্তাহে দু'তিন দিন তিনি শহরে যান। দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার বাজারের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী।"

"মিস স্মিথ, নতুন কোন ঘটনা ঘটলে আমাকে জানাবেন। বর্তমানে আমি খুবই ব্যস্ত আছি, তবু আপনার এবিষয়ে অনুসন্ধান করার মত সময় আমি করে নেব। ইতিমধ্যে আমাকে না জানিয়ে কোন কিছু করবেন না। বিদায়। আমার বিশ্বাস, আপনার কাছ থেকে ভাল সংবাদ পাব।"

পাইপে টান দিতে দিতে হোমস বলল, "এরকম একটি মেয়ের যে ভক্তবৃন্দ

থাকবে সেটাই তো প্রকৃতির স্থায়ী বিধান। নিঃসন্দেহে কোন গোপন প্রেমিক। কিন্তু ওয়াটসন, এই কেসটাকে ঘিরে কিছু আশ্চর্য ও ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার আছে।"

"ঠিক ঐ জায়গাতেই সে হাজির হয় কেন ?"

"ঠিক তাই। চার্লিংটন হল-এর বাসিন্দা কে কে সেটা জানাই হবে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আবার কারুথার্স ও উড্‌লি যখন এত ভিন্ন চরিত্রের লোক, তখন তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটল কেমন করে ? রালফ স্মিথ-এর আত্মীয়দের দেখাশুনা করার ব্যাপারে তারা উভয়েই এত আগ্রহী কেন ? আরও একটা কথা। যিনি মেয়ের শিক্ষয়িত্রীকে দ্বিগুণ মাইনে দেন অথচ স্টেশন থেকে ছ' মাইল দূরে বাস করা সত্ত্বেও গাড়ি-ঘোড়া রাখেন না তিনিই বা কেমন গৃহ-কর্তা ? অদ্ভুত ওয়াটসন—খুবই অদ্ভুত।"

"তুমি কি সেখানে যাবে ?"

"না ভাই, তুমি যাবে। হয় তো একটা ছোটখাটো গুপ্তপ্রণয়ের ব্যাপার ; তার জন্য আমার অন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের কাজ আমি ফেলে রাখতে পারি না। সোমবার সকালেই তুমি ফার্ণহাম-এ যাবে ; চার্লিংটন প্রান্তরের কাছে কোথাও লুকিয়ে থাকবে ; নিজের চোখে সবকিছু দেখবে এবং নিজের বিবেচনা মত কাজ করবে। তারপর হল-এর বাসিন্দাদের খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এসে আমাকে সব জানাবে। ওয়াটসন, যে শক্ত সিঁড়িতে পা ফেলে আমরা সমাধানে পৌঁছতে পারব তার কয়েকটা ধাপ না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত ঐ বিষয়ে আর একটি কথাও নয়।"

তরুণীর কাছ থেকে আমরা জেনেছিলাম, সোমবার যে ট্রেনে সে গিয়েছিল সেটা ওয়াটার্লু থেকে ছাড়ে ৯'৫০-এ। কাজেই আমি সকালে রওনা হয়ে ৯ ১৩-এর ট্রেন ধরলাম। ফার্ণহাম স্টেশনে নেমে চার্লিংটন প্রান্তরের পথ ধরতে কোন অসুবিধাই হল না। তরুণীটির অভিযানের দৃশ্যটিকে ভুল করা অসম্ভব, কারণ একদিকে খোলা প্রান্তর আর অন্যদিকে বড় বড় বৃক্ষশোভিত একটা পার্ককে ঘিরে পুরনো ঝাউ গাছের সারির ভিতর দিয়েই পথটা চলে গেছে। পাথরের প্রধান ফটকটার গায়ে শেওলা জমেছে ; দুই পাশের স্তম্ভের গায়ে বীরত্বব্যঞ্জক প্রতীক-চিহ্ন খোদাই করা। কিন্তু গাড়ি চলার এই প্রধান ফটক ছাড়াও কয়েকটা জায়গা আমার চোখে পড়ল যেখানে বেড়াটা ভাঙা আর তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে পথ। বাড়িটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না, তবে চারদিকে তাকালেই বিষণ্ণতা ও ধ্বংসের আভাষ চোখে পড়ে।

ফুলন্ত কাঁটাগাছের সোনালী ঝোপে প্রান্তরটা ঢেকে আছে। বসন্তকালের উজ্জ্বল রোদ পড়ে সেগুলি ঝলমল করছে। তারই একটা ঝোপের আড়ালে আসন নিয়ে একই সঙ্গে হল-এর ফটকটার দিকে এবং রাস্তাটার দু'দিকে অনেকদূর পর্যন্ত নজর রাখলাম। রাস্তাটা ছেড়ে আসবার সময় জনহীন ছিল,

কিন্তু এখন দেখলাম আমি যেদিক থেকে এসেছি তার উল্টো দিক থেকে একজন সাইকেল-আরোহী আসছে। তার পরনে গাঢ় স্যুট, মুখে কালো দাড়ি। চার্লিংটন মাঠটা পেরিয়ে সে সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল এবং বেড়ার ফাঁক দিয়ে সেটাকে ঠেলে নিয়ে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

পনেরো মিনিট পরে দেখা দিল দ্বিতীয় সাইকেল-আরোহী। এবার অবশ্য তরুণীটিই আসছে স্টেশন থেকে। আমি দেখলাম, চার্লিংটন বেড়াটার কাছে এসেই সে চারদিকে তাকাতে লাগল। একমুহূর্ত পরেই লোকটি তার লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে বাইসাইকেলে উঠে মেয়েটির পিছু নিল। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে দুটিমাত্র চলমান মূর্তি—মনোরমা মেয়েটি সোজা হয়ে তার যন্ত্রের উপর আসীন, আর তার পিছনের লোকটি হাতলের উপর ঝুঁকে পড়েছে; তার প্রতিটি চাল-চলনে কেমন একটা অদ্ভুত লুকোচুরির আভাষ। মেয়েটি পিছনে তাকিয়ে গতি কমিয়ে দিল। লোকটিও তাই করল। মেয়েটি থামল। সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে দু' শ' গজ ব্যবধান রেখে লোকটিও থামল। মেয়েটির পরবর্তী কাজটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই সাহসিক। হঠাৎ সে গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে লোকটির দিকে সোজা ছুটে গেল। লোকটিও কিন্তু সমান দ্রুততার সঙ্গে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেয়েটি আবার রাস্তায় উঠে এল; মাথাটা উদ্ধতভাবে তুলে চলতে লাগল; তার নীরব অনুসরণকারীকে দেখবার কোন চেষ্টাই আর করল না; লোকটিও ফিরে এল এবং সেই দূরত্ব বজায় রেখেই চলতে চলতে একসময় বাঁকের মুখে পড়ে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

আমি তখনও লুকিয়েই রইলাম। আর সেটা ভালই করেছিলাম, কারণ ততক্ষণ লোকটি ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে আবার ফিরে এল। হল-এর ফটকে এসে সে সাইকেল থেকে নামল। কয়েক মিনিট সময় তাকে গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। হাত দুটো তোলা; মনে হল যেন নেক-টাইটা ঠিক করে নিল। আবার বাইসাইকেলে চেপে সে পথটা ধরে হল-এর দিকে চলে গেল। প্রান্তরের ভিতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। অনেক দূরে টিউডর যুগের চিমনিওয়ালা পুরনো ধূসর বাড়িটার কিছু কিছু অংশ চোখে পড়ল, কিন্তু পথটা ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ায় আর কোন লোককেই দেখতে পেলাম না।

যাই হোক, মনে হল যে সকাল বেলা কাজটা ভালই গুছিয়েছি। খুশি মনে ফার্ণহাম-এ ফিরে গেলাম। স্থানীয় বাড়ি-ভাড়ার এজেন্ট চার্লিংটন হল সম্পর্কে কিছুই বলতে পারল না; পল মল-এর একটা নাম-করা প্রতিষ্ঠানের কথা বলে দিল। বাড়ি ফিরবার পথে সেখানেই থামলাম এবং বেশ খাতিরও পেলাম। কিন্তু না, গ্রীষ্মকালের জন্য চার্লিংটন হলটা পাওয়া যাবে না। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। প্রায় এক মাস আগে বাড়িটা ভাড়া হয়ে

গেছে। ভাড়াটের নাম মিঃ উইলিয়ামসন। লোকটি সম্ভ্রান্ত ও বয়স্ক। ভদ্র এজেন্টটি এর বেশী কিছু বলতে ভয় পেল, কারণ ভাড়াটের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা তার উচিত নয়।

সন্ধ্যায় ফিরে তাকে যে লম্বা প্রতিবেদনটি শোনালাম, মিঃ শার্লক হোমস মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনল; কিন্তু যে উচ্চ প্রশংসার বাণী শুনলে খুশি হতাম সেটা তার মুখ দিয়ে বের হল না। উপরন্তু তার গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল এবং আমি কি করেছি আর কি করি নি তাই নিয়ে মন্তব্য করতে লাগল।

"প্রিয় ওয়াটসন, লুকোবার জায়গাটা তুমি ভাল বেছে নিতে পার নি। তোমার উচিত ছিল বেড়াটার পিছনে থাকা; তাহলেই আলোচ্য লোকটিকে আরও কাছে থেকে দেখতে পেতে। তুমি তো ছিলে প্রায় একশ' গজ দূরে; ফলে মিস স্মিথ যতটা বলতে পেরেছে তুমি তাও পার নি। সে অবশ্য বলেছে যে লোকটিকে চেনে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে চেনে। তা না হলে মেয়েটি যাতে তার মুখটা না দেখতে পায় সেজন্য বেশ কিছুটা দূরে থাকতে সে এতখানি আগ্রহী কেন? তুমিই বললে যে সে গাড়ির হাতলের উপর ঝুঁকে থাকে। বুঝতেই পারছ, এটাও নিজেকে গোপন রাখার ব্যাপার। আসলে তুমি কাজকর্ম বড়ই খারাপ করেছ। সে বাড়িতে ফিরে গেল, আর তার খোঁজ করতে তুমি চলে এলে লণ্ডনের এক বাড়ি-ভাড়ার এজেন্টের কাছে!"

"আমার কি করা উচিত ছিল?". আমি রেগে বললাম।

"নিকটবর্তী পানশালায় যাওয়া উচিত ছিল। পল্লী অঞ্চলের যত গল্প-গুজব সেখানেই হয়ে থাকে। তারাই তোমাকে সকলের নাম বলে দিত—বাড়ির মনিব থেকে বাসন মাজার ঝি পর্যন্ত। উইলিয়ামসন! নামটা শুনে তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সে যদি বয়স্ক লোক হয়ে থাকে তাহলে এই সাইকেল-আরোহী হতে পারে না, কারণ ক্রীড়া-পারদর্শিনী এই তরুণীটির তাড়া খেয়ে সে স্প্রিং-এর মত ছিটকে সরে গিয়েছিল। তোমার অভিযান থেকে আমরা কি পেলাম? শুধু এইটুকু জানলাম যে মেয়েটি যা বলেছে সেটাই ঠিক। এ বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। আরও জানলাম যে সাইকেল-আরোহী ও হল-এর মধ্যে যোগাযোগ আছে। সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আর হল-এর ভাড়াটের নাম উইলিয়ামসন জেনেই বা কার কি লাভ হল? আরে, আরে বাবা, অতটা মুসড়ে পড়ো না। পরের শনিবার পর্যন্ত আমাদের আর বিশেষ কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে আমি নিজেই একটু-আধটু খোঁজ খবর নিতে পারি।"

পরদিন সকালে মিস স্মিথ-এর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম; তাতে আমি যেসব ঘটনা দেখেছিলাম তারই একটি সংক্ষিপ্ত ও সঠিক বিবরণ লেখা।

তবে চিঠির আসল কথাটা ছিল পুনশ্চ অংশে :

"মিঃ হোমস, আমার বিশ্বাসের মর্যাদা আপনি রাখবেন এই বিশ্বাসেই আপনাকে জানাচ্ছি, আমার পক্ষে এখানে থাকা খুব শক্ত হয়ে উঠেছে কারণ আমার নিয়োগকর্তা আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে তার ভালবাসা খুব গভীর ও অত্যন্ত সম্মানজনক। কিন্তু ওদিকে আমিও যে কথা দিয়ে বসে আছি। আমার প্রত্যাখ্যানকে তিনি খুব গম্ভীর অথচ খুবই ভদ্রভাবেই নিয়েছেন। তবু বুঝতেই তো পারছেন, অবস্থাটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে।"

চিঠিটা শেষ করে হোমস চিন্তিতভাবে বলল, "আমাদের তরুণী বন্ধুটি গভীর গাড্ডায় পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। গোড়ায় যেরকমটা ভেবেছিলাম এখন দেখছি ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও ঘোরালো। গ্রামাঞ্চলে একটা দিন শান্তিতে চুপচাপ কাটালে আমার কোন ক্ষতি হবে না; আজ বিকেলেই চলে যাব; যে দু'একটা ধারণা মাথায় এসেছে সেগুলি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

গ্রামাঞ্চলে হোমসের একটা শান্ত দিন কাটানোর পরিণতিটি কিন্তু একটু বিশেষ রকমেরই ঘটল, কারণ বেশ রাত করে সে যখন বেকার স্ট্রীট-এ ফিরে এল তখন তার ঠোঁটে একটা কাটা দাগ আর কপালের উপরটা বিবর্ণ হয়ে ফুলে উঠেছে। তাছাড়াও সাধারণভাবেই তার শরীরের এমন শোচনীয় অবস্থা হয়েছে যে সে নিজেই বুঝি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর তদন্তের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তবু নিজের অভিযানটিই যেন তাকে প্রচুর পরিমাণে সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে; তার বিবরণ শোনাতে শোনাতে সে মনের সুখে হাসতে লাগল।

"ব্যায়াম-ট্যায়াম আজকাল এত কম করি যে এ ধরনের ব্যবস্থা বেশ ভালই লাগে। তুমি তো জান, পুরনো দিনের বৃটিশ খেলা মুষ্টিযুদ্ধটা আমি ভালই জানি। মাঝে মাঝে সেটা বেশ কাজে লাগে। যেমন ধরো আজ, ওটা জানা না থাকলে তো আমার কপালে অনেক দুঃখ ছিল।"

কি হয়েছিল জানতে চাইলাম।

"গ্রামের যে পানশালাটির কথা তোমাকে বলেছিলাম সেটাকে তো পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসাবাদও শুরু করলাম। পানশালায় একজন বাচাল ভূস্বামী আমাকে সব কথা জানিয়ে দিল। উইলিয়ামসন লোকটির সাদা দাড়ি আছে, অল্প কয়েকটি চাকর নিয়ে সে একাই হল-এ থাকে। গুজব শোনা যায় যে সে একজন পাদরি, বা একসময়ে পাদরি ছিল। কিন্তু হল-এ অল্প কিছুদিন বসবাসের মধ্যেই এমন দু' একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা আমার কাছে অপাদরি-জনোচিত বলে মনে হয়েছে। যাজক সম্প্রদায়ের একটি প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই কিছু খোঁজখবর করেছি: তারা জানিয়েছে, ঐ নামের একজন পাদরি একসময়

ছিল, কিন্তু তার জীবনযাত্রা বিশেষভাবে কলংকজনক। ভূস্বামীটি আমাকে আরও জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে প্রায়শই অতিথিরা—বেশ গরম গরম সব লোক স্যার—হল-এ আসে; বিশেষ করে মিঃ উড্‌লি নামক একটি লাল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকল। পাশের ঘরে বসে বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে আমাদের সব কথাই সে শুনেছিল। আমি কে? কি চাই? এ সব প্রশ্ন করার মানে কি? সে বেশ গরগর করে কথা বলতে পারে, আর তার বিশেষণগুলিও বেশ জোরালো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে একটা ঘুষি চালিয়ে সে তার গালাগালির উপর ইতি টানল। ঘুষিটাকে আমি পুরোপুরি এড়াতে পারলাম না। পরবর্তী কয়েকটা মিনিট ভারী মজায় কাটল। একটা শক্ত মুঠোর গুণ্ডার বিরুদ্ধে সরাসরি বাঁ-হাতি লড়াই। তার ফলে আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। মিঃ উড্‌লিকে গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরতে হল। এই-ভাবেই আমার পল্লী-ভ্রমণ শেষ হয়েছে, আর আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ভ্রমণটা যতই উপভোগ্য হোক না কেন সারে-সীমান্তে সারাটা দিন কাটিয়ে তোমার চাইতে বেশী কিছু লাভ করতে পারি নি।”

বৃহস্পতিবারে আমাদের মক্কেলের কাছ থেকে আর একটা চিঠি পেলাম।

“একথা শুনে আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন না মিঃ হোমস (মেয়েটি লিখেছে) যে মিঃ কারুথার্স-এর চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এমন কি মোটা বেতনের জন্যও এ অবস্থার সঙ্গে আমি মানিয়ে নিতে পারলাম না। শনিবার শহরে যাচ্ছি; আর ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই। মিঃ কারুথার্স-এর একটা গাড়ি আছে, কাজেই নির্জন রাস্তায় কোন বিপদ—যদি কোন বিপদ থেকেই থাকে—এখন আর নেই।

আমার চলে যাবার বিশেষ কারণ শুধু মিঃ কারুথার্স-এর সঙ্গে গোলমালই নয়, আসল কারণ সেই ঘৃণ্য লোকটির পুনরাবির্ভাব। মিঃ উড্‌লি আগাগোড়াই ঘৃণ্য, কিন্তু এখন তাকে আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছে, কারণ মনে হচ্ছে তার কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং দৈহিক বিকৃতিও ঘটেছে। জানালা দিয়েই তাকে দেখেছি; তার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে আমি খুশি। মিঃ কারুথার্স-এর সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, আর তারপর থেকে তাকেও বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। উড্‌লি নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও থাকে, কারণ এখানে সে ঘুমোয় না, তবু আজ সকালেই তাকে আমি আবার ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যেতে দেখেছি। তার চাইতে একটা হিংস্র বুনো জন্তুও যদি এখানে ঘুরে বেড়াত সেও তো ছিল ভাল। লোকটাকে যে আমি কতখানি ঘৃণা করি, ভয় করি তা মুখে বলতে পারি না। এরকম একটা জীবকে মিঃ কারুথার্স একমুহূর্তের জন্যও সহ্য করেন কেমন করে? যা হোক, শনিবারেই আমার সব দুঃখের অবসান হবে।”

“আমারও তাই বিশ্বাস ওয়াটসন, আমারও তাই বিশ্বাস,” হোমস গম্ভীর-

ভাবে বলল। "মেয়েটিকে কেন্দ্র করে একটা গভীর চক্রান্ত চলেছে; তার শেষ যাত্রার কালে কেউ তাকে লাঞ্ছিত না করে সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে শনিবার সকালেই সময় করে আমাদের দু'জনকে ছুটতে হবে এবং এই অমীমাংসিত অদ্ভুত তদন্তের যাতে অবাঞ্ছিত পরিণতি না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

স্বীকার করছি যে এখনও পর্যন্ত এই কেসটাকে আমি কোনরকম গুরুত্বই দেই নি; ব্যাপারটা আমার কাছে বিপজ্জনক হবার পরিবর্তে কেমন যেন অদ্ভুত ও কিম্ভুতকিমাকার মনে হয়েছে। কোন লোক একটি সুন্দরী স্ত্রীলোকের জন্য ওৎ পেতে থাকবে বা তার পিছু নেবে এটা কিছু নতুন কথা নয়। তাছাড়া মেয়েটির সঙ্গে যেচে কথা বলার মত ঔদ্ধত্যটুকুও সে যখন দেখায় নি, এমন কি মেয়েটি তেড়ে গেলে পালিয়েই গেছে, তখন বুঝতে হবে সে কোন দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীও নয়। গুণ্ডা উড্‌লি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক, কিন্তু সেও মাত্র একদিন ছাড়া আমাদের মক্কেলকে লাঞ্ছিত করে নি এবং এখন কারুথার্স-এর বাড়িতে এসেও তার সামনে হাজির হয় নি। বাইসাইকেল-আরোহী লোকটি নিশ্চয় হল-এর সেই সপ্তাহান্তিক অতিথিদের অন্যতম যাদের কথা ভূস্বামীটি আগেই বলেছে। কিন্তু সে লোকটা যে কে আর সে চায়ই বা কি তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হোমসের চালচলনের কঠোরতা এবং ঘর থেকে বেরুবার আগে পকেটে রিভলবারটা পুরতে দেখে আমার মনে হল, এই বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের অন্তরালে কোন বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে।

পরিষ্কার দিনের শেষে দেখা দিল বৃষ্টি-ঝরা রাত। লণ্ডনের হৈ-হট্টগোল আর একঘেয়ে স্লেট-ধূসর চেহারা দেখে দেখে ক্লান্ত চোখে ফুলন্ত কাঁটা-ঝোপের ঝলমলে রূপ ও প্রান্তর-ঘেরা পল্লী অঞ্চল যেন আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিল। সকালবেলাকার তাজা বাতাসে শ্বাস টানতে টানতে এবং পাখির গান ও বসন্তের আভাষকে উপভোগ করতে করতে হোমস ও আমি চওড়া মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। ক্রুক্‌সবেরি পাহাড়ের মাথায় রাস্তাটা কিছুটা উঁচু হওয়ায় প্রাচীন ওক গাছগুলো ভিতর থেকে মাথা-জাগানো গম্ভীর হলটা আমাদের চোখে পড়ল। ওক গাছগুলো প্রাচীন হলেও যে বাড়িটাকে তারা ঘিরে আছে তার চাইতে তারা তরুণ। বাদামী প্রান্তর ও নতুন পাতায় ঢাকা সবুজ গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে একটা লালচে হলুদ ফিতের মত যে লম্বা পথটা চলে গেছে হোমস সেইদিকে আঙুলটা বাড়াল। অনেক দূরে একটা কালো বিন্দুর মত একখানা গাড়িকে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। হোমস ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বলল, "আমি তো আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম। ওটা যদি মেয়েটির গাড়ি হয় তাহলে সে নিশ্চয় আগেকার ট্রেনটা ধরতে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে

ওয়াটসন যে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হবার আগেই সে হয় তো চার্লিংটন পেরিয়ে আসবে।"

চড়াইটা পার হতেই আর আমরা গাড়িটাকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু আমরা এত দ্রুতগতিতে এগোতে লাগলাম যে চুপচাপ বসে থাকা জীবনে অভ্যস্ত হবার জন্য আমার বেশ কষ্ট হতে লাগল এবং আমি পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। হোমসের অবশ্য এমন অভ্যাস আছে; তাছাড়া তার স্নায়ুর শক্তির ভাণ্ডারও অফুরন্ত। তার স্প্রিংয়ের মত পদক্ষেপ একটুও ধীরগতি হল না কিন্তু আমার চাইতে একশ' গজ এগিয়ে যাবার পরে হঠাৎ সে থেমে গেল। দেখলাম, দুঃখে ও হতাশায় সে হাতটা শুন্যে ছুঁড়ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা খালি এক্কা গাড়ি রাস্তার মোড় ঘুরে সশব্দে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। ঘোড়াটা কদমে ছুটছে, আর লাগামটা পিছনে ঝুলছে।

দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে পৌছতেই হোমস চেঁচিয়ে বলল, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে ওয়াটসন, বড্ড দেরী হয়ে গেছে! আমি কী বোকা যে আগেকার ট্রেনটার কথা একবারও ভাবি নি! অপহরণ ওয়াটসন অপহরণ! খুন! ঈশ্বর জানেন কি! রাস্তাটা বন্ধ কর! ঘোড়াটাকে থামাও! ঠিক আছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়। দেখা যাক, আমার নিজের ভুলের সংশোধন করতে পারি কি না।"

লাফ দিয়ে এক্কায় চড়ে বসলাম। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে হোমস ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক চালাল, আর আমরা যেন রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে চললাম। বাঁকটা ঘুরতেই হল থেকে প্রান্তর পর্যন্ত সমস্ত পথটাই আমাদের সামনে খোলা। হোমসের বাহুটা জড়িয়ে ধরলাম।

ঢোক গিলে বললাম, "ঐ সেই লোকটা।"

একজন নিঃসঙ্গ সাইকেল-আরোহী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাথাটা নীচু ও ঘাড়টা কুঁজো হয়ে পড়েছে, কারণ প্রাণপণ শক্তিতে সে প্যাডেল করছে। দৌড়ের ঘোড়ার মত উড়ে চলেছে লোকটি। হঠাৎ দাড়িওয়ালা মুখটা তুলতেই সে আমাদের খুব কাছাকাছি দেখতে পেল; যন্ত্রটা থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল।

কয়লা-কালো দাড়ি তার বিবর্ণ মুখের সম্পূর্ণ বিপরীত; চোখ দুটো এত উজ্জ্বল যেন জ্বর হয়েছে। আমাদের দিকে ও এক্কা গাড়িটার দিকে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপরই একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার মুখে।

আমাদের রাস্তাটা আটকে দেবার জন্য বাইসাইকেলটাকে আড়াআড়ি রেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হেলোয়া! থেমে যান! এই এক্কা গাড়ি আপনারা কোথায় পেলেন? থামুন বলছি!" পাশের পকেট থেকে পিস্তল বের করে সে আর্তনাদ করে উঠল। "আমি বলছি থামুন, নইলে জর্জের দিব্যি,

আপনাদের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ব!"

লাগামটাকে আমার কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে হোমস লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

"আমরাও আপনাকে চাইছি। মিস ভায়োলেট স্মিথ কোথায়?" দ্রুত অথচ স্পষ্ট গলায় হোমস বলল।

"সে প্রশ্ন তো আমিও আপনাদের করছি। তার গাড়িতে রয়েছেন আপনারা। সে কোথায় আছে আপনাদেরই জানবার কথা।"

"রাস্তায় আমরা একা গাড়িটা দেখতে পাই। গাড়িতে কেউ ছিল না। মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্যই আমরা গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছি।"

"হা ভগবান! হা ভগবান! এখন আমি কি করব?" অপরিচিত লোকটি নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে কথাগুলি বলল। "ওরা তাকে কব্জা করেছে—নরকের কুত্তা উড্‌লি আর সেই বদমাশ পাদরি। আসুন আপনারা, যদি সত্যি তার বন্ধু হন তাহলে চলে আসুন। আমার পাশে দাঁড়ান; আমরা তাকে বাঁচাবই, চার্লিংটন-এর জঙ্গলে যদি আমার হাড়-গোড় ফেলে যেতে হয় তবু।"

পিস্তলটা হাতে নিয়ে পাগলের মত সে বেড়ার একটা ফাঁকের দিকে ছুটে গেল। হোমস তার পিছু নিল। ঘোড়াটাকে রাস্তার পাশে ঘাস খেতে রেখে আমিও হোমসকে অনুসরণ করলাম।

কর্দমাক্ত পথের উপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখিয়ে সে বলল, "এখান দিয়েই তারা এসেছিল। হেলোয়া! এক মিনিট থামুন! এই ঝোপের মধ্যে কে?"

বছর সতেরোর একটি যুবক। সহিসের মত পোশাক, চামড়ার দড়ি ও পট্টি জড়ানো। চিৎ হয়ে পড়ে আছে; হাঁটু দুটো ভাঁজ করা; মাথায় ভয়ংকর একটা ক্ষত। ছেলেটি অচৈতন্য, কিন্তু জীবিত। ক্ষতের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আঘাত হাড় পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

অপরিচিত লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "ঐ তো সহিস পিটার। ঐ তো গাড়ি চালিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। পশুগুলো ওকে টেনে নামিয়ে মাথায় মেরেছে। ওখানেই ও পড়ে থাকুক; ওর কিছু করতে আমরা পারব না, কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে একজন নারীর চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তাকে হয়তো বাঁচাতে পারব।"

গাছগাছালির ভিতর দিয়ে আমরা পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। বাড়ি-টার চারদিকের ঝোপ জঙ্গলের কাছে পৌঁছে হোমস থেমে পড়ল।

তারা বাড়িতে ঢোকে নি। এই যে বাঁ দিকে তাদের পায়ের দাগ—এখানে জয়পত্র গাছের ঝোপের পাশে! আহা, আমিও তাই বলেছিলাম!"

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটা নারীকণ্ঠের কর্কশ আর্তনাদ আমাদের সামনেকার ঘন সবুজ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সে আর্তনাদে

যেন ভয়ের উন্মত্ততা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। হঠাৎ আটকে গিয়ে গর্-গর্ শব্দ করেই সে আর্তনাদ চরমে উঠেই থেমে গেল।

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে অপরিচিত লোকটি বলল, "এই পথে! এই পথে! তারা এই গলিতেই আছে। আঃ! কাপুরুষ কুত্তার দল! আপনারা আমার সঙ্গে আসুন মশাইরা! বড্ড দেরী হয়ে গেছে! জীবন্ত 'জিঙ্গো'র দিব্যি বড্ড দেরী হয়ে গেছে!"

হঠাৎ আমরা পুরনো গাছে ঘেরা একটি সুন্দর কাঁচা ঘাসে ছাওয়া ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেলাম। তার একেবারে শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড ওক গাছটার নীচে তিনটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন আমাদের মক্কেল সেই তরুণী; মূর্চ্ছিত অবস্থায় মাথাটা ঝুলে পড়েছে; একটা রুমাল দিয়ে মুখটা বাঁধা। তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে ভারী মুখ, লাল গোঁফ, জন্তুর মত দেখতে একটি যুবক; পট্টিবাঁধা পা দুটো ফাঁক করা, একটা হাত ভাঁজ করা, অন্য হাতে একটা ঘোড়ার চাবুক, ভাব-ভঙ্গীতে দুঃসাহসিক জয়ের আস্ফালন। দুজনের মাঝখানে একটি বয়স্ক ধূসর দাড়িওয়ালা লোক, হাল্কা টুইডের স্যুটের উপর একটা খাটো জোব্বা পরা; এইমাত্র বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করেছে বলে মনে হল, কারণ আমরা সেখানে হাজির হতেই সে 'প্রার্থনা পুস্তক' খানি পকেটে পুরল, আর সেই নীচাশয় বরকে সানন্দ অভিনন্দন জানাতে তার পিঠটা চাপড়ে দিল।

"তাদের বিয়ে হয়ে গেছে!" আমি ঢোক গিলে বললাম।

আমাদের পথ-প্রদর্শক চেঁচিয়ে বলল, "চলে আসুন! চলে আসুন!" ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে সে ছুটে গেল। তার পিছনে পিছনে হোমস ও আমিও ছুটলাম। কাছে যেতেই মহিলাটি কাঁপতে কাঁপতে আশ্রয়ের জন্য গাছটার গায়ে ঢলে পড়ল। প্রাক্তন পাদরি উইলিয়ামসন নকল ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের অভিবাদন জানাল, আর বদমাস উড্‌লি পশুর মত সোৎসাহে হাসতে হাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

বলল, "তোমার দড়িটা এবার খুলে ফেলতে পার বব, তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি। যাহোক, তুমি আর তোমার স্যাঙাৎরা ঠিক সময়েই এসেছ; এখন তোমাদের সঙ্গে মিসেস উড্‌লির পরিচয় করিয়ে দিতে কোন অসুবিধা নেই।"

আমাদের পথ-প্রদর্শক অদ্ভুতভাবে জবাব দিল। মুখ থেকে কালো দাড়িটা খুলে মাটিতে ফেলে দিল। দেখা দিল পরিষ্কার কামানো একখানি লম্বা বিবর্ণ মুখ। তারপর রিভলবারটা তুলে গুণ্ডা যুবকটার পথ আটকে দাঁড়াল। সে তখন হাতের ভয়ংকর চাবুকটা দোলাতে দোলাতে বব-এর দিকেই এগিয়ে আসছিল।

আমাদের সঙ্গী বলল, "হ্যাঁ, আমিই বব কার্রুথার্স, এই নারীর প্রতি

যে অন্যায় করা হয়েছে ত'র প্রতিকার যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমি করছি। তার জন্য যদি ফাঁসিতে ঝুলতে হয় তাও সই। ওর লাঞ্ছনা যদি ঘটিয়ে থাক, তাহলে যা করব তাই বললাম, আর প্রভুর দিব্যি, আমার কথার খেলাপ হবে না!"

"অনেক দেরী হয়ে গেছে! সে এখন আমার স্ত্রী!"

"না, সে তোমার বিধবা।"

তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। দেখলাম, উড্‌লির ওয়েস্টকোটের ভিতর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। আর্তনাদ করে ঘুরে গিয়ে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, তার জঘন্য লাল মুখটা হঠাৎ ভয়ানকভাবে বিকৃত, বিবর্ণ হয়ে উঠল। জোব্বা পরা বুড়ো লোকটির মুখে এমন কাঁচা খিস্তির খই ফুটতে লাগল যেমনটি আমি কখনও শুনি নি। চকিতে সেও তার রিভলবারটা বের করল, কিন্তু সেটাকে তুলে ধরবার আগেই হোমসের অস্ত্রের কুঁদোটা তার চোখের সামনে উদ্যত হল।

বন্ধুটি শান্ত গলায় বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। পিস্তলটা ফেলে দাও ওয়াটসন, ওটা তুলে নাও! ওর মাথাটা লক্ষ্য করে ধর! ধন্যবাদ। আর কারুথার্স, তোমার রিভলবারটাও আমাকে দিয়ে দাও। আর মারামারি নয়। দাও, ওটা আমার হাতে দাও!"

"কিন্তু তুমি লোকটা কে?"

"আমার নাম শার্লক হোমস।"

"হা ভগবান!"

"আমার নামটা তুমি শুনেছ দেখছি। সরকারী পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমিই তাদের প্রতিনিধিত্ব করব। এই, এখানে এস!" ফাঁকা মাঠটার ও পাশে ভীত সহিসটাকে দেখতে পেয়ে সে হাঁক দিল। "এদিকে এস। এই চিঠিটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার ফার্ণহাম-এ চলে যাও।" নোট-বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে কি যেন লিখল। "থানায় গিয়ে এটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেবে। সে এসে না পৌছানো পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই আমার হাজতে আটক থাকতে হবে।"

হোমসের প্রভুত্বময় ব্যক্তিত্ব পুরো দৃশ্যটাকেই তার হাতের মুঠোয় তুলে দিল, সকলেই যেন তার হাতের পুতুল হয়ে পড়ল। উইলিয়ামসন ও কারুথার্স আহত উড্‌লিকে বয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। আমি ভয়বিহ্বলা মেয়েটির হাত ধরলাম। আহত লোকটিকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। হোমসের অনুরোধে আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। তারপর রিপোর্টটা নিয়ে পর্দা-ঝোলানো খাবার ঘরে তার কাছে গেলাম। দুজন বন্দীকে সামনে রেখে হোমস সেখানেই বসে ছিল।

"লোকটা বেঁচে যাবে," আমি বললাম।

"কী!" কারুথার্স চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। "উপরে গিয়ে আগে

তাকে শেষ করব। আপনি কি বলতে চান যে ঐ পরীর মত মেয়েটি সারাটা জীবন উড্‌লির মত একটা হুক্কা-হুয়া শেয়ালের সঙ্গে বাঁধা থাকবে?"

হোমস বলল, "ও নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। দুটো খুবই ন্যায্য কারণেই মেয়েটি কোন অবস্থাতেই তার স্ত্রী হতে পারে না। প্রথমত, একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবার কি অধিকার মিঃ উইলিয়ামসন-এর আছে সে প্রশ্ন আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি।"

"আমি একজন স্বীকৃত যাজক।"

"সে স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে।"

"একদিন যে পাদরি, সে চিরদিনই পাদরি।"

"আমি তা মনে করি না। অনুমতি-পত্রের কি হবে?"

"বিবাহের অনুমতি-পত্র আমরা পেয়েছি। আমার পকেটেই আছে।"

"তাহলে ওটা তোমরা ফাঁকি দিয়ে যোগাড় করেছ। কিন্তু সে যাই হোক, জোর করে বিয়ে কোন বিয়েই নয়, গুরুতর শয়তানি মাত্র। শেষ করবার আগেই তোমরা সেটা টের পাবে। আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে আগামী বছর দশেক ধরে এ কথাটা ভাল করে ভেবে দেখবার সময় তোমরা পাবে। আর কারুথার্স, তুমিও পিস্তলটা পকেটে ভরে রাখলেই ভাল করতে।"

"এখন তো তাই মনে হচ্ছে মিঃ হোমস; কিন্তু কি জানেন মিঃ হোমস, এই মেয়েটিকে আমি ভালবাসি আর ভালবাসা যে কি বস্তু তা আমি এই মুহূর্তেই প্রথম উপলব্ধি করছি; তাই তাকে রক্ষা করবার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করেও যখন দেখলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচাইতে বড় জানোয়ার ও গুণ্ডাটার কবলে সে পড়েছে তখন আমি বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কিম্বার্লি থেকে জোহানেসবার্গ পর্যন্ত সারা অঞ্চল লোকটার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে। আপনি হয় তো বিশ্বাস করবেন না মিঃ হোমস যেদিন থেকে মেয়েটি আমার কাছে কাজ করতে এসেছে তখন থেকেই আমি কখনও তাকে একাকি বাড়ির বাইরে যেতে দেই নি। আমি জানতাম যে এই বদমাসগুলো আশেপাশেই লুকিয়ে থাকে। মেয়েটি বাইরে গেলেই আমি বাইসাইকেল নিয়ে তার অনুসরণ করেছি, যাতে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে নজর রেখেছি। ওর কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখেই আমি চলতাম, আর সে যাতে আমাকে চিনতে না পারে সেজন্য একটা নকল দাড়ি পরে নিতাম, কারণ মেয়েটি যেমন ভাল তেমনই সাহসিকা; গ্রামের পথে আমি তার পিছু নিয়েছি একথা জানতে পারলেই সে আমার এখানকার চাকরি ছেড়ে চলে যেত।"

"তার এই বিপদের কথা মেয়েটিকে বল নি কেন?"

"তার কারণ তাহলে সে আমাকে ছেড়ে চলে যেত, আর সেটা আমি সহ্য করতে পারতাম না। সে যদি আমাকে ভালবাসতে নাও পারে, তবু বাড়িতে

তার সুন্দর চেহারাটা দেখতে পাওয়া, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যে আমার কাছে অনেকখানি।"

আমি বললাম, "মিঃ কারুথার্স, আপনি একে বলছেন ভালবাসা, কিন্তু আমি একে বলতে চাই স্বার্থপরতা।"

"হয় তো ও দুটোই একসঙ্গে চলে। সে যাই হোক, তাকে যেতে দিতে আমি পারি নি। তাছাড়া, চারদিকের এইসব লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার উপর দৃষ্টি রাখবার মত কারও উপস্থিতিও তো প্রয়োজন। তারপরেই যখন তারটা এল তখনই জানলাম যে এবার ওরা কাজে নামবেই।"

"কিসের তার?"

কারুথার্স পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করল।

বলল, "এই তার" তারটা খুবই সংক্ষিপ্ত :

"বৃদ্ধ মারা গেছে।"

হোমস বলল, "হুম! মনে হচ্ছে এবার সবই বুঝতে পারছি। এই তারবার্তা পেয়েই কেন তারা তৎপর হয়ে উঠেছিল তাও বুঝতে পারছি। কিন্তু যতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করছি, ততক্ষণ যতটা পার ব্যাপারটা খুলে বল।"

জোব্বা পরা নীতিভ্রষ্ট বুড়ো পাষণ্ড কাঁচা খিস্তি শুরু করে দিল।

বলল, "ঈশ্বরের দিব্যি বব কারুথার্স, তুমি যদি আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খোল তাহলে জ্যাক উড্‌লিকে তুমি যা করেছ আমিও তোমার সেই হাল করে ছাড়ব। ঐ মেয়েটাকে নিয়ে তুমি মনের সুখে ভেড়ার মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে পার, সেটা তোমার ব্যাপার, কিন্তু এই সাদা পোশাকের টিকটিকিদের কাছে যদি তোমার স্যাঙাতদের কথা ফাঁস করে দাও, তাহলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।"

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে হোমস বলল, "মহাপ্রভুর এতটা উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তোমাদের সব কথাই আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার, শুধু নিজের কিছু কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যই কয়েকটা কথা জানতে চেয়েছিলাম। যাইহোক, আমাকে সব কথা বলতে যদি তোমাদের অসুবিধা থেকে থাকে, তাহলে আমিই সব বলছি; তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের কোন কথাই আর গোপন করে রাখতে পারবে না। প্রথমত, একই উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা তিনজন—তুমি, কারুথার্স আর উড্‌লি—দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এখানে এসেছ।"

বুড়ো বলে উঠল, "এক নম্বর মিথ্যা কথা; দু'মাস আগেও এদের দু'জনের কাউকেই আমি চিনতাম না, আর জীবনে কখনও আমি আফ্রিকাতেই যাই নি। কাজেই অকর্মের গোঁসাই মিঃ হোমস, তোমার কথাকে ওই পাইপে ভরে মনের সুখে টানতে পার।"

"লোকটি যা বলছে তাই সত্যি," কারুথার্স বলল।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে ; তোমরা দু'জনই এসেছ, আর এই মহাপ্রভু এখানকার খাঁটি স্বদেশী মাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় রালফ্ স্মিথকে তোমরা দুজনই চিনতে। আরও বুঝতে পেরেছিলে, লোকটি বেশী দিন বাঁচবে না এবং তার এই ভাই-ঝিটিই তার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। কি রকম বুঝছ—অ্যা ?"

কারুথার্স মাথা নাড়ল, আর উইলিয়ামসন দিব্যি গালল।

"নিঃসন্দেহে মেয়েটি তার জ্ঞাতি, আর তোমরাও জানতে যে বুড়ো কোন উইল করবে না।"

"লিখতে-পড়তেই জানত না," কারুথার্স বলল।

"তাই দু'জন এখানে চলে এলে, আর মেয়েটিকে খুঁজে বের করলে। মতলব ছিল, একজন মেয়েটিকে বিয়ে করবে, আর অপরজন লুটের মালের বখরা মারবে। যে কারণেই হোক, উড্লিকেই স্বামী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কেন বল তো ?"

"আসবার পথেই মেয়েটিকে নিয়ে আমরা তাসের বাজি ধরেছিলাম। তাতে উড্লি জিতেছিল।"

"বটে। তুমি তরুণীটিকে চাকরি দিয়ে নিয়ে এলে, আর উড্লি তার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করল। মেয়েটি ওই মাতাল জানোয়ারটার স্বরূপ বুঝতে পেরে তাকে পাত্তাই দিল না। ইতিমধ্যে তুমি নিজেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে যাওয়ায় তোমাদের সব বন্দোবস্তই বানচাল হয়ে গেল। এই গুণ্ডাটা তাকে পাবে এ আর তোমার বরদাস্ত হল না।"

"না ; জর্জের দিব্যি, আমি তা সইতে পারি নি !"

"তোমাদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল। সে রেগে তোমাকে ছেড়ে চলে গেল এবং তোমাকে ছাড়াই নিজের কাজ গোছাবার চেষ্টা করতে লাগল।"

তিক্ত হাসি হেসে কারুথার্স বলে উঠল, "বুঝতে পারছি উইলিয়ামসন, এ ভদ্রলোককে আমাদের আর নতুন করে কিছু বলবার নেই। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে ঝগড়া হল, আর সে আমাকে কাত করে দিল। অবশ্য সে ব্যাপারে আমিও কম গেলাম না। তারপর থেকে আর তার দেখা নেই। ইতিমধ্যে এই একঘরে পাদরিকে সে খুঁজে বের করল। জানতে পারলাম, আমার বাড়ি থেকে স্টেশনে যাবার পথে এই জায়গাটাতে তারা দু'জনে আড্ডা গেড়েছে। তখন থেকেই আমি মেয়েটির উপর নজর রাখতে শুরু করলাম, কারণ বাতাসে যেন শয়তানী মতলবের গন্ধ নাকে এল। মাঝে মাঝেই তাদের সঙ্গে দেখা করতাম, কারণ তাদের মতলবটা কি সেটা জানা আমার দরকার। দু'দিন আগে এই তারটা নিয়ে উড্লি আমার বাড়িতে আসে। তখনই জানতে পারলাম, রালফ্ স্মিথ মারা গেছে। সে জানতে চাইল, আগের ব্যবস্থা-

মত কাজ করতে আমি রাজী কি না। আমি বললাম, রাজী নই। সে জানতে চাইল, আমি মেয়েটিকে বিয়ে করে তাকে বখরার টাকা দিতে রাজী কি না। আমি বললাম, আমি তো সানন্দেই রাজী, কিন্তু মেয়েটি আমাকেও বিয়ে করতে চাইবে না। সে বলল, 'আরে, আগে বিয়েটা তো হয়ে যাক, দু'এক সপ্তাহ পরেই দেখবে ও মেয়েছেলের মত পাল্টে গেছে।' আমি বললাম, জোর-জবর-দস্তির মধ্যে আমি নেই। তা শুনে ব্যাটা বদমাস খিস্তি করতে করতে চলে গেল; দিব্যি করে বলে গেল, সেই মেয়েটাকে বাগাবে। এই সপ্তাহ-শেষেই মেয়েটির চলে যাবার কথা। তাকে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্য একটা এক্কা গাড়ি ঠিক করে দিলাম। কিন্তু মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল, তাই বাইসাইকেলটা নিয়ে তার পিছু নিলাম। সে আমার বেশ কিছুটা সময় আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল; ফলে তাকে ধরে ফেলবার আগেই ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেল। আপনারা দু'জন যখন তারই এক্কা গাড়িতে চেপে ফিরছিলেন তখনই আমি প্রথম ব্যাপারটা জানলাম।"

হোমস উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের শেষাংশটুকু অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল। বলল, "আমার বুদ্ধিটা বড় বেশী ভোঁতা হয়ে গেছে ওয়াটসন। তোমার প্রতিবেদনে তুমি যখন বলেছিলে যে ঝোপের মধ্যে সাইকেল-আরোহীটিকে তুমি নেক-টাইটা ঠিক করতে দেখেছিলে, তখনই আমার সব ব্যাপারটা বুঝতে পারা উচিত ছিল। যা হোক, একটা আশ্চর্য এবং কোন কোন বিষয়ে অসাধারণ কেস হাতে পেয়েছি বলে আমাদের উচিত নিজেদের অভিনন্দিত করা। পথের উপর দেখতে পাচ্ছি তিনটি স্থানীয় কন্স্টেবল আসছে, আর ছোট্ট সহিসটিও তাদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে আসছে। কাজেই সকালবেলাকার অভিযানের ফলে তার নিজের বা এখানকার বরটির কোনরকম স্থায়ী ক্ষতি কিছু না হওয়াই সম্ভব। আর ওয়াটসন, ডাক্তার হিসাবে তুমি একবার মিস স্মিথকে ভাল করে দেখে তাকে বল যে যদি যথেষ্ট সুস্থ হয়ে থাকে তাহলে আমরা সানন্দেই তাকে তার মায়ের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারি। যদি সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না থাকে তাহলে মিড্ল্যাণ্ড্স্-এর তরুণ ইলেকট্রিশিয়ানকে আমরা এখনি একটা তার করে দিচ্ছি এ কথাটুকু বললেই দেখবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। আর তুমি মিঃ কারুথার্স, আমার মনে হয় একটা পাপ ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে যে অন্যায় তুমি করেছিলে তার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে যা করা সম্ভব তা তুমি করেছ। আমার এই কার্ডটা রাখ, বিচারের সময় আমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন যদি হয় তাহলে তা অবশ্যই পাবে।"

পাঠকরা হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে অবিশ্রাম কাজকর্মের ঘূর্ণিতে পড়ে অনেক সময়ই আমার কাহিনীর যথাযথ পরিণতির কথা বলা এবং কৌতূহলী পাঠক যেসব চূড়ান্ত বিবরণ জানতে চান তা লেখা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা কেসই পরবর্তী কেস-এর ভূমিকা হয়ে দেখা দেয় এবং চরম সংকট-

কাল পেরিয়ে গেলেই নাটকের কুশীলবরা চিরদিনের মত আমাদের ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে সরে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, এই কেস-এর পাণ্ডুলিপির শেষে আমি মন্তব্য লিখে রেখেছি যে, মিস ভায়োলেট স্মিথ সত্যি সত্যি প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং বর্তমানে সে বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার ইলেকট্রিশিয়ান "মর্টন অ্যাণ্ড কেনেডি"-র বড় অংশীদার সিরিল মর্টন-এর পত্নী। অপহরণ ও আক্রমণের অভিযোগে উইলিয়ামসন ও উড্‌লি দুজনেরই বিচার হয়েছিল এবং প্রথমোক্তের সাত বছর ও অপর জনের দশ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। কারুথার্সের কি হল সে বিষয়ে আমার কাছে কিছু লেখা নেই, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আদালত তার আক্রমণকে খুব বড় করে দেখেন নি, কারণ সাংঘাতিক ধরনের গুণ্ডা বলে উড্‌লির যথেষ্ট নাম ছিল; তাই আমি মনে করি যে, তার কয়েক মাসের সাজাই ন্যায় বিচারের দাবীকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।



মঠ-বিদ্যালয়

The Priory School

আমাদের বেকার স্ট্রীটের ছোট নাটমঞ্চে অনেক নাটকীয় প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটেছে, কিন্তু ডক্টর থর্নিক্রফ্‌ট হাক্সটেবল, এম. এ, পি-এইচ. ডি., ইত্যাদির প্রথম আবির্ভাবের চাইতে আকস্মিক ও চমকপ্রদ কিছু আমি মনে করতে পারছি না। তার শিক্ষাগত গুণাবলীর ভার বহনের পক্ষে তার কার্ডটা ছিল নেহাতই ছোট। তার আসার কয়েক সেকেণ্ড আগেই এল কার্ডটা, তারপরই এল লোকটি স্বয়ং—জাঁকজমকপূর্ণ, সম্ভ্রান্ত, দশাসই চেহারাটা যেন আত্মসংযম ও দার্ঢ্যের প্রতীক। অথচ তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হবার পরে তার প্রথম কাজটিই ছিল কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের উপর এসে পড়া; সেখান থেকে সে গড়িয়ে পড়ল মেঝের উপরে, তার মহিমান্বিত দেহটা আমাদের ভালুকের চামড়ার অগ্নিকুণ্ড-আচ্ছাদনীর উপর মূর্চ্ছিত হয়ে সটান পড়ে রইল।

আমরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অবাক বিস্ময়ে এই ভারী ধ্বংস-স্তূপটার দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলাম। মনে হল, লোকটির দূর অতীত জীবন-সমুদ্রের উপর দিয়ে একটা আকস্মিক মারাত্মক ঝড় বয়ে গেছে। তারপর হোমস তাড়াতাড়ি তার মাথার নীচে একটা কুশন এনে দিল; আমি তার ঠোঁটে দিলাম ব্র্যাণ্ডি। ভারী মুখটায় অনেক বিপদের রেখা, মুদ্রিত চোখের ঝুলন্ত পাতায় সীসার রং, খোলা মুখের কোণ দুটি শোচনীয়ভাবে ঝুলে পড়েছে, ভাঁজ-পড়া থুত্‌নিতে দাড়ি গজিয়েছে। কলার ও শার্টে দীর্ঘ পথ-যাত্রার ময়লা পড়েছে, সুডৌল মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ঝুলে আছে।

আমাদের সামনে শায়িত মানুষটি গুরুতর পীড়িত।

"কী হয়েছে ওয়াটসন," হোমস শুধাল।

"পরিপূর্ণ অবসন্নতা—সম্ভবত ক্ষুধা ও ক্লান্তি থেকেই হয়েছে," সুতোর মত নাড়িতে আঙুল রেখে আমি বললাম। জীবনের গতি বড়ই সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ গতিতে বইছে।

লোকটির ঘড়ি-পকেট থেকে একটা টিকিট বের করে হোমস বলল, "উত্তর ইংলণ্ডের ম্যাকল্টন-এর ফিরতি টিকিট। এখনও বারোটা বাজে নি। লোকটি নিশ্চয় খুব সকালে রওনা হয়েছিল।"

লোকটির কুঁচকানো চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। একজোড়া ধূসর চোখের শূন্য দৃষ্টি আমাদের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই লোকটি কোনরকমে উঠে দাঁড়াল; তার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

"আমার এই দুর্বলতাকে মাফ করবেন মিঃ হোমস; একটু বেশী ভেঙে পড়েছিলাম। দয়া করে আমাকে এক গ্লাস দুধ ও একখানা বিস্কুট দিতে পারেন কি! তাহলেই আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠব। আপনাকে যাতে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে পারি সেইজন্যই আমি নিজে এসেছি মিঃ হোমস। আমার ভয় ছিল যে টেলিগ্রাম করলে অবস্থাটা যে কতখানি জরুরী সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন—"

"আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি। ভাবতেই পারছি না যে এতখানি দুর্বল হয়ে পড়লাম কেমন করে। মিঃ হোমস, আমার ইচ্ছা, পরের ট্রেনেই আপনি আমার সঙ্গে ম্যাকল্টন চলুন।"

বন্ধু মাথা নাড়ল।

"আমার সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসন আপনাকে বলতে পারবেন যে বর্তমানে আমরা খুবই ব্যস্ত। 'ফেরার্স দলিলপত্র'-এর মামলায় আমি আটকে পড়েছি, আর 'এবার-গ্যাভেনি খুন'-এর বিচারও শীঘ্রই আরম্ভ হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা ছাড়া বর্তমানে আমার পক্ষে লণ্ডন ছাড়া সম্ভব নয়।"

"গুরুত্বপূর্ণ!" আমাদের অতিথি দুই হাত তুলে বলল। "হোল্ডারনেস-এর ডিউক-এর একমাত্র পুত্রকে অপহরণের কথা কি আপনি কিছুই শোনেন নি?"

"কী! পরলোকগত ক্যাবিনেট মন্ত্রী?"

"ঠিক তাই। খবরটা যাতে খবরের কাগজে না বেরোয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু গতকাল রাতে 'গ্লোব' পত্রিকায় কিছু গুজব ছড়ানো হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম খবরটা আপনার কানেও পৌঁচেছে।"

লম্বা সরু হাতটা বাড়িয়ে হোমস তার এন্সাইক্লোপিডিয়ার 'H' খণ্ডটা খুঁজে বের করল।

"হোল্ডারনেস, ষষ্ঠ ডিউক, কে. জি. পি. সি"—অর্ধেক বর্ণমালা! "ব্যারণ বেভার্লি, কার্স্টন-এর আর্ল"—বাপের কী তালিকা। "১৯০০ সাল থেকে হ্যালামশায়ার-এর লর্ড লেফ্‌টেন্যান্ট। ১৮৮৮ সালে বিয়ে হয় স্যার চার্লস অ্যাপ্‌লডোর-এর মেয়ের সঙ্গে। উত্তরাধিকারী ও একমাত্র সন্তান লর্ড স্যাল্টায়ার। প্রায় আড়াই শ' হাজার একর-এর মালিক। ল্যাংকাশায়ার ও ওয়েলস-এ খনি আছে। ঠিকানা: কার্লটন হাউস টেরেস, হোল্ডারনেস হল, হ্যালামশায়ার; কার্স্টন ক্যাসেল, বাঙ্গর, ওয়েলস। ১৮৭২ সালে নৌ-বিভাগীয় লর্ড; প্রধান স্বরাষ্ট্র সচিব—" আচ্ছা, আচ্ছা, লোকটি দেখছি মহামান্য রাজার একজন অন্যতম বড় প্রজা।"

"সবচাইতে বড় এবং সম্ভবত সবচাইতে ধনী। মিঃ হোমস, আমি শুনেছি বৃত্তিগত ব্যাপারে আপনি বেশ মহত্ব দেখিয়ে থাকেন এবং দরকার হলে কাজের তাগিদেই কাজ করতেও রাজী হন। এক্ষেত্রে অবশ্য আপনাকে বলতে পারি যে মাননীয় ডিউক জানিয়েছেন, তার ছেলে কোথায় আছে এ কথা যে বলতে পারবেন তাকে তিনি পাঁচ হাজার পাউণ্ডের চেক দেবেন, আর যে লোক বা লোকরা তাকে নিয়ে গেছে তাদের নাম বলতে পারলে দেবেন আরও এক হাজার।"

হোমস বলল, "প্রস্তাবটা রাজকীয়। ওয়াটসন, আমি তো ভাবছি ডক্টর হাক্সটেবল-এর সঙ্গেই তো আমরা উত্তর ইংলণ্ডে চলে যাব। এবার ডক্টর হাক্স-টেবল, দুধ খাওয়াটা শেষ হলে আপনি দয়া করে বলবেন কি ব্যাপারটা কি ঘটেছিল, কখন ঘটেছিল, কিভাবে ঘটেছিল, এবং শেষ কথা ম্যাক্‌লটন-এর নিকটবর্তী মঠ-বিদ্যালয়ের ডক্টর থার্ণিক্রফ্‌ট হাক্সটেবল-এর সঙ্গে সে ব্যাপারের কি সম্পর্ক, আর আমার অকিঞ্চিৎকর সাহায্য চাইতে তিনিই বা ঘটনার তিনদিন পরে—আপনার থুতনির অবস্থাই সময়টা বলে দিচ্ছে—এলেন কেন?"

আমাদের অতিথি ততক্ষণে দুধ ও বিস্কুট খেয়েছে। তার চোখের উজ্জ্বলতা ও থুতনির আভা ফিরে এসেছে। বেশ জোরের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে সে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে লাগল।

"মহাশয়গণ প্রথমেই জানাই যে মঠ-বিদ্যালয় একটি প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, আর আমিই তার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। হাক্সটেবল-এর 'হোরেস-এর উপর কিছু আলোকপাত' বইটির উল্লেখ করলে হয়তো আমার নামটা আপনাদের মনে পড়বে। এই মঠ-বিদ্যালয়টি সারা ইংলণ্ডের মধ্যে সেরা প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। লর্ড লেভারস্টোক, ব্ল্যাকওয়াটার-এর আর্ল, স্যার ক্যাথ্‌কার্ট সোয়ামেস—সকলেই তাদের ছেলেকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিন সপ্তাহ আগে হোল্ডারনেস-এর ডিউক যখন তার একান্ত সচিব মিঃ জেমস্‌ ওয়াইল্ডারকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠালেন যে তার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী দশ বছর বয়স্ক লর্ড স্যাল্টায়ারকেও শীঘ্রই

আমার হাতে তুলে দেওয়া হবে তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমার বিদ্যালয়টি গৌরবের শিখরে উন্নীত হয়েছে। তখন আমি ভাবতেও পারি নি যে সেটাই আমার জীবনের সবচাইতে সর্বনাশা দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাষ হয়ে দেখা দেবে।

"১লা মে ছেলেটি এল। সেদিন থেকেই গ্রীষ্মকালীন পাঠ-কালের শুরু। চমৎকার ছেলেটি। শীঘ্রই সে সকলের নজরে পড়ল। এই প্রসঙ্গে আপনাকে বলা যেতে পারে—আমার বিশ্বাস এতে অবিবেচকের মত কাজ করা হবে না; এসব ব্যাপারে কাউকে অর্ধেক বিশ্বাস করা কাজের কথাই নয়—যে ছেলেটি বাড়িতে খুব সুখে ছিল না; একথা সকলেই জানে যে ডিউক-এর বিবাহিত জীবনে শান্তি ছিল না; পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদই সে অধ্যায়ের পরিণতি ঘটে; ডিউক-পত্নী সেই থেকে দক্ষিণ ফ্রান্স-এ থাকেন। এ সবই খুব অল্প দিন আগেকার ঘটনা; জানা যায় যে ছেলেটির সহানুভূতি পুরোপুরিই তার মায়ের দিকে। মা হোল্ডারনেস হল থেকে চলে যাবার পর থেকেই সে খুব নিরানন্দ হয়ে পড়ে এবং সেইজন্যই ডিউক তাকে আমার প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে ইচ্ছুক হন। পক্ষকালের মধ্যেই ছেলেটি আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে তাকে সম্পূর্ণ সুখীই মনে হয়।

"তাকে সব শেষ দেখা গিয়েছিল ১৩ই মে রাতে—অর্থাৎ গত সোমবার রাতে। তার ঘরটা ছিল তিনতলায়। আর একটা বড় ঘরের ভিতর দিয়ে সে ঘরে ঢুকতে হত। সেই বড় ঘরটায় অন্য দুটি ছেলে ঘুমোত। ছেলে দুটি কিছু দেখে নি ও শোনে নি; কাজেই বালক স্যাল্টায়ার যে সে পথে যায় নি সেটা নিশ্চিত। তার জানালাটা খোলা ছিল, আর সেখান দিয়ে একটা মোটা আইভি লতা মাটিতে নেমে গেছে। নীচে কোন পায়ের দাগ আমরা দেখতে পাই নি, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ওটাই বেরিয়ে যাবার একমাত্র সম্ভাব্য পথ।

"মঙ্গলবার সকাল সাতটায় তার অনুপস্থিতি ধরা পড়ে। তার বিছানায় ঘুমোবার চিহ্ন পাওয়া গেছে। যাবার আগে যথারীতি ইটন-জ্যাকেট ও গাঢ় ধূসর ট্রাউজারের স্কুল-সুট পরে পুরোপুরি সাজ-পোশাক করেছিল। কেউ যে ঘরে ঢুকেছিল সেরকম কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, আর এটাও খুবই ঠিক যে কোনরকম চেঁচামেচি বা ধ্বস্তাধ্বস্তি হলে সেটা শোনা যেত, কারণ ভিতরকার ঘরে অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে কণ্টার-এর ঘুম খুব পাতলা।

"লর্ড স্যাল্টায়ার-এর নিখোজ হবার খবর জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের রোল-কল করলাম—ছেলেদের, শিক্ষকদের, ভৃত্যদের সকলের। আর তখনই ধরা পড়ল যে লর্ড স্যাল্টায়ার একা পালায় নি। জার্মান শিক্ষক হাইডেগারও নিখোঁজ। তার ঘরটাও তিনতলায় বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে, লর্ড স্যাল্টায়ার-এর ঘরের মত একই দিকে তারও ঘরের

মুখ। তার বিছানায়ও ঘুমোবার চিহ্ন ছিল, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি পুরো পোশাক পরতে পারেন নি যেহেতু তার শার্ট ও মোজা মেঝেতেই পড়ে ছিল। তিনি যে আইভি লতাটা বেয়েই নীচে নেমেছিলেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ বাগানের যে জায়গাটায় তিনি নেমেছিলেন সেখানে তার পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ঐ বাগানের পাশে একটা ছোট চালা-ঘরে তার বাই-সাইকেলটা রাখা ছিল। সেটাও উধাও।

"তিনি দু বছর আমার কাছে ছিলেন এবং খুব ভাল ভাল লোকের পরিচয়-সূত্রেই এসেছিলেন। সব সময় চুপচাপ ও মন-মরা হয়ে থাকতেন; শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছেলেদের সঙ্গে বেশী মেলামেশাও করতেন না। পলাতকদের কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি; গত মঙ্গলবারে যে অন্ধকারে ছিলাম আজ বৃহস্পতিবার সকালেও তাই আছি। সঙ্গে সঙ্গেই হোল্ডারনেস হল-এ খবর করা হয়েছিল। হলটা মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তাই ভেবেছিলাম যে হঠাৎ বাড়ির জন্য মন কেঁদে ওঠায় সে বাবার কাছে ফিরে গেছে, কিন্তু সেখানেও কোন খবর পাওয়া গেল না। ডিউক খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন—আর আমি, নিজের চোখেই তো দেখলেন এই উৎকণ্ঠা ও দায়িত্ববোধের চাপ আমার স্নায়ুকে কতখানি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মিঃ হোমস, কখনও কোন ক্ষেত্রে যদি আপনার পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে থাকেন তাহলে আমাব মিনতি এখানেও তাই করুন, কারণ এর চাইতে উপযুক্ততর কোন কেস আপনি আর পাবেন না।"

গভীর একাগ্রতার সঙ্গে শার্লক হোমস বেচারি স্কুল শিক্ষকটির বিবরণ শুনল। তার আনত ভুরু আর দুই ভুরুর মধ্যবর্তী গভীর রেখাই বুঝিয়ে দিল যে এই সমস্যাটির প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য কোন আবেদন-নিবেদনের প্রয়োজন ছিল না। কাবণ সমস্যাটির নিজস্ব প্রচণ্ড আকর্ষণ ছাড়াও জটিলতা ও অস্বাভাবিকতার প্রতি তাব যে ভালবাসা প্রকৃত আবেদনটি সরাসরি সেখানেই পৌঁছে গেছে। নোটবইটা বের করে সে দু একটা কথা লিখে নিল।

কঠোর কণ্ঠে বলল, "আরও তাড়াতাড়ি আমার কাছে না এসে আপনি খুবই অন্যায় করেছেন। একটা গুরুতর বাধাকে হাতে নিয়েই আমাকে এই তদন্তকার্য শুরু করতে হচ্ছে। যেমন ধরুন, এই আইভি লতা ও এই বাগান থেকে একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক কিছুই জানতে পারবে না এটা একেবারেই অভাবনীয়।"

"আমাকে দোষী করবেন না মিঃ হোমস। কোনরকম প্রকাশ্য কেলেংকারীকে এড়িয়ে চলাই ছিল মাননীয় ডিউকের একান্ত ইচ্ছা। তিনি ভয় করছিলেন যে তার পারিবারিক অশান্তির কথাকে হয় তো জগতের সামনে টেনে আনা হবে। সেরকম কোন অবস্থার প্রতি তার প্রচণ্ড ত্রাস।"

"কিন্তু কিছু সরকারী তদন্ত তো হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার, আর তার ফল হয়েছে হতাশাব্যঞ্জক। একটা আপাতসূত্র সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছিল, কারণ খবর এসেছিল যে একটি বালক ও একজন যুবককে খুব সকালের ট্রেনে নিকটবর্তী একটা স্টেশন থেকে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল। গত রাত্রে আবার খবর পাওয়া গেছে যে লিভারপুলে সেই যুগলমূর্তিকে আটক করা হয়েছিল কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারপরেই গভীর নৈরাশ্য ও হতাশায় একটা বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সকালের ট্রেনে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি।"

"এই মিথ্যা সূত্র ধরে কাজ করবার সময় স্থানীয় তদন্তকার্যে নিশ্চয়ই ঢিল দেওয়া হয়েছিল?"

"সম্পূর্ণ বন্ধই ছিল।"

"তার অর্থ তিনটে দিন নষ্ট হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই শোচনীয়ভাবে পরিচালিত হয়েছে।"

"আমি সেটা বুঝি, স্বীকারও করি।"

"তথাপি শেষ পর্যন্ত সমস্যাটার একটা সুসমাধান হওয়া উচিত। সানন্দেই আমি সমস্যাটা হাতে নেব। নিখোঁজ বালক ও এই জার্মান শিক্ষকের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন কি?"

"কিছু না।"

"সে কি ঐ শিক্ষকের ক্লাসে ছিল?"

"না; আমি যতদূর জানি, তার সঙ্গে ছেলেটি কখনও একটা কথাও বলে নি।"

"খুবই অদ্ভুত। ছেলেটির কোন বাইসাইকেল ছিল কি?"

"না।"

"আর কোন বাইসাইকেল হারিয়েছে কি?"

"না।"

"ঠিক জানেন?"

"ঠিক জানি।

"আচ্ছা, তাহলে কি আপনি সত্যি সত্যি বলতে চান যে এই জার্মান ভদ্রলোক ছেলেটিকে কোলে নিয়ে গভীর রাতে সাইকেল চালিয়ে চলে গেছে?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?"

"বাইসাইকেলটা একটা ধোঁকা। হয় তো সেটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে দুজনে পায়ে হেঁটে চলে গেছে।"

"তা হতে পারে; কিন্তু এ ধোঁকাটাকে অবাস্তব মনে হচ্ছে, তাই নয় কি?

ঐ চালা-ঘরে আরও বাইসাইকেল ছিল কি ?"

"বেশ কয়েকটা ছিল।"

"তারা বাইসাইকেলে চড়ে চলে গেছে—এই ধারণা সৃষ্টি করার ইচ্ছা থাকলে তারা কি একজোড়া বাইসাইকেল লুকিয়ে রাখত না ?"

"মনে তো হয় তাই করত।"

"নিশ্চয় তাই করত। কাজেই ধোঁকার ধারণাটা বাতিল। কিন্তু তদন্ত শুরু করার পক্ষে ঘটনাটি আশ্চর্য রকমের সহায়ক। যাই বলুন, একটা বাইসাইকেল লুকিয়ে রাখা বা নষ্ট করা সহজ কাজ নয়। আরও একটা প্রশ্ন, নিখোঁজ হবার আগের দিন কেউ কি ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ?"

"না।

"সে কোন চিঠি পেয়েছিল ?"

"হ্যাঁ ; একটা চিঠি।"

"কার কাছ থেকে ?"

"তার বাবার কাছ থেকে।"

"ছেলেদের চিঠি কি আপনি খোলেন ?"

"না।"

"কি করে জানলেন যে চিঠিটা তার বাবার ?"

"খামের উপর প্রতীক-চিহ্নটা ছিল, আর ডিউকের শক্ত হাতেই ঠিকানাটা লেখা ছিল। তাছাড়া, চিঠি লেখার কথাটা ডিউকেরও মনে আছে।"

"তার আগে আর কোন চিঠি কি সে পেয়েছিল ?"

"বেশ কিছুদিনের মধ্যে পায় নি।"

"কখনও কি ফ্রান্স থেকে কোন চিঠি পেয়েছে ?"

"না ; কখনও না।"

"আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ? হয় ছেলেটিকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর না হয় তো সে স্বেচ্ছায় চলে গেছে। যদি শেষের ধারণাটা সত্য হয় তাহলে আপনি নিশ্চয় আশা করবেন যে এত ছোট একটি ছেলের পক্ষে এরকম একটা কাজ করতে হলে বাইরের কোন উস্কানি থাকা দরকার। যদি কোন লোক তার সঙ্গে দেখা না করে থাকে তাহলে সেই উস্কানি নিশ্চয় চিঠির মারফৎ এসেছে। তাই কারা তার কাছে চিঠি লিখেছিল সেটা জানতে চাইছি।"

"এ ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারব বলে তো মনে হয় না। আমি যতদূর জানি, একমাত্র পত্রলেখক ছিলেন তার বাবা।"

"আর তিনি তাকে চিঠি লিখেছিলেন ঠিক তার নিরুদ্দেশ হবার দিনটিতে। বাবা ও ছেলের মধ্যে সম্পর্কটা কি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল ?"

"মাননীয় ডিউক কখনও কারও সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন না। জনসাধারণের বড় বড় সমস্যা নিয়েই তিনি সব সময় সম্পূর্ণ ডুবে থাকেন; কাজেই সাধারণ হৃদয়াবেগ সেখানে পৌছতে পারে না। কিন্তু তার নিজের মত করে তিনি ছেলেটির প্রতি সর্বদাই সদয় ছিলেন।"

"কিন্তু ছেলেটি তো মাকেই ভালবাসত?"

"হ্যা।"

"এ কথা কি সে বলেছে?"

"না।"

"তাহলে ডিউক বলেছেন?"

"হা ঈশ্বর, তাও না!"

"তাহলে আপনি জানলেন কেমন করে?"

"মাননীয় ডিউকের একান্ত সচিব মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার-এর সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা হয়েছিল। লর্ড স্যাল্টায়ার-এর মনোভাবের কথা তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন।"

"বুঝেছি। ভাল কথা, ডিউকের শেষ চিঠিটা—ছেলেটি চলে যাবার পরে সেটা কি তার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল?"

"না; চিঠিটা সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। মিঃ হোমস, আমার মনে হচ্ছে এবার আমাদের ইউস্টন যাত্রা করবার সময় হয়েছে।"

"একটা চার-চাকার গাড়ির ব্যবস্থা করছি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা প্রস্তুত হতে পারব। ডক্টর হাক্সটেবল, আপনি যদি বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করেন তাহলে খুব ভাল হয়, যদি আপনার আশেপাশের লোকদের জানিয়ে দিতে পারেন যে লিভারপুল-এ, অথবা লাল হেরিং মাছটা আপনার পোনাটাকে অন্য যেখানে চালিয়ে নিয়ে গেছে সেখানেই তদন্তের কাজটা এখনও চলছে। ইতিমধ্যে আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি একটু ছোটখাট কাজ সারব, এবং হয় তো গন্ধটা এখনও এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি যাতে ওয়াটসন ও আমার মত দুটো ঘুঘু শিকারী-কুকুরের নাকে সে গন্ধ পেঁছবে না।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সেই ঠাণ্ডা, স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমরা পৌছে গেলাম যে অঞ্চলে ডক্টর হাক্সটেবল-এর বিখ্যাত বিদ্যালয়টি অবস্থিত। যখন পৌছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হল-এর টেবিলের উপর একটা কার্ড পড়ে ছিল। খানসামাটি তার মনিবের কানে কানে কি যেন বলতেই সারা দেহে উত্তেজনা বয়ে হাক্সটেবল আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "ডিউক এসেছেন। ডিউক ও মিঃ ওয়াইল্ডার পড়ার ঘরেই আছেন। আপনারা আসুন, পরিচয় করিয়ে দেব।"

বিখ্যাত কূটনীতিবিদটির অনেক ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; কিন্তু আসল লোকটি তার ছবির থেকে অনেক বেশী অন্য রকম। বেশ লম্বা,

দশাসই চেহারা, পরিপাটি বেশবাস, সরু মুখ, নাকটা অদ্ভুতভাবে বাঁকানো ও লম্বা। গায়ের রং মরা মানুষের মত বিবর্ণ; সাদা ওয়েস্টকোটের উপর প্রলম্বিত দীর্ঘ ও ক্রমশ পাতলা হয়ে আসা উজ্জ্বল লাল রঙের দাড়ির সঙ্গে তুলনায় সে রংটা আরও বেশী করে চোখে লাগে; ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে ঘড়ির চেনটা চিকচিক করছে। এ হেন মহামান্য ব্যক্তিটি ডক্টর হাক্সটেবল-এর অগ্নিকুণ্ডের আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে প্রস্তর-কঠিন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একটি যুবক। বুঝলাম সেই একান্ত সচিব ওয়াইল্ডার। যুবকটি ছোটখাট, বলিষ্ঠ, সতর্ক; বুদ্ধিদীপ্ত হাল্কা নীল চোখ। তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট গলায় সেই প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করল।

"ডক্টর হাক্সটেবল, আপনাকে লণ্ডনে যাওয়া থেকে বিরত করার জন্যই সকালে আমি এসেছিলাম, কিন্তু আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। শুনলাম যে এই কেস-এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ কববার জন্য মিঃ শার্লক হোমসকে আমন্ত্রণ জানাবার উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি গিয়েছিলেন। কিন্তু ডক্টর হাক্সটেবল, মাননীয় ডিউকের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আপনি এরকম একটা কাজ করায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন।"

"যখন জানলাম যে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে—"

পুলিশ যে ব্যর্থ হয়েছে একথা মানতে মাননীয় ডিউক কোনমতেই রাজী নন।"

"কিন্তু মিঃ ওয়াইল্ডার—"

"আপনি ভাল করেই জানেন ডক্টর হাক্সটেবল যে মাননীয় ডিউক যেকোন রকম প্রকাশ্য কেলেংকারী এড়িয়ে চলতে বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব। যথাসম্ভব অল্প লোককেই তিনি এ ব্যাপারে সব কথা জানাতে চান।"

সন্ত্রস্ত ডক্টর বলল, "এর প্রতিকার তো সহজেই করা যেতে পারে। সকালের ট্রেনেই মিঃ শার্লক হোমস লণ্ডনে ফিরে যেতে পারেন।"

যতদূর সম্ভব শান্ত গলায় হোমস বলল, "সেটা তো হচ্ছে না ডক্টর, সেটা কদাপি হচ্ছে না। উত্তরের হাওয়াটা বড়ই উৎসাহবর্ধক ও মনোরম; কাজেই আপনাদের এই জলাভূমি অঞ্চলে আরও কয়েকটাদিন থেকে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাই। অবশ্য আপনার ছাদের তলায় কি গ্রামের সরাইখানায় আমার আশ্রয় মিলবে সেটা আপনিই স্থির করবেন।

বুঝতে পারলাম হতভাগ্য ডক্টর চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে; কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। সে অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করতে লাল-দাড়ি ডিউকের গভীর, উদাত্ত কণ্ঠস্বর নৈশ ভোজনের ঘণ্টার মত বেজে উঠল।

"ডক্টর হাক্সটেবল, আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেই আপনি বুদ্ধিমানের

মত কাজ করতেন, এবিষয়ে মিঃ ওয়াইল্ডারের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু যেহেতু আপনি ইতিমধ্যেই মিঃ হোমসকে সব কথা বলে ফেলেছেন, তখন আর তার কাজের সুযোগ আমাদের দিক থেকে না নেবার কোন মানে হয় না। মিঃ হোমস, সরাইখানায় আপনাকে যেতে হবে না; আপনি যদি হোল্ডারনেস হল-এ গিয়ে আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে আমি খুশিই হব।"

"ধন্যবাদ মাননীয় ডিউক। আমি মনে করি, তদন্ত চালাবার সুবিধার জন্য রহস্যের ঘটনাস্থলে থাকাই আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা মিঃ হোমস। মিঃ ওয়াইল্ডার বা আমার কাছ থেকে কোন তথ্যের যদি আপনার দরকার হয় সেটা সব সময়ই পাবেন।"

হোমস বলল, "হল-এ গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার দরকার হয়তো হতে পারে। আপাতত আমার শুধু একটাই জিজ্ঞাস্য, আপনার ছেলের এমন রহস্যজনক নিরুদ্দেশ সম্পর্কে আপনি কি কোন ব্যাখ্যা মনে মনে খুঁজে পেয়েছেন?"

"না স্যার, তা পাই নি।"

"আপনার পক্ষে বেদনাদায়ক কোন কথা যদি উল্লেখ করি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু তা না করে আমার উপায় নেই। আপনি কি মনে করেন যে এ ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর কোন হাত ছিল।"

মন্ত্রীমহোদয়ের মধ্যে ইতস্তত ভাব পরিলক্ষিত হল।

অবশেষে সে বলল, "আমি তা মনে করি না।"

"তাহলে তো আর একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে যে, মুক্তিপণ আদায় করবার উদ্দেশ্যে ছেলেটিকে অপহরণ করা হয়েছে। সেরকম কোন দাবী তো আপনার কাছে আসে নি?"

"না স্যার।"

"আর একটি প্রশ্ন করব মাননীয় ডিউক। আমি জানতে পেরেছি যেদিন ঘটনাটি ঘটে সেইদিনই আপনি ছেলেকে চিঠি লিখেছিলেন।"

"না; চিঠি লিখেছিলাম তার আগেরদিন।"

"ঠিক; কিন্তু চিঠিটা সে পেয়েছিল সেইদিনই।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার চিঠিতে কি এমন কিছু ছিল যাতে সে মনের ভারসাম্য হারিয়ে এরকম একটা কাজ করে বসতে পারে?"

"না স্যার, নিশ্চয়ই না।"

"চিঠিটা কি আপনি নিজে ডাকে দিয়েছিলেন?"

ভদ্রলোকের উত্তরটাতে বাধা দিল তার সচিব। উষ্মার সঙ্গে সে বলে উঠল, "মাননীয় ডিউক নিজের হাতে চিঠি ডাকে দিতে অভ্যস্ত নন। অন্য চিঠির সঙ্গে এ চিঠিটাও টেবিলে ছিল, আর আমি নিজে সেগুলোকে ডাকবাক্সে ফেলেছি।"

"আপনি ঠিক জানেন যে এ-চিঠিটা তারমধ্যে ছিল ?"

"হ্যাঁ ; আমি দেখেছি।"

"মাননীয় ডিউক সেদিন কতগুলি চিঠি লিখেছিলেন ?"

"বিশ তিরিশটা হবে। অনেক চিঠিপত্র আমাকে লিখতে হয়। কিন্তু এটা কিছুটা অবান্তর কথা নয় কি ?"

"একেবারেই না," হোমস বলল।

ডিউক বলতে লাগল, "আমার দিক থেকে আমি পুলিশকে পরামর্শ দিয়েছি ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে নজর দিতে। আমি তো আগেই বলেছি, আমার স্ত্রী এরকম একটা জঘন্য কাজে উৎসাহ দিতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না ; কিন্তু ছেলেটার মাথায় নানারকম উদ্ভট ফন্দি খেলে ; তাই এই জার্মান ভদ্রলোকের সহায়তায় ও সমর্থনে তার মায়ের কাছে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকতে পারে। ডক্টর হাক্সটেবল্, এবার কিন্তু আমরা হল-এ ফিরে যাব।"

বুঝতে পারছিলাম যে হোমসের আরও কিছু প্রশ্ন করবার ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের আকস্মিক কথাবার্তায় মনে হল এ সাক্ষাৎকারের এখানেই ইতি হল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে পরিবারের গোপন কথা নিয়ে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে এভাবে আলোচনা করাটা তার একান্ত অভিজাত প্রকৃতির কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ কাজ বলে মনে হচ্ছিল ; তার আশংকা হয়েছিল, পাছে প্রতিটি নতুন প্রশ্ন তার ডিউক-জীবনের ইতিহাসের অনেক সযত্নে ঢেকে রাখা অধ্যায়ের উপর তীব্রতর আলোকপাত করে ফেলে।

সম্ভ্রান্ত লোকটি তার সচিবকে নিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুবর তার স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহের সঙ্গে তদন্তের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ছেলেটির ঘরটি ভাল করে পরীক্ষা করা হল ; তাতে সে যে একমাত্র জানালা দিয়েই পালাতে পারে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। জার্মান শিক্ষকের ঘর ও তার জিনিসপত্র থেকেও কোন সূত্র মিলল না। তার বেলায় একটা আইভি লতা তার ভারে ভেঙে পড়েছিল, আর লণ্ঠনের আলোয় আমরা বাগানের সেই জায়গাটায় একটা দাগ দেখতে পেলাম যেখানে নামবার সময় তার গোড়ালিটা পড়েছিল। সবুজ ঘাসের উপর সেই দাগটিই এই দুর্বোধ্য নৈশ পলায়নের একমাত্র বাস্তব সাক্ষী হয়েছিল।

শার্লক হোমস একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ; ফিরল এগারটার পরে। সমরাস্ত্র বিভাগীয় একটা বড় মাপের স্থানীয় মানচিত্র সে যোগাড় করে আনল। সেটা নিয়ে আমার ঘরে এসে মানচিত্রটাকে বিছানার উপর মেলে ধরে বাতিটাকে ঠিক মাঝখানে বসিয়ে সে ধূমপান করতে লাগল এবং মাঝে মাঝেই তার পাইপের ধোঁয়াটে আলোয় কতকগুলি বিশেষ জায়গা দেখাতে লাগল।

সে বলল, "ওয়াটসন, এই কেসটা আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কতকগুলি

গুরুতর বিষয় এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে আছে। আমি চাই প্রথম অবস্থায়ই এর ভৌগোলিক সংস্থানটা তুমি ভাল করে বুঝে নাও, কারণ আমাদের তদন্তের বেলায় এটা অনেক কাজে লাগবে।

"এই মানচিত্রটা দেখ। এই কালো চতুষ্কোনটা হল মঠ-বিদ্যালয়। এখানে একটা পিন আটকে দিচ্ছি। এখন, এই রেখাটা হল বড় রাস্তা। দেখতে পাচ্ছ বিদ্যালয়টির পাশ দিয়ে এটা পূবে-পশ্চিমে চলে গেছে; আরও দেখতে পাচ্ছ, মাইল খানেক পর্যন্ত কোন দিকেই কোন ছোট রাস্তা বেরিয়ে যায় নি। এই দুটি মানুষ যদি রাস্তা ধরে গিয়ে থাকে তাহলে এই রাস্তায়ই গেছে।"

"ঠিক।"

"আলোচ্য রাতে এই রাস্তায় কি ঘটেছিল আকস্মিক যোগাযোগের ফলে তার অন্তত কিছুটা আমরা জানতে পেরেছি। এইখানটায়, এখন আমার পাইপটা যেখানে রয়েছে, একজন স্থানীয় কনস্টেবল বারোটা থেকে ছটা পর্যন্ত পাহারায় ছিল। দেখতেই পাচ্ছ, পূর্বদিকে এটাই হচ্ছে প্রথম চৌ-রাস্তা। এই লোকটি বলেছে যে এক মুহূর্তের জন্যও সে ঘাঁটি ছেড়ে যায় নি এবং তার অগোচরে কোন ছেলে বা লোক যে সে পথ দিয়ে যেতে পারে না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। পুলিশের সঙ্গে আজ রাতেই আমি কথা বলেছি; তাকে বেশ নির্ভরযোগ্য লোক বলেই মনে হয়েছে। তাহলে এদিককার পথটা বন্ধ হল। এবার ওদিকটার কথা ধরা যাক। ঠিক এইখানে 'রেড বুল' গ্রামে একটা সরাইখানা আছে, তার কর্মী অসুস্থ। ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য তিনি একটি লোককে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তার অন্য একটি রোগী দেখতে চলে যাওয়ায় সকালের আগে আসতে পারে নি। ডাক্তারের অপেক্ষায় সরাইখানার লোকজন সারারাত জেগে ছিল এবং কেউ না কেউ সারাক্ষণই রাস্তার দিকে নজর রেখেছিল। তারাই বলেছে যে এপথ দিয়ে কেউ যায় নি। তাদের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে আমাদের সৌভাগ্য যে পশ্চিম দিকের রাস্তাটাও বন্ধ হল। কাজেই বলতে পারা যায় যে পলাতকরা এপথ দিয়ে মোটেই যায় নি।"

"কিন্তু বাইসাইকেলটা?" আমি বাধা দিলাম।

"ঠিক বলেছ। বাইসাইকেলের কথায় এখনই আসছি। আগে মূল যুক্তিতে ফিরে যাওয়া যাক: তারা যদি রাস্তা ধরে না গিয়ে থাকে তাহলে তারা বাড়ির উত্তর বা দক্ষিণের মাঠ পেরিয়ে গেছে। এটা নিশ্চিত। এই দুই দিকের সম্ভাবনাটা বিচার করে দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছ যে বাড়ির দক্ষিণ দিকটা জুড়ে রয়েছে মস্ত বড় চাষের এলাকা; মাঝে মাঝে পাথরের দেয়াল তুলে সেটাকে ছোট ছোট ক্ষেতে ভাগ করা হয়েছে। সেখান দিয়ে কোন বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই এ ধারণা বাতিল হয়ে গেল। এবার উত্তর দিকে ফেরা যাক। এখানে রয়েছে একটা বড় বড় গাছের বাগান,

নাম 'র‍্যাগেড' শ', আর অনেক দূরে রয়েছে 'লোয়ার গিল মুর' নামক দশ মাইল বিস্তৃত প্রকাণ্ড জলাভূমি; সেটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গেছে। এখানে, এই নির্জন জলাভূমির একদিকে আছে হোল্ডারনেস হল; রাস্তা দিয়ে গেলে দূরত্ব দশ মাইল, আর জলাভূমির ভিতর দিয়ে গেলে মাত্র ছ' মাইল। জায়গাটা বিশেষভাবে নির্জন। জলাভূমি অঞ্চলে কয়েকটি চাষীর কিছু কিছু জমি আছে; সেখানে তারা গরু-ভেড়া চড়ায়; এছাড়া চেষ্টারফিল্ড বড় সড়কের আগে শুধু টিট্টিভ ও ক্রৌঞ্চ জাতীয় পাখি ছাড়া আর কোন বাসিন্দা নেই। এদিকে দেখ, আর একটা গির্জা, কয়েকটা কুটির ও একটা সরাইখানা। তার ওপারে খাড়া পাহাড়। অতএব এখান থেকে উত্তর দিকেই আমাদের সন্ধান চালাতে হবে।"

"কিন্তু বাইসাইকেলটা?" আমি আবার ও কথাটা তুললাম।

"হবে, হবে।" হোমস অধৈর্য হয়ে বলল। "একজন ভাল সাইকেল-আরোহীর বড় রাস্তার দরকার হয় না। জলাভূমির বুক চিরে অনেক রাস্তা আছে, আর আকাশেও ছিল ভরা চাঁদ। হেলোয়া! এটা কি!"

দরজায় উত্তেজিত টোকা পড়ল, আর পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকল ডক্টর হাক্সটেবল। তার হাতে একটা নীল ক্রিকেট-ক্যাপ, মাথার দিকে উল্টো V চিহ্নের মত একটা অলংকরণ।

সে চেঁচিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র পেয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত ছেলেটির হদিস মিলেছে। এটা তারই টুপি।"

"কোথায় পাওয়া গেল?"

"বেদেদের গাড়িতে; ওরা জলাভূমিতে তাঁবু ফেলেছে। মঙ্গলবার ওরা চলে গিয়েছিল। আজ পুলিশ ওদের খোঁজ পেয়ে গাড়িটা তল্লাসী করে এটা পেয়েছে।"

"এটার বিষয়ে ওরা কি বলছে?"

"ওরা আজেবাজে মিথ্যা কথা বলছে—বলছে, মঙ্গলবার সকালে জলাভূমিতে পেয়েছে। বদমাসরা নির্ঘাত জানে ছেলেটি কোথায় আছে। ভাগ্য ভাল, ওরা সকলেই হাজতে আটক হয়েছে। আইনের ভয়েই হোক আর ডিউকের টাকার জোরেই হোক, ওরা যাকিছু জানে সব বেরিয়ে পড়বে।"

ডক্টর ঘর থেকে চলে গেলে হোমস বলল, "যা হল ভালই হল। অন্তত এটা প্রমাণিত হল যে 'লোয়ার গিল' জলাভূমিতেই আমাদের খোঁজ চালাতে হবে। এই বেদেগুলিকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া স্থানীয় পুলিশ আর কিছুই করতে পারে নি। এদিকে দেখ ওয়াটসন, জলাভূমি বরাবর একটা নালা আছে। এই যে মানচিত্রে সেটা এখানে দেখান আছে। জায়গায় জায়গায় নালাটা চওড়া হয়ে ঝিলের মত হয়েছে। বিশেষ করে এটা হয়েছে হোল্ডারনেস হল ও বিদ্যালয়টির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই শুকনো দিনে ওখানে ছাড়া আর

কোথাও পায়ের চিহ্ন খোঁজা বৃথা, কিন্তু ওখানটায় কোন চিহ্ন পাবার সম্ভাবনা নিশ্চয় আছে। কাল খুব ভোরে তোমাকে ডাকব, তারপর দেখা যাবে এই রহস্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারি কি না।"

ঘুম ভেঙে যখন দেখলাম হোমসের লম্বা, সরু দেহটা আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তখন সবে ভোর হচ্ছে। এরই মধ্যে সে সাজপোশাক সেরে ফেলেছে; দেখে মনে হচ্ছে বাইরে কিছুটা ঘুরেও এসেছে।

বলল, "বাগান ও বাইসাইকেল রাখার চালাঘরটা আমি শেষ করেছি। 'র‍্যাগেড শ' থেকেও একচক্কর ঘুরে এসেছি। ওয়াটসন, এতক্ষণ পাশের ঘরে কোকো প্রস্তুত। দয়া করে তাড়াতাড়ি কর, কারণ আমাদের সামনে রয়েছে একটা মহা দিন।"

তার চোখ দুটি চকচক করছে। চোখের সামনে হাতের কাজ তৈরি থাকতে দেখলে দক্ষ কর্মীর মন যেমন খুশি হয়ে ওঠে তেমনি খুশিতে তার গাল লাল হয়ে উঠেছে। বেকার স্ট্রীটের চিন্তামগ্ন, স্বপ্নদর্শী হোমস থেকে এই উদ্যমশীল, সদাসতর্ক লোকটি যেন সম্পূর্ণ আলাদা। প্রচুর শক্তির অধিকারী এই প্রাণবন্ত লোকটির নমনীয় শরীরের দিকে তাকিয়ে আমারও মনে হল যে একটি কঠোর পরিশ্রমসাপেক্ষ দিন আমাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে।

অথচ সেই দিনটি শুরু হল ঘোরতর হতাশার ভিতর দিয়ে। অনেক আশা নিয়ে পচা ঘাস পাতায় ঢাকা আপিঙ্গল জলাভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। হাজারটা ভেড়াদের চলার পথ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের ও হোল্ডারনেস হল-এর মধ্যবর্তী বিলের চওড়া হাল্কা সবুজ অঞ্চলটায় পৌঁছে গেলাম। এটা ঠিক যে ছেলেটি যদি বাড়ির দিকেই গিয়ে থাকে তাহলে তাকে এখান দিয়েই যেতে হয়েছে, আর তাহলে তো কোন না কোন রকম চিহ্ন অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তার বা জার্মান ভদ্রলোকটির কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। মুখ কালো করে বন্ধুবর বিলের কিনারা ধরে হাঁটতে লাগল; শেওলার উপর যেখানেই এতটুকু মাটির দাগ সেখানেই তার উৎকণ্ঠ সজাগ দৃষ্টি। ভেড়ার পায়ের দাগ আছে প্রচুর; কয়েক মাইল নীচে গরুর পায়ের দাগও পাওয়া গেল। তার বেশী কিছুই না।

জলাভূমির বিস্তীর্ণ জলরাশির উপরে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে হোমস বলল, "পয়লা কিস্তি। দূরে আরও একটা বিল রয়েছে। মাঝখানে একটা সরু গলী। হ্যালোয়া। হ্যালোয়া। হ্যালোয়া! এখানে কি দেখছি?"

কালো ফিতের মত একটা পথে আমরা পৌঁছে গেছি। তার মাঝখানে ভিজে মাটির উপর একটা বাইসাইকেলের স্পষ্ট দাগ।

"হুর্‌রা!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "পেয়ে গেছি।"

কিন্তু হোমস মাথা নাড়তে লাগল; তার মুখটা বিচলিত; আনন্দের

চাইতে প্রত্যাশাই সেখানে বেশী।

সে বলল, "একটা বাইসাইকেল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই বাইসাইকেলটি নয়। টায়ারের বিয়াল্লিশ রকম দাগের সঙ্গে আমি পরিচিত। দেখতেই পাচ্ছ এটা ডানলপ টায়ার, বাইরের দিকে একটা তালির দাগ আছে। হাইডেগার-এর টায়ার ছিল পামার-এর, তাতে লম্বালম্বিভাবে দাগ টানা। গণিতের শিক্ষক আভ্‌লিং নিশ্চিত করে একথা বলেছিল। সুতরাং এটা হাইডেগার-এর বাই-সাইকেলের দাগ নয়।"

"তাহলে কি ছেলেটির ?"

"সম্ভবত ; অবশ্য যদি প্রমাণ করতে পারি যে তারও একটা বাইসাইকেল ছিল। কিন্তু তা পারি নি। দেখতে পাচ্ছ, যে চালক বিদ্যালয়ের দিক থেকে চলে যাচ্ছে এটা তার বাইসাইকেলের দাগ।"

"অথবা বিদ্যালয়ের দিকেই যাচ্ছে ?"

"না, না ওয়াটসন। যে দাগটা বেশী বসে গেছে সেটা অবশ্যই পিছনের চাকার, কারণ সেটার উপরে ভারটা পড়ে। কয়েক জায়গাতেই সেটা গিয়ে সামনের চাকার হাল্কা দাগটা মুছে দিয়েছে। কাজেই বাইসাইকেলটা বিদ্যালয়ের দিক থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের তদন্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে, না থাকতেও পারে, কিন্তু আর অগ্রসর হবার আগে পিছনের দিকে দাগটাকে অনুসরণ করে দেখব।"

তাই করলাম। কয়েক শ' গজ গিয়ে জলাভূমির ভিজে অংশটা পার হবার পরেই দাগটা হারিয়ে গেল। পথটা ধরে পিছন দিকে গিয়ে এমন আর একটা জায়গা পেয়ে গেলাম যেখানে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে। এখানে আবার বাইসাইকেলের দাগ ; অবশ্য গরুর ক্ষুরে প্রায় মুছে যাবার অবস্থা। তারপর আর কোন চিহ্ন নেই ; পথটা বিদ্যালয়ের পিছন দিককার জঙ্গল 'র‍্যাগেড শ'-র মধ্যে হারিয়ে গেছে। সাইকেলটা এই জঙ্গলের ভিতর থেকে নিশ্চয় বেরিয়েছে। একটা পাথরের উপর বসে হোমস হাতের উপর থুতনিটা রাখল। আমি দুটো সিগারেট শেষ করলে তবে সে নড়ল।

শেষ পর্যন্ত সে বলে উঠল, "আচ্ছা, আচ্ছা। এটা অবশ্যই সম্ভব যে অপরিচিত দাগ রেখে যাবার উদ্দেশ্যে কোন ধূর্ত লোক তার বাইসাইকেলের টায়ারটা পাল্টে নিয়েছে। যে অপরাধীর মাথায় এ ধরনের চিন্তা ঠাঁই পায় তার সঙ্গে বোঝাপড়া করাটা গর্বের বিষয়। এ প্রশ্নটা অমীমাংসিত রেখেই আমরা আবার সেই বিলে ফিরে যাব, কারণ সেখানে অনেককিছুই দেখা হয় নি।"

বেশ সুশৃঙ্খলভাবে জলাভূমির ভিজে অংশের কিনারা ধরে পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চললাম এবং অচিরেই আমাদের ধৈর্য সগৌরব পুরস্কারে ধন্য হল।

বিলের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কর্দমাক্ত পথ ছিল। সেখানে পৌঁছেই হোমস আনন্দে চীৎকার করে উঠল। পথের মাঝবরাবর টেলিগ্রামের তারের সূক্ষ্ম বাণ্ডিলের মত দাগ। পামার টায়ারের দাগ।

হোমস খুশিতে চেঁচিয়ে বলল, "এই তো নির্ঘাৎ হের হাইডেগার। আমার অনুমান মোটামুটি ঠিকই হয়েছিল ওয়াটসন।"

"তোমাকে অভিনন্দন জানাই।"

"কিন্তু এখনও আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। দয়া করে পথ থেকে সরে হাঁট। এবার চল চাকার দাগ ধরে এগিয়ে যাই। ভয় হচ্ছে, বেশী দূর এগোতে পারব না।"

অবশ্য কিছুদূর এগিয়েই দেখতে পেলাম জলাভূমির এই অংশটাতে মাঝে মাঝেই নরম মাটি আছে, এবং মাঝে মাঝে দাগটা হারিয়ে গেলেও আবার সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম।

হোমস বলল, "তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে চালক এবার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে? এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দাগটাকে দেখ, দুটো চাকাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দুটো চাকার দাগই সমান গভীর। তার একমাত্র অর্থই হল, চালক তার শরীরের সবটা ভার হাতলের উপর রেখেছে; অল্প কিছুটা সময় দ্রুত সাইকেল চালাতে হলেই লোকে এরকমটা করে থাকে। হে ভগবান! সে যে একবার পড়েও গিয়েছিল।"

বেশ কয়েক গজ জায়গা জুড়ে এখানে-ওখানে কিছু চওড়া দাগ দেখা গেল। তারপর কয়েকটা পায়ের ছাপ এবং তারপরেই আবার টায়ারের দাগ।

"পাশে ছিটকে পড়েছিল", আমি বললাম।

হোমস ফুলন্ত কাঁটা গাছের একটা দলিত শাখা তুলে ধরল। সভয়ে দেখলাম, সবগুলো হলুদ ফুলে লালের ছোপ লেগে আছে। পথের উপরে এবং কাঁটাঝোপের ভিতরেও জমাট রক্তের কালো কালো দাগ।

"খারাপ!" হোমস বলল। "খুব খারাপ! সরে দাঁড়াও ওয়াটসন! একটাও অপ্রয়োজনীয় পায়ের দাগ যেন না পড়ে। এখানে কি বুঝতে পারছি? আহত হয়ে সে পড়ে যায়, উঠে দাঁড়ায়, আবার চড়ে বসে, চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু আর তো কোন দাগ নেই। এই পাশের পথে গরু-মোষের পায়ের দাগ। নিশ্চয়ই কোন ষাঁড় তাকে গুঁতোয় নি? অসম্ভব। কিন্তু আর কারও কোন চিহ্নই তো পাচ্ছি না। আমাদের এগোতেই হবে। রক্তের দাগ আর চাকার দাগ যখন পেয়েছি, তখন আর সে আমাদের হাত থেকে পালাতে পারবে না।"

আমাদের বেশী দূর পথ খুঁজতে হল না। ভিজে চকচকে পথের উপর টায়ারের দাগ অদ্ভুতভাবে বেঁকে যেতে লাগল। হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতেই ঘন কাঁটাঝোপের ভিতর থেকে কোন ধাতব বস্তুর ঝলকানি আমার চোখে

পড়ল। তার ভিতর থেকে একটা বাইসাইকেল টেনে বের করলাম। তাতে পামার-টায়ার লাগানো, একটা পা-দানি বেঁকে গেছে, সামনের দিকটা রক্তে ভীষণভাবে মাখামাখি। ঝোপের অপর দিকে একপাটি জুতো ঝুলছিল। দৌড়ে ঘুরে গেলাম। হতভাগ্য চালক সেখানে পড়ে আছে। লম্বা লোকটি, সারা মুখে দাড়ি, চোখে চশমা, তার একটা কাঁচ ছিটকে পড়ে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগে খুলির খানিকটা ফেটে গেছে, আর তাতেই মৃত্যু ঘটেছে। এত বড় আঘাত লাগার পরেও সে যে কিছুটা ছুটে যেতে পেরেছিল তাতেই তার প্রাণশক্তি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার পায়ে জুতো আছে, কিন্তু মোজা নেই; খোলা কোটের নীচে নাইট-শার্টটা চোখে পড়ছে। নিঃসন্দেহে এই লোকটিই জার্মান শিক্ষক।

শ্রদ্ধার সঙ্গে মৃতদেহটা উল্টে দিয়ে হোমস গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেটা পরীক্ষা করল। তারপর অনেকক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে রইল; তার কুঞ্চিত ভুরু দেখেই বুঝতে পারলাম, তার মতে এই ভয়াবহ আবিষ্কারের ফলে আমাদের তদন্তের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, "কি যে করব বুঝতে পারছি না ওয়াটসন। আমার নিজের ইচ্ছা তদন্ত চালিয়ে যাওয়া, কারণ ইতিমধ্যেই অনেক সময় আমরা নষ্ট করেছি, আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা চলে না। অপরদিকে পুলিশকে খবর দিতে এবং এই বেচারির মৃতদেহটার কোন ব্যবস্থা করতে আমরা বাধ্য।"

"আমি একটা চিঠি নিয়ে ফিরে যেতে পারি।"

"কিন্তু তোমার সঙ্গ ও সাহায্য আমার দরকার। একটু অপেক্ষা কর! দূরে একটা লোক পচা ঘাস-পাতার চাপড়া কাটছে। তাকে এখানে ডেকে আন; সেই পুলিশকে নিয়ে আসবে।"

আমি চাষী লোকটিকে নিয়ে এলাম। হোমস ভীত লোকটিকে একটা চিঠি দিয়ে ডক্টর হাক্সটেবল-এর কাছে পাঠিয়ে দিল।

সে বলল, "ওয়াটসন, আজ সকালে আমরা দুটো সূত্র খুঁজে পেয়েছি। একটি, পামার-টায়ার সমন্বিত বাইসাইকেল; তার যে কি পরিণতি হয়েছে তাও দেখেছি। অপরটি, তালি-লাগানো ডানলপ টায়ারওয়ালা বাইসাইকেল। সেটার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করবার আগে আমরা কতটা জেনেছি সেটা বুঝে নিতে হবে, তাকে কাজে লাগাতে হবে এবং অবান্তর অংশ থেকে প্রয়োজনীয় অংশটাকে আলাদা করে নিতে হবে।

"প্রথমেই আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলতে চাই যে ছেলেটি নিশ্চয় স্বেচ্ছায় চলে এসেছিল। জানালা দিয়ে নীচে নেমে সে চলে যায়—একাও হতে পারে, কারও সঙ্গেও হতে পারে। এটা একেবারে ঠিক।"

আমি স্বীকার করলাম।

"এবার এই হতভাগ্য জার্মান শিক্ষকটির কথা ধরা যাক। ছেলেটি যখন

পালায় তখন তার পরনে ছিল পুরো পোশাক। কাজেই কি করতে যাচ্ছে সেটা সে আগেই জানত। কিন্তু জার্মান শিক্ষকটির পায়ে মোজা ছিল না। কাজেই সে যা করেছে হঠাৎই করেছে।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"সে গেল কেন? কারণ তার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সে ছেলেটিকে পালাতে দেখেছিল। কারণ সে চেয়েছিল তাকে ধরে ফিরিয়ে আনতে। বাইসাইকেলটা নিয়ে সে তার পিছু নিল আর তার ফলেই তার মৃত্যু হল।"

"দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

"এবার আমার যুক্তির চরম অংশে আসছি। একটি ছোট ছেলেকে ধরতে গেলে তার পিছনে ধাওয়া করে ছুটে যাওয়াই একটি লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। সে তো জানেই যে দৌড়ে গেলেই তাকে ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু জার্মান শিক্ষকটি তা করেন নি। তিনি গেলেন বাইসাইকেল আনতে। আমি শুনেছি যে তিনি খুব ভাল সাইকেল চালাতে পারেন। ছেলেটিকে কোন দ্রুতগামী যানে চেপে পালাতে না দেখলে তিনি কখনও এ কাজ করতেন না।"

"অপর সাইকেলটি?"

"আমার গড়ে তোলাটা এখনও শেষ হয়নি। বিদ্যালয় থেকে পাঁচ মাইল দূরে তার মৃত্যু ঘটেছে—লক্ষ্য কর যে তাও কোন গুলিতে নয়, গুলিটা হয় তো একটি ছেলের পক্ষেও করা সম্ভব, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটেছে কোন শক্তিশালী হাতের প্রচণ্ড আঘাতে। তাহলে পালাবার সময় ছেলেটির নিশ্চয় একজন সঙ্গী ছিল। আর তারা খুব দ্রুত পালাচ্ছিল, কারণ তাদের ধরে ফেলতে একজন দক্ষ সাইকেল-চালককেও পাঁচ মাইল পথ ছুটতে হয়েছিল। তথাপি এই দুর্ঘটনার দৃশ্যের চারপাশের মাটি পরীক্ষা করে আমরা কি দেখেছি? কয়েকটা গরু-মোষের পায়ের দাগ: আর কিছুই না। আমি অনেকখানি জায়গা ঘুরে দেখেছি, পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন পথ নেই। অপর সাইকেল-আরোহীর সঙ্গে এ খুনের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। তাছাড়া কোন মানুষের পায়ের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় নি।"

আমি বলে উঠলাম, "হোমস, এ যে অসম্ভব।"

সে বলল, "প্রশংসনীয়! তোমার এই কথাটা যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। আমি যেভাবে বলেছি তা তো হতেই পারে না, অসম্ভব। সুতরাং যেভাবেই হোক আমার বলাটাই ভুল হয়েছে। অথচ তুমিও তো নিজের চোখেই সব দেখেছ। ভুলটা কোথায় হয়েছে বলতে পার কি?"

"পড়ে গিয়ে তার মাথা ফেটে যায় নি তো?"

"একটা বিলান জায়গায় পড়ে কি মাথা ফাটবে ওয়াটসন?"

"কি জানি, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"আরে ধ্যাৎ; অনেক খারাপ সমস্যার মীমাংসা আমরা করেছি। এক্ষেত্রেও

অনেক মালমশলা আমাদের হাতে আছে, শুধু ব্যবহার করতে পারলেই হয়। তাহলে এস, 'পামার' দিয়ে তো কোন কাজ হল না, এখন দেখা যাক তালিমারা 'ডানলপ'-এর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না।"

চাকার দাগটা খুঁজে নিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত সেটাকে অনুসরণ করলাম; অচিরেই একটা লম্বা আগাছাভর্তি বাঁক পেয়ে গেলাম; তারপর নালাটাও ছাড়িয়ে গেলাম। চাকার দাগ থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই। 'ডানলপ' টায়ারের দাগ যেখানে সর্বশেষ দেখা গেল সেখান থেকে একদিকে যেমন হোল্ডারনেস হল-এ যাওয়া যায়—আমাদের বাঁদিকে উঁচু গম্বুজগুলো দেখা যাচ্ছিল, তেমনি যাওয়া যায় আমাদের সামনেকার নীচু, ধূসর গ্রামটায় যেখানে চেস্টারফিল্ড বড় সড়কটা অবস্থিত।

আমরা নোংরা, বিশ্রী দেখতে সরাইখানাটার দিকে এগিয়ে গেলাম; দরজার উপরে একটা মোরগের প্রতীক-চিহ্ন আঁকা। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠে হোমস নিজেকে পতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তার পায়ের গোড়ালিটা ভীষণভাবে মচকে গেছে। অনেক কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। একটি ময়লা বয়স্ক লোক মাটির কালো পাইপে তামাক খাচ্ছিল।

"কেমন আছেন মিঃ রুবেন হেস?" হোমস বলল।

"আপনি কে? আর নামটাই বা জানলেন কেমন করে?" গ্রাম্য লোকটি জবাব দিল। তার দুটো ধূর্ত চোখে সন্দেহের ঝিলিক।

"আরে; আপনার মাথার উপরকার বোর্ডেই তো নামটা লেখা আছে। একজন বাড়ির মালিককে দেখলেই চেনা যায়! আপনার আস্তাবলে কোন গাড়ি আছে কি?"

"না; নেই।"

"আমি যে মাটিতে পা রাখতেই পারছি না।"

"পা রাখবেন না।"

"কিন্তু আমি যে হাঁটতে পারছি না।"

"বেশ তো, তাহলে লাফান।"

মিঃ রুবেন হেস-এর কথাবার্তা মোটেই সুবিধার নয়, কিন্তু হোমস খুশি মনেই সেটা মেনে নিল।

বলল, "দেখুন না মশায়, মহা মুস্কিলে পড়েছি। কি করে যে যাব বুঝতে পারছি না।"

"আমিও পারছি না," ব্যাজার মুখে মালিকটি বলল।

"অথচ কাজটা জরুরী। একটা বাইসাইকেল যদি দিতেন তো তার জন্য একটা মোহর দিতেও আমি রাজী।"

মালিকটি কান খাড়া করল।

"কোথায় যাবেন ?"

"হোল্ডারনেস হল-এ।"

"ডিউকের বন্ধু বুঝি ?" বিদ্রূপের চোখে আমাদের কাদা-মাখা পোশাকের দিকে তাকিয়ে মালিকটি বলল।

হোমস হ্যা-হ্যা করে হাসল।

"আমাদের দেখলে তিনি খুশি হবেন।"

"কেন ?"

"কারণ আমরা তার হারানো ছেলের খোঁজ এনেছি।"

মালিকটি চমকে উঠল।

"সে কি ? আপনারা তাকে খুঁজছেন ?"

লিভারপুল-এ তার খোঁজ পাওয়া গেছে। যেকোন সময় সে ধরা পড়বে।

তার খোঁচা-খোঁচা দাঁড়িওলা ভারী মুখের উপর আবার একটা দ্রুত পরিবর্তন খেলে গেল। হঠাৎ তার ভাবভঙ্গী মোলায়েম হয়ে উঠল।

বলল, "অন্য সব মানুষের মতই আমারও ডিউকের ভাল চাইবার কোন কারণ নেই। একসময়ে আমি ছিলাম তার বড় কোচয়ান, আর তিনি আমার সঙ্গে বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। একটা মুদির কথায় কোন কিছু না জেনে শুনেই তিনি আমাকে বরখাস্ত করে দিলেন। তবু লিভারপুল-এ ছোট হুজুরের খবর পাওয়া গেছে শুনে আমি খুশি হয়েছি। হল-এ সংবাদটা পৌঁছে দেবার ব্যাপারে অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করব।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ। আগে কিছু খেয়ে নিতে চাই। তারপর আপনার বাইসাইকেলটা দিলেই হবে।"

"আমার তো বাইসাইকেল নেই।"

হোমসের হাতের মুদ্রাটা তুলে ধরল।

"বললাম তো মশায়, আমার বাইসাইকেল নেই; হল-এ যাবার জন্য দুটো ঘোড়া দিতে পারি।"

হোমস বলল, "ঠিক আছে। আগে কিছু খেয়ে তো নিই, তারপর কথা হবে।"

পাথরের রান্নাঘরে যখন আবার আমরা একা হলাম তখন বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে হোমসের মচকানো গোড়ালিটা ভাল হয়ে গেল। রাত হয়ে এসেছে। ভোর থেকে কিছুই পেটে পড়ে নি। কাজেই খেতে কিছুটা সময় লাগল। হোমস চিন্তায় ডুবে ছিল। দু'একবার জানালায় গিয়ে আগ্রহের সঙ্গে কি যেন দেখল। একটা নোংরা উঠোনের দিকে জানালাটা খোলা। এককোণে একটা কামারশাল। একটা ছেলে সেখানে কাজ করছে। অপর দিকে আস্তাবল। হোমস আবার এসে বসেছিল। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে

উঠে চেঁচিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য ওয়াটসন, মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। তোমার মনে আছে ওয়াটসন, গরুর পায়ের দাগ দেখেছিলাম?"

"হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা।"

"কোথায়?"

"কেন, সর্বত্র। বিলের ওখানটায় ছিল, পথের উপর ছিল, আবার বেচারি হাইডেগার যেখানে মারা গিয়েছে সেখানেও ছিল।"

"ঠিক। আচ্ছা ওয়াটসন, জলাভূমিতে কতগুলো গরু তুমি দেখেছ?"

"একটাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"আশ্চর্য কথা ওয়াটসন, সারা পথে পায়ের দাগ দেখলাম, অথচ একটাও গরু দেখতে পেলাম না। খুবই আশ্চর্য নয় কি ওয়াটসন?"

"হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য।"

"ওয়াটসন, একবার চেষ্টা করে দেখ তো, মনটাকে পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। পথের উপরকার দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি।"

"মনে পড়ছে কি যে দাগগুলো কখনও এইরকমভাবে সাজানো ছিল"—কতকগুলি রুটির টুকরোকে সে এইভাবে সাজাল—: : : :—"আর কখনও এইভাবে"—: : : :—আর মাঝে মাঝে এইভাবে?"—. · . · .

"মনে করতে পারছ কি?"

"না, মনে পড়ছে না।"

"কিন্তু আমি মনে করতে পারছি। একথা শপথ করে বলতে পারি। যাহোক, অবসর সময়ে ফিরে গিয়ে এটা যাচাই করে নেব। আমি কী কাণা গুবরে পোকা যে এটাও ধরতে পারি নি?"

"শুধু এইটুকু—যে গোরু হাঁটে, কদমে চলে ও দুলকি চালেও চলে সেটা বড় আশ্চর্য গরু। জর্জের দিব্যি ওয়াটসন, এরকম একটা ধোঁকাবাজী কোন গ্রাম্য লোকের মাথায় আসবে না। কামারশালের ঐ ছেলেটি ছাড়া চারদিকে ফাঁকা। এই সুযোগে বাইরে গিয়ে যতটা পারা যায় দেখে নেওয়া যাক।"

ভাঙা আস্তাবলে এলোমেলো লোমওয়ালা দুটি নোংরা ঘোড়া। একটার পিছনের পাটা তুলে হোমস হো-হো করে হেসে উঠল।

"পুরনো নাল্ কিন্তু নতুন করে লাগানো—পুরনো নাল, কিন্তু নতুন পেরেক। এটা দেখছি এক ধ্রুপদী মামলা। এবার কামারশালে যাওয়া যাক।"

আমাদের দিকে নজর না দিয়ে ছেলেটা কাজ করতে লাগল। মেঝেতে

ছড়ানো লোহা ও কাঠের স্তূপের মধ্যে হোমসের চোখ ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ আমাদের পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। মালিক এসে দাঁড়িয়েছে। তার ভারী চোখের পাতা হিংস্র চোখের উপর নেমে এসেছে, কালো শরীরটা রাগে কাঁপছে।

লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "ওরে নরকের টিকটিকি! এখানে কি হচ্ছে?"

হোমস শান্ত গলায় বলল, "কি হল মিঃ রুবেন হেস? কেউ শুনলে ভাববে যে পাছে আমরা কিছু দেখে ফেলি সেজন্য আপনি ভয় পেয়েছেন।"

অনেক চেষ্টা করে লোকটি নিজেকে সংযত করল। কঠিন মুখ থেকে বেরিয়ে এল নকল হাসি। সে হাসি ভ্রূকুটির চাইতেও মারাত্মক।

লোকটি বলল, "যা ইচ্ছা খুঁজে দেখতে আমার কামারশালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু দেখুন মশায়, আমার বিনা অনুমতিতে আমার বাড়িতে কেউ ঘুর-ঘুর করে সেটা আমি পছন্দ করি না; কাজেই টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি আপনারা কেটে পড়বেন ততই আমি খুশি হব।"

হোমস বলল, "ঠিক আছে মিঃ হেস—আমাদের কোন খারাপ মতলব নেই। শুধু আপনার ঘোড়াগুলোকে দেখছিলাম। এখন মনে হচ্ছে আমি হেঁটেই যেতে পারব। আশা করি, বাড়িটা বেশী দূরে নয়।"

"হল-এর ফটক পর্যন্ত দু মাইলের বেশী হবে না। ঐ বাঁ দিকের রাস্তা।"

বাড়িটা ছেড়ে না আসা পর্যন্ত ক্রুদ্ধ চোখে সে আমাদের দেখতে লাগল।

রাস্তাটা ধরে বেশী দূর যাবার আগেই মোড় ঘুরে যেই আমরা মালিকের দৃষ্টির বাইরে চলে এলাম অমনি হোমস থেমে গেল।

বলল, "ছেলেদের মতই বলি, সরাইখানাটায় বেশ গরমে ছিলাম। সেখান থেকে যতই দূরে চলে যাচ্ছি ততই প্রতিপদক্ষেপে যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি। না না, এখান থেকে যাওয়া চলবে না।"

আমি বললাম, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই রুবেন হেস সব জানে। এর চাইতে বড় শয়তান আমি কখনও দেখি নি।"

"ওহো! ওকে দেখে তোমার এই ধারণা হয়েছে, তাই না? ঘোড়া আছে, কামারশাল আছে। এই 'লড়ায়ে মোরগ' জায়গাটা বেশ মজার। আর একবার বাড়িটাকে দেখতে হবে, তবে উপর-পড়া হয়ে নয়।"

আমাদের পিছনে একটা লম্বা, ঢালু পাহাড়ের অংশ। তার বুকে অনেক ধূসর চুনা-পাথর ছড়ানো। রাস্তা থেকে নেমে আমরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় হোল্ডারনেস হল-এর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটি লোক সাইকেল নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

আমার কাঁধের উপর চাপ দিয়ে হোমস বলে উঠল, "শুয়ে পড় ওয়াটসন!

আমরা তার দৃষ্টির আড়ালে যেতে না যেতেই লোকটি আমাদের পাশ দিয়ে যেন উড়ে চলে গেল। ঘূরন্ত ধুলোর মেঘের ভিতর দিয়ে একখানি বিবর্ণ, উত্তেজিত মুখ আমার চোখে পড়ল—মুখের প্রতিটি ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে তীব্র আতংক ; মুখটা হাঁ করা, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। আগের রাতে যে করিৎকর্মা জেমস ওয়াইল্ডারকে দেখেছিলাম এ যেন তারই মুখের এক বিস্ময়কর বিকৃতি।

হোমস বলল, "ডিউকের একান্ত-সচিব। চল তো ওয়াটসন, দেখি সে কি করে।"

একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখান থেকে সরাইখানার সামনের দরজাটা দেখা যায়। ওয়াইল্ডার-এর বাইসাইকেলটা পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। কাউকে চলাফেরা করতে দেখলাম না, বা জানালা দিয়েও কারও মুখ দেখা গেল না। হোল্ডারনেস হল-এর উঁচু গম্বুজের পিছনে সূর্য অস্ত গেল। ধীরে ধীরে গোধূলি নেমে এল। তারপর সেই আবছা অন্ধকারে দেখলাম সরাইখানার আস্তাবলের উঠোনে একটা এক্কা গাড়ির দু'পাশের আলো জ্বলে উঠল এবং তার একটু পরেই ক্ষুরের খট্‌খট্‌ শব্দ কানে এল ; গাড়িটা রাস্তায় পড়ে তীব্রগতিতে চেস্টারফিল্ড-এর দিকে ছুটে গেল।

"কি রকম বুঝছ ওয়াটসন," হোমস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"মনে হচ্ছে কেউ পালিয়ে গেল।"

"যতদূর দেখতে পেলাম এক্কাতে আরোহী একজন। আর সে লোক নিশ্চয়ই মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার নয়, কারণ তাকে ঐ দরজাতেই দেখা যাচ্ছে।"

অন্ধকারের ভিতর থেকে সহসা একটা চৌকণা লাল আলো ঠিকরে পড়ল। তার মাঝখানে সচিবের কালো দেহটা ; মাথা বের করে রাতের অন্ধকারে কি যেন দেখছে! বোঝা গেল, সে কাউকে আশা করছে। অবশেষে রাস্তায় পা দেখা গেল, মুহূর্তের জন্য দ্বিতীয় মূর্তিটি দৃষ্টিগোচর হল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আবার সব অন্ধকার! পাঁচ মিনিট পরে দোতলার একটি ঘরে আলো জ্বলল।

"লড়ায়ে মোরগ-এর বাড়িতে দেখছি নানারকম কাজকর্ম চলে," হোমস বলল।

"মদের দোকানটা ওপাশে।"

"ঠিক তাই। এরা হলেন যাদের বলে গোপন অতিথি। কিন্তু কথা হচ্ছে, মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার এত রাতে ঐ আড্ডায় বসে কি করছে? আর সেখানে তার সঙ্গে কেই বা দেখা করতে এসেছে? চল ওয়াটসন, আরও কিছুটা কাছে থেকে ব্যাপারটাকে ভাল করে দেখবার ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে।"

দু'জনে চুপি চুপি রাস্তা পেরিয়ে সরাইখানার দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। বাইসাইকেলটা দেয়ালে ঠেসান দেওয়া রয়েছে। হোমস একটা দেশলাই জ্বালিয়ে পিছনের চাকার উপরটা ধরল। একটা তালি-মারা 'ডানলপ' টায়ারের উপর আলোটা পড়তেই সে মুচকি হাসল। মাথার উপরেই আলোকিত জানালাটা।

"ওয়াটসন, আমাকে ঐ জানালাটায় উঁকি মারতেই হবে। পিঠটা বেঁকিয়ে তুমি যদি দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াও তাহলেই আমি সে ব্যবস্থা করে নিতে পারব।"

একমুহূর্ত পরেই আমার কাঁধে পা দিয়ে সে দাঁড়াল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার নেমে পড়ল।

বলল, "চলে এস বন্ধু, একদিনে অনেক কাজ করা হয়েছে। যতটা সম্ভব মালমশলা যোগাড় হয়েছে। এখান থেকে বিদ্যালয় অনেকটা পথ; কাজেই যত তাড়াতাড়ি যাত্রা করা যায় ততই ভাল।"

শ্রান্ত পায়ে জলাভূমির পথে চলতে চলতে সে একবারও ঠোঁট খুলল না, বা বিদ্যালয়েও ঢুকল না, কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য সোজা চলে গেল ম্যাকল্টন স্টেশনে। অনেক রাতে শুনতে পেলাম সে ডক্টর হাক্সটেব্‌ল্‌কে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শিক্ষকটির মৃত্যুতে সে ভদ্রলোক একেবারেই ভেঙে পড়েছে। আরও পরে সে যখন আবার ঘরে ঢুকল তখন তাকে সকাল-বেলাকার মতই সতর্ক ও উৎসাহী অবস্থায় দেখতে পেলাম। বলল, "বন্ধু হে, খবর সব ভালই চলছে। কথা দিচ্ছি, আগামীকাল সন্ধ্যার আগেই আমরা এ রহস্যের সমাধানে পৌঁছতে পারব।"

পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ বন্ধু ও আমি হোল্ডাবনেস হল-এর বিখ্যাত ঝাউ বীথি দিয়ে হেঁটে চললাম। এলিজাবেথীয় যুগের জমকালো দরজা পার হয়ে আমাদের মাননীয় ডিউকের পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার সেখানেই ছিল। আপাতদৃষ্টিতে ধীরস্থির ও সভ্যভব্য দেখালেও তার চকিত চাউনি ও কোঁচকানো মুখে গত রাত্রের সেই তীব্র আতংক যেন তখনও উঁকি দিচ্ছে।

আপনারা মাননীয় ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? আমি দুঃখিত; ব্যাপার কি জানেন, ডিউক মোটেই সুস্থ নন। একটা দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি খুবই ভেঙে পড়েছেন। গতকাল বিকেলে ডক্টর হাক্সটেব্‌ল্‌-এর কাছ থেকে তিনি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছেন। তা থেকেই আপনাদের আবিষ্কারের খবরটা আমরা জেনেছি।"

"ডিউকের সঙ্গে আমাকে যে দেখা করতেই হবে মিঃ ওয়াইল্ডার।"

"কিন্তু তিনি তার ঘরে আছেন।"

"তাহলে তার ঘরেই আমাকে যেতে হবে।"

"আমার বিশ্বাস তিনি বিছানায় আছেন।"

"সেখানেই দেখা করব।"

হোমসের দৃঢ় অনমনীয় ভঙ্গী দেখে সচিব বুঝল যে তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

"ঠিক আছে মিঃ হোমস; তাকে বলছি যে আপনারা এসেছেন।"

আধ ঘণ্টা পরে মহান ব্যক্তিটির আবির্ভাব হল। মুখটা বিশ্রী দেখাচ্ছে, ঘাড়টা কুঁজো হয়ে গেছে; আগের দিন সকালে যাকে দেখেছিলাম এ যেন সে মানুষই নয়। রাজকীয় সৌজন্যের সঙ্গেই ডিউক আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল। তার লাল দাড়ি টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

"বলুন মিঃ হোমস," সে বলল।

আমার বন্ধুর দৃষ্টি কিন্তু চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো সচিবের উপর নিবদ্ধ।

"মাননীয় ডিউক, মিঃ ওয়াইল্ডারের অনুপস্থিতিতেই আমি খোলাখুলি কথা বলতে পারতাম।"

লোকটির মুখ আরও একটু ম্লান হল। বিদ্বেষভরা চোখে সে হোমসের দিকে তাকাল।

"মাননীয় ডিউকের যদি ইচ্ছা হয়—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এখান থেকে যাও। মিঃ হোমস, এবার শুনুন আপনার কি বলার আছে।"

অপসৃয়মান সচিবের পিছনে দরজাটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বন্ধুবর অপেক্ষা করল। তারপর বলল, "মাননীয় মহাশয়, আমার সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসন ও আমি ডক্টর হাক্সটেব্‌ল্‌-এর কাছ থেকে এই মর্মে একটা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম যে এ ব্যাপারে একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সেটা সত্য কিনা তা আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।"

"নিশ্চয় মিঃ হোমস।"

"আমার খবর যদি ঠিক হয় তাহলে যেকেউ আপনার ছেলে কোথায় আছে তা যে বলতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দেওয়া হবে। তাই কি?"

"ঠিক তাই।"

"আর যে লোক বা লোকদের হেপাজতে সে আছে তাদের কথা যে বলতে পারবে তাকে দেওয়া হবে আরও এক হাজার?"

"ঠিক।"

"এই শেষোক্তদের দলে শুধু যারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তারাই নয়, যারা তার বর্তমান অবস্থার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে তারাও নিঃসন্দেহে অন্তর্ভুক্ত হবে?"

ধৈর্য হারিয়ে ডিউক চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিঃ শার্লক হোমস,

আপনার কাজ যদি ভালভাবে করতে পারেন তাহলে কৃপণ ব্যবহারের অভিযোগ করবার কোন কারণ আপনি পাবেন না।"

আমার বন্ধুর মিতব্যয়ী প্রকৃতি আমি জানি, তাই একথা শুনে সে যখন লোভীর মত তার হাত দুটো ঘসতে লাগল তখন আমার খুবই অবাক লাগল।

"মনে হচ্ছে, টেবিলের উপর ওটা মাননীয় ডিউকেরই চেক-বই", হোমস বলল। "ছ' হাজার পাউণ্ডের একটা চেক যদি আমাকে লিখে দেন তাহলে খুশি হব। আর চেকটা 'ক্রস্' করে দিলেই আপনার দিক থেকে ভাল হয়। ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড কাউন্টি ব্যাংক-এর অক্সফোর্ড স্ট্রীট শাখাই আমার এজেন্ট।"

"আপনি ঠাট্টা করছেন মিঃ হোমস? ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ঠাট্টার নয়।"

"মোটেই ঠাট্টা নয় মাননীয় ডিউক। জীবনে আর কখনও আমি এর চাইতে গুরুত্বের সঙ্গে কথা বলি নি।"

"তাহলে আপনি কি বলতে চান?"

"বলতে চাই যে পুরস্কারটা আমরা জিতেছি। আপনার ছেলে কোথায় আছে আমি জানি, আর যারা তাকে আটকে রেখেছে তাদের অন্তত কিছু লোককেও আমি চিনি।"

ডিউকের ভয়াবহ ফ্যাকাসে মুখে তার দাড়িটা বুঝিবা আরও রাঙা দেখাল।

"সে কোথায়?" ডিউক ঢোক গিলে বলল।

"আপনার বাগানের ফটক থেকে দুই মাইলটাক দূরে 'লড়ায়ে মোরাগ সরাইখানা'য় সে আছে, অন্তত গত রাতে ছিল।"

ডিউক তার চেয়ারে বসে পড়ল।

"আর কাকে আপনি অপরাধী মনে করেন?"

শার্লক হোমসের জবাবটা বিস্ময়কর শোনাল। দ্রুত কয়েক পা সামনে এগিয়ে সে ডিউকের কাঁধে হাত রাখল।

বলল, "আপনাকে অপরাধী করছি। মাননীয় ডিউক, এবার কিন্তু আমার চেকটা চাই।"

ডিউক লাফিয়ে উঠে অতল গহ্বরে ডুবে-যাওয়া মানুষের মত হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করল। তার তখনকার মুখের চেহারা আমি কোনদিন ভুলব না। তারপর অভিজাতসুলভ আত্মসংযমের অসাধারণ প্রচেষ্টায় চেয়ারে বসে পড়ে সে দুই হাতে মুখ ঢাকল। বেশ কয়েক মিনিট পরে আবার কথা বলল।

মাথা না তুলেই জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কতদূর জানেন?"

"কাল রাতে আপনাদের দু'জনকে একত্রে দেখেছি।"

"আপনার বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে?"

"আমি কাউকে বলি নি।"

ডিউক কাঁপা আঙুলে কলমটা ধরে চেক-বইটা খুলল।

"আমার কথা আমি রাখব মিঃ হোমস। আপনার সংবাদ আমার কাছে যতই অবাঞ্ছিত হোক, আপনার চেকটা এখনই লিখে দিচ্ছি। পুরস্কারের কথা যখন প্রথম বলা হয়েছিল তখন ভাবতেই পারি নি যে ঘটনা এভাবে মোড় নেবে। কিন্তু মিঃ হোমস, আপনি ও আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই বিবেচক লোক?"

"মাননীয় ডিউকের বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"খোলাখুলিই বলছি মিঃ হোমস। যদি শুধুমাত্র আপনারা দুজনই ঘটনাটা জেনে থাকেন, তাহলে একথা আর ছড়িয়ে পড়বার কোন কারণ নেই। আমি মনে করি, আমার কাছে আপনার প্রাপ্য বারো হাজার পাউণ্ড, তাই নয় কি?"

"আমি কিন্তু আশংকা করছি, এত সহজে ব্যাপারটা মিটবে না। এই স্কুল-শিক্ষকের মৃত্যুটাকে তো হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে।"

"কিন্তু জেমস তো ও ব্যাপারের কিছুই জানত না। সেজন্য তো আপনি তাকে দায়ী করতে পারেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে যে জানোয়ার গুণ্ডাটাকে সে কাজে লাগিয়েছিল এটা তার কাজ।"

"কিন্তু মাননীয় ডিউক, আমার মতে কোন লোক যখন একটা অপরাধ করে তখন তার ফলস্বরূপ আর যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় তারজন্যও সেই নীতিগতভাবে দায়ী।"

"হ্যাঁ, নীতিগতভাবে। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মিঃ হোমস। কিন্তু আইনের চোখে নিশ্চয় নয়। যে লোক একটা হত্যাকাণ্ডের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল না, এবং যে হত্যাকে সে আপনার মতই ঘৃণা করে, তারজন্য তো তাকে আপনি শাস্তি দিতে পারেন না। এ খবর শুনে আতংকে ও অনুশোচনায় তার মন এতই ভরে উঠেছিল যে সঙ্গে সঙ্গে এসে আমার কাছে সে সব কথা অকপটে খুলে বলেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে এই খুনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চলে যায়। ওঃ মিঃ হোমস, আপনি তাকে বাঁচান—তাকে বাঁচাতেই হবে। আমি বলছি, তাকে বাঁচাতেই হবে!" ডিউক ততক্ষণে আত্মসংযমের শেষ চেষ্টাটাও ছেড়ে দিয়ে বিচলিত মুখে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, আর মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত আবার নিজেকে সংযত করে ডেস্কে গিয়ে বসল। বলল, "অন্য কাউকে কিছু বলবার আগেই আপনি যে এখানে চলে এসেছেন সেজন্য আপনার প্রশংসা করছি। এখন অন্তত এই ঘৃণ্য কেলেংকারীটা কতটা কমানো যায় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।"

"ঠিক কথা," হোমস বলল। "মাননীয় ডিউক, আমি মনে করি. আমরা

যদি সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে সব কথা বলতে পারি তবেই সেটা সম্ভব। সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করতে আমি রাজী; কিন্তু তা করতে হলে সমগ্র পরিস্থিতিটা আমার বিস্তারিতভাবে জানা দরকার। আমি বুঝতে পারছি যে আপনি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার-এর কথাই বলতে চাইছেন, বলতে চাইছেন যে সে খুনী নয়।"

"না; খুনী পালিয়েছে।"

"আমার যৎকিঞ্চিৎ সুনাম যা আছে সেটা হয় তো মাননীয় ডিউকের কানে পৌঁছয় নি; না হলে সে আমার হাত থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে একথা আপনি ভাবতেন না। গতকাল রাত এগারটার সময় আমার খবরের ভিত্তিতেই মিঃ রুবেন হেয়েসকে চেস্টারফিল্ড এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সকালে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই স্থানীয় পুলিশের বড়কর্তার একটা টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি।"

ডিউক চেয়ারে হেলান দিয়ে আমার বন্ধুর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বলল, "আপনি দেখছি অমানুষিক শক্তির অধিকারী। তাহলে রুবেন হেয়েসও ধরা পড়ল? একথা শুনে খুশিই হলাম, অবশ্য যদি জেমস্-এর কপালে এর কোন খারাপ প্রভাব না পড়ে।"

"আপনার সচিবের কথা বলছেন?"

"না স্যার; জেমস আমার ছেলে।"

এবার হোমসের অবাক হবার পালা।

"মাননীয় ডিউক, স্বীকার করছি যে এ তথ্য আমার কাছেও সম্পূর্ণ নতুন। দয়া করে সব কথা খুলে বলুন।"

"আপনার কাছে কিছুই লুকোব না। জেমস-এর নির্বুদ্ধিতা ও ঈর্ষা যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে আমাদের ঠেলে দিয়েছে তাতে আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হলেও সব কথা খোলাখুলি বলাই ভাল যে এবিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। মিঃ হোমস, যৌবনে একজনকে এত ভালবেসেছিলাম যে ভালবাসা জীবনে মাত্র একবারই আসে। মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম, কিন্তু এ ধরনের বিয়েতে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে এই যুক্তি দেখিয়ে সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সে বেঁচে থাকলে আমি কিছুতেই আর কাউকে বিয়ে করতাম না। সে মারা গেল, রেখে গেল একটি সন্তান। মহিলার কথা ভেবেই তাকে আমি লালন-পালন করেছি, বড় করেছি। পৃথিবীর লোকের কাছে তার পিতৃত্ব আমি স্বীকার করতে পারি নি, কিন্তু তাকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছি এবং যৌবনে পদার্পণ করার পরে তাকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি। কোনক্রমে আমার গোপন কথাটা সে জেনে ফেলে এবং তারপর থেকেই আমার উপর দাবী খাটাতে এবং একটা কেলেংকারী ছড়াতে

সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ঘৃণার্হ। তাকে নিয়ে আমার বিবাহিত জীবনেও গোলযোগ দেখা দেয়। সবচাইতে বড় কথা, আমার বৈধ শিশু সন্তানকে সে গোড়া থেকেই ঘৃণা করত। আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, এরকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও কেন আমি জেমসকে এই বাড়িতেই রেখেছিলাম। তার জবাবে শুধু এই কথাই বলব যে তার মুখে আমি তার মায়ের মুখখানিই দেখতে পেতাম, আর সেই বেচারির জন্যই আজ আমার দুঃখের শেষ নেই; ছেলেটিকে দেখলেই তার মায়ের সব কথা আমার স্মৃতিতে ভিড় করে আসত। তাই আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি নি। কিন্তু পাছে সে আর্থার-এর—অর্থাৎ লর্ড স্যাল্টায়ার-এর কোন ক্ষতি করে বসে এই আশংকাতেই তার নিরাপত্তার জন্য ছেলেটিকে ডক্টর হাক্সটেব্‌ল্‌-এর বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলাম।

"এই হেয়েস লোকটা ছিল আমার ভাড়াটে, আর জেমসই বাড়িভাড়ার ব্যাপারে আমার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করত। এইভাবে জেমস হেয়েস-এর সংস্পর্শে আসে। গোড়া থেকেই লোকটা ছিল শয়তান কিন্তু যেভাবেই হোক তার সঙ্গে জেমস-এর ঘনিষ্ঠতা জন্মে; আগাগোড়াই সে নীচু শ্রেণীর লোকজনদের পছন্দ করত। জেমস যখন স্থির করল যে লর্ড স্যাল্টায়ারকে অপহরণ করবে তখন সে এই লোকটিরই সাহায্য নিল। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সেই শেষ দিনই আমি আর্থারকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। এদিকে জেমস সেই চিঠিটা খুলে তাতে নতুন করে লিখে দিল যাতে স্কুলের নিকটবর্তী 'র‍্যাগেড শ' জঙ্গলে সে তার সঙ্গে দেখা করে। সে আমার স্ত্রীর নাম উল্লেখ করল, আর তাতেই ছেলেটিকে স্কুল থেকে বের করে আনতে পারল। সেদিন সন্ধ্যায় জেমস সাইকেল চালিয়ে সেখানে গেল—সে নিজে যে কথা আমার কাছে স্বীকার করেছে আমি তাই বলছি—এবং জঙ্গলের মধ্যে আর্থারের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলল যে তার মা তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য জলাভূমিতে অপেক্ষা করছে; সে আরও বলল যে, মাঝরাতে জঙ্গলে পৌঁছলেই সেখানে ঘোড়াসমেত একটি লোককে দেখতে পাবে, আর সেই লোকই তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে। বেচারি আর্থার ফাঁদে পা দিল। নির্ধারিত সময়ে সে এল এবং একটা টাট্টু ঘোড়াসহ হেয়েসকে দেখতে পেল। আর্থার ঘোড়ায় চাপতেই দু'জন একসঙ্গে যাত্রা করল। মনে হয়—অবশ্য এ কথাটা জেমস মাত্র গতকালই শুনেছে—কেউ তাদের পিছু নিয়েছিল, হেয়েস অনুসরণকারীকে লাঠির বাড়ি মারে, আর তাতেই লোকটির মৃত্যু হয়। হেয়েস তখন আর্থারকে নিয়ে তার 'লড়ায়ে মোরগ' পানশালায় ফিরে যায়। সেখানে তাকে মিসেস হেয়েস-এর তত্ত্বাবধানে উপরের একটা ঘরে আটকে রাখা হয়। মিসেস হেয়েস দয়াবতী স্ত্রীলোক হলেও সে ছিল তার জানোয়ার স্বামীর একেবারে হাতের পুতুল।"

"দেখুন মিঃ হোমস, এই যখন পরিস্থিতি তখনই দু'দিন আগে আপনাকে আমি প্রথম দেখলাম। তখন আসল ব্যাপারটা যেমন আপনি জানতেন না, তেমনই আমিও জানতাম না। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, জেম্‌স্ এ কাজ করেছিল কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমার জবাব, আমার উত্তরাধিকারীর প্রতি তার যে বিদ্বেষ ছিল তার অনেকটাই যুক্তিহীন বাড়াবাড়িমাত্র। তার মতে, আমার সব সম্পত্তির মালিক তারই হওয়া উচিত, আর যেসব সামাজিক আইনের জন্য তা হওয়া সম্ভব নয় সেগুলির প্রতি তার ছিল গভীর বিদ্বেষ। সেই সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও তার ছিল। সে চাইত আমি যেন উত্তরাধিকার আইনকে লংঘন করি; আর তার ধারণাও ছিল যে আমি ইচ্ছা করলেই তা করতে পারি। সে চেয়েছিল আমার সঙ্গে একটা লেন-দেনের কারবার করতে—আমি যদি আইন ভঙ্গ করে উইল করে সব সম্পত্তি তাকে দিয়ে দিই তবে সে আর্থারকে ফিরিয়ে দেবে। সে জানত যে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধে পুলিশকে ডাকব না। আমি বলতে চাই, আমার কাছে এরকম একটা লেন-দেনের প্রস্তাব করবার ইচ্ছা তার ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে তা করে নি, কারণ ঘটনার পর ঘটনা এত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল যে তার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার সময় আর তার হয়ে উঠল না।

"আপনি যে এই হাইডেগার লোকটির মৃতদেহটা আবিষ্কার করে ফেললেন তাতেই তার সব পাপ-পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। সে খবর পেয়েই জেমস ভয়ে কাঁপতে লাগল। কাল যখন দু'জনে এই পড়ার ঘরে বসেছিলাম তখনই খবরটা এল। ডক্টর হাক্সটেব্‌ল্ টেলিগ্রাম করেছিলেন। দুঃখে ও উত্তেজনায় জেমস এতদূর অভিভূত হয়ে পড়ল যাতে যে সন্দেহ আগাগোড়াই আমার মনে ছিল সেটাই সহসা নিশ্চিত রূপ ধারণ করল; আমিও চাপ দিলাম যে সেই কাজটা করেছে। তখন সে স্বেচ্ছায় সব স্বীকার করল। তবু সে আমাকে অনুরোধ করল, যাতে তার হতভাগ্য সহযোগী নিজের জীবন বাঁচাবার সুযোগটা পায় সেজন্য অন্তত তিনটি দিন আমি যেন কথাটা গোপন রাখি। তার সব কথাই এতদিন মেনে এসেছি, এ প্রার্থনাও মেনে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জেমস 'লড়ায়ে মোরগ' সরাইখানায় গিয়ে হেয়েসকে সতর্ক করে দিল, তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিল। আমি নিজে দিনের বেলায় সেখানে গেলে নানারকম কথা উঠত, তাই রাত হওয়ামাত্রই আদরের আর্থারকে দেখবার জন্য সেখানে গেলাম। সে তখন নিরাপদে ও সুস্থ দেহেই ছিল, কিন্তু যে ভয়ংকর দৃশ্যটি সে দেখেছে তাতে সে এত বেশী ভয় পেয়েছে যে বলা যায় না। জেমসকে কথা দিয়েছিলাম বলেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ছেলেটিকে তিন দিনের জন্য মিসেস হেয়েস-এর কাছেই রেখে এলাম, কারণ সে কোথায় আছে সেকথা পুলিশকে জানাতে গেলেই খুনীর কথাও জানাতে হয়, আর খুনীর শাস্তি হলে তো আমার

হতভাগ্য জেমস-এরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। মিঃ হোমস, আপনি আমাকে খোলাখুলি সব কথা বলতে বলেছিলেন, আপনার কথা আমি রেখেছি, কারণ কোনরকম বাগাড়ম্বর না করেও কোন কথা না লুকিয়ে সবই আপনাকে বলেছি। এবার আপনিও খোলাখুলি সব কথা বলুন।"

"নিশ্চয় বলব", হোমস বলল। "প্রথমেই বলি, মাননীয় ডিউক, আইনের চোখে আপনি নিজের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন করে তুলেছেন। একটা শয়তানী কাজকে আপনি ক্ষমা করেছেন এবং খুনীকে পালাতে সাহায্য করেছেন, কারণ তার সহযোগীকে পালাবার সুযোগ করে দিতে জেমস ওয়াইল্ডার যে টাকাটা নিয়েছে সেটা যে আপনার তহবিল থেকেই এসেছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

ডিউক মাথা নিচু করে কথাটা মেনে নিল।

"এটা খুবই গুরুতর কথা। কিন্তু মাননীয় ডিউক, আমার মতে ছোট ছেলের প্রতি আপনার ব্যবহার আরও বেশী দূষণীয় অপরাধ। এই নরককুণ্ডে তাকে আপনি তিন দিন ফেলে রেখেছেন।"

"আমি কথা দিয়েছিলাম বলেই—"

"এই সব লোকের কাছে আবার কিসের কথা? ছেলেটাকে যে আবারও উধাও করে দেওয়া হবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? আপনার অপরাধী বড় ছেলের মুখ চেয়ে নির্দোষ ছোট ছেলেটিকে আপনি অকারণে আসন্ন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। একাজ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।"

হোল্ডারনেস-এর অহংকারী মালিক নিজের বাসভবনে এভাবে তিরস্কৃত হতে অভ্যস্ত নয়। সব রক্ত এসে তার কপালে জমল, কিন্তু বিবেকের চাপে কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

"আমি আপনাকে সাহায্য করব, কিন্তু একটা শর্তে। সেটা এই— আপনি খবর-বরদারকে ডাকুন, আর আমার ইচ্ছামত তাকে হুকুম করবার অনুমতি দিন।"

কোন কথা না বলে ডিউক বৈদ্যুতিক বোতামটা টিপল। একটি চাকর ঘরে ঢুকল।

হোমস বলল, "তুমি শুনে সুখী হবে, তোমার ছোট হুজুরকে পাওয়া গেছে। ডিউক-এর ইচ্ছা যে লর্ড স্যাল্টায়ারকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে এই মুহূর্তে 'লড়ায়ে মোরগ সরাইখানা'-য় একটা গাড়ি পাঠানো হোক।"

লোকটি খুশিমনে চলে যেতেই হোমস বলল, "ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে গেল, এবার অতীতের ব্যাপারে আমরা কিছুটা নামতে পারি। আমি সরকারী কর্মচারী নই, কাজেই বিচারের শেষ পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে সব কথা খুলে বলার কোন কারণ নেই। হেয়েস সম্পর্কে আমি

কিছুই বলব না। ফাঁসির দড়ি তার জন্য অপেক্ষা করছে, আর তাকে বাঁচাতে আমি কিছুই করব না। সে কি বলবে না বলবে আমি জানি না, কিন্তু মাননীয় ডিউক তাকে একথাটা বুঝিয়ে দিতে পারেন যে নিজের স্বার্থেই তার চুপ করে থাকা উচিত। পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই বলা হবে যে মুক্তি-পণ আদায়ের উদ্দেশ্যেই সে ছেলেটিকে অপহরণ করেছিল। তারা যদি নিজেরা এটা ধরতে না পারে, তাহলে আমি কেন তাদের অধিকতর উদার হতে বলব? কিন্তু মাননীয় ডিউক, আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, আপনার বাসভবনে মিঃ জেমস ওয়াইল্ডারের উপস্থিতি ভবিষ্যতে অধিকতর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠতে পারে।"

"সেটা আমি বুঝি মিঃ হোমস। ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে চিরদিনের মত আমাকে ছেড়ে সে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবে ভাগ্যের সন্ধানে।"

"মাননীয় ডিউক, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করব এবার আপনি ডাচেস-এর সঙ্গে সব গোলযোগ মিটিয়ে ফেলুন। আপনিই তো বলেছেন, জেমস-এর উপস্থিতিই আপনার বিবাহিত জীবনের অশান্তির কারণ; তাহলে দুর্ভাগ্যক্রমে আপনাদের যে সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল, এবার সেটাকে জোড়া দিতে চেষ্টা করুন।"

"সে ব্যবস্থাও করেছি মিঃ হোমস। আজ সকালেই ডাচেস্‌কে চিঠি লিখেছি।"

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, "তাহলে তো এই উত্তরাঞ্চলে কয়েকটা দিনের জন্য এসে কিছু ভাল কাজ করতে পারলাম বলে আমার বন্ধু ও আমি নিজেদের অভিনন্দন জানাতেই পারি। আর একটা বিষয়ের উপর একটু আলোকপাত করুন। এই হেয়েস লোকটা তার ঘোড়ার পায়ে যে নাল লাগিয়েছিল তার ছাপ দেখতে গরুর পায়ের ছাপের মত। এই অসাধারণ কৌশলটা সে কি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার-এর কাছ থেকে জেনেছিল?"

মুহূর্তের জন্য ডিউক কি যেন ভাবল। তার মুখে ফুটে উঠল চরম বিস্ময়। তারপরই একটা দরজা খুলে সে আমাদের নিয়ে সংগ্রহশালার মত করে সাজানো একটা বড় ঘরে ঢুকল। এক কোণের একটা কাঁচের আধারের কাছে গিয়ে সে তার উপরকার লেখাগুলি আমাদের দেখাল।

তাতে লেখা ছিল, "এই নালগুলো হোল্ডারনেস হল-এর পরিখা খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে। ঘোড়ার পায়ে লাগাবার জন্যই এগুলো তৈরি, কিন্তু অনুসরণ-কারীদের ভুল পথে চালাবার জন্য এগুলোর নীচটা লোহার জোড়া ক্ষুরের মত করে গড়া হয়েছে। যতদূর মনে হয়, এগুলো হোল্ডারনেস বংশের কোন মধ্য-যুগীয় ব্যারণদের সম্পত্তি।"

হোমস ঢাকনাটা খুলে আঙুলটা ভিজিয়ে নিয়ে নালের উপর সেটা ঘসে নিল। তার আঙুলের চামড়ায় নতুন মাটির একটা পাতলা আস্তরণ দেখা গেল।

কাঁচটা ঠিক জায়গায় রেখে সে বলল, "ধন্যবাদ। উত্তরে এসে এই দ্বিতীয় একটি আকর্ষণীয় বস্তু দেখতে পেলাম।"

"আর প্রথম কোন্‌টি?"

হোমস চেকটা ভাঁজ করে সযত্নে নোট-বইয়ের মধ্যে রাখল। আদর করে সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে সে বলল, "আমি গরিব মানুষ", আর তার পরেই নোট-বইটাকে ভিতরের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

নাচিয়ে মানুষের দল

The Dancing man



হোমস বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে নীরবে বসেছিল: লম্বা, সরু পিঠটা বেঁকিয়ে রাসায়নিক পাত্রটার উপর ঝুঁকেপড়ে কি যেন একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মিশ্রণ তৈরি করছিল। মাথাটা এমনভাবে বুকের উপর ঝুলে পড়েছে যে আমার দিক থেকে তাকে মনে হচ্ছিল ধূসর পালক ও কালো ঝুঁটিওয়ালা একটি অদ্ভুত, লিকলিকে পাখির মত।

হঠাৎই সে বলে উঠল, "তাহলে ওয়াটসন, দক্ষিণ আফ্রিকার ঋণ-পত্রে টাকা খাটাতে তুমি চাও না?"

আমি চমকে উঠলাম। হোমসের বিচিত্র সব ক্ষমতার কথা আমি জানি, কিন্তু আমার এই গোপন চিন্তার কথা সে কেমন করে জানতে পারল সেটা আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য।

"সেকথা তুমি কেমন করে জানলে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

গরম টেস্ট-টিউবটা হাতে নিয়ে দৃঢ়বদ্ধ দুই চোখে খুশির ঝিলিক ফুটিয়ে সে তার আসনেই ঘুরে বসল।

"তাহলে স্বীকার কর ওয়াটসন যে তুমি খুবই অবাক হয়েছ?"

"স্বীকার করছি।"

"এই মর্মে একটা কাগজে তোমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া উচিত।"

"কেন?"

"কারণ পাঁচ মিনিট পরেই তুমি বলে বসবে, এতো অত্যন্ত সরল।"

"নিশ্চয় করে বলছি সেকথা কখনও বলব না।"

টেস্ট-টিউবটাকে তাকের উপর ঠেসান দিয়ে রেখে ক্লাসে বক্তৃতারত অধ্যাপকের মত সে বক্তৃতা শুরু করল, "দেখ ভাই ওয়াটসন, নিজস্বভাবে প্রত্যেকটি সরল এবং প্রতিটি তার পূর্ববর্তীটির উপর নির্ভরশীল এ ধরনের পর পর অনেকগুলি অনুমান করে যাওয়া এমনকিছু শক্ত কাজ নয়। এ ধরনের কাজ করবার পরে

কেউ যদি মাঝখানের সবগুলি অনুমানকে ছেটে ফেলে শ্রোতাদের শুনিয়ে দেয় শুধু শুধু ও শেষের অনুমানটি, তাহলে তার ফলটি নিশ্চয় চমকপ্রদ ও চাকচিক্যময় বলেই মনে হবে। এখন তোমার বাঁ হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধার ভিতরকার ফাঁকটা দেখলে একথা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না যে তোমার যৎসামান্য পুঁজি তুমি স্বর্ণখনিতে লগ্নী করতে চাও না।"

"আমি তো দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।"

"না পাবারই কথা; কিন্তু একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। একটি সরল চিন্তা-শৃংখলের মধ্যবর্তী হারানো যোগসূত্রগুলি বলে দিচ্ছি: ১। গত রাতে যখন ক্লাব থেকে ফিরলে তখন তোমার বাঁ হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধার মধ্যে খড়ির দাগ ছিল। ২। বিলিয়ার্ড খেলার সময় দণ্ডটাকে ঠিক জায়গায় রাখবার জন্যই তুমি ওখানে খড়ির দাগ দিয়ে থাক। ৩। থর্স্টন ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে তুমি বিলিয়ার্ড খেল না। ৪। চার সপ্তাহ আগে তুমি আমাকে বলেছিলে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার কিছু লগ্নীর মেয়াদ এক মাসের মধ্যে শেষ হবে এবং তার ইচ্ছা তুমি তার অংশীদার হও। ৫। তোমার চেক-বইটা আমার দেরাজেই তালাবন্ধ থাকে, আর তুমি তার চাবিটা চেয়ে নাও নি। ৬। এভাবে তোমার টাকাটা লগ্নী করতে তুমি চাও না।"

"সত্যি কি অদ্ভুত রকমের সরল," আমি চেঁচিয়ে বললাম।

সে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "ঠিক তাই! বুঝিয়ে দেবার পরে সব সমস্যাই তোমার কাছে ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। আচ্ছা, এই একটি সমস্যা যার ব্যাখ্যা কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। দেখ তো বন্ধু ওয়াটসন, এর কোন হিল্লে করতে পার কি না।" টেবিলের উপর একটা কাগজ মেলে দিয়ে সে আবার তার রাসায়নিক বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করল।

কাগজের উপরকার অদ্ভুত চিত্র-লিপির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"এ কী হোমস, এ যে দেখছি কোন বাচ্চার আঁকা ছবি?" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

"ও হো, তাই তোমার মনে হচ্ছে!"

"তাছাড়া আর কি হতে পারে?"

"নরফোক-এর রিড্‌লিং থর্প জমিদারির মিঃ হিল্টন কিউবিট তো সেটাই জানতে চাইছেন। এই হেঁয়ালিটা এসেছে প্রথম ডাকে, আর পরের ট্রেনেই আসছেন তিনি। ওয়াটসন, ঐ তো ঘণ্টাটা বাজল। তিনিই যদি এসে থাকেন তো আমি আশ্চর্য হব না।"

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকল একটি দীর্ঘদেহ, লালমুখ, পরিষ্কার-কামানো ভদ্রলোক; তার দুটি স্বচ্ছ চোখ আর

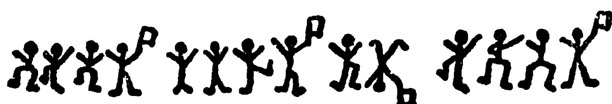
রক্তিম গাল দেখেই বোঝা যায় কুয়াসা-ছাওয়া বেকার স্ট্রীট থেকে অনেক দূরে সে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘরে ঢুকল পূর্ব-উপকূলের তাজা, স্বাস্থ্যপ্রদ, জোরালো বাতাসের একটি ঝলক। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে বসতে গিয়েই তার চোখ পড়ল বিচিত্র ছবি-আঁকা কাগজটার উপর।

সে বলে উঠল, "আচ্ছা মিঃ হোমস, এগুলোর অর্থ আপনি কিছু বুঝলেন কি? লোকে বলে অদ্ভুত রহস্য আপনার খুব প্রিয়; এর চাইতে অদ্ভুততর কিছু আপনি আর কোথাও পাবেন বলে তো মনে হয় না। যাতে আমি পৌঁছবার আগেই এটাকে পরীক্ষা করে দেখবার সময় পান সেইজন্যই কাগজটা আগাম পাঠিয়ে দিয়েছি।"

হোমস বলল, "জিনিসটা সত্যি খুব অদ্ভুত। প্রথম দৃষ্টিতে ছেলেমানুষী বলেই মনে হতে পারে। কাগজের উপরে কতকগুলি ছোট ছোট নাচিয়ে মূর্তি আঁকা হয়েছে। এরকম একটা বিদ্ঘুটে জিনিসের উপর আপনি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?"

"গুরুত্ব দিতাম না মিঃ হোমস। কিন্তু আমার স্ত্রী গুরুত্ব দিচ্ছে। এটা দেখে সে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। মুখে কিছুই বলে না, কিন্তু তার চোখে আমি দেখেছি ভয়ংকর ভীতি। তাই আমি ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখতে চাই।"

হোমস কাগজটা এমনভাবে তুলে ধরল যাতে সূর্যের আলোটা পুরোপুরি তার উপরে পড়ে। একটা নোট-বই থেকে ছেঁড়া একখানা পাতা। পেন্সিল দিয়ে এইভাবে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে:



কিছু সময় ধরে ভাল করে দেখে হোমস কাগজটাকে ভাঁজ করে তার নোট-বইতে রেখে দিল।

বলল, "মনে হচ্ছে কেসটা খুবই চমকপ্রদ ও অসাধারণ। মিঃ হিল্টন কিউবিট, চিঠিতে কিছু বিবরণ আপনি আমাকে জানিয়েছেন; কিন্তু আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনের সুবিধার জন্য আপনি যদি সব ব্যাপারটা আর একবার বলেন তো খুবই বাধিত হব।"

আমাদের অতিথি গভীর আবেগে তার শক্ত হাত দুখানি বার বার বন্ধ করতে করতে ও খুলতে খুলতে বলতে লাগল, "আমি ভাল গল্প-বলিয়ে নই। কোন কথা পরিষ্কার না হলে দয়া করে বলবেন। গত বছর আমার বিয়ের সময় থেকে শুরু করছি; কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি যে আমি যদিও ধনী মানুষ নই, আমার পিতৃপুরুষরা কিন্তু পাঁচ শতাব্দী ধরে রিড্‌লিং থর্প-

এ বসবাস করছেন এবং নরফোক জেলায় আমাদের মত সর্বজনপরিচিত পরিবার আর একটিও নেই। গত বছর জুবিলি-উৎসবের সময় আমি লণ্ডনে এসেছিলাম এবং রাসেল স্কোয়ার-এ একটা বোর্ডিং-হাউসে উঠেছিলাম। কারণ আমাদের যাজকপল্লীর ভাইকার পার্কারও সেখানেই উঠেছিল। একটি মার্কিন তরুণীও সেখানেই উঠেছিল—নাম প্যাট্রিক—এল্সি প্যাট্রিক। যে করেই হোক আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল এবং একটি মাস শেষ হবার আগেই আমি ভীষণভাবে তার প্রেমে পড়ে গেলাম! রেজিস্ট্রি-আপিসে গিয়ে অনাড়ম্বরভাবে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল এবং নববিবাহিত দম্পতিরূপে আমরা নরফোক-এ ফিরে গেলাম। মিঃ হোমস, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, তার অতীত এবং আত্মীয়-স্বজনের কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে এভাবে তাকে বিয়ে করাটা আমার মত ভাল পরিবারের একজন মানুষের পক্ষে পাগলামিস্বরূপ; কিন্তু আপনি যদি তাকে দেখতেন, তাহলেই সব বুঝতে পারতেন।

"এ ব্যাপারে এল্সি ছিল খুবই সহজ-সরল। আমি যাতে ইচ্ছা করলেই সরে দাঁড়াতে পারি সেরকম সুযোগ সে আমাকে দেয় নি এরকম কথা আমি বলতে পারি না। সে বলেছিল, 'আমার জীবনে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, সে সব কিছুই আমি ভুলে যেতে চাই। অতীতের কথা আমি বলতেও চাই না; কারণ সেটা আমার পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক। হিল্টন, তুমি যদি আমাকে গ্রহণ কর, তাহলে এমন একটি নারীকেই তুমি পাবে যার জীবনে এমন কিছুই ঘটে নি যার জন্য সে ব্যক্তিগতভাবে লজ্জিত বোধ করতে পারে; কিন্তু আমার কথাকে বিশ্বাস করেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে; তোমার সঙ্গিনী হবার আগে পর্যন্ত যাকিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে আমাকে সম্পূর্ণ নীরব থাকবার অনুমতি তোমাকে দিতে হবে। এই শর্তগুলিকে যদি খুব কঠোর মনে কর, তাহলে তুমি নরফোক-এ ফিরে যাও, আর যে নির্জন জীবনে তুমি এসে আমাকে দেখেছিলে সেই জীবনে আমাকে রেখে যাও। আমাদের বিয়ের ঠিক আগের দিন এই কথাগুলি সে আমাকে বলেছিল। আর আমি তাকে বলেছিলাম তার শর্ত মেনে নিয়েই তাকে গ্রহণ করে আমি সুখী হব, আর সেকথা আমি রেখেছিলাম।

"দেখুন, এক বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু প্রায় মাসখানেক আগে জুন মাসের গোড়াতে গোলমালের চিহ্ন প্রথম আমার চোখে পড়ল। একদিন আমার স্ত্রী আমেরিকা থেকে একটা চিঠি পেল। আমেরিকার ডাক-টিকিট আমি দেখেছিলাম। সে যেন মরার মত সাদা হয়ে গেল, চিঠিটা পড়ল, তার পরই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল। পরবর্তীকালে সেও এ চিঠির কথা উল্লেখ করে নি, আর আমিও জিজ্ঞাসা করি নি, কারণ প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই, কিন্তু সেইমুহূর্ত থেকে তার যেন আর স্বস্তি ছিল না। সব সময়ই তার মুখে একটা ভয়ের ভাব—এমন একটা

দৃষ্টি যেন সে কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে, কিছু প্রত্যাশা করছে। হয়তো আমাকে বিশ্বাস করলেই সে ভাল করত। তাহলেই সে বুঝতে পারত যে আমিই তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু সে মুখ ফুটে না বলা পর্যন্ত তো আমি কিছু করতে পারি না। মনে রাখবেন মিঃ হোমস যে সে খুবই বিশ্বস্ত; তার অতীত জীবনে যাই ঘটে থাকুক না কেন, সেটা তার দোষ নয়। আমি একজন সাধারণ নরফোক জমিদার, কিন্তু সারা ইংলণ্ডে এমন কোন লোক নেই যে তার পারিবারিক সম্মানকে আমার চাইতে বেশী সম্মান দিয়ে থাকে। সেও সে-কথা ভাল করেই জানে, আর আমাকে বিয়ে করবার আগে থেকেই জানত। কিছুতেই সে আমার পরিবারের উপর কলংক আরোপ করবে না—সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

"এবার তাহলে আমার কাহিনীর সবচাইতে উদ্ভট অংশে চলে আসি। সপ্তাহখানেক আগে—গত সপ্তাহের মঙ্গলবারে—জানালার গোবরাটে আমি অনেকগুলি ছোট ছোট অদ্ভুত নাচিয়ে মূর্তি দেখতে পেলাম—ঠিক এই কাগজের মূর্তিগুলোর মত। সেগুলি খড়ি দিয়ে আঁকা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আস্তাবলের ছোকরাটাই ওগুলো এঁকেছে, কিন্তু সে দিব্যি করে জানাল যে এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। যেভাবেই হোক, রাতের বেলায়ই ওগুলোকে সেখানে আঁকা হয়েছিল। সেগুলো ধুইয়ে দিলাম, এবং পরে একসময় আমার স্ত্রীকে কথাটা বললাম। এতে সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল দেখে আমার খুব অবাক লাগল। উপরন্তু সে আমাকে বলল যে এ রকম মূর্তি আরও যদি আমার চোখে পড়ে তাহলে যেন তাকে দেখাই। এক সপ্তাহ আর কোন কিছু দেখতে পেলাম না; কিন্তু তারপরেই গতকাল সকালে বাগানের সূর্য-ঘড়ির উপর এই কাগজটা দেখতে পেলাম। এল্‌সিকে কাগজটা দেখাতেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সেই থেকে সে যেন স্বপ্নের মধ্যে চলাফেরা করছে; কেমন যেন অর্ধবিমূঢ় অবস্থা; দুই চোখে সব সময়ই আতংকের আভাষ। মিঃ হোমস, তারপরই আপনাকে চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম। এটা নিয়ে পুলিশের কাছেও যেতে পারি নি, কারণ তারা আমাকে দেখে শুধুই হাসত; কিন্তু আপনি আমাকে যথাকর্তব্য বলে দিতে পারবেন। আমি ধনী লোক নই; কিন্তু ছোট্ট স্ত্রীলোকটির যদি কোন বিপদ দেখা দেয় তাহলে তাকে বাঁচাবার জন্য আমার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করতে আমি রাজী।"

লোকটি বড় ভালমানুষ; পুরনো দিনের ইংলণ্ডের সন্তান; সরল, সহজ, ভদ্র; নীল চোখ দুটি আন্তরিকতায় উজ্জ্বল; প্রশস্ত মুখখানি প্রশান্তিতে ভরা। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, তার উপর নির্ভরতা যেন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। একান্ত মনোযোগসহকারে হোমস তার কাহিনী শুনল, তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, "আচ্ছা মিঃ কিউবিট, আপনার কি মনে হয় না যে আপনার স্ত্রীর কাছে সরাসরি ব্যাপারটা তোলা, তার গোপন কথা আপনাকে জানাতে অনুরোধ করাই এ অবস্থায় সবচাইতে ভাল পথ ?"

হিল্টন কিউবিট তার মস্তবড় মাথাটা নাড়তে লাগল।

"মিঃ হোমস, কথা যখন দিয়েছি সে-কথা রাখতেই হবে। আমাকে বলবার ইচ্ছা যদি এল্সির থাকত তাহলে সেই বলত। তা যদি না থাকে, তাহলে জোর করে আমি তার বিশ্বাসভাজন হতে চাই না। কিন্তু আমার নিজের পথে চলবার অধিকার আমার আছে—আর তাই আমি চলব।"

"আমিও সর্বান্তঃকরণে আপনাকে সাহায্য করব। প্রথম কথা, আপনাদের অঞ্চলের কোন অপরিচিত লোককে দেখা গিয়েছে বলে শুনেছেন কি ?"

"না।"

"আমার ধারণা জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। কোন নতুন মুখ দেখা গেলেই তা নিয়ে আলোচনা হত না কি ?"

"খুব কাছাকাছি হলে হত। কিন্তু অনতিদূরেই কিছু জল-বিহারের স্থান আছে। আর চাষীরা তাদের বাড়িতে অতিথিদের আশ্রয় দিয়ে থাকে।"

"এইসব চিত্র-লিপির নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। এটা যদি পুরোপুরি খেয়াল-খুশির ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে এ সমস্যার সমাধান করা হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়বে। অপরপক্ষে, এর মধ্যে যদি কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহলে আমরা যে নিশ্চয় এর গোড়ায় পৌছতে পারব সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে নমুনাটি আপনি এনেছেন সেটা এতই সংক্ষিপ্ত যে আমি কিছুই করতে পারছি না, আর যেসব ঘটনার কথা আপনি বললেন সেটা এতই অনির্দিষ্ট যে তাকে ভিত্তি করেও কোন তদন্তকার্যই চালানো যায় না। কাজেই আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি নরফোকে ফিরে যান, সজাগ দৃষ্টি রাখুন, আর নতুন কোন নাচিয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটলে তার সঠিক অনুলিপি তৈরি করে রাখুন। গোবরাটের উপর খড়ি দিয়ে যে মূর্তিগুলো আঁকা হয়েছিল তার কোন অনুলিপি না থাকায় আমাদের পরিতাপের অন্ত নেই। আশপাশে কোন নবাগতের দেখা পাওয়া গেছে কি না সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ হলেই আবার আমার কাছে চলে আসবেন। মিঃ হিল্টন কিউবিট, এর চাইতে ভাল কোন পরামর্শ আপাতত আমি দিতে পারছি না। ইতিমধ্যে যদি কোন গুরুতর নতুন ঘটনা ঘটে, তাহলে আমি অবশ্য ছুটে যাব এবং আপনাদের নরফোক-এর বাড়িতে হাজির হব।"

এই সাক্ষাৎকারের পর থেকেই শার্লক হোমস বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। বেশ কয়েকদিন ধরেই সে মাঝে মাঝেই নোটবই থেকে কাগজটা বের করে দীর্ঘ সময় ধরে সাগ্রহে সেই বিচিত্র মূর্তিগুলোকে দেখতে লাগল। কিন্তু এ ব্যাপারে মুখে কিছুই বলত না। পক্ষকালের মত পরে একদিন বিকেলে আমি

যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সে আমাকে ডেকে ফেরাল।

"তুমি এখানে থেকে গেলেই ভাল হয় ওয়াটসন।"

"কেন?"

"কারণ আজ সকালেই হিল্টন কিউবিট-এর কাছ থেকে একটা তার পেয়েছি, নাচিয়ে মানুষদের ব্যাপারে হিল্টন কিউবিট-এর কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে? একটা-বিশ মিনিটে তার লিভারপুল স্ট্রীটে পৌছবার কথা। যেকোন সময় সে এখানে পৌছে যাবে। তার প্রেরিত তার থেকে বুঝতে পারছি, সেখানে নতুন কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটেছে।

বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না, আমাদের নরফোক জমিদার মশায় স্টেশন থেকে একটা গাড়ি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে পৌছে গেল। তাকে অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট ও অবসন্ন মনে হল—হুচোখে ও রেখাংকিত কপালে শ্রান্তির ছাপ।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকটি ধপ্ করে হাতল-চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, "মিঃ হোমস, এই ব্যাপারটা আমার স্নায়ুর উপর যেন চেপে বসেছে। কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু অদৃশ্য, অজ্ঞাত লোক সব সময় আপনাকে ঘিরে রয়েছে এ কথা ভাবতেই তো খারাপ লাগে; কিন্তু তার উপরে আপনি যদি দেখেন যে তার ফলে আপনার স্ত্রী তিল-তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাহলে রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে তা সহ্য করাই যে কঠিন হয়ে পড়ে। এইসব ঘটনার চাপে সে শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

"তিনি কি এখনও কিছু বলেন নি?"

"না মিঃ হোমস, কিছুই বলে নি। অনেক সময়ই মনে হয়েছে, বেচারি বোধহয় কিছু বলতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বলতে পারছে না। তাকে সাহায্যও করতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু কাজটা ঠিকমত করতে না পারায় সে বরং আরও সংকোচবোধ করেছে। আমাদের প্রাচীন পরিবার, জেলার মধ্যে আমাদের সুনাম, নিষ্কলংক পারিবারিক সম্মান নিয়ে আমাদের গর্ব—এ-সব কথা যখনই সে বলেছে তখনই মনে হয়েছে সে বুঝি আসল প্রসঙ্গটি তুলবে, কিন্তু যে করেই হোক ততদূর পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।"

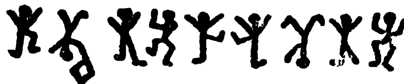
"কিন্তু আপনি নিজে তো কিছু কিছু জানতে পেরেছেন?"

"অনেক কিছু জেনেছি মিঃ হোমস। কিছু নতুন নাচিয়ে মানুষের ছবি আপনার জন্য এনেছি; আর তার চাইতেও বড় কথা, লোকটিকে আমি দেখেছি।"

"সে কি—যে লোক ছবিগুলো আঁকে তাকে?"

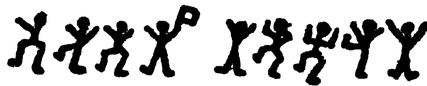
"হ্যা, আমি তাকে ছবিগুলো আঁকতেই দেখেছি। কিন্তু সেসব কথা পর পর সাজিয়ে বলাই ভাল। আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবার পরদিন সকালেই আর একদল নাচিয়ে মানুষের দেখা পেলাম। সামনের জানালাগুলো

থেকে যে বাগানটা স্পষ্ট দেখা যায় তার পার্শ্ববর্তী যন্ত্রপাতির ঘরটার কালো কাঠের দরজার উপর খড়ি দিয়ে মূর্তিগুলো আঁকা হয়েছে। এই নিন সেটার সঠিক অনুলিপি।" একখানা কাগজের ভাঁজ খুলে সেটাকে সে টেবিলের উপর রাখল। এই সেই চিত্র-লিপির অনুলিপি :



"চমৎকার!" হোমস বলে উঠল। "চমৎকার। দয়া করে বলে যান।"

"মূর্তিগুলোর অনুলিপি তৈরি করেই সেগুলো মুছে ফেললাম; কিন্তু দুটি সকাল পার হবার পরে আবার নতুন ছবি দেখা দিল। তারও অনুলিপি নিয়ে এসেছি। এই দেখুন" :



হোমস হাত ঘসতে ঘসতে খুশিতে মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

"মালমশলা বেশ দ্রুত জমে উঠেছে," সে বলল।

তিন দিন পরে সূর্য-ঘড়ির পাথর চাপা দেওয়া কাগজের একটা চিত্র-লিপি পাওয়া গেল। এই সেটা। দেখতেই পাচ্ছেন, ছবিগুলো হুবহু আগেরটারই মত। তারপরেই স্থির করলাম, লুকিয়ে থেকে ব্যাপারটা দেখব। রিভলবারটা সঙ্গে নিয়ে আমার পড়ার ঘরে বসে রইলাম; সেখান থেকে লন ও বাগানটা পরিষ্কার দেখা যায়। সকাল দুটো নাগাদ আমি জানালায় বসে আছি। বাইরে চাঁদের আলো ছাড়া আর সবই অন্ধকার। এমন সময় আমার পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থায় আমার স্ত্রী এসেছে। সে আমাকে বিছানায় যেতে বলল। তাকে খোলা মনেই জানালাম, কে আমাদের সঙ্গে এই অদ্ভুত খেলা খেলছে সেটা আমি দেখতে চাই। সে বলল, ওটা একটা অর্থহীন বাজে ঠাট্টা মাত্র; ওদিকে আমাকে নজর দিতে হবে না।

'দেখ হিলটন, এ ব্যাপারে তুমি যদি সত্যি সত্যি বিরক্তি বোধ করে থাক, তাহলে চল আমরা দু'জন কোথাও বেড়াতে যাই, তাহলেই এসব বাজে গোলমালের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

"আমি বললাম, 'কি? একটা লোকের বাজে ঠাট্টার ভয়ে আমরা নিজের বাড়ি ছেড়ে পালাব? আরে, তাহলে যে সারা জেলার লোক আমাদের দেখে হাসবে!'

"তখন সে বলল, 'ঠিক আছে, এখন তো শুতে চল ; সকালে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

"হঠাৎ চাঁদের আলোয় আমি দেখলাম, কথা বলতে বলতেই তার মুখটা আরও সাদা হয়ে গেল ; তার হাতটা আরও জোরে আমার কাঁধের উপর চেপে বসল। যন্ত্রপাতির ঘরটার ছায়ায় কি যেন নড়াচড়া করছে। দেখলাম, একটা কালো মূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে মোড়টা ঘুরে দরজার সামনে বসে পড়ল। পিস্তলটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার স্ত্রী দুই হাত বাড়িয়ে সজোরে আমাকে আঁকড়ে ধরল। তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে বেপরোয়া হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে যখন ঘটনাস্থলে গেলাম ততক্ষণে লোকটি চলে গেছে। তার উপস্থিতির একটা চিহ্ন অবশ্য সে রেখে গেছে। কারণ দরজার উপর দেখতে পেলাম সেই একই রকম নাচিয়ে মানুষদের ছবি যেটা এর আগেও দুবার দেখেছি এবং ঐ কাগজে এঁকে নিয়ে এসেছি। সারা বাগান খুঁজেও লোকটার আর কোন হদিস কোথাও পেলাম না। কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়ের কথা হল, লোকটা সারাক্ষণই সেখানে ছিল, কারণ সকালে দরজাটাকে আবার পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম, আগের মূর্তিগুলোর নীচে আরও কিছু মূর্তি সে এঁকে রেখে গেছে।"

"সেই নতুন মূর্তিগুলোর ছবি এনেছেন কি ?"

"হ্যাঁ ; ছবিটা ছোট ; তার অনুলিপি করে এনেছি। এই নিন।"

আবার সে একখানা কাগজ বের করে দিল। নতুন নাচের ভঙ্গিটা এই ধরনের :



হোমসের চোখ দেখেই বুঝলাম সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে বলল, "বলুন তো, এই মূর্তিগুলো কি আগেকার ছবিটারই অংশ, না সম্পূর্ণ নতুন ছবি ?"

"এগুলো আঁকা হয়েছিল দরজার একটা আলাদা প্যানেল-এ।"

"চমৎকার। আমাদের দিক থেকে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনটি আশায় ভরে উঠেছে। মিঃ হিল্টন কিউবিট, দয়া করে আপনার চমৎকার কাহিনীর সবটাই বলুন।"

"আর তো কিছু বলার নেই মিঃ হোমস। সেদিন আমি যখন সেই লুকিয়ে থাকা পাজী লোকটাকে ধরতে পারতাম তখন আমাকে আটকে রাখার জন্য সে রাতে আমার স্ত্রীর উপর রাগ করেছিলাম। সে অবশ্য বলেছিল, আমার কোনরকম ক্ষতি হতে পারে এই আশংকাতেই সে ওরকম করেছিল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল যে, তার আসল ভয় ছিল সেই লোকটার জন্য, কারণ তখন আমার কোন সন্দেহ ছিল না যে সে ঐ লোকটাকে চিনত

আর এই সব অদ্ভুত সংকেতের অর্থও সে বুঝত। কিন্তু মিঃ হোমস, আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুর আছে, এমন একটা দৃষ্টি আছে তার চোখে যা সব সন্দেহকে দূর করে দেয়; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমার নিরাপত্তাই তখন তার মনে ছিল। এই আমার পুরো কাহিনী; এবার আমার কি করা উচিত সেবিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। আমার কিন্তু ইচ্ছা, আমার গোলা-বাড়ির আধডজন ছোকরাকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখি, আর সেই লোকটি আবার এলে তাকে এমন ধোলাই দেই যাতে ভবিষ্যতে সে আমাদের শান্তিতেই থাকতে দেয়।"

হোমস বলল, "আমার কিন্তু আশংকা হচ্ছে রোগটা যেরকম শিকড় গেড়েছে তাতে এত সহজ ওষুধে প্রতিকার হবে না। আপনি কত সময় লণ্ডনে থাকতে পারেন?"

"আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে। কোন কারণেই রাতের বেলা আমার স্ত্রীকে একা থাকতে দিতে পারি না। সে খুবই মানসিক দুর্বলতায় ভুগছে, আর তাই আমাকে ফিরে যেতে বলেছে।"

"আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আপনি যদি থেকে যেতে পারতেন তাহলে দু'একদিনের মধ্যেই আমিও হয়তো আপনার সঙ্গেই যেতে পারতাম। ইতিমধ্যে আপনি কাগজপত্রগুলো আমার কাছেই রেখে যান; আশা করছি, খুব শিগ্‌গিরই আপনাদের ওখানে একবার যেতে পারব, এবং আপনার কেসের ব্যাপারেও কিছুটা আলোকপাত করতে পারব।"

অতিথি চলে না যাওয়া পর্যন্ত শার্লক হোমস তার বৃত্তিগত শান্ত গাম্ভীর্যকে রক্ষা করেই চললো; কিন্তু আমি তো তাকে ভাল করেই জানি তাই অনায়াসেই বুঝতে পারলাম যে তার উত্তেজনা চরমে উঠেছে। হিল্টন কিউবিট-এর চওড় পিঠটা দরজার আড়ালে অদৃশ্য হওয়ামাত্রই সে টেবিলের কাছে ছুটে গেল এবং নাচিয়ে মানুষদের সবগুলো ছবি চোখের সামনে সাজিয়ে নানারকম জটিল ও ব্যাপক হিসাব-নিকাশে ডুবে গেল।

দু'ঘণ্টা ধরে দেখলাম, পাতার পর পাতা জুড়ে নানা রকম ছবি ও অক্ষর সাজাবার কাজে সে এতই তন্ময় হয়ে রইল যে আমার উপস্থিতির কথাটাও বুঝি ভুলে গেল। কখনও কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে কাজ করতে করতেই সে গান গেয়ে উঠল, শিস দিতে লাগল; আবার কখনও বা খেই হারিয়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল, কপাল কুঁচকে গেল; চোখের দৃষ্টি গেল ফাঁকা হয়ে। শেষ পর্যন্ত খুশিতে চীৎকার করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল, আর দুটো হাত ঘসতে ঘসতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘ তার-বার্তা লিখে ফেলল। বলল, "ওয়াটসন, এই তারের যদি আশানুরূপ জবাব আসে তাহলে তোমার সংগ্রহে জুড়ে দেবার মত একটা ভাল কেস পেয়ে যাবে। আশা করি, আগামীকালই আমরা নরফোক

যেতে পারব এবং তার উৎকণ্ঠার মূল রহস্যের ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট খবর আমাদের বন্ধুকে দিতে পারব।"

স্বীকার করছি যে আমার খুবই কৌতূহল হয়েছিল; কিন্তু আমি জানতাম যে সময় হলে হোমসই নিজের মত করে সব কথা খুলে বলবে; কাজেই সে সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম।

কিন্তু টেলিগ্রামের জবাব আসতে দেরী হল, দারুণ অধৈর্যের মধ্যে দুটো দিন কেটে গেল; প্রতিবার ঘণ্টাটা বাজলেই হোমস কান খাড়া করে কার যেন প্রতীক্ষা করত। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় হিল্টন কিউবিট-এর কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। সেখানে সব কিছুই শান্ত; সেদিন শুধু সকালেই সূর্য ঘড়ির বেদীর উপর আর একটা দীর্ঘ চিত্র-লিপি পাওয়া গেছে। তার একটা অনুলিপিও চিঠির সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এখানে সেই অনুলিপিটাই দেখান হচ্ছে:

অদ্ভুত স্থিরচিত্রগুলির দিকে কয়েক মিনিট উপুড় হয়ে থেকে হঠাৎ বিস্ময়ে ও হতাশায় চীৎকার করে হোমস লাফিয়ে উঠল। তার মুখ উৎকণ্ঠায় বিকৃত।

বলল, "ব্যাপারটাকে অনেক দূর গড়াতে দেওয়া হয়েছে। আজ রাতে উত্তর ওয়াল্‌শাম-এ যাবার কোন ট্রেন আছে কি?"

টাইম টেবলের পাতা ওল্টালাম। শেষ ট্রেনটা এইমাত্র চলে গেল।

হোমস বলল, "তাহলে খুব ভোরে প্রাতরাশ সেরে সকালের ট্রেনটাই আমাদের ধরতে হবে। আমাদের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। আহা, এই তো প্রত্যাশিত তারটা এসে গেছে। এক মিনিট মিসেস হাডসন—হয়তো একটা জবাব দিতে হতে পারে। না, ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম তাই। এই তারবার্তার ফলে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে হিল্টন কিউবিটকে ঘটনার হাতে ছেড়ে দিয়ে আর একটি ঘণ্টাও আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়, কারণ আমাদের এই সরল নরফোক জমিদারটিকে বড়ই অদ্ভুত ও বিপজ্জনক জালে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

বাস্তবেও তাই প্রমাণিত হল। যে কাহিনীটিকে গোড়ায় নেহাৎই ছেলেমানুষি ও অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল তার দুঃখজনক উপসংহারে এসে আমার মন যুগপৎ দুঃখে ও আতংকে ভরে উঠেছে। এর চাইতে কোন উজ্জ্বলতর উপসংহার যদি পাঠকদের উপহার দিতে পারতাম তাহলে আমি খুশিই হতাম; কিন্তু এ সবই তো ঘটনার ইতিবৃত্ত; কাজেই বিচিত্র ঘটনা-

শৃংখলের যে দুঃখজনক চরম পরিণতির ফলে কয়েকদিন ধরে ইংলণ্ডের সর্বত্র রিডলিং থর্প জমিদারির কথা প্রতিটি ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে লাগল, তার সত্য বিবরণও আমাকে দিতে হবে।

সবে উত্তর ওয়ালশাম স্টেশনে নেমে আমাদের গন্তব্যের কথা বলেছি, অমনি স্টেশন-মাস্টার ছুটে এসে বলল, "মনে হচ্ছে, আপনারাই লণ্ডন থেকে আগত দুজন গোয়েন্দা?"

হোমসের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

"আপনার একথা মনে করবার কারণ কি?"

"কারণ নরউইচ-এর ইন্সপেক্টর মার্টিন এইমাত্র এখান দিয়েই গেলেন। কিন্তু আপনারা সার্জেনও হতে পারেন। তিনি মারা যান নি—অন্তত সর্বশেষ পাওয়া খবর তাই। আপনারা হয়তো এখনও তাকে বাঁচাতে পারবেন—যদিও বাঁচলেও তাকে ফাঁসির মঞ্চেই যেতে হবে।"

হোমসের ভুরু উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে উঠল।

বলল, "আমরা রিডলিং থর্প জমিদার বাড়িতেই যাচ্ছি। কিন্তু সেখানে কি ঘটেছে তার কিছুই শুনি নি।"

স্টেশন-মাস্টার বলল, "ভয়ংকর কাণ্ড। মিঃ হিল্টন কিউবিট ও তার স্ত্রী—দুজনই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। চাকররা বলেছে—মহিলাটি প্রথমে স্বামীকে গুলি করেন তারপর নিজেকে করেন। ভদ্রলোক মারা গেছেন, আর মহিলার জীবনেরও কোন আশা নেই। কী আশ্চর্য! নরফোক জেলার এমন একটি প্রাচীন পরিবার, আর কি তাদের সম্মান!"

কোন কথা না বলে তখনই হোমস একটা গাড়ি ভাড়া করল, আর দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবারও মুখ খুলল না। এরকম হতাশ হতে তাকে কদাচিৎ দেখেছি। শহর থেকে আসতে সারা পথই তাকে স্বস্তিহীনভাবে কাটাতে দেখেছি; আরও দেখেছি, উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সঙ্গে সে সবগুলি প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের পাতা উল্টেছে; কিন্তু এতক্ষণে যে চরম ভয় করেছিল তাকেই ঘটতে দেখে সে যেন নিঃসীম বিষণ্ণতার মধ্যে একেবারে ডুবে গেল। অথচ চারদিকে দেখবার মত কত কিছুই না ছিল। ইংলণ্ডের অতি মনোরম পল্লী-অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কটেজে আধুনিক জীবনযাত্রার আভাষ মিললেও চারদিককার সমতল সবুজ মাঠের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বড় বড় সব চৌকো গম্বুজওয়ালা গির্জা; প্রাচীন পূর্ব এংলিয়ার গৌরব ও সম্পদের সাক্ষ্য তারা বহন করছে। অবশেষে নরফোক-এর সবুজ প্রান্তরের শেষে দেখা দিল বেগুনি রং-এর পুষ্পোদ্যান। হাতের চাবুক বাড়িয়ে গাড়ির চালক গাছপালার মাথার উপর দিয়ে মাথা তোলা দুটো ইট-ও-কাঠের প্রাচীন তিন-কপালী বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওই রিড্‌লিং থর্প জমিদার-বাড়ি।"

গাড়ি-বারান্দাওয়ালা সামনের দরজার দিকে যেতে যেতেই আমাদের অনেক পরিচিত টেনিসের মাঠ, কালো যন্ত্রপাতির ঘর ও বেদীর উপর বসানো সূর্য-ঘড়িটা দেখতে পেলাম। মোমে-মাজা গোঁফওয়ালা করিৎকর্মা ও চটপটে একটি ছোটখাট মানুষও তখনই একটা উঁচু এক্কা গাড়ি থেকে নামল। নরফোক কনস্টেবল-ইন্সপেক্টর মার্টিন বলে সে নিজের পরিচয় দিল। আর আমার বন্ধুটির নাম শুনেই যথেষ্ট অবাক হয়ে গেল।

"সে কি মিঃ হোমস, ঘটনাটি তো ঘটেছে সবে সকাল তিনটেয়! লণ্ডনে বসে সে খবর আপনি শুনলেন বা কেমন করে আর আমার মত এত তাড়াতাড়ি এখানে এলেনই বা কেমন করে?"

"এই রকম একটা বিপদের আশংকাই আমি করেছিলাম। আর সেটাকে বাধা দেবার আশায়ই এসেছিলাম।"

"তাহলে তো আমরা জানি না এরকম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ নিশ্চয় আপনার হাতে আছে। লোকে তো বলে এরা ছিলেন আদর্শ দম্পতি।"

হোমস বলল, "আমার হাতে আছে শুধু নাচিয়ে মানুষদের সাক্ষ্য। পরে আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। এদিকে এই দুর্ঘটনাকে যখন এড়াতেই পারলাম না, তখন আমার হাতে যা তথ্যাদি আছে তার সাহায্যে যাতে ন্যায়-বিচার হয় সেটাই আমি দেখতে চাই। আপনার তদন্তের কাজে কি আমাকে সঙ্গী করবেন, না কি আপনার ইচ্ছা যে আমি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করি?"

ইন্সপেক্টর সাগ্রহে বলল, "মিঃ হোমস, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছি একথা ভাবতেও আমার গর্ববোধ করা উচিত।"

"সেক্ষেত্রে আর একটি মুহূর্তও অকারণে দেরী না করে আমি চাই সাক্ষীদের কথা শুনতে, চাই বাড়িটা পরীক্ষা করে দেখতে।"

আমার বন্ধুকে তার নিজের মত করে কাজ করতে দেবার মত সুবুদ্ধি ইন্সপেক্টর মার্টিনের ছিল। সে নিজে ফলাফলগুলো সযত্নে টুকে রেখেই খুশি থাকল। স্থানীয় সার্জন পাকা-চুল বৃদ্ধটি মিসেস হিল্টন কিউবিট-এর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানাল, তার ক্ষত গুরুতর, তবে মৃত্যু নাও হতে পারে। বুলেটটা তার মস্তিষ্কের সামনের দিক থেকে ঢুকেছিল; আর তার জ্ঞান ফিরে আসতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। তাকে কেউ গুলি করেছে, না কি সে নিজেই গুলি করেছে নিজেকে এ প্রশ্ন করা হলে সার্জেনটি সঠিক কোন জবাব দিতে সাহস করল না। তবে গুলিটা যে খুব কাছে থেকে করা হয়েছে সেটা নিশ্চিত। ঘরের মধ্যে মাত্র একটি পিস্তল পাওয়া গেছে, আর তার দুটো ঘর খালি। মিঃ হিল্টন কিউবিট-এর গুলি লেগেছে হৃদ্‌পিণ্ডে। সেই প্রথম তার স্ত্রীকে গুলি করে তারপর নিজেকে গুলি করেছে—এটাও যেমন হতে পারে, তেমনই মহিলাটিও অপরাধী হতে পারে, কারণ রিভলবারটা ছিল দুজনের ঠিক মাঝখানে।

"তাকে কি সরানো হয়েছে?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"মহিলাটিকে ছাড়া আর কিছুই আমরা সরাই নি। আহত অবস্থায় তাকে তো আর মেঝেতে ফেলে রাখতে পারি না।"

"আপনি কতক্ষণ এসেছেন ডাক্তার?"

"ভোর চারটে থেকে।"

"আর কেউ এসেছে কি?"

"হ্যাঁ, স্থানীয় কনস্টেবল।"

"কোন জিনিসেই আপনারা হাত দেন নি।"

"না।"

"খুব সুবিবেচনার কাজ করেছেন। কে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল?"

"বাড়ির চাকরানি সণ্ডার্স।"

"সেই কি প্রথম লোকজন ডেকেছিল?"

"সে আর রাঁধুনি মিসেস কিং।"

"তারা এখন কোথায়?"

"মনে হয় রান্নাঘরেই আছে।"

"আমার মতে, এখনই তাদের কথা শোনা দরকার।"

কাঠের প্যানেল-করা উঁচু জানালাওয়ালা পুরনো হল-ঘরটাকেই তদন্ত-আদালত বানানো হয়েছে। পুরনো ধাঁচের বড় চেয়ারটায় বসল হোমস। তার অভ্রান্ত চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে। তার বিকৃত মুখে আমি যেন দেখতে পেলাম, যে মক্কেলের জীবন রক্ষা করতে সে পারে নি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত এই তদন্ত-কার্য চালিয়ে যেতে সে দৃঢ়সংকল্প। সে ছাড়া ছিমছাম ইন্সপেক্টর মার্টিন, পাকা-চুল বৃদ্ধ স্থানীয় ডাক্তার, একটি শক্ত-সমর্থ গ্রাম্য পুলিশ আর আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

স্ত্রীলোক দুটি যথেষ্ট স্পষ্ট করেই তাদের কথা বলে গেল। একটা গুলির শব্দেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়; এক মিনিট পরেই আরেকটা গুলির শব্দ হয়। পাশাপাশি ঘরে তারা ঘুমোয়। মিসেস কিং সণ্ডার্স-এর ঘরে ছুটে আসে। দুজন একসঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। পড়ার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তাদের মনিব ঘরের মাঝখানে উপুর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন মৃত। তার স্ত্রী জানালাটার কাছে দেয়ালে মাথা রেখে বসে ছিলেন। তিনিও তখন ভীষণ-ভাবে আহত, মুখের একটা দিক রক্তে লাল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল, কথা বলবার শক্তি ছিল না। বারান্দা ও ঘর ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধে ভর্তি; জানালাটা ভিতর থেকেই বন্ধ করা ছিল। এবিষয়ে দুজনেই নিশ্চিত। সঙ্গে সঙ্গেই তারা ডাক্তারকে ও একজন কনস্টেবলকে ডেকে পাঠায়। তারপর সহিস ও আস্তাবলের ছোকরাটার সাহায্যে তাদের কর্ত্রীকে তার ঘরে

নিয়ে যায়। তিনি আর তার স্বামী বিছানাতেই শুয়েছিলেন। কর্ত্রী তার পোশাক পরেই ছিলেন—মনিবের পরনে ছিল নৈশ-পোশাকের উপর তার ড্রেসিং-গাউনটা। পড়ার ঘরের কোন জিনিসই সরানো হয় নি। তারা যতদূর জানে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনরকম ঝগড়া ছিল না। তারা সব সময়ই তাদের অত্যন্ত সুখী দম্পতি বলেই মনে করত।

তাদের সাক্ষ্যের এই হল মোটামুটি কথা। ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের জবাবে তারা স্পষ্টই জানিয়েছে যে প্রত্যেকটি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল, এবং বাড়ি থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারে নি। হোমসের প্রশ্নের জবাবে তারা দুজনই বলল যে, একেবারে উঁচু তলার ঘর থেকে ছুটে আসবার সময়ই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল। হোমস তার সহকর্মীকে বলল, "এই ঘটনাটার প্রতি আপনার সযত্ন মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমার মনে হয়, এবার ঘরটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময় হয়েছে।"

পড়ার ঘরটি ছোট। তিন দিকে বই সাজানো। বাগানের দিকে মুখ-করা একটা সাধারণ জানালার কাছে একটা লেখার টেবিল পাতা। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ল হতভাগ্য জমিদারের মৃতদেহের উপর; দশাসই দেহটা মেঝেতে পড়ে আছে। অসম্বৃত বেশবাস দেখেই মনে হয় অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে সে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। তাকে গুলি করা হয়েছে সামনের দিক থেকে, হৃদ্‌পিণ্ড বিদ্ধ করে সেটা দেহের মধ্যে রয়ে গেছে। কোনরকম যন্ত্রণা পাবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছে। তার ড্রেসিং-গাউনে বা হাতে বারুদের কোন চিহ্ন নেই। গ্রাম্য সার্জেনটির মতে, মহিলাটির মুখে দাগ ছিল, কিন্তু হাতে কোনরকম দাগ ছিল না।

হোমস বলল, "হাতে দাগ না থাকা থেকে কিছুই বোঝা যায় না, যদিও দাগ থাকলে সেটা খুবই অর্থবহ হত। বাজে ভাবে ভর্তি-করা কার্তুজটা ছিট্‌কে পিছন দিকে না এলে কোনরকম দাগ না রেখেই অনেকগুলো গুলি ছোঁড়া যেতে পারা যায়। আমি বলি, মিঃ কিউবিট-এর দেহটা এখন সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ডাক্তার, মহিলাটির শরীর থেকে বুলেটটা নিশ্চয়ই বের করা যায় নি?"

"তা করতে হলে একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচার করা দরকার। কিন্তু রিভলবারে এখনও চারটে কার্তুজ রয়েছে। দুটো ছুঁড়ে দুটো ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে; কাজেই বুলেটের হিসাব ঠিকঠিক মিলে যাচ্ছে।"

হোমস বলল, "দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। জানালার কোণায় যে বুলেটটা লেগেছে সেটার হিসাবও হয়তো আপনি মেলাতে পারবেন?"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তার সরু আঙুলটা বাড়িয়ে জানালাটার নীচের দিক থেকে ইঞ্চিখানেক উপরে যে ফুটোটা হয়েছে সেইটে দেখাল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল, "হায় প্রভু! ওখানে আপনার চোখ পড়ল কেমন করে?"

"চোখ পড়ল, কারণ আমি চোখ ফেলেছি।"

"আশ্চর্য!" ডাক্তারটি বলে উঠল। "আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। তাহলে একটা তৃতীয় গুলিও ছোঁড়া হয়েছিল; সুতরাং একজন তৃতীয় ব্যক্তিও নিশ্চয় হাজির ছিল। কিন্তু সে লোকটি কে, আর সে গেলই বা কেমন করে?"

শার্লক হোমস বলল "সেই সমস্যারই এখন আমাদের সমাধান করতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ইন্সপেক্টর মার্টিন, বাড়ির কাজের লোকরা যখন বলেছিল যে ঘর থেকে বেরিয়েই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল তখনই আমি বলেছিলাম যে এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ?"

"হ্যাঁ স্যার; কিন্তু এখন স্বীকার করছি যে সে সময় আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।"

"তার থেকেই বোঝা যায় যে গুলি করবার সময় ঘরে জানালা ও দরজা দুইই খোলা ছিল। তা না হলে বারুদের ধোঁয়া এত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে পারত না। সেজন্য ঘরের মধ্যে বাতাসের একটা ঝাপটার দরকার ছিল। অবশ্য দরজা ও জানালা খুব অল্প সময়ের জন্যই খোলা ছিল।"

"সেটা কেমন করে প্রমাণ করেছেন?"

"কারণ মোমবাতিটা নিভে যায় নি।"

"সাবাস!" ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল। "সাবাস!"

"দুর্ঘটনার সময় জানালাটা যে খোলা ছিল সে-বিষয়ে নিশ্চিত হলেই বলা যায় যে, এ ব্যাপারের সঙ্গে এমন একজন তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত আছে যে খোলা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে গুলি করেছিল। সেখান থেকে এই লোকটিকে গুলি করলে সেটা জানালার শার্সিতেও লাগতে পারে। তাই জানালাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি ওই দাগটা দেখতে পাই!"

"স্ত্রীলোকটির প্রথম ঝোঁকই হবে জানালাটা বন্ধ করে আটকে দেওয়া। কিন্তু হেলোয়া! এটা কি?"

পড়ার টেবিলের উপর একটা মহিলাদের বটুয়া পড়েছিল। কুমীরের চামড়া ও রূপোর তৈরি একটি সুন্দর ছোট্ট বটুয়া। হোমস সেটা খুলে তার ভিতরকার জিনিসপত্র বের করল। ভারতীয় রবারের পট্টি দিয়ে বাঁধা ব্যাংক অব ইংলণ্ড-এর কুড়িখানা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই ছিল না।

জিনিসগুলিসহ বটুয়াটা ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে হোমস বলল, "এটাকে ভাল করে রেখে দিন, বিচারের সময় দরকার হবে। এবার আমাদের চেষ্টা করে দেখা দরকার, কি করে এই তৃতীয় বুলেটের ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা যায়। কাঠটা যেভাবে ফেটেছে তা থেকেই বোঝা যায়, তৃতীয় গুলিটা ঘরের ভিতর থেকেই করা হয়েছে। আর একবার রাঁধুনি মিসেস কিং-এর সঙ্গে

দেখা করতে চাই ...মিসেস কিং, আপনি বলেছেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আপনার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই কথার দ্বারা আপনি কি বলতে চেয়েছিলেন যে দ্বিতীয় গুলির শব্দ অপেক্ষা সেটা বেশী জোরালো ছিল?"

"দেখুন স্যার, শব্দটা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কাজেই সঠিক বলা শক্ত। তবে শব্দটা খুব জোর হয়েছিল।"

"আপনি কি মনে করেন যে দুটো গুলি ঠিক একই সময়ে ছোঁড়া হয়েছিল?"

"তা ঠিক বলতে পারব না স্যার।"

"আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই তাই হয়েছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমার তো মনে হচ্ছে, এ ঘর থেকে যা কিছু জানবার তা জানা হয়ে গেছে। দয়া করে যদি আমার সঙ্গে একটু পা চালান তাহলে আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারি বাগানটা থেকে নতুন কিছু জানা যায় কি না।"

একটা ফুলের কেয়ারী পড়ার ঘরের জানালা পর্যন্ত প্রসারিত। সেটার কাছে পৌঁছে আমরা সকলেই হৈ-হৈ করে উঠলাম। ফুলগুলোকে মাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, আর নরম মাটির উপর অনেক পায়ের ছাপ আঁকা পড়েছে। পুরুষ মানুষের বড় বড় পায়ের ছাপ, আঙুলগুলি বিশেষ রকমের লম্বা ও তীক্ষ্ণ। শিকারী যেভাবে আহত পাখির খোঁজ করে ঠিক সেইভাবে হোমস ঘাস-পাতার মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল। তারপরই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে উপুড় হয়ে একটা ছোট পিতলের খোল কুড়িয়ে নিল।

বলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম; রিভলবারের সঙ্গে একটা ক্ষেপণী লাগানো ছিল। এই সেই তৃতীয় কার্তুজটি। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমাদের কেস এবার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।"

হোমসের তদন্তকার্যের এত দ্রুত ও সুকৌশল অগ্রগতি দেখে গ্রাম্য ইন্সপেক্টরটির মুখে ফুটে উঠল তীব্র বিস্ময়। প্রথম দিকে নিজেকে ফলাও করবার একটা বাসনা তার মধ্যে ছিল; কিন্তু এখন সে পরম বিস্ময়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে হোমস যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই সে বিনা প্রশ্নে তাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত।

"আপনি কাকে সন্দেহ করেন?" সে প্রশ্ন করল।

"সে কথায় পরে যাচ্ছি। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকটি বিষয় এখনও আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি। এতদূর যখন এগিয়েছে, তখন আমায় নিজের পথেই আরও কিছুটা এগিয়ে নি, তারপর শেষবারের মত সব কথাই খুলে বলা যাবে।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা মিঃ হোমস; আমাদের লোকটাকে পেলেই হল।"

"রহস্য সৃষ্টির কোন বাসনা আমার নেই, কিন্তু কাজের মুহূর্তে কোন-রকম দীর্ঘ ও জটিল ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারের

সবগুলো সুতোই আমার মুঠোর মধ্যে পেয়েছি! মহিলাটির জ্ঞান যদি আর কখনও ফিরে না আসে তাহলেও গতকালের ঘটনাবলীর একটা চেহারা আমি গড়ে নিতে পারব এবং ন্যায় বিচার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব। প্রথমেই আমি জানতে চাই, এই অঞ্চলে 'এল্‌রিজে'স ইন' নামক কোন সরাইখানা আছে কি না?"

কাজের লোকদের জেরা করা হল, কিন্তু তারা কেউই এ ধরনের কোন জায়গার নাম শোনে নি। আস্তাবলের ছোকরাটি অবশ্য কিছুটা আলোকপাত করতে পারল; পূর্ব রাস্টান-এর দিকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ঐ নামের একজন চাষী বাস করে বলে তার স্মরণ হচ্ছে।

"গোলাবাড়িটা কি খুবই নির্জন?"

"একদম নির্জন স্যার।"

"রাতের বেলা এখানে যা ঘটেছে সে খবর তারা বোধহয় এখনও কিছু শোনে নি?"

"হয় তো শোনে নি স্যার।"

হোমস একটু ভাবল; একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

বলল, "একটা ঘোড়ায় জিন চড়াও তো বাপু, একটা চিঠি নিয়ে তোমাকে এল্‌রিজ-এর গোলাবাড়িতে যেতে হবে।"

তারপর নাচিয়ে মানুষ আঁকা অনেকগুলো কাগজ সে পকেট থেকে বের করল। পড়ার টেবিলের উপর সেগুলোকে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ কি যেন করল। শেষ পর্যন্ত ছেলেটার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল, যার ঠিকানা লেখা আছে তার হাতেই যেন সে চিঠিটা দেয়; তাকে বিশেষ করে আরও বলে দিল, লোকটি যাই প্রশ্ন করুক না কেন সে যেন কোন জবাব না দেয়। চিঠির উপরটা আমার নজরে পড়ল; আঁকাবাঁকা বাজে অক্ষরে ঠিকানাটা লেখা; হোমসের স্বাভাবিক সুন্দর হস্তাক্ষর মোটেই নয়। ঠিকানা লেখা—মিঃ আবে স্ল্যানি, এল্‌রিজে'স ফার্ম, পূর্ব রাস্টন, নরফোক।

হোমস বলল, "আমি মনে করি ইন্সপেক্টর, একজন রক্ষী পাঠাবার জন্য একটা তার করে দিন, কারণ আমার হিসাব যদি ঠিক হয় তা'হলে আপনাকে হয়তো একটা বিপজ্জনক কয়েদিকে জেলে পুরবার জন্য সঙ্গে করে নিতে হবে। যে ছোকরা চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছে সেই টেলিগ্রামটা করে দিতে পারবে। ওয়াটসন, বিকেলের দিকে যদি শহরে যাবার কোন ট্রেন থাকে তাহলে আমাদের সেটাতেই চাপা ভাল, কারণ একটা দরকারী রাসায়নিক বিশ্লেষণ আমাকে শেষ করতে হবে, আর এই তদন্তের কাজও তো দ্রুত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে।"

ছোকরাটিকে চিঠিটা দিয়ে পাঠিয়ে দেবার পরে শার্লক হোমস কাজের লোকদের নির্দেশ দিল, কোন নতুন লোক যদি মিসেস হিল্টন কিউবিট-এর

খোঁজ করে তাহলে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু যেন না জানানো হয়। আর তাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। অত্যন্ত গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে কথাগুলি তাদের বলল। শেষ পর্যন্ত সকলকে সঙ্গে নিয়ে সে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বলল, আর আমাদের কিছু করার নেই; কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কি তোলা আছে সেটা দেখবার জন্য আমাদের এখানেই সময়টা কাটিয়ে দিতে হবে। ডাক্তার তার রোগীদের কাছে ফিরে গেল; থাকলাম শুধু ইন্সপেক্টর ও আমি।

চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে নাচিয়ে মানুষদের ছবি আঁকা সবগুলো কাগজ টেবিলের উপর মেলে দিয়ে হোমস বলল, "বেশ একটা লাভজনক মজার ব্যাপার নিয়ে যাতে ঘণ্টাখানেক সময় কেটে যায় সেবিষয়ে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি। বন্ধু ওয়াটসন, তোমার স্বাভাবিক কৌতূহলকে এত দীর্ঘ সময় অতৃপ্ত রাখার জন্য তুমি আমাকে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবে তাতেই আমি রাজী। আর আপনাকে বলছি ইন্সপেক্টর, সমস্ত ঘটনাটাই বৃত্তিগত শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে এর আগে বেকার স্ট্রীটে মিঃ হিল্টন কিউবিট-এর সঙ্গে আমার যেসব আলোচনা হয়েছে সেগুলো আপনাকে আগে বলে নেওয়া উচিত।" যেসব ঘটনা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারই পুনরাবৃত্তি সে করে গেল :

আমার সামনে এই যেসব অদ্ভুত সৃষ্টিকর্মগুলো রয়েছে এগুলো যদি এরকম একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনার পূর্বাভাস না হত তাহলে এগুলোকে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যেত। অনেক রকম সাংকেতিক লিপির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, এ বিষয়ে একখানি সামান্য পুস্তিকার গ্রন্থকারও আমি স্বয়ং; সেই পুস্তিকায় আমি একশ' ষাট রকমের সাংকেতিক লিপি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি; তবু আমি স্বীকার করছি যে এগুলি আমার কাছেও সম্পূর্ণ নতুন। এই পদ্ধতিটা যারা আবিষ্কার করেছে তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো যে কোন বক্তব্যকে প্রকাশ করছে সেটাই লুকিয়ে রাখা এবং এই ধারণার সৃষ্টি করা যে এগুলো ছেলে-ভুলানো খেয়ালি রেখা-চিত্র ছাড়া আর কিছুই না।

"অবশ্য একবার যখন বুঝতে পারলাম যে এই সংকেতগুলো বিভিন্ন চিঠির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে এবং যখন সাংকেতিক লিপি উদ্ধারের মূল সূত্রগুলি এখানেও প্রয়োগ করলাম, তখন সমাধানটা খুবই সহজ হয়ে দেখা দিল। প্রথম যে লিপিটা আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেটা এতই সংক্ষিপ্ত



ছিল যে এই সংকেতটিকে যে E অক্ষরের পরিবর্তে বসানো হয়েছে এর বেশী আর কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আপনি তো জানেন, E হচ্ছে ইংরেজী বর্ণমালার সবচাইতে অধিক ব্যবহৃত অক্ষর এবং এর

প্রভাব এতই বেশী যে একটা ছোট পংক্তি লিখতেও এটাকে অনেকবার ব্যবহার করতে হয়। প্রথম লিপিতে যে পনেরোটা সংকেত ব্যবহার করা হয়েছিল তার মধ্যে চারটি একই সংকেত, কাজেই এটাকেই E বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। একথা ঠিক যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই মূর্তিটার হাতে একটা নিশান রয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নেই ; নিশানটাকে যেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় একটা পংক্তিকে ব্যাকাংশে ভাগ করবার জন্যই হয় তো ওটা ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকেও আমি আপাত-প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং ধরে নিয়েছি যে E অক্ষরের পরিবর্তে এই সংকেতটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

"এবার দেখা দিল আসল অসুবিধা। E-র পরে আর কোন ইংরেজি অক্ষরের বহুল ব্যবহারই উল্লেখযোগ্য ক্রম মেনে চলে না ; ফলে যেকোন একটি ছাপানো পাতায় যে ক্রমটা পাওয়া যায় একটি ছোট পংক্তিতেও তার উল্টোও পাওয়া যেতে পারে। মোটামুটি বলা যায় সংখ্যার দিক থেকে T, A, O, I, N, S, H, R, D, এবং L এই ক্রমানুসারেই অক্ষরগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; কিন্তু T, A, O, এবং I প্রায় কাছাকাছিই থাকে, এবং নানাভাবে অক্ষরগুলিকে সাজিয়ে তারপর একটা অর্থ খুঁজে বের করতে গেলে সে কাজ কোনদিনই শেষ হবে না। সুতরাং আমি নতুন তথ্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিঃ হিল্টন কিউবিট-এর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আমাকে আরও দুটি ছোট পংক্তি ও একটি চিঠি দিলেন ; যেহেতু তাতে কোন নিশান ছিল না তাই তাকে একটিমাত্র শব্দ বলে মনে হল। এই সেই সংকেতগুলো। এখন, যেটা একটি একক শব্দ সেখানে পাঁচ অক্ষরের শব্দটিতে দুটো E দ্বিতীয় এবং চতুর্থ স্থানে বসেছে। শব্দটা 'sever' বা 'lever', বা 'never' হতে পারে। কোন একটি আবেদনের জবাব হিসাবে শেষোক্ত শব্দটাই যে সবচাইতে বেশী সম্ভাব্য সেবিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, আর পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী থেকেও মনে হয় যে এটা মহিলাটি কর্তৃক লিখিত একটি চিঠির জবাবই হবে। এটাকে সঠিক বলে ধরে নিলে এবার আমরা বলতে পারি যে এই সংকেতগুলি যথাক্রমে N, V, এবং R-এর পরিবর্তে বসেছে।

"এখনও কিন্তু আমার অসুবিধাগুলো কাটে নি ; কিন্তু এমন সময় একটা শুভ চিন্তার ফলে আরও কয়েকটি অক্ষর আমি পেয়ে গেলাম। মনে হল, আমার ধারণামত এইসব আবেদন যদি এসে থাকে বাইরের এমন কোন লোকের কাছ থেকে যার সঙ্গে মহিলাটির ঘনিষ্ট পূর্ব পরিচয় ছিল তাহলে দুটো E অক্ষরের মাঝখানে অন্য তিনটি অক্ষর বসিয়ে তার নামটা তো 'ELSIE' হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখলাম, এইরকম অক্ষর-সমন্বয়ে গড়া একটি

নাম তিনটি চিত্র-লিপির শেষে বসানো হয়েছে। তাহলে আবেদনগুলো নিশ্চয় 'ELSIE' কে করা হয়েছিল। এইভাবে পেয়ে গেলাম L, S, এবং I অক্ষর তিনটি। কিন্তু আবেদনটা কিসের? 'ELSIE'-র ঠিক আগে যে শব্দটা ছিল তাতে রয়েছে চারটি অক্ষর এবং তার শেষ অক্ষরটি E, শব্দটা তাহলে নিশ্চয়ই COME. E অক্ষরান্ত চার অক্ষরের আরও অনেকগুলি শব্দ প্রয়োগ করে দেখেছি, তার কোনটাই এই কেসের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। এইভাবে C, O, এবং M অক্ষর পেয়ে গেলাম, এবং চিত্র-লিপিটাকে নিয়ে আবার বসলাম। প্রতিটি শব্দকে আলাদা করে নিয়ে যে সংকেতগুলির অর্থ তখনও অজ্ঞাত তার জায়গায় একটা করে বিন্দু বসিয়ে নিম্নলিখিত পাঠটি উদ্ধার করলাম:

M. ERE. ESL. NE.

"এবার, প্রথম অক্ষরটা কেবলমাত্র Aই হতে পারে; এই আবিষ্কারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ছোট পংক্তিটাতেই এই অক্ষরটা কমপক্ষে তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে; আর দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটা যে H এটাও খুব স্পষ্ট। তাহলে মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে:

AM HERE A. E SRANE

অথবা নামের যে অক্ষরটা বাদ পড়েছে সেটা বসিয়ে দিলে দাঁড়াচ্ছে:

AM HERE A. E SLANEY.

এতগুলো অক্ষর হাতে পেয়ে এবার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয় চিত্র-লিপিটা হাতে নিলাম এবং এই মর্মে তার পাঠোদ্ধার করলাম:

A FLRIES

এই অক্ষর-গোষ্ঠীকে অর্থপূর্ণ করতে হলে শূন্যস্থান দুটিতে T এবং G বসাতেই হবে এবং ধরে নিতে হবে যে পত্র-লেখক যেখানে আস্তানা নিয়েছে এ। সেই বাড়ি বা সরাইখানার নাম।"

ইন্সপেক্টর মার্টিন ও আমি গভীর আগ্রহে বন্ধুবরের এই সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণটি শুনলাম।

"তারপর আপনি কি করলেন স্যার?" ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল।

"আগে স্ল্যানি যে একজন আমেরিকান এ কথা মনে করবার যথেষ্ট যুক্তি ছিল, কারণ 'আবে' শব্দটা পুরোপুরি আমেরিকান সংক্ষিপ্ত শব্দ আর যেহেতু আমেরিকা থেকে পাঠানো একটা চিঠি থেকেই সব গোলযোগের সূচনা সুতরাং এ কথা মনে করবারও যথেষ্ট কারণ ছিল যে এর সঙ্গে একটা গোপন অপরাধের ব্যাপার জড়িয়ে আছে। মহিলাটি অতীতের কথা উল্লেখ করেছে অথচ স্বামীকে সেবিষয়ে কিছুই বলতে চায় নি—এর থেকেও ঐ একই কথা প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমার বন্ধু নিউ ইয়র্ক পুলিশের উইলসন হারগ্রিভ্‌কে একটা তার করলাম। অতীতে লণ্ডনের

অপরাধ-জগৎ সম্পর্কে আমার জ্ঞানকে সে অনেকবার কাজে লাগিয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, আবে স্ল্যানি নামটা তার পরিচিত কি না। এই তার জবাব: 'শিকাগোর সবচাইতে বিপজ্জনক অপরাধী।' যে সন্ধ্যায় এই জবাবটা পেলাম সেইদিন হিল্টন কিউবিট স্ল্যানির কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিত্র-লিপিটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। পরিচিত অক্ষরগুলো সাজিয়ে সেটা এই রকম দাঁড়াল:

ELSIE. RE. ARE TO MEET THY GO

একটা P এবং D অক্ষর বসাতেই সংবাদটা পুরো হল; বুঝতে পারলাম, বদমাসটা এবার অনুরোধের পথ ছেড়ে ভয় দেখানোর পথ ধরেছে। শিকাগোর বদমাসদের সম্পর্কে যতটা জানি তাতেই বুঝলাম, কথাকে কাজে পরিণত করতে সে বেশী দেরী করবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসনকে নিয়ে নরফোক-এ এলাম; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, এসেই জানলাম যে খারাপ যা হবার তা হয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর আবেগের সঙ্গে বলল, "কোন তদন্তের কাজে আপনার সহযোগী হতে পারা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবু যদি খোলাখুলি কিছু কথা বলি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে জবাবদিহি করতে হয় শুধু নিজের কাছে, কিন্তু আমাকে জবাবদিহি করতে হবে উর্দ্ধতন কর্তাদের কাছে। এল্‌রিজে'স-এর বাসিন্দা এই আবে স্ল্যানি যদি প্রকৃত হত্যাকারী হয়, এবং আমি এখানে বসে থাকতে থাকতেই সে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আমার দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না।"

"আপনার অস্বস্তির কোন কারণ নেই। সে পালাবার চেষ্টাই করবে না।"

"কেমন করে জানলেন?"

"পালালেই যে তার অপরাধ ধরা পড়বে।"

"তাহলে তো এখনই তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।"

"প্রতি মুহূর্তে তো তাকে এখানে আশা করছি।"

"কিন্তু এখানে সে আসবে কেন?"

"কারণ চিঠি লিখে আমি তাকে আসতে বলেছি।"

"কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য মিঃ হোমস। আপনি আসতে লিখলেই সে আসবে কেন? বরং এ ধরনের অনুরোধের ফলে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সে কি পালিয়ে যেতেই চেষ্টা করবে না?"

শার্লক হোমস বলল, "চিঠির মুসাবিদা কেমন করে করতে হয় আমি জানি। বস্তুত, খুব ভুল আমি করি নি, কারণ ঐ তো সেই ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছেন।"

পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে একটি লোক। দীর্ঘকায়, সুদর্শন, মোটাসোটা, পরনে ধূসর ফ্লানেলের স্যুট, পানামা হ্যাট,

কালো দাড়ি, বড়শির মত বাঁকা নাক ; হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁটছে। তার হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন বাড়িটা তারই। ঘণ্টা বাজার জোর আওয়াজ কানে এল।

হোমস শান্তভাবে বলল, "ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আমরা দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। এ ধরনের লোকের সঙ্গে মোলাকাত করতে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করাই উচিত। ইন্সপেক্টর, আপনার হাত-কড়াটারও দরকার হবে। কথাবার্তা যা বলার আমিই বলব।"

এক মিনিট চুপচাপ অপেক্ষা করে রইলাম—অনেক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের অন্যতম একটি মিনিট। তারপরই দরজা খুলে লোকটি ভিতরে পা দিল। মুহূর্তের মধ্যে হোমস পিস্তলটা তার মাথায় ঠেকাল, আর মার্টিন তার কব্জিতে পরিয়ে দিল হাত-কড়া। এত দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করা হল যে লোকটি যখন আক্রান্ত হল তখন আর তার কিছুই করার ছিল না। শুধু দুটি জ্বলন্ত কালো চোখের দৃষ্টি মেলে সে পর পর আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ তিক্ত হাসি হেসে উঠল।

"বহুৎ খুব ভদ্রজনরা, এবার আমার উপর একহাত নিয়েছেন। দেখছি এ বড় কঠিন ঠাঁই। কিন্তু আমি এখানে এসেছি মিসেস হিল্টন কিউবিট-এর চিঠি পেয়ে। আপনারা নিশ্চয় বলবেন না যে সে এর মধ্যে আছে? আমাকে ধরবার জন্য এই ফাঁদ পাতার ব্যাপারে তারও হাত আছে?"

"মিসেস হিল্টন কিউবিট গুরুতর আহত ; একেবারে মৃত্যুর মুখে।"

লোকটি কর্কশ গলায় আর্তনাদ করে উঠল। সমস্ত বাড়িটাতে তার প্রতিধ্বনি হল।

হিংস্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "আপনারা পাগল। আহত হয়েছে সেই লোকটা, সে নয়। ছোট্ট এল্সিকে কে আঘাত করবে? তাকে হয়তো আমি ভয় দেখিয়েছি, সেজন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু তার সুন্দর মাথার একগাছি চুলেও আমি হাত দিতাম না। আপনার কথা ফিরিয়ে নিন—বলুন, তার আঘাত লাগে নি!"

"মৃত স্বামীর পাশেই তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে।"

গভীর আর্তনাদ করে সে সেটিটার উপর ধপাস্ করে বসে পড়ল ; হাত-কড়া পরা হাত দিয়ে মুখটা ঢাকল। পাঁচ মিনিট চুপ করে কাটাল। তারপর আবার মাথাটা তুলে হতাশার শান্ত সংযমের সঙ্গে বলতে লাগল :

"আপনাদের কাছ থেকে কিছুই লুকোবার নেই। আমি যদি লোকটিকে গুলি করে থাকি, সেও তো আমাকে তাক করে গুলি করেছিল, কাজেই একে খুন করা বলে না। কিন্তু আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে ঐ নারীকে আঘাত করার ইচ্ছা আমার ছিল, তাহলে আমাকে বা তাকে আপনারা চেনেন না। আমি বলছি, এ পৃথিবীতে কেউ তাঁকে আমার মত ভালবাসত না।

তাকে পাবার হক ছিল আমারই। অনেক বছর আগেই সে আমাকে কথা দিয়েছিল। এই ইংরেজ ভদ্রলোক আমাদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়াবার কে? আমি বলছি, তাকে পাবার প্রথম অধিকার আমার, আর সেই অধিকারই আমি দাবী করছি মাত্র।"

হোমস কঠোর স্বরে বলল, "কিন্তু আপনার স্বরূপ জানতে পেরেই মহিলাটি আপনার কাছ থেকে সরে পড়েছিলেন। আপনাকে এড়িয়ে চলবার জন্য তিনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসেন, ইংলণ্ডে এসে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। আপনি তার পিছু নেন, তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন। যে স্বামীকে তিনি ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাকে পরিত্যাগ করে আপনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে তাকে প্ররোচিত করেন, অথচ আপনাকে তিনি ভয় করেন, ঘৃণা করেন। আর তারই পরিণতিতে আপনি একটি ভাল মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছেন আর তার স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছেন আত্মহত্যার পথে। এ ব্যাপারে এই আপনার কাজের খতিয়ান মিঃ আবে স্ল্যানি; আইনের কাছে এ জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

এল্‌সিই যদি মারা যায় তাহলে আমার কি হবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, বলল মার্কিন লোকটি। একটা হাতের মুঠি খুলে তেলোতে দলা পাকানো একটা চিঠির দিকে তাকিয়ে দুই চোখে সন্দেহের ঝিলিক ফুটিয়ে সে আরও বলল, "এটা দেখুন মিস্টার। এটা তো আর কোনরকম ভড়কি নয়। আপনি যে বলেছেন মহিলাটি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, তাহলে এ চিঠিটা আমাকে কে লিখল?" চিঠিটাকে সে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

"আপনাকে এখানে আনবার জন্য চিঠিটা আমিই লিখেছি।"

"আপনি লিখেছেন? নাচিয়ে মানুষদের গোপন সূত্র তো দলের লোক ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না। আপনি ও চিঠি লিখলেন কেমন করে?"

হোমস বলল, একজন যা আবিষ্কার করতে পারে, অন্য জন তার পাঠোদ্ধার করতেও পারে। মিঃ স্ল্যানি, আপনাকে নরউইচ নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ি আসছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে ক্ষতি আপনি করেছেন তার যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ করবার মত সময় আপনার হাতে আছে। আপনি কি জানেন যে স্বামীর হত্যার ব্যাপারে মিসেস হিল্টন কিউবিটকে যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল, আর আমার এখানে উপস্থিতি এবং সংকেত-লিপির যে জ্ঞানের আমি অধিকারী তার ফলেই সেই অভিযোগ থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন? তাই তার জন্য এটুকু করুন যাতে সমস্ত জগৎ বুঝতে পারে যে তার স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই তিনি দায়ী নন।"

মার্কিন লোকটি বলল, "এর চাইতে বেশী কিছু আমিও চাই না। আমার

ধারণা, পুরোপুরি সত্য কথাটা খোলাখুলিভাবে বললেই আমার নিজের প্রতি সুবিচার করা হবে।"

বৃটিশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির উদার নিরপেক্ষতার সঙ্গে ইন্সপেক্টর বলে উঠল, "আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য যে আপনি যাকিছু বলবেন সবই বিচারের সময় আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।"

স্ল্যানি ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। প্রথমেই আপনাদের জানাতে চাই ভদ্রমশাইরা যে এই মহিলাকে আমি তার শিশুকাল থেকেই চিনি। শিকাগোতে একটা দলে আমরা সাতজন ছিলাম। আর এল্‌সির বাবা ছিল দলের পাণ্ডা। বুড়ো প্যাট্রিক ছিল খুবই চালাক-চতুর। এই সংকেত-লিপির ব্যাপারটা সেই আবিষ্কার করেছিল; সূত্রটা জানা না থাকলে সব ব্যাপারটাকেই ছেলেমানুষি আঁকাবুকি বলে মনে হবে। আমাদের কাজকর্মের কিছু কিছু হদিস এল্‌সি পেয়ে গেল; সে সব সে বরদাস্ত করতে পারল না, তাছাড়া সৎভাবে উপার্জিত কিছু অর্থও তার ছিল; কাজেই আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একদিন সে লণ্ডনে চলে গেল। আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল; আমার বিশ্বাস আমি যদি অন্য কোন কাজকর্ম করতাম তাহলে সে আমাকেই বিয়ে করত; কিন্তু কানা গলির কাজকর্মের সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখতে চাইল না। এই ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে আমি তার কোন খোঁজই পাই নি। খোঁজ পেয়েই তাকে চিঠি লিখলাম, কিন্তু কোন জবাব পেলাম না। তারপরেই এখানে চলে এলাম। যখন দেখলাম যে চিঠিতে কোন কাজ হচ্ছে না তখনই সাংকেতিক ভাষায় চিঠি পাঠাতে লাগলাম, কারণ সে ওটা পড়তে পারত।

"দেখুন, আজ একমাস আমি এখানে এসেছি। ঐ গোলাবাড়িটিতে বাসা নিলাম; সেখানে নীচতলায় একটা ঘর পেলাম; প্রতি রাত্রেই সেখান থেকে আসা-যাওয়া করতে লাগল। এল্‌সিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যেতে সাধ্যমত চেষ্টা করলাম। আমার সংবাদগুলো যে তার হাতে পড়ছে তাও বুঝতে পারলাম, কারণ একবার ঐরকম একটা চিঠির নীচে সেও কিছু জবাব লিখে দিয়েছিল। তারপরই আমার মেজাজ চড়ে গেল, তাকে ভয় দেখাতে শুরু করলাম। তখন সেও আমাকে একটা চিঠি লিখল। আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করে জানাল যে তার স্বামীর নামে যদি কোন কুৎসা রটে তাহলে তারই বুক ভেঙে যাবে। সে বলল, একবার দেখা করেই আমি যদি চলে যাই এবং তাকে শান্তিতে থাকতে দেই, তাহলে সকাল তিনটের সময় তার স্বামীর ঘুমন্ত অবস্থায় সে নীচের তলায় নেমে আসবে এবং একেবারে শেষের জানালা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে। যথাসময়ে সে নীচে নেমে এল; চলে যাবার জন্য আমাকে ঘুষ দিতে কিছু টাকাও সঙ্গে করে আনল। সে কথা শুনেই আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম; হাত ধরে টানতে টানতে তাকে

জানালা গলিয়ে বের করে নিতে চেষ্টা করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে রিভলবার হাতে স্বামীটি এসে হাজির হল। এল্‌সি তখন মেঝের উপর পড়ে আছে, মুখোমুখি আমরা দু'জন। আমাকে তাড়া করতেই তাকে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বন্দুকটা তুলে ধরলাম। সে কিন্তু গুলি ছুঁড়েই বসল, কিন্তু তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমিও গুলি ছুঁড়লাম, সে পড়ে গেল। বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতেই শুনতে পেলাম জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্র মশাইরা, এই হল আসল সত্য কথা; এর প্রতিটি কথাই সত্য; ঐ ছোকরা ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে চিঠিটা দেখিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে আসার আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কিছুই আমি শুনি নি। চিঠিটা পেয়েই এখানে চলে এসেছি, আর বোকা পাখির মত আপনাদের হাতে ধরা পড়েছি।"

তার কথা চলতে চলতেই একটা গাড়ি এসে হাজির হল। দু'জন ইউনিফর্মধারী পুলিশ গাড়িতে বসে ছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন উঠে দাঁড়িয়ে বন্দীর কাঁধে হাত রাখল।

"আমাদের যাবার সময় হয়েছে।"

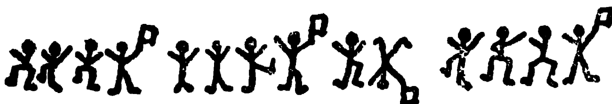
"তার আগে ওকে একবার দেখতে পারি কি?"

"না, তিনি এখনও অজ্ঞান। মিঃ শার্লক হোমস, আবার যদি কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ কেস হাতে পাই তাহলে যেন আপনাকে পাশে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়, এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

জানালা দিয়ে দেখলাম, গাড়িটা চলে গেল। চোখ ফেরাতেই বন্দী যে কাগজটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল সেটার উপর নজর পড়ল। এই চিঠি পাঠিয়েই হোমস তাকে এখানে টেনে এনেছিল।

সে হেসে বলল, "ওয়াটসন, দেখ তো এটা পড়তে পার কি না।"

চিঠিতে কোন কথা নেই, ছিল শুধু নাচিয়ে মানুষদের এই ছোট পংক্তিটি:



হোমস বলল, "যে সূত্রটি এইমাত্র বুঝিয়ে দিলাম সেটা ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবে যে এটার অর্থ 'এই মুহূর্তে এখানে চলে এস।' আমি জানতাম, এ আহ্বানকে সে উপেক্ষা করতে পারবে না, কারণ যে ঐ মহিলা ভিন্ন আর কারও কাছ থেকে আসতে পারে এটা সে কল্পনাই করতে পারবে না। তাহলে ভাই ওয়াটসন, যে নাচিয়ে মানুষদের দল অন্য অনেক ক্ষেত্রে শয়তানের দূত হিসাবে কাজ করেছে তাদের সৎকাজে লাগিয়েই আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি; আর তোমার নোট বইটার জন্য অসাধারণ কিছু দেব বলে যে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাও রক্ষা করেছি বলেই তো মনে হয়। তিনটে চল্লিশে আমাদের ট্রেন; কাজেই ডিনারের সময়ই আমরা বেকার স্ট্রীটে ফিরে যেতে পারব।"

উপসংহারে আর একটিমাত্র কথা।

নরউইচ-এর শীতকালীন দায়রা আদালতে মার্কিন আবে স্ল্যানির মৃত্যুদণ্ড হয়; কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনার বিচারে হিল্টন কিউবিটই যে প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তার শাস্তিকে আজীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়েছিল।

মিসেস হিল্টন কিউবিট সম্পর্কে শুধু এইটুকু শুনেছি যে তিনি ধীরে ধীরে ভাল হয়ে ওঠেন এবং আজও পর্যন্ত বিধবা থেকেই দরিদ্রের সেবায় ও তার স্বামীর সম্পত্তি দেখাশুনার কাজেই তার জীবন উৎসর্গ করেছেন।



কালো পিটার

Black Peter

'৯৫ সালে আমার বন্ধুটিকে দেহে ও মনে যেমন সুস্থ দেখেছি তেমনটি আর কখনও দেখি নি। ক্রমবর্ধমান খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবসাও প্রচণ্ড-ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় যেসব বিখ্যাত মক্কেল আমাদের বেকার স্ট্রীটের দীন কুটিরে পদার্পণ করেছে তাদের কারও কারও পরিচয় সম্পর্কে আমি যদি কোনরকম ইঙ্গিত পর্যন্ত করি তাহলে সেটা আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হবে। হোমস অবশ্য সব মহৎ শিল্পীর মতই 'শিল্পের জন্যই শিল্পের চর্চা করে থাকে' এবং একমাত্র ডিউক অব হোল্ডারনেস-এর ক্ষেত্রে ছাড়া তার অমূল্য কাজের বিনিময়ে মোটা অর্থ দাবী করতে তাকে কদাচিত দেখেছি। সে এতই সংসারজ্ঞানহীন—অথবা এতই খেয়ালি—যে সমস্যাটা যদি তার মনকে না টানে তাহলে প্রায়শই সে ক্ষমতাবান ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য করতেও অস্বীকৃত হয়, অথচ কোন কেসের মধ্যে যদি সেই বিস্ময়কর নাটকীয় গুণগুলি থাকে যাতে তার কল্পনা উজ্জীবিত হয় এবং তার দক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ জানায় তাহলে অনেক সাধারণ মক্কেলের জন্যও সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে যায়।

এই স্মরণীয় '৯৫ সালেই পর পর অনেকগুলি বিচিত্র ও সামঞ্জস্যহীন ঘটনা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল; তার একদিকে ছিল কার্ডিনাল তোস্কার আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কিত তার সেই বিখ্যাত তথ্যানুসন্ধান যে কাজ সে গ্রহণ করেছিল স্বয়ং মহামান্য পোপ-এর একান্ত অনুরোধে, আর অন্য দিকে ছিল কুখ্যাত ক্যানারি-পক্ষীবিশারদ উইলসন-এর গ্রেপ্তার যার ফলে

লণ্ডনের ইস্ট-এণ্ড থেকে একটা কুখ্যাত দলই বিতাড়িত হয়েছিল। এই দুটি বিখ্যাত ঘটনার পরপরই এসেছিল উড্‌ম্যান্‌স্‌ লী-র দুর্ঘটনা এবং একান্ত রহস্যাবৃত ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর মৃত্যু। এই অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপারটার উল্লেখ না থাকলে মিঃ শার্লক হোমসের ক্রিয়াকাণ্ডের কোন ইতিবৃত্তই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আমাদের বাসা থেকে বন্ধুটি এত ঘন ঘন ও এত দীর্ঘকালের জন্য অনুপস্থিত থাকতে শুরু করল যে আমি বুঝতে পারলাম একটা কোন মতলবেই সে ঘুরছে। সেই সময় কিছু বেয়াড়া চেহারার লোক এসে ক্যাপ্টেন বেসিল-এর খোঁজ করাতেই আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন একটা ছদ্মবেশ ও ছদ্মনামের আড়ালে নিজের দুর্জয় ব্যক্তিত্বকে গোপন করে হোমস কোথাও কিছু করে বেড়াচ্ছে। নিজের ব্যক্তিত্বকে পাল্টে নেবার মত অন্তত পাঁচটা ছোট আড্ডা লণ্ডনের নানা অঞ্চলে তার ছিল। তার কাজের কথা সেও আমাকে বলে নি, আর কোন কিছু জোর করে জানতে চাওয়াও আমার স্বভাব নয়। কিন্তু তার অনুসন্ধানের কাজ কোন্‌ পথ ধরে চলছে তার প্রথম যে ইঙ্গিতটি সে আমাকে দিল সেটা খুবই অসাধারণ। প্রাতরাশের আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি সবেমাত্র প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় সে ঘরে ঢুকল; মাথায় টুপি, একটা তীক্ষ্ণমুখ বর্শা ছাতার মত করে বগলের নীচে রাখা।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "হায় ভগবান! হোমস, তুমি কি বলতে চাও যে এই বেশে তুমি লণ্ডন শহর চষে এলে?"

"গিয়েছিলাম কসাইদের আস্তানায়, আর সেখান থেকেই ফিরছি।"

"কসাইদের আস্তানায়!"

"আর এসেছি প্রচণ্ড ক্ষিদে নিয়ে। ভাই ওয়াটসন, প্রাতরাশের আগে একটুখানি ব্যায়ামের কোন তুলনা নেই। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কি ধরনের ব্যায়াম আমি করেছি সেটা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।"

"সে চেষ্টাও আমি করব না।"

কফি ঢালতে ঢালতে সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"অ্যালার্ডাইস-এর পিছনের দোকানে ঢুকলে দেখতে পেতে, একটা মরা শুয়োরের বাচ্চা হুক থেকে ঝুলছে আর পুরো হাতা শার্টপরা একটি ভদ্রলোক এই অস্ত্রটি দিয়ে সেটাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে চলেছে। সেই উৎসাহী লোকটি কিন্তু আমি স্বয়ং, আর আমি বুঝতে পেরেছি যে শত চেষ্টা করলেও এক আঘাতে শুয়োরের বাচ্চাটাকে বিদ্ধ করতে আমি পারব না। তুমি কি একবার চেষ্টা করে দেখবে?"

"পৃথিবীর বিনিময়েও না। কিন্তু তুমিই বা এহেন কাজটি করতে গেলে কেন?"

"কারণ উড্‌ম্যানস্ লী'র রহস্যের সঙ্গে এর একটা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয়েছে। আরে হপকিন্স্, কাল রাতেই তোমার তারটা পেয়েছি; তাই যেকোন সময় তোমাকে আশা করছিলাম। এস বসে যাও।"

আমাদের নবাগত অতিথিটি অতিমাত্রায় সদা-সতর্ক লোক, বয়স তিরিশ বছর, অনাড়ম্বর টুইডের স্যুট পরা, কিন্তু ধরণ-ধারণ ইউনিফর্ম পরতে অভ্যস্ত লোকের মত খাড়া-খাড়া। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চিনতে পারলাম; তরুণ পুলিশ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স; তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হোমস যেমন অনেক উচ্চ আশা পোষণ করে, তেমনই এই অপেশাদার ভদ্রলোকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য সেও তার প্রতিটি ছাত্রের মতই প্রশংসাপরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীল। হপকিন্স-এর ভুরু দুটি মেঘাচ্ছন্ন; হতাশভাবে সে বসে পড়ল।

"ঠিক আছে; ধন্যবাদ স্যার। বেরোবার আগেই আমি প্রাতরাশ সেরে নিয়েছি। রাতটা শহরেই কাটিয়েছি, কারণ একটা প্রতিবেদন পেশ করতে আমি এসেছি কাল।"

"কিসের প্রতিবেদন?"

"পরাজয়ের স্যার—চরম পরাজয়ের।"

"মোটেই এগোতে পার নি?"

"একটুও না।"

"তাই নাকি! তাহলে তো আমাকেই একবার দেখতে হচ্ছে।"

"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তাই করুন মিঃ হোমস। এটাই আমার প্রথম বড় সুযোগ, অথচ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে। দোহাই আপনার, একটু এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করুন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে; তদন্তের প্রতিবেদনসহ সব সাক্ষ্য প্রমাণের উপরেই আমি এরই মধ্যে বেশ যত্নসহকারে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। ভাল কথা, ঘটনাস্থলে যে তামাকের পাউচ্‌টা পাওয়া গেছে সেটার বিষয়ে তোমার কি ধারণা? সেখানেও কি কোন সূত্র পাওয়া যায় নি?"

হপকিন্স অবাক হয়ে তাকাল।

"ওটা তো লোকটির নিজের পাউচ, স্যার। ভিতরে তার আদ্য অক্ষরগুলিই ছিল। আর সেটা সিল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি—আর সেও একজন পুরনো সিল-শিকারী।"

"কিন্তু তার কাছে তো কোন পাইপ ছিল না।"

"না স্যার, কোন পাইপ আমরা পাই নি। আসলে লোকটি খুব কম ধূমপান করত। তবু হয় তো বন্ধুদের জন্যই কিছুটা তামাক সঙ্গে রাখত।"

"নিঃসন্দেহে। আমি এটা উল্লেখ করলাম মাত্র, কারণ আমি যদি এ কেসটা হাতে নিতাম তাহলে ওখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করতাম। যাই

হোক, আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন এ ব্যাপারের কিছুই জানে না, এবং আর একবার পর পর ঘটনাগুলি শুনলে আমারও কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই মূল কথাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের শুনিয়ে দাও।"

স্ট্যানলি হপকিন্স পকেট থেকে এক তা' কাগজ বের করল।

"এখানে কয়েকটা তারিখ রয়েছে তার থেকেই মৃত ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর পরিচয় জানতে পারবেন। পঞ্চাশ বছর আগে '৪৫-এ তার জন্ম হয়েছিল। সে ছিল খুবই দুঃসাহসী ও সফল সিল ও তিমি শিকারী। ১৮৮৩ সালে ডাণ্ডীর বিখ্যাত সিল-ধরা জাহাজ 'সী ইউনিকর্ণ'-এর সেই ছিল অধিনায়ক। সেই সময় পর পর কয়েকটি সফল সমুদ্র-যাত্রার পরে ১৮৮৪ সালে সে অবসর গ্রহণ করে। তারপরে কয়েক বছর নানা স্থানে ঘোরাঘুরির শেষে সাসেক্স-এর অন্তর্গত ফরেস্ট রো-র নিকটবর্তী উড্‌ম্যানস্ লী নামক একটা ছোট জায়গা কিনে ফেলে। সেখানেই দু'বছর বাস করবার পরে আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে সেখানেই সে মারা যায়।

"লোকটি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ কথা বলবার আছে। সাধারণ জীবনযাত্রায় লোকটি কড়া পিউরিটান ধাতের—নীরব, বিষণ্ন। তার সংসার বলতে স্ত্রী, কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে ও দুটি চাকরাণি। বাড়িতে প্রায়ই চাকরাণি বদল হত, কারণ বাড়ির আবহাওয়াটা মোটেই সুখকর ছিল না, আর মাঝে মাঝেই সহের বাইরে চলে যেত। লোকটি একনাগাড়ে মদ খেত, আর মাতাল অবস্থায় হয়ে উঠত একটা আস্ত শয়তান। শোনা যায়, মাঝরাতে সে তার স্ত্রী ও মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিত, আর পার্কের ভিতর দিয়ে এমনভাবে চাবুক মারতে মারতে তাদের নিয়ে যেত যে চেঁচামেচিতে সারা গ্রামের লোকজন জেগে উঠত।

"তার এই স্বভাবের জন্য বকুনি দিতে বৃদ্ধ ভাইকার তার বাড়িতে গেলে সে তাকে এমনভাবে মারধোর করেছিল যে সেজন্য একবার তাকে আদালতেও যেতে হয়েছিল। এককথায় বলা যায় মিঃ হোমস যে কাছাকাছির মধ্যে পিটার কেরীর মত দুর্বৃত্ত লোক আপনি দ্বিতীয়টি পাবেন না। শুনেছি জাহাজের অধিনায়ক থাকাকালেও তার চরিত্র এই রকমই ছিল। এই ব্যবসার জগতে তার পরিচয় ছিল কালো পিটার, আর এ নামটি তাকে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র তার সবল দেহ আর মস্ত বড় কালো দাড়ির জন্যই নয়, তার আচার-আচরণের আশেপাশের লোকের মনে যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকেই এই নামের উৎপত্তি। বলাই বাহুল্য যে প্রতিবেশীরা সকলেই তাকে ঘৃণা করত, এড়িয়ে চলত; তাই তার ভয়ংকর পরিণামের জন্যও কাউকে আমি একটি দুঃখের কথাও বলতে শুনি নি।

"মিঃ হোমস, তদন্তের বিবরণীতে আপনি নিশ্চয়ই এই লোকটির 'কেবিন'-এর কথাটা পড়েছেন; কিন্তু আপনার বন্ধুটি হয় তো কিছুই শোনেন নি। তার

বাড়ি থেকে কয়েক শ' গজ দূরে সে নিজেই একটা কাঠের বাইরের ঘর বানিয়ে নিয়েছিল—সেটাকে সে সব সময়ই বলত 'কেবিন'—আর প্রতি রাতে সে সেখানেই ঘুমোত। একটা ছোট এক-ঘরের কুটির, দৈর্ঘ্য ষোল ফুট ও প্রস্থে দশ ফুট। ঘরের চাবি সে নিজের পকেটেই রাখত, নিজেই বিছানা করত, নিজেই ঝাড়-পোছ করত, অন্য কাউকে ঘরের চৌকাঠও মাড়াতে দিত না। ঘরের চারদিকেই পর্দা-ঢাকা ছোট ছোট জানালা আছে; কিন্তু সে জানালা কখনও খোলা হয় না। একটা জানালা আছে বড় রাস্তার দিকে; রাতে যখন ঘরের মধ্যে আলো জ্বলত তখন আশপাশের লোকজন সেই আলো দেখিয়ে বলাবলি করত, কালো পিটার ঘরের মধ্যে কি করে। মিঃ হোমস, তদন্তের ফলে যেটুকু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে সেটা ওই জানালাটা থেকেই এসেছে।

আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, খুনের দু'দিন আগে সকাল একটা নাগাদ স্লেটার নামক একজন পাথরের রাজমিস্ত্রি ফরেস্ট রো-র দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে ওই জায়গায় পৌঁছে থেমে যায় এবং গাছপালার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে-আসা একটা চৌকো আলোর রশ্মি দেখতে পায়। সে দিব্যি করে বলেছে যে, মাথাটা একদিকে কাৎ করা একটা মানুষের ছায়া সে পর্দার উপরে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, আর সে ছায়াটা কোনক্রমেই পিটার কেরীর হতে পারে না, কারণ কেরীকে সে ভাল করে চেনে। সে ছায়া একটি দাড়িওয়ালা লোকের বটে, কিন্তু সে দাড়িটা ছোট, আর এমনভাবে সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে যেটা ক্যাপ্টেনের দাড়ির থেকে আলাদা। সে এই কথা বলেছে বটে, কিন্তু সে নিজে তখন মদের দোকানে দুটি ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছে, আর রাস্তা থেকে জানালাটাও বেশ খানিকটা দূরে। তাছাড়া, এটা সোমবারের কথা, আর খুনটা হয়েছে বুধবারে।

"সেই মঙ্গলবারে পিটার কেরীর মেজাজ ছিল সবচাইতে খারাপ; মদে একেবারে চুর, একটা বিপজ্জনক বুনো পশুর মত ভয়ংকর। সে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর তার আসার শব্দ শুনলেই মেয়েরা ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। একটু রাত হতেই সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। পরদিন সকাল দুটো নাগাদ তার মেয়ে সেই ঘরটার দিক থেকে আসা একটা আর্ত চীৎকার শুনতে পেল, কারণ জানালা খোলা রেখেই মেয়েটি ঘুমোত, কিন্তু মাতাল অবস্থায় হৈ-হল্লা করা, চীৎকার করা তার পক্ষে নতুন কিছু নয়, কাজেই মেয়েটি ও নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামাল না। সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে একটি দাসী দেখতে পেল সেই ঘরের দরজাটা খোলা পড়ে আছে; কিন্তু ঐ লোকটাকে সকলেই এতদূর ভয় করে চলত যে দুপুরের আগে কেউ সাহস করে লোকটার খবর নিতে সেখানে গেল না। পরে খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতেই বিবর্ণ মুখে ছুটতে ছুটতে তারা গ্রামের দিকে চলে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি সেখানে গেলাম এবং তদন্তের ভার নিলাম।

"আপনি তো জানেন মিঃ হোমস, আমার স্নায়ু মোটামুটি শক্ত, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেই ছোট ঘরটায় মাথা গলিয়ে আমিও একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। ছোট মাছি ও নীল মাছির গুঞ্জনে ঘরটা যেন হারমোনিয়ামের মত ভোঁ-ভোঁ করছে; মেঝে ও দেওয়াল যেন কসাইখানা। ঘরটাকে সে 'কেবিন' বলত, সত্যি সেটা কেবিন, আপনার মনে হবে বুঝি একটা জাহাজেই চড়েছেন। একদিকে একটা ব্যাংক, একটা সাগর-সিন্দুক, মানচিত্র, চার্ট, 'সী ইউনিকর্ন'-এর একটি ছবি, তাকের উপর লগ-বুকের লম্বা সারি, একজন ক্যাপ্টেনের ঘর যেরকম আশা করা যায় সব কিছুই সেইভাবে সাজানো। আর তার ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে লোকটি নিজে; দুঃসহ যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত; মস্ত বড় দাড়ি উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে। তিমি মাছ মারার একটা ইস্পাতের হারপুন (টোটার মত একটা অস্ত্র) তার চওড়া বুকটাকে ফুটো করে পিছনের কাঠের দেয়ালের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাসের উপর পিন দিয়ে গেঁথে দেওয়া ঝিঁ-ঝিঁ পোকার মত সে দেয়ালের গায়ে আটকে আছে। অবশ্য সে তখন মরে কাঠ হয়ে গেছে; তীব্র যন্ত্রণায় শেষ চীৎকার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে।

"আপনার পদ্ধতিগুলো আমি জানি স্যার, আর তাই প্রয়োগ করলাম। জিনিসপত্র সরাবার অনুমতি দেবার আগে বাইরে জমি ও ঘরের মেঝেটা ভাল করে পরীক্ষা করেছি। কোন পায়ের দাগ পাওয়া যায় নি।"

"তার মানে তুমি দেখতে পাও নি?"

"আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি স্যার, কোন ছাপ ছিল না।"

"দেখ বাপু, অনেক অপরাধের তদন্ত আমি করেছি, কিন্তু কোন উড়ন্ত জীব এসে দুষ্কর্ম করেছে এমনটি আজ পর্যন্ত দেখি নি। যতকাল পর্যন্ত অপরাধী দুই পায়ের উপর খাড়া থাকবে, ততদিন কিছু দাগ, কিছু ঘসে তোলার চিহ্ন, সামান্য কিছু জিনিসপত্র সরানো—এ সব থাকবেই। আমাদের কাজের সুবিধা হতে পারত এমন কোন চিহ্ন এই রক্তাপ্লুত ঘরে ছিল না এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তদন্তের বিবরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে এমন কিছু জিনিস ছিল যা তোমার নজর এড়িয়ে গেছে।"

আমার সঙ্গীটির এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে তরুণ ইন্সপেক্টরটি সংকুচিত হয়ে পড়ল।

"আপনাকে তখনই ডেকে না আনাটা বোকামির কাজ হয়েছে মিঃ হোমস। যা হোক, এখন তো আর সে কথা বলে লাভ নেই। হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে এমন কিছু কিছু জিনিস ছিল যেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল। প্রথমত, যে হারপুনটা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটা ছিল। দেয়ালের তাকের উপর থেকে সেটাকে টেনে নামানো হয়েছিল। সেরকম আরও দুটো সেখানে ছিল, আর তৃতীয়টার স্থান ছিল শূন্য। ডাণ্ডাটার উপর খোদাই করা

ছিল 'এস. এস. সী উইনিকর্ণ, ডাণ্ডী।' এর থেকেই প্রমাণ হয় যে মুহূর্তের ক্রোধের বশেই খুন করা হয়েছিল, আর খুনী হাতের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছিল সেটাই ব্যবহার করেছে। খুনটা করা হয়েছে সকাল দুটোয়, অথচ পিটার কেরীর পরনে ছিল পুরো পোশাক; তাতেই বোঝা যায় যে খুনীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আগে থেকেই করা ছিল; আর সেটা আরও প্রমাণিত হয় এই সত্য থেকে যে টেবিলের উপর এক বোতল 'রাম' ও দুটো ময়লা গ্লাস পাওয়া গেছে।"

হোমস বলল, "হ্যাঁ; এই দুটো অনুমানই করা যেতে পারে বলেই মনে হয়। তবে 'রাম' ছাড়া আর কোনরকম মদ ছিল কি?"

"হ্যাঁ; সাগর-সিন্দুকের মধ্যে ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কি ছিল। অবশ্য আমাদের দিক থেকে সেটার কোন গুরুত্ব নেই, কারণ দুটো পাত্রই ভরা ছিল; কাজে-কাজেই সে দুটি ব্যবহার করাই হয় নি।"

হোমস বলল, "তা সত্ত্বেও এর উপস্থিতিরও একটা তাৎপর্য আছে। যা হোক, যে সমস্ত জিনিসের গুরুত্ব এই কেসের ক্ষেত্রে আছে বলে তুমি মনে কর আগে তার কথাই শোনা যাক।"

"টেবিলের উপর এই তামাকের পাউচ্‌টা ছিল।"

"টেবিলের কোন্ জায়গায়?"

"মাঝখানে। সিল মাছের মোটা চামড়ার তৈরি—লোমওয়ালা চামড়া—একটা চামড়ার পটি দিয়েই মুখটা আটকানো। ভিতরে 'পি. সি.' লেখা। পাউচের ভিতরে ছিল আধ আউন্স কড়া জাহাজের তামাক।"

"চমৎকার! আর কি ছিল?"

"স্ট্যানলি হপকিন্স ধূসর মলাটের একটা নোট-বই পকেট থেকে বের করল। বাইরেটা খসখসে ও জীর্ণ, পাতাগুলি বিবর্ণ। প্রথম পাতায় "জে. এইচ. এন." আদ্য অক্ষরগুলি লেখা, তারিখ "১৮৮৩"। সেটাকে টেবিলের উপর রেখে হোমস তার নিজস্ব ভঙ্গীতে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল, আর হপকিন্স ও আমি দুই কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। দ্বিতীয় পাতায় "সি. পি. আর." অক্ষরগুলি ছাপা ছিল, তারপর কয়েকটা পাতায় শুধু সংখ্যা লেখা। কোন পাতায় শিরোনাম আর্জেন্টাইন, কোন পাতায় কোস্টারিকা, আবার কোন পাতায় সান পলো; প্রতিটি পাতায়ই নামের পরে কতকগুলি চিহ্ন ও সংখ্যা।

"এগুলোর অর্থ কি বলে মনে কর?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ঋণ-পত্রের তালিকা বলে মনে হয়। আমি ভেবেছি, 'জে. এইচ. এন.' হচ্ছে দালালের নামের আদ্য অক্ষর, আর 'সি. পি. আর.' হচ্ছে তার মক্কেলের নামের আদ্য অক্ষর।"

"ক্যানাডিয়ান (সি) প্যাসিফিক (পি) রেলওয়ে (আর) চেষ্টা করে

দেখ তো," হোমস বলল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল, "সত্যি, আমি কী বোকা! এবার শুধু 'জে. এইচ. এন.' আদ্য অক্ষরগুলির রহস্য খুঁজে বের করতে হবে। পুরনো স্টক এক্সচেঞ্জ-এর তালিকা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু ১৮৮৩ সালের কোন দালালের নামের আদ্য অক্ষরই এর সঙ্গে মেলে নি। তবু আমার মনে হয়, আমি যে সূত্রটা ধরেছি সেটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। যে দ্বিতীয় লোকটি সেখানে উপস্থিত ছিল—অর্থাৎ খুনি লোকটা—এগুলি যে তার নামেরই আদ্য অক্ষর এ সম্ভাবনাও তো আপনি স্বীকার করবেন মিঃ হোমস। আমি আরও বলতে চাই যে, অনেক দামী একগাদা ঋণ-পত্রের দলিলের খোঁজ পাওয়ার ফলে এই প্রথম আমরা হত্যাকাণ্ডের একটা উদ্দেশ্যের সন্ধান পেলাম।"

শার্লক হোমসের মুখ দেখে মনে হল যে পরিস্থিতির এই নতুন পরিণতি দেখে সে খুবই বিস্মিত হয়েছে।

সে বলল, "তোমার দুটো বক্তব্যই আমি মেনে নিচ্ছি। আরও স্বীকার করছি তদন্তের সময় যে নোট বইটার খোঁজ মেলে নি সেটা পাওয়ায় আমার আগেকার সব ধারণাই পাল্টে গেছে। এই হত্যার ব্যাপারে যে ধারণা আমি গড়ে তুলেছিলাম তার মধ্যে এই নোট বইয়ের কোন স্থান হচ্ছে না। এখানে উল্লেখিত কোন ঋণ-পত্র সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছ কি?"

"বিভিন্ন আপিসে খোঁজ করা হচ্ছে, কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকার এইসব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার-দালালদের পূর্ণ তালিকা আছে দক্ষিণ আমেরিকাতে; কাজেই এসব শেয়ারের খোঁজ-খবর করতে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে।"

হোমস তার ম্যাগ্নিফাইং কাচের ভিতর দিয়ে নোট বইয়ের মলাটটা পরীক্ষা করছিল। বলল, "এখানে একটা দাগ লেগেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ স্যার, রক্তের দাগ। আপনাকে তো বলেছি বইটা মেঝে থেকে তুলে নিয়েছি।"

"রক্তের দাগটা উপরে ছিল, না নীচে?"

"কার্ডবোর্ডের ভিতরের দিকে।"

"তাতেই প্রমাণ হয় যে খুনের পরেই বইটা মেঝেতে পড়েছিল।"

"ঠিক তাই মিঃ হোমস। এ কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার সময় খুনী এটাকে ফেলে গিয়েছিল বলেই আমার ধারণা। দরজার পাশেই এটা পড়ে ছিল।"

"যেসব ঋণ-পত্র পাওয়া গেছে তার কোনটাই তো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নয়?"

"না স্যার।"

"ডাকাতি সন্দেহ করবার কোন কারণ কি পেয়েছ?"

"না স্যার। কোন কিছুতেই হাত দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।"

"কী আশ্চর্য, কেসটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং। তাহলে তো সেখানে একটা ছুরি থাকবার কথা; ছিল কি?"

"খাপে-ঢাকা একটা ছুরি; এখনও খাপেই রয়েছে। মৃত লোকটির পায়ের কাছে পড়ে ছিল। মিসেস কেরী ওটাকে তার স্বামীর সম্পত্তি বলে সনাক্ত করেছে।"

বেশ কিছু সময় হোমস চিন্তায় ডুবে রইল।

অবশেষে বলল, "মনে হচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে জিনিসটা একবার স্বচক্ষে দেখতে হবে।"

স্ট্যানলি হপকিন্স উল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

"অনেক ধন্যবাদ স্যার। তাহলে তো আমার বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।"

ইন্সপেক্টরের দিকে আঙুল নেড়ে হোমস বলল, "এক সপ্তাহ আগে হলে কাজটা অনেক সহজ হত। তবে এখনও আমার যাওয়াটা একেবারে নিষ্ফল হবে না। ওয়াটসন, যদি সময় করতে পার তাহলে তোমাকে সঙ্গী পেলে খুশি হব। হপকিন্স, একখানা চার চাকার গাড়ি ডাক, পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা ফরেস্ট রো-তে যাবার জন্য তৈরি হতে পারব।"

একটা স্টেশনে নেমে গাড়িতে চেপে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেশ কয়েক মাইল পথ পার হয়ে গেলাম। যে মহারণ্য দীর্ঘকাল যাবৎ স্যাকসন আক্রমণকারীদের আটকে রেখেছিল—ষাট বছর ধরে যে দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল বৃটেনের প্রাচীরস্বরূপ, এই জঙ্গল একসময় ছিল তারই অংশ। জঙ্গলের অনেকখানিই এখন পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, কারণ দেশের প্রথম লোহার কারখানা এখানেই স্থাপিত হয়েছিল, আর খনিজ লোহাকে গলাবার জন্য কেটে ফেলা হয়েছিল গাছের পর গাছ। কিন্তু বর্তমানে উত্তরের অধিকতর সমৃদ্ধ লোহার খনিগুলি এই ব্যবসাকে দখল করে ফেলেছে; ফলে অতীতের সাক্ষ্য হিসাবে আজ শুধু পড়ে আছে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত জঙ্গল আর মাটির বুকে কতকগুলি বড় বড় গর্তের ক্ষত-চিহ্ন। এখানেই পাহাড়ের সবুজ ঢালের উপর একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা নীচু পাথরের বাড়ি; জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা পথ এসে পড়েছে সেই বাড়িতে। রাস্তার আরও কাছে তিন দিকে ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা একটা ছোট বাহির-বাড়িও আছে; তার একটা জানালা ও দরজাটার মুখ আমাদের দিকে। ওটাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল।

স্ট্যানলি হপকিন্স আমাদের বাড়িটাতে নিয়ে গেল। সেখানে সে আমাদের একটি কুৎসিতদর্শন, পাকা-চুল বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

নিহত লোকটির বিধবা স্ত্রী। তার বলীরেখাকীর্ণ বড় মুখ ও লাল চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় অনেক বছর ধরে অনেক কষ্ট ও দুর্ব্যবহার তাকে সহ্য করতে হয়েছে। তার সঙ্গে ছিল মেয়েটি; বিবর্ণ মুখ, মাথা-ভরা সুন্দর চুলের রাশি। জ্বলন্ত চোখ মেলে বেপরোয়াভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, বাবার মৃত্যুতে সে খুশিই হয়েছে, আর যে লোক তাকে মেরেছে তাকে সে আশীর্বাদ করছে। কালো পিটার কেরী সংসারটাকে নরক করে তুলেছিল। আবার সূর্যের আলোয় এসে দাঁড়াতে পেরে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি; মৃত লোকটির পায়ে পায়ে মাঠের যে পথটা জীর্ণ হয়ে পড়েছিল সেই পথে আবার আমরা পা ফেলতে পেরেছি।

বাহির-বাড়িটা খুবই সাদাসিদে ধরনের, কাঠের দেয়াল, একটিমাত্র ছাদ, দরজার পাশে একটি জানালা, আর একটি জানালা একেবারে কোণের দিকে। পকেট থেকে চাবিটা বের করে তালাটার উপর উপুড় হয়েই স্ট্যান্‌লি হপকিন্স হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখে যুগপৎ সতর্ক দৃষ্টি ও বিস্ময়।

"কেউ এটাতে হাত লাগিয়েছিল," সে বলল।

সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাঠটা কাটা; রংয়ের উপরকার সাদা ঘসার দাগ দেখলেই বোঝা যায় এই মুহূর্তেই কাজটা করা হয়েছে। হোমস জানালাটা পরীক্ষা করতে লাগল।

"এটাকে ভাঙবার চেষ্টা কেউ করেছিল। তবে সে যেই হোক ভিতরে ঢুকতে পারে নি। লোকটা খুবই বাজে চোর।"

ইন্সপেক্টর বলল, "খুবই অসাধারণ ব্যাপার। আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কাল সন্ধ্যায়ও এ দাগগুলো ছিল না।"

আমি বললাম, "হয়তো গ্রামের কোন কৌতূহলী লোকের কাজ।"

"মোটেই তা নয়। তারা কেউই এ জায়গা মাড়াতেই সাহস করবে না, কেবিনের দরজা ভেঙে ঢোকা তো দূরের কথা। এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয় মিঃ হোমস?"

"আমি মনে করি, ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন।"

"আপনি বলতে চান যে লোকটি আবার আসবে?"

"খুবই সম্ভব। দরজা খোলা পাবার আশায়ই সে এসেছিল। একটা ছোট পেন্সিল-কাটা ছুরির ফলা দিয়েই সে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল। পারে নি। এ অবস্থায় সে কি করবে?"

"আরও ভাল একটা যন্ত্র নিয়ে পরদিন রাতে আবার আসবে।"

"আমিও তাই বলতে চাই। তখন যদি তাকে অভ্যর্থনা করতে আমরা সেখানে হাজির না থাকি, সেটা আমাদের দোষ। ইতিমধ্যে কেবিনের ভিতরটা আমি দেখতে চাই।"

দুর্ঘটনার চিহ্নগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু ছোট ঘরটার আসবাবপত্র

ঘটনার দিন রাতে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। দু' ঘণ্টা ধরে একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে হোমস প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করে দেখল, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে তার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তদন্তের মধ্যে মাত্র একবার সে থেমেছিল।

"এই তাকটা থেকে তুমি কি কিছু সরিয়েছ হপকিন্স?"

"না; আমি কিছুই সরাই নি।"

"কিছু একটা সরানো হয়েছে। তাকের এই কোণটায় অন্য জায়গার তুলনায় ধুলো কম। এ পাশে হয় তো একখানা বই ছিল। একটা বাক্সও হতে পারে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বেশী কিছু করতে পারছি না। চল ওয়াটসন, এই সুন্দর জঙ্গলটায় একটু বেড়িয়ে আসি; পাখি ও ফুলদের সঙ্গে কাটিয়ে আসি কয়েকটা ঘণ্টা। হপকিন্স, তোমার সঙ্গে এখানেই পরে দেখা হবে। তখন দেখা যাবে যে ভদ্রলোক রাতের বেলা এখানে এসেছিল তার সঙ্গে মোলাকাত করা যায় কি না।"

আমরা যখন একটা জায়গায় লুকিয়ে ওঁৎ পেতে বসলাম তখন এগারোটা বেজে গেছে। হপকিন্স চেয়েছিল বাহির-বাড়ির দরজাটা খুলে রাখতে, কিন্তু হোমস বলল যে তাতে নবাগতের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তালাটা ছিল খুবই সাধারণ; একটা শক্ত ফলা দিয়ে চাড় দিলেই খুলে যাবে। হোমসই বলছিল ঘরের ভিতরে না লুকিয়ে একেবারে কোণের দিককার জানালাটার আশেপাশে যে ঝোপ-ঝাড়টা রয়েছে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকাই উচিত। সেখানে থাকলেই আমরা তার উপর নজর রাখতে পারব এবং সে যদি আলো জ্বালায় তাহলে তার এই চুপি চুপি নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্যও আমরা জানতে পারব।

দীর্ঘ একঘেয়ে প্রতীক্ষা। তবু তার একটা নিজস্ব উত্তেজনা আছে; ঠিক যেমনটি থাকে তৃষ্ণার্ত শিকারের আগমনের প্রতীক্ষায় জলার ধারে অপেক্ষমান শিকারীর মনে। অন্ধকারের ভিতর থেকে চুপি-চুপি আমাদের সামনে এসে হাজির হবে কোন্ সে অসভ্য প্রাণী? সে কি অপরাধ-জগতের কোন হিংস্র বাঘ যার ধারালো থাবা ও নখরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তাকে কাবু করা যাবে, না কি দেখা যাবে যে সে আসলে একটি ধূর্ত-শেয়াল শুধু দুর্বল ও অরক্ষিত মানুষের কাছেই যে বিপজ্জনক? সে যেই হোক না কেন তার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চুপভাবে আমরা ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম। প্রথম দিকে কানে এল শুধু কয়েকজন বিলম্বে প্রত্যাগত গ্রামবাসীর পায়ের শব্দ, অথবা গ্রাম থেকে ভেসে আসা কিছু কণ্ঠস্বর। ক্রমে এগুলিও মিলিয়ে গেল; নেমে এল পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা; শুধু বহু দূরের গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আমাদের জানাতে লাগল রাতের প্রহর, আর শোনা যেতে লাগল মাথার উপরকার গাছপালার পাতায় পাতায় ঝড়েপড়া ঈষৎ বৃষ্টির টুপ-টাপ টুপ-টাপ শব্দ।

আড়াইটে বেজে গেল। নেমে এল ভোরের আগেকার সবচাইতে অন্ধকার

সময়। এমন সময় ফটকের দিক থেকে একটা নীচু অথচ কর্কশ খট্ করে শব্দ হওয়ায় সকলেই চমকে উঠলাম। কেউ বাড়িতে ঢুকবার পথটায় এসেছে। আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। আশংকা হল, যা শুনেছিলাম সেটা মিথ্যা সংকেত। এমন সময় ঘরটার অপর দিকে একটা সতর্ক পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম, আর পরমুহূর্তেই কানে এল ধাতুর উপর কোন কিছু আঁচড়াবার আওয়াজ ও খুট করে আর একটা শব্দ। লোকটা তালা খুলবার চেষ্টা করছে। এবারে হয় তো কৌশলটা ভাল ছিল, অথবা যন্ত্রটা ভাল ছিল, কারণ হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দ হয়েই কব্জাগুলো কড়্ কড়্ করে উঠল। তারপরই জ্বলল একটা দেশলাই আর পরমুহূর্তেই মোমবাতির আলোয় ঘরের ভিতরটা ভরে গেল। পর্দার ভিতর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি ভিতরকার দৃশ্যের উপর স্থির-নিবদ্ধ হল।

আমাদের নৈশ অতিথিটি বয়সে যুবক ; অপটু, শুকনো শরীর, একজোড়া কালো গোঁফ মুখটাকে আরও বিবর্ণ করে তুলেছে। বয়স বিশ বছরের খুব বেশী হবে না। কোন মানুষকে এতখানি ভয় পেতে কখনও দেখি নি, তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্ ঠক্ করছে ; সমস্ত শরীর কাঁপছে। পরনে ভদ্রলোকের মত পোশাক—নরফোক কোর্তা ও নিকারবোকার, মাথায় সুতির টুপি। আমরা দেখলাম, ভীত চোখ মেলে সে চারদিকে তাকাচ্ছে। তারপর মোমবাতি-দানটাকে টেবিলের উপর রেখে আমাদের দৃষ্টির বাইরে ঘরের এককোণে চলে গেল। তাকের উপর সাজানো অনেকগুলো লগ-বুক-এর একখানি হাতে নিয়ে ফিরে এল। টেবিলের উপর ঝুঁকে সেই মোটা বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বাঞ্ছিত লেখাটা পেয়ে গেল। তারপর একটা হাত মুঠো করে রাগত ভঙ্গীতে বইটা বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। সে ঘর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই হপকিন্স তার কলারটা চেপে ধরল ; সঙ্গে সঙ্গে সে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। মোমবাতিটা আবার জ্বালানো হল। গোয়েন্দাটির মুঠোর মধ্যে বেচারি থর্‌থর্ করে কাঁপছে। সাগর-সিন্দুকটার উপর ধপ্ করে বসে পড়ে অসহায়ভাবে সে পরপর আমাদের দেখতে লাগল।

স্ট্যানলি হপকিন্স বলল, "এবার বল তো বাছাধন, তুমি কে, আর এখানে কি চাও ?"

লোকটির সমস্ত শক্তি একত্র করে নিজেকে সংযত করে আমাদের দিকে তাকাল।

বলল, "আপনারাই বুঝি গোয়েন্দা ? আপনারা হয় তো ভেবেছেন যে ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর মৃত্যুর সঙ্গে আমি জড়িত। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমি নির্দোষ।"

হপকিন্স বলল. "সেটা আমরাই বুঝে নেব। প্রথমেই বল, তোমার নাম কি ?"

"জন হোপ্‌লি নেলিগান।"

দেখলাম, হোমস ও হপকিন্স দৃষ্টি বিনিময় করল।

"এখানে কি করছ?"

"কথাটা গোপনে বলতে পারি কি?"

"না, মোটেই না।"

"আপনাদের বলব কেন?"

"কোন জবাব না দিলে বিচারের সময় সেটা তোমার পক্ষে খারাপ হতে পারে।"

যুবকটি হকচকিয়ে গেল।

বলল, "ঠিক আছে, বলছি। কেন বলব না? তবু এই পুরনো কেলেংকারী আবার নতুন করে ছড়াবে এটা ভাবতেও ঘৃণা হয়। 'ডসন অ্যাণ্ড নেলিগান'-এর নাম কখনও শুনেছেন কি?"

হপকিন্সের মুখ দেখেই বুঝলাম সে শোনে নি, কিন্তু হোমস খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

সে বলল, "তার মানে 'ওয়েস্ট কান্ট্রি' ব্যাংকারদের কথা বলছ। তারা তো দশ লাখ উড়িয়ে দিয়ে কর্ণওয়াল জেলার অর্ধেক পরিবারকে সর্বস্বান্ত করেছিল, আর নেলিগান গা-ঢাকা দিয়েছিল।"

"ঠিক তাই। নেলিগান আমার বাবা।"

শেষ পর্যন্ত যেন একটু মাটি পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখনও জনৈক নিখোঁজ ব্যাংকার এবং তার নিজের হারপুন-এর আঘাতে ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর দেয়ালে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু—এই দুইয়ের মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান। সাগ্রহে মনোযোগের সঙ্গে আমরা যুবকের কথাগুলি শুনতে লাগলাম।

"আসলে ব্যাপারটা করেছিলেন আমার বাবা। ডসন তখন অবসর নিয়েছেন। আমার বয়স তখন মাত্র দশ বছর, তবু এ ঘটনার লজ্জা ও ভয়কে বুঝবার মত বয়স হয়েছিল। সকলেই বলত, আমার বাবাই সব দলিলপত্র চুরি করে পালিয়েছিলেন। কথাটা সত্য নয়। তার বিশ্বাস ছিল, আদায়-পত্র করবার মত সময় হাতে পেলে সব ঠিক হয়ে যেত এবং পাওনাদারদের সব টাকাই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন। তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হবার আগেই তার ছোট নৌকোটা নিয়ে তিনি নরওয়ে যাত্রা করেছিলেন। তিনি যখন মার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সে রাতের কথা এখনও আমার মনে আছে। যেসব কোম্পানির কাগজ সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার একটা তালিকা তিনি রেখে গেলেন; যাবার সময় কথা দিয়ে গেলেন, নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার করে আবার তিনি ফিরে আসবেন এবং তাকে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের কোন ক্ষতি হবে না। তারপর থেকে তার কোন সংবাদই আর পাওয়া যায় নি। নৌকোটিসহ তিনি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেলেন। মা ও আমি

জানতাম যে সঙ্গের সব কাগজপত্রসহ তিনি তার নৌকোসমেত সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছেন। আমাদের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। তিনিও ব্যবসায়ী। কিছুদিন আগে তিনিই আবিষ্কার করেন যে, যেসব কোম্পানির কাগজ বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কিছু কিছু আবার লণ্ডনের বাজারে দেখা গিয়েছে। আমরা যে কতখানি বিস্মিত হলাম সেটা আপনারা সহজেই কল্পনা করতে পারেন। সেগুলোর খোঁজে আমি মাসের পর মাস কাটালাম এবং অবশেষে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে জানতে পারলাম যে, সেসব কাগজপত্রের মূল বিক্রেতা এই ঘরের মালিক ক্যাপ্টেন পিটার কেরী।

"স্বভাবতই তার সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর করলাম। ক্রমে জানতে পারলাম, এই লোকটি ছিল একখানি তিমি-ধরা জাহাজের মালিক, আর যে সময়ে আমার বাবা সাগর পেরিয়ে নরওয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়েই এই লোকটিও মেরু অঞ্চলের সাগর থেকে ফিরছিল। সে বছর হেমন্তকালটা ছিল খুবই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ; মাঝে মাঝেই দক্ষিণী ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। হয়তো সেই ঝড়ের টানে আমার বাবার নৌকো উত্তর মুখে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর জাহাজের সামনে পড়েছিল। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তারপরে আমার বাবার কি হল? যাই হোক, পিটার কেরীর সাক্ষ্যের দ্বারা যদি প্রমাণ করতে পারি কিভাবে কোম্পানির কাগজগুলি বাজারে এসেছিল, তাহলে অন্তত এটা তো প্রমাণ হবে যে আমার বাবা সেগুলি বেচেন নি, এবং তিনি যখন সেগুলি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন কোনরকম ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য তার ছিল না।

"ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি সাসেক্স-এ এসেছিলাম। কিন্তু ঠিক তখনই ঘটল তার ভয়ংকর মৃত্যু। তদন্তের যে বিবরণী আমি পড়লাম তাতে এই কেবিনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তার জাহাজের পুরনো লগ-বুকগুলি এই কেবিন-এ রক্ষিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ১৮৮৩-র অগস্ট মাসে 'সী ইউনিকর্ন'এ কি ঘটেছিল তা যদি জানতে পারি তাহলে আমার বাবার রহস্যময় নিয়তির একটা মীমাংসা হয়তো করতে পারব। গত রাতে লগ-বুকগুলো পেতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দরজা খুলতে পারি নি। আজ আবার চেষ্টা করলাম, সফলও হলাম, কিন্তু দেখলাম যে পাতাগুলোতে ঐ মাসের হিসাবপত্তর লেখা ছিল সেগুলি এই থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে আমি আপনাদের হাতে বন্দী।"

"এই সব?" হপকিন্স জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যা, এই সব।" বলতে বলতে সে চোখটা ফেরাল।

"তোমার আর কিছু বলার নেই?"

সে ইতস্তত করতে লাগল।

"না ; আর কিছু নেই।"

"গত রাতের আগে আর কখনও এখানে আস নি ?"

"না।"

"তাহলে এটা কি করে এখানে এল ?" নোট বইটা তার সামনে মেলে ধরে হপকিন্স চেঁচিয়ে বলল। নোট বইটার প্রথম পাতায় আছে আমাদের বন্দীর নামের আগ্ন অক্ষরগুলি, আর তার প্রচ্ছদে আছে রক্তের দাগ।"

বেচারি একেবারেই ভেঙে পড়ল। দুই হাতে মুখ ঢেকে থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল।

আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "এটা আপনি কোথায় পেলেন ? আমি জানতাম না। ভেবেছিলাম হোটেলেই ওটা হারিয়ে গেছে।"

হপকিন্স কঠোর স্বরে বলল, "খুব হয়েছে। তোমার আর যা কিছু বলার আছে আদালতেই বলবে। এখন আমার সঙ্গে থানায় চল। মিঃ হোমস আমাকে সাহায্য করতে আপনারা এতদূরে ছুটে এসেছেন, সেজন্য আপনার ও আপনার বন্ধুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যা দেখছি তাতে আপনাদের আসার কোন দরকার ছিল না ; আপনাদের সাহায্য ছাড়াই আমি কেসটাকে এই সফল পরিণতিতে নিয়ে আসতে পারতাম। তবু আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ব্র্যাম্‌ব্লেটাই হোটেলে আপনাদের জন্য ঘর রাখা আছে, কাজেই এখন আমরা একসঙ্গেই হাটতে হাটতে গ্রামের দিকে যেতে পারি।"

পরদিন সকালে ফিরবার পথে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ওয়াটসন, এ ব্যাপারে তোমার কি মত ?"

"দেখতে পাচ্ছি তুমি খুশি নও।"

"প্রিয় ওয়াটসন, আমি সম্পূর্ণ খুশি। সেই সঙ্গে এও বলি যে স্ট্যানলি হপকিন্স-এর কর্ম-পদ্ধতি আমার ভাল লাগে নি। তার কাজে আমি হতাশ হয়েছি। তার কাছ থেকে আরও ভাল কাজ আমি আশা করেছিলাম। সব সময়ই একটা সম্ভবপর বিকল্পের কথা চিন্তা করা আর তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। অপরাধ তদন্তের এটাই প্রথম বিধি।"

"তাহলে সেই বিকল্পটি কি ?"

"তদন্তের যে পথ আমি অনুসরণ করে চলেছি। তার ফল কিছুই না হতে পারে। আমি বলতে পারি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এটাকে দেখব।"

বেকার স্ট্রীটে বেশ কয়েকখানি চিঠি হোমসের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার ভিতর থেকে একটা টেনে নিয়ে খামটা খুলেই সে বিজয়গর্বে হো-হো করে হেসে উঠল।

"চমৎকার ওয়াটসন ! বিকল্প পদ্ধতিটা ভালই এগিয়েছে। তোমার কাছে টেলিগ্রামের ফর্ম আছে কি ? কয়েক লাইন সংবাদ লিখে ফেল তো

"সাম্নার, শিপিং এজেন্ট, র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ে। তিনটি লোক পাঠাও, আগামীকাল সকাল দশটায় যেন পৌঁছে যায়।—বেসিল।' ও অঞ্চলে এটাই আমার নাম। অপরটায় লেখ 'ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স, ৪৬ লর্ড স্ট্রীট, ব্রিক্সটন। আগামীকাল ন'টা ত্রিশে প্রাতরাশে হাজির হও। জরুরী। না আসতে পারলে তার করো।—শার্লক হোমস।' দেখ ওয়াটসন, এই নারকীয় ঘটনাটি গত দশ দিন যাবৎ আমাকে তাড়া করে ফিরছে। এই সঙ্গেই সেটাকে মন থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিলাম। আমার বিশ্বাস, কালই এ ব্যাপারের শেষ কথাটি শুনতে পাব।"

ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিস নির্দিষ্ট সময়ে কাঁটায় কাঁটায় এসে হাজির হল। মিসেস হাডসনের তৈরি উৎকৃষ্ট প্রাতরাশ নিয়ে সকলে বসে গেলাম। অর্জিত সাফল্যে তরুণ গোয়েন্দাটির মন-মেজাজও ছিল বেশ ভাল।

"তুমি কি সত্যি মনে কর যে তোমার সমাধানই ঠিক?" হোমস প্রশ্ন করল।

"এর চাইতে সুসম্পূর্ণ কেসের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না"

"আমার কাছে কিন্তু সমাধানটা চূড়ান্ত বলে মনে হয় না।"

"আপনি আমাকে অবাক করলেন মিঃ হোমস! এর চাইতে আর বেশী কি আশা করা যায়?"

"তোমার সমাধানের মধ্যে সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কি?"

"নিঃসন্দেহে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, যুবক নেলিগান ঠিক খুনের দিনটিতেই ব্রাম্‌ব্লেটাই হোটেলে এসে উঠেছিল। গল্‌ফ্ খেলার অজুহাতেই সে এসেছিল। তার ঘরটা ছিল একতলায়, তাই সে যখন ইচ্ছা বাইরে যেতে পারত। সেদিন রাতে সে উডম্যানস লী-তে যায়, পিটার কেরীকে ঘরের মধ্যে দেখতে পায়, তার সঙ্গে ঝগড়া করে এবং হারপুন দিয়ে তাকে খুন করে। তারপর নিজের কৃতকর্মে আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যায় এবং এইসব কোম্পানির কাগজ সম্পর্কে পিটার কেরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যে নোট-বইখানা সঙ্গে করে এনেছিল পালাবার সময় সেটা ফেলে যায়। আপনি হয় তো লক্ষ্য করেছেন, নোট বইয়ের তালিকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিক দেওয়া আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নেই। যেগুলিতে টিক দেওয়া আছে সেগুলির হদিস লণ্ডনের বাজারেই পাওয়া গিয়েছিল; সম্ভবত বাকিগুলো তখনও কেরীর হেপাজতেই ছিল এবং বাবার পাওনাদারদের প্রতি সুবিচার করার আশায় যুবক নেলিগান সেগুলো উদ্ধার করতে সচেষ্ট ছিল। পালিয়ে যাবার পরে কয়েকদিন সে আর ওদিকে যেতে সাহস করেনি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরকারী তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সেখানে যেতে সে বাধ্য হয়। এ সবই কি খুব সরল আর স্পষ্ট নয়?"

হোমস হেসে মাথা নাড়ল।

"তোমার চিন্তাধারার মধ্যে একটিই খুঁৎ আছে, আর সেটা এই যে তোমার ধারণাটা মূলতই অসম্ভব। কারও শরীরে একটা হারপুন বিঁধিয়ে দেবার চেষ্টা কখনও করেছ কি? কর নি তো? কি জান স্যার, এই সব ছোটখাট জিনিসের উপরই নজর দিতে হয়। আমার বন্ধু ওয়াটসন তোমাকে বলতে পারবে যে আজ সারাটা সকাল আমি এই অনুশীলনেই কাটিয়েছি। কাজটা সহজ নয়; অত্যন্ত শক্তিশালী অভ্যস্ত হাতের দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে আঘাতটা এতই জোরের সঙ্গে করা হয়েছিল যে অস্ত্রটার মাথা দেয়ালের ভিতরে পর্যন্ত বসে গিয়েছিল। তুমি কি মনে কর যে এই রক্তশূন্য যুবক এরকম ভয়ঙ্কর আঘাত করতে সক্ষম। গভীর রাতে রাম খেতে বসে কালো পিটার-এর সঙ্গে দোস্তি করবার মত লোক সে? দু'রাত আগে পর্দার ভিতর দিয়ে কি তারই ছায়া-মূর্তি দেখা গিয়েছিল? না, না হপকিন্স; যাকে আমরা খুঁজছি সে আরও দুর্ধর্ষ অন্য কেউ।"

হোমসের কথাগুলি শুনতে শুনতে গোয়েন্দাপ্রবরের মুখটা ক্রমে লম্বা হয়ে উঠতে লাগল। তার সব আশা ও উচ্চাকাঙ্খা যেন তারই চারপাশে ধ্বসে পড়ছে। তবু বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও ছেড়ে দিতে সে রাজী নয়।

"সে রাতে নেলিগান যে উপস্থিত ছিল সেকথা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না মিঃ হোমস। বইটা তো তার প্রমাণ। আপনি খুঁত ধরতে পারলেও আমার বিশ্বাস যেসব প্রমাণ আমার হাতে আছে তা দিয়ে আমি জুরীকে সন্তুষ্ট করতে পারব। তাছাড়া, আমার লোকটিকে তো আমি হাতে পেয়েছি মিঃ হোমস, কিন্তু আপনার সেই দুর্ধর্ষ লোকটি কোথায়?"

হোমস গম্ভীরভাবে বলল, "মনে হচ্ছে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। ওয়াটসন, তোমার রিভলবারটা হাতের নাগালের মধ্যে রাখ।" উঠে দাঁড়িয়ে এক-টুকরো লেখা কাগজ সে পাশের টেবিলে রেখে দিল। বলল, "এবার আমরা প্রস্তুত।"

বাইরে কর্কশ গলায় কিছু কথাবার্তা শোনা গেল. তারপরই মিসেস হার্ডসন দরজা খুলে জানাল যে তিনটি লোক ক্যাপ্টেন বেসিল-এর খোঁজ করছে।

"তাদের একে একে পাঠিয়ে দাও," হোমস বলল।

যে লোকটি প্রথম ঢুকল তাকে ছোটখাট একটি শীতের আপেলের মত দেখতে; লালচে গাল আর মোটা পাকা জুলফি। হোমস পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল।

"নামটা কি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"জেমস ল্যাংকাস্টার।"

"আমি দুঃখিত ল্যাংকাস্টার, পদটা পূর্ণ হয়ে গেছে। যেটুকু কষ্ট স্বীকার করেছ তার জন্য এই আধ-গিনিটা নাও। পাশের ঘরে চলে যাও,

আর সেখানেই কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর।"

দ্বিতীয় লোকটি ঢ্যাঙা, শুট্‌কো, চুল লম্বা, গাল বসা। তার নাম হিউ প্যাট্রিন। তাকেও আধ-গিনি দিয়ে বিদায় করে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হল।

তৃতীয় আবেদনকারীর চেহারাটা উল্লেখযোগ্য। হিংস্র বুল-ডগের মত মুখে এলোমেলো চুল ও দাড়ির জঙ্গল; মোটা, ঝুলে-পড়া ভুরুর নীচে দুটো দুঃসাহসী কালো চোখ জল্‌ জল্‌ করছে। সেলাম করে নাবিকের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাতের টুপিটা নাড়তে লাগল।

"তোমার নাম?" হোমস প্রশ্ন করল।

"প্যাট্রিক কেয়ার্নস্‌।"

"হারপুন-চালক?"

"হ্যাঁ স্যার। ছাব্বিশ বার জাহাজে ভেসেছি।"

"ডাণ্ডীতেও গিয়েছিলে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কত মাইনে ছিল?"

"মাসে আট পাউণ্ড।"

"এখনই আবার যেতে পারবে?"

"দরকারী জিনিসপত্র পেলেই হল।"

"কাগজপত্র সঙ্গে আছে?"

"হ্যাঁ স্যার।" পুরনো তেলচিটে কয়েকটা কাগজ পকেট থেকে বের করল। এবার চোখ বুলিয়ে হোমস সেগুলো ফেরৎ দিল।

বলল, "তোমার মত লোকই আমার চাই। পাশের টেবিলে চুক্তি-পত্র রয়েছে। ওটা সই করলেই ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।"

ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাবিকটি কলম তুলে নিল।

তার ঘাড়ের উপরে ঝুঁকে পড়ে হোমস লোকটির গলার দু'পাশ দিয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল।

বলল, "এতেই হবে।"

ঠন্‌ করে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির একটা শব্দ হল; সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত প্রচণ্ড গর্জন। পরমুহূর্তে হোমস ও নাবিকটি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। লোকটার গায়ে এতই অসুরের মত শক্তি যে হোমস অতীব সুকৌশলে তার কব্জিতে হাত-কড়া পরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও হপকিন্স ও আমি তাকে সাহায্য করতে ছুটে না গেলে সে অচিরেই আমার বন্ধুকে কাবু করে ফেলত। রিভলবারের ঠাণ্ডা নলটা যখন তার মাথায় চেপে ধরলাম একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারল যে বাধা দেওয়া বৃথা। দড়ি দিয়ে তার গোড়ালি দুটোকে একসঙ্গে বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা রণে ক্ষান্ত দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

শার্লক হোমস বলল, "আমি ক্ষমা চাইছি হপকিন্স; ডিম-পাউরুটিটা নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যাই হোক, প্রাতরাশের বাকি পদগুলো তুমি নিশ্চয় উপভোগ করবে, কি বল? তোমার মামলাটা যে শেষ পর্যন্ত একটা সগৌরব পরিণতিতে পৌঁচেছে সেজন্যও তো বটে?"

স্ট্যানলি হপকিন্স বিস্ময়ে হতবাক।

মুখ লাল করে শেষ পর্যন্ত কোনরকমে বলল, "কি যে বলব আমি জানি না মিঃ হোমস। এখন মনে হচ্ছে, গোড়া থেকেই কী বোকামিটাই না করে এসেছি। এখন বুঝতে পারছি, আমি ছাত্র আর আপনি গুরু। এ কথা কোন দিন ভুলব না। চোখের সামনে সব কিছু দেখেও এখনও বুঝতে পারছি না এ কাজ আপনি করলেন কেমন করে, আর এর অর্থই বা কি।"

হোমস সকৌতুকে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে; অভিজ্ঞতা থেকেই তো আমরা শিক্ষালাভ করে থাকি; আর এবারকার মত তোমার এই শিক্ষা হোক যে, বিকল্প ধারণার কথা কখনও ভুলে যাবে না। যুবক নেলিগানকে নিয়ে তুমি এতই ব্যস্ত ছিলে যে পিটার কেরীর আসল খুনি প্যাট্রিক কেয়ার্নস্-এর কথা তোমার মাথায়ই আসে নি।"

নাবিকটির কর্কশ কণ্ঠস্বরে আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ল।

সে বলে উঠল, "দেখুন মিস্টার, আমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে আমি কোন আপত্তি তুলছি না কিন্তু আমি চাই যে আপনারা সব জিনিসকে তার আসল নামে ডাকুন। আপনারা বলছেন, পিটার কেরীকে আমি ইচ্ছা করে 'খুন' করেছি; কিন্তু আমি বলছি আমি তাকে বাধ্য হয়ে 'নিহত' করেছি; আর আসল তফাৎটা সেখানেই। হয়তো আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। হয়তো ভাববেন যে আমি একটা গল্প বানিয়ে বলছি।"

"মোটেই তা ভাবব না," হোমস বলল। তোমার কথা আমরা শুনতে চাই।"

"এখনই বলব; ঈশ্বর জানেন, এর প্রতিটি কথাই সত্যি। কালো পিটারকে আমি চিনি; সে যখন তার ছুরি বের করল তখনই আমি হারপুনটা তার বুকে শা' করে বসিয়ে দিলাম, কারণ আমি জানতাম আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন। এইভাবেই তার মৃত্যু হয়। আপনারা এটাকে খুন বলতে পারেন। যাই হোক, বুকে কালো পিটারের ছুরি বিঁধলেও মরতাম, এখন গলায় ফাঁসির দড়ি পরেও মরব।"

"তুমি এখানে এলে কেমন করে?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"গোড়া থেকেই সব বলব। যাতে কথা বলতে সুবিধা হয় সেজন্য আমাকে একটুখানি তুলে বসিয়ে দিন। '৮৩ সালের ঘটনা—সে বছর আগস্ট মাস। পিটার কেরী ছিল 'সী ইউনিকর্ন'-এর মালিক, আর আমি ছিলাম অতিরিক্ত

হারপুন চালক। অনুকূল বাতাস ও দক্ষিণের ঝড়ো হাওয়ার টানে আমরা বরফের দেশ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় বাতাসের টানে ভেসে আসা একটা ছোট নৌকোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নৌকোয় ছিল একটিমাত্র লোক—ডাঙার মানুষ। আমরা তাকে জাহাজে তুলে নিলাম। কেবিনে বসে সে ও ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলল। তার সঙ্গে ছিল একটিমাত্র টিনের বাক্স। আমি যতদূর জানি, লোকটি একবারও তার নাম বলে নি। আর দ্বিতীয় রাতেই সে উধাও হয়ে গেল, তার কোন হদিস আর পাওয়া গেল না। জানিয়ে দেওয়া হল—হয় সে নিজেই জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছে, না হয় তো ঝড়ো বাতাসে জাহাজ থেকে ছিটকে জলে পড়ে গেছে। আসলে তার কি হয়েছিল সেটা জানত শুধু একজন—সেই একজন হলাম আমি, কারণ আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম শেটল্যাণ্ড উপকূলের আলো দেখবার দুদিন আগে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ক্যাপ্টেন তাকে ধাক্কা মেরে রেলিং-এর উপর দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

"কথাটা আর কাউকে না জানিয়ে তারপর কি ঘটে জানবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পরে ব্যাপারটা সহজেই চাপা দেওয়া গেল; কেউ কোন প্রশ্নই তুলল না। একটি অপরিচিত লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছে, তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই পিটার কেরী সমুদ্রে যাওয়া ছেড়ে দিল, আর দীর্ঘ কয়েক বছর পার হবার পরে তবে তার সন্ধান পেলাম। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে টিনের বাক্সটার মধ্যে যা ছিল তার জন্যই সে ঐ কাজটা করেছিল, এবং এখন আমার মুখ বন্ধ রাখবার জন্য নিশ্চয় সে আমাকে মোটা ঘুষ দিতে পারবে।

"লণ্ডনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে এরকম একজন নাবিকের কাছ থেকেই তার খোঁজ পাই, এবং টাকা আদায়ের ফিকিরে তার কাছে এসে হাজির হই। প্রথম রাতটা সে বেশ যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তাই বলল এবং এমন টাকা দিতে রাজী হল যাতে বাকি জীবনের জন্য আমি সমুদ্রযাত্রার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। ঠিক হল, দু'রাত পরে সব ব্যবস্থা পাকা হবে। সে রাতে পৌঁছেই দেখি সে মদে চুর হয়ে আছে আর মেজাজও তিরিক্ষি। টেবিলে বসলাম, মদ খেলাম, পুরনো দিনের অনেক গাল-গল্প হল; কিন্তু সে যতই মদ টানতে লাগল ততই তার মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করতে লাগল। দেয়ালের হারপুনটা চোখে পড়ল; মনে হল, নিজে শেষ হবার আগে ওটা আমার কাজে লাগতে পারে। শেষ পর্যন্ত থুথু ছিটিয়ে গালাগালি করতে করতে সে আমার দিকে তেড়ে এল; তার দুই চোখে খুনের নেশা, হাতে একটা বড় খাপে ঢাকা ছুরি। খাপ থেকে ছুরিটা খুলবার সময় আর তাকে দিলাম না। হারপুনটা আমূল বসিয়ে দিলাম তার বুকে। হা ভগবান! তার সে কী চীৎকার। এখনও ঘুমের মধ্যে তার সেই মুখ আমি দেখতে পাই। ফিনকি

দিয়ে রক্ত ঝরছে। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করলাম। সব চুপচাপ। বুকে আবার বল ফিরে পেলাম। চারদিকে তাকালাম। তাকের উপরে টিনের বাক্সটা চোখে পড়ল। ওটার উপর পিটার কেরীর যতটা অধিকার আমারও তাই। কাজেই সেটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বোকার মত তামাকের পাউচ্‌টাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখে গেলাম।

"এবার বলছি এই গল্পের সবচাইতে অদ্ভুত অংশটা। সবে ঘর থেকে বেরিয়েছি এমন সময় অন্য একজনের আসার শব্দ শুনতে পেয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। একটি লোক চুপি চুপি ঘরের ভিতর ঢুকল এবং ভূত দেখার মত চীৎকার করে বেরিয়ে এসে যত দ্রুত সম্ভব ছুটতে ছুটতে দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেল। সে কে বা কি জন্য এসেছিল তা আমি বলতে পারব না। এদিকে আমি দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে টান্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে লণ্ডনে পৌঁছে গেলাম এবং বুদ্ধিমানের মত চলতে লাগলাম।

"দেখুন, বাক্সটা খুলে দেখলাম তার মধ্যে টাকা পয়সা কিছু নেই; আছে কিছু কাগজ যা বিক্রি করবার সাহস আমার ছিল না। কালো পিটারও চলে গেল, আমিও কপর্দকহীন অবস্থায় লণ্ডনের পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। একমাত্র সম্বল আমার পুরনো কাজ। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, হারপুন-চালক চাই, মোটা মাইনে; গেলাম শিপিং এজেন্টদের কাছে, আর তারাই আমাকে পাঠিয়ে দিল এখানে। এর বেশী কিছু আমি জানি না। আবারও বলছি, কালো পিটারকে যদি মেরে থাকি সেজন্য আইনের উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া, কারণ তাদের একটা শনের দড়ির খরচ আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।"

উঠে পাইপটা ধরাতে ধরাতে হোমস বলল, "খুব পরিষ্কার প্রতিবেদন। হপকিন্স, আর বিলম্ব না করে তোমার বন্দীকে যাতে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পার সেই চেষ্টা করাই ভাল। এ ঘরটা ঠিক 'সেল' হবার মত উপযুক্ত নয়, আর মিঃ প্যাট্রিক কেয়ার্ণস্‌ আমাদের কার্পেটটার বড় বেশী জায়গা দখল করে আছে।"

হপকিন্স বলল, "মিঃ হোমস, কেমন করে যে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব জানি না। এখনও তো বুঝতে পারছি না এ কাজ আপনি করলেন কেমন করে।"

"খুব সহজে, একেবারে শুরু থেকেই সঠিক সূত্রটি ধরতে পারার সৌভাগ্য-বলে। এই নোট-বইটার কথা যদি আগে জানতাম তাহলে হয়তো তোমার মতই আমার চিন্তাও ভুল পথেই যেত। কিন্তু আমি যতটুকু শুনেছিলাম তার ছিল একটিই পরিণতি। বিস্ময়কর শক্তি, হারপুন চালাবার নৈপুণ্য, রাম ও জল, সিলের চামড়ার তামাকের পাউচ্‌, তার মধ্যে কড়া তামাক—সবকিছুই এমন একজন নাবিককেই নির্দেশ করে যে খুব ভাল তিমি-শিকারী। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল পাউচের উপরে লেখা 'পি. সি.' আদ্য অক্ষর কোন আকস্মিক

যোগাযোগের ফল, সেটা পিটার কেরীর নয়, কারণ সে বড় একটা ধূমপান করত না। আর তার কেবিনে কোন পাইপও পাওয়া যায় নি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, আমি জানতে চেয়েছিলাম ঘরে হুইস্কি ও ব্র্যাণ্ডি ছিল কি না। তুমি বলেছিলে ছিল। মাটির দেশের ক'জন বাসিন্দা আছে যারা এই সব পানীয় ফেলে রাম ঢালবে গলায়? হ্যাঁ, লোকটা যে নাবিক সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম।"

"আর তার খোঁজ পেলেন কেমন করে?"

"মাই ডিয়ার স্যার, সমস্যাটা ততক্ষণে বেশ সরল হয়ে উঠেছে। লোকটি যদি নাবিক হয় তাহলে নিশ্চয় এমন কোন নাবিক হবে যে পিটার কেরীর সঙ্গে 'সী ইউনিকর্ণ'-এ ছিল। আমি যতদূর জানি, আর কোন জাহাজ সে চালায় নি। তিন দিন ধরে ডাণ্ডীতে তারের পর তার করে শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ সালে 'সী ইউনিকর্ণ'-এ যে সব নাবিক ছিল তাদের নামগুলো জোগাড় করলাম। যখনই হারপুন-চালকদের মধ্যে প্যাট্রিক কেয়ার্ণস্-এর নামটা পেলাম তখনই আমার গবেষণা প্রায় সমাপ্তির মুখে পৌঁছে গেল। মনে মনে ভাবলাম, লোকটি হয়তো এখন লণ্ডনেই আছে এবং কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যেতেও ইচ্ছুক হবে। সুতরাং কয়েকটা দিন ইস্ট এণ্ড-এ কাটিয়ে একটা উত্তর মেরু অভিযানের পরিকল্পনা খাড়া করলাম, ক্যাপ্টেন বেসিল-এর অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক হারপুন-চালকদের জন্য মোটা মাইনের টোপ ফেললাম—আর তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ।"

"আশ্চর্য!" হপকিন্স চেঁচিয়ে উঠল। "আশ্চর্য!"

হোমস বলল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুবক নেলিগানকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করো। আমি বলছি, আমার মতে তার কাছে তোমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। টিনের বাক্সটা তাকেই ফেরৎ দিতে হবে; অবশ্য যেসব কোম্পানির কাগজ পিটার কেরী আগেই বিক্রি করে ফেলেছে সেগুলো তো গেছেই। ঐ গাড়ি এসে গেছে; হপকিন্স, তোমার লোককে নিয়ে চলে যাও। বিচারের সময় যদি আমাদের দরকার হয়, তখন আমার ও ওয়াটসনের ঠিকানা হবে নরওয়ের কোন এক স্থান—বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখে পাঠাব।"



চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন



Charles Augustus Milverton

যে ঘটনাবলীর কথা আজ বলতে বসেছি সেগুলি ঘটেছিল অনেক বছর আগে ; তবু ভয়ে-ভয়েই সে কথার উল্লেখ করছি। যথেষ্ট বিবেচনা ও সংযমের সঙ্গে হলেও দীর্ঘকাল সে ঘটনা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করাই ছিল অসম্ভব ব্যাপার ; কিন্তু আজ সে কাহিনীর প্রধান নায়ক মানুষের আইনের নাগালের বাইরে চলে গেছে ; কাজেই কিছু কিছু তথ্যকে চাপা দিয়ে কাহিনীটিকে এমনভাবে বলা যেতে পারে যাতে কারও কোন ক্ষতি না হয়। এ কাহিনী মিঃ শার্লক হোমসের ও আমার জীবনের একটি অতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত। প্রকৃত ঘটনার সূত্র পাওয়া যেতে পারে এমন কিছু নাম ও ঘটনা যদি আমি চেপে গিয়ে থাকি তাহলে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন।

হোমস ও আমি অভ্যাসমতই সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম এবং ঠাণ্ডা, বরফ-পড়া শীতের সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ফিরে এসেছিলাম। হোমস বাতিটা তুলে ধরতেই টেবিলের একটা কার্ডের উপর আলোটা পড়ল। একনজর দেখে নিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করে সেটাকে মেঝের উপর ছুঁড়ে দিল। সেটা তুলে নিয়ে আমি পড়লাম :

চার্লস্ অগাস্টাস মিলভার্টন
অ্যাপেলডোর টাওয়ার্স
হ্যাম্পস্টেড।
এজেন্ট

"লোকটা কে ?" আমি জানতে চাইলাম।

চেয়ারে বসে পাটাকে আগুনের দিকে টান করে দিয়ে হোমস জবাব দিল, "লণ্ডনের সবচাইতে ওছা লোক। কার্ডটার পিছনের দিকে কিছু লেখা আছে কি ?"

উল্টে দেখলাম।

"৬'৩০-এ যাচ্ছি—সি. এ. এম." আমি পড়লাম।

"হুম ! আসার সময় হয়েছে। ওয়াটসন, চিড়িয়াখানায় সাপের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন ঐসব পিচ্ছিল, আঁকাবাঁকা বিষাক্ত জীবদের দিকে তাকাও, তাকাও তাদের মারাত্মক চোখ ও কুটিল, চ্যাপ্টা মুখের দিকে, তখন কি তোমার ভিতরটা শির্ শির্ করে কুঁকড়ে ওঠে না ? মিলভার্টনকে দেখলেও আমার তেমনই অনুভূতি হয়। জীবনে আমি পঞ্চাশটি খুনী নিয়ে নাড়াচড়া করেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সবচাইতে খারাপ তাকে দেখেও আমার মনে এই

লোকটির মত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নি। তবু তার সঙ্গেই আমাকে কাজে নামতে হবে—আসলে আমার ডাক পেয়েই সে এখানে এসেছে।"

"কিন্তু সে কে?"

"বলছি ওয়াটসন। সে হচ্ছে ব্ল্যাকমেলারদের রাজা। যে পুরুষ এবং বিশেষ করে নারীর কোন গোপন রহস্য বা কুখ্যাতি মিলভার্টন-এর কব্জায় চলে যায় ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। মুখে হাসি ফুটিয়ে আর পাথরের হৃদয় নিয়ে চুষে খেতে খেতে সে তাকে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলবে। নিজের লাইনে সে একটি প্রতিভাবিশেষ; কোন ভাল কাজে হাত দিলে উন্নতি করতে পারত। তার কাজের পদ্ধতি অনেকটা এই রকম: সে চারদিকে প্রচার করে দেয়, অর্থ বা মর্যাদার অধিকারী কোন লোকের গোপনীয় চিঠির জন্য সে মোটা টাকা দাম দিতে প্রস্তুত। শুধু যে বিশ্বাসঘাতক খানসামা ও দাসীদের কাছ থেকেই এসব মাল সে পায় তাই নয়, যে সমস্ত ভদ্রবেশী শয়তান স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস ও ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠে তারাও অনেক সময় এসব জিনিসের যোগান দিয়ে থাকে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে কোনরকম কৃপণতা করে না। এমন খবরও আমার জানা আছে যে দু' লাইনের একটা চিঠির জন্য কোন বাড়ির বার্তাবহ চাকরকে সে সাত শ' পাউণ্ড দিয়েছিল, আর তার ফলে সেই বড় পরিবারটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাজারে যাকিছু মাল আসে সব মিলভার্টন-এর কাছে চলে যায়, আর এই মহানগরে এমন শত শত লোক আছে যারা তার নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপে। কখন যে কোথায় তার হাত পড়বে তা কেউ জানে না, কারণ সে এত ধনী ও এত ধূর্ত যে তড়িঘড়ি কোন কাজ সে করে না। একটা তাসকে সে হয়তো বছরের পর বছর হাতে রেখে দেবে যাতে যথাসময়ে বাজি মাৎ করবার জন্য সে তাসটা সে খেলতে পারে। আমি আগেই বলেছি, সে লণ্ডনের সবচাইতে ওঁছা লোক; এবার আমি তোমাকে বলছি—একটা গুণ্ডা ঠাণ্ডা মাথায় তার সঙ্গীর মাথায় ডাণ্ডা মারতে পারে, আর এই লোকটি তার পেট-মোটা টাকার থলিটাকে আরও মোটা করবার জন্য সুকৌশলে অবসরমত লোকের আত্মাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে আর তার স্নায়ুকে মুচড়ে দেয়—এই দুজনের মধ্যে কোন তুলনা চলে কি?"

একরকম তীব্র আবেগের সঙ্গে বন্ধুকে কথা বলতে আমি কদাচিৎ শুনেছি।

বললাম, "কিন্তু লোকটা তো আইনের মুঠোর মধ্যেই বাস করে?"

"নীতিগতভাবে তাই বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নয়। একটি নারীর সর্বনাশই যদি হয়ে গেল তাহলে তাকে কয়েক মাসের জেল খাটিয়ে তার কি লাভ হবে? তার শিকাররা প্রত্যাঘাত করতে সাহসই করে না। কোন নির্দোষ লোককে যদি সে ব্ল্যাকমেল করত তাহলে হয়তো আমরা তাকে বাগে পেতাম, কিন্তু সে স্বয়ং শয়তানের মতই ধূর্ত। না, না; তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে অন্য পথে যেতে হবে।"

"কি জন্য সে এখানে আসছে?"

"কারণ একজন বিখ্যাত মক্কেল তার করুণ কাহিনী আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তার নাম লেডি ইভা ব্র্যাকওয়েল, গত বছরের সেরা সুন্দরী। পক্ষকালের মধ্যেই ডোভারকোর্টের জমিদারের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। এই শয়তানের হাতে আছে তার খানকয়েক অবিবেচকের মত লেখা চিঠি—তার চাইতে খারাপ কোন চিঠি না ওয়াটসন—আর চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের জনৈক নিঃস্ব তরুণ জমিদারকে। অথচ বিয়েটা ভেঙে দেবার পক্ষে ঐ চিঠিগুলোই যথেষ্ট। বেশ মোটা টাকা না পেলে মিলভার্টন ঐ চিঠিগুলি জমিদারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাই তার সঙ্গে দেখা করে একটা ভাল দর-দাম ঠিক করে দেবার ভার পড়েছে আমার উপর।"

ঠিক সেই সময় নীচের রাস্তায় একটা খট-খট ঘর-ঘর শব্দ শোনা গেল। নীচের দিকে তাকিয়ে একখানা পেল্লায় গাড়ি ও দুটো ঘোড়া দেখতে পেলাম, উজ্জ্বল বাতির আলো বাদামি রঙের ঘোড়া দুটোর পাছার উপর পড়ে চিকচিক করছে। সহিস দরজা খুলে দিল, আর অস্ত্রাখান ওভারকোট পরা একটি বলিষ্ঠ লোক গাড়ি থেকে নামল। এক মিনিট পরেই সে ঘরে ঢুকল।

চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন-এর বয়স পঞ্চাশ, বুদ্ধিমান জীবের মত একটা বড় মাথা, গোলগাল ফোলা-ফোলা দাড়ি-গোফহীন মুখ, একটা চিরস্থির হাসি, দুটি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ, চওড়া সোনালী ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে সে চোখের দৃষ্টি ঝকঝক করছে; তার চেহারায় মিঃ পিকউইক-এর বদান্যতার একটা আভাষ থাকলেও ঐ স্থির হাসির কাঠিন্য ও দুটি অস্থির মর্মভেদী চোখের তীক্ষ্ণ ঝিলিক তাতে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। গলার স্বর তার চেহারার মতই সহজ ও ভদ্র; মোটা ছোট হাতটা বাড়িয়ে সে এগিয়ে এল।

হোমস প্রসারিত হাতকে অগ্রাহ্য করে পাথরের মত কঠিন মুখে তার দিকে তাকাল। মিলভার্টন-এর হাসিটা প্রসারিত হল; কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ওভারকোটটা খুলল, যত্ন করে ভাঁজ করে সেটাকে চেয়ারের পিঠে রাখল, তারপর বসল।

আমাকে দেখিয়ে বলল, "এই ভদ্রলোক; এটা কি উচিত হবে? ঠিক হবে?"

"ডাঃ ওয়াটসন আমার বন্ধু ও অংশীদার।"

"খুব ভাল কথা মিঃ হোমস। আপনার মক্কেলের স্বার্থেই আমি আপত্তিটা তুলেছিলাম। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়—"

"ডাঃ ওয়াটসন ইতিমধ্যেই সব শুনেছেন।"

"তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। আপনি বলছেন, লেডি ইভার হয়ে আপনি কাজ করছেন? আমার শর্ত মেনে নেবার ক্ষমতা কি তিনি আপনাকে দিয়েছেন?"

"আপনার শর্ত কি?"

"সাত হাজার পাউণ্ড।"

"অন্যথায় ?"

"দেখুন স্যার, সেকথা বলা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক, তবে ১৪ই তারিখের মধ্যে যদি টাকাটা না দেওয়া হয় তাহলে ১৮ই তারিখে বিয়ে হবে না।" তার দাম্ভিক হাসিটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। হোমস একটু ভাবল।

শেষটায় বলল, "মনে হচ্ছে আপনি অনেক কিছুই ধরে নিচ্ছেন। আমি অবশ্য চিঠির বক্তব্য সবই জানি। আমার মক্কেল অবশ্যই আমার পরামর্শ মত কাজ করবেন। আমি তাকে পরামর্শ দেব, তিনি যেন তার ভাবী স্বামীকে সব কথা খুলে বলেন এবং তার উদারতার উপর ভরসা করেন।"

মিলভার্টন মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

বলল, "বোঝা যাচ্ছে, জমিদারবাবুকে আপনি চেনেন না।"

হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম, সে ভালই চেনে।

"চিঠিতে ক্ষতিকর কি আছে ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"চিঠিগুলি সুন্দর—খুবই সুন্দর," মিলভার্টন বলল। "ভদ্রমহিলা চমৎকার চিঠি লেখেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, ডোভারকোর্ট-এর জমিদার চিঠির সে সব গুণকে উপলব্ধি করবে না। যাহোক, আপনার মত যখন অন্য রকম, তাহলে এসব কথা থাক। এতো ব্যবসার কথা। আপনি যদি মনে করেন যে এই চিঠিগুলি জমিদারবাবুর হাতে তুলে দিলে আপনার মক্কেলের স্বার্থ রক্ষিত হবে, তাহলে সেগুলো ফিরে পাবার জন্য এত মোটা টাকা খরচ করা তো মূর্খামি।" সে উঠে অস্ত্রাখান কোটটা হাতে নিল।

ক্ষোভে ও ক্রোধে হোমসের মুখ সাদা হয়ে উঠেছে।

সে বলল, "একটু সবুর করুন। আপনি বড় দ্রুত কাজ করেন। এরকম একটা ব্যাপারে কেলেংকারি এড়াতে নিশ্চয়ই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

মিলভার্টন আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

"আমি জানতাম ব্যাপারটাকে আপনি এই চোখেই দেখবেন।"

হোমস বলল, "সেই সঙ্গে এটাও বলছি যে, লেডি ইভা ধনবতী মহিলা নন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, দু'হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করতেই তার সব সম্পত্তি ফুরিয়ে যাবে, আর আপনি যে অংকটার কথা বললেন সেটা তার সাধ্যাতীত। তাই আমার অনুরোধ, আপনার দাবীটাকে নামিয়ে আনুন, যে দামের কথা আমি বললাম সেটা নিয়েই চিঠিগুলি ফিরিয়ে দিন। ঠিকই জানবেন যে এর চাইতে বেশী আপনি পাবেন না।"

মিলভার্টন-এর হাসিটা আরও প্রসারিত হল; তার চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

সে বলল, "মহিলাটির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা বললেন সেটা যে সত্য তা আমি জানি। সেই সঙ্গে এ কথাও তো আপনি স্বীকার করবেন যে তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে তার হয়ে যৎসামান্য কিছু যদি করতে হয়

তাহলে একটি মহিলার বিয়ের সময়টাই তো সবচাইতে উপযুক্ত সময়। অবশ্য বিয়ের উপহার হিসাবে এটা গ্রহণযোগ্য কি না সেবিষয়ে তাদের মনে দ্বিধা থাকতে পারে। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি, লণ্ডনের সবগুলি শামাদান ও মাখনের পাত্রের চাইতেও এই ছোট চিঠির বাণ্ডিলটা হাতে পেলে তিনি বেশী খুশি হবেন।"

"অসম্ভব।" হোমস বলে উঠল।

"হায়, হায়, কী দুর্ভাগ্যের কথা!" একটা মোটা পকেট-বই বের করে মিলভার্টন চেঁচিয়ে বলল। "আমি এ কথা না ভেবে পারছি না যে বিনা চেষ্টায় হাল ছেড়ে দেওয়াটা মোটেই সৎ পরামর্শ নয়। এটার দিকে তাকান!" খামের উপর পারিবারিক প্রতীক আঁকা একখানি ছোট চিঠি সে তুলে ধরল। "এই চিঠিটার মালিক হলেন—আচ্ছা, আগামীকাল সকালের আগে নামটা বলা হয়তো উচিত হবে না। কিন্তু ততক্ষণে এটা তো মহিলাটির স্বামীর হাতে গিয়ে পড়বে। আর সে সবই ঘটতে যাচ্ছে, কেন না সে সামান্য অর্থ মহিলাটি তার হীরেগুলির বিনিময়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই যোগাড় করতে পারেন সেটা তিনি দিতে রাজী নন। কী দুঃখের কথা। দেখুন, মাননীয়া মিস মাইল্‌স্ ও কর্ণেল ডর্কিং-এর বিয়েটা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। বিয়ের মাত্র দুদিন আগে "মর্নিং পোস্ট"-এর একটি প্যারাগ্রাফে সব কিছু ফাঁস করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন? কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও তুচ্ছ বারো শ' পাউণ্ড হলেই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যেত। এটা কি দুঃখের কথা নয়? আর এই আপনাকে দেখছি, বুদ্ধিমান মানুষ হয়েও আপনার মক্কেলের ভবিষ্যৎ ও সম্মান যখন বিপন্ন তখনও আপনি সমানে দর-কষাকষি করছেন। আপনি আমাকে অবাক করেছেন মিঃ হোমস।"

হোমস জবাব দিল, "আমি সত্য কথাই বলেছি। অত টাকার যোগাড় হবে না। মহিলার জীবনটা নষ্ট না করে আমি যে টাকাটা দিতে চেয়েছি সেটা নেওয়াই তো আপনার পক্ষে ভাল, কারণ তার জীবন নষ্ট করে তো আপনার কোন লাভ হবে না?"

"এইখানে আপনি ভুল করলেন মিঃ হোমস। এই ব্যাপারটা ফাঁস করতে পারলে পরোক্ষভাবে আমার যথেষ্ট লাভ হবে। আমার হাতে আট-দশটা এই ধরনের পাকা ঘুঁটি আছে। লেডি ইভার ব্যাপারে আমি একটা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি একথা প্রচার হয়ে গেলে তাদের মগজে অনেক বেশী জল ঢুকবে। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন তো?"

হোমস চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল।

"ওয়াটসন, ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াও। ওকে যেতে দিও না। এবার স্যার, ওই নোট-বইতে কি আছে আমাদের দেখান।"

ইঁদুরের মত তড়িৎগতিতে মিলভার্টন ঘরের একপাশে সরে গিয়ে

দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

কোটের সামনের দিকটা সরিয়ে ভিতরের পকেট থেকে বেরিয়ে-আসা বড় রিভলবারের কুঁদোটা দেখিয়ে সে বলে উঠল, "মিঃ হোমস, মিঃ হোমস! আমি আশা করেছিলাম আপনি মৌলিক কিছু করবেন। এরকম কাজ তো হামেশাই করা হয়, তাতে করে কি লাভ হয়েছে বলুন? শুনে রাখুন, আমি সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় এসেছি। দরকার হলে এই অস্ত্রটা ব্যবহার করতেও আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কারণ আমি জানি যে আইন আমার পক্ষে। তাছাড়া, চিঠিগুলি আমি এই নোট-বইয়ের মধ্যে ভরে এখানে নিয়ে এসেছি বলে আপনি যে সন্দেহ করেছেন সেটাও সম্পূর্ণ ভুল। এতবড় বোকামি আমি করব না। এবার মশাইরা, আজ সন্ধ্যায়ই আরও দু' একটা ছোটখাট সাক্ষাৎকার রয়েছে, আর হ্যাম্পস্টেডও এখান থেকে অনেকটা পথ!" এগিয়ে এসে কোটটা তুলে নিয়ে সে রিভলবারের উপর হাতটা রাখল, আর তারপরেই দরজার দিকে পা বাড়াল। আমি একটা চেয়ার তুলে নিতেই হোমস মাথাটা নাড়ল; চেয়ারটা রেখে দিলাম। মাথাটা নুইয়ে একটু হেসে চোখটা টিপে মিলভার্টন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গাড়ির দরজা বন্ধ করার ও চাকার ঘরঘর শব্দ শুনতে পেলাম।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে হোমস চুপচাপ বসে রইল। হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো, থুত্‌নিটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে, দুটো চোখ জলন্ত অঙ্গারের উপর নিবদ্ধ। আধ ঘণ্টা সে চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর যেন হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠে শোবার ঘরে চলে গেল। একটু পরে ছাগুলে দাড়িওয়ালা একটা লম্পট চেহারার মজুর যুবক বাতির আগুনে মাটির পাইপটা ধরিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। "কোন একসময়ে ফিরব ওয়াটসন," বলেই সে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন-এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হল; কিন্তু সেই অভিযান যে কি বিচিত্র মূর্তি ধারণ করবে তা আমি তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

কয়েকদিন ধরেই সেই একই সাজে হোমস যাতায়াত করতে লাগল, কিন্তু সে যে হ্যাম্পস্টেড-এই সময়টা কাটাচ্ছে, আর সময়টা বিফলেও যাচ্ছে না—এর বাইরে তার কাজকর্মের আর কিছুই আমি জানতে পারলাম না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত এক ঝড়ের রাতে সে তার সর্বশেষ অভিযান থেকে ফিরে এল। বাতাস তখন আর্তনাদ করে জানালার উপর আছড়ে পড়ছে। ছদ্মবেশটা খুলে ফেলে আগুনের পাশে বসে সে নিজের মনেই নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

"ওয়াটসন, আমি যে বিয়ে করতে পারি একথা তুমি নিশ্চয় বলবে না?"

"নিশ্চয় না।"

"শুনে খুশি হবে যে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।"

"আরে ভাইরে। তোমাকে অভিন—"

"মিলভার্টন-এর দাসীর সঙ্গে।"

"হা ভগবান, হোমস!"

"খবর তো বের করতেই হবে ওয়াটসন।"

"কিন্তু খুব বেশী দূর এগিয়ে পড়ছ না?"

"এটাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। আমি একজন জলের মিস্ত্রি; উঠ্‌তি ব্যবসা; নাম এস্কট। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে বেরিয়েছি, কত কথা বলেছি। হা ভগবান। সে কী কথা! অবশ্য, আমি যা চাই তা পেয়ে গেছি। নিজের হাতের তালুটাকে যেমন চিনি, মিলভার্টন-এর বাড়িটাও তেমনই আমার নখ-দর্পণে।"

"কিন্তু মেয়েটি?"

সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"কোন উপায় নেই ভাই ওয়াটসন। টেবিলের উপর যখন এত বড় বাজি, তখন তো হাতের তাসকে যথাসম্ভব ভালভাবেই খেলতে হবে। যা হোক, আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাই যে আমার একজন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে, আর যে মুহূর্তে আমি মুখ ফিরিয়ে নেব সেই মুহূর্তেই সে এসে জুড়ে বসবে। আজকের রাতটা কী চমৎকার!"

"এরকম আবহাওয়া তোমার পছন্দ?"

"আমার কাজের খুবই উপযোগী। ওয়াটসন, আজ রাতে আমি মিলভার্টন-এর বাড়িতে চুরি করতে চাই।"

ধীরে ধীরে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের সুরে যে কথাগুলি সে বলল তাতে আমার দম আটকে এল, চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাতের বেলা বিদ্যুতের একটা চমকে যেমন মুহূর্তের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সবকিছু চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ঠিক-তেমনই এক নজরে আমি যেন এ কাজের সব সম্ভাব্য ফলাফলই স্পষ্ট দেখতে পেলাম—ধরা পড়া, আটক হওয়া, অপূরণীয় পরাজয় ও অসম্মানের মধ্যে একটি সম্মানজনক বৃত্তির অবসান, আর এই ঘৃণ্য জীব মিলভার্টন-এর করুণার অধীন স্বয়ং আমার বন্ধুবর।

চেঁচিয়ে বললাম, "ঈশ্বরের দোহাই হোমস, ভেবে দেখ তুমি কি করতে যাচ্ছ!"

"দেখ ভাই, আমি সব কিছু ভেবে দেখেছি। হঠাৎ কোন কাজ আমি করি না। আর অন্য কোন পথ খোলা থাকলে এরকম অত্যুৎসাহী ও বিপজ্জনক পথও আমি বেছে নিতাম না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পরিষ্কার করে ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক। কাজটা আইনের চোখে অপরাধ হলেও নৈতিক দিক থেকে যে সমর্থনযোগ্য আশা করি একথা তুমিও স্বীকার করবে। তার বাড়িতে চুরি করার অর্থই তার পকেট-বইটা জোর করে নিয়ে আসা—আর সে কাজে

আমাকে সাহায্য করতে তো তুমিও প্রস্তুত ছিলে।"

কথাটা মনে মনে ভেবে বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের লক্ষ্য যদি হয় বেআইনী উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য বস্তু ছাড়া আর কোন কিছু না নেওয়া তাহলেই কাজটা নৈতিক বিচারে সমর্থনযোগ্য।"

"ঠিক। যেহেতু কাজটা নৈতিক বিচারে সমর্থনযোগ্য, এবার আমাকে শুধু ভাবতে হবে ব্যক্তিগত ঝুঁকির কথা। একটি মহিলা যখন তার সহায়তার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা তখন কোন ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাতে পারে না?"

"তুমি যে খুব অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে যাবে।"

"আরে, সে তো ঐ ঝুঁকিরই একটি অংশ। ঐ চিঠিগুলি হাতে পাবার আর কোন পথ নেই। হতভাগ্য মহিলাটির হাতে টাকা নেই, এ কথা খুলে বলবার মতও কেউ নেই। আগামীকালই মেয়াদের শেষ তারিখ; আজ রাতের মধ্যেই যদি চিঠিগুলো না পাই তাহলে ঐ শয়তানটা তার কথামতই কাজ করবে, আর তাতে মহিলাটির সর্বনাশ হবে। সুতরাং হয় মহিলাটিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, আর না হয় তো এই শেষ তাসটাই আমাকে খেলতে হবে। শুধু তোমাকেই বলছি ওয়াটসন, ঐ মিলভার্টন ও আমার মধ্যে এ যেন একটা দ্বৈতযুদ্ধের খেলা। তুমি তো দেখেছ, প্রথমদিকে তারই জিত হয়েছে; কিন্তু আমার আত্মসম্মান ও সুনাম বলছে, এ লড়াই শেষ পর্যন্ত লড়তেই হবে।"

আমি বললাম, "দেখ, আমার এটা ভাল লাগছে না; কিন্তু তবু মনে হয় এটাই পথ। কখন যাত্রা করবে?"

"তুমি কিন্তু সঙ্গে যাচ্ছ না।"

"তাহলে তুমিও যাচ্ছ না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—আর জীবনে কখনও কথা দিয়ে সেকথা আমি ভাঙি নি—এই অভিযানে যদি আমাকে অংশ নিতে না দাও তাহলে একটা গাড়ি নিয়ে আমি সোজা থানায় চলে যাব এবং তোমার সব মতলব ফাঁস করে দেব।"

"তুমি আমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারবে না।"

"কি করে জানলে? কি ঘটবে তা তুমিও বলতে পার না। সে যাই হোক, আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল। তুমি ছাড়া অন্য লোকেরও আত্মসম্মান, এমন কি সুনামও থাকতে পারে।"

হোমসকে একটু বিচলিত দেখাল, কিন্তু তার ভুরু সহজ হয়ে এল, সে আমার কাঁধটা চাপড়ে দিল।

"ঠিক আছে, ভাই, তাই হবে। বেশ কয়েক বছর তো একই ঘরে থেকেছি; শেষপর্যন্ত যদি একই সেল-এ থাকতে হয় তো সেও মজা মন্দ হবে না। তুমি তো জান ওয়াটসন, তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমি

একজন খুব উঁচুদরের দক্ষ অপরাধী হতে পারতাম। সে সুযোগ জীবনে এই একবারই এসেছে। এই দেখ।" তাক থেকে একটা ছোট সুন্দর চামড়ার থলে বের করে তার মুখটা খুলে সে অনেকগুলো ঝকঝকে যন্ত্রপাতি দেখাতে লাগল। "এটা একটা প্রথম শ্রেণীর আধুনিক চুরির সাজ-সরঞ্জামের থলে; এতে আছে নিকেল-করা সিঁদ-কাটি, হীরে-বসানো কাঁচ-কাটা, নানা ধরনের চাবি, আধুনিক সভ্য জগতে যত সব উন্নত যন্ত্রপাতি আছে সব। এই যে একটা ঢাকা-লণ্ঠনও আছে। সবই ভালভাবে সাজানো আছে। শব্দ না-করা জুতো একজোড়া আছে তো তোমার?"

"রাবার-সোলের টেনিস জুতো আছে।"

"চমৎকার। আর একটা মুখোশ?"

"কাল রেশমী কাপড় দিয়ে একজোড়া বানিয়ে নিতে পারি।"

"তোমার দেখছি এসব কাজে বেশ একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। খুব ভালো; মুখোশ দুটো বানিয়ে ফেল। যাত্রা করবার আগে কিছু ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে নিতে হবে। এখন ন'টা তিরিশ। এগারোটায় আমরা চার্চ রো পর্যন্ত গাড়িতে যাব। সেখান থেকে আাপ্‌লডোর টাওয়ার্স পর্যন্ত হেঁটে যেতে পনেরো মিনিট লাগবে। মিলভার্টন ভীষণ ঘুমকাতুরে, ঠিক দশটা তিরিশে ঘুমোতে যায়। কপাল ভাল থাকলে লেডি ইভার চিঠিগুলো পকেটে নিয়ে দুটো নাগাদ আমরা এখানে ফিরে আসতে পারব।"

হোমস ও আমি এমন সাজ পোশাক করলাম যাতে মনে হতে পারে যে আমরা দু'জন থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরছি। অক্সফোর্ড স্ট্রীটে একটা গাড়ি ধরে হাম্পস্টেড-এর একটা ঠিকানায় গেলাম। সেখানে কোচয়ানের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে প্রান্তরের একপাশ ধরে হাঁটতে লাগলাম। গায়ের গ্রেটকোটের বোতামগুলো আটকে নিলাম, কারণ বাইরের তীব্র ঠাণ্ডায় বাতাস যেন হাড়ের ভিতর দিয়ে বইছে।

হোমস বলল, "কাজটা খুব কৌশলের সঙ্গে করতে হবে। লোকটার পড়ার ঘরের সিন্দুকে দলিলপত্রগুলো আছে, আর পড়ার ঘরটা তার শোবার ঘরের ঠিক পাশেই। অপর দিকে রেস্তওয়ালা অন্য সব শক্তপোক্ত ছোটখাট মানুষদের মতই সেও ঘুমোয় একেবারে মরার মত। আগাথা—এটাই আমার ভাবী বধূর নাম—বলে যে মনিবকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার ব্যাপার নিয়ে চাকর-বাকররা খুবই হাসি-তামাসা করে থাকে। তার একজন সচিব আছে যে তার সবকিছু দেখাশোনা করে; সারাদিন পড়ার ঘর থেকে এক পাও নড়ে না। সেই জন্যই আমরা রাত্রে চলেছি। তার আবার একটা কুকুর আছে; সেটা বাগানে ঘুরে বেড়ায়। গত দুটি সন্ধ্যা বেশ রাত করে আগাথার সঙ্গে দেখা করেছি, তাই আমার যাওয়াটা সুগম করবার জন্য সে জন্তুটাকে আটকে রেখেছে। এই সেই বাড়িটা নিজস্ব জমির উপরকার এই বড় বাড়িটা।

ফটক পেরিয়ে—ডানদিকের লরেল-ঝোপের মধ্যে চল। ওখানেই মুখোশ দুটো পরে নেওয়া যাবে। দেখতে পাচ্ছ, কোন জানালাতেই আলোর একটা ফুলকিও নেই; কাজের পরিবেশটি বেশ চমৎকার।"

কালো রেশমী কাপড়ে মুখ ঢেকে আমাদের দেখাচ্ছে লণ্ডনের দুটো দুর্দান্ত মূর্তির মত। সেই অবস্থায় চুপি চুপি নিস্তব্ধ বাড়িটায় ঢুকলাম। একপাশে টালির টানা বারান্দা; পর পর কয়েকটা জানালা ও দুটো দরজা।

হোমস চাপা গলায় বলল, "ওটা তার শোবার ঘর। এই দরজাটা খুললেই পড়ার ঘর। আমাদের পক্ষে ভালই হয়েছে, কিন্তু ঘরটা হুড়কো-আঁটা এবং তালা দেওয়া। এখান দিয়ে ঢুকতে গেলে বড় বেশী শব্দ হবে। এদিকে ঘুরে চল। একটা 'গ্রীন হাউস' আছে; সেটার ভিতর দিয়ে বসবার ঘরে যাওয়া যায়।"

সেটাও তালাবন্ধ। একটা গোল কাঁচ সরিয়ে হোমস ভিতরের দিক থেকে চাবিটা ঘোরালো; একমুহূর্ত পরে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর আইনের চোখে আমরা অপরাধী বনে গেলাম। ঘরের ঘন গরম বাতাসে আর নানা রকম গাছপালার তীব্র গন্ধে আমাদের গলা আটকে এল। অন্ধকারে আমার হাত ধরে সে আমাকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলল। দুই পাশের গাছপালা আমাদের মুখে লাগতে লাগল। অন্ধকারে দেখবার একটা আশ্চর্য সযত্নলালিত ক্ষমতা হোমসের ছিল। আমার হাতটা ধরেই সে একটা দরজা খুলে ফেলল। অস্পষ্টভাবে হলেও আমি বুঝতে পারলাম যে এমন একটা বড় ঘরে আমরা ঢুকেছি যেখানে কিছুক্ষণ আগেই সিগার খাওয়া হয়েছিল। আসবাবপত্রের ভিতর দিয়ে পথ করে আরেকটা দরজা খুলে সেটাকেও পিছন থেকে বন্ধ করে দিল। হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ঝোলানো কয়েকটা কোটে হাত পড়তে বুঝতে পারলাম এটা একটা দালান। সেটা পেরিয়ে হোমস খুব আস্তে ডান-হাতি একটা দরজা খুলে ফেলল। কি একটা যেন আমাদের দিকে ছুটে এল; আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠল; কিন্তু যখন বুঝলাম যে সেটা একটা বিড়াল তখন হাসি পেল। নতুন ঘরটায় আগুন জ্বলছিল, এ ঘরের বাতাসও তামাকের ধোঁয়ায় ভারি। হোমস পা টিপে টিপে ঢুকল, তারপর আমি ঢুকতেই আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমরা মিলভার্টন-এর পড়ার ঘরে ঢুকেছি, ওপাশের পর্দার ভিতর দিয়েই তার শোবার ঘরের পথ।

আগুনটা ভালভাবে জ্বলছে; তারই আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়েছে। দরজার কাছে ইলেকট্রিক সুইচ চোখে পড়ল; সেটা জ্বালান নিরাপদ হলেও তার কোন দরকার ছিল না। অগ্নিকুণ্ডের একপাশে একটা ভারী পর্দা; বাইরে থেকে যে জানালাটা আমরা দেখেছিলাম ওটা তারই পর্দা অন্য পাশের দরজা দিয়ে বারান্দায় যাতায়াত করা যায়। মাঝখানে একটা

ডেস্ক, তার পাশে চকচকে লাল চামড়ায় মোড়া একটা ঘুরন্ত চেয়ার। বিপরীত দিকে একটা বড় বুককেস; তার মাথায় এথেন-এর একটা শ্বেত-পাথরের আবক্ষ মূর্তি। বুককেস ও দেয়ালের মধ্যবর্তী কোণটায় রয়েছে একটা উঁচু সবুজ সিন্দুক; আগুনের আভা পড়ে সেটার পালিশ-করা পিতলের 'নব'গুলো চকচক করছে। মেঝেটা পার হয়ে হোমস সেটার দিকে তাকাল। তারপর খুব আস্তে পা ফেলে শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে মাথাটা কাৎ করে কান পেতে দাঁড়াল। ভিতর থেকে কোন শব্দ আসছে না। ইতিমধ্যে আমার মনে হল যে বাইরের দরজাটা দিয়ে প্রস্থান করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে; তাই সেটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। কী আশ্চর্য! দরজায় তালাও নেই, হুড়কোও নেই। হোমসের কাঁধে হাত রাখলাম; সে তার মুখোশ-পরা মুখটা সেদিকে ফেরাল। দেখলাম, সেও চমকে উঠল; তাহলে সেও আমার মতই বিস্মিত হয়েছে।

একেবারে আমার কানের কাছে ঠোঁট এনে সে চুপিচুপি বলল, "ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। ঠিক বুঝতেও পারছি না। যাই হোক, আর সময় নষ্ট করা চলে না।"

"আমি কি কিছু করতে পারি?"

"হ্যাঁ; দরজার কাছে দাঁড়াও। কারও আসার শব্দ শুনলেই ভিতর থেকে হুড়কোটা দিয়ে দিও; আমরা যে পথে এসেছি সেই পথেই বেরিয়ে যেতে পারব। যদি অন্য পথে কেউ আসে, তাহলে কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব, আর না হলে জানালার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ব। বুঝতে পারলে?"

মাথা নেড়ে দরজার পাশে দাঁড়ালাম। ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে; এর আগে আইন ভঙ্গকারী না হয়ে আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কাজ করেছি তার চাইতে এখন যেন আরও অনেক বেশী রোমাঞ্চ অনুভব করছি। আমাদের উদ্দেশ্যের মহত্ব, আমাদের কাজের নিঃস্বার্থপরতা ও সাহসিকতা, আমাদের প্রতিপক্ষের শয়তানী মতলব—সব কিছু মিলে আমাদের এই অভিযানকে যেন একটা ক্রীড়াসুলভ মর্যাদা দিয়েছে। কোনরকম অপরাধবোধের পরিবর্তে এই বিপদ যেন আমাকে উল্লসিত ও উজ্জীবিত করে তুলেছে। দুই চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে হোমসকে দেখতে লাগলাম। যন্ত্রপাতির থলেটা খুলে একটি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারে উদ্যত একজন সার্জেনের মত শান্ত, বৈজ্ঞানিক একনিষ্ঠতার সঙ্গে সে তার যন্ত্রপাতিগুলো বেছে নিতে লাগল। আমি জানি, সিন্দুক খোলাটা তার অন্যতম শখের কাজ। এই যে সবুজ ও সোনালী রাক্ষস, এই যে ড্রাগন যার পাকস্থলীতে জমা হয়ে আছে অনেক সুন্দরী নারীর সুনাম, তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে হোমস যে কত আনন্দ পাচ্ছে সে তো আমি বুঝতেই পারছি। জামার আস্তিনটা গুটিয়ে—গ্রেটকোটটা সে আগেই

চেয়ারের উপর রেখে দিয়েছিল—সে ছুটো ভ্রমর, একটা সিঁদ-কাটি ও কয়েকটা নকল চাবি সাজিয়ে রাখল। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি ছ'দিকেই নজর রেখেছি; যেকোন জরুরী অবস্থার জন্য আমি প্রস্তুত; যদিও কোন রকম বাধা পেলে যে কি করব সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণাই আমার ছিল না। আধ ঘণ্টা ধরে হোমস একমনে কাজ করে চলল; একটা যন্ত্র নামিয়ে রাখে, আরেকটা তুলে নেয়, প্রতিটিকেই চালায় একজন সুদক্ষ কারিগরের মত। শেষ পর্যন্ত ক্লিক করে একটা শব্দ হল, চওড়া সবুজ দরজাটা খুলে গেল; ভিতরে চোখ পড়তেই দেখলাম অনেকগুলি কাগজের প্যাকেট সাজানো রয়েছে—প্রত্যেকটি বাঁধা, সিল-করা, উপরে বিবরণ লেখা। হোমস একটা প্যাকেট খুলে ফেলল, কিন্তু আগুনের কাঁপা আলোয় কিছু পড়া কঠিন; তাই সে তার ঢাকা-লণ্ঠনটা টেনে বের করল, কারণ মিলভার্টন পাশের ঘরেই আছে, এ অবস্থায় বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বালানো বিপজ্জনক। হঠাৎ দেখলাম, সে থেমে গেল, কান পেতে কি যেন শুনল, তারপরেই সিন্দুকের পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে কোটটা নিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো পকেটে ভরে ফেলল এবং তীরবেগে জানালার পর্দার পিছনে লুকিয়ে পড়ল। আমাকেও ইঙ্গিতে তাই করতে বলল।

তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েই যে শব্দ তার উন্মুখ শ্রবণেন্দ্রিয়কে সতর্ক করে দিয়েছিল সেটা আমার কানেও এল। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। অনেক দূরে একটা দরজা সশব্দে বন্ধ হল। তারপর একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি ক্রমে ভারী পদশব্দে পরিণত হল। কেউ দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঘরের বাইরের দালানে তারা পৌছে গেছে। দরজার কাছে একটু থামল। দরজা খুলে গেল। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাবার শব্দ হল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল, আর কড়া চুরুটের একটা তীব্র গন্ধ এসে লাগল আমাদের নাকে। আমাদের কয়েক গজ সামনেই পায়ের শব্দগুলো একবার এগোচ্ছে, একবার পিছুচ্ছে। শেষপর্যন্ত একটা চেয়ার সরাবার শব্দ হতেই পায়ের শব্দ থেমে গেল। তারপর তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ এবং কাগজপত্রের সর্-সর্ শব্দ কানে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে তাকাবার সাহস হয় নি; এবার পর্দাটা একটু ফাঁক করে উঁকি দিলাম। আমার কাঁধের উপর হোমসের কাঁধের চাপ পড়ায় বুঝলাম সেও সব কিছু দেখছে। ঠিক আমাদের সামনে প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে দেখতে পেলাম মিলভার্টন-এর চওড়া গোল পিঠটা। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তার গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের অনুমান সম্পূর্ণ ভুল, বিছানায় সে মোটেই শোয় নি, বাড়ির এক প্রান্তে কোন ধূমপান বা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে এতক্ষণ বসে ছিল। সে ঘরের জানালা আমাদের চোখেই পড়ে নি। তার চওড়া ধূসর চকচকে টাকওয়ালা মাথাটা আমাদের একেবারে সামনে। লাল চামড়ায় মোড়া চেয়ারটায় হেলান দিয়ে সে বসে ছিল, পা ছুটো

সামনের দিকে ছড়ানো, একটা কালো ঠোঁটের ফাঁকে হেলে রয়েছে। পরনে মদ-রঙের আধা-সামরিক "স্মোকিং-জ্যাকেট", তাতে কালো ভেলভেটের কলার। হাতে একটা লম্বা আইনের দলিল ; ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার "রিং" ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেশ আরাম করে সে দলিলটা পড়ছে। তার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, শীঘ্র সেখান থেকে চলে যাবার বাসনা তার নেই।

হোমস আমার হাতটা ধরে চাপ দিল। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাতে চাইল, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার আয়ত্তে, আর তার মনে কোনরকম অস্বস্তি নেই। সিন্দুকের পাল্লাটা যে পুরোপুরি বন্ধ হয় নি এবং যেকোন মুহূর্তে সেটা যে মিলভার্টন-এর নজরে পড়তে পারে, সেটা আমি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি ; জানি না সেটা হোমসের নজরে পড়েছে কি না। মনে মনে স্থির করলাম ; মিলভার্টন-এর স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি থেকে যখনই বুঝতে পারব যে সিন্দুকের ব্যাপারটা তার নজরে পড়েছে তখনই লাফ দিয়ে পড়ে গ্রেটকোটটা মাথার উপর ছুঁড়ে দিয়ে তাকে চেপে ধরব, আর বাকি কাজটা ছেড়ে দেব হোমসের হাতে। কিন্তু মিলভার্টন চোখ তুলেও তাকাল না। আলস্যভরে সে দলিলটাই দেখছে ; পাতার পর পাতা উল্টে উকিলের যুক্তিগুলো বুঝতে চেষ্টা করছে। ভাবলাম, দলিল পড়া ও চুরুটটা শেষ হলে তবেই সে তার ঘরে যাবে ; কিন্তু সে অবস্থায় পৌছবার আগেই এমন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যার ফলে আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো অন্য খাতে বইতে শুরু করল।

কয়েকবারই লক্ষ্য করেছি, মিলভার্টন ঘড়িটা দেখছে ; একবার উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়ল ; কেমন যেন অধৈর্য ভাব। এরকম একটা অদ্ভুত সময়ে যে কারও সঙ্গে তার দেখা করবার কথা থাকতে পারে এটা আমার মাথায়ই আসে নি। এমন সময় বাইরের বারান্দা থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে মিলভার্টন শক্ত হয়ে চেয়ারে বসল। আবার শব্দ হল। তারপরেই দরজায় টোকা পড়ল। মিলভার্টন উঠে দরজা খুলে দিল।

সোজাসুজি বলল, "আরে, তুমি প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী করেছ।"

তাহলে দরজা খোলা রাখার আর মিলভার্টন-এর নৈশ প্রতীক্ষার এই হল কারণ। মেয়েদের পোশাকের খস্‌খস্ শব্দ কানে এল। মিলভার্টন তার মুখটা আমাদের দিকে ঘুরিয়েছিল বলে পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ; এবার সাহস করে আবার একটু ফাঁক করলাম। সে তার আসনে বসে আছে ; মুখের কোণে চুরুটটা তেমনই ঝুলে আছে। তার ঠিক সামনে কড়া বৈদ্যুতিক আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি লম্বা, একহারা, ময়লা স্ত্রীলোক ; তার মুখের উপর ঘোমটা, থুত্‌নিটা ঘিরে আর একটা আচ্ছাদন। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে দ্রুততালে ; গভীর আবেগে কাঁপছে প্রতিটি অঙ্গ।

মিলভার্টন বলল, "দেখ, আমার একটা রাতের বিশ্রাম তুমি নষ্ট করেছ।

আশা করি সেটা তুমি পুষিয়ে দিতে পারবে। অন্য সময়ে কি আসতে পার না?"

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়ল।

"ঠিক আছে, পারবে না তো পারবে না। কাউন্টেস যতই কড়া মনিব হোন, তাকে তো এখন আর ভয় পাবার কিছু নেই। আরে বাবা, তুমি এত কাঁপছ কেন? ঠিক আছে। আরাম করে বস। এস, কাজের কথায় যাওয়া যাক।" ডেস্কের টানা থেকে একটা চিঠি বের করল। "তুমি বলছ কাউন্টেস দ' এলবার্তকে জড়ানো যায় এরকম পাঁচটা চিঠি তোমার কাছে আছে। তুমি সেগুলি বেচতে চাও। আমি চাই কিনতে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এবার একটা দাম ঠিক করতে হবে। অবশ্য চিঠিগুলো আমি একবার দেখতে চাই। সত্যি যদি ভাল জাতের চিঠি হয়—হা ভগবান, আপনি?"

স্ত্রীলোকটি কোন কথা না বলে ঘোমটাটা খুলে মুখের আচ্ছাদনটা ফেলে দিল। মিলভার্টন-এর মুখোমুখি দাঁড়াল একটি সুদর্শন নিটোল মুখ; নাকটা বাঁকা, মোটা, কালো ভুরু, তার নীচে দুটো চকচকে চোখ, আর সরল মুখের দুটি পাতলা ঠোঁটে ভয়ংকর হাসি।

স্ত্রীলোকটি বলল, "হ্যা আমি—যে নারীর জীবন আপনি নষ্ট করেছেন সেই আমি।"

মিলভার্টন হেসে উঠল, কিন্তু সে কণ্ঠে ভয়ের অনুরণন। বলল, "আপনি বড়ই একগুঁয়ে। এই চরম পন্থার দিকে আপনি আমাকে ঠেলে দিলেন কেন? আপনাকে তো বলেছি, স্বেচ্ছায় একটা মাছিও আমি মারি না; কিন্তু প্রত্যেককেই তো কাজ করে খেতে হয়; কাজেই আমি আর কি করব? আপনার সাধ্যায়ত্ত দামই তো আমি চেয়েছিলাম। আপনি তা দিতে রাজী হলেন না।"

"কাজে কাজেই চিঠিগুলো আমার স্বামীকে পাঠিয়ে দিলেন; আর তিনি—এত ভাল ভদ্র মানুষ আমি আর দেখি নি, তার জুতোর ফিতে বাঁধবার যোগ্যতাও আমার নেই—তিনি এ আঘাত সইতে পারলেন না, মৃত্যুকেই বরণ করলেন। আপনার মনে আছে, কাল রাতে ঐ দরজা দিয়ে ঢুকে আপনার এতটুকু দয়ার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিলাম, আর আপনি ঠিক এখনকার মতই আমার মুখের উপর শুধু হেসেছিলেন; এখন কিন্তু আপনার ভীরু হৃদয় আপনার ঠোঁটের বিকৃতিকে ঠেকাতে পারছে না। হ্যা, আমাকে এখানে আবার দেখতে পাবেন এটা আপনি ভাবতেও পারেন নি, কিন্তু সম্পূর্ণ একাকি আপনার মুখোমুখি হবার শিক্ষা আমি সেই রাতেই পেয়েছি। বল চার্লস মিলভার্টন, তোমার কি বলবার আছে?"

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "ভয় দেখিয়ে 'আমাকে' কাবু করতে পারবেন সে কথা কল্পনায়ও আনবেন না। একবার হাঁক দিলেই আমার চাকররা এসে আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু স্বভাবতই আপনি এখন রেগে আছেন,

তাই সেসব কিছুই আমি করব না। যেমন এসেছেন তেমনই এই মুহূর্তে চলে যান। আর কোন কথা নয়।"

বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়েই রইল। তার পাতলা ঠোঁটে সেই মারাত্মক হাসি।

"আমার জীবন তুমি নষ্ট করেছ, কিন্তু আর কারও জীবন নষ্ট করতে তোমাকে দেব না। আমার বুক তুমি ভেঙেছ, কিন্তু আর কারও বুক ভাঙতে পারবে না। একটা বিষাক্ত জীবের হাত থেকে জগৎকে আমি মুক্তি দেব। এই নাও কুকুর, এই নাও! এই নাও!—এই নাও—এই নাও!—এই নাও!" —এই নাও!"

একটা চকচকে ছোট রিভলবার বের করে মিলভার্টন-এর শরীর লক্ষ্য করে সে একটার পর একটা গুলি ছুড়তে লাগল—রিভলবারের নলটা তার শার্ট থেকে মাত্র দু' ফুট দূরে। ছিটকে সরে গিয়ে সে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ল; কাগজগুলোকে আঁকড়ে ধরে সজোরে কাশতে লাগল। তারপর আর একটা গুলি লাগতেই টলতে টলতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। "আপনিই আমাকে শেষ করলেন," বলেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। স্ত্রীলোকটি কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার ওল্টানো মুখের উপর গোড়ালিটা চেপে ধরল। আবার তাকিয়ে দেখল, কোন শব্দ করল না, কিচ্ছু না। একটা খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল; রাতের বাতাস ভেসে এল গরম ঘরের মধ্যে; প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

চেষ্টা করলেও আমরা লোকটিকে এই পরিণতির হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম না; তবু স্ত্রীলোকটি যখন মিলভার্টন-এর কুঁকড়ে-যাওয়া দেহটাকে লক্ষ্য করে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়ছিল, তখন আমি লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম আর ঠিক সেই সময় হোমসের ঠাণ্ডা কঠিন মুষ্টি আমার কব্জিটাকে চেপে ধরল। তার সেই কঠিন মুঠোর যুক্তি বুঝতে আমার দেরী হল না—এটা আমাদের কোন ব্যাপারই নয়; একটা শয়তানের উপর নেমে এসেছে ন্যায়ের দণ্ড; আমাদেরও করণীয় আছে, কর্তব্য আছে—সে কথা ভুললে চলবে না। স্ত্রীলোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই হোমস নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে অন্য দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল। তালায় চাবি লাগিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে অনেকের গলা ও পায়ের শব্দ শোনা গেল। রিভলবারের গুলির শব্দে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে। ঠাণ্ডা মাথায় হোমস সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেল, দুই হাত ভরে চিঠির বাণ্ডিলগুলো তুলে নিয়ে সেগুলোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। বেশ কয়েকবার এ কাজটি করে সিন্দুকটা একেবারে খালি করে ফেলল। কে যেন দরজার হাতল ঘুরিয়ে তার উপর করাঘাত করতে লাগল। হোমস দ্রুত ফিরে তাকাল। যে চিঠিটা মিলভার্টন-এর মৃত্যু-দূত হয়ে এসেছিল রক্তাক্ত অবস্থায় সেটা টেবিলের

উপর পড়ে ছিল। হোমস সেটাকেও জ্বলন্ত কাগজগুলোর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর বাইরের দরজার চাবিটা বের করে নিয়ে আমার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। বলল, "এই পথে এস ওয়াটসন; এদিককার বাগানের প্রাচীরটা ডিঙিয়েই আমরা চলে যেতে পারব।"

বিপদের খবর যে এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে পারে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, প্রকাণ্ড বাড়িটা আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। সামনের দরজাটা খোলা; বাড়িতে ঢুকবার পথে লোকজন ছুটোছুটি করছে। বারান্দা থেকে নেমে আমরা যখন জোর ছুটছি, সারা বাগানটা তখন লোকজনে ভর্তি; একজন আবার একটা দূরবীণ চোখে লাগিয়েছে। মনে হল, হোমস জায়গাটা ভালভাবেই চেনে; ছোট ছোট গাছপালার ভিতর দিয়ে সে দ্রুত ছুটতে লাগল; তার পায়ে-পায়ে আমিও; যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল সে তখন অনেকটা পিছনে পড়ে হাঁপাচ্ছে। সামনে একটা ছ' ফুট দেয়াল। হোমস একলাফে সেটার উপর উঠে ওপারে নেমে গেল। আমিও তাই করতে গেলাম, কিন্তু পিছন থেকে একটা লোক আমার গোড়ালিটা চেপে ধরল; এক লাথিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁচ-ছড়ানো দেয়ালের উপর উঠে পড়লাম। মুখ থুব্‌ড়ে পড়লাম নীচের ঝোপের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে হোমস আমাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, আর দুজন একসঙ্গে দূর-বিস্তার হ্যাম্পস্টেড প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগলাম। যতদূর মনে হয়, দু' মাইল ছুটবার পরে হোমস থেমে পড়ে কান পাতল। আমাদের পিছনে সব চুপচাপ। যারা পিছু নিয়েছিল তারা পিছিয়ে পড়েছে। আমরা নিরাপদ।

যে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার কথা লিখলাম সেই ঘটনার পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে দূরে দুজনে বসে পাইপ টানছি, এমন সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড গম্ভীরমুখে আমাদের দীন কুটিরে পদার্পণ করল।

বলল, "গুডমর্নিং মিঃ হোমস, গুডমর্নিং। এই মুহূর্তে আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?"

"তোমার কথা শুনতে পারব না এতটা ব্যস্ত নই।"

"আমি ভাবছিলাম কি, হাতে যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে তাহলে গত রাতে হ্যাম্পস্টেড-এ যে ঘটনাটা ঘটেছে সে ব্যাপারে হয়তো আমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারতেন।"

"বল কি?" হোমস বলল, "সেটা আবার কি?"

"একটা খুন—অত্যন্ত নাটকীয় ও উল্লেখযোগ্য খুন। আমি তো জানি এসব ব্যাপারে আপনি কত আগ্রহী। আপনি যদি অ্যাপ্‌লডোর টাওয়ার্স-এ গিয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ দেন তাহলে আমরা খুবই অনুগৃহীত হব।

একটা মামুলী খুন এটা নয়। কিছুদিন থেকেই এই মিঃ মিলভার্টন-এর উপর আমরা নজর রেখেছিলাম, আর আপনি বলেই বলছি, লোকটা একটু শয়তানই ছিল। জানা গেছে যে, গোপন কাগজপত্র হাতিয়ে সে লোককে ব্ল্যাকমেল করত। খুনীরা সে সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। কোন মূল্যবান জিনিসই চুরি যায় নি; আর তাতেই বোঝা যায় যে অপরাধীরা পদস্থ লোক; সামাজিক কেলেংকারী যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সেটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।"

"অপরাধীরা!" হোমস হেঁকে বলল। "বহুবচন!"

"হ্যাঁ, তারা দু'জন ছিল। যতদূর সম্ভব তারা হাতেনাতে ধরাও পড়েছিল। তাদের পায়ের ছাপ, তাদের চেহারার বর্ণনা আমরা পেয়েছি; তাদের যে আমরা খুঁজে বের করতে পারব সেই সম্ভাবনাই দশ ভাগের নয় ভাগ। প্রথম লোকটি খুবই কর্মিৎকর্মা, আর দ্বিতীয় জন বাগানের ছোট মালির হাতে প্রায় ধরা পড়েছিল, ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তবে পালাতে পেরেছে। লোকটা মাঝ-বয়সী, শক্ত গড়ন—চৌকো চোয়াল, মোটা গলা, গোঁফ, আর চোখের উপর একটা মুখোশ।"

শার্লক হোমস বলল, "বিবরণটা অস্পষ্ট। আরে, এটা তো ওয়াটসন-এর বর্ণনাও হতে পারে।"

ইন্সপেক্টরও কৌতুকভরে বলল, "তা সত্যি। এটা ওয়াটসন-এর বর্ণনাও হতে পারে।"

হোমস বলল, "দেখ লেস্ট্রেড, তোমাকে সাহায্য করতে আমি পারছি না। আসল কথা কি জান, এই মিলভার্টন লোকটাকে আমি চিনতাম। আমি মনে করি সারা লণ্ডনে সেই সবচাইতে বিপজ্জনক লোক, আর এমন কতকগুলি অপরাধ আছে যেগুলি আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আর তাই সেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণও সমর্থনযোগ্য। না, না, তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এক্ষেত্রে শিকার অপেক্ষা শিকারীদের প্রতিই আমার সহানুভূতি বেশী। এ কেস আমি হাতে নেব না।"

যে দুর্ঘটনার আমরা সাক্ষী হয়েছিলাম সে সম্পর্কে হোমস একটা কথাও আমাকে বলল না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে সারাটা সকাল সে চিন্তায় ডুবে রইল; তার শূন্য দৃষ্টি আর নিস্পৃহ ভাব দেখে আমার মনে হল, সে যেন স্মৃতির পাতা খুলে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুপুরে খেতে বসে ঠিক মাঝখানে হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; চেঁচিয়ে বলে উঠল, "জোভ-এর দিব্যি ওয়াট্‌সন, পেয়ে গেছি! টুপিটা নাও! আমার সঙ্গে এস।" বেকার স্ট্রীট পেরিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে সে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটতে লাগল। প্রায় রিজেন্ট সার্কাসে পৌঁছে গেছি, এমন সময় বাঁ-

হাতি একটা দোকানের জানালা চোখে পড়ল; সেখানে আজকের দিনের যতসব বিখ্যাত পুরুষ ও সুন্দরী নারীদের ফটো সাজানো রয়েছে। হোমসের স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার চোখও একখানি ফটোর উপর পড়ল; দরবারের পোশাকে সজ্জিত একটি রাজকীয় মহিমান্বিত মহিলার ছবি, মাথায় একটি উঁচু হীরকখচিত টায়রা। সেই সুদৃশ্য বাঁকা নাক, সুস্পষ্ট ভ্রুযুগল, সরল মুখ, আর ছোট থুত্‌নির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপরেই যে সম্ভ্রান্ত কূটনীতিবিদের স্ত্রী তিনি হয়েছিলেন তার চির-সম্মানিত পদবিটি পড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে এল। হোমসের দিকে তাকালাম; সে ঠোঁটের উপর আঙুলটি রাখল; দুজনে জানালার কাছ থেকে সরে গেলাম।



ছয় নেপোলিয়ন

The Six Napoleons

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেডের পক্ষে যেকোন সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসাটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তার আগমনকে শার্লক হোমস স্বাগত জানাত, কারণ তার ফলে সে থানার খোঁজ-খবরগুলো জানতে পারত। লেস্ট্রেড যেসব খবর নিয়ে আসত তার বিনিময়ে সেই সময়ে তার হাতে যদি কোন কেস্ থাকত তাহলে হোমস মনোযোগের সঙ্গে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনত এবং মাঝে মাঝেই তার ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কিছু ইঙ্গিত বা পরামর্শ তাকে দিত।

এই বিশেষ সন্ধ্যায় লেস্ট্রেড আবহাওয়া ও সংবাদপত্র নিয়েই কথা বলতে লাগল। তারপর চুরুট টানতে টানতে চুপ করে গেল। তখন হোমস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"হাতে কোন উল্লেখযোগ্য কেস আছে না কি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"না, না মিঃ হোমস, সেরকম বিশেষ কিছু না।"

"তা হলে সে বিষয়ে কিছু বল।"

লেস্ট্রেড হাসল।

"দেখুন মিঃ হোমস, অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমার মনের মধ্যে কিছু একটা ঘুরছে। কিন্তু ব্যাপারটা এতই অদ্ভুত যে তা নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে ইতস্তত করছিলাম। অপর দিকে, ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও নিঃসন্দেহে বিচিত্র, আর আমি জানি কোন ব্যাপার অসাধারণ হলেই আপনার ভাল লাগে। কিন্তু আমার মতে কেসটা আমাদের দুজনের চাইতে ডাঃ ওয়াটসনের এক্তিয়ারের মধ্যেই বেশী পড়ে।"

"কোন রোগ ?" আমি বললাম।

"পাগলামি তো বটেই। আর তাও এক বিচিত্র পাগলামি। আজকের দিনেও যে এমন লোক বেঁচে আছে যার প্রথম নেপোলিয়ন-এর প্রতি ঘৃণা এতই তীব্র যে তার কোন মূর্তি দেখলেই সেটা ভেঙে ফেলে, এটা নিশ্চয় আপনিও ভাবতে পারেন না।"

হোমস তার চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল।

"ওটা আমার কোন ব্যাপারই নয়," সে বলল।

"ঠিক। আমিও তাই বললাম। কিন্তু সেই লোক যখন পরের মূর্তি ভাঙবার জন্য চুরি করে তখন তো সেটা ডাক্তারের হাত থেকে পুলিশের হাতে চলে আসে।"

হোমস আবার উঠে বসল।

"চুরি! এটা তো বেশ মজার ব্যাপার। সব কথা শুনতে হল।"

সরকারী নোট বইটা বের করে লেস্ট্রেড তার স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিল।

সে বলল, "প্রথম ঘটনার খবর আসে চারদিন আগে। কেনিংটন রোডে ছবি ও মূর্তি বিক্রির জন্য মোর্স হাড্‌সন-এর যে দোকানটা আছে সেখানেই ঘটনাটা ঘটে। সরকারী কর্মচারীটি মুহূর্তের জন্য দোকানের সামনে থেকে সরে গিয়েছিল, এমন সময় কিছু একটা ভাঙার শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে কাউন্টারে অন্য আরও কিছু শিল্প-বস্তুর সঙ্গে প্লাস্টারে তৈরি নেপোলিয়নের যে আবক্ষ মূর্তিটা ছিল তার ভাঙা টুকরোগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সে ছুটে রাস্তায় গেল, কিন্তু যদিও কয়েকজন পথচারী বলল যে একটা লোককে তারা দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেছে, তবু সে কাউকে দেখতেও পেল না, বা সেই বদমাসটাকে চিনবার মতও কিছু পেল না। মনে হল, মাঝে মাঝে যেসব অর্থহীন গুণ্ডামির ঘটনা ঘটে থাকে এও সেইরকম একটা কিছু, আর সেই কথাই সে বীটের পুলিশকে জানাল। প্লাস্টারের মূর্তিটা তৈরি করতে কয়েক শিলিং-এর বেশী খরচ পড়ে নি, কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা এতই ছেলেমানুষি বলে মনে হল যে এ নিয়ে আর কোন বিশেষ তদন্তই হল না।

"দ্বিতীয় ঘটনাটা অবশ্য আরও গুরুতর এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণও বটে। সেটা ঘটেছে গতকাল রাতে।"

"মোর্স হার্ডসন-এর দোকানের কয়েক শ' গজের মধ্যেই ডাঃ বার্নিকট নামে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক থাকেন; টেমস-এর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে তার খুব ফলাও ব্যবসা। তার বাড়ি ও প্রধান ডাক্তারখানা কেনিংটন রোডে, কিন্তু দু'মাইল দূরে লোয়ার ব্রিক্সটন-এ তার একটা সার্জারি ও ডাক্তারখানার শাখা আছে। এই ডাঃ বার্নিকট নেপোলিয়নের একজন উৎসাহী ভক্ত; ফরাসী সম্রাটের বই, ছবি ও স্মৃতিচিহ্নে তার বাড়িটা বোঝাই। কিছুদিন আগেই

তিনি মোর্স হাডসন-এর দোকান থেকে ফরাসী ভাস্কর দেভাঁ-র তৈরি নেপো-লিয়ন-এর বিখ্যাত মাথার দুটো ঢালাই প্লাস্টারের মূর্তি কিনেছিলেন। সেই দুটোর একটা তিনি রেখেছিলেন কেনিংটন রোডের বাড়ির হল-ঘরে, আর অপরটা রেখেছিলেন লোয়ার ব্রিক্সটন-এর সার্জারি ঘরের ম্যান্টেলপিসের উপর। দেখুন, আজ সকালে এসে ডাঃ বার্নিকট দেখেন যে রাতের বেলায় তার বাড়িতে চুরি হয়েছে, কিন্তু হল-ঘরের প্লাস্টারের মাথাটা ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায় নি। সেটাকে বাইরে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাগানের দেয়ালের গায়ে নির্মমভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে; মূর্তিটার ভাঙা টুকরোগুলো সেখানেই পাওয়া গেছে।"

হোমস হাত দুখানি ঘষতে লাগল।

"নিশ্চয়ই খুব নতুন ব্যাপার", সে বলল।

"মনে করলাম, ঘটনাটা শুনলে আপনি খুশি হবেন। কিন্তু শেষটা এখনও বলা হয় নি। বারোটার সময় ডাঃ বার্নিকট-এর সার্জারিতে আসার কথা। সেখানে পৌঁছে তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, গত রাতে জানালাটা খোলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় মূর্তিটার ভাঙা টুকরোগুলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে তখন তার বিস্ময়টা আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারবেন। মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই এমন কিছুই পাওয়া যায় নি যা থেকে এই ক্ষতির নায়ক দুস্কৃত-কারী বা পাগলের কোনরকম হদিস মিলতে পারে। মিঃ হোমস, এই হল মোটামুটি ঘটনা।"

হোমস বলল, "কিম্ভুত না বললেও ঘটনাগুলি অদ্ভুত তো বটেই। একটা কথা জানতে পারি কি, মোর্স হাডসন-এর দোকানে যে মূর্তিটা ভাঙা হয়েছিল আর ডাঃ বার্নিকট-এর ঘরে যে দুটো মূর্তি ভাঙা হয়েছে—সবই কি হুবহু একই মূর্তি?"

"সবই এক ছাঁচ থেকে গড়া।"

"এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, নেপোলিয়নের প্রতি ঘৃণার বশবর্তী হয়েই লোকটি যে মূর্তিগুলো ভেঙেছে সে ধারণাটা ঠিক নয়। মহান সম্রাটের শত শত মূর্তি লণ্ডন শহরে রয়েছে, এ কথা মনে রাখলে কোন অবিবেচক মূর্তি-ভঙ্গকারী একই মূর্তির তিনটি নিদর্শন দিয়েই কাজ শুরু করবে এটা ভাবা খুবই শক্ত।"

লেস্ট্রেড বলল, "দেখুন, এ কথাটা আমিও ভেবেছি। অপর দিকে, এই মোর্স হাডসন লণ্ডনের ঐ অঞ্চলের মূর্তিসংগ্রহকারী, আর একমাত্র এই তিনটি আবক্ষ মূর্তিই অনেক বছর ধরে তার দোকানে ছিল। কাজেই, আপনি যেমন বলছেন, লণ্ডন শহরে কয়েক শ' মূর্তি থাকলেও ঐ জেলায় হয় তো মাত্র ঐ তিনটি মূর্তিই ছিল। কাজেই কোন স্থানীয় উন্মাদের পক্ষে ঐ তিনটি

দিয়েই কাজ শুরু করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার কি মত ডাঃ ওয়াটসন ?"

আমি জবাব দিলাম, "কোন এক বিষয়ের পাগলামি (monomania) যে কত রকমের হতে পারে তার কোন সীমা নেই। এমন একটা অবস্থা আছে যাকে আধুনিক ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন 'বদ্ধমূল ধারণা' (ideefixe), সেটা এমনিতেই খুবই তুচ্ছ এবং অন্য সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গেই থাকতে পারে। যে লোক নেপোলিয়ন সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করেছে, অথবা মহাযুদ্ধের ফলে কোন বংশানুক্রমিক পারিবারিক আঘাত পেয়েছে, তার মনে এ ধরনের একটা বদ্ধমূল ধারণা বাসা বাঁধতে পারে এবং তার প্রভাবে যেকোন রকম অদ্ভুত আক্রমণ সে চালাতে পারে।"

মাথা নেড়ে হোমস বলল, "ভাই ওয়াটসন, এটাও অচল, কারণ কোন 'বদ্ধমূল ধারণা'র প্রভাবেই তোমার সেই একবিষয়ক পাগল এই সব মূর্তি খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবে না।"

"তাহলে তুমি এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে চাও ?"

"ব্যাখ্যার চেষ্টাই আমি করছি না। আমি শুধু লক্ষ্য করছি যে, এই ভদ্রলোকের উদ্ভট কার্যকলাপের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট চিন্তা কাজ করছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেহেতু ডাঃ বার্নিকট-এর হলে কোনরকম শব্দ হলে লোকজন জেগে উঠতে পারে সেজন্য ভাঙবার আগে মূর্তিটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; আবার সার্জারির বেলায় হৈ হল্লার আশংকা কম থাকায় সেক্ষেত্রে মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানেই ভাঙা হয়েছে। ব্যাপারটাকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ মনে হতে পারে, তবু যখন ভাবি যে আমার বেশ কয়েকটি স্মরণীয় কেসই শুরু হয়েছিল খুব অকিঞ্চিৎকরভাবে তখন কোন কিছুকেই আমি তুচ্ছ বলে অবহেলা করতে পারি না। তোমার অবশ্য মনে আছে ওয়াটসন, 'এরানেটি' পরিবারের সেই ভয়ংকর ব্যাপারের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল একটা গরমের দিনে 'পার্সলি'টা (একরকম সুগন্ধ পাতা) মাখনের মধ্যে কতখানি বসে গিয়েছিল তার গভীরতা থেকে। সুতরাং তোমার তিনটি ভাঙা মূর্তি দেখে আমার মোটেই হাসি পাচ্ছে না লেস্ট্রেড; বরং এই অদ্ভুত ঘটনা-শৃংখলের নতুন কোন পরিণতি ঘটলে সেবিষয়ে যদি আমাকে অবহিত কর তাহলেই আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

বন্ধুবর যে পরিণতির কথা বলেছিল সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ও এমন একান্ত শোচনীয়রূপে দেখা দেবে তা হয়তো সেও কল্পনা করে নি। পরদিন সকালে শোবার ঘরে সাজগোজ করছি এমন সময় দরজায় একটা ছায়া পড়ল এবং একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে হোমস ঘরে ঢুকল। সে বেশ জোরে জোরেই পড়ল :

"এখনই আসুন, ১৩১ পিট স্ট্রীট, কেন্‌সিংটন।—লেস্ট্রেড।"

"কি হল তাহলে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"জানি না—যা কিছু হতে পারে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এটা সেই মূর্তির গল্পেরই পরিণতি। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মূর্তি-ভঙ্গকারী বন্ধুটি লণ্ডনে। অন্য অঞ্চলেও কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওয়াটসন, টেবিলে কফি আছে, আর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পিট স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। লণ্ডনের অতিব্যস্ত জীবনধারার ঠিক পাশেই একটি শান্ত ছোট জলাশয়। এক সারি চওড়া-বুক, ভদ্রোচিত, অত্যন্ত অ-রোমান্টিক বাসস্থানের অন্যতম এই ১৩১ নং। গাড়ি নিয়ে সেখানে পৌঁছেই দেখি, বাড়ির সামনেকার রেলিং-এর সামনে কৌতূহলী জনতার সারি। হোমস শিস্ দিয়ে উঠল।

"জর্জের দিব্যি! নিদেনপক্ষে খুনের চেষ্টা। তার চাইতে ছোট কিছু হলে লণ্ডনের সংবাদবাহী ছোকরাকে আটকাতে পারত না। ঐ লোকটির চওড়া কাঁধ ও বাড়ানো গলা দেখে মনে হচ্ছে ওখানে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। এটা কি ওয়াটসন? উপরের সিঁড়িটা চকচক করছে, অথচ অন্যগুলো শুকনো। যাই হোক, যথেষ্ট পায়ের ছাপ রয়েছে। আরে, ঐ তো সামনের জানালায় লেস্ট্রেডকে দেখছি; অচিরেই সবকিছু জানতে পারব।"

সরকারী কর্মচারীটি গম্ভীর মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ফ্লানেলের ড্রেসিং-গাউন পরিহিত অত্যন্ত এলোমেলো চেহারার একটি বয়স্ক লোক ঘরময় পায়চারি করছে। তাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল—বাড়ির মালিক সেন্ট্রাল প্রেস সিণ্ডিকেট-এর মিঃ হোরেস হার্কার।

লেস্ট্রেড বলল, "আবার সেই নেপোলিয়ন-ঘটিত ব্যাপার। মিঃ হোমস, কাল আপনি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তাই ভাবলাম এখানে উপস্থিত থাকলে আপনি হয়তো খুশি হবেন, বিশেষ করে সমস্ত ব্যাপারটা যখন এমন একটা গুরুতর পরিণতিতে পৌঁচেছে।"

"পরিণতিটা কি হয়েছে?"

"খুন। মিঃ হার্কার, ঠিক কি ঘটেছে এই ভদ্রলোকদের খুলে বলবেন কি?"

ড্রেসিং-গাউন পরিহিত লোকটি বিষণ্ণ মুখে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "খুবই অসাধারণ ব্যাপার। সারাটা জীবন অন্য মানুষের সংবাদই সংগ্রহ করেছি, আর আজ নিজেই একটি সত্যিকারের খবর হয়ে ওঠায় এতই বিচলিত ও বিরক্ত বোধ করছি যে দুটো কথা একসঙ্গে বলতেও পারছি না।

যদি সাংবাদিক হিসাবে এখানে আসতাম তাহলে নিজেই নিজের সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং প্রতিটি সান্ধ্য সংবাদপত্রে দুই কলম সংবাদ প্রকাশ করাই হত আমার উচিত কাজ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানা ধরনের লোককে বার বার আমার কাহিনী বলে চলেছি, অথচ নিজে সেটা ব্যবহার করতে পারছি না। যাহোক আপনার নাম আমি শুনেছি মিঃ শার্লক হোমস। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা যদি আমাকে বুঝতে দিতে পারেন তাহলেই এ কাহিনী আপনাকে শোনাবার কষ্টের দাম আমি পেয়ে যাব।"

হোমস বসে পড়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

"চার মাস আগে এই ঘরের জন্য নেপোলিয়নের যে আবক্ষ মূর্তিটা আমি কিনেছিলাম সেটাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু ঘটেছে। হাই স্ট্রীট স্টেশন থেকে দুটো দরজা পরের হার্ডিং ব্রাদার্স-এর কাছ থেকে ওটা সস্তায় পেয়েছিলাম। সংবাদপত্র সংক্রান্ত অনেক কাজই আমি রাত্রিতে করে থাকি, অনেক সময় ভোর পর্যন্তও লিখি। আজও তাই লিখছিলাম। তিনটে নাগাদ বাড়ির একেবারে মাথায় পিছন দিককার ছোট ঘরটায় বসেছিলাম, এমন সময় নীচের তলায় একটা শব্দ শুনতে পেলাম। কান পাতলাম, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেলাম না; ভাবলাম, শব্দটা বাইরে থেকে এসেছিল। তারপর মিনিট পাঁচেক পরেই হঠাৎ একটা ভয়ংকর আর্তনাদ কানে এল—মিঃ হোমস, সেরকম ভয়ংকর শব্দ আমি জীবনে শুনি নি। যতদিন বেঁচে থাকব সে শব্দ আমার কানে বাজতে থাকবে। ভয়ে কাঠ হয়ে দু'এক মিনিট বসে রইলাম; তারপর আগুন জ্বালাবার লোহার দণ্ডটা হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেলাম। এই ঘরে ঢুকে দেখলাম, জানালাটা হাট করে খোলা, আর ম্যান্টেলপিসের উপর থেকে আবক্ষমূর্তিটা উধাও। মূর্তিটা প্লাস্টারের তৈরি এবং মোটেই দামী জিনিসও নয়। কাজেই কোন চোর কেন যে সেটা নিতে যাবে আমি বুঝতে পারছি না।

"নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন, যেকেউ ওই খোলা জানালা-পথে বাইরে গিয়ে একটা লম্বা পা ফেললেই সামনের দরজার সিঁড়িতে পৌছে যেতে পারবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, চোরও সেই পথেই গেছে; কাজেই আমি ঘুরে গিয়ে দরজাটা খুললাম। অন্ধকারে পা ফেলতে গিয়ে সেখানে পড়ে থাকা একটি মৃত লোকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। ছুটে গিয়ে একটা আলো এনে দেখি বেচারি পড়ে আছে, গলাটা কাটা, আর সমস্ত জায়গাটা রক্তে থৈ-থৈ। লোকটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা, মুখটা ভীষণভাবে হাঁ করে আছে। স্বপ্নেও বুঝি নি আমি তাকে দেখতে পাব। কোনরকমে আমার পুলিশ-বাঁশিটা বাজিয়েই আমি নিশ্চয় মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম, কারণ তারপরে এই হলে পুলিশ আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এ দৃশ্য দেখবার আগে আর কিছুই মনে নেই।

"আচ্ছা, নিহত লোকটি কে?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

লেস্ট্রেড বলল, "সে যে কে তা বোঝবার কোন উপায় নেই। মর্গে তার মৃতদেহটা দেখতে পাবেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি নি। লোকটি লম্বা, রোদে-পোড়া, খুব পোক্ত, বয়স তিরিশের বেশী নয়। পরনের পোশাক খুব কম দামী, কিন্তু তাকে দেখে মজুর বলে মনে হয় না। তার পাশেই রক্তের মধ্যে পড়েছিল শিঙের হাতলওয়ালা একটা ছুরি। সেই ছুরি দিয়েই কাজটা করা হয়েছে, নাকি ওটা মৃত লোকটির সম্পত্তি তা আমি জানি না। জামা-কাপড়ে কোথাও তার নাম নেই; পকেটে একটা আপেল, কিছু সুতো, এক শিলিং দামের লণ্ডনের একখানা মানচিত্র ও একটা ফটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই সেটা।"

ছোট ক্যামেরার তলায় একখানা ছবি। একটি সদাসতর্ক, কাটা-কাটা মুখের বানরজাতীয় মানুষের ছবি—মোটা ভুরু, বেবুনের মত মুখের নীচের অংশটা অদ্ভুতভাবে বাড়ানো।

ছবিটাকে ভাল করে দেখে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "মূর্তিটার কি হল?"

"আপনি আসার আগেই সেটার খবর পেলাম। ক্যাম্পডেন হাউস রোডের একটা খালি বাড়ির সামনেকার বাগানে সেটা পাওয়া গেছে। ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলেছে। সেটা দেখতেই আমি যাচ্ছি। আপনি কি যাবেন?"

"নিশ্চয়। তার আগে চারিদিকটা একবার দেখে নেব।" সে কার্পেট ও জানালাটা পরীক্ষা করল। "হয় লোকটার পা দুটো খুব লম্বা, আর না হয় তো সে খুবই করিৎকর্মা। নীচের অতটা দূর থেকে জানালার গোবরাটে পৌঁছে সেটাকে খোলা খুব সহজ কাজ নয়। ফিরে যাওয়াটা বরং অনেকটা সহজ। মূর্তিটার ভগ্নাবশেষ দেখতে আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন মিঃ হার্কার?"

সান্ত্বনাহীন সাংবাদিক তখন তার লেখার টেবিলে বসে গেছে।

সে বলল, "যদিও বিস্তারিত বিবরণসহ সান্ধ্য পত্রিকাগুলির প্রথম সংস্করণ এর মধ্যেই বাজারে বেরিয়ে গেছে, তবু কিছু একটা খাড়া করবার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। আমার কপালই এই রকম! ডন কাস্টার-এর 'স্ট্যাণ্ড'টা যখন ভেঙে পড়েছিল সে কথা তো আপনার মনে আছে! সেখানে তখন আমিই ছিলাম একমাত্র সাংবাদিক, অথচ একমাত্র আমার কাগজেই তার কোন বিবরণ ছিল না, কারণ লিখবার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। আর এখনও আমার বাড়ির দরজায়ই যে খুন হয়ে গেছে তার খবর ছাপাতেও আমারই বিলম্ব হল সবচাইতে বেশী।

ঘর থেকে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, ফুলস্কেপের পাতায় খস্-খস্ শব্দ করে তার লেখনী এগিয়ে চলেছে।

মূর্তির ভাঙা অংশগুলি যেখানে পাওয়া গেছে সে জায়গাটা মাত্র কয়েক শ' গজ দূরে। প্রথমেই মহান সম্রাটের এই অবস্থার প্রতি আমাদের চোখ

পড়ল, আর তা দেখেই বুঝতে পারলাম সেই অজ্ঞাত লোকটির মনের ঘৃণা কত তীব্র ও ধ্বংসপ্রবণ। মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে ঘাসের উপর ছড়িয়ে আছে। তারই কয়েকটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে হোমস সযত্নে পরীক্ষা করে দেখল। তার একাগ্র মুখ ও উদ্দেশ্যমূলক ভাবভঙ্গী দেখে ঠিক বুঝতে পারলাম, শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র সে পেয়েছে।

"কি হল?" লেস্ট্রেড জিজ্ঞাসা করল।

হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "এখনও অনেকটা পথ আমাদের যেতে হবে। আর তবু—তবু—দেখ, কাজে নামবার মত কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা আমাদের হাতে এসেছে। এই সামান্য মূর্তিটার দখল পাওয়া এই বিচিত্র অপরাধীর কাছে একটা মানুষের জীবনের চাইতেও বেশী মূল্যবান। এই হল একটা কথা। তারপর আছে এই বিশেষ ঘটনাটি যে মূর্তিটাকে সে বাড়ির মধ্যে বা তার বাইরে কাছাকাছি কোথাও ভাঙে নি।"

"হয় তো অপর লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সে এতই বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়েছিল যে কি করছে না করছে সে খেয়ালই তার ছিল না।"

"তা হতে পারে। কিন্তু যে বাড়ির বাগানে নিয়ে মূর্তিটাকে ভাঙা হয়েছে তার বিশেষ অবস্থানের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।"

লেস্ট্রেড চারদিকে তাকাল।

"বাড়িটা খালি ছিল; তাই সে জানত যে ঐ বাগানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।"

"ঠিক; কিন্তু ঐ রাস্তায় তো আরও একটা খালি বাড়ি ছিল, আর এখানে আসবার আগেই সেটা তার পথে পড়েছিল। তাহলে এক গজ পথ বেশী এগোতে গেলেও যেখানে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশংকা ছিল সেক্ষেত্রে সে আগের বাড়িটাতেই বা মূর্তিটা ভাঙল না কেন?"

মাথার উপরকার রাস্তার আলো দেখিয়ে হোমস বলল, "সে কি করছে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু ওখানে দেখতে পেত না। সেটাই আসল কারণ।

গোয়েন্দাপ্রবর বলে উঠল, "জোভ-এর দিব্যি! ঠিক কথাই তো। একথা ভাবতে গিয়ে এখন মনে পড়ছে, মিঃ বার্নিকট-এর মূর্তিটাও ভাঙা হয়েছিল তার লাল আলোটার কাছেই। মিঃ হোমস, এই তথ্যটাকে নিয়ে আমরা কি করব?"

"মনে করে রাখব—তুলে রাখব। পরে এমন কিছু পেতে পারি যাতে এর উপর নতুন করে আলোকপাত হবে। লেস্ট্রেড, তুমি এখন কি করতে চাও?"

"আমার মতে এ সমস্যার সমাধানে যাবার সবচাইতে বাস্তব পন্থা হচ্ছে

মৃত লোকটিকে সনাক্ত করা। সেকাজে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। তারপর যখন জানতে পারবে সে কে, তার সঙ্গীসাথীরাই বা কারা, তখনই আমাদের পক্ষে জানা সহজ হবে গত রাতে পিট স্ট্রীটে সে কি করছিল, যে লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং মিঃ হোমস হার্কার-এর দোরগড়ায় যে তাকে খুন করেছিল সেই বা কে। আপনিও কি তাই মনে করেন না?"

নিঃসন্দেহে; তথাপি ঠিক ওই পথে আমি অগ্রসর হতে চাইতাম না।"

"তাহলে আপনি কি চাইতেন?"

"আহা আমার কথায় তুমি প্রভাবিত হয়ো না; আমি বলি, তুমি তোমার পথে চল, আর আমি আমার পথে চলি। পরে দুজনের কাজের ফিরিস্তি মিলিয়ে নিতে পারব; একে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পাব।"

"খুব ভাল," লেস্ট্রেড বলল।

"তুমি যদি পিট স্ট্রীটে ফিরে যাও তাহলে মিঃ হোরেস হার্কার-এর সঙ্গে দেখা করো। আমার হয়ে তাকে বলো, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আর গত রাতে তার বাড়িতে যে এসেছিল সে যে নেপোলিয়ন-এর ভূতগ্রস্ত একটি বিপজ্জনক নরঘাতী উন্মাদ সেটা একেবারেই নিশ্চিত। এটা জানলে তার প্রবন্ধ লেখার পক্ষে সুবিধা হবে।"

লেস্ট্রেড হাঁ করে তাকাল।

"নিশ্চয় একথা আপনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন না?"

হোমস হাসল।

"করি না বুঝি? তা হতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক জানি যে মিঃ হোরেস হার্কার ও সেন্ট্রাল প্রেস সিণ্ডিকেট-এর গ্রাহকরা ও খবর শুনে খুশি হবেন। দেখ ওয়াটসন, বুঝতে পারছি, সারাটা দিন অনেক জটিল কাজ আমাদের করতে হবে। আর লেস্ট্রেড, সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ যদি বেকার স্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পার তাহলে খুশি হব। ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতের পকেটে পাওয়া এই ফটোগ্রাফটা আমার কাছেই থাক। আমার চিন্তার ধারাটা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আজ রাতেই হয়তো আমাদের একটা ছোটখাট অভিযানে বেরুতে হবে, আর তখন হয়তো তোমার সঙ্গ ও সাহায্যের প্রয়োজনও আমার হতে পারে। আপাতত, বিদায় ও শুভকামনা জানাই।"

শার্লক হোমস ও আমি হাঁটতে হাঁটতে হাই স্ট্রীটে পৌঁছে হার্ডিং ব্রাদার্স-এর দোকানে গেলাম। মূর্তিটা সেখান থেকেই কেনা হয়েছিল। সহকারী যুবকটি জানাল, মিঃ হার্ডিং বিকেলের আগে আসতে পারবেন না, আর সে নিজে নবাগত বলে কিছু খবরও বলতে পারবে না। হোমসের মুখে হতাশা ও বিরক্তি ফুটে উঠল।

শেষটায় বলল, "আরে ওয়াটসন, সব কিছুই আমাদের দরকার মাফিক চলবে

তা তো আর আশা করতে পারি না। মিঃ হার্ডিং যখন বিকেলের আগে এখানে আসবেন না তখন আমাদেরও সেই সময়ই আসতে হবে। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এই মূর্তিগুলো কোথায় তৈরি হয়েছিল সেই খোঁজটাই আমি জানতে চাইছি; আরও জানতে চাইছি, এই মূর্তিগুলোর এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যার জন্য এগুলোর এই পরিণতি ঘটছে। এবার বরং কেনিংটন রোডে মিঃ মোর্স হাডসন-এর কাছে যাওয়া যাক; দেখাই যাক এ সমস্যার উপর সে কোন-রকম আলোকপাত করতে পারে কিনা।

ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে আমরা সেই ছবি-বিক্রেতার দোকানে পৌঁছে গেলাম। ছোট-খাট, মজবুত চেহারার লোকটি; মুখটা লাল; স্বভাব রগচটা।

সে বলল, "হ্যা স্যার। আমার এই দোকানেরই তো ঘটনা স্যার। কেন যে আমরা ভাড়া দিই, ট্যাক্সো দিই তা বুঝি না; যেকোন গুণ্ডা-বদমাস তো যখন-তখন এসে আমাদের মালপত্র ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পারে। হ্যা স্যার, মূর্তি দুটো আমিই ডাঃ বার্নিকটকে বিক্রি করেছিলাম। কী লজ্জার কথা! আমার তো মনে হয় এটা নৈরাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র। নৈরাজ্যবাদী ছাড়া কে আর মূর্তি ভেঙে বেড়াবে! আমি ওদের নাম দিয়েছি লাল প্রজাতন্ত্রী। মূর্তিগুলো কোথায় পেয়েছিলাম? তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না। অবশ্য আপনি যখন জানতেই চাইছেন তখন বলি, ওগুলো এনেছিলাম স্টেপনি অঞ্চলের চার্চ স্ট্রীটের গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-এর কাছ থেকে। একাজে তাদের বেশ নাম আছে; বিশ বছর ধরে এই ব্যবসা করছে। আমার কাছে ক'টা ছিল? তিনটে—দুই আর একে তিন—দুটো ডাঃ বার্নিকট-এর, আর একটা তো এই দোকানেই দিনের আলোয় ভেঙে ফেলা হল। এই ফটোগ্রাফটা আমি চিনি কি না? না, চিনি না। দাঁড়ান, মনে হচ্ছে যেন চিনি। আরে, এতো বেপ্পো? লোকটা ইতালীয়, ঠিকেতে কাজ করত। দোকানের অনেক কাজে লাগত। একটু-আধটু কাটছাট জানত, ফ্রেমে গিল্টি করতে পারত, আরও টুকটাক কাজ জানত। লোকটা গত সপ্তাহে এখান থেকে চলে গেছে। তারপর থেকে তার কোন খবর জানি না। না, সে কোথা থেকে এসেছিল বা কোথায় গেছে তা আমি জানি না। এখানে যদ্দিন ছিল ততদিন তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। মূর্তিটা ভাঙার দু'দিন আগে সে চলে গিয়েছিল।"

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হোমস বলল, "মোর্স হাডসন-এর কাছ থেকে এর বেশী কিছু জানবার আশা আমরা করতে পারি না। দেখা যাচ্ছে, কেনিংটন এবং কেন্‌সিংটন দু' জায়গাতেই এই বেপ্পো হাজির ছিল। কাজেই দশ মাইল গাড়ি চালানো সার্থক হয়েছে। এবার যেতে হবে মূর্তিগুলোর আদি জায়গা স্টেপনির গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-তে। সেখানে যদি কিছু খোঁজখবর না মেলে তাহলে সত্যি অবাক হব।"

অভিজাত লণ্ডন, হোটেল লণ্ডন, থিয়েটারের লণ্ডন, সাহিত্যের লণ্ডন, বাণিজ্যিক লণ্ডন, এবং শেষ পর্যন্ত বন্দর লণ্ডনের পাশ ঘেঁসে চলতে চলতে একসময় আমরা পৌছে গেলাম একটা নদীতীরবর্তী শহরে; সেখানে হাজার হাজার মানুষের বাস; ইওরোপ থেকে তাড়া-খাওয়া মানুষদের ঘামে ও ধোঁয়ায় ভর্তি ভাড়াটে বাড়ির সারি। সেখানকার একটা চওড়া রাস্তায় একসময় শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাস করত। সেখানেই পেয়ে গেলাম আমাদের প্রার্থিত ভাস্কর্যের কারখানাটা। বাইরের বড় উঠোনে অনেকগুলি বড় বড় মূর্তি চোখে পড়ল। ভিতরে একটা বড় ঘরে জনা পঞ্চাশেক লোক কাজ করছে; কেউ মূর্তি গড়ছে, কেউ বা ঢালাই করছে। নীল-চোখ জার্মান ম্যানেজারটি আমাদের ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করল এবং হোমসের সব প্রশ্নের স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিল। তার খাতাপত্র উল্টেপাল্টে জানা গেল, দেভাঁর হাতে গড়া নেপোলিয়নের মাথায় একটি শ্বেত পাথরের মূর্তি থেকে বেশ কয়েক শ' ঢালাই মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল; তবে একসঙ্গে যে ছ'টা মূর্তি ঢালাই করা হয়েছিল বছরখানেক আগে, তার তিনটে পাঠানো হয়েছিল মোর্স হাডসনকে, আর বাকি তিনটে পাঠানো হয়েছিল কেন্‌সিংটন-এর হার্ডিং ব্রাদার্সকে। কোন লোক কি জন্য সেগুলিকে ভাঙতে পারে সেবিষয়ে কিছুই সে বলতে পারল না—বরং সেকথা শুনে সে হেসেই ফেলল। তাদের পাইকারী দাম ছিল ছয় শিলিং, তবে খুচরো বিক্রেতারা বারো বা তার বেশীও নিতে পারে। মুখের দুই দিক থেকে দুটো আলাদা ঢালাই করে পরে প্লাস্টার অব্‌ প্যারিসে দুটো মুখকে এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছিল। যে ঘরে আমরা বসেছিলাম সেখানে বসেই ইতালীয় কারিগররা কাজটা করেছিল। তৈরি শেষ হলে শুকোবার জন্য মূর্তিগুলোকে দালানে একটা টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং পরে গুদামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সে লোকটি এই পর্যন্তই বলতে পারল।

কিন্তু ফটোগ্রাফটা তার সামনে রাখতেই ম্যানেজারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল; টিউটনসুলভ নীল চোখের উপরকার ভুরু দুটি কুঁচকে জুড়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলল, "ও', সেই রাস্কেলটা! হ্যাঁ, একে আমি খুব ভালই চিনি। আমাদের এ প্রতিষ্ঠানকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে; তবু অন্তত একবারও যে এখানে পুলিশের আগমন ঘটেছিল সে এই লোকটার জন্যই। আজ থেকে এক বছরের বেশী আগেকার কথা। রাস্তায় আর একজন ইতালীয়কে ছুরি মেরে এসে সে কারখানায় ঢোকে, আর তার পিছু পিছু পুলিশ এসে এখানেই তাকে গ্রেপ্তার করে। তার নাম ছিল বেপ্পো—উপাধি আমি জানি না। এরকম একটা বাজে লোক রাখার উচিত শিক্ষাই আমার হয়েছিল। তবে লোকটা ভাল কারিগর ছিল—একেবারে প্রথম সারির।"

"কি শাস্তি হয়েছিল ?"

"লোকটা বেঁচে গিয়েছিল, তাই তার সাজা হয়েছিল এক বছর। এতদিনে নিশ্চয় ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু এখানে আর নাক গলাতে সাহস করে নি। তার এক জ্ঞাতি-ভাই এখানে আছে ; সে হয়তো তার খোঁজ দিতে পারে।"

হোমস চড়া গলায় বলে উঠল, "না না, তার ভাইকে একটি কথাও বলবেন না আমার অনুরোধ, একটি কথাও নয়। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর ; যত এগোচ্ছি তার গুরুত্ব ততই বাড়ছে। আপনার 'লেজার'-এ দেখলাম, এই মূর্তিগুলির বিক্রির তারিখ লেখা আছে গত বছরের ৩রা জুন। বেপ্পো কবে গ্রেপ্তার হয়েছিল সে তারিখটা আমাকে বলতে পারেন কি ?"

ম্যানেজার জবাব দিল, "মাইনে দেবার খাতা দেখে মোটামুটি বলতে পারব।" কিছুটা পাতা উল্টে সে বলল, "হ্যা, তাকে শেষ মাইনে দেওয়া হয়েছিল ২০শে মে।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ। আর আপনার সময় ও ধৈর্যের অপচয় ঘটাব না।" আমাদের এই সব খোঁজ-খবর সম্পর্কে যেন কোনরকম উচ্চবাচা না করা হয় সেবিষয়ে পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে আমরা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরালাম।

একটা রেস্তোরাঁতে তাড়াতাড়ি "লাঞ্চ" সেরে বের হবার আগেই বিকেল অনেকটা গড়িয়ে গেল। দরজায়ই একটা সংবাদ-বুলেটিনের লেখা চোখে পড়ল : "কেন্‌সিংটন-এ বীভৎস কাণ্ড। উন্মাদের হাতে খুন।"

খবর পড়ে জানা গেল, মিঃ হোমস হার্কার-এর বিবরণটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। সমস্ত ঘটনার দুই কলমব্যাপী একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর বিবরণ সাহিত্যিক ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চাটনির শিশির উপর কাগজটাকে ঠেসান দিয়ে রেখে সে খেতে খেতেই পড়তে লাগল। দু'একবার মুচকি হাসল।

বলল, "ঠিকই হয়েছে ওয়াটসন। মন দিয়ে শোন : 'এ কথা জেনে ভাল লাগবে যে সহকারী গোয়েন্দা বিভাগের বহু-অভিজ্ঞ কর্মচারী মিঃ লেস্ট্রেড এবং বিখ্যাত অপরাধ-বিশেষজ্ঞ মিঃ শার্লক হোমস দুজনই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—যে অদ্ভুত ঘটনাবলীর পরিণতি এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সেটা একটা পরিকল্পিত অপরাধের পরিবর্তে একটি পাগলামির নিদর্শন মাত্র ; আর এবিষয়ে কোনরকম দ্বিমতেরও অবকাশ নেই। মানসিক বিভ্রান্তি ছাড়া এ ঘটনার আর কোন ব্যাখ্যাই হয় না।' ওয়াটসন, সংবাদপত্র খুবই মূল্যবান প্রতিষ্ঠান, শুধু সেটাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারা চাই। তোমার খাওয়া যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে এখনই আমরা কেনসিংটন-এ ফিরে যাব এবং হার্ডিং ব্রাদার্স-এর ম্যানেজারের কি বলবার আছে সেটা জেনে নেব।"

বড় দোকানটির প্রতিষ্ঠাতা একজন চটপটে, করিৎকর্মা ছোটখাট মানুষ ;

যেমন পরিষ্কার মাথা, তেমনই বাক্যবাগীশ।

"হ্যাঁ স্যার, সান্ধ্য খবরের কাগজে বিবরণটা আমিও পড়েছি। মিঃ হোরেস হার্কার আমাদের খদ্দের। কয়েকমাস আগে আমরাই দুটো মূর্তি তাকে সরবরাহ করেছিলাম। স্টেপ্‌নি-র জেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-এর কাছে ঐ ধরনের তিনটি মূর্তির অর্ডার দিয়েছিলাম। সবগুলিই বিক্রি হয়ে গেছে। কার কাছে? বিক্রির খাতা দেখে অবশ্য আপনাকে বলে দিতে পারব। হ্যাঁ, এই যে সবই এখানে লেখা আছে। একটি তো মিঃ হার্কারকে, একটি চিস্‌উইক-এর অন্তর্গত লেবার্নাম ভেল-এর লেবার্নাম লজ-এর অধিবাসী মিঃ জোসিয়া ব্রাউনকে, এবং রীডিং-এর অন্তর্গত লোয়ার গ্রোভ রোডের মিঃ স্যাণ্ডেফোর্টকে একটি। না, এই ফটোগ্রাফে যে মুখটা আপনি আমাকে দেখাচ্ছেন সে মুখ আমি কখনও দেখি নি। এমন কুৎসিত মুখ কদাচিৎ চোখে পড়ে বলেই একে একবার দেখলে ভোলা সহজ নয়—আপনিই কি ভুলতে পারতেন স্যার? আমাদের কর্মীদের মধ্যে ইতালীয় কেউ আছে কি না? হ্যাঁ স্যার, কয়েকজন কারিগর ও ঝাড়ুদার আছে। ইচ্ছা করলে তারা এ বইটা একটু-আধটু নিশ্চয় দেখে থাকতে পারে। বইটার উপর সারাক্ষণ নজর রাখবার তো বিশেষ কারণ নেই। সত্যি, ঘটনাটা খুবই আশ্চর্য; এই সব খোঁজ-খবরের ফলে যদি কিছু জানতে পারেন তাহলে দয়া করে আমাকে জানাবেন।"

মিঃ হার্ডিং-র কথা বলার সময় হোমস কিছু কিছু টুকে নিয়েছিল, বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা যেভাবে মোড় নিচ্ছে তাতে সে খুশিই হয়েছে। এবিষয়ে কোন কথাই সে বলল না। শুধু বলল, তাড়াতাড়ি না গেলে লেস্ট্রেড-এর সঙ্গে দেখা হতে দেরী হয়ে যাবে। সত্যি বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে দেখি গোয়েন্দাপ্রবর আগেই পৌঁছে গেছে; অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হল, সারা দিনের পরিশ্রম বিফলে যায় নি।

"কি হল? কপালে কিছু জুটল মিঃ হোমস?" সে জিজ্ঞাসা করল।

আমার বন্ধু বলল, "সারাটা দিন খুব ব্যস্ততায় কেটেছে; আর পরিশ্রমটা বিফলেও যায় নি। দুজন খুচরো বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে দেখা করেছি। গোড়া থেকে মূর্তিগুলোর ইতিহাস এখন আমি বলে দিতে পারি।"

"মূর্তি!" লেস্ট্রেড চেঁচিয়ে বলল। "আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার কাজের পদ্ধতি তো আমার থেকে আলাদা মিঃ শার্লক হোমস। তার বিরুদ্ধে একটা কথা বলাও আমার সাজে না। তবে আমার মনে হয়, সারাদিনে আমি আপনার চাইতে ভাল কাজ করেছি। মৃত লোকটিকে সনাক্ত করেছি।"

"বল কি হে!"

"আর খুনের একটা কারণও বের করেছি।"

"চমৎকার!"

"আমাদের একজন ইন্সপেক্টর আছে—লোকটি স্যাফ্রন হিল ও ইতালীয় বস্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। দেখুন, মৃত লোকটির গলায় কিছু ক্যাথলিক নিদর্শন ছিল; তার সঙ্গে লোকটির গায়ের রং মিলিয়ে আমার মনে হল যে সে দক্ষিণ দেশ থেকে এসেছে। দেখামাত্রই ইন্সপেক্টর হিল তাকে চিনতে পারল। তার নাম পিয়েত্রো ভেনুচ্চি; বাড়ি নেপ্‌ল্‌স্‌-এ; লোকটা লণ্ডনের সবচাইতে বড় খুনী। 'মাফিয়া'-র সঙ্গে সে যুক্ত, আর আপনি তো জানেন ঐ গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতিটি খুনের পথে তাদের নির্দেশ পালন করতে লোককে বাধ্য করে। এবার দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অপর লোকটিও সম্ভবত ইতালীয় এবং 'মাফিয়া'-র সদস্য। যে-ভাবেই হোক সে সমিতির নিয়ম লংঘন করেছিল। তখন পিয়েত্রোকে লাগানো হল তার পিছনে। সম্ভবত ঐ লোকটির ফটোগ্রাফই তার পকেটে পাওয়া গেছে, যাতে ভুল লোককে ছুরি মারা না হয়। সে লোকটির পিছু নেয় তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে, তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করে, আর ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় আঘাত পেয়ে মারা যায়। কি রকম মনে করেন মিঃ শার্লক হোমস?"

হোমস সমর্থনসূচক হাততালি দিল।

বলল, "চমৎকার লেস্ট্রেড, চমৎকার! কিন্তু মূর্তি ভাঙার ব্যাখ্যাটাই ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"মূর্তিগুলো! দেখছি ওই মূর্তিগুলো কিছুতেই আপনার মাথা থেকে যাচ্ছে না। আসলে ওটা কিছুই না, ছিঁচকে চুরি, যার শাস্তি বড় জোর ছ'মাস। খুনটাই আমাদের আসল লক্ষ্য; আর আপনাকে বলে রাখছি, এ ব্যাপারে সবগুলো সুতোই আমার হাতের মধ্যে এসে যাচ্ছে।"

"পরের অধ্যায়টা কি?"

"খুবই সরল। হিলকে সঙ্গে নিয়ে ইতালীয় বস্তিতে যাব, যে লোকের ফটোগ্রাফ আমাদের হাতে আছে তাকে খুঁজে বের করব, খুনের দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করব। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

"না হে, আমি যাচ্ছি না। আমার ধারণা, আরও সহজ পথেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, কারণ সবই নির্ভর করছে—হ্যাঁ, সবই নির্ভর করছে এমন একটা জিনিসের উপর যেটা সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু আমার অনেক আশা—বস্তুত ঝুঁকিটা দুই : এক—যে তুমি যদি আজ রাতে আমাদের সঙ্গে যাও। তাহলে তাকে পাকড়াও করার ব্যাপারে তোমাকে অনেকখানি সাহায্য করতে পারব।"

"ইতালীয় বস্তিতে?"

"না ; আমার ধারণা, চিস্‌উইক-এর ঠিকানাতেই তাকে পাবার সম্ভাবনাটা বেশী। দেখ লেস্ট্রেড, আজ রাতে তুমি যদি আমার সঙ্গে চিস্‌উইক যাও, তাহলে কথা দিচ্ছি, কাল সকালে আমি তোমার সঙ্গে ইতালীয় বস্তিতে যাব। আশা করি, এটুকু বিলম্বে তোমার ক্ষতি হবে না। আপাতত আমি মনে করি, কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারলে আমাদের সকলের পক্ষেই ভাল হবে, কারণ এগারোটার আগে আমি যাত্রা করছি না, আর সকালের আগে ফিরতে পারব বলেও মনে হয় না। লেস্ট্রেড, আজ তুমি আমাদের সঙ্গেই খাবে, আর তারপরে যাত্রার সময় পর্যন্ত ঐ সোফাটা রইল তোমার হেপাজতে। ইতিমধ্যে ওয়াটসন, তুমি যদি টেলিফোনে একজন জরুরী পত্রবাহককে ডেকে পাঠাও তাহলে বড় ভাল হয়, কারণ আমাকে একটা চিঠি পাঠাতে হবে, আর যাতে এখনই পাঠানো হয় সেটা খুবই জরুরী।"

আমাদের একটা ঘর পুরনো দৈনিক পত্রিকায় বোঝাই করা থাকে। হোমস সারাটা সন্ধ্যা সেই সব পুরনো কাগজের ফাইল হাতড়ে কাটাল। শেষ পর্যন্ত যখন সে নেমে এল তার চোখে-মুখে জয়ের ঝিলিক ; কিন্তু অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে সে আমাদের দুজনের কাউকেই কিছু বলল না। আমার দিক থেকে বলতে পারি, এই জটিল কেসটির বিভিন্ন অলি-গলির সন্ধানে যে পথে সে পদক্ষেপ করেছে তার প্রতিটি ধাপ আমি অনুসরণ করেছি, এবং যদিও এখনও পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে কোন ধারণাই আমি করতে পারি নি, তবু এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি যে হোমস আশা করছে, এই অদ্ভুত অপরাধটি অবশিষ্ট দুটো মূর্তিকে ভাঙবার চেষ্টা আবারও করবে ; আর সে দুটো মূর্তির একটা আছে চিস্‌উইক-এ। তাকে হাতে নাতে ধরাই যে আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর লোকটা যাতে কোনরকম সন্দেহ না করে তার পরিকল্পনা মত কাজ চালিয়ে যেতে থাকে সেজন্য সান্ধ্য সংবাদপত্রে একটা ভুল খবর প্রচার করে দিয়ে আমার বন্ধু যে চালাকির খেলাটুকু খেলেছে তার প্রশংসা না করে পারলাম না। হোমস যখন রিভলবারটা সঙ্গে নিতে বলল তখনও আমি অবাক হলাম না। সেও সঙ্গে নিল তার প্রিয় অস্ত্র শিকারী-চাবুকটা।

এগারোটার সময় একটা চার-চাকার গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল। তাইতে চড়ে আমরা হ্যামারস্মিথ সেতুর অপর পারে পৌঁছে গেলাম। কোচয়ানকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলা হল। কিছুটা হাঁটতেই আমরা একটা নির্জন রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। সেখানকার বাড়িগুলি ছিমছাম ; প্রত্যেকটি বাড়ি নিজস্ব জমির উপর গড়ে উঠেছে। রাস্তার বাতির আলোয় একটা বাড়ির উপর লেখা দেখলাম "লেবার্নাম ভিলা।" অধিবাসীরা নিশ্চয় শুয়ে পড়েছে, কারণ চারদিকটাই অন্ধকার ; শুধু হলের দরজার উপরকার ঘুলঘুলির আলো এসে অস্পষ্ট বৃত্তাকার বাগানের পথের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। যে কাঠের

বেড়াটা রাস্তা থেকে জমিটাকে আলাদা করে দিয়েছে তার ভিতর দিকটায় বেড়ার অন্ধকার ছায়া পড়েছে। সেখানেই আমরা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম।

হোমস ফিস ফিস করে বলল, "মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আমাদের কপাল ভাল যে বৃষ্টি পড়ছে না। সময় কাটাতে ধূমপান করতেও সাহস হচ্ছে না। তবে এত কষ্টভোগের বিনিময়ে কিছু পাবার সম্ভাবনাটা দুই : এক—এই যা ভরসা।

যাই হোক, যতটা বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে বলে হোমস আমাদের ভয় দেখিয়েছিল কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; একটু আকস্মিক ও আশ্চর্যভাবেই প্রতীক্ষার অবসান হল। আমাদের সতর্ক হবার মত কোনরকম শব্দ না করে মুহূর্তের মধ্যে বাগানের ফটকটা সপাটে খুলে গেল, আর একটা হাল্কা কালো মূর্তি বাঁদরের মত দ্রুত গতিতে বাগানের পথ ধরে ছুটে গেল। আমরা দেখলাম, দরজার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর পাশ দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত ছুটে গিয়ে সে বাড়িটার কালো ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি। একটা মৃদু খড়্-খড়্ শব্দ কানে এল। জানালাটা খোলা হচ্ছে। শব্দটা থামল, আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। ঘরের মধ্যে একটা কালো লণ্ঠনের এক ঝলক আলো দেখতে পেলাম। সে যা খুঁজছে তা সেখানে পায় নি, কারণ আর একটা খড়খড়ির ফাঁকে আবার সেই আলো দেখতে পেলাম; তারপর আরও একটা জানালার ফাঁকে।

লেস্ট্রেড চাপা গলায় বলল, "চলুন, আমরা খোলা জানালাটা দিয়ে ঢুকে পড়ি। সে যখন বেরিয়ে আসবে তখনই পাকড়াও করব।"

আমরা এগোবার আগেই লোকটা বেরিয়ে এল। সে আলোর বৃত্তটার মধ্যে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম, বগলের তলায় সাদা মত কি একটা সে বয়ে নিয়ে চলেছে। সভয়ে চারদিকে একবার তাকাল। নির্জন রাস্তার নিস্তব্ধতায় তার সাহস ফিরে এল। আমাদের দিকে পিছন ফিরে সে জিনিসটাকে নামাল, আর পরমুহূর্তেই একটা জোর আঘাতের শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে খট-খট ঝন্-ঝন্ শব্দ শোনা গেল। নিঃশব্দ পায়ে আমরা ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। লোকটা তার নিজের কাজে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে আমাদের পায়ের সামান্য শব্দও তার কানে গেল না। বাঘের মত লাফ দিয়ে হোমস তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেস্ট্রেড ও আমি তার দুই হাতের কব্জি চেপে ধরে হাতকড়া পরিয়ে দিলাম। তার মুখটা ঘুরিয়ে দিতেই একটা ফ্যাকাসে বীভৎস মুখ চোখে পড়ল। ঘূর্ণিত হিংস্র চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারলাম, এই লোকটির ফটোগ্রাফই আমরা পেয়েছি।

হোমস কিন্তু আমাদের বন্দীর দিকে মোটেই মনোযোগ দিল না। এই

লোকটি যে বস্তু বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে এসেছিল সেটাকেই সে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। দরজার সিঁড়ির উপর বস্তুটি পড়ে ছিল। সকালে নেপোলিয়নের যে আবক্ষ মূর্তিটি আমরা দেখেছি অবিকল সেইরকম আর একটি মূর্তি—টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে। ভাঙা খণ্ডগুলি একে একে আলোর সামনে ধরে হোমস ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু প্লাস্টারের অন্য যে কোন টুকরোর চাইতে আলাদা কিছু তার চোখে পড়ল না। সবেমাত্র তার দেখা শেষ হয়েছে এমন সময় হলের সবগুলো আলো জ্বলে উঠল, দরজাটা খুলে গেল, আর শার্ট ও ট্রাউজার পরিহিত অবস্থায় বাড়ির মালিক স্বয়ং সেখানে দেখা দিল।

"মিঃ জোসিয়া ব্রাউন নিশ্চয় ?" হোমস বলল।

"হ্যাঁ স্যার, আর আপনিই তো মিঃ শার্লক হোমস ? জরুরী পত্রবাহকের হাতে যে চিরকুট আপনি পাঠিয়েছিলেন সেটা পেয়েছিলাম, আর আপনার কথামতই সব করে রেখেছিলাম। সব ঘরে ভিতর থেকে তালা দিয়ে দেখছিলাম কি ঘটে। রাস্কেলটাকে ধরতে পেরেছেন দেখে ভারি খুশি হয়েছি। ভদ্রমহোদয়-গণ, আশাকরি আপনারা ভিতরে এসে একটু জলযোগ করবেন।"

কিন্তু লেস্ট্রেড তার বন্দীকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ; তাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়িটাকে ডাকা হল এবং চারজন তাতে চেপে লণ্ডনের পথে যাত্রা করলাম। আমাদের বন্দীর মুখে একটি কথা নেই ; জট-পাকানো চুলের ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল ; একবার আমার একটা হাত তার নাগালের মধ্যে যেতেই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত সেটা চেপে ধরেছিল। বেশ কিছুক্ষণ আমরা থানায় অপেক্ষা করলাম। জানতে পারলাম, লোকটির জামা-কাপড় তল্লাসি করে পাওয়া গেছে শুধু কয়েকটা শিলিং, আর খাপে-ঢাকা লম্বা একটা ছুরি—তার হাতলে ইদানীং-কালে লাগা রক্তের দাগ।

বিদায় নেবার সময় লেস্ট্রেড বলল, "ঠিক মতই সব হল। হিল এসব ভদ্র-লোকদের ভালই চেনে ; দেখলেই নাম-ধাম বলে দিতে পারবে। তখন দেখবেন, আমার 'মাফিয়া-থিয়োরি'ও এর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাবে। কিন্তু মিঃ হোমস, যেরকম কুশলী শিল্পীর মত আপনি লোকটাকে পাকড়াও করলেন তাতে আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সমস্ত ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

হোমস বলল, "এমন অসময়ে তো আমার সেটা বোঝান যাবে না। তাছাড়া, দু'একটা বিষয় এখনও শেষ করতে পারি নি, আর কেসটা এমনই যার শেষটা অবশ্যই দেখতে হবে। কাল ছ'টা নাগাদ যদি আমার বাসায় আসতে পার তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারব যে এই ব্যাপারের পুরো অর্থটা তুমি এখনও ধরতেই পার নি, কারণ এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা

অপরাধের ইতিহাসে সম্পূর্ণ মৌলিক। আর ওয়াটসন, ভবিষ্যতে আমার এইসব ছোটখাট সমস্যার ইতিবৃত্ত রচনার অনুমতি যদি তোমাকে দিই, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নেপোলিয়নের মূর্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের এই বিশেষ অভিযানের বিবরণেই তোমার খাতার পাতাগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে।"

পরদিন সন্ধ্যায় সকলে মিলিত হলাম। বন্দী সম্পর্কে অনেক তথ্য লেস্ট্রেড জেনেছে। তার নাম বেপ্পো, উপাধি অজ্ঞাত। একসময়ে একজন কুশলী ভাস্কর ছিল; সৎ পথেই জীবিকা অর্জন করত; কিন্তু তারপরেই খারাপ পথে পা দিল, আর দু'বার জেলে গেল—একবার ছিঁচকে চুরির দায়ে, আর একবাব সেটা তো আগেই শুনেছি, একজন দেশের লোককে ছুরি মেরে। খুব ভাল ইংরেজি বলতে পারত। মূর্তিগুলো সে কেন ভেঙেছে সেটা তখনও জানা যায় নি; এবিষয়ে কোন প্রশ্নের জবাব সে দেয় নি; তবে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, এই মূর্তিগুলো তার নিজের হাতে তৈরিও হতে পারে কারণ গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-তে সে এই ধরনের কাজ করত। এসব তথ্যের অনেকটাই আমাদের জানা হলেও হোমস মনোযোগ দিয়েই সব শুনল; কিন্তু আমি তো তাকে ভাল করেই চিনি, তাই বেশ বুঝতে পারলাম তার মন তখন পড়ে আছে অন্যত্র; যে মুখোশ পরতে সে অভ্যস্ত তার আড়ালে যে অস্বস্তি ও প্রত্যাশার মিলিত মনোভাব কাজ করছে তাও আমার চোখে ধরা পড়েছিল। অবশেষে সে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল; চোখ দুটি ঝকমক করতে লাগল। ঘণ্টাটা বাজছে। এক মিনিট পরেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর লাল মুখ, ধূসর জুলফিওয়ালা একটি বয়স্ক লোক ঘরে ঢুকল। ডান হাতের সেকেলে ধরনের কার্পেট-ব্যাগটাকে সে টেবিলের উপর রাখল।

"মিঃ শার্লক হোমস কি এখানে আছেন?"

আমার বন্ধু অভিবাদন জানিয়ে মৃদু হাসল। বলল, "আপনি রীডিং-এর মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড তো?"

"হ্যাঁ স্যার। আমার বোধ হয় একটু দেরী হয়ে গেল; ট্রেনগুলো যা হয়েছে। আমার কাছে সেবিষয়েই তো আপনি চিঠিটা লিখেছিলেন?"

"ঠিক।"

"এই আপনার চিঠিটা। আপনি লিখেছেন, 'দেভাঁর নেপোলিয়নের একটা মূর্তি আমি কিনতে চাই। আপনার কাছে যে মূর্তিটি আছে তার জন্য আমি দশ পাউণ্ড দিতে রাজী আছি।' তাই তো?"

"নিশ্চয়।"

"আপনার চিঠি পেয়ে খুবই অবাক হয়েছিলাম, কারণ ও জিনিসটা আমার কাছে আছে তা আপনি জানলেন কেমন করে আমি তা ভেবেই পাই নি।"

"আপনার অবাক হবারই কথা, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সরল। হার্ডিং ব্রাদার্স-এর মিঃ হার্ডিং আমাকে বলেছেন যে তাদের শেষ মূর্তিটি তারা

আপনার কাছে বিক্রি করেছেন, আর তিনিই আমাকে আপনার ঠিকানা দিয়েছেন।"

"ও হো, তাই বুঝি, তাই বুঝি? আমি কত দিয়ে কিনেছিলাম তা কি তিনি বলেছেন?"

"না, তা বলেন নি।"

"দেখুন, খুব ধনী লোক না হলেও আমি সৎ লোক। মূর্তিটার জন্য আমি দিয়েছিলাম মাত্র পনেরো শিলিং। কাজেই আমি মনে করি, আপনার কাছ থেকে দশ পাউণ্ড নেবার আগে সে কথা আপনাকে জানানো উচিত।"

"এই সুবিবেচনা আপনারই উপযুক্ত মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড। কিন্তু দব যখন দিয়েছি তখন সেটার নড়চড় করতে আমি চাই না।"

"এটা আপনারই উপযুক্ত কথা মিঃ হোমস। আপনার কথামত মূর্তিটা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এই যে মূর্তিটা!"

সে ব্যাগটা খুলল। অবশেষে সেই মূর্তির একটা নিটোল নিদর্শন আমরা টেবিলের উপর দেখতে পেলাম যার টুকরো টুকরো ভগ্ন চেহারা এর আগেই একাধিক বার আমরা দেখেছি।

হোমস পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে একখানা দশ পাউণ্ডের নোট টেবিলের উপর রাখল।

"মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড, দয়া করে এই সব সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এই কাগজটায় সই করে দিন। এতে শুধু এই কথাই লেখা আছে যে, এই মূর্তির উপর আপনার যত রকম সম্ভব অধিকার ছিল সব আপনি আমাকে হস্তান্তরিত করে দিলেন। কি জানেন, আমি নিয়মমাফিক চলার মানুষ, পরে ঘটনা কখন কোন্ পথে বাঁক নেবে তা কেউ বলতে পারে না। ধন্যবাদ মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড; এই আপনার টাকা; আপনাকে জানাই অনেক অনেক শুভ সন্ধ্যা!"

অতিথি চলে যাবার পরে শার্লক হোমসের চাল-চলন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টানা থেকে একখণ্ড ফর্সা পরিষ্কার কাপড় বের করে সে টেবিলের উপর বিছিয়ে দিল। তারপর নতুন কেনা মূর্তিটাকে তার মাঝখানে বসিয়ে দিল। সব শেষে শিকারী-চাবুকটা হাতে নিয়ে নেপোলিয়নের ঠিক মাথার উপর প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত করল। মূর্তিটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল, আর হোমস সাগ্রহে সেই ভাঙা টুকরোগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ল। পরমুহূর্তেই বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে উঠে একটা টুকরো তুলে ধরল। পুডিং-এর উপর কিশমিশের মত একটা গোলাকার বস্তু তার গায়ে আটকানো রয়েছে।

হোমস চেঁচিয়ে বলল, "মশাইরা আসুন, বর্জিয়া-র বিখ্যাত কালো মুক্তোর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।"

লেস্ট্রেড ও আমি একমুহূর্ত চুপ করে বসে রইলাম, আর তারপরেই

একটি নাটকের সুঅভিনীত চরম মুহূর্তের মতই স্বতস্ফূর্তভাবে হাততালি দিয়ে উঠলাম। হোমসের ফ্যাকাসে গালে রক্তের ছোপ লাগল; দক্ষ নাট্যকার যেভাবে দর্শকদের সশ্রদ্ধ প্রশংসাকে গ্রহণ করে ঠিক সেই ভঙ্গীতে সে মাথা নোয়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে যেন একটি যুক্তিশীল যন্ত্রমাত্র রইল না; প্রশংসা ও সম্বর্ধনার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভালবাসাই তার মধ্যে প্রকাশ পেল। বুঝতে পারলাম, যার অতিশয় গর্বিত ও সংযত প্রকৃতি জনসাধারণের দেওয়া খ্যাতিকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে থাকে, বন্ধুজনের স্বতস্ফূর্ত বিস্ময় ও প্রশংসা তার মনকেও সমূলে নাড়া দিতে পারে।

সে বলল, "হ্যাঁ মশাইরা, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এটাই সবচাইতে বিখ্যাত মুক্তো। আর এটাও আমার সৌভাগ্য যে আরোহ যুক্তি-শৃঙ্খলের সাহায্যে এই মুক্তোর ইতিহাস আমি জানতে পেরেছি—ডেকার হোটেলে কলোন্নার প্রিন্সের শয়ন-কক্ষ থেকে হারিয়ে যাওয়া থেকে স্টেপনি-র গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রস্তুত নেপোলিয়নের ছ'টি আবক্ষ মূর্তির অন্যতম শেষ মূর্তিটির ভিতরে সেটাকে পাওয়া পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস। এই মূল্যবান মুক্তোটি হারিয়ে যাওয়ায় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেটি উদ্ধারের কাজে লণ্ডন পুলিশের সব চেষ্টা যেভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তা তোমার নিশ্চয় মনে আছে লেস্ট্রেড। সে সময় এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শও করা হয়েছিল, কিন্তু তখন আমিও কোন আলোকপাত করতে পারি নি। প্রিন্সেস-এর ইতালীয় দাসীকে সন্দেহ করা হয়েছিল, আর তার এক ভাই তখন ছিল লণ্ডনে, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র আমরা তখন খুঁজে বের করতে পারি নি। দাসীটির নাম ছিল লুক্রেশিয়া ভেন্থচি, এবং যে পিয়েত্রো দু'রাত আগে খুন হয়েছে সেই যে এই ভাই সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। যে গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-এর কারখানায় এই মূর্তিগুলি তৈরি করার সময় একটা হিংসাত্মক আক্রমণের অপরাধে সেদিন বেপ্পোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঠিক তার দুদিন আগেই মুক্তোটি হারিয়ে যায়। এবার তোমরা নিশ্চয় ঘটনার পারম্পর্যটা বুঝতে পারছ, যদিও আমার কাছে ঘটনা দুটি যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তোমরা দেখছ ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে মুক্তোটি বেপ্পোর হাতে পড়ে। সেটা সে পিয়েত্রোর কাছ থেকে চুরি করতেও পারে, সে পিয়েত্রোর স্যাঙাৎও হতে পারে, আবার পিয়েত্রো ও তার বোনের মাঝখানে যোগসূত্রও হতে পারে। এই তিনটির কোন্‌টি যে আসলে ঠিক সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

"আসল ঘটনা হল মুক্তোটা সে পেয়েছিল, আর সেটা যখন তার নিজের কাছেই ছিল তখনই পুলিশ তার পিছু নিয়েছিল। সে গিয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ল। সে জানত, পুলিশ এসে তল্লাসী চালালেই সে বামাল ধরা পড়ে যাবে,

অথচ এখানে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই অমূল্য বস্তুটিকে সে লুকিয়ে ফেলতে পারবে। নেপোলিয়নের ছ'টা প্লাস্টারের মূর্তি তখন দালানে শুকোতে দেওয়া ছিল। তার একটা তখনও বেশ নরম। বেপ্পো দক্ষ কারিগর; এক মুহূর্তের মধ্যে ভিজে প্লাস্টারে একটা গর্ত করে মুক্তোটা তার মধ্যে ফেলে দিল, এবং আঙুল দিয়ে টিপে গর্তের মুখটা আবার বন্ধ করে দিল। কোন কিছু লুকিয়ে রাখবার পক্ষে আশ্চর্য জায়গা। কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু বেপ্পোর এক বছর কারাদণ্ড হয়ে গেল, আর ইতিমধ্যে ছ'টি মূর্তি লণ্ডনের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সে জানে না তার কোন্‌টার মধ্যে আছে তার রত্ন-ভাণ্ডার। একমাত্র সেগুলোকে ভাঙলে তবে জানতে পারবে। মূর্তিটাকে ঝাঁকি দিয়েও কিছু বোঝা যাবে না, কারণ প্লাস্টার তখনও ভিজে ছিল বলে মুক্তোটা তার গায়ে আটকে যাওয়াই স্বাভাবিক, আর বাস্তবক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। বেপ্পো কিন্তু হাল ছাড়ল না, যথেষ্ট কৌশল ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে খোঁজ চালিয়ে গেল। গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-তে কর্মরত জনৈক জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিল, কোন্ কোন্ দোকান মূর্তিগুলো কিনে নিয়েছিল। মোর্স হাডসন-এর দোকানে চাকরি নিয়ে তিনটি মূর্তির খোঁজ বের করে ফেলল। কিন্তু সে সব জায়গায় মুক্তো মিলল না। তখন জনৈক ইতালীয় কর্মচারীর সাহায্যে বাকি তিনটি মূর্তির খোঁজ পেল। প্রথমটা ছিল হার্কার-এর কাছে। সেখানেই পূর্বেকার স্যাঙাত তার পিছু নিল, মুক্তোটা হারিয়ে ফেলার জন্য বেপ্পোকে দায়ী করল এবং ধ্বস্তাধ্বস্তি বেঁধে গেলে তাকে ছুরিকাঘাত করল।"

"সে যদি স্যাঙাতই হবে তাহলে নিজের ফটোগ্রাফটা সঙ্গে রাখবে কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কোন তৃতীয় ব্যক্তি তার খোঁজ করলে যাতে তাকে চিনতে পারে। এটাই তার কারণ। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে এই খুনের পরে বেপ্পো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করতে চাইবে, মোটেই বিলম্ব করবে না। পাছে পুলিশ তার গোপন কথা জেনে ফেলে এই ভয়ে সে পুলিশের আগে আগেই চলল। অবশ্য তখনও আমি বুঝতে পারি নি হার্কার-এর মূর্তির ভিতরে মুক্তোটা সে পেয়েছে কি না। তাছাড়া ওটা যে মুক্তোই হবে সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু যেহেতু এমন একটা বাগান পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে সে মূর্তিটা ভেঙেছে যেখানে রাস্তার বাতির আলো এসে পড়ে, তার থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে সে একটা কিছু খুঁজছে। আবার যেহেতু হার্কার-এর মূর্তিটি ছিল তিনটির মধ্যে একটা, মুক্তোটা তার ভিতরে থাকার সম্ভাবনাও ছিল তিন: এক, আর সেই কথাই আমি বলেছিলাম। বাকি রইল দুটো মূর্তি: স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, লণ্ডনের মূর্তিটার পিছনেই সে আগে ছুটবে। যাতে আর একটা দুর্ঘটনা না ঘটে তাই বাড়ির লোকদের

আগে থেকেই সতর্ক করে দিলাম, আর সেখানে হাজির হয়ে আমরা মনোমত ফল পেয়ে গেলাম। অবশ্য ততক্ষণে আমি নিশ্চিন্তভাবে জানতে পেরেছি যে আমরা বর্জিয়া মুক্তোর সন্ধানেই ছুটছি। নিহত লোকটির নামই একটি ঘটনার সঙ্গে অপর ঘটনাটিকে যুক্ত করে দিল। তখন বাকি রয়েছে একটিমাত্র মূর্তি—রীডিং-এর মূর্তিটা—অতএব মুক্তোটা অবশ্যই সেখানেই থাকবে। তাইতো তোমাদের সামনেই মালিকের কাছ থেকে সেটা কিনে নিলাম—ঐ দেখ সেটার পরিণতি।"

কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম।

লেস্ট্রেড বলল, "মিঃ হোমস, অনেক কেস নিয়ে আপনাকে কাজ করতে দেখেছি, কিন্তু এটার মত শিল্পীসুলভ কাজ আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকেরা আপনাকে ঈর্ষা করি না। না স্যার, আপনাকে নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব; কাল যদি সেখানে একবার আসেন তাহলে দেখবেন প্রবীণ ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে নবীনতম কনস্টেবল পর্যন্ত এমন একটি লোকও সেখানে নেই যে আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারলে সুখী হবে না।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ! তোমাকে ধন্যবাদ।" কথা দুটি বলেই সে যখন মুখটা ঘুরিয়ে নিল তখন আমার মনে হল মানুষের কেবল অনুভূতিগুলো এমনভাবে তাকে বিচলিত করেছে যেমনটি আগে কখনও দেখি নি। কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন সেই উদাসীন বাস্তববাদী চিন্তাশীল লোকটিই আবার ফিরে এল। বলল, "ওয়াটসন, মুক্তোটাকে সিন্দুকে রেখে দাও, আর কং—সিঙ্গলটন জালিয়াতি কেসের কাগজপত্রগুলো বের কর। বিদায় লেস্ট্রেড। কোন ছোটখাট সমস্যা যদি তোমার হাতে আসে, তাহলে তার সমাধানের ব্যাপারে দু'একটি ইঙ্গিত দিতে পারলে আমি খুশিই হব।"



তিন বিদ্যার্থী

The Three Students

'৯৫ সালে মিঃ শার্লক হোমস ও আমাকে ঘটনাচক্রে—তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার দরকার নেই—আমাদের বড় বিশ্ববিদ্যালয় শহরে কয়েকটি সপ্তাহ কাটাতে হয়েছিল, আর যে ছোট অথচ শিক্ষামূলক অভিযানের কথা বলতে যাচ্ছি সেটাও ঘটেছিল ঠিক সেই সময়েই। এটা তো খুবই সহজবোধ্য যে ঐ কলেজে বা অপরাধীকে চিনতে পাঠককে সাহায্য করতে পারে এমন যেকোন বিবরণ প্রকাশ করাটাই যেমন অবিবেচনাপ্রসূত তেমনিই

আপত্তিকর। এরকম একটা বেদনাদায়ক কেলেংকারি যত তাড়াতাড়ি লোকের স্মৃতি থেকে মুছে যায় ততই ভাল। অবশ্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ঘটনাটি বলা যেতে পারে, কারণ আমার বন্ধুর কয়েকটি বিশেষ গুণ এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনাবলীকে কোন একটা বিশেষ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারে, অথবা সংশ্লিষ্ট লোকদের পরিচয় সম্পর্কে কোন সূত্রের ইঙ্গিত দিতে পারে, এরকম কোন শব্দ ব্যবহার না করতেই আমি চেষ্টা করব।

একটা লাইব্রেরীসংলগ্ন সুসজ্জিত বাসায় তখন আমরা বাস করছিলাম। সেখানে থেকেই শার্লক হোমস প্রাচীন ইংরেজী সনদ সম্পর্কিত গভীর গবেষণায় নিযুক্ত ছিল—আর তাতে এমন উল্লেখযোগ্য ফল সে পেয়েছিল যে সেই বিষয় নিয়েই হয়তো আমার কোন ভবিষ্যৎ কাহিনী লেখা হবে। সেখানেই একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের পরিচিত সেণ্ট লিউক্'স্ কলেজের টিউটর ও লেক্‌চারার মিঃ হিল্টন সোয়ামেস আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। মিঃ সোয়ামেস দীর্ঘ দেহ, শীর্ণকায়, স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ মানুষ। তাকে কিছুটা অস্থির স্বভাবের লোক বলেই জানতাম; কিন্তু সেই বিশেষ দিনটিতে তাকে এত বেশী উত্তেজিত অবস্থায় দেখেছিলাম যে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, একটা অঘটন কিছু ঘটেছে।

"মিঃ হোমস, আমার বিশ্বাস আপনার মূল্যবান সময়ের কয়েকটি ঘণ্টা আপনি আমার জন্য ব্যয় করতে পারবেন। সেণ্ট লিউক্'স্-এ অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটা ঘটনা ঘটেছে; সত্যি বলতে কি, ঘটনাক্রমে আপনি এ শহরে উপস্থিত না থাকলে আমি যে কি করতাম তা জানি না।"

আমার বন্ধু জবাব দিল, "এই মুহূর্তে আমি খুবই ব্যস্ত। আমি বলি কি, আপনি পুলিশের সাহায্য নিন।"

"না, না স্যার; সেটা একেবারেই অসম্ভব। একবার আইনের আশ্রয় নিলে আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না, অথচ ঘটনাটা এমনই যে কলেজের স্বার্থে যে কোনরকম কেলেংকারিকে এড়িয়ে চলাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আপনার বুদ্ধিমত্তা, আপনার ক্ষমতার কথা আমি ভালই জানি; পৃথিবীতে একমাত্র আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আমার মিনতি মিঃ হোমস, যা পারেন করুন।"

বেকার স্ট্রীটের আরামদায়ক পরিবেশ ছেড়ে আসার পর থেকেই আমার বন্ধুর মেজাজ ভাল যাচ্ছে না। তার টুকিটাকির খাতা, রাসায়নিক যন্ত্রপাতি, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এলোমেলোভাবে থাকা—সে সব ছেড়ে থাকা তার পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক। বাধ্য হয়ে সম্মতি দেওয়ার ভঙ্গীতে সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, আর আমাদের অতিথিটি হুড়মুড় করে উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে তার কাহিনী বলতে শুরু করল।

"মিঃ হোমস, প্রথমেই বলা দরকার যে আগামীকাল ফোটেস্কু বৃত্তি

পরীক্ষার প্রথম দিন। আমি তার একজন পরীক্ষক। আমার বিষয় গ্রীক ভাষা, আর সে পরীক্ষার প্রথম পত্রে থাকে গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদের জন্য এমন একটি বড় অনুচ্ছেদ যেটা পরীক্ষার্থী আগে থেকে জানতে পারে না। এই অনুচ্ছেদটি পরীক্ষার খাতাতেই ছেপে দেওয়া হয়; স্বভাবতই পরীক্ষার্থী যদি আগে থেকেই সেটা তৈরি করে নিতে পারে তাহলে তার খুবই সুবিধা হয়। সেই কারণেই খাতাটা যাতে গোপন রাখা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে।

আজ তিনটে নাগাদ এই পত্রের প্রুফটা মুদ্রণকারী প্রেস থেকে এসেছে। যে অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করতে হবে সেটি থুকিডিডিস থেকে নেওয়া প্রায় আধা পরিচ্ছেদ। মূল রচনাটি নির্ভুল হওয়া দরকার, তাই বেশ যত্ন নিয়েই প্রুফটা দেখছিলাম। সাড়ে চারটের সময়ও কাজ শেষ হল না। আগে থেকেই কথা দেওয়া ছিল, এক বন্ধুর ঘরে চা নিয়ে যাব, তাই ডেস্কের উপর প্রুফটা রেখে আমি চলে যাই। আধ ঘন্টারও বেশী সময় আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আপনি তো জানেন মিঃ হোমস, আমাদের কলেজের দুটো করে দরজা—ভিতরে একটা সবুজ পর্দার, আর বাইরে একটা ভারী ওক কাঠের। বাইরের দরজার কাছে পেঁছেই তাতে একটা চাবি লাগানো দেখে অবাক হলাম। প্রথমেই মনে হল আমার চাবিটাই সেখানে রেখে গিয়েছি, কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, আমার চাবিটা যথাস্থানেই আছে। আমি যতদূর জানি, একটিমাত্র ডুপ্লিকেট চাবি থাকে আমার চাকর বানিস্টার-এর কাছে। দশ বছর সে আমার ঘরের দেখাশুনা করছে। তার সততা সন্দেহের অতীত। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম চাবিটা তারই, আমার চা দরকার কিনা জানবার জন্যই সে আমার ঘরে ঢুকেছিল, তারপর যাবার সময় অসতর্কতাবশত চাবিটা দরজায় রেখে গেছে। আমি ঘর থেকে যাবার কয়েক মিনিট পরেই সে ঘরে ঢুকেছিল। অন্য সময় হলে এই চাবি ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটাতে হয়তো কিছুই হত না, কিন্তু সেদিন এর ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়।

"টেবিলের উপর চোখ পড়তেই বুঝতে পারলাম, কেউ আমার কাগজপত্র হাতড়েছে। প্রুফ ছিল তিন ফালি লম্বা কাগজে। তিনটে ফালিকে একত্র রেখেই আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম, এক ফালি পড়ে আছে মেঝেয়, আর এক ফালি জানালার পাশের টেবিলের উপর, আর তৃতীয় ফালিটা রয়েছে ঠিক যেখানে আমি রেখে গিয়েছিলাম।"

হোমস এই প্রথম নড়েচড়ে বসল।

বলল, "প্রথম পাতাটা মেঝেয়, দ্বিতীয় পাতাটা জানালায়, আর তৃতীয় পাতাটা যেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেখানেই।"

"ঠিক তাই মিঃ হোমস। আপনি যে আমাকে অবাক করে দিলেন। সে কথা আপনি জানলেন কেমন করে?"

"দয়া করে আপনার বক্তব্য বলে যান।"

"মুহূর্তের জন্য মনে হল আমার কাগজপত্রে হাত দিয়ে বানিস্টার অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। সে কিন্তু একবাক্যে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে, আর সে যে সত্য কথাই বলেছে সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আবার বিকল্প এও হতে পারে যে, এখান দিয়ে যেতে কেউ দরজার চাবিটা দেখতে পায়, আগে থেকেই সে জানত যে আমি বেরিয়ে গিয়েছি, আর সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে কাগজপত্র দেখে। মোটা টাকার ব্যাপার, কারণ বৃত্তিটা খুবই মূল্যবান; তাই যেকোন বিবেকহীন মানুষ সতীর্থদের চাইতে বেশী সুবিধা পাবার জন্য এ ঝুঁকিটা তো নিতেই পারে।

"এই ঘটনায় বানিস্টার খুবই ভেঙে পড়ল। কাগজপত্রগুলো যে হাতানো হয়েছে সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ামাত্রই তার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হল। একটু ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে আমি ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলাম। অচিরেই বুঝতে পারলাম, কাগজগুলি এলোমেলো করা ছাড়া বে-আইনী প্রবেশকারী তার উপস্থিতির অন্য চিহ্নও রেখে গেছে। জানালার পাশের টেবিলের উপর পেন্সিলের কাটা শিসের কিছু গুঁড়ো পড়ে ছিল। একটা ভাঙা শিসের টুকরোও সেখানে ছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, রাস্কেলটা অতি দ্রুত কাগজটা নকল করে নিয়েছে, ফলে পেন্সিলটা ভেঙে শিসটাকে নতুন করে কাটতে বাধ্য হয়েছে।"

"চমৎকার।" হোমস বলে উঠল। ঘটনাটার প্রতি যতই তার মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল ততই তার মেজাজও ফিরে আসছিল। "ভাগ্যই আমার বন্ধু হয়ে দেখা দিয়েছে।"

"এই সব নয়। আমার একটা লাল চামড়ায় ঢাকা মসৃণ নতুন লেখার টেবিল আছে। আমি হলফ করে বলতে পারি—বানিস্টারও পারে—যে টেবিলটা ছিল মসৃণ, আর তাতে কোন দাগ ছিল না। এখন সেখানে দেখছি প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা দাগ—শুধু আঁচড় নয়, পরিষ্কার কাটা দাগ। শুধু তাই নয়, করাতের গুঁড়োর মত কিছু মেশানো কালো ময়দা বা মাটির একটা ছোট গোল বলও টেবিলের উপর পাওয়া গেছে। আমার স্থির বিশ্বাস, যে লোক কাগজপত্র হাতড়েছে সেই এসব চিহ্ন রেখে গেছে। কোন পায়ের ছাপ নেই, আর তাকে চিনবার মত কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও সে রেখে যায় নি। আমি তো একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম; হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে আপনি এই শহরেই আছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আপনার হাতে তুলে দেবার জন্য ছুটে এসেছি। মিঃ হোমস, আমাকে সাহায্য করতেই হবে। আমার উভয় সংকটটা ভাবুন। হয় লোকটাকে ধরতে হবে, আর তা না হলে নতুন খাতাপত্র তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু সব কথা প্রকাশ না করে তো সেটা করা যাবে না, কাজেই তার ফলে যে কেলেং-

কারির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তাতে শুধু কলেজের নয় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায়ই কালো মেঘ নেমে আসবে। তাই সর্বাগ্রে আমি চাই, নিশ্চুপে বিবেচনার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটে যাক।"

উঠে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে হোমস বলল, "ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখব; দরকারমত পরামর্শও আপনাকে দেব। কেসটা মোটামুটি আকর্ষণীয় বলেই মনে হচ্ছে। কাগজগুলো আসবার পরে কেউ কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে ঢুকেছিল?"

"হ্যা, দৌলত রাস(ম) নামক একটি তরুণ ভারতীয় ছাত্র; সেও ঐ একই তলায় থাকে। পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিতেই এসেছিল।"

"সেইজন্য তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল?"

"হ্যা।"

"আর কাগজগুলো আপনার টেবিলেই ছিল?"

"যতদূর বিশ্বাস, গোলা পাকানো ছিল।"

"সেগুলোকে প্রুফ বলে চেনা সম্ভব ছিল কি?"

"হয়তো ছিল।"

"আর কেউ ঘরে ঢোকে নি?"

"না।"

"কেউ কি জানত যে প্রুফগুলি ওখানেই থাকবে?"

"মুদ্রক ছাড়া আর কারও জানবার কথা নয়।"

"এই বানিস্টার লোকটি জানত কি?"

"না, নিশ্চয় না। কেউ জানত না।"

"বানিস্টার এখন কোথায় আছে?"

"সে খুব অসুস্থ। বেচারি! সে চেয়ারেই শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

"ঘরটা খোলা রেখে এসেছেন?"

"কাগজগুলো তালা-বন্ধ করে রেখে এসেছি।"

"দেখুন মিঃ সোয়ামেস, তাহলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে। ভারতীয় ছাত্রটি যদি গোলা পাকানো কাগজগুলোকে প্রুফ বলে না চিনে থাকে, তাহলে যে লোক কাগজপত্র হাতড়েছে সে ওখানে হঠাৎই এসেছিল ওগুলোর কথা না জেনেই।"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

হোমস একটু রহস্যময় হাসি হাসল।

বলল, "ঠিক আছে; একবার দেখে আসা যাক। ওয়াটসন, তোমার কোন ব্যাপারই নয়—না মানসিক, না দৈহিক—ঠিক আছে; ইচ্ছা হয় তো চল। মিঃ সোয়ামেস, এবার আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীন।"

আমাদের মক্কেলের বসবার ঘরের লম্বা, নীচু, জাফরি-কাটা জানালাটা খোলা পুরনো কলেজের প্রাচীন শেওলা-ধরা উঠোনের দিকে। গথিক শৈলীর খিলান দেওয়া দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা জীর্ণ পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। টিউটরের ঘরটা একতলায়। উপরে থাকে তিনটি ছাত্র, প্রতি তলায় একজন করে। ঘটনাস্থলে যখন পৌঁছলাম তখন গোধূলি নেমে এসেছে। হোমস থেমে গিয়ে জানালাটা সাগ্রহে দেখতে লাগল। তারপর এগিয়ে গিয়ে আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে গলাটা বের করে ভিতরে তাকাল।

"সে নিশ্চয় দরজা দিয়েই ঢুকেছিল, কারণ ওটা ছাড়া ঢুকবার কোন পথ নেই," আমাদের পণ্ডিত পথ-প্রদর্শকটি বলল।

"তাই বুঝি!" কথাটা বলে আমাদের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হোমস একটু অদ্ভুতভাবে হাসল। "আরে, এখানে যখন জানবার মত কিছু নেই, তখন ভিতরে যাওয়াই ভাল।"

বাইরের দরজার তালাটা খুলে লেকচারার আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমরা দরজার কাছে দাঁড়াতেই হোমস কার্পেটটা ভাল করে পরীক্ষা করল।

বলল, "দেখছি এখানে কোন চিহ্নই নেই। এরকম শুকনো দিনে কোন-রকম চিহ্ন আশা করাও যায় না। আপনার চাকরটি দেখছি বেশ সুস্থ হয়ে গেছে। আপনি তো তাকে চেয়ারে রেখে গিয়েছিলেন বললেন; কোন্ চেয়ারে?"

"ঐ জানালার পাশেরটায়।"

"তাই দেখছি। এই ছোট টেবিলটার কাছেই। এবার ভিতরে আসতে পারেন। কার্পেট দেখা শেষ করেছি। আগে ছোট টেবিলটাকেই ধরা যাক। অবশ্য যা ঘটেছে সেটা খুবই পরিষ্কার। লোকটি ঢুকে মাঝখানের টেবিল থেকে একটার পর একটা পাতাগুলি তুলে নিয়েছিল। সেগুলো নিয়ে জানালার পাশের টেবিলে চলে গিয়েছিল, কারণ আপনি যখন উঠোন পার হয়ে আসবেন তখন সে ওখান থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যেতে পারবে।"

সোয়ামেস বলল, "আসলে তা সে পারে নি, কারণ আমি ঢুকেছিলাম পাশের দরজা দিয়ে।"

"ওহো, খুব ভাল কথা। সে যাই হোক, তার মনে ঐ চিন্তাটাই ছিল: কাগজের ফালি তিনটে দেখি। কোন আঙুলের ছাপ নেই—না! মনে হচ্ছে, এইটেই প্রথম নিয়ে সে নকল করেছিল। কিছু কিছু শব্দকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখলেও একটা ফালি লিখতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে? পনেরো মিনিটের কম নয়। তারপর সেখানা ফেলে দিয়ে পরেরখানা ধরেছিল। সেটার মাঝামাঝি পৌঁছতেই আপনি ফিরে আসায় সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়—খুবই তাড়াতাড়ি, কারণ তার উপস্থিতি আপনি ধরতে

পারবেন জেনেও সে কাগজগুলি যথাস্থানে রেখে যাবারও সময় পায় নি। বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় আপনি কি সিঁড়িতে কোন দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পান নি?"

"না, শুনেছি বলে তো মনে হয় না।"

"দেখুন, তাকে এত দ্রুত লিখতে হয়েছিল যে পেন্সিলটা ভেঙে গিয়েছিল এবং পুনরায় সেটাকে কেটে নিতে হয়েছিল। এটা খুবই কাজের কথা ওয়াটসন। পেন্সিলটা সাধারণ পেন্সিল নয়। আকারে সাধারণ পেন্সিলের মতই; শিস্‌টা নরম; বাইরের রংটা গাঢ় নীল, রূপালি অক্ষরে প্রস্তুত-কারকের নাম লেখা; অবশিষ্ট অংশটা ইঞ্চি দেড়েক লম্বা। এরকম একটা পেন্সিলের খোঁজ করুন মিঃ সোয়ামেস, তাহলেই লোকটিকে পেয়ে যাবেন। এর উপরে যদি বলি তার একটা বড় ভোঁতা ছুরি আছে, তাহলে তো আরও একটা সূত্র পেয়ে গেলেন।"

এতগুলো তথ্যের তোড়ে মিঃ সোয়ামেস যেন কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়ল। বলল, "অন্য কথাগুলো তবু বুঝতে পারছি, কিন্তু পেন্সিলের মাপটা—"

N N অক্ষরে দুটি এবং তারপর কিছুটা ফাঁকা জায়গা সমেত একটা ছোট কাঠের চিল্‌তে হোমস তুলে ধরল।

"বুঝতে পাচ্ছেন?"

"না, এখনও ঠিক—"

"ওয়াটসন, দেখছি তোমার প্রতি অনেক অবিচার করেছি। আরও অনেক আছে। এই N N কি হতে পারে?" অক্ষর দুটো রয়েছে কোন শব্দের শেষে। আপনি জানেন Johaun Fanea একটি বহুপ্রচলিত পেন্সিল-প্রস্তুতকারীর নাম। এটা কি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে Johaun নামটার পরে সাধারণত যতটা জায়গা থাকে পেন্সিলটার ঠিক ততটাই অবশিষ্ট আছে?" সে টেবিলটাকে বৈদ্যুতিক আলোর সামনে কাৎ করে ধরল। "আমি আশা করেছিলাম, যে কাগজে সে লিখেছিল সেটা যদি পাতলা হয় তাহলে সে লেখার কিছুটা দাগ এই মসৃণ টেবিলটার গায়ে পড়তে পারে। না, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এখানে আর কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না। এবার মাঝখানের টেবিলটা ধরা যাক। মনে হচ্ছে, এই ছোট পিণ্ডটাকেই আপনি কালো ময়দার তাল বলে উল্লেখ করেছেন। আকৃতি অনেকটা পিরামিডের মত, আর ভিতরটাও ফাঁপা করা হয়েছে দেখছি। ওর মধ্যে করাতের গুঁড়োও দেখতে পাচ্ছি। সেকথা তো আপনিও বলেছেন। সত্যি খুবই ইন্টারেস্টিং। আর কাটা দাগটা—নির্ঘাৎ একটা ছেঁড়ার দাগ। একটা পাতলা আঁচড় দিয়ে শুরু আর খাঁজ-কাটা একটা গর্তে গিয়ে শেষ। মি. সোয়ামেস, এই কেসটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে আপনার কাছে আমি ঋণী। ঐ দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?"

"আমার শোবার ঘরে।"

"এই ঘটনার পরে আপনি ও ঘরে গিয়েছেন কি?"

"না, সোজা আপনার কাছে গিয়েছিলাম।"

"ঘরটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। কী চমৎকার সেকেলে-ধরনের ঘর! দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, মেঝেটা একবার দেখে নি। না, কিছু নেই। এ পর্দাটা কেন? এর পিছনে জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখেন। কেউ যদি এ ঘরে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয় তাহলে নিশ্চয় ওখানেই লুকোবে, কারণ বিছানাটা অত্যন্ত নীচু, আর ওয়ার্ডরোবটা বড়ই অগভীর। আশা করি ওখানে কেউ নেই?"

হোমস যখন পর্দাটা ধরে টান দিল তখন তার শরীরের ঋজু ও সতর্ক ভঙ্গী দেখে আমার মনে হল, যেকোন আকস্মিক ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত। আসলে কিন্তু পর্দার ও-পাশে একটা কাঠের গজাল থেকে ঝোলানো তিন-চার প্রস্থ স্যুট ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে হোমস হঠাৎ মেঝের উপর ঝুঁকে পড়ল।

বলে উঠল, "হেলোয়া। এটা কি?"

মাখানো ময়দার মত কোন কালো বস্তু দিয়ে তৈরি একটা ছোট পিরামিড; ঠিক যেমনটি ছিল পড়ার ঘরের টেবিলের উপর। হোমস সেটাকে হাতের তেলোতে নিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর সামনে ধরল।

"মিঃ সোয়ামেস, আপনার অতিথি দেখছি শোবার ঘর ও বসবার ঘর দু' জায়গাতেই চিহ্ন রেখে গেছে।"

"এখানে সে কি করতে এসেছিল?"

"সেটা বোঝা তো খুবই সহজ। একটা অপ্রত্যাশিত পথ দিয়ে আপনি ফিরে এসেছিলেন। ফলে আপনি একেবারে দোর-গোড়ায় এসে পৌঁছবার আগে সে কিছু জানতেই পারে নি। তখন আর সে কি করে? ধরা পড়বার মত যা-কিছু ছিল সব তুলে নিয়ে লুকিয়ে পড়বার জন্য আপনার শোবার ঘরে এসে ঢুকল।"

"কী আশ্চর্য! আপনি কি বলতে চান যে যতক্ষণ আমি এই ঘরে বানিস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলাম ততক্ষণ একটু জানতে পারলেই লোকটাকে আমরা পাকড়াও করতে পারতাম?"

"আমার তো তাই ধারণা।"

"নিশ্চয় আরও একটি বিকল্প আছে মিঃ হোমস। জানি না, আমার শোবার ঘরের জানালাটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না।"

"জাফরি-কাটা, শিসের ফ্রেম, তিনটে আলাদা আলাদা, একটা কব্জা থেকে ঝোলানো। আর তার ভিতর দিয়ে একটা লোক ঢুকতে পারে।"

"ঠিক তাই। আর উঠোন থেকে সেটা এমন একটা কোণে অবস্থিত যে

তার খানিকটা মাত্র দেখা যায়। লোকটা হয়তো সেখান দিয়েই ঢুকেছিল, শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কিছু চিহ্ন ফেলে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত দরজাটা খোলা পেয়ে সেই-পথে পালিয়ে যায়।"

হোমস অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

বলল, "আমাদের আরও বাস্তববাদী হতে হবে। আপনিই বলেছেন, তিনটি ছাত্র সেই সিঁড়িটা ব্যবহার করে এবং আপনার দরজার পাশ দিয়েই সচরাচর যাতায়াত করে।"

"হ্যাঁ, তা করে।"

"আর তারা সকলেই এই পরীক্ষায় বসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তিনজনের যেকোন একজনকে বেশী সন্দেহ করবার কোন কারণ আছে কি?"

সোয়ামেস ইতস্তত করতে লাগল।

বলল, "প্রশ্নটা বড়ই নাজুক। বিনা প্রমাণে কেউ কাউকে সন্দেহ করতে চায় না।"

"তাহলে মাত্র কয়েকটি কথায় এই সব ঘরের তিনটি অধিবাসীর চরিত্র সম্পর্কে আমিই কিছু বলছি। যে নীচে থাকে তার নাম গিলক্রিস্ট; ভাল ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ; কলেজের হয়ে রাগবি ও ক্রিকেট টিমে খেলে, 'হাউল-রেস' ও 'লং জাম্প'-এ 'ব্লু' পেয়েছে। তার বাবা কুখ্যাত স্যার জ্যাবেজ গিল্‌ক্রিস্ট ঘোড়দৌড়ের মাঠে সর্বস্ব খুইয়েছে। ফলে ছাত্রটির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে; তবে সে খুব কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল। জীবনে উন্নতি করবে '

"তার উপরে থাকে ভারতীয় ছাত্র দৌলত রাস (ম)। অধিকাংশ ভারতীয়ের মতই সেও শান্তশিষ্ট ও রহস্যময়। গ্রীক ভাষায় কাঁচা হলেও পড়াশুনায় ভাল। চালচলন নিয়মমাফিক ও ধীরস্থির।

"একেবারে উপরে থাকে মাইল্‌স্ ম্যাক্‌লারেন। পড়াশুনা করলে খুবই ভাল ছেলে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন; কিন্তু বড়ই বেয়ারা, ফূর্তিবাজ আর দুর্নীতিপরায়ণ। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই একটা তাসের কেলেংকারিতে প্রায় বিতাড়িত হবার যোগাড় হয়েছিল। সারাটা বছর আলসেমি করে কাটিয়েছে কাজেই পরীক্ষার সামনে এসে এখন তো ভয় পাবেই।"

"তাহলে তাকেই আপনি সন্দেহ করেন?"

"অতদূর যেতে চাই না। তবে তিনজনের মধ্যে তার দিকে পাল্লাটা বেশী ভারী।"

"ঠিক কথা। মিঃ সোয়ামেস, এবার আপনার চাকর বানিস্টারকে একবার দেখতে চাই।"

ছোটখাট লোকটি; সাদা মুখ, পরিষ্কার কামানো, ধূসর চুল, বয়স পঞ্চাশ বছর। দৈনন্দিন জীবনের শান্ত কর্মসূচীর এই আকস্মিক পরিবর্তনের ঘোর তখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ফোলা মুখটা স্নায়বিক দুর্বলতাহেতু তখনও কুঁচকে যাচ্ছে; আঙুলগুলোকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছে না।

"এই বাজে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা তদন্ত করছি বানিস্টার," তার মনিব বলল।

"হ্যাঁ স্যার।"

হোমস বলল, "শুনলাম, চাবিটাকে দরজায় রেখেই তুমি চলে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"ঘরের ভিতরে এই কাগজগুলো ছিল আর ঠিক সেইদিনই তুমি এ কাজটি করলে, এটা কি খুবই আশ্চর্য নয়?"

"কাজটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক স্যার। কিন্তু এরকম কাজ আমি আগেও মাঝে-মাঝে করেছি।"

"তুমি কখন ঘরে ঢুকেছিলে?"

"প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ। সেটাই মিঃ সোয়ামেস-এর চা খাবার সময়।"

"কতক্ষণ ছিলে?"

"যখন দেখলাম তিনি ঘরে নেই, সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিলাম।"

"টেবিলের উপরকার এই কাগজগুলো দেখেছিলে কি?"

"না স্যার, নিশ্চয়ই না।"

"চাবিটা দরজায় লাগিয়ে রেখে গেলে কেন?"

"চায়ের ট্রেটা হাতে ছিল। ভেবেছিলাম পরে এসে চাবিটা নিয়ে যাব। তারপর ভুলে গিয়েছিলাম।"

"বাইরের দরজায় স্প্রিং-লক লাগানো আছে কি?"

"না স্যার।"

"তাহলে দরজাটা সারাক্ষণ খোলাই ছিল?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কেউ ভিতরে থাকলে বেরিয়ে যেতে পারত?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মিঃ সোয়ামেস যখন ফিরে এসে তোমাকে ডাকলেন তখন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার। এখানে অনেক বছর কাজ করছি, এরকম কখনও ঘটে নি। আমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম স্যার।"

"তাই শুনলাম। যখন শরীরটা খারাপ বোধ করলে তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

"কোথায় ছিলাম স্যার? কেন, এখানে, দরজাটার কাছে।"

"আশ্চর্য! ঐ কোণের চেয়ারটায় গিয়ে তুমি বসলে। অন্য চেয়ারগুলো পেরিয়ে গেলে কেন?"

"তা আমি জানি না স্যার। কোথায় কোন্ চেয়ারে বসলাম তাতে আমার কি।"

"এ বিষয়ে ওর বিশেষ কিছু জানবার কথা নয় মিঃ হোমস। ওকে খুবই খারাপ দেখাচ্ছিল—একেবারে বিবর্ণ।"

"তোমার মনিব যখন ঘর থেকে চলে গেলেন তখনও তুমি এখানেই ছিলে?"

"মিনিটখানেক স্যার। তারপরেই দরজা বন্ধ করে আমার ঘরে চলে যাই।"

"তুমি কাকে সন্দেহ কর?"

"সে কথা বলতে পারব না স্যার। এরকম কাজ করে মুনাফা লুটতে পারে এরকম কোন ভদ্রলোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। না স্যার, আমি বিশ্বাস করি না।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ। এতেই চলবে। ও হো, আর একটা কথা। অপর যে তিন ভদ্রলোকের কাজ তুমি কর তাদের কারও কাছে এই গোলমালের কথা কিছু বল নি তো?"

"না স্যার; একটা কথাও না।"

"তাদের কারও সঙ্গে দেখাও হয় নি?"

"না স্যার।

"খুব ভাল। মিঃ সোয়ামেস, আপনার অনুমতি হলে এবার আমরা বাড়ির চত্বরটায় একটু বেড়াতে চাই।"

চারদিকের সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে মাথার উপরে তিনটে চতুষ্কোণ হলুদ আলো জ্বলছে।

উপরের দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, "আপনার পাখি তিনটি তাদের বাসায়ই আছে। হেলোয়া! ওটা কি? তাদের একজনকে বড়ই চঞ্চল দেখতে পাচ্ছি।"

ভারতীয় ছাত্রটি। তার কালো সিলুয়েটটা হঠাৎ খড়খড়ির উপর দেখা গেল। সে দ্রুতগতিতে ঘরময় পায়চারি করছে।

হোমস বলল, "আমি ওদের প্রত্যেককে একটু দেখতে চাই। সেটা কি সম্ভব?"

সোয়ামেস জবাব দিল, "কোন অসুবিধা নেই। এই ঘরগুলো কলেজের মধ্যে সবচাইতে পুরনো, কাজেই দর্শনার্থীদের পক্ষে এগুলো দেখতে চাওয়া

অস্বাভাবিক কিছু নয়। চলুন, আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"দয়া করে কারও নাম ধরে ডাকবেন না।" গিল্‌ক্রিস্টের দরজায় টোকা দিতেই হোমস বলল। একটি লম্বা শনের মত পাতলা চুল, একহারা যুবক দরজা খুলে দাঁড়াল; আমাদের উদ্দেশ্যের কথা শুনে ভিতরে ডেকে নিল। ঘরটার ভিতরে সত্যিই কিছু মধ্যযুগীয় গৃহস্থালীর বিচিত্র স্থাপত্যদ্রব্য ছিল। সেগুলি দেখে হোমস এতই মুগ্ধ হল যে তার নিজস্ব নোট-বইতে তাব কিছু কিছু নক্সা আঁকতে গিয়ে পেন্সিলটা ভেঙে ফেলল, ছাত্রটির কাছ থেকে একটা পেন্সিল চেয়ে নিল, আর শেষ পর্যন্ত একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে নিজের পেন্সিলটাই কেটে নিল। ভারতীয় ছাত্রটির ঘরেও সেই একই ঘটনা ঘটল—চুপচাপ স্বভাবের ছোটখাট ছেলেটির নাকটা বড়শির মত; জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে আমাদের দেখতে লাগল; কিন্তু হোমসের স্থাপত্যকলার কাজ যখন শেষ হয়ে গেল তখন তাকে বেশ খুশিই মনে হল। হোমস যে সূত্রটা খুঁজছিল সেটা এই দুটি ঘরের কোথাও পেয়েছে বলে মনে হল না। তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে আমাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। দরজায় টোকা দেওয়াতেও কেউ খুলল না, দরজার ওপাশ থেকে একগাদা খিস্তি ছাড়া আর কিছুই বেরিয়ে এল না। একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, "আপনারা যেই হোন আমার কিছু যায় আসে না। আপনারা গোল্লায় যান! কাল পরীক্ষা. আমি চাই না যে এ সময় কেউ এসে আমাকে বিরক্ত করে।"

রাগে লাল হয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শক বলল, "বদরাগী ছোকরা।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে আরও বলল, "অবশ্য আমি যে দরজায় টোকা দিয়েছি সেটা ও বুঝতে পারে নি; তবু ওর ব্যবহার খুবই অভদ্র, আর এই পরিস্থিতিতে সন্দেহজনকও বটে।"

হোমসের জবাবটা হল খুবই অদ্ভুত।

"ওর সঠিক উচ্চতা কত বলতে পারেন কি?"

"সঠিক বলতে পারব না মিঃ হোমস। তবে ভারতীয় ছাত্রটির চাইতে লম্বা, আবার গিলক্রিস্টের মত অতটা লম্বা নয়। মনে হয়, পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চির মত হবে।"

হোমস বলল, "এটা খুবই দরকারী। আচ্ছা, মিঃ সোয়ামেস, এবার তাহলে শুভরাত্রি জানাচ্ছি।"

আমাদের সঙ্গীটি বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে বলে উঠল, "কী আশ্চর্য মিঃ হোমস, এমন হঠাৎ আপনি চলে যাবেন নাকি! পরিস্থিতিটা আপনি বুঝতে পারছেন না। কাল পরীক্ষা। আজ রাতেই আমাকে যাহোক একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। একটা প্রশ্ন-পত্র ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকলে আমি তো

পরীক্ষাটা হতে দিতে পারি না। অবস্থার মোকাবিলা আমাকে করতেই হবে।”

“অবস্থা যেরকম আছে সেইরকমই থাক। কাল খুব সকালে এসে এবিষয়ে কথা বলব। সম্ভবত তখন আপনাকে যথাকর্তব্য বলে দিতে পারব। ইতিমধ্যে কোন কিছুই বদলাবেন না—কিছু না।”

“তাই হবে মিঃ হোমস।”

“আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার বিপদ দূর করবার একটা পথ আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাব। এই কালো মাটির তাল আর পেন্সিলের কাটা টুকরোগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। বিদায়।”

বাইরে এসে অন্ধকার চত্বরে দাঁড়িয়ে আবার জানালাগুলোর দিকে তাকালাম। ভারতীয় ছাত্রটি তখনও পায়চারি করছে। অন্যদের দেখা গেল না।

বড় রাস্তায় পড়ে হোমস জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা ওয়াটসন, তোমার কি মনে হয়? একটি ছোটখাট ঘরোয়া খেলা—তিন তাসের খেলার মত, তাই নয় কি? মোট লোক তিনটি। তার মধ্যে একজন হবেই। তুমিই বেছে নাও। কে হতে পারে?”

“উপরকার মুখ-খারাপ ছেলেটা। তার ইতিহাসই সবচাইতে খারাপ। তবে ভারতীয়টিও ধূর্ত। সারাক্ষণ সে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কেন।”

“ওতে দোষের কিছু নেই। অনেকেই পড়া মুখস্ত করবার সময় ওরকম করে থাকে।”

“অদ্ভুতভাবে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।”

“তুমি যদি পরের দিন পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, যদি প্রতিটি মুহূর্ত তোমার কাছে মূল্যবান হত, আর সেই সময় একজন অপরিচিত লোক যদি তোমার ঘরে ঢুকত, তাহলে তুমিও ওই একইভাবে তাকাতে। না, ওতে আমি দোষের কিছু দেখছি না। পেন্সিল বা ছুরি—না, তাও সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু ওই লোকটা আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।”

“কোন্ লোকটা?”

“কেন, চাকর বানিস্টার। এ ব্যাপারে তার ভূমিকা কি?”

“আমারও তাই মনে হয়েছিল। সেটাই তো গোলমেলে ব্যাপার। একটা পুরোপুরি সৎ লোক কেন এভাবে—আরে, ওই তো একটা বড় মনিহারী দোকান। ওখান থেকেই শুরু করা যাক।”

শহরে মোটামুটি ভাল মণিহারী দোকান চারটে। প্রত্যেক দোকানে ঢুকেই পেন্সিলের কাটা টুকরোগুলো দেখিয়ে সে ঐ রকম আর একটা পেন্সিল কিনবার জন্য অনেক দাম দেবার প্রস্তাব রাখল। সকলেই জানাল, ওরকম

একটা পেন্সিলের অর্ডার তারা নিতে পারে, কিন্তু পেন্সিলের মাপটা একটু অস্বাভাবিক, তাই স্টকে নেই। এই ব্যর্থতায় বন্ধুটি মোটেই দমল না, কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সহজভাবেই অবস্থাটা মেনে নিল।

"কোন ফল হল না ভাই ওয়াটসন। এই শেষ সূত্রটাও কোন কাজে লাগল না। কিন্তু ওটা ছাড়াই যে আমরা একটা কেস দাঁড় করাতে পারব সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর জোভ-এর দিব্যি; প্রায় নটা বাজে যে! ওদিকে গৃহকর্ত্রী সাড়ে সাতটার সময়েই কাঁচা শুঁটির কথা শুনিয়ে দিয়েছে। দেখ ওয়াটসন, একে তো তামাকের ধোঁয়ার বিরাম নেই, তার উপর খাবার সময়ের এই অনিয়ম, তোমার উপর বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পড়ল বলে, আর সেই সঙ্গে আমারও পতন অনিবার্য—কিন্তু তার আগেই এই ভীতু টিউটর, তার অসতর্ক চাকর, আর তিনটি উদ্যোগী ছাত্রের সমস্যা আমাদের সমাধান করতেই হবে।"

সেদিন এ সম্পর্কে আর কোন কথাই হোমস বলল না। বিলম্বিত নৈশাহারের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে চিন্তায় ডুবে রইল। সকাল আটটায় সবে সাজগোজ শেষ করেছি এমন সময় সে ঘরে ঢুকল।

"ওয়াটসন, সেণ্ট লিউক্‌স্‌-এ যাবার সময় হয়ে গেছে। প্রাতরাশ না খেলে চলবে তো?"

"অবশ্য।"

"আমরা পষ্টাপষ্টি কিছু না বলা পর্যন্ত সোয়ামেস-এর অস্বস্তি কিছুতেই ঘুচবে না।"

"পষ্টাপষ্টি বলবার মত কিছু পেয়েছ কি?"

"মনে তো হয়।"

"একটা সিদ্ধান্তে এসেছ?"

"হাঁা ভাই ওয়াটসন; রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি।"

"নতুন তথ্য আর কি পেলে?"

"আহা! অকারণেই কি ভোর ছ'টার মত অসময়ে বিছানা থেকে উঠেছি। দু'ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করেছি; অন্তত পাঁচ মাইল পথ হেঁটেছি; দেখাবার মত বস্তুও পেয়েছি। এটার দিকে তাকাও।"

সে হাতটা মেলে ধরল। হাতের তালুতে নরম কালো কাদার তিনটে ছোট পিরামিড।

"সে কি হোমস, কাল তো পেয়েছিলে মাত্র দুটি।"

"আর একটা পেয়েছি আজ সকালে। এটা তো সহজ যুক্তির ব্যাপার যে ৩নং যেখান থেকে এসেছে, ১নং ও ২নং-এরও সেখানে উৎপত্তি। এখন চল, বন্ধু সোয়ামেসকে যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাইগে।"

হতভাগ্য টিউটরটিকে যখন তার ঘরে পেলাম তখন তার অবস্থা সত্যি শোচনীয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরীক্ষা শুরু হবে; তখনও সে উভয়-সংকটে পড়ে—হয় সব কথা প্রকাশ করে বলতে হবে, আর না হয় তো একটি অসাধু লোককে এই মূল্যবান বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে; তার মনের উত্তেজনা তখন এতদূর চরমে উঠেছে যে একমুহূর্তও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না; দুটো ব্যাগ্র হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে হোমসের দিকে ছুটে এল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি এসে পড়েছেন। আমার তো ভয় হয়েছিল, হতাশ হয়ে আপনি অনুসন্ধানই ছেড়ে দিয়েছেন। আমি কি করব? পরীক্ষা কি শুরু হবে?"

"হ্যাঁ; অবশ্য শুরু হবে।"

"কিন্তু এই রাস্কেল—?"

"সে পরীক্ষায় বসবে না।"

"আপনি তাকে চেনেন?"

"তাই তো মনে হয়। ব্যাপারটা যদি বাইরে প্রকাশ করতে না চান, তাহলে আমাদের হাতেই কিছু ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যেই একটা ছোটখাট বেসামরিক তদন্ত-আদালত বসাতে হবে। সোয়ামেস, আপনি ওখানে বসুন! ওয়াটসন তুমি এখানে! আমি বসছি মাঝখানের হাতল-চেয়ারটায়। এবার আমাদের যেরকম গুরুগম্ভীর দেখাচ্ছে তাতে যেকোন অপরাধীর বুক ভয়ে কাঁপতে বাধ্য। দয়া করে ঘণ্টাটা বাজান।"

বানিস্টার ঘরে ঢুকল। আমাদের বিচারকের মত হাবভাব দেখে সে বিস্ময়ে ও ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল।

হোমস বলল, "দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। এবার বানিস্টার, অনুগ্রহ করে গতকালের ঘটনাটা আসলে কি ঘটেছিল বলবে কি?"

আতংকে লোকটির মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

"আমি তো সবই আপনাকে বলেছি স্যার।"

"আর কিছু বলার নেই?"

"কিছু না স্যার।"

"আচ্ছা, তাহলে আমিই প্রশ্ন করছি। গতকাল তুমি যখন ঐ চেয়ারটায় বসেছিলে তখন কি এমন কোন জিনিস লুকিয়ে রেখেছিলে যা থেকে বোঝা যেত ঘরে কে ঢুকেছিল।"

বানিস্টার-এর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

"না স্যার; নিশ্চয় না।"

হোমস ভদ্রভাবে বলল, "এটা একটা প্রশ্ন মাত্র। স্বীকার করছি একথা প্রমাণ করতে আমি অক্ষম। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব বলে মনে হয়, কারণ যে লোকটি শোবার ঘরে লুকিয়ে ছিল মিঃ সোয়ামেস বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তুমি তাকে চলে

যেতে দিয়েছিলে।"

বানিস্টার তার শুকনো ঠোঁট চাটতে লাগল।

"কোন লোক ছিল না স্যার।"

"আঃ, খুবই দুঃখের কথা বানিস্টার। এতক্ষণ তুমি হয়তো সত্য কথাই বলেছ, কিন্তু আমি জানি এখন তুমি যা বলেছ সেটা মিথ্যা।"

লোকটির মুখ হঠাৎ ঔদ্ধত্যে কঠিন হয়ে উঠল।

"কোন লোক ছিল না স্যার।"

"ধীরে, ধীরে বানিস্টার।"

"না স্যার, সেখানে কেউ ছিল না।"

"তাহলে তো তুমি আর কোন খবরই দিতে পারছ না। দয়া করে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকবে কি? শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। সোয়ামেস আমার অনুরোধ, দয়া করে আপনি একবার গিলক্রিস্ট-এর ঘরে চলে যান, আর তাকে আপনার ঘরে নেমে আসতে বলুন।"

মুহূর্তকাল পরেই ছাত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষক ফিরে এল। চমৎকার পুরুষোচিত চেহারা, লম্বা, ক্ষিপ্রগতি, দোলায়িত পদক্ষেপ, মনোরম মুখশ্রী। দুটি বিচলিত নীল চোখ মেলে আমাদের প্রত্যেককে দেখে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সে ঘরের এককোণে দাঁড়ানো বানিস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল।

হোমসই কথা বলল, "দরজাটা বন্ধ করা হোক। মিঃ গিল্‌ক্রিস্ট, এখন তো এ ঘরে শুধু আমরা ক'জনই আছি; কাজেই আমাদেরই মধ্যে যা কথাবার্তা হবে তা আর কেউ জানতে পারবে না। তাই আমরা প্রত্যেকেই মন খুলে কথা বলতে পারি। মিঃ গিল্‌ক্রিস্ট, আমরা জানতে চাই, একজন সম্মানিত লোক হয়েও গতকালের মত একটা কাজ আপনি করলেন কেমন করে?"

হতভাগ্য যুবকটি কয়েক পা পিছিয়ে গেল; আতংক ও তিরস্কারে ভরা দৃষ্টিতে বানিস্টার-এর দিকে তাকাল।

চাকরটি চেঁচিয়ে বলল, "না ন মিঃ গিল্‌ক্রিস্ট, আমি একটি কথাও বলি নি—একটি কথাও না!"

হোমস বলল, "বল নি, কিন্তু এই মাত্র বললে। এবার তো বুঝতে পারছেন স্যার, বানিস্টারের এই কথার পরে আপনি একেবারেই অসহায়। এখন খোলা-খুলি সব কথা স্বীকার করাই আপনার একমাত্র বাঁচার পথ।"

মুহূর্তের জন্য গিল্‌ক্রিস্ট দুই হাত তুলে নিজের ক্ষুব্ধ আবেগকে সংযত করতে চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই সে নতজানু হয়ে টেবিলের পাশে বসে পড়ল; দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হোমস বলল, "থাম থাম; মানুষমাত্রেই ভুল করে থাকে; লোকে আর যাই বলুক, এটা ঠিক যে কেউ তোমাকে নির্বিকার অপরাধী বলবে না। আমি

যদি ঘটনার বিবরণটা মিঃ সোয়ামেসকে বলি, তাহলে বোধহয় তোমার পক্ষে সুবিধা হবে। যদি আমার বলায় কিছু ভুল থাকে, তুমি শুধরে দিও। তাই করব তো? না না, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। মন দিয়ে শোন। তাহলেই বুঝতে পারবে, তোমার প্রতি কোন অবিচার আমি করছি না।

"মিঃ সোয়ামেস, আপনি যখন বললেন যে আপনার ঘরে এই কাগজগুলো থাকার কথা কেউ জানত না, এমন কি বানিস্টারও না, তখনই এই ঘটনাটা আমার মনে একটা আকার নিতে শুরু করল। মুদ্রক লোকটির কথাই ওঠে না, কারণ সে তো তার নিজের আপিসেই ওটা দেখতে পারত। ভারতীয় ছাত্রটির কথাও আমার মনে হয় নি, কারণ প্রুফগুলো যখন গোলা পাকানো ছিল তখন ওগুলো কি বস্তু তা সে জানবে কেমন করে। অপর পক্ষে, একটা লোক সাহস করে ঘরে ঢুকবে আর ঠিক সেইদিনই কাগজগুলো টেবিলের উপর থাকবে—এমন আকস্মিক যোগাযোগ অচিন্তানীয়। সেটাও বাতিল করে দিলাম। যে লোক ঘরে ঢুকেছে সে জেনেই ঢুকেছে যে কাগজগুলো ওখানে আছে। কিন্তু কেমন করে সে জানল?

"আপনার ঘরে যাবার পথেই আমি জানালাটা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। আপনি তখন ভেবেছিলেন, কেউ ওই জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারে কি না আমি তাই দেখছিলাম। কিন্তু পরিপূর্ণ দিনের আলোয় বিপরীৎ দিকের এতগুলো ঘরের লোকজনের চোখের সামনে কেউ এ কাজ করতে পারে—সে সম্ভাবনাটাও আপনার মাথায় এসেছিল ভেবে তখন আমার খুব মজা লেগেছিল। ওরকম কোন কথা ভাবা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আসলে আমি দেখতে চেষ্টা করছিলাম, ওখান দিয়ে যেতে যেতে মাঝখানের টেবিলে কি আছে সেটা দেখতে হলে একটা লোকের কতখানি লম্বা হওয়া দরকার। আমি ছ' ফুট লম্বা, তবু বেশ চেষ্টা করে সেটা দেখতে পেরেছিলাম। আমার চাইতে কম লম্বা কারও পক্ষে দেখা সম্ভবই নয়। বুঝতেই পারছেন যে তখনই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আপনার তিনজন ছাত্রের মধ্যে কারও উচ্চতা যদি সাধারণের চাইতে বেশী হয় তাহলে তার উপরেই দৃষ্টি দিতে হবে।

"ঘরে ঢুকে পাশের টেবিলের কথাটা আপনাকে আমি বলেছিলাম। গিলক্রিস্টের পরিচয় দিতে গিয়ে আপনি যখন বললেন যে সে একজন উল্লম্ফন-বিশারদ, তার আগে মাঝখানের টেবিলের কথা আমার মাথায়ই আসে নি। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল; তখন শুধু দরকার ছিল কয়েকটি সমর্থক প্রমাণের; তাও শীঘ্রই পেয়ে গেলাম।

"যা ঘটেছিল তা বলছি। এই যুবকটি বিকেলবেলা খেলার মাঠে গিয়ে লাফানো অনুশীলন করছিল। সেখান থেকে ফিরবার সময় লাফাবার জুতোই তার পায়ে ছিল। আপনি তো জানেন সে সব জুতোর তলায় কাঁটা মারা থাকে। (ফলে তখন শরীরটা আরও খানিকটা উঁচু হয়েছিল।) আপনার

জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় দৈহিক উচ্চতার কল্যাণে সে আপনার টেবিলের উপরকার প্রুফগুলি দেখতে পায়, এবং অনুমানের সাহায্যে সেগুলি কি তা বুঝতে পারে। তাতেও কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু আপনার দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময়ই তার নজর পড়ল যে আপনার চাকর ভুল করে চাবিটা দরজায় রেখে গেছে। সহসা তার মনে হল, একবার ঢুকেই দেখি না ওগুলো সত্যি প্রুফ কি না। কাজটা খুব বিপজ্জনকও নয়, কারণ ধরা পড়লেও সে অনায়াসে বানিয়ে বলতে পারত যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই সে এসেছিল।

তারপর যখন দেখল যে সেগুলো সত্যি প্রুফ, তখনই লোভ তাকে পেয়ে বসল। জুতো জোড়া টেবিলের উপর রাখল। জানালার পাশের চেয়ারের উপর তুমি কি রেখেছিলে?"

"দস্তানা," ছেলেটি জবাব দিল।

হোমস বিজয়গর্বে বানিস্টার-এর দিকে তাকাল।

"দস্তানাজোড়া চেয়ারের উপর রেখে সে এক ফালি এক ফালি করে প্রুফগুলি নকল করতে শুরু করল। ভেবেছিল, টিউটর প্রধান ফটক দিয়েই ফিরবেন, আর সেও তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু আমরা তো জানি, তিনি ফিরলেন পাশের ফটক দিয়ে। হঠাৎ একেবারে দরজার কাছে সে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পালাবার পথ নেই। দস্তানার কথা ভুলে গিয়ে জুতো জোড়া হাতে নিয়েই সে তীরবেগে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। লক্ষ্য করে দেখুন, টেবিলের উপরকার আঁচড়ের দাগটা একদিকে খুব সামান্য, কিন্তু শোবার ঘরের দিকে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর থেকেই তো পরিষ্কার বোঝা যায় যে জুতো জোড়াকে সেই দিকেই টেনে নেওয়া হয়েছিল, আর দোষীও সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। জুতোর কাঁটার গায়ে লেগে থাকা মাটি টেবিলের উপর পড়েছিল; আর দ্বিতীয় নমুনাটি পড়েছিল শোবার ঘরে। সেই সঙ্গে আরও একটু যোগ করা যাক। আজ সকালে খেলার মাঠে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম, লাফাবার জায়গায় আঠালো কালো মাটি ব্যবহার করা হয়েছে; কিছুটা নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেলাম; যারা লাফায় তাদের পা যাতে হড়কে না যায় সেজন্য সেখানে যে করাতের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয় তারও চিহ্ন তাতে পাওয়া গেল। আমার কথাগুলো ঠিক তো মিঃ গিলক্রিস্ট?"

ছাত্রটি ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলল, "হ্যাঁ সার, সবই ঠিক বলেছেন।"

"হায় ঈশ্বর, তোমার কি নতুন করে কিছুই বলার নেই?" সোয়ামেস বলে উঠল।

"হ্যাঁ স্যার, তাও আছে; কিন্তু এই অপমানজনক ঘটনার উদ্ঘাটন আমাকে বিমূঢ় করে ফেলেছে। এই চিঠিটা আছে মিঃ সোয়ামেস; অস্থিরতার মধ্যে রাতটা কাটিয়ে আজ সকালেই আপনাকে এই চিঠিটা আমি লিখেছিলাম

আমার পাপ যে প্রকাশ পেয়েছে সেকথা জানবার আগেই লিখেছিলাম। এই সেই চিঠি স্যার। আপনি দেখুন, এতেই আমি লিখেছিলাম, 'আমি স্থির করেছি পরীক্ষায় বসব না। রোডেসিয় পুলিশ বাহিনীতে একটা কমিশন পেয়েছি; অবিলম্বেই আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাচ্ছি।"

সোয়ামেস বলল, "অসাধু উপায়ে অর্জিত সুবিধার সুযোগ নিতে যে তুমি চাও নি সেকথা শুনে সত্যি আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমার মনোভাব হঠাৎ বদলালে কেন?"

গিলক্রিস্ট বানিস্টারকে দেখিয়ে দিল।

বলল, "এই লোকটিই আমাকে ঠিক পথে নিয়ে এসেছে।"

হোমস বলল, "এবার তুমিই বল বানিস্টার। আমি যা বলেছি তা থেকেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে একমাত্র তুমিই এই যুবকটিকে ধরিয়ে দিতে পারতে, কারণ তুমি তখন এই ঘরে ছিলে, আর ইচ্ছা করলেই বেরিয়ে যাবার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে দিতে পারতে। তার পক্ষে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটাও তো অবিশ্বাস্য। এই রহস্যের শেষ গিঁটটা কি তুমি খুলতে পার না? কেন তুমি এ কাজ করেছিলে তা কি আমাদের বলতে পার না?"

"শুনলেই বুঝতে পারবেন স্যার যে কথাটা খুবই সহজ; কিন্তু আপনি যত বুদ্ধিমানই হন তবু সেকথা বোঝা আপনার পক্ষে সম্ভব হত না। স্যার, একসময় আমি এই ভদ্রলোকের বাবা বৃদ্ধ স্যার জ্যাবেজ গিলক্রিস্ট-এর খানসামা ছিলাম। তিনি যখন সর্বস্ব খুইয়ে বসলেন তখন আমি এই কলেজে চাকরি নিলাম, কিন্তু দুর্দিনে পড়েছেন বলেই আমার পুরনো মনিবকে ভুলে যাই নি। সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে করে সাধ্যমত তার ছেলের সেবাযত্ন করেছি। দেখুন স্যার, হৈ-চৈ শুনে কাল এই ঘরে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ল চেয়ারের উপরে মিঃ গিলক্রিস্ট-এর ভাল চামড়ার দস্তানার উপর। দস্তানা জোড়া আমি ভাল করেই চিনতাম, আর তার অর্থও বুঝতে পারলাম। মিঃ সোয়ামেস যদি ওগুলো দেখতে পান তাহলে খেল্ খতম হয়ে যাবে। ধপ্ করে চেয়ারটার উপর বসে পড়লাম; মিঃ সোয়ামেস আপনার কাছে চলে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সেখান থেকে উঠি নি। তখন বেচারি ছোট মনিব আমার কাছে এল; সব কথা আমাকে বলল। তাকে যে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। তাই আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব এটাই কি স্বাভাবিক নয় স্যার? এটাই কি স্বাভাবিক নয় যে, তার স্বর্গত পিতা যেভাবে তার সঙ্গে কথা বলতেন, তাকে যেভাবে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে এ রকম কাজ করে লাভবান হওয়া তার সাজে না, আমিও ঠিক তাই করব? সেজন্য কি আপনি আমাকে দোষ দেবেন স্যার?"

হোমস উঠে দাঁড়িয়ে সানন্দে বলল, "নিশ্চয়ই না! সোয়ামেস, আপনার ছোট্ট সমস্যাটির মীমাংসা তো হয়ে গেল। ওদিকে আমাদের প্রাতরাশ অপেক্ষা

করছে। এস ওয়াটসন? আর তোমার কথা স্যার, আমি বিশ্বাস করি রোডেসিয়ায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। একবার তুমি নীচে নেমেছিলে; আমরা দেখতে চাই, ভবিষ্যতে কত উঁচুতে তুমি উঠতে পার।"



সোনার পিঁস-নে

The Golden Pince-nez

১৮৯৪ সালে আমরা যেসব কাজ করেছি তার বিবরণ লেখা পাণ্ডুলিপির তিনটি মোটা মোটা খণ্ডের দিকে যখন তাকাই তখন সেই প্রচুর মাল-মশলার ভিতর থেকে যে সমস্ত কেস নিজগুণেই আকর্ষণীয় এবং সেই সঙ্গে যার মধ্যে আছে সেইসব গুণের সমাবেশ যার ভিতর দিয়ে আমার বন্ধুর খ্যাতির মূলগত বিশেষ ক্ষমতাগুলিও আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলিকে বেছে নেওয়া সত্যি আমার পক্ষে খুব শক্ত হয়ে ওঠে। পাতা ও'টাতে ও'টাতে চোখে পড়ল লাল জোঁক ও ব্যাংকার ক্রসবির নৃশংস মৃত্যুর বিরক্তিকর কাহিনীর উপর আমার মন্তব্যটি, এডলন্টন দুর্ঘটনা ও সেকেলে বৃটিশ ঠেলাগাড়ির বিচিত্র বস্তু-সম্ভারের বিবরণও এখানে দেখতে পাচ্ছি। বিখ্যাত স্মিথ-মর্টিমার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কেসটিও এই একই সময়ের। আরও আছে রাজপথের প্রকাশ্য খুনী হুরেত্-এর পশ্চাদ্ধাবন ও গ্রেপ্তার—যে সাফল্যের ফলে হোমস পেয়েছিল ফরাসী প্রেসিডেণ্টের নিজের হাতে লেখা ধন্যবাদপত্র এবং "অর্ডার অব্ দি লিজিয়ন অব্ অনার" খেতাব। এর যে কোন একটি কাহিনী হতে পারে, কিন্তু আমার মতে সব দিকে বিবেচনা করলে "ইয়কস্লি ওল্ড প্লেস"-এর ঘটনার মত একসঙ্গে এতগুলি বৈশিষ্ট্যের মিলন আর কোন ঘটনাতেই পাওয়া যাবে না; তরুণ উইলোবি স্মিথ-এর শোচনীয় মৃত্যু ছাড়াও সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল পরবর্তী-কালের এমন সব ঘটনা যা উক্ত অপরাধের কারণ সম্পর্কে আশ্চর্যরকমের আলোকপাত করেছিল।

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে একটি উন্মত্ত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত। সারাটা সন্ধ্যা হোমস ও আমি চুপচাপ বসেছিলাম। সে ব্যস্ত ছিল একখানি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কাঁচের সাহায্যে একখানি দুইবার লেখা প্রাচীন-লিপির মূল পাঠোদ্ধারের কাজে, আর আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম একখানি সাম্প্রতিক সার্জারির বই। বাইরে বেকার স্ট্রীটের বুকের উপর চলেছে ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি, আর জানালার উপর প্রচণ্ড বেগে ঝরছে বৃষ্টির ধারা। আমাদের চারদিকে ছড়ানো দশ মাইল ব্যাপী মানুষের হাতে-গড়া এই শহরের উপর প্রকৃতির এই লৌহ-কঠিন

চাপের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়; মনে হয়, সমস্ত লণ্ডন শহরটাই বুঝি প্রকৃতির এই প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে মাঠের বুকে ছড়ানো কতকগুলো উইয়ের ঢিপির চাইতে বেশী কিছু নয়। জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের নির্জন রাস্তাটার দিকে তাকালাম। মাঝে মাঝে বাতির আলো পড়ে কর্দমাক্ত রাস্তা ও ফুটপাথটা চকচক করছে। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দিক থেকে একটিমাত্র গাড়ি পথ বেয়ে ছুটে আসছে।

কাঁচখানাকে একপাশে রেখে হাতের কাগজটা মুড়ে হোমস বলল, "দেখ ওয়াটসন, ভাগ্য ভাল যে আজ রাতে আমাদের বাইরে বেরুতে হয় নি। এক-দিনের পক্ষে যথেষ্ট কাজ করেছি। এতে চোখের উপর চাপও পড়ে খুব বেশী। যদ্দুর বুঝতে পারছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে থেকে অ্যাবে-র যে বিবরণ পাওয়া যায় তার চাইতে উত্তেজনাপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। হেলোয়া! হেলোয়া! হেলোয়া! এটা কি?"

বাতাসের গর্জনের ভিতর দিয়ে ভেসে এল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আর চাকার থেমে যাওয়ার ঘস্‌ঘসানি। যে গাড়িটা দেখেছিলাম সেটা আমাদের দরজার সামনেই থেমেছে।

একটি লোক গাড়ি থেকে নামল। আমি বলে উঠলাম, "এত রাতে সে কি চায়?"

"চায়! আমাদের চায়। আর—হায় ওয়াটসন—আমরা চাই ওভারকোট, কম্ফর্টার, পা-ঢাকা জুতো এবং আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করবার যতরকম ব্যবস্থা মানুষ আবিষ্কার করেছে সে সবকিছু। একটু সবুর কর; আরে! গাড়িটা যে চলে গেল! তাহলে এখনও আশা আছে। আমাদের যাবার দরকার থাকলে লোকটি নিশ্চয় গাড়িটাকে আটকে রাখত। দৌড়ে যাও ভাই, দরজাটা খুলে দাও, কারণ পুণ্যবান লোকেরা সকলেই অনেকক্ষণ হল বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।"

হলের আলোটা যখন আমাদের মধ্যরাতের অতিথির উপর পড়ল তখন তাকে চিনতে কোন কষ্ট হল না। উদীয়মান তরুণ গোয়েন্দা স্ট্যানলি হপকিন্স। এর আগে হোমস বেশ কয়েকবার তার কাজে আগ্রহ দেখিয়েছে।

সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "উনি আছেন তো?"

উপর থেকে হোমসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "উপরে উঠে এস হে বাপু। আশা করি এহেন রাতে কোনরকম মতলব নিয়ে তুমি আস নি"

গোয়েন্দাটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বাতির আলো পড়ে তার বর্ষাতিটা চকচক করছে। সেটা ছাড়তে আমি তাকে সাহায্য করলাম, আর হোমস অগ্নি-কুণ্ডের কাঠগুলোকে আর একটু নেড়েচেড়ে দিল।

বলল, "হপকিন্স, এবার এগিয়ে বসে হাত-পাগুলো গরম করে নাও;

এই নাও চুরুট, আর ডাক্তার তোমাকে অবশ্যই দেবে লেবু-জলের দাওয়াই—এ রকম রাতে সেটাই মোক্ষম ওষুধ। নিশ্চয় কোন গুরুতর কাজ নিয়েই এই ঝড়ের রাতে এখানে এসেছ?"

"সত্যি তাই মিঃ হোমস। সারাটা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। সর্বশেষ সংস্করণের কাগজে 'ইয়কস্‌লি' ঘটনার কিছু আপনার চোখে পড়েছে কি?"

"পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালের কিছুই আজ দেখি নি।"

"অবশ্য একটিমাত্র অনুচ্ছেদ, তাও ভুলে ভর্তি, কাজেই আপনার লোকসান কিছু হয় নি। আমি কিন্তু পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেই নি। জায়গাটা কেণ্ট-এ, চ্যাথাম থেকে সাত মাইল, আর রেলপথ থেকে তিন মাইল। তারটা পাই তিনটে পনেরোতে, 'ইয়কস্‌লি ওল্ড প্লেস'-এ পৌঁছই পাঁচটায়, তদন্ত করি, শেষ ট্রেন ধরে ফিরে আসি চেয়ারিং ক্রশ-এ, আর সেখান থেকে গাড়িতে চেপে সোজা এখানে।"

"তার অর্থ, কেসটা সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার কোন ধারণা করতে পার নি?"

"তার অর্থ, মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নি। যতদূর বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা এতই জট-পাকানো যে এরকম কেস আগে কখনও হাতে আসে নি; অথচ গোড়ায় মনে হয়েছিল; কেসটা এত সরল যে কোনরকম ভুল হতেই পারে না। কি জানেন মিঃ হোমস, কোনরকম উদ্দেশ্যই খুঁজে পাচ্ছি না। এখানেই যত গোলমাল—উদ্দেশ্যটাই ধরতে পারছি না। একটা লোক মারা গেছে—সেটা তো অনস্বীকার্য—কিন্তু আমি যতদূর দেখছি, কেউ তার কোন ক্ষতি কেন করবে তার কারণই বোঝা যাচ্ছে না।"

হোমস চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল।

বলল, "ব্যাপারটা বল তো শুনি।"

স্ট্যান্‌লি হপকিন্স বলতে লাগল, "ঘটনাগুলি মোটামুটি পেয়ে গিয়েছি। এখন শুধু সেগুলোর অর্থ জানতে চাই। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত গল্পটা এইরকম। কয়েক বছর আগে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এই ইয়কস্‌লি ওল্ড প্লেস' নামক পল্লী-ভবনটি কেনে। তার নাম বলেন অধ্যাপক কোরাম। লোকটি পঙ্গু। অর্ধেক সময় বিছানাতেই কাটান, আর বাকি সময়টা হয় লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ান, আর না হয় তো বাগানের মালী তাকে বাথ চেয়ারে বসিয়ে বাগানের মধ্যে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। যে ক'জন প্রতিবেশী তার কাছে আসে তারা সকলেই তাকে পছন্দ করে, আর ও অঞ্চলে বেশ পণ্ডিত লোক বলেও তার খ্যাতি আছে। মাত্র দুজনকে নিয়ে তার সংসার—একটি বয়স্কা গৃহকর্ত্রী, নাম মিসেস মার্কার, আর অপরটি দাসী সুসান টার্লটন। এখানে আসার সময় থেকেই দুজন তার কাছে আছে; তাদের দেখে বেশ ভাল মানুষ বলে মনে হয়। অধ্যাপক একটা পাণ্ডিত্য-

পূর্ণ বই লিখেছেন, আর সেজন্য বছরখানেক আগে তার একজন সচিব রাখার দরকার হয়ে পড়ে। প্রথম দুজনকে দিয়ে সুবিধা হয় না; কিন্তু তৃতীয়জন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বেরিয়ে-আসা মিঃ উইলোবি স্মিথ-এর মত একজন লোকই যেন তিনি চেয়েছিলেন। তার কাজ ছিল সারা সকাল অধ্যাপকের বক্তব্যকে লিখে নেওয়া, আর সন্ধ্যাবেলা পরের দিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বই-পত্র ও লেখালেখি খুঁজে রাখা। বাল্যকালে আপিংহাম-এ অথবা যৌবনে কেমব্রিজ-এ এই উইলোবি স্মিথ-এর বিরুদ্ধে কোন কিছুই জানা যায় নি। তার প্রশংসাপত্রগুলি আমরা দেখেছি; এখানেও প্রথম থেকেই সে ছিল ভদ্র, শান্ত, পরিশ্রমী; তার মধ্যে কোন ত্রুটিই পাওয়া যায় নি। অথচ এই ছেলেটিই আজ সকালে অধ্যাপকের পড়ার ঘরে যে পরিস্থিতিতে মারা গেছে তাতে তো খুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না।"

জানালায় বাতাসের হুংকার সমানেই চলেছে। হোমস ও আমি আগুনের কাছে আরও ঘন হয়ে বসলাম, আর তরুণ ইন্সপেক্টরটি ধীরে ধীরে একটি একটি করে তার সব কথা বলে যেতে লাগল।

"সারা ইংলণ্ড খুঁজে বেড়ালেও এরকম একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, বাইরের প্রভাবমুক্ত সংসার আপনি পাবেন বলে মনে করি না। একটা গোটা সপ্তাহ কেউ হয়তো বাগানের ফটকের বাইরেই পা দিল না। অধ্যাপক তার কাজেই ডুবে থাকেন; আর কোনদিকেই তার লক্ষ্য নেই। যুবক স্মিথও এ অঞ্চলের কাউকে চেনে না, কাজেই তার জীবনযাত্রাও মনিবের মতই। স্ত্রীলোক দুটির বাইরে যাবার কোন টানই নেই। মালী মর্টিমার বাথ-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বেড়ায়; সে একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক; বৃদ্ধের বাড়ি ক্রিমিয়ায়; চমৎকার মানুষ। সে মূল বাড়িটাতে থাকে না; থাকে বাগানের অপর প্রান্তে একটা তিন-ঘরের কটেজে। ইয়কস্‌লি ওল্ড প্লেস-এর চৌহদ্দির মধ্যে শুধু এই ক'টি লোককেই আপনি পাবেন। বাগানের ফটকটাও লণ্ডন-চ্যাথাম রাস্তা থেকে একশ' গজ দূরে। একটা খিল দিয়ে আটকানো। ফলে যে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে।

"এবার সুসান চার্লটন-এর সাক্ষ্যের কথা আপনাদের বলছি, কারণ সেই একমাত্র লোক যে এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট কথা বলতে পারে। সময়টা প্রাক মধ্যাহ্ন—এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। ঠিক সেই সময় দোতলার সামনের দিককার শোবার ঘরের পর্দা টাঙাবার কাজে সে ব্যস্ত ছিল। অধ্যাপক কোরাম তখন বিছানায় শুয়ে, কারণ আবহাওয়া খারাপ হলে তিনি দুপুরের আগে বড় একটা বিছানা ছেড়ে ওঠেন না। গৃহকর্ত্রী বাড়ির পিছন দিকে কিছু কাজে ব্যস্ত ছিল। উইলোবি স্মিথ তার শোবার ঘরেই ছিল, সেটাকেই সে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু দাসীটি পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারে যে ঠিক সেইমুহূর্তে সে দালানটা পার হয়ে দাসীর ঠিক

নীচেকার পড়ার ঘরে নেমে গেল। দাসী তাকে দেখে নি, তবে সে বলেছে, যুবকটির দ্রুত, দৃঢ় পায়ের শব্দ সে ভুল করতে পারে না। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ সে শোনে নি, কিন্তু মিনিটখানেক পরেই নীচের সেই ঘরেই একটা ভয়ংকর চীৎকার শোনা যায়। চীৎকারটা এতই প্রবল ও কর্কশ, এতই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেকোন লোকেরই হতে পারে। পরমুহূর্তেই ধপাস্ করে একটা ভারী শব্দ হল, আর তারপরেই সব চুপচাপ। দাসীটি মুহূর্তের জন্য পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল; তারপরেই সাহস ফিরে পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে গেল। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল; সেই খুলল। ভিতরে মিঃ উইলোবি স্মিথ মেঝেয় পড়ে আছে। প্রথমে সে কোন আঘাত দেখতে পায় নি, কিন্তু তাকে ধরে তুলতে গিয়েই দেখে গলার নীচের দিক থেকে রক্ত ঝরছে। একটা ছোট কিন্তু গভীর ক্ষত গলাটাকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে; ফলে 'ক্যারোটিড' ধমনীটা দুভাগ হয়ে গেছে। যে অস্ত্র দিয়ে আঘাতটা করা হয়েছিল সেটা তার পাশেই কার্পেটের উপর পড়ে ছিল। সেকেলে ধরনের লেখার টেবিলে গালা দিয়ে সিল করবার কাজে ব্যবহারের জন্য যেরকম ছোট ছুরি রাখা হত এটাও সেইরকম ছুরি; হাতির দাঁতের হাতল, শক্ত ফলা। অধ্যাপকের নিজের ডেস্কেই ছুরিটা ছিল।

"প্রথমে দাসীটি ভেবেছিল যে স্মিথ মারাই গেছে, কিন্তু কপালে জলের ছাট দিতেই মুহূর্তের জন্য সে চোখ মেলে তাকিয়েছিল। অস্পষ্ট স্বরে বলেছিল, "অধ্যাপক—সেই মহিলাই।" দাসীটি শপথ করে বলছে, ঠিক এই কথাগুলিই সে বলেছিল। আরও কিছু বলবার আপ্রাণ চেষ্টা সে করেছিল; ডান হাতটা শূন্যে উপরে তুলেছিল। তারপরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

"ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রীও সেখানে এসে হাজির; কিন্তু কিছুটা দেরী হয়ে যাওয়াতে যুবকটির মৃত্যুকালীন কথাগুলি সে শুনতে পায় নি। সুসানকে মৃতদেহের কাছে রেখে সে দৌড়ে অধ্যাপকের ঘরে যায়। তিনি তখনও উত্তেজিত অবস্থায় বিছানাতেই বসেছিলেন, কারণ যেটুকু শব্দ তার কানে এসেছিল তাতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। মিসেস মার্কার দিব্যি করে বলতেও রাজী যে তিনি তখনও রাতের পোশাকেই ছিলেন; আসলে মর্টিমারের সহায়তা ছাড়া তার পক্ষে পোশাক বদলানো অসম্ভব, আর মর্টিমারের আসবার কথা বারোটায়। অধ্যাপক বলছেন অনেক দূরের একটা চীৎকার তিনি শুনেছেন, কিন্তু তার বেশী কিছুই জানেন না। 'অধ্যাপক সেই মহিলাই যুবকটির এই শেষ কথার কোন ব্যাখ্যাও তিনি দিতে পারেন নি, তবে তার ধারণা, ওটা বিকারের ফল। তার বিশ্বাস, পৃথিবীতে উইলোবি স্মিথ-এর কোন শত্রু ছিল না, কাজেই

এই দুষ্কর্মের কোন কারণই তিনি বলতে পারেন না। প্রথমেই তিনি মালী মর্টিমারকে থানায় পাঠিয়েছিলেন। একটু পরেই বড় কনস্টেবল আমাকে ডেকে পাঠায়। আমি সেখানে যাবার আগে কোন কিছুই সরানো হয় নি, আর আমিও কড়া হুকুম জারি করেছি, বাড়িতে ঢুকবার পথ দিয়ে যেন কেউ না হাঁটে। মিঃ শার্লক হোমস, আপনার মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করবার এই একটি চমৎকার সুযোগ। সেখানে কোন কিছুরই অভাব নেই।"

একটুখানি তিক্ত হাসির সঙ্গে আমার সঙ্গী বলল, "শুধু মিঃ শার্লক হোমস ছাড়া! যাকগে, তোমার কথাই শোনা যাক! বল, কতদূর কি করেছ?"

"মিঃ হোমস, প্রথমেই এই নক্সাটা দেখুন, অধ্যাপকের পড়ার ঘর ও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য জায়গার অবস্থানের একটা ধারণা করতে পারবেন। আমার তদন্তের ধারা অনুসরণ করতেও এতে সুবিধা হবে।"

নক্সাটার ভাঁজ খুলে সে হোমসের হাঁটুর উপর মেলে ধরল। হোমসের পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে আমিও নক্সাটা দেখতে লাগলাম।

"এটা একটা খসড়ামাত্র; মোটামুটি জিনিসগুলো দেখানো আছে; বাকিটা তো পরে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। প্রথমেই যদি ধরে নেওয়া যায় যে খুনী বাড়িতে ঢুকেছিল, তাহলে সে (পুরুষ অথবা স্ত্রী) কোন্ পথে ঢুকেছিল? নিশ্চয়ই বাগানের পথে এসে পিছনের দরজা দিয়ে, কারণ সেখান থেকে পড়ার ঘরে যাবার সরাসরি পথ আছে। অন্য যেকোন পথ অত্যন্ত ঘুরপাকের ব্যাপার। আর ঐ একই পথে সে পালিয়েছে, কারণ বাকি দুটো বের হবার পথের একটা আটকে দিয়েছিল সুসান, সে তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, আর অপরটা গেছে সোজা অধ্যাপকের শোবার ঘরে। সুতরাং সোজাসুজি বাগানের পথটার উপরেই নজর দিলাম। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় মাটি নরম হয়ে থাকার ফলে পায়ের ছাপ খুঁজে পাবার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট।

"পরীক্ষার ফলে বুঝতে পারলাম, খুনী যেমন সতর্ক, তেমনই দক্ষ। পথের উপর পায়ের কোন ছাপ নেই। অবশ্য পথের পাশের ঘাসের উপর দিয়ে যে কেউ হেঁটে গেছে সেবিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, আর সে কাজ সে করেছে যাতে পায়ের ছাপ না পড়ে। কোন স্পষ্ট ছাপ কিছু পাই নি, কিন্তু ঘাস মাড়িয়ে যাবার চিহ্ন রয়েছে, কাজেই নিঃসন্দেহে কেউ সেখান দিয়ে গিয়েছে। যেতে পারে একমাত্র খুনী, কারণ মালী বা অন্য কেউ সেদিন সকালে ওদিকেই যায় নি, আর বৃষ্টিটা হয়েছিল রাতের দিকে।"

"এক মিনিট," হোমস বলল। "সে পথটা কোন্ দিকে গেছে?"

"রাস্তার দিকে।"

"কতটা লম্বা ?"

"শ'খানেক গজের মত।"

"পথটা যেখানে ফটকটা পার হয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই পায়ের ছাপ দেখতে পেতে ?"

"দুর্ভাগ্যবশত সেই জায়গায় পথটার উপরে টালি পাতা।"

"আর রাস্তাটার উপরে ?"

"না; রাস্তাটা পায়ে পায়ে একেবারে কাদায় মাখামাখি।"

"বটে—বটে। আচ্ছা, আচ্ছা, ঘাসের উপর যে ছাপগুলো—সেগুলো আসার না যাওয়ার ?"

"বলা অসম্ভব। কোন পরিষ্কার ছাপই ছিল না।"

"পাটা বড় না ছোট ?"

"বোঝা মুস্কিল।"

হোমস ধৈর্য হারাবার মত একটা অস্পষ্ট শব্দ করল। বলল, "তারপর থেকেই তো বৃষ্টি পড়ছে, ঝড় বইছে। ওই তুবার লেখা কাগজটা পড়ার চাইতেও যে এটা পড়া এখন বেশী শক্ত হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর তো কোন উপায় নেই; আচ্ছা হপকিন্স, তুমি যে নিশ্চিতভাবে কিছুই করতে পার নি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পরে তুমি কি করলে ?"

"মিঃ হোমস, আমি কিন্তু মনে করি যে অনেক কিছুই আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি। আমি জেনেছি যে কেউ একজন বাইরে থেকে চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকেছিল। তারপর দালানটা পরীক্ষা করে দেখলাম। নারকেলের মাদুর পাতা থাকায় সেখানেও কোন ছাপ পড়ে নি। তখন পড়ার ঘরে ঢুকলাম। ঘরে আসবাবপত্র যৎসামান্য। প্রধান আসবাব একটা বড় লেখার টেবিল। তার সঙ্গে একটা দেরাজ আটকানো; দেরাজে দুই সারি টানা আর তাদের মাঝখানে একটা ছোট ক্যাবার্ড। টানাগুলো খোলা, কিন্তু ক্যাবার্ডটা তালাবন্ধ। মনে হয় টানাগুলো সব সময়ই খোলা থাকে, আর তাতে দামী কিছু রাখা হয় নি। অনেকগুলি দরকারী কাগজপত্র ক্যাবার্ডে ছিল, কিন্তু তাতে কেউ হাত দেয় নি। অধ্যাপকও বলেছেন যে কিছুই খোয়া যায় নি। কাজেই কোনরকম ডাকাতি যে হয় নি সেটাও নিশ্চিত।

"এবার যুবকটির মৃতদেহের কথায় আসি। মৃতদেহটা ছিল দেরাজের কাছে, ঠিক সেটার বাঁ দিকে। আঘাতের চিহ্নটা ছিল গলার ডান দিকে, পিছন থেকে সামনে; কাজেই আত্মঘাতী হবার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না।"

"যদি না সে ছুরিটার উপর পড়ে গিয়ে থাকে," হোমস বলল।

"ঠিক। সে কথাও আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু ছুরিটা পাওয়া গিয়েছিল মৃতদেহ থেকে কয়েক ফুট দূরে; কাজেই সেটাও অসম্ভব বলেই মনে হয়। তারপর অবশ্য লোকটির মৃত্যুকালীন কথাগুলো তো

আছেই। এবং শেষ পর্যন্ত আছে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যেটি মৃত ব্যক্তির ডান হাতের মুঠোতে ধরা ছিল।"

স্ট্যানলি হপকিন্স তার পকেট থেকে একটা ছোট কাগজের প্যাকেট বের করল। সেটা খোলা হলে তার ভিতরে দেখা গেল একটি সোনার পিঁস্-নে; তার কোণ থেকে কালো রেশমি ফিতের দুটো ছিন্ন প্রান্ত ঝুলছে। সে বলল, "উইলোবি স্মিথ-এর চোখের দৃষ্টি খুবই ভাল ছিল। কাজেই এটা যে-খুনীর মুখ থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে সেবিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

শার্লক হোমস চশমা জোড়া হাতে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে দেখতে লাগল। নাকের কাছে ধরল, চোখে লাগিয়ে পড়তে চেষ্টা করল, জানালার কাছে গেল, চশমা-চোখে রাস্তার দিকে তাকাল, বাতির একেবারে কাছে নিয়ে পুরো আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, আর শেষ পর্যন্ত মুচকি হেসে টেবিলে গিয়ে বসল এবং কাগজে কয়েক লাইন লিখে সেটাকে স্ট্যানলি হপকিন্স-এর দিকে ঠেলে দিল।

বলল, "তোমার জন্য এর বেশী কিছু করতে পারছি না। আশাকরি এটা তোমার কাজে লাগবে।"

বিস্মিত গোয়েন্দাটি সশব্দে চিরকুটটা পড়তে লাগল। তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল:

"মহিলার মত সাজে সজ্জিত শিষ্টাচারপরায়ণ একটি স্ত্রীলোকের সন্ধান চাই। তবে নাকটি বিশেষরকম মোটা, চোখ দুটি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে বসানো। কপালে অনেকগুলি ভাঁজ আছে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সম্ভবত কাঁধ দুটি গোলাকার। এমন লক্ষণ দেখা যাবে যাতে বোঝা যায় গত কয়েক মাসের মধ্যে তাকে অন্তত দু'বার চশমাওয়ালার কাছে যেতে হয়েছে। যেহেতু তার চশমার কাঁচ অত্যন্ত উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং যেহেতু চশমাওয়ালাদের সংখ্যা অগুণতি নয়, তাই তাকে খুঁজে বের করা খুব শক্ত কাজ হওয়া উচিত নয়।"

হপকিন্সকে অবাক হতে দেখে হোমস একটু হাসল। আমার মুখেও নিশ্চয় বিস্ময়ের ছায়া পড়েছিল।

সে বলল, "আমার অনুমানগুলি অবশ্যই খুব সরল। একজোড়া চশমা, বিশেষ করে এই চশমাজোড়ার মত উল্লেখযোগ্য চশমা থেকে তথ্যাদি অনুমান করা যত সুবিধাজনক এমন আর একটি জিনিসের উল্লেখ করা খুব শক্ত। চশমাজোড়া যে কোন স্ত্রীলোকের সেটা অনুমান করেছি এর গঠন-কৌশল দেখে এবং মৃত লোকটির কথাগুলো থেকেও অবশ্য। স্ত্রীলোকটি যে রুচিসম্পন্না ও সুসজ্জিতা সেটা ধরতে পেরেছি, কারণ দেখতেই পাচ্ছ চশমার ফ্রেম নিরেট সোনা দিয়ে সুন্দরভাবে তৈরি; এরকম চশমা যে পরে সে অন্য সব ব্যাপারে নোংরা হবে এটা ভাবতেই পারা যায় না। তোমরাই দেখ, চশমার "সেতু"টা

তোমাদের নাকের পক্ষেই চওড়া, কাজেই মহিলাটির নাকের ভিত্‌টা নিশ্চয়ই খুব চওড়া হবে। এই ধরনের নাক সাধারণতই ছোট ও মোটা হয়ে থাকে, কিন্তু যেহেতু তার ব্যতিক্রমও দেখা যায় সেজন্য আমার বিবরণে সে কথার উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছি। আমার নিজের মুখ বেশ সংকীর্ণ, তথাপি দেখতে পাচ্ছি, আমার দৃষ্টিকে কাঁচের ঠিক মাঝখানে বা তার কাছাকাছি আনতে পারছি না। কাজেকাজেই মহিলাটির চোখ দুটি দুই কানের কাছাকাছি বসানোই হবে। তুমিও দেখ ওয়াটসন, কাঁচদুটি অবতলক আর অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন। সারা জীবন যে মহিলার দৃষ্টিশক্তির উপর এত বেশী চাপ পড়েছে তার মুখমণ্ডলে, অনিবার্য দৈহিক পরিণতি দেখা দিতে বাধ্য, আর সেটা দেখা যাবে কপালে, চোখের পাতায় ও ঘাড়ে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তোমার সব যুক্তিই আমি বুঝতে পারছি। তবু বলছি, চশমাওয়ালাদের কাছে দু'বার যাবার তথ্যটা তুমি কোথায় পেলে সেইটে বুঝতে পারছি না।"

হোমস চশমাটা হাতে নিল।

বলল, "লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, নাকের উপর চাপটা কমাবার জন্য "সেতু"র নীচে ছোট কর্কের পাত বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার একটা বিবর্ণ এবং কিছুটা জীর্ণও বটে, কিন্তু অপরটি নতুন। স্পষ্টতই একটা পাত পড়ে যাওয়ায় আর একটা লাগানো হয়েছে। আমার বিবেচনায় যেটা পুরনো সেটা কয়েক মাসের বেশী সময় আগেকার নয়। আর পাত দুটি ঠিক একই রকমের হওয়ায় আমি জানতে পারি যে মহিলাটি দ্বিতীয়বার একই দোকানে গিয়েছিল।"

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় হপকিন্স চেঁচিয়ে বলল, "হায় জর্জ, এ যে বিস্ময়কর! ভাবুন তো, এ সব প্রমাণই তো আমার হাতে ছিল, অথচ আমি ধরতেও পারি নি। অবশ্য লণ্ডনের চশমাওয়ালাদের মহলে একবার ঘুরে আসবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল।"

"অবশ্যই যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই কেস সম্পর্কে তোমার আর কিছু বলবার আছে কি?"

"কিছু না মিঃ হোমস। দেখছি আমি যা জানি আপনিও তাই জানেন—হয়তো বেশীই জানেন। পল্লীর অথবা রাস্তায় বা রেলওয়ে স্টেশনে কোন অপরিচিত লোক এসেছে কি না সে খোঁজও করেছি; কিন্তু সেরকম কোন লোকের কথা শুনি নি। আমার যেটা খটকা লাগছে সেটা হল অপরাধের উদ্দেশ্যের অভাব। উদ্দেশ্যের একটা ছায়াও কেউ ধরতে পারছে না।"

"আহা! সে ব্যাপারে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। কিন্তু তুমি কি চাও যে কাল আমরা তোমার সঙ্গে যাই?"

"তা তো চাইই মিঃ হোমস, অবশ্য সেটা যদি খুব বেশী চাওয়া না হয়।

সকাল ছ'টায় চেয়ারিং ক্রশ থেকে চ্যাথাম যাবার একটা ট্রেন আছে। সেটায় চাপলে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আমরা ইয়কস্‌লি ওল্ড প্লেস-এ পৌঁছে যাব।"

"তাহলে সেটাতেই যাওয়া যাবে। তোমার এই কেসের সত্যি কিছু কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে; এটাতে কিছু কাজ করতে পারলে আমি খুশিই হব। আচ্ছা, এখন প্রায় একটা, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া ভাল। আশা করি, আগুনের সামনেকার ঐ সোফাটাতেই তুমি ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। যাত্রা শুরু করবার আগে স্পিরিট-ল্যাম্পটা জ্বেলে আমিই তোমাকে এক কাপ কফি করে দেব।"

পরদিন সকালে ঝড় থেমে গেল, কিন্তু আমরা যখন বেরিয়ে পড়লাম তখনও খুব শীত। টেমস-এর তীরবর্তী নির্জন জলাভূমি এবং নদীটার দীর্ঘ, বিষণ্ণ গতিপথের উপর দিয়ে শীতের সূর্য উঠছে। আমাদের গোয়েন্দা-জীবনের গোড়ার পর্বে সেই আন্দামান দ্বীপবাসীর পশ্চাদ্ধাবনের স্মৃতির সঙ্গে এই দৃশ্যাবলীর স্মৃতি চিরদিন আমার মনে থাকবে। দীর্ঘ, ক্লান্ত পথ পার হয়ে অবশেষে চ্যাথাম থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী একটা ছোট স্টেশনে আমরা নামলাম। স্থানীয় সরাইখানাতে একার সঙ্গে একটা ঘোড়া জুততে জুততেই আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিলাম এবং যথারীতি তৈরি হয়ে ইয়কস্‌লি ওল্ড প্লেস-এ পৌঁছে গেলাম। বাগানের ফটকেই একটি কনস্টেবলের সঙ্গে দেখা হল।

"এই যে উইলসন, কোন খবর আছে?"

"না স্যার, কিছু নেই।"

"কোন অপরিচিত লোককে দেখা গেছে কি?"

"না স্যার। স্টেশনের লোকরা জানিয়েছে, কোন অপরিচিত লোক গতকাল আসেও নি, যায়ও নি।"

"সরাইখানা ও ভাড়াটে বাড়িগুলোতে খোঁজ করেছিলে কি?"

"হ্যাঁ স্যার, লক্ষ্য করার মত কাউকে পাওয়া যায় নি।"

"দেখুন, স্টেশন থেকে দূরত্ব তো সামান্যই। যেকেউ এসে গাঢাকা দিয়ে থাকতেও পারে, আবার ট্রেন ধরে চলেও যেতে পারে। বাগানের এই পথটার কথাই আমি বলেছিলাম মিঃ হোমস। দিব্যি করে বলতে পারি, গতকাল এ পথে কোন পায়ের ছাপ ছিল না।"

"ঘাসের উপর কোন্ পাশে দাগ ছিল?"

"এই পাশে স্যার। একদিকে রাস্তা আর একদিকে ফুলের কেয়ারী, তার মাঝখানে এই সরু ঘাসে ঢাকা ফালি জমি। এখন কোন দাগ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু কাল স্পষ্ট দেখেছিলাম।"

ঘাসের সীমা বরাবর ঝুঁকে পড়ে হোমস বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেউ একজন হেঁটে গেছে। আমাদের মহিলাটি খুব সাবধানেই পা ফেলেছে। ফেলতেই হবে,

কারণ ওদিকে হাঁটলে পথের উপর পায়ের ছাপ পড়বে, আবার এদিকে হাঁটলে বাগানের নরম মাটিতে আরও স্পষ্ট ছাপ পড়বে তো ?"

"হ্যাঁ স্যার মহিলাটি খুব সাবধানী মানুষ।"

হোমসের মুখে একটা সাগ্রহ দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখলাম।

"তুমি বলতে চাও যে এই পথেই মহিলাটি ফিরে গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ স্যার ; আর কোন পথ নেই।"

"এই ঘাসের উপর দিয়েই ?"

"নিশ্চয় মিঃ হোমস।"

"হুম! কাজটা বেশ উল্লেখযোগ্য—খুবই উল্লেখযোগ্য। দেখ, মনে হচ্ছে রাস্তাটা দেখা শেষ হয়েছে। আরও এগিয়ে চল। বাগানের দরজাটা তো সব সময় খোলাই থাকে, তাই না ? তাহলে আগন্তুকের পক্ষে সোজা ঢুকে পড়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। খুনের চিন্তা তখনও তার মাথায় ছিল না, থাকলে সে নিশ্চয়ই একটা অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসত, লেখার টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে ব্যবহার করত না। এই দালান ধরেই গেছে, তাই নারকেলের মাদুরের উপর কোন দাগ পড়ে নি। তারপরেই ঢুকেছিল পড়ার ঘরে। কতক্ষণ সেখানে ছিল ? সেটা জানবার কোন উপায় নেই।"

"কয়েক মিনিটের বেশী নয় স্যার। একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। গৃহকর্ত্রী মিসেস মার্কার ঘরটা পরিষ্কার করতে কিছুক্ষণ আগেই সে ঘরে এসেছিল—সে বলছে সিকি ঘণ্টা মত আগে।"

"আচ্ছা, তাহলে একটা সময়-সীমা পাওয়া গেল। মহিলাটি এই ঘরে ঢুকে তারপর কি করল ? খেলার টেবিলটার কাছে গেল। কেন গেল ? টানার ভিতরকার কোন কিছু নেবার জন্য নয়। টানাতে যদি নেবার মত কিছু থাকত তাহলে সেটা তালাবন্ধই থাকত। না ; তার লক্ষ্য ছিল ওই কাঠের বুরোটা। হেলোয়া! এটার উপরে এ কিসের দাগ ? ওয়াটসন, দেশলাইটা জ্বালাও তো। এটার কথা আমাকে বল নি কেন হপকিন্স ?"

যে দাগটা সে পরীক্ষা করতে লেগে গেল সেটা পড়েছে চাবির ছিদ্রের ডান দিককার পিতলের পাতটার উপরে ; সেখান থেকে প্রায় চার ইঞ্চি ছাড়িয়ে গিয়ে কাঠের উপরকার বার্নিশের উপরেও আঁচড় পড়েছে।

"এটা আমি দেখেছিলাম মিঃ হোমস কিন্তু চাবির ছিদ্রের চারপাশে তো হামেসাই আঁচড়ের দাগ দেখা যায়।"

"এটা যে সদ্য পড়েছে—একেবারেই সদ্য। দেখ, পেতলের যেখানটা কেটেছে সে জায়গাটা চক্ চক্ করছে। আঁচড়টা পুরোনো হলে তার রং পিতলের অন্য জায়গার মতই হত। আমার এই কাঁচটার ভিতর দিয়ে দেখ। এই বার্নিশটাকে দেখাচ্ছে জমির শিরালার দুই পাশের মাটির মত। মিসেস মার্কার কি এখানে আছে ?"

"গতকাল সকালে তুমি বুরোটা ঝাড় দিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এই আঁচড়টা লক্ষ্য করেছিলে কি ?"

"না স্যার, দেখি নি।"

"আমিও জানতাম তুমি দেখ নি, কারণ ঝাঁটা লাগালে বার্নিশের গুঁড়োগুলো উড়ে যেত। এই বুরোর চাবি কার কাছে থাকে ?"

"অধ্যাপক তার ঘড়ির চেনের সঙ্গে রাখেন।"

"একটা সাধারণ চাবি কি ?"

"না স্যার ; 'চাব'-এর চাবি।"

"খুব ভাল। তুমি যেতে পার মিসেস মার্কার। এতক্ষণে কিছুটা এগোনো গেল। আমাদের মহিলাটি ঘরে ঢুকল, বুরোটার কাছে গেল এবং বুরোটা খুলল অথবা খুলতে চেষ্টা করল। সে যখন এই কাজে ব্যস্ত তখন ঘরে ঢুকল উইলোবি স্মিথ। তাড়াতাড়িতে চাবিটা বের করে নেবার চেষ্টা করতেই পাল্লার গায়ে এই আঁচড়টা পড়ে। স্মিথ মহিলাটিকে চেপে ধরে, আর সেও নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় হাতের কাছে এই ছুরিটা পেয়ে সেটাই তুলে নিয়ে তাকে আঘাত করে। আঘাত হয় মারাত্মক। স্মিথ পড়ে যায়, আর মহিলা পালিয়ে যায়—যে জিনিসের জন্য সে এসেছিল সেটা নিতেও পারে নাও নিতে পারে। দাসী সুসান এখানে আছে কি ? আচ্ছা সুসান, তুমি যখন চীৎকারটা শুনেছিলে তারপরে কি কারও পক্ষে ওই দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল ?"

"না স্যার ; সেটা অসম্ভব। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার আগেই আমি তাকে দালানে দেখতে পেতাম। তাছাড়া, দরজাটা খোলাই হয় নি ; হলে আমি নিশ্চয়ই তার শব্দ শুনতে পেতাম।"

"যাওয়ার ব্যাপারটা মিটে গেল। কোন সন্দেহ নেই যে মহিলাটি যে পথে এসেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি, অন্য পথটা দিয়ে যাওয়া যায় শুধু অধ্যাপকের ঘরে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোন পথ আছে কি ?"

"না স্যার।"

"এই পথে গিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করে আসি চল। হেলোয়া। হপকিন্স, এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ, সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপকের দালানেও তো নারকেলের মাদুর পাতা।"

"তাতে কি হল ?"

"তার সঙ্গে এই কেসের যোগাযোগটা ধরতে পারছ না ?" ঠিক আছে, আমিও তাহলে জোর দিচ্ছি না। আমারই ভুল হয়েছে। তবু আমার মনে হয় এটা ইঙ্গিতপূর্ণ। সঙ্গে গিয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে চল।"

আমরা দালানের পথে এগিয়ে চললাম। যে দালানটা বাগানের দিকে গেছে এটাও তার মতই লম্বা। দালানের শেষ প্রান্তে কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা ঘর। সঙ্গীটি দরজায় টোকা দিল, আর তারপরেই আমরা ঢুকলাম অধ্যাপকের শোবার ঘরে।

ঘরটা খুব বড়; অসংখ্য বইতে ঠাসা; তাকগুলো ভরে গিয়ে ঘরের কোণে কোণে স্তূপ করা; আলমারির নীচেও চারদিকে বইয়ের পর বই। বিছানাটা ঘরের মাঝখানে, আর সেখানেই বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে বাড়ির মালিক। এ রকম বিশিষ্ট চেহারার লোক আমি অল্পই দেখেছি। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যেন পক্ষীর মত একখানি শীর্ণ মুখ; ঝুলে-পড়া লোমশ ভুরুর নীচে কোটরগত দুটি কালো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চুল ও দাড়ি সাদা, শুধু মুখের চারপাশের দাড়িটাতে একটা অদ্ভুত হলদে ছোপ। পাকা দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে একটা সিগারেট জ্বলছে; কড়া তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সে যখন হোমসের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল তখন আমার চোখ পড়ল, হাতেও নিকোটিনের হলদে দাগ পড়েছে।

"ধূমপান চলে তো মিঃ হোমস?" একটা অদ্ভুত কৃত্রিম উচ্চারণে চোস্ত ইংরেজিতে অধ্যাপক বলল। "দয়া করে একটা সিগারেট নিন। আর আপনি স্যার? আমি বলছি খেয়ে দেখুন, আলেকজান্দ্রিয়ার আইয়োনাইড্‌স্‌-কে দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে এগুলো আনিয়েছি। এক একবারে এক হাজার সিগারেট সে আমাকে পাঠায়, কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন, প্রতি পনেরো দিন অন্তরই আমাকে নতুন চালান আনাতে হয়। খারাপ স্যার, খুবই খারাপ; কিন্তু বুড়ো বয়সে তো আর কোন সাধ-আহ্লাদ থাকে না। তামাক আর লেখা-পড়া—এই দুটি নিয়েই তো আছি।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে হোমস সমস্ত ঘরটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল।

বৃদ্ধ লোকটি আফশোসের সঙ্গে বলে উঠল, "তামাক আর আমার কাজ, কিন্তু এখন তো শুধু তামাকই সম্বল। হায়, কী মারাত্মক বিঘ্নই ঘটে গেল! এরকম ভয়ংকর বিপদের কথা কে ভাবতে পেরেছিল? এমন চমৎকার একটি যুবক! সত্যি বলছি, মাত্র কয়েক মাসেই সে একটি প্রশংসনীয় সহকারী হয়ে উঠেছিল। এবিষয়ে আপনার কি মত মিঃ হোমস?"

"আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি।"

"আমার কাছে তো সবই অন্ধকার। আপনি যদি আলো দেখাতে পারেন তো সত্যি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব। আমার মত একটা অসহায় বইয়ের পোকা পঙ্গু লোকের পক্ষে এ আঘাত যে মর্মঘাতী। চিন্তা করবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আপনি তো কাজের লোক—বাস্তব-

বুদ্ধির লোক। এ কাজ তো আপনার জীবনের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত। যেকোন জরুরি অবস্থায়ও নিজের ভারসাম্য ঠিকই বজায় রেখে চলতে পারেন। আপনাকে আমাদের পাশে পেয়ে সত্যি আমরা ভাগ্যবান।"

বৃদ্ধ অধ্যাপক যখন কথা বলে যাচ্ছিল হোমস তখন ঘরের একটা দিকে পায়চারি করছিল। লক্ষ্য করলাম, অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে সিগারেটে টান দিচ্ছে। বুঝলাম, গৃহস্বামীর মত তাজা আলেকজান্দ্রীয় তামাকটা তারও পছন্দ হয়েছে।

বৃদ্ধ বলতে লাগল, "হ্যাঁ স্যার, এ আঘাত আমাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। ঐ দেখুন আমার শ্রেষ্ঠ অবদান—ওদিককার সাইড-টেবিলের উপরকার স্তূপীকৃত ঐ কাগজপত্র। সিরিয়া ও মিশরের কোপ্টীয় মঠগুলিতে যেসব দলিলপত্র পাওয়া গেছে এগুলি তারই বিশ্লেষণাত্মক রচনা—একাজ অবতারবাদী ধর্মের একেবারে মূলে আঘাত করবে। আমার সহকারীটিকে হারাবার পরে আমার এই দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে একাজ কোনদিন সম্পূর্ণ করতে পারব কি না জানি না। আরে, মিঃ হোমস, আপনি দেখছি আমার চাইতে দ্রুতগতি ধূমপায়ী।"

হোমস হাসল।

বাক্সের ভিতর থেকে আরও একটা—এটা তার চতুর্থ—সিগারেট নিয়ে হাতের পোড়া সিগারেটের শেষাংশ থেকেই সেটাকে ধরিয়ে নিয়ে সে বলল, "আমি একজন সূক্ষ্ম শিল্প-বিচারক। অধ্যাপক কোরাম, আমি শুনেছি ঘটনার সময় আপনি বিছানাতেই ছিলেন, আর তাই সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেনও না; অতএব লম্বা জেরা করে আপনাকে বিরক্ত করব না। শুধু একটা প্রশ্ন করব—'অধ্যাপক—সেই মহিলাই' এই শেষ কথাগুলির সাহায্যে সে বেচারী কি বোঝাতে চেয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?"

অধ্যাপক মাথা নাড়তে লাগল।

বলল, "সুসান একটি গ্রাম্য মেয়ে। এই সব মেয়েরা যে কি অবিশ্বাস্য রকমের বোকা হয় তা তো আপনি জানেন। আমার ধারণা, বিকারের ঘোরে সে বেচারি কিছু অর্থহীন এলোমেলো কথা বলেছিল। আর সুসান তাকেই তালগোল পাকিয়ে এই অর্থহীন উক্তিতে পরিণত করেছে।"

"তাই বুঝি! আপনি নিজে কি এই শোচনীয় ঘটনার কোন কারণ অনুমান করতে পারেন?"

"হয় তো আকস্মিক দুর্ঘটনা; হয়তো—নিজেদের মধ্যেই চুপি চুপি বলছি—আত্মহত্যা। যুবকদের তো অনেকরকম গোপন ব্যাপার থাকে—হয় তো এমন কোন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার যার খবর আমরা জানতাম না। হত্যা অপেক্ষা এটাই অধিকতর সম্ভবপর ধারণা বলে আমার মনে হয়।"

"কিন্তু চশমাজোড়া?"

"হায়! আমি তো একটি ছাত্র মাত্র—শুধু স্বপ্নই দেখি। জীবনের বাস্তবতার কোন ব্যাখ্যাই আমার জানা নেই। তবু, আপনি তো বোঝেন বন্ধু, প্রেমের স্মারক কত বিচিত্র রূপ নিতে পারে। সে যাই হোক, আর একটা সিগারেট নিন। এগুলো খেয়ে কারও ভাল লাগলে আমি বড় আনন্দ পাই। একটা পাখা, একটা দস্তানা, একজোড়া চশমা—একটা মানুষ যখন তার জীবনটা শেষ করে দেয় তখন সে যে কোন্ বস্তু স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে বা মূল্যবান বস্তু হিসাবে সঙ্গে নিতে চায় তা কে জানে। আর ছুরিটার কথা? হয়তো পড়ে যাবার সময় তার হাত লেগেই ওটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। হতে পারে কথাগুলি আমি ছেলেমানুষের মত বলছি, কিন্তু আমার ধারণা উইলোবি স্মিথ নিজের হাতেই তার এই দশা ঘটিয়েছে।"

মনে হল, এই কথা শুনে হোমস চমকে উঠল। তারপরই সে চিন্তায় ডুবে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করল, আর সিগারেটের পর সিগারেট পোড়াতে লাগল।

অবশেষে বলল, "অধ্যাপক কোরাম; বলুন তো বুরোর ঐ ক্যাবার্ডে কি আছে?"

"চোরের কাজে লাগবার মত কিছুই নেই। পারিবারিক কাগজপত্র, আমার স্ত্রীর কিছু চিঠিপত্র, আর আমার সম্মানার্থে প্রদত্ত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা। এই তো চাবি আছে। আপনি নিজের চোখেই দেখতে পারেন।"

হোমস চাবিটা নিয়ে একমুহূর্ত সেটাকে দেখল, তারপর ফিরিয়ে দিল।

"না; তাতে আমার কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমি বরং চুপচাপ আপনার বাগানে চলে যেতে চাই। সেখানে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখব। আত্মহত্যার কথা আপনি যা বললেন তার স্বপক্ষেও কিছু বলবার থাকতে পারে। অধ্যাপক কোরাম, আপনার ঘাড়ে এসে চেপে বসার জন্য ক্ষমা চাইছি; তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি, লাঞ্চ শেষ হবার আগে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। দুটোর সময় আবার আমরা আসব, আর ইতিমধ্যে কোন কিছু ঘটলে তাও আপনাকে জানাব।"

হোমস আশ্চর্য রকমের অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নীরবে বাগানের পথ ধরে এদিক-ওদিক হাঁটতে লাগল।

"কোন সূত্র পেলে কি?" অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বলল, "যে সিগারেটগুলো খেলাম তার উপরেই সব নির্ভর করছে। হয়তো আমারই ভুল হয়েছে। সিগারেটই সেটা ধরিয়ে দেবে।"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "ভাই হোমস, এসব কি বলছ—"

"ঠিক আছে, নিজেই দেখতে পাবে। যদি না দেখতে পাও, কোন ক্ষতি নেই। অবশ্য চশমাওয়ালার সূত্রটা তো হাতে আছেই। কিন্তু এটা পেলে পথ অনেকটা সহজ হবে। আরে, ভালমানুষ মিসেস মার্কার আসছে! তার

সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথাবার্তা বলে কিছু জেনে নেওয়া যাক।"

আগেও অনেক সময়ই বলেছি, ইচ্ছা করলে হোমস খুব সহজেই মেয়েদের বিশ্বাসভাজন হতে পারে। যে সময়ের কথা সে বলল তার অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সে গৃহকর্ত্রীটির মন জয় করে ফেলল এবং এমনভাবে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল যেন কত বছরের পরিচয়।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, আপনি যা বলছেন ঠিক তাই। উনি ভীষণ ধূমপান করেন। সারাদিন, অনেক সময় সারাটা রাতও স্যার। একদিন সকালে ঘরে ঢুকে দেখি,—সত্যি স্যার, আপনার মনে হবে বুঝি লণ্ডনের কুয়াসা ঘরের মধ্যে নেমেছে। বেচারি মিঃ স্মিথ, তিনিও ধূমপান করতেন, কিন্তু অধ্যাপকের মত নয়। আর তার স্বাস্থ্য—ধূমপান করলে স্বাস্থ্য ভাল হয় কি খারাপ হয় আমি জানি না।"

হোমস বলল, "আহা, ক্ষিধে তো মেরে দেয়।"

"তা ঠিক জানি না স্যার।"

"আমার তো মনে হয়, অধ্যাপক কিছুই খান না। তাই না?"

"দেখুন ওটা একেক দিন একেক রকম। অন্তত ওনার বেলায় তাই।"

"যে পরিমাণ সিগারেট তাকে খেতে দেখলাম তাতে আমি বাজি ধরে বলতে পারি আজ সকালে তিনি প্রাতরাশ খান নি, আর দুপুরের খাবার টেবিলেও বসবেন না।"

"এখানে আপনি হেরে গেলেন স্যার, কারণ সকালে তিনি মোটারকম প্রাতরাশ খেয়েছেন। এর চাইতে বেশী খেতে তাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না, আর লাঞ্চের জন্যও তো কাটলেট-এর একটা ভাল ডিসের হুকুমই করেছেন। আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি, কারণ গতকাল ঐ ঘরে ঢুকে মিঃ স্মিথকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখার পর থেকে আমি তো খাবার জিনিস দুই চক্ষে দেখতে পারছি না। অবশ্য নানা রকমের লোক নিয়েই তো সংসার। এ ঘটনায় অধ্যাপকের ক্ষিধে কিন্তু কিছুমাত্র কমে নি।"

বাগানে ঘুরে ঘুরেই সকালটা কাটিয়ে দিলাম। আগের দিন সকালে ছেলেরা নাকি চ্যাথাম রোডে একটি অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখেছে। সেই গুজব শুনে স্ট্যান্‌লি হপকিন্স গ্রামের দিকে চলে গেছে তদন্ত করতে। বন্ধুকে দেখলে মনে হয় তার স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য সব যেন তাকে ছেড়ে গেছে। এরকম দায়-সারাভাবে কোন মামলা পরিচালনা করতে তাকে কখনও দেখি নি। এমন কি হপকিন্স যখন ফিরে এসে জানাল যে সেই ছেলেদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এবং হোমসের বিবরণ মত এবং চশমা অথবা পিঁস্‌-নে পরা একটি স্ত্রীলোককেও তারা সত্যি দেখেছে, তাতেও হোমসের বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং দুপুরে খেতে বসলে সুসান যখন নিজের থেকেই জানাল যে, তার বিশ্বাস গতকাল সকালে মিঃ স্মিথ একবার বেড়াতে বেরিয়ে-

ছিলেন এবং ফিরেছিলেন দুর্ঘটনার মাত্র আধা ঘণ্টা আগে, তখন হোমস মনোযোগ দিয়েই সে কথাগুলি শুনল। এই ঘটনার তাৎপর্য আমি নিজে কিছু উপলব্ধি করতে পারলাম না, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, হোমস এই ঘটনাকে তার নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে মনে মনে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘড়িটা দেখল। বলল, "মশাইরা, দুটো বাজে। উপরে গিয়ে আমাদের অধ্যাপক বন্ধুটির সঙ্গে একটা ফয়সালা করতে হবে।"

বৃদ্ধের খাওয়া সবে শেষ হয়েছে; শূন্য থালাটা দেখেই তার ভাল ক্ষিধের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; গৃহকর্ত্রীটি ঠিকই বলেছিল। সাদা দাড়ি ও জ্বলন্ত চোখ নিয়ে সে যখন আমাদের দিকে মুখ ফেরাল তখন তাকে একটি অলৌকিক মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। সেই অক্ষয় সিগারেট তার মুখে জ্বলছে। সাজ-পোশাক পরে আগুনের পাশে একটা হাতল-চেয়ারে বসে আছে।

"এই যে মিঃ হোমস, রহস্যের সমাধান কিছু হল?" টেবিলের উপর রাখা পাশের সিগারেটের বড় টিনটা সে আমার সঙ্গীর দিকে ঠেলে দিল। সেই মুহূর্তে হোমসও হাতটা বাড়িয়ে দিল, আর দুজনের হাতের ধাক্কায় টিনটা উল্টে গেল। মিনিটখানেক কি দু'মিনিট সময় আমরা সকলেই হাঁটু ভেঙে বসে খুঁজেপেতে ছড়ানো সিগারেটগুলো কুড়োতে লাগলাম। আবার যখন উঠে বসলাম, দেখি হোমসের চোখ দুটি চকচক করছে, আর তার গালে লেগেছে রঙের আভা। শুধু সংকট-মুহূর্তেই আমি এই যুদ্ধ-সংকেতকে উড়তে দেখেছি।"

সে বলল, "হ্যাঁ, সমাধান করে ফেলেছি।"

স্ট্যানলি হপকিন্স ও আমি অবাক হয়ে তাকালাম। বৃদ্ধ অধ্যাপকের শীর্ণ মুখমণ্ডলে একটা বিদ্রূপ যেন কাঁপতে লাগল।

"বটে! ঐ বাগানে?"

"না, এখানে।"

"এখানে! কখন?"

"এই মুহূর্তে।"

"আপনি তামাসা করছেন মিঃ শার্লক হোমস। এ কথা বলতে আপনি আমাকে বাধ্য করছেন যে এরকম একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে এভাবে আলোচনা করা উচিত নয়।"

"অধ্যাপক কোরাম, আমার যুক্তি-শৃংখলের প্রতিটি গিঁট আমি আগুনে পুড়িয়ে পরীক্ষা করেছি, এবং নিশ্চিতভাবেই বলছি যে আমার যুক্তিটি সম্পূর্ণ খাঁটি। আপনার উদ্দেশ্য কি, বা এই অদ্ভুত ব্যাপারে আপনার সঠিক ভূমিকাই বা কি, তা আমি এখনই বলতে পারছি না। হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার মুখ থেকেই সেটা শুনতে পাব। ইতিমধ্যে, আপনার ভালর জন্যই যা

ঘটে গেছে তার বিবরণ আপনার সামনে রাখছি, যাতে এখনও যে তথ্য আমার জানা দরকার সেটা আপনি জানতে পারেন।

"একটি মহিলা গতকাল আপনার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। আপনার বুরোতে রাখা কিছু দলিল হস্তগত করবার অভিপ্রায় নিয়েই সে এসেছিল। তার ছিল একটা নিজস্ব চাবি। আপনার চাবিটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল; বার্নিশের উপর আঁচড় পড়বার জন্য চাবিটার গায়ে যেটুকু রং লাগা উচিত ছিল আপনার চাবিতে তা দেখতে পাই নি। কাজেই আপনি মহিলাটির এই কাজের সহযোগী নন এবং আমি যতদূর জেনেছি আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনার জিনিস লুট করতে সে এসেছিল।"

অধ্যাপকের ঠোঁট থেকে একটা ধোঁয়ার মেঘ উড়ে গেল।

সে বলল, "কথাগুলি যেমন আকর্ষণীয় তেমনই শিক্ষাপ্রদ। আপনার আর কিছু বলবার নেই? মহিলাটির এতটা খোঁজ যখন পেয়েছেন, তখন তার পরিণতি কি হল সেটাও নিশ্চয় বলতে পারবেন।"

"সেই চেষ্টাই করব। প্রথমত, আপনার সচিব তাকে ধরে ফেলে, আর সেও পালাবার জন্য তাকে ছুরি মারে। আমার ধারণা, এই শোচনীয় দুর্ঘটনাটা একান্তই আকস্মিক; এরকম মারাত্মক আঘাত করবার ইচ্ছা মহিলাটির ছিল না। খুনী কখনও নিরস্ত্র হয়ে আসে না। নিজেরই কৃতকর্মে আতংকিত হয়ে সে উন্মাদের মত ঘটনাস্থল থেকে ছুটে চলে যায়। তার দুর্ভাগ্য যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সে চশমাটা হারিয়ে ফেলে এবং যেহেতু তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ, চশমাহীন অবস্থায় সে তখন একেবারেই অসহায়। একটা দালান বরাবর সে ছুটতে লাগল, তার ধারণা এই দালান-পথেই সে এসেছিল, কারণ দুটো দালানেই নারকেলের মাদুর বিছানো ছিল। যখন সে বুঝতে পারল যে সে ভুল পথে এসেছে, এবং ফিরে যাবার পথ পিছন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সে কি করবে? ফিরে যেতে পারবে না। যেখানে আছে সেখানেও থাকা চলে না। তাই এগিয়েই চলল। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলেই দেখল, সে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছে।"

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ লোকটি হাঁ করে বসে আছে। তার মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময় ও ভীতি। অনেক চেষ্টা করে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সে কৃত্রিম হাসি হেসে উঠল।

বলল, "সবই ভাল মিঃ হোমস তবে এই চমৎকার কাহিনীতে একটি ছোট ত্রুটি আছে। আমি আমার ঘরেই ছিলাম, সারা দিন ঘর থেকে কোথাও যাই নি।"

"তাও আমি জানি অধ্যাপক কোরাম।"

"আপনি কি বলতে চান আমি বিছানায়ই শুয়েছিলাম, অথচ একটি

স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকল আর আমি তা জানতে পারলাম না?"

"সেকথা তো আমি বলি নি। আপনি জানতেন। আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছেন। আপনি তাকে চিনতে পেরেছেন। আপনি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।"

অধ্যাপক আবারও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সে তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দুটো চোখ অঙ্গারের মত জ্বলছে।

চীৎকার করে বলল, "আপনি উন্মাদ। আপনি উন্মাদের মত কথা বলছেন! আমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছি? সে এখন কোথায় আছে?"

"ওখানে আছে," ঘরের কোণে রাখা উঁচু বুক-কেসটা দেখিয়ে হোমস বলল।

দেখলাম, বৃদ্ধলোকটি দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ল, তার বিকৃত মুখটা ভীষণ-ভাবে আকুঞ্চিত হল, সে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ঠিক সেইমুহূর্তে হোমস যে বুক-কেসটা দেখিয়েছিল সেটা একটা কব্জার উপর ঘুরে গেল, আর একটি স্ত্রীলোক ছুটে বেরিয়ে এল।

"আপনি ঠিক বলেছেন" স্ত্রীলোকটি বলল; তার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত বিদেশী টান। "আপনি ঠিক বলেছেন! আমি এখানেই আছি।"

তার শরীর ধূলিধূসরিত; দেয়াল মাকড়শার জালে মাখামাখি। তার মুখটাও নোংরা; দেখলেই বোঝা যায় কোনসময়েই সে সুন্দরী ছিল না; তার শারীরিক গঠনের সঙ্গে হোমসের বিবরণের হুবহু মিল আছে; উপরন্তু আছে একটি লম্বা শক্ত চিবুক। কিছুটা স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষীণতা, আর কিছুটা অন্ধকার থেকে আলোয় আসার দরুণ স্ত্রীলোকটি বিমূঢ়ভাবে চোখ মিটমিট করে আমাদের দেখতে লাগল। তথাপি এত সব ত্রুটি সত্ত্বেও স্ত্রীলোকটির চাল-চলনে এমন একটা আভিজাত্য ছিল, তার উদ্ধত চিবুক ও উন্নত মাথায় ছিল এমন একটা সাহসিকতার আভাষ যা সহজেই শ্রদ্ধা ও প্রশংসা আদায় করে নিতে পারে। স্ট্যানলি হপকিন্স তাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে তার কাঁধে হাত রাখলে স্ত্রীলোকটি ভদ্রভাবে হাতটা সরিয়ে দিল; তার আচরণে এমন একটা মর্যাদাবোধ প্রকাশ পেল যাকে অমান্য করা চলে না। বৃদ্ধ লোকটি তখনও চেয়ারেই বসে আছে; তার মুখটা কাঁপছে; একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ত্রীলোকটির দিকে।

স্ত্রীলোকটি বলল, "হ্যাঁ স্যার, আমি আপনার বন্দিনী। যেখানে দাঁড়িয়ে-ছিলাম সেখান থেকে আমি সবই শুনেছি। আপনি সত্য কথাই জেনেছেন; সব স্বীকার করছি। আমিই যুবকটিকে খুন করেছি। কিন্তু আপনি ঠিক বলেছেন যে খুনটা আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে। আমার হাতে যে একটা ছুরি ছিল তাও আমি জানতাম না, বেপরোয়া হয়ে হাতের কাছে যা পেয়ে-ছিলাম তাই তুলে নিয়ে তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যই তাকে আঘাত

করেছিলাম। হ্যাঁ, আমি সত্য কথাই বলছি।"

হোমস বলল, "ম্যাডাম, আমি ভাল করেই জানি এটাই আসল সত্য। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি মোটেই সুস্থ নন।"

তার মুখখানা কালো হয়ে গেছে ; ঝুল কালি মেখে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে। বিছানার একপাশে বসে সে আবার কথা বলতে শুরু করল।

"আমার হাতে সময় খুব অল্প, তবু সব কথাই আপনাদের জানিয়ে যাব। আমি এই লোকটির স্ত্রী। উনি ইংরেজ নন, রুশ। ওর নাম আমি বলব না।"

এই প্রথম বৃদ্ধ লোকটি নড়েচড়ে বসল। বলে উঠল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন আন্না! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!"

তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকাল। বলল, "এই হতভাগা জীবনকে কেন তুমি এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছ সার্গিয়ুস? এর ফলে ক্ষতি হয়েছে অনেকের, কিন্তু ভাল হয় নি কারও—এমন কি তোমার নিজেরও না। যাই হোক, ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এই দুর্বল সুতোটাকে কেটে দেওয়ার কাজটা আমার নয়। এই অভিশপ্ত বাড়ির চৌকাঠ পার হবার পর থেকে অনেক কষ্টই তো সহ্য করেছি। কিন্তু আমাকে সব কথা বলতে হবে, নইলে আর সময় পাব না।

"এইমাত্র বলেছি, আমি এই লোকটির স্ত্রী। ওর বয়স যখন পঞ্চাশ আর আমি কুড়ি বছরের একটি বোকা মেয়ে, তখন আমাদের বিয়ে হয়। সেটা রাশিয়ার একটি শহরের ঘটনা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়—তার নাম আমি বলব না।"

বৃদ্ধ লোকটি আবার বলল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন আন্না!"

"আমরা ছিলাম সংস্কারপন্থী—বিপ্লবী—নৈরাজ্যবাদী, বুঝলেন। উনি, আমি এবং আরও অনেকে। তারপর গোলমাল পাকিয়ে উঠল, একজন পুলিশ অফিসার খুন হল, অনেককে গ্রেপ্তার করা হল, সাক্ষী-প্রমাণের দরকার হল, আর নিজের জীবন বাঁচাতে এবং মোটা পুরস্কারের লোভে আমার স্বামী নিজের স্ত্রী ও সঙ্গীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। হ্যাঁ, তার স্বীকারোক্তির ফলে আমরা সকলেই গ্রেপ্তার হলাম। কেউ ফাঁসিতে প্রাণ দিল, কেউ গেল সাইবেরিয়ায়। আমি ছিলাম দ্বিতীয় দলে, কিন্তু আজীবন দণ্ড আমার হল না। অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ নিয়ে আমার স্বামী ইংলণ্ডে চলে এল এবং সেই থেকে এইভাবে গোপনে বসবাস করতে লাগল ; কারণ সে ভালভাবেই জানত যে দলের লোকরা খোঁজ পেলে উচিত শাস্তি পেতে তার এক সপ্তাহও লাগবে না।"

বৃদ্ধ লোকটি কম্পিত হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নিল। বলল, "এখন আমি তোমার হাতের মধ্যে আন্না। তুমি তো সব সময়ই আমার প্রতি সদয় ছিলে।'

মহিলাটি বলল, "ওর শয়তানীর চরম কথা তো এখনও আপনাদের বলি নি। সংঘের কমরেডদের মধ্যে একজন ছিল আমার মনের মানুষ। সে ছিল মহৎ, নিঃস্বার্থ প্রেমিক—যার কোনটাই আমার স্বামী নয়। সে হিংসাকে ঘৃণা করত। আমরা সবাই ছিলাম দোষী—অবশ্য এটা যদি দোষ হয়—কিন্তু সে দোষী ছিল না। এ পথ থেকে যেতে সে সব সময়ই আমাকে চিঠি লিখত। সেই চিঠিগুলো পেলে সে হয় তো বেঁচে যেত। আমার দিন-পঞ্জীটাও তাকে বাঁচাতে পারত, কারণ সেই দিন-পঞ্জীতে দিনের পর দিন আমি লিখে রেখেছিলাম তার প্রতি আমার অনুরাগের কথা, আমাদের দুজনের মতামতের বিবরণ। আমার স্বামী খোঁজ পেয়ে দিন-পঞ্জী ও চিঠিগুলো আটক করল। সেগুলো লুকিয়ে ফেলে সেই যুবকটির প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে-কাজে সে সফল হল না; কয়েদী হিসাবে আলেক্সিস্‌কে পাঠানো হল সাইবেরিয়ায়; আজও সেখানেই একটা লবনের খনিতে সে কাজ করছে। সেসব কথা একবার স্মরণ কর শয়তান। হ্যাঁ, তুমি শয়তান। আজ, এই মুহূর্তে যে আলেক্সিস্‌-এর নাম উচ্চারণ করবার যোগ্যতাও তোমার নেই সে ক্রীতদাসের মত দিন কাটাচ্ছে, আর তোমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও আমি ছেড়ে দেব!"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বৃদ্ধ বলল, "তোমার মনটা তো চিরদিনই বড় ছিল আন্না।"

মহিলাটি উঠে দাঁড়াল, কিন্তু যন্ত্রণায় অস্ফুট চীৎকার করে আবার বসে পড়ল।

বলল, "আমাকে শেষ করতেই হবে। দণ্ড-কাল শেষ হবার পরেই আমার হারানো দিন-পঞ্জী ও চিঠিগুলো উদ্ধারের চেষ্টায় লেগে গেলাম। আমি জানতাম, রুশ সরকারের কাছে সেগুলো পাঠাতে পারলে আমার বন্ধুটিকে খালাস করা যাবে। জানতে পারলাম, আমার স্বামী ইংলণ্ডে এসেছে। মাসের পর মাস খুঁজতে খুঁজতে তার সন্ধান পেলাম। আমি জানতাম, দিন-পঞ্জীটা এখনও তার কাছেই আছে, কারণ সাইবেরিয়ায় থাকতে একবার তার একটা চিঠি পেয়েছিলাম; তাতে সেই দিন-পঞ্জীর পাতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সে আমাকে প্রচুর তিরস্কার করেছিল। আর একথাও আমি ভালভাবেই জানতাম যে তার যেরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বভাব তাতে স্বেচ্ছায় দিন-পঞ্জীটা সে আমাকে দেবে না। কিন্তু এটা আমাকে পেতেই হবে। সেই উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের একজন এজেন্টকে নিযুক্ত করলাম। সেও সচিবের চাকরি নিয়ে আমার স্বামীর বাড়িতে ঢুকল—সার্গিয়ুস, সেই লোকই তোমার দ্বিতীয় সচিব, আর কয়েক দিনের মধ্যেই সে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে জেনে গিয়েছিল যে দরকারী কাগজপত্র সব ক্যাবার্ডে থাকে, আর চাবির একটা ছাঁচও সে করে নিয়ে গিয়েছিল। এর

বেশী কিছু করতে সে রাজী হয় নি। বাড়ির একটা নক্সা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'দুপুরের আগে পড়ার ঘরটা ফাঁকা থাকে, কারণ সচিবটি তখন এই ঘরে কাজ করে।' তাই শেষ পর্যন্ত সাহসে বুক বেঁধে আমি নিজেই এসেছিলাম কাগজগুলো নিতে। সফলও হলাম, কিন্তু হায়, তার জন্য কী দামই না দিতে হল।

"সবে কাগজগুলি হাতে নিয়েছি, এমন সময় যুবকটি আমাকে ধরে ফেলল। সেদিন সকালেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। রাস্তায় তাকে দেখতে পেয়ে অধ্যাপক কোরাম-এর বাড়ির খোঁজ করেছিলাম; সে যে তারই চাকরি করে তা তো জানতাম না।"

"ঠিক! ঠিক!" হোমস বলল। "সচিব বাড়ি ফিরে মনিবকে পথে-দেখা মহিলাটির কথা বলেছিল। তাই তো শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে সে এই কথাটিই তাকে জানাতে চেয়েছিল যে এই সেই মহিলা যার কথা সে অধ্যাপককে বলেছিল।"

যন্ত্রণায় কুঞ্চিত মুখে মহিলাটি আদেশের সুরে বলল, "আমাকে কথা বলতে দিন। যুবকটি পড়ে যেতেই আমি ঘর থেকে ছুটে বের হলাম, দরজা ভুল করলাম এবং ঢুকে পড়লাম আমার স্বামীরই ঘরে। সে আমাকে ধরিয়ে দেবার কথা বলতেই আমিও জানিয়ে দিলাম যে সে কাজ করলে তার জীবনও থাকবে আমার হাতের মধ্যে। সে যদি আমাকে আইনের হাতে তুলে দেয় তাহলে আমি তাকে তুলে দেব আমাদের ভ্রাতৃ-সংঘের হাতে। নিজের জন্য বাঁচবার ইচ্ছা আমার ছিল না; আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। সে জানত—আমার যা কথা তাই কাজ; তার ভাগ্য আমার ভাগ্যের সঙ্গেই জড়িত। শুধু সেই কারণেই, আর কিছু নয়, সে আমাকে আশ্রয় দিল। সেই আমাকে ঠেলে দিল ঐ অন্ধকার গুপ্ত স্থানে—যত রাজ্যের জঞ্জাল রাখার ঐ জায়গাটার কথা শুধু সেই জানত। নিজের ঘরেই তার খাবার আসত, আর তারই কিছুটা অংশ সে আমাকে খেতে দিত। কথা হল, পুলিশ বাড়ি থেকে চলে গেলে রাতের বেলায় আমি লুকিয়ে চলে যাব, আর কোনদিন ফিরে আসব না। কিন্তু যেমন করেই হোক আমাদের সব পরিকল্পনা আপনি ধরে ফেললেন। জামার বুকের ভিতর থেকে একটা ছোট প্যাকেট বের করে সে বলল, "আমার শেষ কথাগুলি শুনে রাখুন। এই প্যাকেটটাই আলেক্সিস্‌কে বাঁচাবে। আপনার মর্যাদাবোধ ও ন্যায়-প্রীতির উপর বিশ্বাস করেই এটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এটা ধরুন! এটাকে রুশ দূতাবাসে পাঠিয়ে দেবেন। এবার আমার কর্তব্য শেষ, আর—"

"ওকে ধর!" হোমস চীৎকার করে উঠল। একলাফে ঘরের ওপাশে গিয়ে মহিলাটির হাত থেকে একটা ছোট শিশি সে জোর করে ছিনিয়ে নিল।

বিছানায় ঢলে পড়ে মহিলাটি বলল, "অনেক দেরী হয়ে গেছে! অনেক

দেবী! লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আমি বিষ খেয়েছি। আমার মাথা ঘুরছে! আমি যাচ্ছি! ওই প্যাকেটটার কথা স্মরণ রাখবেন স্যার।"

"কেসটা খুবই সরল, আবার বেশ শিক্ষাপ্রদও বটে।" শহরে ফিরবার পথে হোমস কথাগুলি বলল। "গোড়া থেকেই পিঁস-নের উপরেই আমার দৃষ্টি পড়েছিল। ঘটনাক্রমে মৃত লোকটি যদি পিঁস নে জোড়া হাতে ধরে না থাকত তাহলে আমরা কোনদিনই সমাধানে পৌছতে পারতাম না। চশমাটার উচ্চশক্তি দেখেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, ঐ চশমা যে পরে সে একেবারেই অন্ধ এবং চশমা ছাড়া একেবারেই অসহায়। তোমার হয়তো মনে আছে, তুমি যখন বলেছিলে, স্ত্রীলোকটি একবারও ভুল পা না ফেলে ঐ সংকীর্ণ ঘাসের জমিটার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে তখন আমি বলেছিলাম যে কাজটা খুবই উল্লেখযোগ্য। মনে মনে আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, সঙ্গে আর একজোড়া চশমা না থাকলে—যেটা থাকা খুবই অস্বাভাবিক—এ কাজ করা অসম্ভব। সুতরাং সে যে এই বাড়িতেই কোথাও আছে এই ধারণার উপরেই আমি জোর দিলাম। দুটো দালানের মধ্যে একই ধরনের মাদুরের মিল দেখেও আমার মনে হয়েছিল যে স্ত্রীলোকটি হয়তো ভুল করে অধ্যাপকের ঘরেই ঢুকে পড়েছিল। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমি চারদিকে কড়া নজর দিলাম এবং ঘরে ঢুকেই লুকোবার মত একটা জায়গার খোঁজ করতে লাগলাম। ঘরের কার্পেটটা আগাগোড়া পাতা এবং শক্ত করে পেরেক দিয়ে আঁটা; কাজেই মেঝেতে কোন গুপ্ত দরজার সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিলাম। হয়তো বই-গুলোর পিছন দিকে ফাঁকা জায়গা থাকতে পারে। তোমরা তো জান, পুরনো কালের লাইব্রেরীতে এ ধরনের ব্যবস্থা রাখা হত। আরও চোখে পড়ল, আর সব জায়গাতেই বইগুলি স্তূপাকার করে রাখা আছে, শুধু ঐ বুককেসটার চারপাশেই ফাঁকা রয়েছে। তাহলে ওটাই দরজা হতে পারে। সঠিক বুঝবার মত কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না, কিন্তু কার্পেটের রংটা ধূসর হওয়ায় পরীক্ষার সুবিধা হল। তারপরই ওই ভাল সিগারেট অনেকগুলো খেতে শুরু করলাম এবং সন্দেহজনক বুককেসটার সামনে বেশ ভাল করে ছাই ছড়িয়ে দিলাম। কৌশলটা সাধারণ হলেও খুবই কার্যকরী। নীচে নেমে গেলাম। তুমি হয়তো আমার কথাগুলোর অর্থ তখন ঠিক বুঝতে পার নি ওয়াটসন যখন তোমার সামনেই জেনে নিলাম যে অধ্যাপক কোরাম-এর খাদ্যের মাত্রা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে—কোন দ্বিতীয় লোককে খাবার সরবরাহ করতে হলেই সেটা হওয়া সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। আবার উপরের ঘরে উঠে এলাম; সিগারেটের বাক্সটাকে উল্টে দিয়ে সেই সুযোগে মেঝেটাকে ভাল করে নজর করতেই সিগারেটের ছাইয়ের উপর পরিষ্কার পায়ের ছাপ দেখেই বুঝে ফেললাম,

আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে বন্দিনী তার লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আচ্ছা হপকিন্স, আমরা চেয়ারিং ক্রস-এ পৌঁছে গেছি। তোমার কেসের সফল পরিণতির জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তুমি এখন হেড়কোয়ার্টারেই যাবে। চল ওয়াটসন, তুমি আর আমি একটা গাড়ি নিয়ে রুশ দূতাবাসে চলে যাই।"



থ্রি-কোয়ার্টার নিরুদ্দেশ

The Missing Three-Quarter



বেকার স্ট্রীটের ঠিকানায় অদ্ভুত-অদ্ভুত সব টেলিগ্রাম পেতে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত। কিন্তু সাত-আট বছর আগে ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিষণ্ণ সকালে যে টেলিগ্রামটা মিঃ শার্লক হোমসকে পনেরো মিনিট ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল সেটার কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। তার নামে পাঠানো টেলিগ্রামে লেখা ছিল :

"দয়া করে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। ভয়ংকর দুর্ভাগ্য। রাইট উইং থ্রি-কোয়ার্টার উধাও; কাল তাকে অবশ্য চাই।—ওভার্টন।"

টেলিগ্রামটা বার বার পড়ে হোমস বলল, "স্ট্র্যাণ্ড ডাকঘরের ছাপ; দশটা ছত্রিশে পাঠানো হয়েছে। পাঠাবার সময় মিঃ ওভার্টন খুবই উত্তেজিত ছিলেন, ফলে কিছুটা সামঞ্জস্যহীনও বটে। যাই হোক, মনে হচ্ছে 'দি টাইমস' পত্রিকাটা পড়া শেষ হবার আগেই তিনি এখানে এসে পড়বেন, আর আমরাও সব কথা জানতে পারব। এমন কর্মহীন অবস্থায় যেকোন সমস্যাই আমাদের কাছে স্বাগত।"

সত্যি বাজার খুব মন্দা যাচ্ছিল। এধরনের নিষ্কর্মা দিনকে আমি বড় ভয় করি, কারণ অভিজ্ঞতার ফলে আমি জেনেছি, আমার সঙ্গীটির মস্তিষ্ক এত বেশীমাত্রায় সক্রিয় যে তাকে বিনা কাজে বসিয়ে রাখা খুবই বিপজ্জনক। নেশার ওষুধের প্রতি আসক্তির ফলে একসময় তার জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছিল। কয়েক বছরের চেষ্টায় ধীরে ধীরে তার সেই নেশা আমি কাটিয়ে এনেছি। আমি জানি, সাধারণ অবস্থায় এখন আর কোনরকম কৃত্রিম উত্তেজকের প্রতি তার স্পৃহা নেই; কিন্তু আমি ভালই জানি যে সে শয়তান এখনও মরে নি, শুধু ঘুমিয়ে আছে। আরও জানি, সে ঘুম খুবই পল্‌কা; আলস্যমন্থর দিনগুলিতে যখনই দেখি হোমসের নির্লিপ্ত মুখের উপর নেমে এসেছে বিষণ্ণতার ছায়া, আর তার রহস্যময় চোখের পাতায় নেমেছে দুশ্চিন্তার আভাষ, তখন বুঝতে পারি তার ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। কাজেই এই

মিঃ ওভার্টন যেই হোক তাকে সেদিন আশীর্বাদ করেছিলাম, কারণ হোমসের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের সব ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেও যে নিষ্ক্রিয়তা তার পক্ষে অধিক বিপজ্জনক, তাকে কাটিয়ে উঠবার একটি রহস্যময় বার্তা নিয়েই সে আসছে।

যেমন আশা করেছিলাম, টেলিগ্রামের পরে পরেই তার প্রেরক এসে হাজির হল; কেম্ব্রিজ-এর ট্রিনিটি কলেজের মিঃ সিরিলি ওভার্টন-এর কার্ড তার আগমন ঘোষণা করল; ষোল টোন ওজনের নিরেট হাড় ও মাংসপেশী-সমন্বিত দশাসই চেহারার একটি যুবক তার চওড়া দুটি কাঁধ দিয়ে আমাদের দরজাটাকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে দেখতে লাগল; তার সুন্দর মুখখানি উদ্বেগে বিশ্রী হয়ে উঠেছে।

"মিঃ শার্লক হোমস?"

আমার সঙ্গী মাথা নিচু করল।

"আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এ গিয়েছিলাম মিঃ হোমস। ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স-এর সঙ্গে দেখাও করেছি। তিনিই আপনার কাছে আসবার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, তার বিবেচনায় কেসটা পুলিশ অপেক্ষা আপনার এক্তিয়ারেরই অন্তর্ভুক্ত।"

"দয়া করে বসুন; বলুন ব্যাপারটা কি?"

"ভয়ংকর ব্যাপার মিঃ হোমস, স্রেফ ভয়ংকর! আমার সব চুল যে সাদা হয়ে যায় নি সেটাই আশ্চর্য। গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন, তার নাম নিশ্চয় শুনেছেন? সমস্ত টিমটার সেই একমাত্র ভরসা। গড্‌ফ্রেকে থ্রি-কোয়ার্টার লাইনে পেলে দল থেকে দুজনকে বাদ দিতেও আমি রাজী। পাস-এ বলুন, ট্যাক্‌লিং-এ বলুন, ড্রিব্‌লিং-এ বলুন, তার ধারে-কাছেও কেউ যেতে পারে না; তার উপরে আছে তার হেড; সে একাই সকলের সমান। এখন আমি কি করি বলুন? সেই কথাটাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি মিঃ হোমস। প্রথম রিজার্ভ মুরহাউস অবশ্য রয়েছে, কিন্তু তাকে তো হাফ হিসাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে; তাছাড়া টাচ্‌-লাইন বরাবর খেলার বদলে সে মাঝ মাঠে খেলতেই অভ্যস্ত। তার শটের জোর আছে তা ঠিক, কিন্তু বিচার-বুদ্ধির বড় অভাব, আর সংকট-মুহূর্তে ঠিকমত ছুটতে পারে না। অক্সফোর্ড-এর দুই প্রান্তিক খেলোয়াড় মর্টন বা জনসন তো নেচে-কুঁদেই তাকে মাত করে দেবে। স্টিভেন্সন-এর যথেষ্ট গতিবেগ থাকলেও পাঁচিশ গজের লাইন থেকে সে শট নিতে পারে না, আর থ্রিকোয়ার্টার-এর খেলোয়াড় যদি বল মাটিতে পড়বার আগেই শট নিতে না পারে তাহলে শুধু গতিবেগের জোরে তো ওই পজিশনে তাকে খেলানো যায় না। না, মিঃ হোমস, গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোনকে যদি খুঁজে বের করতে না পারেন তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আমার বন্ধুটি সকৌতুকে বিস্ময়ের সঙ্গে এই দীর্ঘ বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে

শুনল। অসাধারণ উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে লোকটি অবিরাম কথা বলতে লাগল; প্রতিটি কথার সঙ্গেই বাদামী হাত দিয়ে নিজের হাঁটুতেই চাপড় মারতে লাগল। অতিথির কথা শেষ হলে হোমস হাতটা বাড়িয়ে তার সবসময়ের সঙ্গী বইটা নিয়ে "S" অক্ষরটা বের করল। কিন্তু বিচিত্র সংবাদেভরা সেই খনি-গর্তে বৃথাই সে কোদাল চালাতে লাগল।

বলল, "উঠতি জালিয়াত আর্থার এইচ. স্টন্‌টোন আছে; হেনরি স্টন্‌টোনকে তো আমি ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি; কিন্তু গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন নামটা আমার কাছে নতুন।"

এবার আমাদের অতিথির অবাক হবার পালা।

সে বলল, "সেকি মিঃ হোমস! আমি ভেবেছিলাম আপনি সব খবর রাখেন। যদি গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর নাম না শুনে থাকেন, তাহলে তো আপনি ওভার্টনকেও চেনেন না?"

হোমস কৌতূহলভরে ঘাড় নাড়ল।

ক্রীড়াবিদ্‌টি চেঁচিয়ে বলল, "মহান স্কট! সে কি, ওয়েলস-এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের দলে আমিই যে ছিলাম প্রথম রিজার্ভ, আর গোটা বছরটাই তো আমি বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক। কিন্তু সেটা কিছুই না। আমি তো ভাবতেও পারি নি যে ইংলণ্ডে এমন কোন প্রাণী আছে যে কেম্ব্রিজ, ব্ল্যাকহিথ ও পাঁচটি আন্তর্জাতিক দলের পাকা থ্রি-কোয়ার্টার খেলোয়াড় গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোনকে চেনে না। হায় প্রভু! মিঃ হোমস, আপনি কোথায় আছেন!"

তরুণ দানবটির এই খোলাখুলি বিস্ময়ে হোমস হাসতে লাগল।

"মিঃ ওভার্টন, আপনি বাস করেন একটা ভিন্ন জগতে—অবশ্যই সেটা অনেক বেশী মধুর ও সুস্থ জগৎ। সমাজের নানা স্তরেই আমার যাতায়াত আছে, কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ও সুস্থতম যে সৌখীন ক্রীড়া-জগৎ সেখানে কখনও পদার্পণ করি নি। যাই হোক, আজ সকালে আপনার অপ্রত্যাশিত আগমনের ফলে জানতে পারলাম, সেই তাজা বাতাস ও সুস্থ জীবনযাত্রার জগতেও আমার করবার মত কাজ আছে। অতএব মহাশয়, ভালভাবে বসে ধীরে সুস্থে আমাকে বলুন ঠিক কি ঘটেছে এবং আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

যুবক ওভার্টন-এর বিহ্বল দৃষ্টি দেখে মনে হল, বুদ্ধি অপেক্ষা মাংসপেশী চালানোতেই সে বেশী অভ্যস্ত; তার পুনরাবৃত্তি ও অস্পষ্ট কথাগুলি বাদ দিলে, একে একে এই বিচিত্র কাহিনীটি সে আমাদের সামনে উপস্থিত করল।

"ব্যাপারটা এইরকম মিঃ হোমস। আগেই বলেছি, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "রাগার" দলের আমি অধিনায়ক, আর গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন হচ্ছে আমাদের সেরা খেলোয়াড়। আগামীকাল অক্সফোর্ডের সঙ্গে আমাদের খেলা। গতকাল সবাই এসে বেণ্ট্‌লি-র বেসরকারী হোটেলে উঠেছি। রাত দশটায়

চারদিক ঘুরে দেখলাম সব ছেলেই ঘুমুতে গেছে, কারণ আমি মনে করি, একটি দলকে খেলার উপযোগী রাখতে হলে কঠোর প্রশিক্ষণ ও প্রচুর ঘুমের প্রয়োজন। শুতে যাবার আগে গড্‌ফ্রের সঙ্গে আমার দু'একটা কথা হয়েছিল। তাকে কিছুটা বিবর্ণ ও চিন্তিত মনে হল। ব্যাপার কি জানতে চাইলাম। সে বলল, সব ঠিক আছে—শুধু একটু মাথার যন্ত্রণা। শুভরাত্রি জানিয়ে চলে এলাম। দরোয়ান বলেছে, তার আধ ঘণ্টা পরে একটি দাড়িওয়ালা কাঠখোট্টা ধরনের লোক একখানি চিঠি নিয়ে গড্‌ফ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসে। গড্‌ফ্রে তখনও শুতে যায় নি; চিঠিটা সে তার ঘরেই নিয়ে যায়। চিঠিটা পড়ে গড্‌ফ্রে এমনভাবে চেয়ারে বসে পড়ল যেন কেউ তার গলায় কুঠারাঘাত করেছে। দরোয়ান ভয় পেয়ে আমাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু গড্‌ফ্রে তাকে বাধা দেয়, এবং এক গ্লাস জল খেয়ে সুস্থবোধ করে। তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, হল-ঘরে অপেক্ষমান লোকটির সঙ্গে দু'একটা কথা বলে এবং দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। দরোয়ান সর্বশেষ যখন তাদের দেখেছে তখন তারা স্ট্যাণ্ড-এর দিকে প্রায় ছুটে চলেছে। আজ সকালে গড্‌ফ্রের ঘর খালি, বিছানায় সে শোয় নি, তার জিনিসপত্র আগের রাতে যেমন ছিল তেমনই আছে। একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে সে চলে গেছে; সেই থেকে তার কোন খবরই নেই। সে যে আর কোন দিন ফিরবে তা তো মনে হয় না। গড্‌ফ্রে ছিল জাত খেলোয়াড়; তার আয়ত্তের বাইরের কোন কারণ ছাড়া সে কখনও এভাবে প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দিত না, বা তার অধিনায়ককে বিপদে ফেলত না। না; আমার মন বলছে, সে চিরদিনের মত চলে গেছে; তাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না।"

গভীর মনোযোগের সঙ্গে শার্লক হোমস এই বিচিত্র কাহিনীটি শুনল।

"আপনি কি করলেন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"সেখানে কোন খবর আছে কি না জানবার জন্য কেম্‌ব্রিজে টেলিগ্রাম করলাম। তার জবাব এসেছে। সেখানেও কেউ তাকে দেখে নি।"

"সে কেম্‌ব্রিজ এ ফিরে যেতে পারত কি?"

"হ্যাঁ, অনেক রাতে একটা ট্রেন আছে—সোয়া এগারোটায়।"

"কিন্তু যতদূর জানতে পেরেছেন, সে ট্রেন সে ধরে নি?"

"না, সেখানেও তাকে দেখা যায় নি।"

"তারপর কি করলেন?"

"লর্ড মাউণ্ট-জেমসকে তার করলাম।"

"লর্ড মাউণ্ট-জেমসকে কেন?"

"গড্‌ফ্রের বাবা-মা নেই; লর্ড মাউণ্ট-জেমসই তার নিকটতম আত্মীয়—মনে হয় খুড়ো।"

"বটে! এতে ব্যাপারটার উপর নতুন আলোকপাত হল। লর্ড মাউণ্ট-

জেমস লণ্ডনের অন্যতম ধনী লোক।"

"গড্‌ফ্রের মুখে সেইরকমই শুনেছি।"

"আর আপনার বন্ধুটি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়?"

"হ্যাঁ, তার উত্তরাধিকারী; আর বৃদ্ধের বয়সও প্রায় আশী—বাতে পঙ্গু। কিন্তু লোকে বলে এখনও শক্ত হাতে বিলিয়ার্ড খেলার দণ্ড ধরতে পারে। লোকটা হাড়-কেপ্পন, জীবনে কখনও গড্‌ফ্রেকে হাত তুলে একটা শিলিংও দেয় নি। অথচ সবকিছু সেইতো পাবে।"

"লর্ড মাউণ্ট-জেমসের কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছেন?"

"না।"

"আপনার বন্ধুর পক্ষে লর্ড মাউণ্ট-জেমসের কাছে যাবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?"

"দেখুন, আগের রাতে কোন কারণে সে খুব চিন্তাগ্রস্ত ছিল; সেটা যদি টাকার ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে কোন ধনবান নিকট আত্মীয়ের কাছে যাওয়াই তো স্বাভাবিক, যদিও আমি যতদূর শুনেছি সেখানে কিছু পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। গড্‌ফ্রে বুড়োকে পছন্দও করত না। পারতপক্ষে সেখানে সে যেত না।

"অচিরেই সেটা বোঝা যাবে। যদি আপনার বন্ধু তার আত্মীয় লর্ড মাউণ্ট-জেমসের কাছেই গিয়ে থাকে, তাহলে বদখৎ চেহারার লোকটা এত রাতে তার কাছে এল কেন, আর তার আসাতে সেই বা এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না।"

সিরিল ওভার্টন দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরল। বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

হোমস বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটা দিন তো আছে, দেখি কি করতে পারি। আমি বলছি, এই যুবকটিকে ছাড়াই আপনি খেলার উদ্যোগ-আয়োজন যা করার করুন। আপনিই তো বলছেন, কোন অনিবার্য প্রয়োজনই তাকে এভাবে সরিয়ে নিয়ে গেছে; কাজেই সেই প্রয়োজনই হয়তো তাকে দূরেই রেখে দেবে। চলুন, দুজনে একবার হোটেলটা ঘুরে আসি; দেখাই যাক না, দরোয়ান কোন নতুন আলো দেখাতে পারে কি না।"

একজন সাক্ষীকে নিজের হাতের মুঠোয় আনবার কাজে শার্লক হোমসের দক্ষতা অসাধারণ; অনতিবিলম্বেই গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন্‌-এর পরিত্যক্ত ঘরে বসে দরোয়ানের মুখ থেকে সব খবর সে বের করে নিল। আগের রাতের আগন্তুকটি ভদ্রলোকও নয়, আবার মজুরও নয়। দরোয়ান তার বর্ণনা দিল একটি "মাঝারি চেহারার লোক" বলে; বয়স পঞ্চাশ, ধূসর দাড়ি, বিবর্ণ মুখ, ভাল পোশাক। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দরোয়ান লক্ষ্য করেছে, চিঠিটা দেবার সময় তার হাত কাঁপছিল। গড্‌ফ্রে স্টনটোন চিঠিটা দলামোচা

করে পকেটে রেখে দিয়েছিল। হল-ঘরে লোকটির সঙ্গে সে কর-মর্দন করে নি। তাদের যৎসামান্য কথাবার্তায় শুধু "সময়" শব্দটাই সে বুঝতে পেরেছিল। তারপরই তারা পূর্ব বর্ণিতভাবে দ্রুত চলে গিয়েছিল। হলের ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা বাজে।

স্টন্‌টোন-এর বিছানায় বসে হোমস বলল, "দেখা যাক। তুমিই তো দিনের বেলাকার দরোয়ান, তাই না?"

"হ্যাঁ সার; এগারোটায় আমার ডিউটি শেষ হয়।"

"রাতের দরোয়ান বোধহয় কিছুই দেখে নি?"

"না স্যার; শুধু একদল থিয়েটার যাত্রী দেরী করে এসেছিল। আর কেউ না।"

"গতকাল সারাদিনই তুমি ডিউটিতে ছিলে?"

"হ্যা স্যার।"

"মিঃ স্টন্‌টোনকে কোন চিঠিপত্র পৌঁছে দিয়েছিলে কি?"

"হ্যাঁ স্যার; একটা টেলিগ্রাম।"

"আচ্ছা; খুব ইণ্টারেস্টিং। সেটা কখন?"

"ছ'টা নাগাদ।"

"টেলিগ্রামটা যখন দিলে তখন মিঃ স্টন্‌টোন কোথায় ছিলেন?"

"তার এই ঘরে।"

"টেলিগ্রামটা যখন খোলা হয় তখন তুমি উপস্থিত ছিলে?"

"হ্যাঁ; কোন জবাব নিয়ে যেতে হবে কি না তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

"কোন জবাব ছিল কি?"

"হ্যাঁ স্যার। জবাব লিখে দিয়েছিলেন।"

"তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?"

"না; তিনি নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"কিন্তু তোমার সামনেই তো চিঠিটা লিখেছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, আর তিনি ছিলেন ঐ বক্সটার দিকে পিঠ দিয়ে। লেখা শেষ করে তিনি বললেন, "ঠিক আছে দরোয়ান, আমিই এটা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি দিয়ে লিখেছিলেন?"

"একটা পেন দিয়ে স্যার।"

"টেবিলে যে টেলিগ্রাফের ফর্মগুলো আছে তারই একটাতে কি?"

"হ্যাঁ স্যার; ঠিক উপরের ফর্মটায়।"

হোমস উঠল। ফর্মগুলো নিয়ে জানালার কাছে গেল এবং সকলের উপরের ফর্মটা ভাল করে দেখতে লাগল।

হতাশভাবে সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল, "বড়ই দুঃখের কথা, তিনি পেন্সিল দিয়ে লেখেন নি। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন যে অনেক সময়ই লেখায় দাগটা নীচে ফুটে বেরোয়—আর তার ফলে অনেক সুখের বিয়েই ভেঙে যায়। যাই হোক, এখানে কোন দাগই দেখতে পাচ্ছি না। যা হোক, দেখে আনন্দ হচ্ছে যে একটা মোটা-মুখ পালকের কলম দিয়ে তিনি লিখেছিলেন; কাজেই ব্লটিং প্যাডের উপর যে তার ছাপ দেখতে পাব সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরে, তাই তো, এই তো ছাপ রয়েছে!"

ব্লটিং-প্যাডের খানিকটা ছিঁড়ে একটা সংকেত-লিপি সে আমাদের দিকে মেলে ধরল।

সিরিল ওভার্টন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "ওটাকে আয়নার সামনে ধরুন।"

হোমস বলল, "তার দরকার হবে না। কাগজটা পাতলা, কাজেই উল্টো করে ধরলেই সঠিক কথাগুলো পড়া যাবে। এই তো।" কাগজটা উল্টো করে ধরে সে পড়তে লাগল:

"ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের পাশে দাঁড়ান—"

"তাহলে নিরুদ্দেশ হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গডফ্রে স্টনস্টোন যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলেন এটাই তার শেষ অংশ। তারবার্তার অন্তত ছ'টা শব্দ আমরা পাচ্ছি না; কিন্তু যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে—'ঈশ্বরের দোহাই আমাদের পাশে দাঁড়ান!' —তাতেই বোঝা যাচ্ছে যুবকটি ভয়ংকর একটি আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পেরেছিল, আর কোন একজন লোক সেই বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। লক্ষ্য কর 'আমাদের'! এর সঙ্গে আরও একজন জড়িত আছে। সেই দাড়িওয়ালা বিষণ্ণ-মুখ অতীব বিচলিত লোকটি ছাড়া আর কে হতে পারে? তাহলে গডফ্রে স্টনস্টোন আর এই দাড়িওয়ালা লোকটার মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আর যার কাছ থেকে তারা প্রত্যেকেই আসন্ন বিপদে সাহায্য চাইছে সেই তৃতীয় লোকটিই বা কে? আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এখন অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে।"

আমি বললাম, "আমাদের এখন বের করতে হবে টেলিগ্রামটা কাকে পাঠানো হয়েছিল।"

"ঠিক বলেছ ভাই ওয়াটসন। তোমার এই যুক্তিপূর্ণ কথাটা আমার মনেও এসেছিল। কিন্তু তুমি নিশ্চয় এটাও ভেবে দেখেছ যে, তুমি যদি ডাকঘরে গিয়ে অন্য লোকের তারবার্তার নকলটা দেখতে চাও তাহলে সেখানকার কর্মচারীরা তোমাকে অনুগৃহীত নাও করতে পারে। এ ব্যাপারে অনেকরকম বাধা নিষেধ আছে! যাইহোক, একটুখানি সূক্ষ্ম কাজ ও চালাকির সাহায্যেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। ইতিমধ্যে মিঃ ওভার্টন, আপনার উপস্থিতিতেই আমি টেবিলের কাগজপত্রগুলো একবার দেখতে চাই।"

টেবিলের উপর অনেক চিঠিপত্র, বিল ও নোট-বই ছিল। সতর্ক ত্বরিৎ দৃষ্টি ফেলে দ্রুত কাঁপা আঙুল চালিয়ে হোমস সেগুলো উল্টে উল্টে দেখতে লাগল। শেষটায় বলল, "এখানে কিছু নেই। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর স্বাস্থ্য নিশ্চয় ভাল ছিল—সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো?"

"তার শরীর একটা ঘণ্টার মতই সুস্থ।"

"কখনও তার অসুখের কথা শুনেছেন কি?"

"একদিনও না। একবার সামান্য কাশিতে ভুগেছিল, আর একবার পড়ে গিয়ে হাঁটুতে লেগেছিল, কিন্তু সে কিছুই না।"

"হয়তো আপনি যতটা স্বাস্থ্যবান তাকে ভাবছেন আসলে তা নয়। আমার তো মনে হচ্ছে, তলে তলে তার কোন রোগ ছিল। আপনার অনুমতি পেলে আমি এখান থেকে দু'একটা কাগজ পকেটে করে নিয়ে যাব; হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।"

"এক মিনিট, এক মিনিট!" একটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠের চীৎকার কানে এল। তাকিয়ে দেখি, একটি অদ্ভুত ছোটখাট বুড়ো মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে অনবরত কাঁপছে; তার শরীরটা কেবলই কুঁচকে যাচ্ছে। পরনে নোংরা কালো কোট, মাথায় চওড়া-কিনারা টপ-হ্যাট, গলায় ঢিলে সাদা নেকটাই—দেখলেই মনে হয় কোন গ্রাম্য পাদরি বা মুর্দাফরাসের সহকারী। তবু নোংরা বাজে চেহারা সত্ত্বেও তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা স্পষ্টতা আছে, চাল-চলনে ফুটে উঠেছে এমন একটা ঐকান্তিকতা যাকে উপেক্ষা করা যায় না।

সে প্রশ্ন করল, "আপনারা কে স্যার? আর কোন্ অধিকারেই বা এইসব কাগজপত্রে হাত দিচ্ছেন?"

"আমি একজন বেসরকারী গোয়েন্দা; তার নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করছি।"

"ওঃ, তাই বুঝি, তাই বুঝি? তা কে আপনাকে একাজ করতে বলেছে, অ্যাঁ?"

"মিঃ স্টনটোন-এর বন্ধু এই ভদ্রলোককে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল।"

"আপনি কে স্যার?"

"আমি সিরিল ওভার্টন।"

"তাহলে আপনিই আমাকে টেলিগ্রাম করেছেন। আমার নাম লর্ড মাউন্ট-জেমস। বেসওয়াটার বাসে চেপে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি চলে এসেছি। তাহলে আপনিই গোয়েন্দা লাগিয়েছেন!"

"হ্যাঁ স্যার।"

"খরচপত্রও আপনিই দেবেন তো?"

"দেখুন স্যার, আমার বন্ধু গডফ্রেকে খুঁজে পাওয়া গেলে সেই যে সব

খরচ দিয়ে দেবে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"আর যদি তাকে কোন দিন পাওয়া না যায়, অ্যাঁ? সে কথার জবাব দিন।"

"সেক্ষেত্রে অবশ্য তার পরিবারের—"

"সে গুড়ে বালি স্যার!" লোকটি আর্তকণ্ঠে বলল। "আমার কাছে কিন্তু একটা পেনিও আশা করবেন না—একটা পেনিও না! বুঝলেন তো গোয়েন্দামশায়! এই যুবকের আমিই একমাত্র পরিবার, আর আমি বলছি এ ব্যাপারে আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তার যদি ভবিষ্যতের কোন আশা ভরসা থেকে থাকে তো তার একটিই কারণ—আমি কখনও টাকাপয়সা তচনচ করি নি, আর এখনও করবার ইচ্ছা নেই। আর ঐ যেসব কাগজপত্র আপনারা ইচ্ছামত নিয়ে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে আমি বলতে চাই, ওর মধ্যে যদি মূল্যবান কিছু থেকে থাকে তাহলে সেজন্য আপনাদেরই কঠোরভাবে দায়ী করা হবে।"

শার্লক হোমস বলল, "খুব ভাল কথা স্যার। ইতিমধ্যে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? এই যুবকের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে কি?"

"না স্যার, কোন ধারণা নেই। নিজের কথা ভাববার মত যথেষ্ট বয়স তার হয়েছে, যথেষ্ট বড় সে হয়েছে; এখনও যদি সে বোকার মত হারিয়ে গিয়ে থাকে তো তাকে খুঁজবার দায়িত্ব নিতে আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি।"

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক ফুটিয়ে হোমস বলল, "আপনার অবস্থাটা আমি ভালই বুঝতে পারছি। হয়তো আমার অবস্থাটাই আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোনকে একজন গরীব মানুষ বলেই মনে হয়। তাকে যদি অপহরণ করা হয়েই থাকে তো তার নিজস্ব যা কিছু আছে তার জন্য নিশ্চয়ই সেকাজ করা হয় নি। লর্ড মাউন্ট-জেমস, আপনার বিষয়-সম্পত্তির খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছে, কাজেই এটা তো খুবই সম্ভব যে একটা চোরের দল আপনার বাড়িঘর, আপনার চাল-চলন ও আপনার সম্পত্তির খোঁজ খবর জানবার জন্যই আপনার ভাই-পোকে ধরে নিয়ে গেছে।

আমাদের খুঁতখুঁতে ছোট অতিথিটির মুখ সহসা তার নেকটাইয়ের মতই সাদা হয়ে গেল।

"হা ঈশ্বর! এসব কী বলছেন! এরকম শয়তানীর কথা তো আমার মাথায় কখনও আসে নি! পৃথিবীতে কি এমন অমানুষ শয়তানও আছে! কিন্তু গড্‌ফ্রে বড় ভাল ছেলে—সংকল্পে অটল। কোন প্রলোভনেই সে তার খুড়োর সর্বনাশ করবে না। আজ রাতেই সবকিছু ব্যাংকে সরিয়ে ফেলব। ইতিমধ্যে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করুন গোয়েন্দামশায়। আমার অনুরোধ, তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। আর টাকা পয়সার ব্যাপারে,

পাঁচের পাত্তি বা দশের পাত্তি পর্যন্ত আপনি আমার উপরেই ভরসা করতে পারেন।"

তার মনটা খোলামেলা হলেও এই মহান কৃপণ ভদ্রলোক আমাদের কোন তথ্যই জানাতে পারল না, কারণ ভাই-পোটির ব্যক্তিগত জীবনের কিছুই সে জানে না। টেলিগ্রামের খণ্ডিত অংশটাই আমাদের হাতে একমাত্র সূত্র। সেটাকে হাতে নিয়েই হোমস দ্বিতীয় সূত্রের খোঁজে লাগল। লর্ড মাউণ্ট-জেমস ও ওভার্টনকে ছেড়ে দেওয়া হল। দলের অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করা হল। হোটেল থেকে কিছুটা দূরেই একটা টেলিগ্রাফ-আপিস ছিল। আমরা তার বাইরে থামলাম।

হোমস বলল, "একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। অবশ্য একটা পরোয়ানা এনে আমরা টেলিগ্রামের নকলটা দেখতে পারি, কিন্তু এখনও আমরা সে অবস্থায় আসি নি। এতটা ভিড়ের মধ্যে কারও মুখ ওরা নিশ্চয় মনে করে রাখে নি। সাহস করে একবার চেষ্টা তো করি।"

রেলিং-এর ও-পাশে উপবিষ্ট তরুণীটিকে সে সরাসরি বলে বসল, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। গতকাল যে টেলিগ্রামটা করেছিলাম তাতে একটা ছোট ভুল ছিল। এখনও কোন জবাব পাই নি, তাই আমার আশংকা হচ্ছে হয়তো আমার নামটাই লিখতে ভুলে গেছি। সত্যি তাই হয়েছে কি না একটু বলতে পারবেন কি?"

তরুণী একগাদা টেলিগ্রামের নকল ওলটাতে শুরু করল।

"কখন টেলিগ্রামটা করেছিলেন?"

"ছ'টার কিছু পরে।"

"কার নামে?"

ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে হোমস আমার দিকে তাকাল। খুব গোপনে ফিস ফিস করে বলল, "টেলিগ্রামের শেষ কথাগুলি ছিল 'ঈশ্বরের দোহাই।"

"কোন জবাব না পেয়ে বড়ই উৎকণ্ঠা বোধ করছি।"

তরুণী একখান ফর্ম বের করে নিল।

"এইতো সেটা। কোন নামই নেই," কাউণ্টারের উপর কাগজটা মেলে ধরে সে বলল।

হোমস বলল, "তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে, এই জন্যই জবাব আসে নি। সত্যি, কি বোকার মত কাজই না করেছি! গুডমর্নিং মিস; আমার দুর্ভাবনা দূর করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।" রাস্তায় নেমে সে মুচকি হেসে হাত ঘসতে লাগল।

"কি হল?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এগিয়েছি ভাই ওয়াটসন, আমরা এগিয়েছি। ওই টেলিগ্রামটা একবার দেখতে পাবার মত সাতটা ভিন্ন ভিন্ন মতলব আমার মাথায় ছিল, কিন্তু এভাবে

প্রথমটাই যে লেগে যাবে আমি আশাই করতে পারি নি।"

"কিন্তু তুমি পেলেটা কি?"

"তদন্ত কোথা থেকে শুরু করব সেটা পেয়েছি।" একটা গাড়ি ডেকে সে বলল, "কিংস ক্রশ স্টেশন।"

"তাহলে অনেকদূর যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে দুজনকেই কেম্ব্রিজ যেতে হবে। সবকিছু সেইদিকেই আঙুল দেখাচ্ছে।"

গ্রে'জ ইন্ রোড ধরে যেতে যেতে বললাম, "বল তো, নিরুদ্দেশের কারণ সম্পর্কে তুমি কি কাউকে সন্দেহ করতে পেরেছ? আজ পর্যন্ত যত কেস দেখেছি তার কোনটাতেই উদ্দেশ্যটা এতখানি অস্পষ্ট ছিল বলে তো আমার মনে হয় না। তুমি কি সত্যি মনে করবে ধনী খুড়ো সম্পর্কে খবর জানবার জন্যই তাকে অপহরণ করা হয়েছে?"

"স্বীকার করছি ভাই ওয়াটসন, ওটাকে একটা সম্ভবপর ব্যাখ্যা বলে আমি মনেই করি না। অবশ্য ওই খুঁতখুঁতে বুড়ো মানুষটি যে ওতেই কাত হবে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।"

"তা অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু তোমার অন্য বিকল্প কি?"

"অনেক কথাই বলতে পারি। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ঠিক প্রাক্কালেই ঘটনাটি ঘটেছে এবং এমন একটি লোক এর সঙ্গে জড়িত যার উপস্থিতি একটি দলের জয়লাভের পক্ষে একান্ত অনিবার্য—এই ব্যাপারটা যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সেটা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এটা আকস্মিক যোগাযোগও হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা ইণ্টারেষ্টিং। সৌখীন খেলায় কোনরকম বাজি ধরা হয় না, তবে বাইরের জনসাধারণের মধ্যে অনেক রকম বাজির ব্যাপার চলে; তাই ঘোড়দৌড়ের মাঠের গুণ্ডারা যেরকম দৌড়ের ঘোড়াকে লুকিয়ে ফেলে, তেমনই এ ক্ষেত্রেও একটি খেলোয়াড়কে সরিয়ে দিলেও হয় তো কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এই হচ্ছে একটি ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, বর্তমানে যত হীন অবস্থাতেই থাকুক এই যুবকটি হয়তো সত্য সত্যই একটা বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কাজেই মুক্তিপণ আদায় করবার জন্য তাকে আটক করার একটা ষড়যন্ত্র গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়।"

"এসব থিয়োরিতে কিন্তু টেলিগ্রামটার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তা ঠিক ওয়াটসন। ঐ টেলিগ্রামই এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে একমাত্র খাঁটি বস্তু, আর সেটাকে ভুললে আমাদের চলবে না। এই টেলিগ্রামের উদ্দেশ্যটা জানবার জন্যই আমরা কেম্ব্রিজের পথে চলেছি। আমাদের অনুসন্ধানের পথ এখনও অস্পষ্ট, তবু সন্ধ্যার আগেই যদি পথটা পরিষ্কার না হয়, অথবা এই পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হতে না পারি তাহলেই আমি বিস্মিত হব।"

পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় শহরে আমরা যখন প্রবেশ করলাম, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। স্টেশনেই একটা গাড়ি নিয়ে হোমস কোচয়ানকে বলল ডাঃ লেস্‌লি আর্মস্ট্রং-এর বাড়ি যেতে। কয়েক মিনিট পরেই কর্মব্যস্ত রাজপথের উপর একটা বড় প্রাসাদের সামনে গাড়ি থামল। ভিতরে ঢুকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে রোগী দেখার ঘরে আমাদের ডাক পড়ল। ডাক্তার তার টেবিলের পিছনেই বসে ছিল।

লেস্‌লি আর্মস্ট্রং-এর নামটাও যে আমার কাছে অপরিচিতি হয়ে গেছে তা থেকেই বোঝা যায় ডাক্তারি ব্যবসা থেকে আমি কতখানি দূরে সরে এসেছি। এখন মনে পড়ছে, সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের বিভাগীয় প্রধানদের একজন তাই নয়, বিজ্ঞানের একাধিক সংখ্যায় তার খ্যাতি সারা ইউরোপে প্রসারিত। তবু তার জীবনের এই উজ্জ্বল দিকটার কথা জানা না থাকলেও যে কেউ তাকে দেখেই প্রভাবিত হবে—চৌকো ভরাট মুখ, ঘন ভুরুর নীচে দুটি চিন্তাশীল চোখ, আর পাথরের মত শক্ত অনমনীয় চোয়াল। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী, সদাসতর্ক মন, কঠোর, নিস্পৃহ, সংযত ও দুর্জয়—ডাঃ লেসলি সম্পর্কে এই আমার ধারণা। আমার বন্ধুর কার্ডটা হাতে নিয়ে সে যখন আমাদের দিকে তাকাল তখন তার কঠোর মুখের দৃষ্টিতে প্রসন্নতার কোন আভাষ ছিল না।

"আপনার নাম আমি শুনেছি মিঃ শার্লক হোমস; আপনার জীবিকার খবরও আমি রাখি, যদিও সেটাকে মোটেই সমর্থন করি না।"

আমার বন্ধু শান্তভাবে বলল, "ডাক্তার, সে ব্যাপারে দেশের প্রতিটি অপরাধীকেই আপনি দলে পাবেন।"

"দেখুন স্যার, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ দমনের কাজে আপনার প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ প্রতিটি বুদ্ধিমান নাগরিকের সমর্থন অবশ্য আপনার প্রাপ্য, যদিও সরকারী যন্ত্রটিই যে সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার কাজকর্ম যখনই সমালোচনার বস্তু হয়ে ওঠে, যখন আপনি মানুষের ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপারে নাক গলান, যে সব পারিবারিক ব্যাপার চাপা থাকাই ভাল সেগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং যখন আপনার চাইতে কর্মব্যস্ত মানুষদের সময় নষ্ট করেন। যেমন, এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কথা বলার চাইতে একটা বই লেখার কাজেই আমি ব্যস্ত থাকতে চাই।"

"সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ডাক্তার; তবে কি জানেন, এই কথাবার্তার ব্যাপারটা আপনার বইয়ের চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণও হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, যেসব কাজের জন্য আপনি আমার উপর দোষারোপ করলেন আমরা ঠিক তার উল্টোটাই করে থাকি; কোন পারিবারিক ব্যাপারে যেখানে সরকারী পুলিশের হাতে পড়লে অনিবার্যভাবেই জনসমক্ষে

প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখানে আমরা সেটাকে চাপা দিয়ে রাখতেই চেষ্টা করি। দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর আগে আগে যে বেসরকারী অগ্রপথিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আপনি আমাকে তাদেরই একজন বলে মনে করতে পারেন। আমি আপনার কাছে এসেছি মিঃ গডফ্রে স্টনটোন সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নিতে।"

"তার সম্পর্কে কি জানতে চান?"

"আপনি তো তাকে চেনেন?"

"সে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"আপনি কি জানেন তিনি নিখোঁজ হয়েছেন?"

"বটে!" ডাক্তারের রুক্ষ মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

"গত রাতে তিনি হোটেল থেকে চলে গেছেন। তারপর থেকে কোন খবর নেই।"

"নিঃসন্দেহে আবার ফিরে আসবে।"

"আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল ম্যাচ।"

"ওসব ছেলেমানুষী খেলাধুলার ব্যাপারে আমার কোন সহানুভূতি নেই। যুবকটিকে আমি চিনি, পছন্দ করি, তাই তার ব্যাপারে আমি আগ্রহী। ফুটবল ম্যাচ আমার জগতের মধ্যে পড়ে না।"

"মিঃ স্টনটোন-এর ভাগ্য নিয়ে তদন্তের ব্যাপারেই আমি আপনার সহানুভূতি চাইছি। আপনি কি জানেন তিনি কোথায় আছেন?"

"মোটেই জানি না।"

"গতকালের পর থেকে তাকে দেখেন নি?"

"না, দেখি নি।"

"মিঃ স্টনটোন-এর স্বাস্থ্য কি খুব ভাল ছিল?"

"সম্পূর্ণ ভাল।"

"আর কখনও অসুখ হয়েছিল বলে জানেন কি?"

"কখনও না।"

হোমস ডাক্তারের চোখের সামনে একখণ্ড কাগজ মেলে ধরল। "তাহলে তো গত মাসে কেম্ব্রিজের ডাঃ লেসলি আর্মস্ট্রং কর্তৃক গৃহীত এবং মিঃ গডফ্রে স্টনটোন কর্তৃক প্রদত্ত তেরো গিনির এই প্রাপ্তিস্বীকারসহ বিলটির ব্যাপার আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে। তার ডেস্কের কাগজপত্রের মধ্যেই এটা পেয়েছি।"

ডাক্তার রাগে আগুন হয়ে উঠল।

"মিঃ হোমস, আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দেবার কোনরকম কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।"

হোমস বিলটা তার নোট-বইয়ের মধ্যে রেখে দিল।

বলল, "প্রকাশ্যে কৈফিয়ৎ দেওয়াটাই যদি আপনি পছন্দ করেন, আগে হোক পরে হোক তাই দেবেন। আপনাকে তো আগেই বলেছি, অন্যরা যে জিনিস প্রকাশ করতে বাধ্য হয়, আমি সেটাকে চাপা দিতে পারি। আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলেই বোধহয় আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করতেন।"

"এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।"

"লণ্ডন থেকে মিঃ স্টন্‌টোন-এর কোন চিঠি পেয়েছেন কি?"

"নিশ্চয় না।"

"হায় রে হায়! আবার সেই ডাকঘর!" হোমস ক্লান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলল। "গতকাল সন্ধ্যা ছ'টা পনেরো মিনিটে গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন লণ্ডন থেকে আপনাকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন—নিঃসন্দেহে তার নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারটা সেই টেলিগ্রামের সঙ্গে জড়িত—অথচ আপনি সেটা পান নি। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আপিসে গিয়ে আমি অবশ্যই একটা অভিযোগ পেশ করে আসব।"

ডাঃ লেসলি আর্মস্ট্রং ডেস্কের পিছন থেকে লাফ দিয়ে উঠল। তার ঘোর মুখখানি রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

বলল, "দয়া করে আমার বাড়ি থেকে আপনি চলে যান স্যার। যিনি আপনাকে একাজে লাগিয়েছেন সেই লর্ড মাউণ্ট-জেমসকে বলে দেবেন, তার সঙ্গে বা তার লোকদের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। না স্যার, আর একটি কথাও নয়!" সে প্রচণ্ডভাবে ঘণ্টাটা বাজাল। "জন, এই ভদ্রলোকদের বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দাও।" একটি জমকালো খানসামা কঠোর ভঙ্গীতে দরজাটা দেখিয়ে দিল, আর আমরাও পথে নেমে এলাম। হোমস হো-হো করে হেসে উঠল।

বলল, "ডাঃ লেসলি আর্মস্ট্রং অবশ্যই একটি কর্মিৎকর্মা ও দৃঢ় চরিত্রের লোক। লোকটি যদি তার প্রতিভাকে সেইদিকে ঘুরিয়ে দিত তাহলে বিখ্যাত মরিয়ার্টির শূন্যস্থান পূর্ণ করবার মত উপযুক্ত লোক একমাত্র সে ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি নি। হায় ওয়াটসন, আতিথ্যবিহীন শহরে এখন আমরা পরিত্যক্ত, নির্বান্ধব, অথচ আমাদের উদ্দেশ্যকে বিসর্জন না দিয়ে তো এখান থেকে আমরা যেতেও পারি না। আর্মস্ট্রং-এর বাড়ির ঠিক উল্টো দিককার এই ছোট সরাইখানাটাই আমাদের সবচাইতে উপযুক্ত আশ্রয়। তুমি যদি সামনের দিককার একটা ঘর ভাড়া করে রাতের মত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রগুলো কিনতে পার, তাহলে আমি কয়েকটা খোঁজ-খবর করার সময় পেতে পারি।"

মুখে বলল বটে কয়েকটা খোঁজ-খবর, কিন্তু সময় লেগে গেল অনেক বেশী; হোমস যখন সরাইখানায় ফিরল তখন প্রায় ন'টা বাজে। যেমন ফ্যাকাসে তেমনই মন-মরা, সারা দেহ ধুলোভর্তি, ক্ষুৎ-পিপাসায় বড়ই অবসন্ন। টেবিলে

ঠাণ্ডা খাবার রাখা ছিল; আহারাদি সেরে পাইপটা ধরিয়ে তবে সে স্বাভাবিক খোস মেজাজ ও দার্শনিক মানসিকতায় ফিরে এল। গাড়ির চাকার শব্দ শুনলেই উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। গ্যাসের আলোয় দেখা গেল, একখানা ব্রুহাম গাড়ি ও একজোড়া ধূসর ঘোড়া ডাক্তারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হোমস বলল, "তিন ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে; যাত্রা শুরু করেছে সাড়ে ছ'টায় আর এতক্ষণে ফিরল। প্রায় দশ বারো মাইল পথ, আর প্রতিদিনই একবার, কখনও দু'বার করে এই এতটা পথ সে মেরে আসছে।"

"প্র্যাকটিস ভাল হলেই একজন ডাক্তারের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

"কিন্তু আর্মস্ট্রং তো ডাক্তারিই করে না। সে তো একজন অধ্যাপক ও পরামর্শদাতা; চিকিৎসা-ব্যবসা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই, কারণ ওতে তার লেখাপড়ার কাজে বাধা হয়। তাহলে এই বিরক্তিজনক দীর্ঘ পথ সে রোজ পাড়ি জমায় কেন, আর কার সঙ্গে দেখা করতেই বা যায়?"

"তার কোচয়ান—"

"ভাই ওয়াটসন, আমি যে প্রথমে তার কাছেই গিয়েছিলাম সেবিষয়ে কি তোমার সন্দেহ আছে? কিন্তু তার সহজাত ভদ্রতাহীনতার জন্যই হোক অথবা মনিবের হুকুমেই হোক, সে তো আমার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিল। কিন্তু কুকুর বা তার মালিক কেউই আমার লাঠিটাকে পছন্দ করল না, আর তাতেই ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল। ভাল করে মেলামেশাই করতে পারলাম না, খোঁজ নেওয়া তো দূরের কথা। যেটুকু খবর পেয়েছি তা এই সরাইখানার একটি বন্ধুর কাছ থেকেই পেয়েছি। সেইতো আমাকে ডাক্তারের আচার-আচরণ ও এই প্রাত্যহিক ভ্রমণের কথা বলেছে। ঠিক সেই সময়ই গাড়িটা ঘুরে এসে দরজায় দাঁড়াল।"

"তুমি গাড়িটার পিছু নিতে পারলে না?"

"চমৎকার ওয়াটসন! আজ সন্ধ্যায় তোমার বুদ্ধি দেখছি ঝকঝক করছে। কথাটা আমার মনেও এসেছিল। হয় তো লক্ষ্য করেছ, আমাদের সরাইখানার পরেই একটা বাইসাইকেলের দোকান আছে। ছুটে গিয়ে দোকানে ঢুকেই একটা বাইসাইকেল ভাড়া নিলাম এবং গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার আগেই বাইসাইকেল চালিয়ে দিলাম। শীঘ্রই গাড়িটাকে ধরে ফেললাম এবং শ' খানেক গজের মত নিরাপদ দূরত্বে থেকে তার আলোর পিছু নিলাম। দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে গেলাম। গ্রামের পথ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়েছি এমন সময় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। গাড়িটা থেমে গেল, ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আমি যেখানে থেমে গিয়েছিলাম সেখান পর্যন্ত এল এবং চমৎকার বিদ্রূপের সুরে বলল, রাস্তাটা খুবই সংকীর্ণ বলে তার আশংকা,

আর তাই তার গাড়ি আমার বাইসাইকেলের চলার পথে কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করুক এটা সে চায় না। তার কথা বলার কায়দাটা অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটার পাশ দিয়ে বাইসাইকেল চালিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম এবং কয়েক মাইল গিয়ে একটা সুবিধামত জায়গায় থেমে পড়লাম—দেখাই যাক গাড়িটা কতক্ষণে আসে। কিন্তু গাড়ির কোন চিহ্নই দেখা গেল না। স্পষ্ট বুঝলাম, গাড়িটা কোন একটা পাশের রাস্তা ধরে ঘুরে চলে গেছে। ফিরে এলাম। তবু পথে কোন গাড়ি দেখতে পেলাম না; অথচ দেখতেই পাচ্ছ সেই গাড়িটা এখন ফিরে এল আমারও পরে। অবশ্য গোড়ায় এই পথযাত্রাকে গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর নিরুদ্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার মত কোন বিশেষ কারণ আমার ছিল না; আমি যে তার পিছু নিয়েছিলাম তার একমাত্র কারণ আপাতত ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর যেকোন কার্যকলাপকে অনুসরণ করাই আমাদের দিক থেকে দরকারী; কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পথযাত্রার সময় কেউ তার পিছু নিচ্ছে কি না সেদিকে ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, কাজেই ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা যতক্ষণ পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ আমি কিছুতেই চুপ করে থাকব না।"

"কাল আবার আমরা তার পিছু নিতে পারি।"

"পারি কি? তুমি যতটা সোজা ভাবছ, আসলে তা নয়। কেম্ব্রিজ-শায়ারের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তুমি পরিচিত নও তো? এখানে লুকোবার জায়গা মেলা ভার। যতটা পল্লী অঞ্চল আজ রাতে আমি পার হয়ে এলাম সেটা তোমার হাতের পাতার মতই সমতল ও পরিষ্কার, আর আজ রাতেই সে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে যার পিছনে আমরা লেগেছি সে লোকটা বোকা নয়। ওভার্টনকে তার করে দিয়েছি; লণ্ডনে নতুন কোন ঘটনা ঘটলে সে যেন এই ঠিকানায় আমাদের জানিয়ে দেয়। আপাতত আমাদের একমাত্র কাজ ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর উপর নজর রাখা। টেলিগ্রাফ আপিসের মেয়েটিই অনুগ্রহ করে স্টন্‌টোন-এর জরুরী তারবার্তার কাউন্টার-ফয়েল-এ ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর নামটা আমাকে দেখতে দিয়েছিল। যুবকটি কোথায় আছে তা সে জানে—এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি—আর তা যদি সে জানে তাহলে আমরাও যদি সেটা না জানতে পারি তো সে দোষ আমাদের। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানে বাড়তি সুযোগটা তারই দখলে; কিন্তু তুমি তো জান ওয়াটসন এরকম অবস্থায় কোন খেলা ছেড়ে যাওয়া আমার স্বভাব নয়।

কিন্তু তবু পরদিনও সমস্যার কোনরকম সমাধান চোখে পড়ল না। প্রাতরাশের পরে একটা চিরকুট এল; একটু হেসে হোমস সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

স্যার [চিরকুটে লেখা ', —আপনাকে নিশ্চয় করে জানাচ্ছি, আমার

গতিবিধি অনুসরণ করে বৃথাই সময় নষ্ট করছেন। গত রাতে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, আমার ব্রুহাম-এর পিছন দিকে একটা জানালা আছে। যদি বিশ মাইল পথ বাইসাইকেল চালিয়ে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে পৌঁছবার কামনা থাকে তাহলে আমাকেই অনুসরণ করতে হবে। ইতিমধ্যে আপনাকে জানাচ্ছি, আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করার ফলে মিঃ গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর কোন লাভ হবে না। আমার দৃঢ় ধারণা, সেই ভদ্রলোকের কোন উপকার যদি করতে চান তাহলে এই মুহূর্তে লণ্ডনে ফিরে যান এবং আপনার নিয়োগকারীকে বলুন যে তাকে খুঁজে বের করতে আপনি অপারগ। কেম্ব্রিজে বসে থাকলে বৃথা সময় নষ্ট হবে মাত্র। —আপনার বিশ্বস্ত

"লেসলি আর্মস্ট্রং।"

হোমস বলল, "ডাক্তার দেখছি একজন স্পষ্টবক্তা, সং প্রতিদ্বন্দ্বী। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে। তাকে ছেড়ে যাবার আগে তাকে ভাল করে জানতেই হবে।"

আমি বললাম, "তার গাড়িটা এখনও তার দরজায়ই আছে। ঐ সে গাড়িতে উঠছে। উঠবার সময় সে একবার চোখ তুলে আমাদের জানালার দিকে তাকাল। আমি কি বাইসাইকেলটা নিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করব?"

"না, না ভাই ওয়াটসন! তোমার স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, আমার মতে এই ডাক্তারের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি নও। আমার নিজস্ব কোন নতুন পথে হয় তো আমার উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারব। তোমার কলাকৌশল নিয়ে তুমি এখানেই থাক, কারণ নিদ্রামগ্ন গ্রামাঞ্চলে দুটি অপরিচিত লোককে নানারকম খোঁজ-খবর করতে দেখলে যে ধরনের গুজব ছড়াবে সেটা আমি চাই না। এই শ্রদ্ধেয় শহরে বসেই অনেক মজার দৃশ্য তুমি দেখতে পাবে; আশা করছি, সন্ধ্যার আগেই তোমার জন্য কিছু ভাল খবর নিয়ে ফিরতে পারব।"

যাই হোক, আরও একবার হতাশ হওয়াই ছিল আমার বন্ধুর বিধিলিপি। শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে অনেক রাতে সে ফিরে এল।

"সারাটা দিনই ফাঁকা গেল ওয়াটসন। ডাক্তারের সাধারণ নির্দেশ পাবার পরে কেম্ব্রিজের ও অঞ্চলের সবগুলি গ্রাম ঘুরে দেখতে এবং সরাইওয়ালা ও স্থানীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য মিলিয়ে দেখতেই দিন কেটে গেল। কিছু কিছু জায়গা অবশ্য ঘুরে এসেছি: চেস্টার্টন, হিস্টন, ওয়াটারবীচ এবং ওকিংটন-এ অনেক ঘুরেছি, কিন্তু সবই বিফলে গেছে। ও সমস্ত নির্জন জায়গায় একখানা ব্রুহাম গাড়ি ও এক জোড়া ঘোড়ার আবির্ভাব ঘটলে নিশ্চয় লোকের নজরে পড়ত। এবারও ডাক্তারেরই জিত হয়েছে। আমার কোন টেলিগ্রাম এসেছে কি?"

"হ্যা; আমি খুলেছি। এই নাও: 'ট্রিনিটি কলেজের জেরেমি ডিক্সন-এর

কাছে পম্পে-র খোঁজ করুন।' আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।"

"আরে, এ তো খুব পরিষ্কার। আমার একটা প্রশ্নের জবাবে এটা পাঠিয়েছে আমাদের বন্ধু ওভার্টন। মিঃ জেরেমি ডিক্সনকে একটা চিরকুট পাঠান, আর তাহলেই আমাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। ভাল কথা, ম্যাচ-এর কোন খবর আছে?"

"হ্যাঁ, স্থানীয় সান্ধ্য পত্রিকার সর্বশেষ সংস্করণে একটা চমৎকার বিবরণ আছে। অক্সফোর্ড একগোল ও দুই ট্রাই-তে জিতেছে। বিবরণের শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছে: 'আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর দুর্ভাগ্যজনক অনুপস্থিতিকেই এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে; খেলার প্রতিপদক্ষেপেই তার অভাব অনুভূত হয়েছে। থ্রি-কোয়ার্টার লাইনের দলগত বোঝাপড়ার অভাব এবং আক্রমণ ও রক্ষণ-ভাগে তাদের দুর্বলতার জন্যই এমন একটি ভাল ও পরিশ্রমি দল পরাভূত হয়েছে।

হোমস বলল, "তাহলে আমাদের বন্ধু ওভার্টন-এর আশংকাই সত্য হল। ব্যক্তিগতভাবে আমিও ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে একমত যে ফুটবল আমার এক্তিয়ারের বাইরের বস্তু। ওয়াটসন, সকাল সকালই শুতে যাওয়া যাক, কারণ বুঝতেই পারছি যে কালকের দিনটা খুবই ঘটনাবহুল হবে।"

পরদিন সকালে হোমসকে প্রথমবার দেখেই আমি আঁতকে উঠলাম, কারণ একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে সে তখন আগুনের পাশে বসে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে তার একমাত্র দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত করে বসলাম; তার হাতের বস্তুটাকে চকচক করতে দেখে আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। আমার মুখের ভাব দেখে সে হাসতে হাসতে সেটাকে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল।

"না; না ভাই ভয়ের কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে এটা শয়তানী যন্ত্র নয়, বরং এটাই হয়ে উঠবে আমাদের রহস্য-উন্মোচনের চাবি। এই সিরিঞ্জই আমার সব আশা-ভরসা। সবকিছু দেখেশুনে এইমাত্র আমি ফিরেছি। সবকিছুই আশাব্যঞ্জক। ভাল করে প্রাতরাশ খেয়ে নাও ওয়াটসন, কারণ আজই ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর পিছু নেব এবং একবার পথে নেমে তার গর্তে না ঢোকা পর্যন্ত বিশ্রাম বা আহারের জন্য থামব না।"

আমি বললাম, "সেক্ষেত্রে তো প্রাতরাশের ব্যবস্থাটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল, কারণ সে খুব ভোরেই যাত্রা করবে। তার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।"

"ও নিয়ে ভেব না। তাকে যেতে দাও। তার হদিস করতে পারব না এমন জায়গায় যদি সে যেতে পারে তো বুঝব সে খুব চালাক লোক। প্রাতরাশ

শেষ করে আমার সঙ্গে নীচে চল; তোমার সঙ্গে এমন একজন গোয়েন্দার পরিচয় করিয়ে দেব যে আমাদের প্রত্যাসন্ন কাজের ব্যাপারে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ।

নীচে নেমে হোমসের পিছনে পিছনে আস্তাবলের উঠোনে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে একটা খাঁচার দরজা খুলে সে একটি গাট্টা-গোট্টা, কান-কাটা, সাদা বাদামী রঙের দো-আঁসলা কুকুর বের করল।

বলল, "পম্পের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। পম্পে হচ্ছে স্থানীয় শিকারী কুকুরদের গর্ব। গঠন দেখেই বুঝতে পারছ সে ভাল ছুটতে পারে না, কিন্তু তার ঘ্রাণ-শক্তি প্রচণ্ড। দেখ পম্পে, তুমি দ্রুতগতি না হলেও আমি আশা করব যে দুজন মাঝবয়সী লণ্ডনের ভদ্রলোকের চাইতে বেশী ছুটতে পারবে; তাই তোমার কলারের সঙ্গে এই চামড়ার চেনটা বেঁধে দিলাম। এবার এস তো বাপু, দেখি তোমার কেরামতি।" কুকুরটাকে নিয়ে সে ডাক্তারের দরজায় হাজির হল। কুকুরটা মুহূর্তের জন্য চারদিকটা শুঁকল, আর তার-পরেই উত্তেজনায় একটা তীব্র চীৎকার করে রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল, আরও জোরে ছুটবার জন্য অনবরত চেনটায় টান পড়তে লাগল। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরাও শহর ছাড়িয়ে, গ্রাম্য পথ ধরে ছুটতে লাগলাম।

"কি করছ হোমস?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"একটা পুরনো সেকেলে কৌশল, কিন্তু অনেক সময় বেশ কার্যকরী হয়। আজ সকালে ডাক্তারের উঠোনে ঢুকে আমার মৌরীভর্তি সিরিঞ্জটা তার গাড়ির পিছনের চাকার উপর ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। এই গন্ধবিশারদ কুকুরটি মৌরীর গন্ধে এখান থেকে 'জন ও গ্রোটস্' পর্যন্ত ছুটে যাবে; আমাদের বন্ধু আর্মস্ট্রং কিছুতেই তাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। ওঃ, ব্যাটা ধূর্ত রাস্কেল! সেদিন রাতে এইভাবেই সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল।"

কুকুরটা হঠাৎ বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ঘাসে-ঢাকা গলিতে ঢুকে পড়ল। আধ মাইল যাবার পরে গলিটা আবার একটা চওড়া রাস্তায় পড়ল, আর কুকুরটাও হঠাৎ ডান দিকে মোড় নিয়ে পুনরায় ছেড়ে-আসা শহরের দিকেই ছুটতে লাগল। রাস্তাটা শহরের দক্ষিণ দিকে গিয়ে আমরা যে পথ ধরে এসেছিলাম তার বিপরীত দিকে চলে গেছে।

"এই বাঁকা পথটা তাহলে আমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে?" হোমস বলে উঠল। "এইসব গ্রামে আমার সব অনুসন্ধান যে বিফলে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? ডাক্তার জেনেশুনেই এই চালাকিটাকে খেলেছে; কাজেই এই ফাঁকিবাজির একটা কারণ তো লোকে জানতে চাইবেই। আমাদের ডানদিকে ওই গ্রামটা নিশ্চয়ই ট্রাম্পিংটন। আর, হায় জোভ! ঐ তো ব্রুহামটা মোড় ঘুরে আসছে! জলদি ওয়াটসন, জলদি, নইলে আমরা শেষ হয়ে যাব!"

অনিচ্ছুক পম্পেকে টানতে টানতে একটা ফটকের ভিতর দিয়ে লাফিয়ে সে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। আমরা গিয়ে একটা বেড়ার আড়ালে আশ্রয় নিতে না নিতেই গাড়িটা সশব্দে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। চকিতে ডাঃ আর্মস্ট্রং-কে ভিতরে বসে থাকতে দেখলাম; দুটো কাঁধ নীচু করে দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে বিষাদের প্রতিমূর্তির মত বসে আছে। আমার সঙ্গীটির গম্ভীর মুখ দেখেই বলে দিতে পারি সে দৃশ্য সেও দেখেছে।

সে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে আমাদের এই অভিযানের পরিণতি হবে ভয়ংকর। অচিরেই সেটা জানতে পারব। চলে আয় পম্পে। আরে, মাঠের মধ্যে ঐ তো একটা বাড়ি।"

বুঝতে পারলাম, আমাদের যাত্রার শেষে পৌঁছে গেছি। পম্পে ছুটে গিয়ে ফটকের বাইরে গজরাতে লাগল। সেখানে ব্রুহামের চাকার দাগ তখনও স্পষ্ট চোখে পড়ছে। একটা পায়ে চলার পথ সোজা সেই নির্জন বাড়িটার দিকে চলে গেছে। কুকুরটাকে বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা সামনে এগিয়ে চললাম। বন্ধুটি ছোট দরজাটার উপর বারকয়েক টোকা দিল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বাড়িটা তো জনহীন নয়, কারণ একটা অস্পষ্ট শব্দ আমাদের কানে আসছে—অবর্ণনীয় বিষণ্ণতায় ভরা দুঃখ ও হতাশার একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। কি করবে বুঝতে না পেরে হোমস দাঁড়িয়ে রইল। পিছন ফিরে রাস্তাটার দিকে একবার তাকাল। ব্রুহামটা ফিরে আসছে। ধূসর রঙের ঘোড়া দুটোকে চিনতে ভুল হবার কথা নয়।

হোমস বলে উঠল, "হায় জোভ! ডাক্তার ফিরে আসছে। তাহলে তো বোঝাই গেল। সে আসবার আগেই আমাদের ব্যাপারটা জানতে হবে।"

সে দরজাটা খুলল। আমরা হলের ভিতর ঢুকে গেলাম। গোঙানির শব্দটা আরও জোরে এসে কানে লাগল, একটানা একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে। শব্দটা আসছে দোতলা থেকে। হোমস তীরের মত উপরে উঠে গেল। আমিও ছুটলাম। একটা আধা-বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে সম্মুখের দৃশ্য দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটি সুন্দরী তরুণী মৃত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। একরাশ সোনালী চুলের মধ্যে তার মুখের দুটি দৃষ্টিহীন বিস্ফারিত চোখ উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। বিছানার পায়ের দিকে আধা-বসা আধা-হাঁটুভাঙা অবস্থায় একটি যুবক তার জামায় মুখ লুকিয়ে আছে; অস্পষ্ট কান্নার আবেগে তার শরীরটা কাঁপছে। নিজের তীব্র দুঃখে সে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে হোমস তার কাঁধে হাতটা রাখার আগে সে মুখ তুলে একবার তাকালও না।

"আপনি কি মিঃ গডফ্রে স্টনটোন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি—কিন্তু আপনারা বড়ই দেরী করে ফেলেছেন। ও মারা গেছে।"

লোকটি এতই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে তাকে আমরা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে আমরা ডাক্তার নই, চিকিৎসা করতেও আসি নি। হোমস তাকে কিছু সান্ত্বনার কথা বলে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে তার আকস্মিক অন্তর্ধানের ফলে তার বন্ধুরা খুবই শংকিত হয়ে পড়েছে; এমন সময় দরজায় পায়ের শব্দ হল; সেখানে দেখা দিল ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর ভারী, কঠিন জিজ্ঞাসু মুখটা।

সে বলল, "মশাইরা তাহলে শেষ পর্যন্ত এসে গেছেন; কিন্তু বড়ই খারাপ সময়ে এসে পড়েছেন। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এখানে ঝগড়া করতে আমি চাই না, কিন্তু একটা কথা বলতে চাই, আমার যদি অল্প বয়স হত তাহলে আপনাদের এই নারকীয় ব্যবহার বিনা শাস্তিতে রেহাই পেত না।"

আমার বন্ধু মর্যাদার সঙ্গে বলল, "মাফ করবেন ডাঃ আর্মস্ট্রং, আমাদের মধ্যে বোধ হয় একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। দয়া করে যদি আমাদের সঙ্গে নীচে আসেন তাহলে আমরা দুই পক্ষই এ ব্যাপারে কিছু কিছু আলোকপাত করতে পারি।"

এক মিনিট পরে গম্ভীর ডাক্তারটি ও আমরা দুজন নীচের বসবার ঘরে গিয়ে জমায়েত হলাম।

ডাক্তার বলল, "বলুন স্যার।"

"প্রথমেই আপনাকে বলা দরকার যে, লর্ড মাউন্ট জেমস আমাকে এ কাজে পাঠায় নি, আর এ ব্যাপারে আমার মনোভাব সম্পূর্ণ তার বিরুদ্ধে। একটা মানুষ যখন হারিয়ে যায় তখন তার ভাগ্য নির্ধারণ করাই আমার কর্তব্য; আমার কাজ সেখানেই শেষ হয়ে যায়; আর সে ব্যাপারের সঙ্গে যদি অপরাধের কোন যোগ না থাকে তাহলে ব্যক্তিগত যেকোন কেলেংকারিকে বাইরে প্রকাশ করার পরিবর্তে আমি সেটাকে চাপা দিতেই চেষ্টা করি। আমার ধারণা যদি সত্য হয়, আর এ ব্যাপারে যদি আইনবিরুদ্ধ কিছু থেকে না থাকে তাহলে সমস্ত ঘটনাটা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হতে পারে সে ব্যাপারে আমার বিবেচনা ও সহযোগিতার উপর আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।"

ডাঃ আর্মস্ট্রং এক পা এগিয়ে এসে হোমসের হাতটা জড়িয়ে ধরল।

বলল, "আপনি বড় ভাল লোক। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বেচারি স্টনটোনকে এ অবস্থায় একলা রেখে যাওয়ায় মনটা বড়ই খুঁতখুঁত করছিল বলেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, আর তাই তো আপনার সঙ্গে পরিচয় হল। আপনি তো অনেকটাই জেনেছেন; পরিস্থিতিটা খুব সহজেই বোঝা যাবে। এক বছর আগে গডফ্রে স্টনটোন লণ্ডনে বাস করতে শুরু করে এবং বাড়ির মালিকের মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই ভাল, যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই ভাল। এরকম স্ত্রী কারও পক্ষেই লজ্জার কারণ হতে পারে না। কিন্তু

গড্‌ফ্রে একটি রুক্ষ প্রকৃতির বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উত্তরাধিকারী; এই বিয়ের খবর তার কাছে গেলেই যে উত্তরাধিকারের অবসান ঘটবে সেটা তো নিশ্চিত কথা। আমি ছেলেটিকে ভালভাবেই চিনি; তার নানাবিধ সৎগুণের জন্য তাকে ভালও বাসি। তাই সবদিক সামাল দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। ব্যাপারটা যাতে কেউ না জানতে পারে সেজন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কারণ একবার যদি কানাঘুসায় ব্যাপারটা বাইরে যায় তাহলে অচিরেই সেটা সকলের কানে পৌছে যাবে। এই নির্জন বাড়ি ও তার নিজের সুবিবেচনার ফলে গড্‌ফ্রে এখনও পর্যন্ত সে ব্যাপারে সফলই হয়েছে। তাদের এই গোপন খবর জানি শুধু আমি, আর জানে একটি বিশ্বাসী চাকর; আপাতত সে একটা কাজে ট্রাম্পিংটন-এ গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাংঘাতিক অসুখের ফলে নেমে এল প্রচণ্ড আঘাত। প্রচণ্ড রকমের ক্ষয়রোগ। বেচারি যুবকটি দুঃখে যেন পাগল হয়ে পড়ল; তবু এই ম্যাচ খেলতে তাকে লণ্ডনে যেতেই হল, কারণ আসল কারণটা না জানিয়ে সে তো ম্যাচ খেলা থেকে বিরত থাকতে পারে না, আবার আসল কারণ জানালেই তো সব গোপন কথা ফাঁস হয়ে পড়ত। একটা তার পাঠিয়ে আমি তাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করলাম, আর সেও তার জবাবে আমাকে সাধ্যমত সবকিছু করবার অনুরোধ জানাল। যেকোন দুর্বোধ্যভাবেই হোক সেই টেলিগ্রামটাই আপনি দেখে ফেলেছিলেন। বিপদের গুরুত্বটা আমি তাকে জানাই নি, কারণ আমি জানতাম এখানে এসেও সে কিছু করতে পারবে না; কিন্তু মেয়েটির বাবাকে সত্য কথাটাই জানিয়েছিলাম, আর তিনিই অবিবেচকের মত গড্‌ফ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে বসেন। ফলে প্রায় পাগলের মত অবস্থায় সে সোজা এখানে চলে এল, আর একইভাবে বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে রইল। আজই সকালে মৃত্যু এসে মেয়েটির সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে। এই সব কথা মিঃ হোমস; এখন আপনার ও আপনার বন্ধুর সুবিবেচনার উপর আমি নিশ্চয় ভরসা করতে পারি।"

হোমস ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরল।

তারপর বলল, "চল ওয়াটসন।" সেই দুঃখভরা বাড়িটা ছেড়ে আমরা শীতকালের ম্লান সূর্যের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম।





মঠ কৃষিশালা

The Abbey Grange

'৯৭ সালের শীতকালের একটি হিম-ঝরা তীব্র শীতের সকালে কাঁধে সুড়সুড়ি লেগে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি হোমস। হাতের মোমবাতিটার আলো পড়েছে তার উৎকণ্ঠিত ঝুঁকে-পড়া মুখের উপর। এক-নজর দেখেই বুঝতে পারলাম, একটাকিছু গোলমাল হয়েছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, "চলে এস ওয়াটসন, চলে এস। খেলা শুরু হয়ে গেছে। একটি কথা নয়। পোশাকটা গলিয়েই চলে এস!"

দশ মিনিট পরেই আমাদের গাড়ি নির্জন পথ ধরে সশব্দে চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের দিকে ছুটে চলল। শীতের প্রথম আবছা-ভোর হয়ে আসছে, লণ্ডন-ধোঁয়াশার অস্পষ্ট আলোর ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এত ভোরেও দু'একজন মজুর কাজে বেরিয়েছে। হোমস তার ভারী কোটের আশ্রয়ে নিঃশব্দে বসে আছে। আমারও সেই অবস্থা। বাতাসে তীব্র শীত। কারও প্রাতঃরাশ খাওয়াও হয় নি। স্টেশনে পৌঁছে গরম গরম চা খেয়ে কেণ্টগামী ট্রেনে আরাম করে বসে তবে আমাদের কথাবার্তা বলার মত অবস্থা ফিরে এল। হোমস পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে জোরে জোরে পড়তে লাগল:

"মঠ কৃষিশালা," মার্শাম, কেণ্ট, সকাল ৩-৩০

"প্রিয় মিঃ হোমস,—একটি উল্লেখযোগ্য কেস-এ অবিলম্বে আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপনার এক্তিয়ারভুক্ত। মহিলাটিকে ছেড়ে দেওয়া আর সবকিছু আমি যেমনটি পেয়েছি তেমনই যাতে থাকে সেটা আমি দেখব। স্যার ইউস্টেস্‌কে এখানে রেখে যাওয়া শক্ত বলেই বলছি, একমুহূর্তও সময় নষ্ট করবেন না। —আপনার বিশ্বস্ত

"স্টানলি হপকিন্স"

"হপকিন্স আমাকে সাতবার ডেকে পাঠিয়েছে, আর প্রতিবারই দেখেছি তার ডাক পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য", হোমস বলল। "আমার ধারণা তার প্রতিটি কেসই তোমার সংগ্রহে স্থান পেয়েছে; আর এ কথাও আমি স্বীকার করতে বাধ্য ওয়াটসন, তোমার মধ্যে বেছে নেবার এমন একটা ক্ষমতা আছে যার ফলে তোমার কাহিনীর অনেক নিন্দনীয় বিষয়কেই ক্ষমা করতে হয়। যে বস্তু শিক্ষাপ্রদ ধ্রুপদী ঘটনাবলী হয়ে উঠতে পারত, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পরিবর্তে সবকিছুকেই একটা গল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাবার মারাত্মক অভ্যাসের ফলে তুমি সে বস্তুকে একেবারে নষ্ট করে ফেল। অত্যন্ত কুশলী ও সূক্ষ্ম কাজকে বাদ দিয়ে

এমন সব চাঞ্চল্যকর বিবরণের উপর জোর দাও যা পাঠককে উত্তেজিত করলেও সম্ভবত সৎশিক্ষা কিছু দিতে পারে না।"

কিছুটা তিক্ত গলায় আমি বললাম, "তুমি নিজেই কেন সেগুলো লেখ না?"

"লিখব ভাই ওয়াটসন, লিখব। তুমি তো জান, বর্তমানে আমি খুবই ব্যস্ত; কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি, জীবনের শেষের দিনগুলিকে আমি এমন একখানা পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে নিযুক্ত রাখব যাতে মাত্র একটি খণ্ডে অনুসন্ধান-তত্ত্বের সব কথাই কেন্দ্রীভূত থাকবে। আমাদের বর্তমান গবেষণাটা অবশ্য একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে।"

"তাহলে তুমি কি মনে কর স্যার ইউস্টেস্ মৃত?"

"তাই তো মনে করা উচিত। হপকিন্সের লেখায় যথেষ্ট উত্তেজনা ফুটে উঠেছে; কিন্তু সে স্বভাবত আবেগপ্রবণ লোক নয়। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে এবং আমাদের পরীক্ষার জন্যই মৃতদেহটা রেখে দেওয়া হয়েছে। নেহাৎই আত্মহত্যার ব্যাপার হলে সে আমাকে ডেকে পাঠাত না। মহিলাটিকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে মনে হচ্ছে এই দুর্ঘটনার সময় তাকে তার ঘরে তালা-বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আমরা উঁচুতলার জীবনে ঢুকতে যাচ্ছি। ওয়াটসন—চকচকে কাগজ, 'ই. বি.' সংক্ষিপ্ত নামাক্ষর, পারিবারিক প্রতীক-চিহ্ন, জমকালো ঠিকানা। মনে হচ্ছে বন্ধু হপকিন্সের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে, আর আমাদেরও সকালটা ভালই কাটবে। গতকাল রাত বারোটার আগেই অপরাধটা ঘটেছে।"

"সেটা কি করে বলছ?"

"ট্রেনের সময় ও অতিবাহিত সময়ের হিসাব করে। প্রথমে স্থানীয় পুলিশকে ডাকা হয়েছে, তারা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, হপকিন্স সেখানে গেছে এবং সেখান থেকে আমাকে খবর পাঠিয়েছে। এসব করতে একটা রাত লেগে যাবার কথা। আরে, এই তো আমরা চিস্‌ল্‌হার্স্ট স্টেশনে এসে গেছি। শীঘ্রই আমাদের সব সন্দেহ দূর হবে।"

সরু গ্রাম্য গলি দিয়ে মাইল দুই গাড়িতে চেপে আমরা একটা বাগানের ফটকে হাজির হলাম। একটি বুড়ো পাহারাদার ফটক খুলে দিল। লোকটির বিপর্যস্ত চেহারায়ই একটা ভয়ানক বিপদের আভাষ। বাগানের ভিতর দিয়ে একটা বীথি চলে গেছে; দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন দেবদারুর সারি; তার শেষ প্রান্তে একটি নীচু প্রশস্ত বাড়ি; সম্মুখে পাল্লাডিও-র অনুকরণে নির্মিত স্তম্ভ। বাড়ির মাঝখানের অংশটা খুবই পুরনো; শেওলায় ঢাকা; কিন্তু বড় বড় জানালাগুলি দেখলেই বোঝা যায় আধুনিক কালের মত করে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে, আর বাড়ির একটা প্রান্তের অংশ একেবারে হাল আমলের তৈরি। খোলা দ্বার-পথেই আমরা ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্সের যৌবনদীপ্ত, সদাসতর্ক, আগ্রহদীপ্ত মুখের সম্মুখীন হলাম।

"আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি মিঃ হোমস। ডাঃ ওয়াটসন, আপনি আসাতেও। অবশ্য পরে যাবার মত সময় হাতে থাকলে আপনাদের কষ্ট দিতাম না, কারণ সুস্থ হবার পরে মহিলাটি ঘটনার এমন একটা পরিষ্কার বিবরণ দিয়েছেন যে আমাদের আর করবার কিছু নেই। লিউইশাম চোরের দলটার কথা আপনার মনে আছে তো?"

"ওহো, সেই তিন ষাণ্ডাল?"

"ঠিক তাই; বাবা ও দুই ছেলে। এটাও তাদেরই কাজ। সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। পনের দিন আগেই সিডেনহাম-এ একাজ করতে গিয়ে তারা লোকের চোখে পড়ে গিয়েছিল; তাদের বর্ণনাও মিলে গিয়েছিল। এত কাছে আর এত শীঘ্র যে তারা আবার কাজে নামবে তা ভাবা যায় না। কিন্তু এটা যে তাদেরই কাজ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবার বাছাধনদের ঝুলতে হবে।"

"স্যার ইউস্টেস্ তাহলে মারাই গেছেন?"

"হ্যাঁ; তার নিজের আগুন খোঁচাবার ডাণ্ডাটা দিয়েই তার মাথাটা ভেঙে দিয়েছে।"

"স্যার ইউস্টেস্ ব্র্যাকেন্স্টল—কোচয়ান বলছিল।"

"ঠিকই বলেছে—কেণ্ট-এর অন্যতম ধনী মানুষ। লেডি ব্র্যাকেন্স্টল সকালবেলাকার ঘরে আছেন। বেচারি, কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতাটাই না তার হল। প্রথম যখন দেখি তখন তো তিনি অর্ধমৃত। আমার মনে হয়, আপনি আগে তার সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা শুনুন। তারপর আমরা একসঙ্গে খাবার ঘরটা পরীক্ষা করব।"

লেডি ব্র্যাকেন্স্টল সাধারণ স্ত্রীলোক নয়। এরকম একটি মনোরম চেহারা, নারীর সংজাত গুণের এমন সমাবেশ, এমন একখানি সুন্দর মুখ আমি কদাচিৎ দেখেছি। সুশ্রী, স্বর্ণকেশী, নীল-নয়না; সাম্প্রতিক এই অভিজ্ঞতার ফলে মুখখানি ক্লান্ত ও বিকৃত না দেখালে সবদিক থেকেই তাকে পরিপূর্ণ সুন্দরী বলা যেত। দৈহিক ও মানসিক দু'রকম যন্ত্রণাই সে পেয়েছে; একটা চোখের উপরে খানিকটা জায়গা বিবর্ণ হয়ে ফুলে উঠেছে, লম্বা দাসীটি ভিনিগার ও জল মিশিয়ে সে জায়গাটা বারে বারে ভিজিয়ে দিচ্ছে। শ্রান্ত দেহে মহিলাটি একটা কোচের উপর হেলান দিয়ে আছে; কিন্তু তার দ্রুত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সুন্দর মুখের সতর্ক ভাব দেখে মনে হল এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ফলে তার বুদ্ধি বা সাহস কোনটাই হারিয়ে ফেলে নি। নীল ও রূপোলি রঙের একটা ঢিলে ড্রেসিং-গাউনে তার শরীরটা ঢাকা; তার পাশেই কোচের উপর ঝোলানো রয়েছে সোনালী পাড়-বসানো কালো ডিনার-ড্রেসটা।

শ্রান্ত কণ্ঠে সে বলল, "যাকিছু ঘটেছে সবই তো আপনাকে বলেছি মিঃ হপকিন্স; আপনি কি আমার হয়ে সেটা আবার বলতে পারবেন না? ঠিক

আছে, যদি প্রয়োজন মনে করেন, এই ভদ্রলোকদেরও সব কথাই বলব। ওরা কি খাবার ঘরে গিয়েছিলেন?"

"আমি ভাবলাম ওরা প্রথমে আপনার কথা শুনলেই ভাল হয়।"

"তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেললেই আমি খুশি হব। উনি এখনও ওখানে পড়ে আছেন একথা ভাবতেও আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।" আতংকে কেঁপে উঠে মুহূর্তের জন্য সে দুই হাতে মুখ ঢাকল। ফলে ঢিলে গাউনটা তার বাহুর উপর থেকে নীচে ঝুলে পড়ল। হোমস বিস্ময়ে একটা শব্দ করে উঠল।

বলল, "ম্যাডাম, আপনার দেহে আরও ক্ষত-চিহ্ন আছে! ওটা কি?" সাদা গোল হাতের উপর দুটো স্পষ্ট লাল দাগ। মহিলাটি তাড়াতাড়ি সেটা ঢেকে ফেলল।

"ও কিছু না। গত রাতের নৃশংস কাণ্ডের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। আপনি ও আপনার বন্ধু যদি আসন গ্রহণ করেন, তাহলেই আমি সাধ্যমত সব কথা বলতে পারি।"

"আমি স্যার ইউস্টেস্ ব্র্যাকেন্‌স্টল-এর স্ত্রী। এক বছর হল আমার বিয়ে হয়েছে। সে বিয়ে যে সুখের হয় নি সেকথা লুকোবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই বলেই আমি মনে করি। এমন কি আমি সেকথা অস্বীকার করলেও পাড়া প্রতিবেশীরা সকলেই আপনাদের সেকথা বলে দেবে। হয়তো সে ব্যাপারে আমারও কিছুটা দোষ আছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অনেক বেশী মুক্ত ও গতানুগতিকতামুক্ত পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি; আচারসর্বস্ব, সভাভব্য ইংরেজ জীবনযাত্রা মোটেই আমার মনোমত নয়। কিন্তু আসল কারণটা তো এখানকার সকলেরই জানা—সেটা হল, স্যার ইউস্টেস্ একজন পাড় মাতাল। এরকম লোকের সঙ্গে একটা ঘণ্টাও ভালভাবে কাটানো চলে না। দিন রাত তার সঙ্গে চলাফেরা করা একটি স্পর্শকাতর সাহসিক নারীর পক্ষে যে কী কষ্টদায়ক তা কি কল্পনা করতে পারেন? এরকম একটা বিয়েকে মেনে চলতেই হবে—এরকম বিধান পাপ, অপরাধ, শয়তানী। আমি বলছি, এই দানবীয় আইন আপনার দেশের উপর অভিশাপ ডেকে আনবে—ঈশ্বর এ অন্যায় সহ্য করবেন না।" মুহূর্তের জন্য সে উঠে বসল, তার গাল লাল হয়ে উঠল, আর ভুরুর উপরকার দাগের নীচে তার চোখ দুটি জ্বলতে লাগল। তখন গম্ভীর দাসীটি শক্ত সান্ত্বনা-ভরা হাত দিয়ে তার মাথাটা ধরে কুশনে নামিয়ে দিল; তার উন্মত্ত ক্রোধ থেমে গিয়ে উচ্ছ্বসিত চাপা কান্নায় পরিণত হল। অবশেষে সে আবার বলতে শুরু করল:

"কাল রাতের কথাই বলছি। আপনারা হয়তো জানেন, এ বাড়িতে সব চাকররাই বাড়ির আধুনিক অংশটায় ঘুমোয়। বসবাসের ঘরগুলি সব বাড়ির কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থিত; রান্নাঘরটা পিছনে আর আমাদের শোবার ঘরটা

উপরে। আমার দাসী থেরেসা ঘুমোয় আমার ঘরের উপরে। কাছাকাছি আর কেউ থাকে না, আর দূরের অংশের কোন বাসিন্দারই আমাদের হাঁক-ডাকে ঘুম ভাঙবার কথা নয়। ডাকাতরা এ কথাটা ভাল করেই জানত, নইলে তারা যে-ভাবে কাজ হাসিল করেছে তা করতে সাহস পেত না।

"সাড়ে দশটা নাগাদ স্যার ইউস্টেস্ শুতে গেলেন। চাকররা তার আগেই তাদের ঘরে চলে গেছে। শুধু আমার দাসীটা জেগে ছিল; যদি আমার কোন দরকার হয় তাই সে বাড়ির একেবারে মাথায় তার ঘরেই ছিল। এগারোটার পরেও এই ঘরেই আমি একটা বইতে ডুবে ছিলাম। তারপর দোতলায় উঠে যাবার আগে সবকিছু ঠিক আছে কি না দেখবার জন্য আমি কিছুটা হেঁটে বেড়ালাম। এ কাজটা নিজে করাই আমার নিয়ম, কারণ আগেই তো বলেছি, স্যার ইউস্টেস্-এর উপর সব সময় ভরসা করা যায় না। রান্না ঘরে গেলাম, খানসামার ভাঁড়ার ঘরে গেলাম, গুদাম ঘরে গেলাম, বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে গেলাম, এবং শেষ পর্যন্ত গেলাম খাবার ঘরে। জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম। জানালাটা ভারী পর্দায় ঢাকা থাকে। হঠাৎ মুখে হাওয়া লাগায় বুঝতে পারলাম জানালাটা খোলা। পর্দাটা সরিয়ে দিতেই একটি চওড়া-কাঁধ বয়স্ক লোকের মুখোমুখি হলাম। লোকটি সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছে। লম্বা ফরাসী ধরনের জানালা; ফলে সেটাই উঠোনে যাবার দরজার কাজ করে। শোবার ঘরের জ্বলন্ত মোমবাতিটা আমার হাতেই ছিল; তারই আলোয় প্রথম লোকটির পিছনে আরও দুজনকে দেখতে পেলাম; তারা সবে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। আমি পিছিয়ে গেলাম, কিন্তু লোকটি মুহূর্তের মধ্যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে সে আমার কব্জি চেপে ধরল, আর তারপরেই চেপে ধরল গলা। চীৎকার করবার জন্য মুখ খুলতেই সে সজোরে চোখের উপর একটা ঘুষি মেরে আমাকে মেঝেতে ফেলে দিল। কয়েক মিনিটের জন্য নিশ্চয় আমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম, কারণ জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখলাম ঘণ্টার দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে তারা খাবার টেবিলের মাথার কাছে রাখা ওক কাঠের চেয়ারটার সঙ্গে আমাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। এত শক্ত করে বেঁধেছে যে আমি নড়তেও পারছিলাম না; মুখে একটা রুমাল বেঁধে দেওয়ায় কোন শব্দও করতে পারছিলাম না। ঠিক সেইমুহূর্তে আমার হতভাগ্য স্বামী ঘরে ঢুকল। সে নিশ্চয়ই কোনরকম সন্দেহজনক শব্দ শুনেছিল; তাই এ রকম একটা দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তার পরনে ছিল শার্ট ও ট্রাউজার, আর হাতে ছিল তার প্রিয় কালো কাঁটার মুগুরটা। সে একজন চোরকে লক্ষ্য করে ছুটে গেল কিন্তু আর একটা চোর—বয়স্ক লোকটা—নীচু হয়ে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে আগুন খোঁচাবার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে তার মাথায় আঘাত করল। সে পড়ে গেল। একটা আর্তনাদও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সেই যে পড়ে গেল আর নড়ল না। আমি আবার

মূর্চ্ছা গেলাম। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। চোখ খুলেই দেখলাম, তারা সাইড-বোর্ড থেকে রূপোর বাসনগুলো তুলে নিয়েছে। সেখান থেকে মদের বোতলটাও নিয়েছে। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে গ্লাস। আগেই তো বলেছি, তাই নয় কি, তাদের মধ্যে একজন ছিল বয়স্ক লোক, মুখে দাড়ি, আর অপর দুজন যুবক, মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। বাবা ও তার দুই ছেলে হতে পারে। ফিস ফিস করে কি যেন বলল। তারপর কাছে এসে দেখল আমার বাঁধন ঠিক আছে কি না। শেষ পর্যন্ত জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে তারা চলে গেল। অন্তত মিনিট পনেরো পরে আমার মুখের বাঁধনটা খুলে ফেললাম। তারপরই আমার চেঁচামেচি শুনে দাসী ছুটে এল। অন্য চাকরদেরও ঘুম ভেঙে গেল। স্থানীয় পুলিশকে ডাকা হল। তারা সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভদ্রমহোদয়গণ, এই আমার সব কথা। আশা করি, এই বেদনাদায়ক কাহিনী আমাকে আর বলতে হবে না।”

“কোন প্রশ্ন করবেন কি মিঃ হোমস?” হপকিন্স জিজ্ঞাসা করল।

হোমস বলল, “লেডি ব্র্যাকেনস্টল-এর ধৈর্য ও সময়ের উপর আমি আর কোনরকম চাপ দিতে চাই না। তবে খাবার ঘরে যাবার আগে তোমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু শুনতে পেলে আমি সুখী হব।” সে দাসীটির দিকে তাকাল।

দাসী বলল, “বাড়িতে ঢুকবার আগেই লোকগুলোকে আমি দেখেছিলাম। আমার শোবার ঘরের জানালায় বসে চাঁদের আলোয় তিনটে লোককে দূরে ফটকের কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেসময় তাদের নিয়ে কোন প্রশ্নই মনে জাগে নি। তার ঘণ্টাখানেক পরেই কর্ত্রীর চীৎকার শুনতে পাই এবং ছুটে নীচে গিয়ে তাকে দেখতে পাই একটি অসহায় মেষশাবকের মত আর ওনাকে দেখতে পাই মেঝেতে পড়ে আছেন, রক্ত ও মাথার ঘিলু ঘরময় ছড়িয়ে আছে। সে দৃশ্য দেখে একটা স্ত্রীলোকের বুদ্ধিশুদ্ধি তো লোপ পাবেই; ও তখনও বাঁধা অবস্থায়ই ছিল; পোশাকেও রক্তের দাগ লেগেছে। আপনারা তো ওকে অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন করেছেন; এবার তাকে বুড়ি থেরেসাকে নিয়ে তার নিজের ঘরে যেতে দিন; বিশ্রামের তার খুবই প্রয়োজন।”

মায়ের মত মমতায় শক্তিময়ী স্ত্রীলোকটি তার কর্ত্রীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হপকিন্স বলল, “দাসীটি সারা জীবনই ওর কাছে আছে। শিশুকালে তাকে লালন-পালন করেছে; আঠারো মাস আগে ওরা যখন অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে চলে আসেন তখনও মহিলাটির সঙ্গেই সে ইংলণ্ডে আসে। দাসীটির নাম থেরেসা রাইট; ওরকম দাসী আজকালকার দিনে খুঁজে পাবেন না। এই পথে আসুন মিঃ হোমস।”

হোমসের মুখের উপর থেকে সেই আগ্রহটা চলে গেছে। বুঝলাম, রহস্যের অবসানের সঙ্গেই কেসটির আকর্ষণও বিদায় নিয়েছে। এখনও গ্রেপ্তারের কাজটা বাকি আছে, কিন্তু সেই সাধারণ বদমাশদের কোথায় পাওয়া যাবে যাদের ধরতে সে হাত কলংকিত করবে? সুপণ্ডিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যখন দেখে যে একজন হামের রোগীকে দেখবার জন্য তাকে ডাকা হয়েছে তখন তার মনে যে বিরক্তি দেখা দেয়, আমার বন্ধুটির চোখেও সেই বিরক্তিই আমি যেন দেখতে পেলাম। তথাপি "মঠ কৃষিশালা"র খাবার ঘরের দৃশ্যটা এতই বিচিত্র যে সেটাই তার মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তার ক্ষীয়মান আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

ঘরটা মস্তবড় ও উঁচু; কারুকার্যখচিত ওক-কাঠের সিলিং; দেয়ালে ওক-কাঠের প্যানেল করা; চারদিকে দেয়াল জুড়ে হরিণের মাথা ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। দরজার অপর প্রান্তে সেই উঁচু ফরাসী জানালাটা যার কথা আগেই শুনেছি। ডান দিকের তিনটে ছোট জানালা দিয়ে শীতের রোদ এসে পড়েছে। বাঁদিকে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড, আর তার মাথায় ওক-কাঠের একটা ভারী ম্যাণ্টেলপিস। অগ্নিকুণ্ডের পাশে ওক কাঠের একটা ভারী হাতল-চেয়ার; তার নীচে আড়াআড়িভাবে দুটো কাঠ লাগানো। কাঠের সঙ্গে একটা লাল দড়ি জড়িয়ে নীচে আড়াআড়ি কাঠ দুটোর সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। মহিলাটিকে খুলতে গিয়ে দড়িটাকে তার শরীর থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে গিট দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছিল সেগুলি রয়েই গেছে। এসবের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েছিল অনেক পরে, কারণ অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখস্থ বাঘের চামড়ার আচ্ছাদনের উপর যে ভয়াবহ বস্তুটি তখন পড়ে ছিল আমাদের সমস্ত দৃষ্টি ছিল তার উপরেই নিবদ্ধ।

সে দেহের অধিকারী লোকটি ছিল লম্বা, বলিষ্ঠ গঠনের, বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, মুখটা উপরের দিকে, ছোট কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে দাঁতের পাটি দেখা যাচ্ছে। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত মাথার উপরে তোলা; একটা ভারী কালো-কাঁটার লাঠি পড়ে আছে পাশে। তার গাঢ়, সুদর্শন, শ্যেনপক্ষীর মত মুখখানি প্রতিহিংসাপরায়ণ তীব্র ঘৃণায় আকুঞ্চিত; ফলে তার সারা মুখে একটা ভয়ংকর শয়তানীভাব ফুটে উঠেছে। বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই সে গোলমালটা শুনতে পেয়েছিল, কারণ তার পরনে সৌখীন কাজ করা নাইট-শার্ট, খালি পা দুটো ট্রাউজার থেকে বেরিয়ে রয়েছে। মাথায় ভয়ংকরভাবে আঘাত করা হয়েছিল; আঘাতের বর্বর হিংস্রতার চিহ্ন সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে। ভারী লোহার ডাণ্ডাটা পাশেই পড়ে আছে; আঘাতের ফলে সেটা বেঁকে গেছে। হোমস ডাণ্ডা ও মৃতদেহ দুটোই ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

বলল, "এই বয়স্ক বাণ্ডাল লোকটি বেশ শক্তিশালী বলতে হবে।"

হপকিন্স বলল, "হ্যাঁ, তার কিছু কিছু খবর আমি পেয়েছি। সে একটি ঘুঘু বদ্মাশ।"

"তাকে কব্জা করতে তো তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়।"

"মোটেই না। কিছুদিন থেকেই তার খোঁজ করা হচ্ছে; অনেকেরই ধারণা সে আমেরিকায় সরে পড়েছে। কিন্তু এখন যখন দেখতে পাচ্ছি দলটা এখানেই আছে তখন আর কোথায় পালাবে। সব বন্দরে বন্দরে খবর পাঠানো হয়েছে, আর সন্ধ্যার আগেই একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হবে। আমার শুধু খট্‌কা লাগছে, এ ধরনের পাগলামি তারা করল কেমন করে; তারা তো জানত মহিলাটি তাদের সব বিবরণ আমাদের বলে দেবেন, আর সেই বিবরণ থেকে আমরাও তাকে চিনতে ভুল করব না।"

"ঠিক কথা। এ ক্ষেত্রে সকলেই আশা করবে, তাদের পক্ষে লেডি ব্র্যাকেন্‌স্টল-এর মুখটা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।"

আমি বললাম, "তার মূর্চ্ছাটা আবার ভাঙবে এটা হয় তো তারা বুঝতে পারে নি।"

"তাও হতে পারে। তাকে অজ্ঞান দেখেই তারা তাকে মেরে ফেলে নি। আচ্ছা হপকিন্স, এই লোকটি সম্পর্কে কতদূর কি জান? তার সম্পর্কে অনেক অনেক অদ্ভুত কথা শুনেছি বলে মনে পড়ছে।"

"স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ ভাল মানুষ, কিন্তু মাতাল হলেই একেবারে পাক্কা শয়তান; বরং বলা উচিত আধা মাতাল হলে, কারণ কোন সময়ই তিনি পুরোপুরি মাতাল হন না। সে সময় যেন তাকে শয়তানে ভর করে; তখন তিনি সব করতে পারেন। যতদূর শুনেছি, প্রচুর অর্থ ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুই একবার তিনি আমাদের হাতের মধ্যে প্রায় এসে পড়েছিলেন। এরকম একটা কেলেংকারির কথা শোনা যায় যে একবার তিনি কুকুরের গায়ে পেট্রল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন—তার কুকুরটা ছিল লেডির নিজস্ব; অনেক কষ্টে সেটা চাপা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া দাসী থেরেসা রাইটকে লক্ষ্য করে একবার মদের পাত্রও ছুঁড়েছিলেন; তা নিয়েও গোলমাল হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, মোটামুটিভাবে তার বিহনে বাড়ির লোকজন সুখেই থাকবে। এখন আবার কি দেখছেন?"

যে লাল দড়িটা দিয়ে মহিলাটিকে বাঁধা হয়েছিল, হোমস হাঁটু ভেঙে বসে তার গিঁটগুলোকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখছিল। চোর যখন দড়িটাকে টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল তখন দড়িটা ঠিক যে জায়গাটা ছিঁড়েছিল সেটাও সযত্নে পরীক্ষা করে দেখল।

তারপর বলল, "দড়িটা ধরে যখন টেনেছিল তখন তো রান্নাঘরের ঘণ্টাটা সশব্দে বেজে উঠেছিল।"

"কেউ সে শব্দ শুনতে পায় নি। রান্নাঘরটা একেবারে শেষ প্রান্তে

অবস্থিত।”

“চোর কি করে জানল যে কেউ শুনতে পাবে না? এরকম বেপরোয়া-ভাবে একটা ঘণ্টার দড়ি ধরে সে কোন্ সাহসে টান দিল?”

“ঠিক কথা মিঃ হোমস, খুব ঠিক কথা। আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেটা নিজেকেও আমি বার বার করেছি। লোকটা যে এ বাড়ির সবকিছু, তার চাল-চলন সবই সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে ভালভাবেই জানত, এ বাড়ির চাকররা সকলেই সকাল-সকাল শুতে চলে যায় এবং রান্নাঘরে ঘণ্টা বাজলেও কেউ তা শুনতে পাবে না। সুতরাং কোন চাকরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ! কিন্তু বাড়িতে চাকর আছে আটজন, আর তারা সকলেই সৎ চরিত্র।”

হোমস বলল, “আর সবদিক থেকে পাল্লা যদি সমান ভারী হয়, তাহলে যাকে লক্ষ্য করে মনিবটি মদের পাত্র ছুঁড়ে মেরেছিল তাকেই লোকে সন্দেহ করবে। অথচ সেক্ষেত্রে যে কর্ত্রীকে দাসীটি এত ভালবাসে তার প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতাই প্রমাণিত হয়। যাক গে, এটা খুবই ছোট ব্যাপার; রাণ্ডালকে একবার হাতে পেলে তার সহযোগীদের খোঁজ পাওয়া তোমার পক্ষে শক্ত হবে না। আমাদের সামনে সাক্ষ্য প্রমাণ যা আছে তাতে তো মহিলাটির কাহিনীই প্রমাণিত হচ্ছে—অবশ্য প্রমাণের কোন কথাই ওঠে না।” ফরাসী জানালাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে হোমস সেটা খুলে দিল। “এখানে কোন চিহ্নই নেই; অবশ্য এখানকার মাটি যেরকম লোহার মত শক্ত তাতে কোন চিহ্ন কেউ আশাও করতে পারেনা। দেখা যাচ্ছে, ম্যাণ্টেলপিসের উপরকার মোমবাতিগুলো জ্বালানো হয়েছিল।”

“হ্যাঁ, এই মোমবাতিগুলোর আলোয় এবং মহিলাটির শোবার ঘরের আলোতেই চোররা ঘোরাফেরা করেছিল।”

“তারা কি কি চুরি করেছে?”

“তা বিশেষ কিছু নেয় নি—সাইডবোর্ড থেকে আধ ডজন প্লেট শুধু নিয়েছে। লেডি ব্র্যাকেনস্টল-এর ধারণা, স্যার ইউস্টেস্-এর মৃত্যুতে তারা এতই বিচলিত হয়ে পড়ে যে বাড়ির আর কোন কিছুতেই হাত দেয় নি।”

নিঃসন্দেহে কথাটা ঠিক। অথচ শুনলাম, তারা তখনও মদ খাচ্ছিল।”

সেটা স্নায়ুকে চাঙ্গা করবার জন্য।”

“ঠিক। মনে হচ্ছে, সাইড বোর্ডের উপরকার এই তিনটি গ্লাস কেউ ছোঁয় নি।”

“হ্যাঁ; ঠিক যেভাবে তারা রেখে গিয়েছিল সেইভাবেই আছে।”

“একবার দেখাই যাক। হেলোয়া, হেলোয়া! এটা কি?”

তিনটে গ্লাস পাশাপাশি রাখা আছে; সবগুলোতেই মদের দাগ; একটাতে কিছু তলানি পড়ে আছে। বোতলটা পাশেই রয়েছে; দুই তৃতীয়াংশ

ভর্তি ; তার পাশেই পড়ে আছে একটা লম্বা দাগ-ধরা কর্ক। তার চেহারা ও বোতলের উপরকার ধুলো দেখলেই বোঝা যায় খুনীরা কোন সাধারণ পানীয় খায় নি।

হোমসের আচরণে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। সেই উদাসীন ভাবটা কেটে গেছে ; তীক্ষ্ণ চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে তীব্র আগ্রহের দ্যুতি। কর্কটা হাতে নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল।

"এটাকে খুলল কেমন করে ?"

হপকিন্স আধ-খোলা টানাটা দেখাল। তার মধ্যে ছিল একটুকরো কাপড় ও একটা বড় কর্ক-স্ক্রু।

"কর্ক স্ক্রুটা যে ব্যবহার করা হয়েছিল সেকথা কি লেডি ব্র্যাকেন্স্টল বলেছেন ?"

"না ; আপনি তো শুনলেন, বোতল খুলবার সময় তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন।"

"ঠিক বটে। আসল কথা, স্ক্রুটা ব্যবহার করাই হয় নি। বোতলটা খোলা হয়েছিল একটা পকেট-স্ক্রু দিয়ে, আর সম্ভবত সেটা ছিল একটা ছুরির সঙ্গে জোড়া ; স্ক্রুটা ইঞ্চি দেড়েকের বেশী লম্বা নয়। কর্কের উপরটা পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবে, কর্কটাকে বের করবার আগে স্ক্রুটাকে তিনবার ঢোকান হয়েছে, কিন্তু কোনবারই সেটা কর্কটার ভিতরে বসে যায় নি। লম্বা স্ক্রু হলে সেটা একবারেই বসে যেত এবং একটানেই কর্কটা বেরিয়ে আসত। লোকটাকে যদি ধরতে পারি তাহলে দেখবে তার কাছে এই রকম সর্বার্থসাধক ছুরি আছে।"

"চমৎকার !" হপকিন্স বলে উঠল।

"কিন্তু স্বীকার করছি, এই গ্লাসগুলোই আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। লেডি ব্র্যাকেন্স্টল তো সত্যি দেখেছেন যে তারা মদ খাচ্ছিল, তাই না ?"

"হ্যাঁ ; তিনি স্পষ্ট দেখেছেন।"

"তাহলে তো হয়েই গেল। আর কি বলার থাকতে পারে ? অথচ গ্লাস তিনটে খুবই উল্লেখযোগ্য সেকথা তো তুমিও স্বীকার করবে হপকিন্স। সে কি, তুমি উল্লেখযোগ্য কিছু দেখছ না ! ঠিক আছে, যেতে দাও। হয়তো আমার মত বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকরা হাতের সহজ সমাধান থাকলেও একটা জটিল সমাধানই খুঁজে বেড়ায়। অবশ্য, এই গ্লাসের ব্যাপারটা হয় তো নেহাৎই আকস্মিক। আচ্ছা, গুডমর্নিং হপকিন্স। কেসটা তো তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েই গেছে, কাজেই আমার কোন কাজ আছে বলে তো মনে হয় না। র‍্যাণ্ডাল গ্রেপ্তার হলে এবং নতুন করে কিছু ঘটলে আমাকে জানিও। আমার বিশ্বাস, এই কেসের সার্থক পরিণতির জন্য শীঘ্রই তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পারব। চল হে ওয়াটসন, আমার মনে হয়

বাড়িতে বসেই অনেক ভাল কাজ আমরা করতে পারব।"

ফেরবার পথে হোমসের মুখ দেখে মনে হল, সেখানে সে এমন কিছু দেখে এসেছে যা তাকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করে তুলেছে। মাঝে মাঝে বেশ চেষ্টা করে সেই বিভ্রান্তিকে কাটিয়ে উঠে সে এমনভাবে কথাবার্তা বলছিল যেন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে; কিন্তু আবার ধীরে ধীরে সন্দেহের মেঘ এসে জমতে শুরু করছে, এবং তার জোড়া ভুরু ও উদাস দৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তার চিন্তাটা আবার চলে গেছে "মঠ-কৃষিশালা"-র সেই মস্ত বড় খাবার ঘরটায় যেখানে মধ্যরাত্রির এই শোচনীয় নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। অবশেষে হঠাৎ কি মনে হতেই আমাদের ট্রেনটা যখন সবে একটা শহরতলীর স্টেশন থেকে চলতে শুরু করেছে তখন সে লাফ দিয়ে প্লাটফর্মে নেমে পড়ল এবং আমাকেও টেনে নামিয়ে নিল।

ট্রেনের শেষ গাড়িটা আমাদের চোখের সামনে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। হোমস বলল, "আমাকে ক্ষমা কর ভাই; তোমাকেও আমার একটা খেয়ালের শিকার করছি বলে আমি দুঃখিত; কিন্তু ওয়াটসন, সত্যি বলছি কেসটা এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে আমি পারি না। আমার মন একবাক্যে বলছে এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা ভুল—একেবারে ভুল—আমি শপথ করে বলতে পারি এটা ভুল। অথচ মহিলাটির কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য, দাসীটির সাক্ষীও যথেষ্ট, আর পারিপার্শ্বিক ঘটনাও মোটামুটি ঠিক। এ সবের বিরুদ্ধে বলবারই বা কি আছে? ঐ তিনটে গ্লাসই যা একটু গোলমেলে। কিন্তু সবকিছুকেই যদি গোড়া থেকেই সত্য বলে ধরে নিতাম, কোন মাপ-মত করে তৈরি গল্পের দ্বারা মনটাকে আচ্ছন্ন না করে কেসটাকে নতুন করে হাতে নিলে যতটা যত্নের সঙ্গে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখতাম এক্ষেত্রেও যদি তাই করতাম, তাহলে কি আরও নতুন কিছু তথ্য হাতে পেতাম না? তাই আমাকে করতে হবে। ওয়াটসন, এই বেঞ্চিটায় বসে পড়, চিস্‌ল্‌হার্স্ট যাবার আর একটা ট্রেন যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ এখানেই আমরা অপেক্ষা করব। ততক্ষণ সব সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি আমি তোমার সামনে রাখছি; আর তোমাকে মিনতি করছি, ঐ দাসী বা কর্ত্রী যা বলেছেন তা যে অবশ্যই সত্য হবে এই ধারণাটা তোমার মন থেকে দূর করে দাও। মহিলাটির মনোহরণকারী ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে না পারে।

"ঠাণ্ডা মাথায় যদি দেখি তাহলে নিশ্চয় দেখতে পাব যে মহিলাটির কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সন্দেহের উদ্রেগ করে। মাত্র একপক্ষকাল আগে এই চোরের দল সিডেনহাম-এ উৎপাত করেছিল, তার বিবরণ এবং তাদের ছবি কাগজেও বেরিয়েছিল। এ অবস্থায় কাল্পনিক ডাকাতদের নিয়ে কেউ যদি একটা গল্প ফাঁদতে চায় তাহলে স্বভাবতই এদের কথাই তার মনে আসবে। বাস্তবে দেখা যায়, একবার ভাল কিছু হাতিয়ে

নিতে পারলে চোররা বেশ কিছুদিন চুপচাপ বসে তাই নিয়েই মজায় দিন কাটায়, নতুন করে কোন বিপজ্জনক কাজে হাত দেয় না। আবার, এতটা প্রথম রাতের দিকে চুরি করতে আসাটাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক; মহিলাটির চেঁচামেচি বন্ধ করাবার নিশ্চিত উপায় যে তাকে ভালভাবে আঘাত করা এটা জেনেও আঘাত না করাটাও চোরদের পক্ষে অস্বাভাবিক; তারা তিনজনই যখন একটা লোককে বাগে আনবার পক্ষে যথেষ্ট সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে একটা খুন করাও অস্বাভাবিক; অনেককিছু হাতের কাছে পেয়েও সামান্য কিছু চুরি করে তুষ্ট থাকাটাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক; আর শেষ কথা বলতে চাই, তারা যে আধা বোতল খালি রেখেই চলে গেল সেটাও এ ধরনের লোকের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। এই এতগুলি অস্বাভাবিক কাজ সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন?"

"তাদের সম্মিলিত ফল নিশ্চয়ই যথেষ্ট শক্তিশালী, কিন্তু আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেকটিই সম্ভব হতে পারে। অবশ্য আমার মনে হয় যে মহিলাটিকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাওয়াটাই সবচাইতে বেশী অস্বাভাবিক।"

"দেখ ওয়াটসন, এবিষয়ে আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই, কারণ এটা তো ঠিক যে তিনি যাতে সঙ্গে সঙ্গে তাদের পালাবার কথা জানতে না পারেন তার জন্য হয় তাকে খুন করতে হয়, নয়তো নিরাপদে বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু সে যাই হোক, মহিলাটির কাহিনীতে যে বেশকিছু অস্বাভাবিকতার ছোঁয়াচ আছে সেটা আমি বোঝাতে পেরেছি তো? এবার তার উপরে বসিয়ে দাও মদের গ্লাসের ব্যাপারটা।"

"মদের গ্লাসে আবার কি ব্যাপার?"

"তোমার মনের চোখে কি সেগুলিকে দেখতে পাচ্ছ না?"

"তা তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।"

"আমাদের বলা হয়েছে যে ঐ সব গ্লাস থেকে তারা তিনজন মদ খেয়েছে। সেটা কি সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?"

"কেন হবে না? প্রতিটা গ্লাসেই তো মদ ছিল।"

"ঠিক; কিন্তু তলানি ছিল মাত্র একটা গ্লাসে, সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। তার থেকে তোমার কি মনে হয়?"

"শেষবারে যে গ্লাসটায় ঢালা হয়েছিল তাতে তলানিটা পড়া সম্ভব।"

"মোটেই তা নয়। বোতলটা ভর্তি ছিল; কাজেই প্রথম দুটো গ্লাসের মদ পরিষ্কার থাকবে আর তৃতীয়টায় যত তলানি পড়বে এটা ভাবা যায় না। এ ব্যাপারের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে—শুধুই দুটো। একটা হল, দ্বিতীয় গ্লাসটা ভরবার পরেই বোতলটা ভীষণভাবে নাড়া হয়েছিল আর তার ফলেই তৃতীয় গ্লাসটায় তলানিগুলো এসে পড়েছিল। সেটা কিন্তু সম্ভবপর বলে মনে হয় না। না, না; আমি নিশ্চিত যে আমি ঠিকই বলছি।"

"তাহলে তুমি কি বলতে চাও ?"

"বলতে চাই, মাত্র দুটি গ্লাসই ব্যবহার করা হয়েছিল, আর সেই দুটোর তলানিই ঢালা হয়েছিল তৃতীয় গ্লাসটাতে, যাতে সেখানে যে তিনজন লোক ছিল সেই ভুল ধারণাটা সৃষ্টি করা যায়। সেক্ষেত্রে সব তলানিটাই তৃতীয় গ্লাসে পড়বে, তাই নয় কি ? হ্যাঁ আমি ঠিক জানি এটাই আসল ঘটনা। আর এই ছোট ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যাটাকে যদি আমি ধরতে পেরে থাকি, তাহলে তো সেই মুহূর্তেই এই কেসটা অতি সাধারণ একটা ঘটনা থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনার পর্যায়ে উঠে যায়, কারণ তখন তার একমাত্র অর্থই দাঁড়াবে যে, লেডি ব্র্যাকেনস্টল ও তার দাসী ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, তাদের কাহিনীর একটি বর্ণও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কোন বিশেষ কারণে তারা প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করে রাখতে চাইছে, এবং তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য না নিয়ে নিজেদের মত করেই আমাদের কেসটাকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সম্মুখে এখন সেটাই একমাত্র লক্ষ্য ; এই যে ওয়াটসন, চিস্‌লহার্স্ট-এর ট্রেনও এসে পড়েছে।"

"মঠ কুঞ্জশালা"র অধিবাসীরা আমাদের ফিরে আসতে দেখে খুবই অবাক হল। শার্লক হোমস যখন দেখল যে হেডকোয়ার্টারে খবর জানাতে স্ট্যানলি হপকিন্স সেখান থেকে চলে গেছে তখন সে নিজেই খাবার ঘরটার দখল নিয়ে নিল এবং ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দু'ঘণ্টা ধরে সেই সূক্ষ্ম অতিপরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করল যার ফলেই স্থাপিত হয় সেই সুদৃঢ় ভিত্তি যার উপর গড়ে ওঠে তার অনুমানলব্ধ উজ্জ্বল ইমারত। অধ্যাপকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণরত আগ্রহী ছাত্রের মত, আমি এককোণে বসে তার সেই অসাধারণ অনুসন্ধানের প্রতিটি ধাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম। জানালা, পর্দা, কার্পেট, চেয়ার, দড়ি—সবকিছুই সে পর্যায়ক্রমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল এবং তা নিয়ে যথাযথ চিন্তা-ভাবনাও করল। হতভাগ্য বারনেটের মৃতদেহটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ; আর সবকিছুই সকালে যেমন ছিল তেমনই আছে। তখন আমাকে অবাক করে দিয়ে হোমস সেই ভারী ম্যাণ্টেলপিসটার উপর উঠে গেল। তার মাথা ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা উপরে সেই লাল দড়িটার ইঞ্চি দুয়েক তখনও তারের সঙ্গে ঝুলে আছে। অনেকক্ষণ সে একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল ; তারপর সেটার কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টায় দেয়ালের একটা কাঠের ব্র্যাকেটের উপর সে হাঁটুটা রাখল। তার ফলে দড়িটার ছেঁড়া দিককার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে তার হাতটা পৌঁছে গেল। কিন্তু মনে হল, দড়িটা অপেক্ষা ব্র্যাকেটটার উপরেই বুঝি তার বেশী মনোযোগ। শেষ পর্যন্ত একটা খুশির শব্দ করে সে লাফিয়ে নীচে নেমে এল।

বলল, "সব ঠিক আছে ওয়াটসন। কেসের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে—আমাদের সংগ্রহের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কেস। কিন্তু হায়রে, এত অল্প-বুদ্ধি আমি

কেমন করে হলাম, আর সারা জীবনের সবচাইতে বড় ভুলই বা কেমন করে করতে যাচ্ছিলাম! এবার অবশ্য তার কয়েকটা নিখোঁজ গাঁটের সন্ধান পেলেই আমার শিকলটা সম্পূর্ণ হবে।"

"লোকগুলোকে পেয়েছ কি?"

"লোকটা ওয়াটসন, লোকটা মাত্র একটা লোক, কিন্তু খুবই দুর্জয় লোক। সিংহের মত শক্তিশালী—দেখছ না এক আঘাতেই ডাণ্ডাটাকে বেঁকিয়ে ফেলেছে। ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, কাঠবিড়ালীর মত কর্মক্ষম, আঙুলের কাজ সুনিপুণ; সর্বশেষ, অত্যন্ত উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, কারণ এই সুন্দর কাহিনীর সবটাই তার সৃষ্টি। হ্যাঁ ওয়াটসন, একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির হস্তশিল্পের আমরা মুখোমুখি হয়েছি। তবু ঐ ঘণ্টার দড়িটার মাধ্যমে এমন একটা সূত্র সে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে যার পরে আমাদের মনে কোনরকম সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না।"

"সূত্রটা কি?"

"আচ্ছা ওয়াটসন, একটা ঘণ্টার দড়ি ধরে টান দিলে সেটা কোন্ জায়গায় ছিঁড়বে বলে তুমি আশা কর? নিশ্চয় সেখানটায় দড়িটা তারের সঙ্গে আটকানো থাকে। তাহলে এই দড়িটার মত উপর থেকে তিন ইঞ্চি নীচে সেটা ছিঁড়বে কেন?"

"কারণ ঐ জায়গাটা কেটে দেওয়া হয়েছে।"

"ঠিক তাই। দড়ির এই দিকটা দেখ, সুতো বের করা। চালাকি করে এটা সে ছুরি দিয়ে করেছে। কিন্তু অন্য প্রান্তটায় মোটেই সুতো ওঠানো নয়। এখান থেকে সেটা দেখা যায় না, কিন্তু ম্যাণ্টেলপিসটার উপরে উঠলেই দেখতে পাবে দড়িটা পরিষ্কার কেটে দেওয়া হয়েছে, সুতো ওঠার কোন চিহ্নই নেই। এবার ঘটনাটা কি ঘটেছিল সেটা ভাবা যাক। লোকটার একটা দড়ি চাই। সে দড়িটাকে ছিঁড়ে নিতে পারে না, কারণ তাহলে ঘণ্টাটা বেজে উঠে সকলকে জাগিয়ে তুলবে। তখন সে কি করল? লাফ দিয়ে ম্যাণ্টেলপিসের উপর উঠল, সেখান থেকেও দড়িটার নাগাল পেল না, ব্র্যাকেটের উপর হাঁটুটা রাখল—সেখানে ধুলোর উপর ছাপটা দেখতে পাবে—এবং ছুরি দিয়ে চাপ দিয়ে দড়িটা কেটে ফেলল। অন্তত ইঞ্চি তিনেকের জন্য আমার হাতটা সেখানে পৌছল না; তার থেকেই ধরে নিলাম, লোকটা আমার চাইতে অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা। ওক কাঠের চেয়ারের উপরে ঐ দাগটা দেখ তো! এটা কি?"

"রক্ত।"

"নিঃসন্দেহে রক্ত। একমাত্র এর জন্যই তো মহিলাটির গল্পটা বাতিল হয়ে যায়। অপরাধ যখন ঘটে তখন যদি তিনি ঐ চেয়ারেই বসেছিলেন তাহলে ও দাগটা এল কেমন করে? না, না; তার স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাকে

ওখানে বসানো হয়েছিল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কালো পোশাকটাতেও অনুরূপ একটা দাগ আছে। এখনও আমাদের ওয়াটারলুর দেখা পাই নি ওয়াটসন, কিন্তু এটা আমাদের মারেঙ্গো, কারণ এখানেই আমাদের পরাজয় দিয়ে শুরু, আর জয় দিয়ে শেষ। আমি নার্স থেরেসার সঙ্গে আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই। প্রয়োজনীয় সংবাদ জানতে হলে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে।"

এই কড়া মেজাজের অস্ট্রেলীয় নার্সটি খুব আকর্ষণীয় মানুষ। স্বল্প-ভাষী, সন্দেহজনক, অকরুণ। হোমস অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার পর এবং সে যাকিছু বলছে সবই খোলাখুলিভাবে মেনে নেওয়ায় তবেই তার মনের বরফ গলল। মৃত মনিবের প্রতি বিদ্বেষকে লুকোবার কোনরকম চেষ্টাই সে করল না।

"হ্যাঁ স্যার, এ কথা সত্য যে তিনি আমাকে মদের পাত্র ছুঁড়ে মেরে-ছিলেন। তিনি আমার কর্ত্রীকে গালাগালি করায় আমি বলেছিলাম, তার ভাই এখানে থাকলে এরকম কথা বলার সাহস তার হত না। তখনই তিনি ওটা ছুঁড়েছিলেন। আমার দয়ালু কর্ত্রী না থাকলে ওরকম অনেক বারই তিনি ছুঁড়তেন। তিনি তো সব সময়ই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন, কিন্তু অহংকারবশে আমার কর্ত্রী কখনও নালিশ করত না। স্বামীর কোন দুর্ব্যবহারের কথাই সে আমাকে বলত না। আজ সকালে তার বাহুতে যে দাগ আপনি দেখেছেন সে সম্পর্কেও সে আমাকে কখনও কিছু বলে নি, কিন্তু আমি ভাল করেই জানি ওটাও তারই আঘাতের ফল। এই ধূর্ত শয়তান—মরে যাবার পরেও তার সম্পর্কে এ ভাষা ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু পৃথিবীতে যদি শয়তান বলে কেউ থাকে তো সেই আছে। প্রথম যখন তার সঙ্গে দেখা হয় তখন যেন একেবারে মধুমাখা। মাত্র আঠারো মাস আগেকার কথা, কিন্তু আমাদের দুজনেরই মনে হয় যেন আঠারো বছর। তখন সবে লণ্ডনে এসেছি। হ্যাঁ, সেই প্রথম সমুদ্রযাত্রা—তার আগে সে কখনও বাড়ি থেকে বেরোয় নি। তার উপাধি, তার অর্থ, লণ্ডনের জীবন-যাত্রার চমক—এসব দিয়েই সে মেয়েটির মন জয় করে নিল। সে যদি ভুল করে থাকে, সে ভুলের মাশুলও সে দিয়েছে। কোন্ মাসে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে-ছিল? বলছি। এখানে আসবার ঠিক পরেই। আমরা এলাম জুন-এ, আর দেখা হল জুলাইতে। পরের বছর জানুয়ারীতে তাদের বিয়ে হল। হ্যাঁ, সে আবার বসবার ঘরে নেমেছে; আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে; তবে তাকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না; বুঝতেই তো পারছেন রক্ত-মাংসের মানুষ যতটা সইতে পারে সবই তাকে সইতে হয়েছে।"

লেডি ব্র্যাকেনস্টল সেই একই কোচে হেলান দিয়ে ছিল, তবে এখন তাকে অনেক ভাল দেখাচ্ছে। দাসীটি আমাদের সঙ্গেই ঢুকেছে। কর্ত্রীর কপালের

আঘাতের জায়গায় সে আবার গরম জলের ভাপ দিতে লাগল।

মহিলাটি বলল, "আশা করি আমাকে পুনরায় জেরা করতেই আপনি ফিরে আসেন নি?"

হোমস শান্ত গলায় বলল, "না, অকারণে কোন কষ্ট আপনাকে দেব না লেডি ব্র্যাকেনস্টল; আপনার কিছু উপকার করতেই আমি চাই, কারণ আমি জানি আপনার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। আপনি যদি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন, আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে দেখবেন সে বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখব।"

"আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

"আমাকে সত্য কথাটা বলুন।"

"মিঃ হোমস!"

"না, না, লেডি ব্র্যাকেনস্টল, ওতে কোন কাজ হবে না। আমার যৎসামান্য খ্যাতির কথা আপনি হয়তো শুনেছেন। সে সবকিছু বাজি রেখেই আমি বলছি, আপনার কাহিনীটা সম্পূর্ণ বানানো, মন-গড়া।"

কর্ত্রী ও দাসী দুজনেই বিবর্ণ মুখে ও ভয়ার্ত চোখে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইল।

থেরেসা চেঁচিয়ে বলল, "আপনি তো ভারী অভদ্র লোক! আপনি কি বলতে চান যে আমার কর্ত্রী মিথ্যা কথা বলেছে?"

হোমস চেয়ার থেকে উঠল।

"আপনার কি কিছু বলার নেই?"

"সব কথাই আপনাকে বলেছি।"

"আর একবার ভেবে দেখুন লেডি ব্র্যাকেনস্টল। খোলাখুলি কথা বললেই কি ভাল হত না?"

মুহূর্তের জন্য তার সুন্দর মুখে একটা ইতস্তত ভাব দেখা গেল। তারপরই একটা জোরালো নতুন চিন্তা মুখোসের মত মুখের উপর নেমে এল।

"আমি যা জানি সবই বলেছি।"

হোমস টুপিটা নিয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। বলল, "আমি দুঃখিত।" তারপর আর একটা কথাও না বলে সে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। পার্কের মধ্যে একটা পুকুর ছিল। বন্ধুটি সেখানে গিয়ে হাজির হল। পুকুরটা জমে বরফ হয়ে গেছে, কিন্তু একটি নিঃসঙ্গ হাঁসের সুবিধার জন্য তার মধ্যে একটি গর্ত ছিল। হোমস সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফটকের কাছে গেল। স্ট্যানলি হপকিন্সকে একটা চিরকুট লিখে সেটা দারোয়ানের কাছে রেখে দিল।

বলল, "লাগে তুক, না লাগে তাক, কিন্তু দ্বিতীয়বার এখানে আসাটাকে সমর্থন করার জন্যই বন্ধু হপকিন্সের জন্য কিছু করতে আমরা বাধ্য। এখনও

তাকে পুরোপুরি সব কথা জানাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, আমাদের পরবর্তী কর্মস্থল হল এডেলেড—সাদাম্পটন লাইনের জাহাজ-ঘাটায়; আমার যদ্দুর মনে পড়ছে সে জায়গাটা পল মল-এর একেবারে শেষ প্রান্তে। আর একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্টীমার-লাইনও অস্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, কিন্তু আমরা প্রথমে বড়টাতেই খোঁজ করব।"

হোমসের কার্ডটা ম্যানেজারের কাছে পাঠাতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ফলে দরকারী তথ্যাদি সংগ্রহ করতে বেশী বিলম্ব ঘটল না। '৯৫-র জুনে তাদের মাত্র একটি জাহাজই এখানকার বন্দরে ভিড়েছিল। সেটাই তাদের সবচাইতে বড় ও ভাল জাহাজ "রক অব্ জিব্রাল্টার।" যাত্রী-তালিকায় অনুসন্ধান করতেই জানা গেল, এডেলেড-এর মিস ফ্রেজার তার দাসীকে নিয়ে ঐ জাহাজেই এসেছিল। জাহাজটি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে সুয়েজ খালের দক্ষিণে কোথাও আছে। একজন বাদে এবারেও জাহাজের কর্মচারীরা সব একই আছে। ফার্স্ট অফিসার মিঃ জ্যাক ক্রোকারকে ক্যাপ্টেন করে তাদের নতুন জাহাজ "ব্যাস রক"-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; দু'দিনের মধ্যেই জাহাজটা সাদাম্পটন থেকে ছাড়বে। অফিসারটি সিডেনহাম-এ থাকে, তবে নির্দেশাদি নেবার জন্য আজ সকালে সে এখানে আসতেও পারে; ইচ্ছা করলে আমরা তার জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

না; তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা মিঃ হোমসের ছিল না, তবে তার অতীত কার্যাবলী ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে সে খুশি হত।

তার অতীত কার্যাবলীর ইতিহাস চমৎকার। তাকে ছুঁতে পারে এমন দ্বিতীয় কোন অফিসার সে জাহাজে ছিল না। আর চরিত্রের ব্যাপারে, কর্তব্যরত অবস্থায় সে খুবই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু জাহাজ থেকে নেমে গেলেই বেপরোয়া ও উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে; তখন তার মাথা গরম হয়ে ওঠে, অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণও হয়ে পড়ে; তবে এমনিতে বেশ বিশ্বস্ত, সৎ ও দয়ালু। এডেলেড—সাদাম্পটন কোম্পানির কাছ থেকে মোটামুটি এই খবরগুলি জেনে নিয়েই হোমস সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। সেখান থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, কিন্তু ভিতরে না ঢুকে গাড়িতে বসেই ভুরু দুটো নামিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল। শেষ পর্যন্ত চলে গেল চেয়ারিং ক্রস টেলিগ্রাফ আপিসে, একটা তার করে দিল এবং অবশেষে আবার বেকার স্ট্রীটেই ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, "না ওয়াটসন, কিছুই করতে পারলাম না। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে যাবার পরে কেউ তাকে বাঁচাতে পারত না। সারা জীবনে একবার কি দুবার এমনটি ঘটেছে যে অপরাধী নিজে যতটা ক্ষতি না করেছে তার চাইতে সত্যিকারের বেশী ক্ষতি করেছি আমি অপরাধীকে খুঁজে বের করে। এখন আমি সতর্ক হতে শিখেছি; নিজের বিবেককে ফাঁকি না

দিয়ে আমি বরং ইংলণ্ডের আইনকে একটুখানি ফাঁকি দেব। কাজে হাত দেবার আগে আরও কিছুটা জানা দরকার।"

সন্ধ্যার আগেই ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। তার কাজকর্ম ভাল চলছে না।

"আমার বিশ্বাস আপনি যাদু জানেন মিঃ হোমস। আমি সত্যি অনেক সময় ভাবি যে কিছু কিছু এমন ক্ষমতা আপনার আছে যা মানুষের থাকে না। আচ্ছা, আপনি কি করে বুঝলেন যে চোরাই রূপোর বাসনগুলো ওই পুকুরের তলায় ছিল?"

"আমি তো তা জানতাম না।"

"কিন্তু আপনিই তো আমাকে বলেছেন ওটা পরীক্ষা করে দেখতে।"

"তাহলে সেখানেই পেয়েছ?"

"হ্যাঁ পেয়েছি!"

"তোমাকে সাহায্য করতে পেরে সত্যি আমি খুশি।"

"কিন্তু আপনি তো আমাকে সাহায্য করেন নি। বরং ব্যাপারটাকে আরও অনেক শক্ত করে তুলেছেন। এ কেমনধারা চোর যারা রূপোর জিনিসপত্র চুরি করে সেগুলোকে নিকটবর্তী পুকুরেই ফেলে দিয়ে যায়?"

"কাজটা সত্যি উদ্ভট। আমার শুধু মনে হয়েছিল, রূপোর জিনিসগুলো যারা নিয়েছিল তারা সেগুলি মোটেই চায় নি; শুধু ধোঁকা দেবার জন্যই সেগুলো নিয়েছিল, আর তারপরেই সেগুলো ফেলে দিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল।"

"কিন্তু এরকম কথা আপনার মনে হল কেন?"

"কারণ এটাকেই আমি সম্ভবপর বলে ভেবেছিলাম। ফরাসী জানালা দিয়ে বেরিয়েই তাদের সামনে পড়ল পুকুরটা; তাদের একেবারে নাকের সামনেই জমাট বরফের মধ্যে একটা ছোট লোভনীয় গর্ত। কিছু লুকিয়ে রাখার মত এর চাইতে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে?"

স্ট্যানলি হপকিন্স চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা, লুকিয়ে রাখার জায়গা—এটা তো ভাল বলেছেন! হ্যাঁ হ্যাঁ, এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। ভোর হয়ে এসেছে, রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা শুরু হয়েছে, রূপোর জিনিসসমেত কেউ তাদের দেখে ফেলতে পারে, তাই তারা জিনিসগুলোকে ডুবিয়ে রেখে চলে গেল—মনের বাসনা, অবস্থা নিরাপদ বুঝলেই আবার এসে নিয়ে যাবে। চমৎকার মিঃ হোমস—আপনার ওই ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপার থেকে এটাই অনেক ভাল।"

"ঠিক বটে; তোমার থিয়োরিটা প্রশংসনীয়। আমার ধারণাটা যে একটু উদ্ভট সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ফলেই যে বাসনগুলো উদ্ধার হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

"হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। সেটা তো আপনারই কৃতিত্ব। কিন্তু এদিকে আমার

যে সব ভেস্তে গেছে।"

"ভেস্তে গেছে?"

"হ্যাঁ মিঃ হোমস। আজ সকালেই নিউ ইয়র্ক-এ র‍্যাণ্ডাল-এর দল ধরা পড়েছে।"

"তাই নাকি হপকিন্স! তাহলে তো গত রাতে তারাই কেণ্ট-এ একটা খুন করেছে—তোমার এই থিয়োরি টিকছে না।"

"এটা তো মারাত্মক কথা মিঃ হোমস, ভীষণ মারাত্মক। তবু, র‍্যাণ্ডাল-এর দল ছাড়াও তিনজনের অন্য দলও তো আছে। অথবা এমন কোন নতুন দলও হতে পারে পুলিশ যাদের খবরই রাখে না।"

"ঠিকই তো; তা তো হতেই পারে। একি? চললে নাকি?"

"হ্যাঁ মিঃ হোমস; এ ব্যাপারের শেষ না দেখা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই। আপনার কি দেবার মত কোন ইঙ্গিত আছে?"

"একটা ইঙ্গিত তো দিয়েছি।"

"কোনটা?"

"কেন, একটা ধোঁকা দেওয়ার কথা বলেছি।"

"কিন্তু কেন? মিঃ হোমস, ধোঁকাটা দেবে কেন?"

"আঃ, সেটা একটা কথা বটে। কিন্তু কথাটা তোমাকে মনে রাখতে বলছি। পরে হয় তো দেখবে, এর মধ্যে কিছু আছে। তুমি খেয়েও যাবে না? আচ্ছা বিদায়; কাজকর্ম কেমন চলে জানিও।"

আহারাদি শেষ হল। টেবিল পরিষ্কার করা হল। তখন হোমস আবার কথাটা তুলল। পাইপটা ধরিয়ে চটি-পরা পা দুটোকে সে আরাম করে আগুনের দিকে এগিয়ে দিল। হঠাৎ ঘড়িটা দেখল।

"একটা কিছু ঘটবে বলে আশা করছি ওয়াটসন।"

"কখন?"

"এখনই—কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছ এইমাত্র আমি স্ট্যানলি হপকিন্সের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছি?"

"তোমার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার ভরসা আছে।"

"খুব বুদ্ধিমানের মত জবাব দিয়েছ ওয়াটসন। ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখ, আমি যেটা জানি সেটা বেসরকারী; সে যেটা জানে সেটা সরকারী। ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার অধিকার আমার আছে, কিন্তু তার নেই। তাকে সব কথা খুলে বলতে হবে, অন্যথায় সেটা হবে তার পদমর্যাদার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কেসটা সন্দেহজনক হলে এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় তাকে ফেলতাম না; কাজেই এ ব্যাপারে আমার ধারণা যতক্ষণ পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ আমার তথ্যগুলি গোপন রাখতেই হবে।"

"সেটা কখন হবে?"

"সময় হয়েছে। এবার তোমার সামনেই একটি উল্লেখযোগ্য ছোট নাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হবে।"

সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল, আর আমাদের দরজা খুলে যাকে ঢুকতে দেওয়া হল সার্থক পুরুষের এমন একটি নিদর্শন বুঝি আর কখনও এ দরজা পার হয় নি খুব দীর্ঘকায় যুবক, সোনালী গোঁফ, নীল চোখ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের রোদে-পোড়া চামড়া; প্রতিটি পদক্ষেপ এমন স্বচ্ছন্দ যে বোঝা যায় প্রকাণ্ড দেহটা যেমন শক্তিশালী তেমনই কর্মক্ষম। দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দিয়ে কোন প্রবল আবেগকে জোর করে চেপে রাখবার চেষ্টায় হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে সে দাঁড়াল। বুকটা তখনও ওঠা-নামা করছে।

"বসুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন?"

অতিথি একটা হাতল-চেয়ারে বসে পড়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দুজনকে দেখতে লাগল।

"আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি, আর আপনার কথামত সময়েই এসেছি। শুনলাম আপনি আপিসেও গিয়েছিলেন। আপনার হাত থেকে রেহাই নেই। কি দুঃসংবাদ দেবেন বলুন। আমাকে নিয়ে কি করতে চান? গ্রেপ্তার করবেন? মুখ খুলুন না মশায়! ওখানে বসে বিড়াল যেমন করে ইঁদুর নিয়ে খেলা করে সেভাবে খেলা করতে আপনি পারেন না।"

হোমস বলল, "ওকে একটা চুরুট দাও হে। ওটাতে কামড় দিন ক্যাপ্টেন ক্রোকার; এভাবে একেবারে ভেঙে পড়বেন না। ঠিক জানবেন, আপনাকে একজন সাধারণ অপরাধী মনে করলে আপনার সঙ্গে একত্রে বসে ধূমপান করতাম না। সব কথা আমাকে খুলে বলুন; হয়তো আপনার কিছুটা ভাল আমরা করতে পারব। আর যদি চালাকি করেন তাহলে আপনাকে শেষ করে দেব।"

"আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

"গত রাতে 'মঠ কৃষিশালা'য় যাকিছু ঘটেছে তার একটি সঠিক বিবরণ আমাকে দিন—মনে রাখবেন সঠিক বিবরণ, কিছু যোগ করবেন না, কিছু বাদও দেবেন না। এ ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যেই এত বেশী জেনে ফেলেছি যে আপনি এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক গেলেই আমার জানালা থেকে এই পুলিশের বাঁশিটা বাজিয়ে দেব, আর সমস্ত ব্যাপারটাই তখন আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।"

নাবিকটি কিছুক্ষণ ভাবল তারপর রোদে-পোড়া হাতটা দিয়ে পায়ের উপর একটা থাপ্পড় মারল।

চেঁচিয়ে বলল, "সেই ঝুঁকিই আমি নেব। আশা করি আপনি এককথার মানুষ, একজন সাদা মানুষ; তাই সব কথাই আপনাকে বলব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলতে চাই। আমার নিজের দিক থেকে কোন কিছুর জন্যই আমি অনুতপ্ত নই, কোন কিছুকেই আমি ভয় করি না; আবারও একাজ

করব এবং সে কাজের জন্ম গর্ববোধ করব। ওই জন্তটার সর্বনাশ হোক— বিড়ালের মত অনেকগুলি জীবনও যদি তার থাকে তবে তার সবগুলি আমার হাতেই যাবে। কিন্তু ওই মহিলাটি, মেরি—মেরি ফ্রেজার—কারণ ওই অভিশপ্ত নামে তাকে আর কোনদিন আমি ডাকতে পারব না। যখনই তার বিপদের কথা মনে হয় তখনই আমার হৃদয় গলে জল হয়ে যায়; তার সুন্দর মুখে একটু হাসি ফোটাতে আমি যে আমার জীবনটাই দিয়ে দিতে পারি। আর তথাপি— তথাপি এর চাইতে অল্প আর কি আমি করতে পারতাম? আমার সব কথা আপনাদের বলব, আর তারপরে মানুষ হয়ে মানুষের কাছে আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করব, এর চাইতে অল্প আর আমি কি করতে পারতাম।

"একটু পিছন ফিরে যেতে হবে। মনে হয় আপনি সবই জানেন; কাজেই আশা করি এটাও জানেন যে জাহাজের যাত্রী হিসাবেই তাকে আমি প্রথম দেখি; আমি তখন 'রক অব্ জিব্রাল্টার'-এর ফার্স্ট অফিসার। যেদিন প্রথম তাকে দেখলাম সেদিন থেকেই সে আমার জীবনের একমাত্র নারী। সে যাত্রায় প্রতিটি দিন তার প্রতি আমার ভালবাসা বাড়তে লাগল; আর তারপরে কত বার কত রাতের অন্ধকারে জাহাজের পাটাতনে চুমো খেয়েছি, কারণ ওর বুকেই একদিন তার পায়ের চিহ্ন আঁকা পড়েছিল। আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা কখনও হয় নি। কোন নারী একজন পুরুষের সঙ্গে যতটা ভাল ব্যবহার করতে পারে তা সে আমার সঙ্গে করেছে। আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার দিক থেকে ছিল ভালবাসা, আর তার দিক থেকে ছিল সৎ বন্ধুত্ব। যখন আমরা বিদায় নিলাম, সে তখন মুক্ত বিহঙ্গিনী, কিন্তু আমি তো আর কখনও মুক্ত হতে পারলাম না।

"পরের বার সমুদ্র থেকে ফিরে তাদের বিয়ের কথা শুনলাম। যাকে পছন্দ তাকে সে বিয়ে করবেই বা না কেন? মর্যাদা ও অর্থ—এসব তো তারই প্রাপ্য। যাকিছু সুন্দর, যাকিছু উপাদেয় তা ভোগ করবার জন্যই তো তার জন্ম। তার বিয়ের জন্য আমি দুঃখ পাই নি। সেরকম স্বার্থপর কুকুর আমি নই। বরং একটি কপর্দকহীন নাবিকের হাতে না পড়ে সে যে সৌভাগ্যবতী হয়েছে তাতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। মেরি ফ্রেজারকে আমি সেইভাবেই ভালবাসতাম।

"দেখুন, আর কখনও তাকে দেখবার কথাও আমি ভাবি নি। কিন্তু গত সমুদ্রযাত্রায় আমার পদোন্নতি হয়, আর নতুন জাহাজটা তখনও জলে ভাসানো হয় নি, তাই লোকজনসহ কয়েকটা মাস আমাকে সিডেন-হাম-এ কাটাতে হল। একদিন একটা গ্রাম্য পথে বেড়াতে বেরিয়ে তার বুড়ি দাসী থেরেসা রাইট-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে মেরির কথা, তার স্বামীর কথা, সব কথাই বলল। আপনাদের বলছি, সেকথা শুনে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ওই মাতাল কুত্তাটা, যে মেয়ের জুতো চাটবার যোগ্যতা তার নেই, তার গায়ে সে

হাত তুলবার সাহস করে। আবার থেরেসার সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর দেখা করলাম মেরির সঙ্গে—আবারও দেখা করলাম। তারপর সে আর দেখা করতে চাইত না। কিন্তু সেদিন নোটিশ পেলাম যে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে; তখনই স্থির করলাম যাবার আগে আর একবার মেরির সঙ্গে দেখা করব। থেরেসা সব সময়ই আমার বন্ধুর মত ছিল, কারণ সেও আমার মতই মেরিকে ভালবাসত আর ঐ শয়তানকে ঘৃণা করত। তার কাছ থেকে বাড়িটার অলিগলির সন্ধান জেনে নিলাম। মেরি নীচতলার ছোট ঘরটায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে। কাল রাতে হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছে জানালায় শব্দ করলাম। প্রথমে সে আমাকে দরজা খুলে দিল না, কিন্তু আমি জানি এখন সে মনে মনে আমাকে ভালবাসে, আর তাই হিম-ঝরা রাতে আমাকে বেশীক্ষণ বাইরে ফেলে রাখবে না। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমি যেন ঘুরে সামনের বড় জানলাটার কাছে যাই; সেখানে গিয়ে দেখলাম খাবার ঘরের দরজাটা খোলাই আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে তার মুখ থেকে সব কথা আর একবার শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল; আমি যে মেয়েকে ভালবাসি তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে বলে পশুটাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। তারপর, জানালাটার ঠিক ভিতরে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঈশ্বর জানেন আমার মনে কোন পাপ ছিল না। এমন সময় সেই লোকটা পাগলের মত ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, অত্যন্ত বিশ্রী ভাষায় মেরিকে গালাগালি করতে লাগল এবং হাতের লাঠিটা দিয়ে তার মুখে আঘাত করল। আমিও লাফ দিয়ে উঠে আগুন খোঁচাবার ডাণ্ডাটা হাতে নিলাম। দুজনের মধ্যে লড়াই লেগে গেল। দেখুন, আমার হাতের এইখানটায় সে প্রথম আঘাত করেছিল। তারপরই আমার পালা; একটা পচা কুমড়োর মত তার মাথাটা ফাটিয়ে দিলাম। আপনারা কি মনে করেন সেজন্য আমি দুঃখিত? মোটেই না! তখন তার বা আমার জীবন বাঁচাবার প্রশ্ন; বরং তার চাইতেও বড় কথা—তার বা মেরির বাঁচার প্রশ্ন, কারণ এই পাগলের হাতে কেমন করে মেরিকে ছেড়ে দিতে পারি? এইভাবেই তাকে আমি খুন করেছি। অন্যায় করেছি কি? তাহলে বলুন তো, আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনারা যেকেউ কি করতেন?

"লোকটা যখন মেরিকে আঘাত করে তখনই সে চীৎকার করে উঠেছিল, আর তাই শুনে বুড়ি থেরেসা উপরের ঘর থেকে নেমে এসেছিল। সাইড-বোর্ডের উপর এক বোতল মদ ছিল। বোতলের মুখটা খুলে মেরির মুখে কিছুটা ঢেলে দিলাম। কারণ আঘাতের ধাক্কায় সে তখন অর্ধমৃত! তারপর নিজেও একফোঁটা খেলাম। থেরেসার বরফের মত ঠাণ্ডা মাথা, আর গল্পটা বানালাম আমরা দুজনে মিলে। এমনভাবে বানালাম যাতে মনে হবে যে চোররাই কাজটা করেছে। থেরেসা তার কর্ত্রীকে বার বার গল্পটা বলতে

লাগল, আর আমি ঘণ্টার দড়িটা কেটে ফেললাম। তারপর তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দড়ির প্রান্ত থেকে সুতো বের করে রাখলাম যাতে ব্যাপারটা স্বাভাবিক দেখায়, অন্যথায় সন্দেহ হতে পারে যে একটা চোর হঠাৎ ওখানে উঠে দড়িটা কাটল কেমন করে। তারপর ডাকাতির ধারণা চালু রাখার জন্য রূপোর কয়েকটা থালা-বাটি যোগাড় করে সরে পড়লাম; বলে গেলাম, আমাকে মিনিট পনেরো সময় দিয়ে যেন হৈ-চৈটা শুরু করে দেওয়া হয়। রূপোর জিনিসগুলো পুকুরে ফেলে দিয়ে সেডেন-হাম-এর পথ ধরলাম। মনে হল, সারা জীবনে একটি রাতে এই একটা কাজের মত কাজ করলাম। মিঃ হোমস, এর ফলে যদি আমাকে ফাঁসির দড়িতেও গলা বাড়াতে হয় তবু এই হল আসল সত্য এবং পুরো সত্য।"

হোমস কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করতে লাগল। তারপর মেঝেটা পেরিয়ে আমাদের অতিথির হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "আমিও তাই মনে করি। আমি জানি এর প্রতিটি কথাই সত্য, কারণ আমি জানতাম না এমন একটি কথাও আপনি বলেন নি। একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদ বা নাবিক ছাড়া অন্য কেউ ওভাবে ব্র্যাকেটের উপর থেকে দড়িটা ধরতে পারত না, আর একজন নাবিক ছাড়া আর কেউ দড়িতে ওরকম গিঁটও দিতে পারত না। জীবনে মাত্র একবারই নাবিকদের সঙ্গে মহিলাটির যোগাযোগ ঘটেছিল, সে ঐ সমুদ্রযাত্রার পথে; সেই লোকের সঙ্গেই সে তার জীবন-ধারার মিল খুঁজে পেয়েছিল; আর যেহেতু তাকে আড়াল করে রাখতে সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে তাতেই বোঝা যায় যে তাকে সে ভালবাসে। কাজেই বুঝতেই পারছেন, একবার ঠিক পথে পা দেবার পরে আপনাকে ধরা আমার পক্ষে কত সহজ ছিল।"

"আমি ভেবেছিলাম, পুলিশ কোনদিনই আমাদের এই ধাপ্পাটা ধরতে পারবে না।"

"আর পুলিশ পারেও নি; আমার যতদূর বিশ্বাস কোনদিন পারবেও না। দেখুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর, যদিও আমি স্বীকার করছি যে তীব্র প্ররোচনার ফলেই আপনি এ কাজ করেছেন। আত্মরক্ষার তাগিদে কাজটা করেছেন বলে এ কাজটাকে সঙ্গত বলে ঘোষণা করা হবে কিনা আমি সঠিক বলতে পারছি না। সেটা বৃটিশ জুরিরাই স্থির করবেন। ইতিমধ্যে আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে বলেই আপনি যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে নিরুদ্দেশ হতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।"

"আর তারপরে সব ব্যাপারটা প্রকাশ পাবে?"

"নিশ্চয় প্রকাশ পাবে।"

নাবিকটি রাগে লাল হয়ে উঠল।

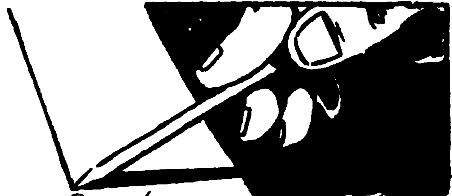
"একজন মানুষের কাছে এটা কি ধরনের প্রস্তাব? আইনের যতটুকু আমি জানি তাতেই বুঝতে পারছি যে এই অপরাধের সহযোগী হিসাবে মেরিকে ধরা হবে। আপনি কি মনে করেন, এই গোলযোগের মুখে মেরিকে ঠেলে দিয়ে আমি গোপনে সরে পড়ব? না স্যার; আমাকে নিয়ে তারা যা খুশি করুক, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই মিঃ হোমস, এমন একটা পথ বের করুন যাতে আমার অসহায় মেরিকে আদালতে যেতে না হয়।"

হোমস দ্বিতীয়বার নাবিকটার দিকে হাত বাড়াল।

"আমি আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র, কিন্তু প্রতিবারেই আপনি সঠিক সুরেই বেজেছেন। ঠিক আছে, একটা মস্তবড় দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম; তবে হপকিন্সকে একটা ভাল ইঙ্গিত আমি দিয়েছি, সে যদি তার সুযোগ নিতে না পারে তাহলে আমি নাচার। দেখুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার, সবকিছুই আমরা আইন মোতাবেক করব। আপনি আমাদের বন্দী। ওয়াটসন, তুমি হলে বৃটিশ জুরি, আর এ কাজে তোমার মত উপযুক্ত লোক আমি আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাই নি। আমি বিচারপতি। এবার জুরি মহোদয়গণ, সাক্ষীদের কথা আপনারা শুনেছেন। বলুন, বন্দী দোষী কি নির্দোষ?"

"নির্দোষ মাননীয় প্রভু", আমি বললাম।

"Vox populi vox Dei (জনসাধারণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী)। ক্যাপ্টেন ক্রোকার, আপনাকে খালাস দেওয়া হল। আইন যতদিন আর একটি শিকার খুঁজে না পায়, ততদিন আমার দিক থেকে আপনি নিরাপদ। এক বছরের মধ্যেই এই মহিলাটির কাছে ফিরে আসবেন; দেখবেন, আজ রাতে যে রায় আমরা ঘোষণা করলাম এই মহিলার এবং আপনার ভবিষ্যৎ যেন তার উপযুক্ত হয়।"



দ্বিতীয় দাগ

The Second Stain

আমার ইচ্ছা ছিল আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের যেসব কর্মকাণ্ডের বিবরণ আমি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে যাব তার শেষ অধ্যায় হবে "মঠ কৃষিশালার অভিযান।" মাল-মশলার অভাব কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্তের কারণ নয়, যেহেতু এমন শত শত কেসের 'নোট' আমার করা আছে যেগুলোর উল্লেখ আমি এখনও করি নি; আবার এই বিশিষ্ট লোকটির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ হ্রাস পাওয়াও তার কারণ নয়। অভিজ্ঞতাকে অবিরাম প্রকাশ করার ব্যাপারে হোমসের অনিচ্ছাই এর প্রধান কারণ যতদিন পর্যন্ত সে বাস্তবক্ষেত্রে এই জীবিকায় নিযুক্ত ততদিন তার সাফল্যের বিবরণের

কার্যকরী মূল্য তার কাছে ছিল; কিন্তু যখন থেকে সে সত্যি সত্যি লণ্ডন থেকে দূরে চলে গেছে এবং সাসেক্স-এর নিম্নাঞ্চলে পড়াশুনা ও মৌমাছি পালনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তখন থেকেই এই খ্যাতি জিনিসটা তার কাছে ঘৃণার্হ হয়ে উঠেছে এবং চূড়ান্তভাবে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে এ ব্যাপারে তার ইচ্ছাকে যেন কঠোরভাবে মান্য করা হয়। কিন্তু তাকে যখন বললাম যে যথাসময়ে "দ্বিতীয় দাগের অভিযান" প্রকাশ করা হবে বলে আমি কথা দিয়ে রেখেছি এবং আরও জানালাম যে কেস তার হাত দিয়ে পার হয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক কেসটি দিয়ে এই মর্মে তার অনুমতি আমি পেয়েছি যে এই ঘটনার একটি সযত্ন সুরক্ষিত বিবরণ জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা যেতে পারে। এই কাহিনীটি বলতে গিয়ে কোন কোন ব্যাপারে যদি কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে যায় তাহলে পাঠক-সাধারণ বুঝে নেবেন যে সে অস্পষ্টতার যথেষ্ট কারণ আছে।

অতএব কোন এক দশকের কোন এক বছরের, সেটা উহ্যই থাকবে, হেমন্তকালের এক সকালে ইওরোপীয় খ্যাতিসম্পন্ন দুটি অতিথি আমাদের বেকার স্ট্রীটের দীন ভবনের চার দেয়ালের মধ্যে এসে পদার্পণ করল। তাদের একজন গম্ভীর, খাড়া নাক, ঈগল-চক্ষু ও ব্যক্তিত্বশীল; লোকটি আর কেউ নয়, বিখ্যাত লর্ড বেলিঞ্জার, দু' দুবার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী। অপর জনের নাক মুখ কাটা কাটা, চেহারা পরিচ্ছন্ন, মাঝ বয়সের কাছাকাছি, দেহ ও মনের সর্ববিধ সৌন্দর্যসম্পন্ন; লোকটি মহামান্য ট্রেলনি হোপ, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবিভাগীয় সচিব এবং দেশের একজন সেরা উদীয়মান কূটনীতিবিদ। আমাদের কাগজপত্র ছড়ানো সেটির উপর তারা পাশাপাশি বসল। তাদের শ্রান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ দেখলে সহজেই বোঝা যায় অত্যন্ত জরুরী কোন কাজের চাপে পড়েই তারা এখানে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর সরু নীল-শিরাওয়ালা হাত দুটি তার ছাতার হাতির দাঁতের মাথাটা শক্ত করে আছে, আর তার কৃশ, সংযত মুখের বিষণ্ণ দৃষ্টি পড়েছে আমাদের দুজনের উপর। ইওরোপীয় সচিবটি অস্থিরভাবে তার গোঁফজোড়া টানছে, আর ঘড়ির চেনের পদকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

"মিঃ হোমস, আজ সকাল আটটার সময় ক্ষতিটা আবিষ্কার করা মাত্রই আমি প্রধানমন্ত্রীকে খবর দেই। তার পরামর্শ অনুসারেই আমরা দুজন আপনার কাছে এসেছি।"

"পুলিশকে খবর দিয়েছেন কি?"

যে দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য তার এত খ্যাতি সেই ভাবেই প্রধানমন্ত্রী বলল, "না স্যার, সে কাজ আমরা করি নি, আর করা সম্ভবও নয়। পুলিশকে জানানো মানেই শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকে জানানো। সেটাকেই আমরা বাস্তবক্ষেত্রে পরিহার করতে চাই।"

"কিন্তু কেন তার ?"

"'কারণ আলোচ্য দলিলটা এতই প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ যে খবরটা প্রকাশ হলে অত্যন্ত গুরুতর ইওরোপীয় জটিলতা সৃষ্টি হবার একান্ত সম্ভাবনা আছে। এটার উপরেই শক্তি বা সংগ্রাম নির্ভর করছে—একথা বলাও অতিরঞ্জন করা হবে না। যদি সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে এটাকে উদ্ধার করা না যায় তাহলে উদ্ধার না হওয়াই ভাল, কারণ এটা যারা সরিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যই হল এর বিষয়বস্তুকে সকলের গোচরীভূত করা।"

"বুঝতে পেরেছি। মিঃ ট্রেলনি হোপ, ঠিক কোন্ পরিস্থিতিতে দলিলটা অদৃশ্য হয়েছে সেটা যদি আমাকে বলেন তাহলে বাধিত হব।"

"অল্প কয়েকটি কথায়ই সেকাজ করা যেতে পারে মিঃ হোমস। চিঠিটা—দলিলটা কোন বিদেশী নৃপতির কাছ থেকে পাওয়া একটা চিঠি—আমরা পেয়েছি ছ' দিন আগে। চিঠিটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেটাকে কখনও আমার সিন্দুকে রেখে যাই নি, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সঙ্গে নিয়ে গেছি আমার হোয়াইট হল টেরেস-এর বাড়িতে এবং আমার শোবার ঘরের চিঠির বাক্সে তালাবদ্ধ করে রেখেছি। গত রাতেও সেটা সেখানেই ছিল। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। রাতের খাবারের জন্য পোশাক পরবার সময়ও আমি বাক্সটা খুলেছিলাম এবং দলিলটাকে ভিতরে দেখেছিলাম। সকালে দেখি সেটা নেই। চিঠির বাক্সটা সারা রাত আমার ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার পাশেই ছিল। আমার ঘুম খুব হাল্কা; আমার স্ত্রীরও তাই। আমরা দুজনই শপথ করে বলতে পারি যে রাতেরবেলা কারও পক্ষে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। তথাপি আবার বলছি যে কাগজটা উধাও হয়েছে।"

"রাতে আপনার কখন খান ?"

"সাড়ে সাতটায়।"

"সেটা শুতে যাবার কতক্ষণ আগে ?"

"আমার স্ত্রী থিয়েটারে গিয়েছিলেন। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাড়ে এগারোটায় আমরা ঘরে গিয়েছিলাম।"

"তাহলে চার ঘণ্টা চিঠির বাক্সটা অরক্ষিত অবস্থায় ছিল ?"

"সকালে বাড়ির দাসী এবং দিনের বাকিটা সময় আমার খানসামা অথবা আমার স্ত্রীর দাসী ছাড়া কাউকে ও ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তারা দুজনই বেশ কিছুদিন আমাদের কাছে আছে, আর খুবই বিশ্বাসী। তাছাড়া তাদের কারোরই জানবার কথা নয় যে চিঠির বাক্সে সাধারণ বিভাগীয় কাগজপত্র ছাড়া অন্য কোন মূল্যবান জিনিস রয়েছে।"

"চিঠিটার কথা কে কে জানত ?"

"বাড়ির কেউ না।"

"আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই জানতেন ?"

"না স্যার; আজ সকালে কাগজটা হারাবার আগে তাকেও আমি কিছু বলি নি।"

প্রধানমন্ত্রী সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল।

বলল, "তোমার কর্তব্যবোধ যে কত গভীর তা আমি অনেকদিন থেকেই জানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন যত ঘনিষ্ঠই হোক এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গোপনীয়তা অবশ্যই তার উর্ধে স্থান পাবে।"

ইওরোপীয় সচিব মাথা নোয়াল।

"আপনি আমার প্রতি ন্যায় বিচারই করলেন স্যার। আজ সকালের আগে আমার স্ত্রীকে এবিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলি নি।"

"তিনি কি কোনভাবে আঁচ করতে পেরেছিলেন?"

"না মিঃ হোমস, তিনি আঁচ করতে পারেন নি—কেউই কোনরকম আঁচ করতে পারে নি।"

"এর আগে কখনও কোন দলিল চুরি গেছে কি?"

"না স্যার।"

"ইংলণ্ডের কে কে এই চিঠির কথা জানতেন?"

"গতকাল মন্ত্রীসভার প্রত্যেক সদস্যকেই কথাটা জানানো হয়েছে কিন্তু মন্ত্রীসভার প্রতিটি বৈঠকে যে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেওয়া হয়ে থাকে, এবার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সতর্কীকরণের ফলে সেটাকে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। হা ঈশ্বর! আর তার ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠিখানি আমি হারিয়ে ফেললাম!" তার সুন্দর মুখখানি নৈরাশ্যের ক্ষোভে বিকৃত হয়ে উঠল; দুই হাতে সে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। মুহূর্তের জন্য আমরা দেখতে পেলাম স্বাভাবিক মানুষটিকে—আবেগপ্রবণ, অত্যুৎসাহী ও তীব্র স্পর্শ-কাতর। পরমুহূর্তেই সেখানে নেমে এল আভিজাত্যের মুখোশ; ফিরে এল তার শান্ত কণ্ঠস্বর। মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ছাড়া এমন আর দু'জন বা সম্ভবত তিনজন বিভাগীয় কর্মচারী আছেন যারা চিঠিটার কথা জানতেন। মিঃ হোমস, আপনাকে নিশ্চিতভাবেই বলছি, এ ছাড়া ইংলণ্ডের আর কেউ জানে না।"

"কিন্তু বিদেশের?"

"আমার বিশ্বাস, চিঠিটা যিনি লিখেছেন তিনি ছাড়া বিদেশেও আর কেউ চিঠিটা দেখেন নি। আমার দৃঢ় ধারণা, তার মন্ত্রীদের—অর্থাৎ সাধারণ সরকারী ব্যবস্থাকে এ কাজে লাগানো হয় নি।"

হোমস কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল।

"দেখুন স্যার, এবার আমি আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চাইব, এই দলিলটা কিসের, আর তার অদৃশ্য হওয়াটা এতটা গুরুত্বপূর্ণই বা কেন?"

দু'জন কূটনীতিবিদের মধ্যে দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময় হল। প্রধামমন্ত্রীর লোমশ

ভুরু দুটি ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল।

"মিঃ হোমস, লম্বা, সরু, হাল্কা নীল রঙের একখানি খাম। লাল গালা দিয়ে একটি উল্লম্ফনশীল সিংহের মূর্তি মোহরাঙ্কিত করা। বড় বড় মোটা হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা।"

হোমস বলল, "দেখুন, এই বিবরণগুলি অবশ্যই আকর্ষণীয় ও দরকারী, কিন্তু আমি জানতে চাইছি আরও গোড়ার কথা। চিঠিটা আসলে কি?"

"সেটা রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় ব্যাপার। আমার আশংকা হচ্ছে, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না, আর বলাটা একান্ত প্রয়োজন বলেও আমি মনে করি না। আপনি যে ধরনের ক্ষমতার অধিকারী বলে শোনা যায় তারই সাহায্যে যদি আমার বর্ণনামত একখানি খাম তার ভিতরকার চিঠিসহ উদ্ধার করতে পারেন, তাহলেই আপনি দেশের সকলের প্রশংসাভাজন হবেন এবং আমাদের সাধ্যায়ত্ত যেকোন পুরস্কার লাভ করবেন।

একটু হেসে শার্লক হোমস উঠে দাঁড়াল।

বলল, "আপনারা দু'জনেই দেশের অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ। আর আমারও সাধারণভাবেই বেশকিছু কাজকাম আছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে আমি পারছি না, এবং এই সাক্ষাৎকারকে দীর্ঘস্থায়ী করা শুধু সময়ের অপচয়ই হবে।"

প্রধানমন্ত্রী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার দুটি দৃঢ়বদ্ধ চোখে ফুটে উঠল সেই ক্রুত হিংস্র জলন্ত দৃষ্টি যার সামনে একটা গোটা মন্ত্রীসভা ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। "আমি অভ্যস্ত নই—বলতে শুরু করেও সে ক্রোধ সংযত করে আসন গ্রহণ করল। দু'এক মিনিট আমরা সকলেই নীরবে বসে রইলাম। বৃদ্ধ কূটনীতিবিদ কাঁধদুটোয় ঝাঁকুনি দিল।

"আপনার শর্তই আমাদের মানতে হবে মিঃ হোমস। নিঃসন্দেহে আপনার কথাই ঠিক; আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব না, অথচ আপনি আমাদের হয়ে কাজ করবেন, এটা সঙ্গত কথা নয়।"

"আমিও আপনার সঙ্গে একমত স্যার," তরুণ কূটনীতিবিদ বলল।

"তাহলে আপনার ও আপনার সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসনের মর্যাদাবোধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে সব কথাই আপনাকে বলব। আপনাদের দেশপ্রেমের কাছেও আমি আবেদন রাখছি, কারণ এ ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে দেশের পক্ষে কতবড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

"আপনি নির্ভয়ে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।"

"চিঠিটা এসেছে একজন বিদেশী নৃপতির কাছ থেকে। এ দেশের একটা সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক গোলযোগের ফলে তিনি বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। চিঠিটা খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে, আর তার সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই

লেখা হয়েছে। আমরা সন্ধান করে জেনেছি, তার মন্ত্রীরাও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। এদিকে এমন দুর্ভাগ্যজনক ভাষায় চিঠিটা লেখা হয়েছে এবং তাতে উত্তেজনাপ্রবণ এমন কিছু কথা আছে যে সেগুলো প্রকাশ পেলে এ দেশের জনমানসে বিপজ্জনক ক্ষোভের সঞ্চার হতে বাধ্য। ফলে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হবে যে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই চিঠি প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই এ দেশ একটা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।"

হোমস একটুকরো কাগজে একটা নাম লিখে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিল।

"ঠিক। এই সেই লোক। আর এই সেই চিঠি। এ চিঠির অর্থ কোটি-কোটি টাকা খরচ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। এই চিঠিটাই এরকম একটা দুর্বোধ্য পরিস্থিতিতে খোয়া গেছে।"

"প্রেরককে জানিয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ স্যার, একটা সাংকেতিক তার-বার্তা পাঠানো হয়েছে।"

"তিনি হয়তো চান যে চিঠিটা প্রকাশ করা হোক।"

"না স্যার; আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে চিঠিটা লিখে তিনি যে অবিবেচনাপ্রসূত একটা মাথা-গরমের কাজ করে ফেলেছেন সেটা তিনি এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছেন। চিঠিটা প্রকাশ পেলে তার নিজের প্রতি এবং তার দেশের প্রতি সেটা হবে আমাদের চাইতেও বড় আঘাত।"

"তাই যদি হয় তাহলে চিঠিটা প্রকাশ পেলে কার স্বার্থ সিদ্ধ হবে? কেউ সেটা চুরি করতে বা প্রকাশ করতে চাইবে কেন?"

"মিঃ হোমস, সেখানেই আমাদের যেতে হচ্ছে উচ্চতর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমান ইওরোপীয় পরিস্থিতির কথা চিন্তা করলে উদ্দেশ্যটা বোঝা আপনার পক্ষেও শক্ত হবে না। সারা ইওরোপ আজ একটা সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। দুটো রাষ্ট্র-সংঘ মোটামুটি একটা সামরিক শক্তি-সাম্য বজায় রেখে চলেছে। গ্রেট বৃটেনের হাতে রয়েছে দাঁড়ি-পাল্লা। এখন বৃটেন যদি একটা রাষ্ট্র-সংঘের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে অপর রাষ্ট্র-সংঘটি সে যুদ্ধে যোগ দিক আর নাই দিক তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। বুঝতে পারছেন?"

"খুব পরিষ্কারভাবে। তাহলে এই চিঠিটা সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করায় আসল স্বার্থ হচ্ছে সেই নৃপতির শত্রুপক্ষের; এর দ্বারা তারা সেই নৃপতির দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে একটা ভাঙন সৃষ্টি করতে পারবে, এই তো?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আর চিঠিটা কোন শত্রুর হাতে পড়লে সে দলিলটা কাকে পাঠান হবে?"

"ইওরোপের যে কোন বৃহৎ রাষ্ট্র-প্রধানের কাছে হয়তো একটা বাষ্পীয় পোত যত তাড়াতাড়ি বহন করতে পারে সেই দ্রুততার সঙ্গেই চিঠিটা এই

মুহূর্তে সেই পথে ছুটে চলেছে।”

মিঃ ট্রেলনি হোপ সজোরে আর্তনাদ করে উঠল; তার মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

“এটা আপনার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ আপনাকে দোষ দিতে পারে না। আপনি তো সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন। মিঃ হোমস, সব ঘটনাই তো শুনলেন। এবার আপনি কি পরামর্শ দেবেন?”

বিষণ্ণভাবে হোমস ঘাড় নাড়ল।

“আপনি কি মনে করেন স্যার, যে এই দলিলটা উদ্ধার না হলে যুদ্ধ হবে?”

“হওয়া খুবই সম্ভব বলে আমি মনে করি।”

“তাহলে স্যার যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হোন।”

“কথাটা বড়ই কঠোর মিঃ হোমস

“ঘটনাগুলো বিচার করে দেখুন স্যার। রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটের পরে ওটা চুরি গেছে একথা ভাবাই যায় না, কারণ যতদূর জানা গেছে ঐ সময় থেকে চুরিটা ধরা পড়ার সময় পর্যন্ত মিঃ হোপ ও তার স্ত্রী দুজনই ঘরে ছিলেন। তাহলে গতকাল সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ মিনিট থেকে এগারোটা তিরিশ মিনিটের মধ্যেই ওটা সরানো হয়েছে; সম্ভবত রাতের গোড়ার দিকেই কাজটা করা হয়েছে, কারণ যে ওটা নিয়েছে সে নিশ্চয়ই জানত যে চিঠিটা ওখানেই ছিল এবং স্বভাবতই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা সরিয়েছে। এবার ভাবুন স্যার, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল যদি ঐ সময়ে কেউ নিয়ে থাকে, তাহলে এখন সেটা কোথায় থাকতে পারে? কারও পক্ষেই সেটা নিজের কাছে রেখে দেবার কোন কারণ নেই। ওটা যাদের দরকার অত্যন্ত তড়িঘড়িই তাদের কাছেই ওটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব এখন ওটাকে হাতে পাবার অথবা খোঁজ পাবার সম্ভাবনা কোথায়? ওটা এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে।”

প্রধানমন্ত্রী সেটি থেকে উঠে দাঁড়াল।

“আপনি যা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মিঃ হোমস। আমিও বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা এখন আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।”

“আচ্ছা, যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে দাসী বা খানসামা দলিলটা নিয়েছে—”

“তারা দুজনেই পুরনো এবং বিশ্বস্ত লোক।”

“আপনিই বলেছেন যে আপনাদের ঘরটা দোতলায়, বাইরে থেকে সে-ঘরে ঢুকবার কোন দরজা নেই, এবং ভিতর থেকেও সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কারও পক্ষে সে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। তাহলে নিশ্চয়ই বাড়ির কোন লোকই সেটা নিয়েছে। চোর সেটা নিয়ে কাকে দেবে? নিশ্চয় কয়েকজন আন্তর্জাতিক গুপ্তচর এবং গোয়েন্দার যেকোন একজনকে, আর তাদের নাম-

ধাম তো মোটামুটি আপনার জানা। এই বৃত্তিতে কর্মরত তিনজনকে তাদের মাথা বলা যেতে পারে। সর্বাগ্রে তাদের পিছনে ঘুরে ঘুরে দেখব তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ঘাঁটিতে আছে কিনা। যদি একজনকে না পাওয়া যায়—আর সে যদি গতকাল রাত থেকে উধাও হয়ে থাকে—তাহলে দলিলটা কোথায় গেছে তার কিছুটা হদিশ পেয়ে যাব।

ইওরোপীয় সচিব প্রশ্ন করল, "সে উধাও হবে কেন? লণ্ডনের দূতাবাসেই সে চিঠিটা পৌছে দেবে। সেটাই তো স্বাভাবিক।"

"আমি তা মনে করি না। এই গোয়েন্দারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম চালায়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দূতাবাসগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব মধুর থাকে না।"

প্রধানমন্ত্রী মাথা নেড়ে কথাটা স্বীকার করল।

"আমার বিশ্বাস আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ হোমস। এরকম একটা মূল্যবান উপহারকে সে নিজের হাতেই প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যেতে চাইবে। আমার তো মনে হচ্ছে আপনার কর্ম-পদ্ধতি খুবই চমৎকার। হোপ, এই একটি দুর্ভাগ্যের জন্য আমরা কিন্তু আমাদের অন্য কর্তব্যগুলোকে অবহেলা করতে পারি না। সারা দিনে যদি নতুন কিছু ঘটে আমরা আপনাকে জানাব, আর আপনিও আপনার কাজের ফলাফল অবশ্যই আমাদের জানাবেন।"

দুই কূটনীতিবিদ অভিবাদন জানিয়ে গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমাদের বিখ্যাত অতিথিদ্বয় চলে যাবার পরে হোমস নীরবে পাইপটা ধরিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রটা খুলে আগের রাত্রে লণ্ডনে যে চাঞ্চল্যকর অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে তাতেই আমি ডুবে ছিলাম; এমন সময় আমার বন্ধুটি একটা উল্লাসধ্বনি করে লাফিয়ে উঠল এবং পাইপটাকে ম্যান্টেলপিসের উপর রাখল।

বলল, "হ্যাঁ, এর চাইতে ভাল পথ আর কিছু নেই। পরিস্থিতিটা শোচনীয় হলেও একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয়। এখনও যদি জানতে পারি তাদের মধ্যে কে চিঠিটা নিয়েছে, তাহলে সম্ভবত এখনও সেটা একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যায় নি। আর যাই হোক, এরা তো কাজ করে টাকার লোভে, আর গোটা বৃটিশ রাজকোষই তো রয়েছে আমার পিছনে। জিনিসটা যদি নীলামে ওঠে, তাহলে আমিই কিনে নেব। এটা খুবই সম্ভব যে ওদিক থেকে ভাগ্য পরীক্ষা করবার আগে সে একবার যাঁচাই করে দেখবে যে এদিক থেকে দর কতটা ওঠে। এরকম একটা দুঃসাহসিক খেলা খেলবার মত হিম্মৎ শুধু তিনজনেরই আছে; তারা হচ্ছে ওবার্স্টিন, লা রোদিয়ের এবং এডুয়ার্ডো লুকাস। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি দেখা করব।"

খবরের কাগজটা আর একবার দেখে নিয়ে আমি বললাম, "গোডলফিন স্ট্রীটের এডুয়ার্ডো লুকাস কি?"

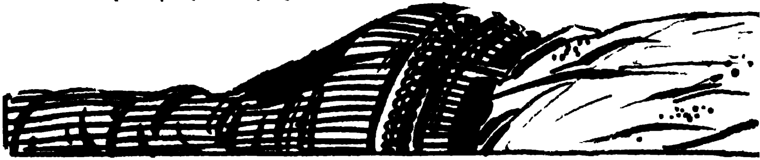
"হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"কেন?"

"গত রাতে বাড়িতেই সে খুন হয়েছে।"

বিভিন্ন অভিযানে বন্ধুটি আমাকে এতবার অবাক করে দিয়েছে যে আজ আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে অবাক করে দিতে পারায় মনে মনে খুবই খুশি হয়ে উঠলাম। হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সে আমার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিল। সে যখন চেয়ার ছেড়ে উঠেছিল তখন আমি নীচের এই অনুচ্ছেদটি পড়ছিলাম:



ওয়েস্টমিন্‌স্টার-এ খুন

গতকাল রাতে নদী ও মঠের মাঝামাঝি জায়গায় পার্লামেণ্ট হাউসের বড় চূড়াটার ছায়ার প্রায় নীচে অবস্থিত একসার সেকেলে ধরনের নির্জন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাড়ির ১৬ গোডল্‌ফিন স্ট্রীটে একটি রহস্যজনক খুন হয়েছে। এই ছোট অথচ সুন্দর বাড়িটাতে বেশ কয়েক বছর ধরে বাস করছেন মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাস; আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং দেশের একজন অন্যতম খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ সৌখীন গায়ক হিসাবে তিনি উঁচু মহলে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। মিঃ লুকাস অবিবাহিত, বয়স চৌত্রিশ বছর, আর তার গৃহস্থালি বলতে প্রবীণা গৃহকর্ত্রী মিসেস প্রিঙ্গল ও খানসামা মিলটন। মিসেস প্রিঙ্গল সকাল সকাল শুতে যায় এবং বাড়ির ছাদের ঘরে ঘুমোয়। খানসামাটি সন্ধ্যা থেকেই হ্যামারস্মিথ-এ একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দশটার পর থেকে বাড়িতে মিঃ লুকাস একাই ছিলেন বলা যায়। সেই সময়ে কি ঘটেছিল তা এখনও জানা যায় নি, কিন্তু পৌনে বারোটা নাগাদ পুলিশ-কন্‌স্টেবল ব্যারেট গোডল্‌ফিন স্ট্রীট ধরে যেতে যেতে দেখতে পায় ১৬নং-এর দরজাটা খোলা। সে দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু কোন জবাব আসে না। সামনের ঘরে একটা আলো দেখতে পেয়ে সে দালানে এগিয়ে গিয়ে আবার দরজায় শব্দ করে। কিন্তু এবারেও কোন সাড়া মেলে না। সে তখন ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। ঘরের সবকিছু ওলোট-পালোট করা হয়েছে। আসবাবপত্র সব একদিকে স্তূপ করা। মাঝখানে একটা চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সেই চেয়ারের পাশে তখনও তার একটা পায়া আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে বাড়ির হতভাগ্য ভাড়াটে। তার বুকে ছুরি মারা হয়েছে এবং নির্ঘাৎ সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়েছে। যে

ছুরিটা দিয়ে খুন করা হয়েছে সেটা একটা বাঁকানো ভারতীয় ছুরি; প্রাচ্যদেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রের নমুনা হিসাবে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা ছুরিটাকেই টেনে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। খুনের উদ্দেশ্য ডাকাতি বলে মনে হয় না, কারণ ঘরের মূল্যবান দ্রব্যাদি নেবার কোনরকম চেষ্টা হয় নি। মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাস খুবই সুপরিচিত ও জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন; তাই তার এই রহস্যজনক নৃশংস পরিণতি তার ব্যাপক বন্ধু-মহলে প্রভূত বেদনা ও তীব্র সহানুভূতির সঞ্চার করবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস প্রশ্ন করল, "আচ্ছা ওয়াটসন, এ সম্পর্কে তোমার কি মত?"

"ঘটনার বিস্ময়কর সমাবেশ।"

"শুধুই সমাবেশ! এই নাটকের যে তিনজন সম্ভাবিত অভিনেতার নাম আমরা করেছি এই লোকটি তাদেরই একজন। যখন আমরা জানতে পারলাম যে সেই নাটকটি অভিনীত হচ্ছে ঠিক তখনই সে নৃশংসভাবে নিহত হল। এটাকে তো কোনমতেই ঘটনার আকস্মিক সমাবেশ বলা যায় না। কোন ভাষাতেই তাকে প্রকাশ করা যায় না। না ভাই ওয়াটসন, এই দুটি ঘটনার মধ্যে সংযোগ রয়েছে—সংযোগ থাকতেই হবে। সেই সংযোগটা খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ।"

"কিন্তু এখন তো সরকারী পুলিশ সবই জানতে পারবে।"

"মোটেই পারবেন না। গোডল্‌ফিন স্ট্রীটে যা দেখতে পাবে তারা শুধু সেইটুকু জানবে। হোয়াইট হল টেরেস-এর কোন কথাই তারা জানে না— জানবেও না। দুটো ঘটনাকে জানি শুধু আমরা, আর তাদের মধ্যে সম্পর্কটাও খুঁজে বের করব আমরাই! এমন একটি স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যাতে যে কোন অবস্থাতেই আমার সন্দেহটা লুকাস-এর উপর পড়তই। ওয়েস্টমিন্-স্টার-এর গোডল্‌ফিন স্ট্রীট হোয়াইট হল টেরেস থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। অপর যে দু'জন গোয়েন্দার নাম আমরা করেছি তারা থাকে ওয়েস্ট এণ্ড-এর একেবারে শেষ প্রান্তে। সুতরাং ইওরোপীয় সচিবের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অথবা সেখান থেকে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা অন্য দুজনের তুলনায় লুকাস-এর পক্ষে অনেক সহজ—ব্যাপারটা ছোট, কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন এই ছোট ব্যাপারটাই গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। হেলোয়া! এখানে কি এল?"

থালার উপর কোন মহিলার একখানি কার্ড নিয়ে মিসেস হাডসন এসে হাজির হল। হোমস সেটা দেখল, ভুরু দুটি তুলল, তারপর কার্ডটা আমার হাতে দিল।

বলল, "লেডি হিল্ডা ট্রেলনি হোপকে বল, তিনি যেন দয়া করে ভিতরে আসেন।"

মুহূর্তকাল পরেই আমাদের যে দীন ভবনটি ইতিমধ্যেই আজ সকালে সম্মানিত হয়েছে, লণ্ডনের সবচাইতে মনোরমা নারীর প্রবেশে সে সম্মান আরও বৃদ্ধি পেল। বেল্‌মিন্‌স্টার-এর ডিউকের ছোট কন্যার রূপের খ্যাতি অনেকবার শুনেছি, কিন্তু তার কোন বর্ণনা, কোন বর্ণহীন ফটোগ্রাফই আমাকে এই সূক্ষ্ম মাধুর্য ও সুন্দর বর্ণাভার আভাষমাত্রও দিতে পারে নি। তথাপি সেই হেমন্তের সকালে তাকে যে মূর্তিতে দেখলাম তাতে তার সেই অপরূপ সৌন্দর্যই আমাদের আকর্ষণের প্রথম বিষয় ছিল না। গাল দুটি সুন্দর, কিন্তু আবেগে বিবর্ণ; চোখ দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু সে যেন জ্বরের ঔজ্জ্বল্য; আত্ম-সংযমের প্রচেষ্টায় স্পর্শকাতর মুখখানি দৃঢ়বদ্ধ ও অবনত। এই সুন্দরী অতিথিটি যখন মুহূর্তের জন্য আমাদের দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াল তখন সর্বপ্রথম আমাদের চোখে ধরা পড়ল আতংক—সৌন্দর্য নয়।

"আমার স্বামী কি এখানে এসেছিলেন মিঃ হোমস?"

"হ্যা ম্যাডাম, এসেছিলেন।"

"মিঃ হোমস, আপনাকে অনুরোধ করছি, আমি যে এখানে এসেছিলাম সেকথা আমার স্বামীকে বলবেন না।" নিস্পৃহভাবে মাথা নুইয়ে হোমস মহিলাটিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

"মাননীয়া মহাশয়া আমাকে বড়ই অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে দিলেন। দয়া করে বসুন, এবং আপনি কি চান আমাকে বলুন। তার আগে কোন-রকম নিঃশর্ত কথা আপনাকে আমি দিতে পারি না।"

মহিলাটি মেঝেটা পার হয়ে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসল। একজন রাণীর মত—দীর্ঘকায়, মাধুর্যময়ী, একান্তভাবেই নারীত্বের প্রতিমূর্তি যেন।

"মিঃ হোমস", সাদা দস্তানা-পরা হাত দুটো একবার বন্ধ করে আবার খুলতে খুলতে সে বলতে লাগল, "আপনিও যাতে খোলাখুলি কথা বলেন সেই আশাতেই আমি খোলাখুলিভাবেই আপনাকে সব কথা বলব। মাত্র একটি ছাড়া আর সব বিষয়েই স্বামী ও আমি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। সেই একটি বিষয় হল রাজনীতি। এ ব্যাপারে তার ঠোঁট একেবারে বন্ধ। সে আমাকে কিছুই বলে না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে গতকাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটা অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে। আমি জানি যে একখানা কাগজ উধাও হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা রাজনীতিসংক্রান্ত সেইজন্য এ ব্যাপারে আমার স্বামী আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। অথচ সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি জানা আমার দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন—হ্যা, আমি একান্ত প্রয়োজনই বলছি। এই সব রাজনীতিবিদগণ ছাড়া একমাত্র আপনিই আসল ঘটনাটা জানেন। তাই আপনাকে মিনতি করছি মিঃ হোমস, কি ঘটেছে এবং তার পরিণতিতে কি ঘটবে সব কথা আমাকে ঠিক ঠিক বলুন। সব কথা আমাকে বলুন, মিঃ হোমস। আপনার মক্কেলের

স্বার্থের খাতিরেও আপনি যেন চুপ করে থাকবেন না কারণ আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলছি, আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলে তবেই তার স্বার্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হবে। যে কাগজটা চুরি গেছে সেটা কি?"

"ম্যাডাম, আপনি আমাকে যা করতে বলছেন সেটা সত্যি অসম্ভব।"

সে আর্তনাদ করে দুই হাতে মুখ ঢাকল।

"সত্যি তাই ম্যাডাম। আপনিও ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনার স্বামী যদি এবিষয়ে আপনাকে অন্ধকারে রাখাই সমীচীন মনে করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি যখন প্রকৃত ঘটনাটা জেনেছি বৃত্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, তখন তিনি যেকথা বলেন নি সেকথা বলা কি আমার পক্ষে উচিত? সেকথা জিজ্ঞাসা করাও আপনার উচিত নয়। জিজ্ঞাসা করতে হলে আপনাকে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

"তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শেষ ভরসা হিসাবেই আপনার কাছে এসেছি। মিঃ হোমস, নির্দিষ্ট করে কিছু না বলেও একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেও আপনি আমার অনেক উপকার করতে পারেন।"

"সেটা কি ম্যাডাম?"

'এই ঘটনায় আমার স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের কোন ক্ষতি হবে কি?"

"দেখুন ম্যাডাম, ব্যাপারটার যদি কোন সুরাহা না হয় তার ফল নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক হবে।"

"আঃ!" সে হঠাৎ এমনভাবে শ্বাস টানল যেন তার সব সন্দেহের অবসান হয়েছে।

"আর একটি প্রশ্ন মিঃ হোমস। এই দুর্ঘটনার প্রথম আঘাতেই আমার স্বামীর মুখ থেকে যেকথা বেরিয়েছিল তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই দলিলটি হারানোর ফলে জনসাধারণের পক্ষে খুব খারাপ ফল ফলতে পারে।"

"তিনি যদি একথা বলে থাকেন তো আমি নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করব না।"

"কি ধরনের খারাপ ফল হতে পারে?"

"না ম্যাডাম, আবার আপনি এমন প্রশ্ন করছেন যার জবাব আমি দিতে পারি না।"

"তাহলে আর আপনার সময় নষ্ট করব না। আমার সঙ্গে আরও খোলাখুলিভাবে কথা বলেন নি বলে আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না মিঃ হোমস; আশা করি, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার দুশ্চিন্তার অংশীদার হতে চেয়েছি বলে আপনিও আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাববেন না। আবার আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি, আমার এখানে আসার কথা কাউকে বলবেন না।"

দরজার কাছ থেকে সে আবার আমাদের দিকে তাকাল; সেই সুন্দর ভয়ার্ত মুখ, সেই বিচলিত দুটি চোখ ও ঝুলেপড়া মুখের ছবি আর একবার দেখতে

পেলাম। তারপরই সে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির পোশাকের খস্‌খস্‌ শব্দ মিলিয়ে যেতেই হোমস হেসে বলল, "দেখ ওয়াটসন, সুন্দরীদের নিয়ে তোমার কারবার। বলতো, মহিলাটি কি খেলা খেলতে এসেছিল? সত্যি সে কি চায়?"

"তার বক্তব্য তো খুবই পরিষ্কার, আর তার উদ্বেগও খুবই স্বাভাবিক।"

"হুম! ওয়াটসন, তার চেহারা, তার আচরণ, তার চাপা উত্তেজনা, তার অস্থিরতা, তার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবার ধৈর্য—সবকিছু ভেবে দেখ। মনে রেখ, যে সমাজ থেকে সে এসেছে সেখানে সহজে কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে না।"

"মহিলাটি সত্যি খুবই বিচলিত হয়েছে।"

"আরও মনে রেখ, কিরকম বিচিত্র ঐকান্তিকতার সঙ্গে সে আমাদের আশ্বাস দিয়ে গেল যে, সে সবকিছু জানতে পারলে তাতে তার স্বামীর ভালই হবে। এ কথার দ্বারা সে কি বোঝাতে চায়? আর একটা ব্যাপারও তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন, সে কিরকম কায়দা করে আলোর দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। সে চায় নি যে আমরা তার মুখের ভাবগুলো দেখে ফেলি।"

"হ্যাঁ; ঘরের ঐ চেয়ারটাই সে বেছে নিল।"

"অবশ্য মেয়েদের মনের কথা দেবাঃ ন জানন্তি। তোমার মনে আছে, এই একই কারণে মারগেট-এ একটি স্ত্রীলোককে আমি সন্দেহ করেছিলাম। তার নাকের উপর পাউডার ছিল না—তার থেকেই আসল সমাধানটা পাওয়া গেল। এমন চোরাবালির উপর কেমন করে ইমারত গড়লে? তাদের অত্যন্ত তুচ্ছ কাজেরও গাদা গাদা অর্থ হতে পারে, অথবা একটা চুলের কাঁটা বা চুল কোঁকড়ানোর চিমটের উপর নির্ভর করতে পারে তাদের কোন অসাধারণ আচরণ। গুডমর্ণিং ওয়াটসন।"

"তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ; গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের নিয়মিত বাসিন্দা বন্ধুদের সঙ্গেই সকালটা কাটাব। যদিও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এ বিষয়ে এখনও আমার তিলমাত্র ধারণা নেই, তবু ওই এডুয়ার্ডো-র কাছেই আছে আমাদের সমস্যার সমাধান। ঘটনার আগেই অভিমত গড়ে তোলা একটা মস্ত বড় ভুল। লক্ষ্মী ওয়াটসন, সাবধানে থেক, আর কোন নতুন অতিথি এলে তাকে অভ্যর্থনা করো। যদি পারি তো লাঞ্চে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।"

সারাটা দিন, তার পরদিন, এবং তারও পরদিন হোমস এমনভাবে কাটাল যাকে তার বন্ধুরা বলবে স্বল্পবাক, আর অন্যরা বলবে গুম হয়ে থাকা। এই

বাইরে গেল, এবং ফিরে এল, একটানা ধূমপান করতে লাগল, একটু-আধটু বেহালা বাজাল, কিছু সময় দিবাস্বপ্নে কাটাল, সময়ে-অসময়ে স্যাণ্ডুইচ্ গিলল, আর আমি যেসব প্রশ্ন করলাম, কদাচিৎ তার জবাব দিল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তার নিজের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না, আর অনুসন্ধানের কাজও নয়। কেসের কথা সে কিছুই বলে নি। খবরের কাগজ থেকেই আমি জেনেছি বিচারবিভাগীয় তদন্তের বিবরণ এবং মৃত ব্যক্তির খানসামা মিল্টন-এ গ্রেপ্তার ও ছাড়া পাওয়ার সংবাদ। করোনারের বিচারে জুরিরা "স্বেচ্ছাকৃত খুন"-এর অভিযোগ এনেছিল, কিন্তু খুনীদের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। কোন উদ্দেশ্যের কথাও বলা যায় নি। ঘরভর্তি অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল, কিন্তু সেগুলো নেয় নি। মৃত ব্যক্তির কাগজপত্রেও কেউ হাত দেয় নি। সেগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সে একজন অতি-আগ্রহী ছাত্র, অক্লান্ত কথা বলতে পারে, একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং শ্রান্তিহীন পত্র-লেখ। বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তার টানা-ভর্তি দলিলপত্রের মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু পাওয়া যায় নি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার সম্পর্কও এলোমেলো এবং ভাসাভাসা। অনেক নারীর সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল, কিন্তু কোন বন্ধু ছিল না, আর কাউকে সে ভালও বাসত না। তার স্বভাব ছিল নিয়মিত, আচরণ নির্দোষ। তার মৃত্যু সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত, আর তাই থাকবে বলেই মনে হয়।

খানসামা জন মিল্টন-এর গ্রেপ্তার তো একেবারেই কিছু না করতে পারার বিকল্প হিসাবে একটা নৈরাশ্যজনক কাজ মাত্র। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয় নি। সেরাতে সে হ্যামারস্মিথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছিল। কাজেই 'এলিবি' একেবারে নিখুঁৎ। এ কথা সত্য যে যখন সে বাড়িতে ফিরবার জন্য যাত্রা করেছিল তাতে খুনটা আবিষ্কৃত হবার আগেই তার ওয়েস্টমিন্‌স্টার-এ পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল; তবে কিছুটা পথ হেঁটে এসেছিল বলে যে কৈফিয়ৎ সে দিয়েছে সেদিনকার সুন্দর রাতের কথা চিন্তা করে সেটাও সম্ভব বলেই মনে হয়েছে। রাত বারোটায় সে এসে উপস্থিত হয় এবং এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মনিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক আগাগোড়াই ভাল ছিল। মৃত ব্যক্তির কিছু কিছু জিনিস —বিশেষ করে একটা ছোট ক্ষুরের বাক্স—খানসামার বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। তবে সে বলেছে, ওগুলো মনিব তাকে উপহার দিয়েছিল, আর গৃহকর্ত্রীও সেকথা সমর্থন করেছে। তিন বছর হল মিল্টন লুকাস-এর কাছে চাকরি করছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইওরোপ ভ্রমণের সময় লুকাস মিল্টনকে সঙ্গে নিত না। একসময় সে একটানা তিন মাসের জন্য প্যারিসে গিয়েছিল কিন্তু মিল্টনকে রেখে গিয়েছিল গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের বাড়িতে।

গৃহকর্ত্রী বলেছেন, খুনের রাতে সে কিছুই শোনে নি। কোন অতিথি যদি তার মনিবের কাছে এসে থাকে তাহলে মনিব নিজেই তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল।

কাজেই খবরের কাগজ পড়ে আমি যতদূর জানলাম তাতে পরপর তিনটে সকাল কেটে গেলেও রহস্য তেমনই রয়ে গেল। হোমস যদি বেশী কিছু জেনেও থাকে সেকথা নিজের মনেই রেখে দিয়েছিল। আমাকে শুধু বলেছিল যে ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড এ ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করেছে। আমি জানতাম ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেই সে চলেছে। চতুর্থ দিনে প্যারিস থেকে একটা লম্বা টেলিগ্রাম এল, আর মনে হল যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

"এইমাত্র প্যারিসের পুলিশ এমন একটা আবিষ্কার করেছে (খবরটা "ডেইলি টেলিগ্রাফ"-এর) যার ফলে গত রবিবার রাতে ওয়েস্টমিন্‌স্টারের অন্তর্গত গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাস-এর নৃশংস খুনকে ঘিরে যে রহস্যের যবনিকা ছিল সেটা উত্তোলিত হয়েছে। আমাদের পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে মৃত ভদ্রলোককে তার ঘরেই ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে তার খানসামাকে সন্দেহ করা হয়; কিন্তু নিখুঁৎ "এলিবি"র জন্য কেসটা ফেঁসে যায়। গতকাল রু অস্তারলিজ-এর একটা ছোট ভিলার বাসিন্দা মাদাম আঁরি ফুর্ণায়ে নামে পরিচিত একটি মহিলা সম্পর্কে তার চাকররা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে মহিলাটি উন্মাদ হয়ে গেছে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, মহিলাটির মধ্যে সত্যি সত্যি খুব বিপজ্জনক ও স্থায়ী ধরনের উন্মাদ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তদন্তের ফলে পুলিশ জানতে পেরেছে, মাদাম আঁরি ফুর্ণায়ে একটি দেশভ্রমণ সেরে সবে গত মঙ্গলবার লণ্ডনে ফিরেছে এবং ওয়েস্টমিন্‌স্টারের খুনের সঙ্গে তাকে জড়িত করবার মত যথেষ্ট প্রমাণ তাদের হাতে আছে। ফটোগ্রাফ মিলিয়ে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা গেছে যে মঁসিয়ে আঁরি ফুর্ণায়ে এবং এডুয়ার্ডো লুকাস আসলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং যে কারণেই হোক মৃত ব্যক্তি লণ্ডনে এবং প্যারিসে দ্বৈত জীবন যাপন করছিলেন। মাদাম ফুর্ণায়ে ক্রিয়োল (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী) বংশজাত; তার প্রকৃতি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ; অতীতে অনেকবার ঈর্ষায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড লণ্ডন শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এই মহিলাই কোন একটি উন্মাদনার মুহূর্তে সেই হত্যাকাণ্ডটি করেছে। গত সোমবার রাতের তার গতিবিধি এখনও ঠিকমত জানা যায় নি, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তার মত চেহারার একটি স্ত্রীলোক মঙ্গলবার সকালে চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে তার বিপর্যস্ত চেহারায় ও হিংসাত্মক অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা

অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুতরাং এটাই সম্ভবপর বলে মনে হয় যে, হয় উন্মাদ অবস্থায় খুনটা করা হয়েছিল, অথবা খুনের অনিবার্য পরিণতিতেই অসুখী স্ত্রীলোকটির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। বর্তমানে সে তার অতীত জীবনের কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণই বলতে পারে না, এবং কখনও যে আবার তার স্বতবুদ্ধি ফিরে আসবে সে আশাও ডাক্তাররা দিচ্ছে না। আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে গত সোমবার রাতে একটি স্ত্রীলোককে, সে মাদাম ফুর্ণারেও হতে পারে, গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের ঐ বাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখতে দেখা গিয়েছিল।

বিবরণটা আমি পড়ে শোনাচ্ছিলাম আর ততক্ষণে হোমস তার প্রাতরাশ শেষ করছিল। আমি এবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর হোমস?"

টেবিল থেকে উঠে এসে ঘরময় পায়চারি করতে করতে সে বলল, "প্রিয় ওয়াটসন, অনেক যন্ত্রণা তুমি ভোগ করেছ, কিন্তু আমি যে তোমাকে গত তিনদিন কিছুই বলি নি তার কারণ বলবার মত কিছুই ছিল না। এমন কি এখনও প্যারিস থেকে পাঠানো এই প্রতিবেদনও আমাদের খুব একটা সাহায্য করছে না।"

"কিন্তু লোকটির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চয় এটাই শেষ কথা।"

"লোকটির মৃত্যু একটি ঘটনামাত্র—তুচ্ছ একটা অধ্যায়—আমাদের আসল কাজ দলিলটার খোঁজ করা এবং একটি ইওরোপীয় সংকটকে প্রতিরোধ করা। গত তিন দিনে মাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটেছে, আর সেটি হল এই যে কিছুই ঘটে নি। সরকারের কাছ থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি খবর পাচ্ছি; ইওরোপের কোথাও কোন গোলযোগের চিহ্ন নেই। এখন, চিঠিটা যদি হাত-ছাড়া হয়ে থাকে—না, সেটা হাতছাড়া হয় নি—সেটা যদি হাতছাড়া না হয়ে থাকে তাহলে কোথায় আছে? কার কাছে আছে? কেন সেটাকে চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নই হাতুড়ির মত বার বার আমার মাথায় আঘাত করছে। এটা কি সত্যি আকস্মিক যোগাযোগ যে চিঠিটা উধাও হবার রাত্রেই লুকাস-এর মৃত্যু ঘটল? চিঠিটা কি তার হাতে আদৌ পৌঁছেছিল? তা যদি হয়, তাহলে তার কাগজপত্রের মধ্যে সেটা নেই কেন? তার এই পাগল স্ত্রী কি সেটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে? তা যদি হয়, তাহলে কি চিঠিটা প্যারিসে তার বাড়িতেই আছে? ফরাসী পুলিশের মনে এ সন্দেহটা না জাগাতে পারলে সেখানেই বা খোঁজ করব কেমন করে? ভাই ওয়াটসন, এটা এমন একটা কেস যেখানে আমাদের পক্ষে আইনও অপরাধীদের মতই বিপজ্জনক। প্রত্যেকের হাতই আমাদের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে আছে, অথচ একটা প্রকাণ্ড বড় স্বার্থ আজ বিপন্ন। এ সমস্যার একটা সফল পরিণতি যদি ঘটাতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। আরে, এই তো সীমান্তের

সর্বশেষ সংবাদ এসেছে!" সত্ত আসা চিরকুটটায় সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। "হেলোয়া! মনে হচ্ছে, লেস্ট্রেড আকর্ষণীয় কিছু একটা পেয়েছে। টুপিটা পরে নাও ওয়াটসন, দুজনে একটু ওয়েস্টমিনস্টারে বেড়িয়ে আসি।"

অপরাধের ঘটনাস্থলে এই আমার প্রথম পদার্পণ—একটা উঁচু নোংরা, সরু বুক বাড়ি; যে শতাব্দীতে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল তার মতই ফিটফাট, গতানুগতিক ও নিরেট। লেস্ট্রেডের বুলডগের মত মুখটা সামনের জানালা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মস্ত চেহারার একটি কনস্টেবল দরজা খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে যেতেই সে এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করল। যে ঘরে আমাদের নিয়ে গেল সেখানেই খুনটা হয়েছিল; কিন্তু কার্পেটের উপর একটা বিশ্রী ছড়ানো দাগ ছাড়া খুনের আর কোন চিহ্নই এখন নেই। কার্পেটটা ঘরের মাঝখানে একটা ছোট চৌকো মাপে পাতা; তার চারদিক ঘিরে ঝকঝকে পালিশ-করা চৌকো কাঠের টুকরো বসিয়ে তৈরি পুরনো কালের সুন্দর কাঠের মেঝে। অগ্নিকুণ্ডটার উপরে চমৎকার সব উপহার পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র সাজানো; দুর্ঘটনার রাতে তারই একট অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। জানালার নীচে একটা মস্তবড় লিখবার টেবিল। ঘরের প্রতিটি জিনিস—ছবি, কম্বল, পর্দা—সব কিছুই মেয়েলি ভোগ-বিলাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

"প্যারিসের সংবাদটা দেখেছেন?" লেস্ট্রেড জিজ্ঞাসা করল।

হোমস মাথা নাড়ল।

"আমাদের ফরাসী বন্ধুরা দেখছি এ যাত্রায় ঠিক জায়গায় হাত দিতে পেরেছে। তারা যা বলছে নিঃসন্দেহে সেটাই ঠিক। মহিলাটি দরজায় এসে ঘা দিল—তার আগমনটা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত, কারণ লোকটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবেই জীবন কাটাত। তবু তাকে ভিতরে নিয়ে এল—রাস্তায় তো আর ফেলে রাখতে পারে না। মহিলাটি বলল, অনেক খোঁজ-খবর করে তবে তার সন্ধান পেয়েছে। তাকে কিছু তিরস্কারও করল; কথায় কথা বাড়তে লাগল, এবং শেষটায় হাতের কাছে ঐ ছুরিটা থাকায় পরিণতি ঘটতে দেরী হল না। মুহূর্তের মধ্যেই যে সবটা ঘটেছিল তা নয়, কারণ ঐ চেয়ারগুলো সব একপাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল; মহিলাটিকে বাধা দেবার জন্য একটা চেয়ার সে হাতেও নিয়েছিল। সব ব্যাপারটাই এখন এত পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি।"

হোমস ভুরু দুটি তুলল।

"অথচ তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ?"

"আহা তা তো পাঠিয়েছি; সে আর এক ব্যাপার—অতি তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু ওই ধরনের ব্যাপারেই তো আপনি বেশী আগ্রহী—কি জানেন, ভারী অদ্ভুত, বলতে পারেন খামখেয়ালী। মূল ঘটনার সঙ্গে তার কোন যোগ

নেই—দেখলেই বোঝা যায়, যোগ থাকতে পারে না।"

"ব্যাপারটা কি ?"

"আপনি তো জানেন, এ ধরনের অপরাধ ঘটবার পরে সব জিনিস যাতে স্বস্থানে থাকে সেবিষয়ে আমরা সতর্ক থাকি। এখানেও কোন কিছু সরানো হয় নি। একজন অফিসার দিন রাত মোতায়েন আছে। আজ সকালে যখন লোকটিকে কবরস্থ করা হয়ে গেল, শেষ হল অনুসন্ধানের কাজও—অন্ততপক্ষে এই ঘরের ব্যাপারে—তখন ভাবলাম এই ঘরটা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া যাক। এই কার্পেটটা। আপনিও দেখুন, এটা শক্ত করে মেঝেতে আটকানো নয় ; শুধুই পাতা রয়েছে। এটাকে তোলা হয়েছিল। তখন দেখলাম—"

"হ্যাঁ ? তুমি দেখলে—"

হোমসের মুখ উদ্বেগে কঠিন হয়ে উঠল।

"দেখুন, আমরা যা দেখলাম সেটা আপনি একশ' বছরের মধ্যেও ভাবতে পারতেন না। কার্পেটের উপর ঐ রক্তের দাগটা দেখতে পাচ্ছেন ? দেখুন নিশ্চয় অনেকটা শুষে নিয়েছে, তাই নয় কি ?"

"নিঃসন্দেহে তাই।"

"দেখুন, শুনলে অবাক হবেন যে ওর ঠিক নীচেকার সাদা কাঠের উপর কোন দাগ নেই।"

"কোন দাগ নেই ? কিন্তু দাগ তো অবশ্য—"

"হ্যাঁ ; আপনি তাই বলবেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, সেখানে কোন দাগ নেই।"

কার্পেটের একটা কোণ হাতে নিয়ে লেস্ট্রেড সেটাকে উল্টে দিল। তারপর দেখাল, সে যা বলেছে তাই ঠিক।

"কিন্তু কার্পেটের নীচের দিকটাতেও তো উপরের দিককার মতই দাগ রয়েছে। তার একটা ছাপ তো মেঝের উপর পড়বেই হবে।"

বিখ্যাত বিশেষজ্ঞটিকে অবাক করে দিতে পারায় লেস্ট্রেড মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

"এবার এর কারণটা আপনাকে দেখাচ্ছি। একটা দ্বিতীয় দাগ আছে, কিন্তু অপরটার সঙ্গে সেটা ঠিক মিলছে না। আপনিই দেখুন।" বলতে বলতেই লেস্ট্রেড কার্পেটের আর একটা কোণ তুলে ধরল। সত্যি তো, সেকেলে ধরনের চৌকো সাদা মেঝের উপর একটা বড় লাল দাগ রয়েছে। "এটা সম্পর্কে আপনি কি বলেন মিঃ হোমস ?"

"কেন ? এটা তো খুব সরল ব্যাপার। দুটো দাগ এক জায়গাতেই ছিল, কিন্তু কার্পেটটাকে ঘুরিয়ে পাতা হয়েছে। যেহেতু কার্পেটটা চৌকো এবং কোন কিছু দিয়ে আটকানো নয়, তাই সহজেই কাজটা করা গেছে।"

"কার্পেটটা যে ঘুরিয়ে পাতা হয়েছে সেকথা বলবার জন্ম সরকারী পুলিশের আপনাকে দরকার হয় না মিঃ হোমস। এটা তো খুবই পরিষ্কার ব্যাপার, আর কার্পেটটা এইভাবে পাতলেই দুটো দাগ উপরে-নীচে পড়ে। কিন্তু আমি জানতে চাই, কার্পেটটা কে ঘোরাল এবং কেন ঘোরাল ?"

হোমসের কঠিন মুখটা দেখেই বুঝতে পারছি, তীব্র উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে সে ফুঁসছে।

বলল, "এদিকে এস লেস্ট্রেড। দালানের ঐ কনস্টেবলটি কি সারাক্ষণ এখানে পাহারায় আছে ?"

"হ্যাঁ, তা আছে।"

"দেখ, আমার কথা শোন। ওকে ভালভাবে পরীক্ষা কর। না, আমাদের সামনে করো না। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। ওকে পিছনের ঘরে নিয়ে যাও। একা থাকলেই সম্ভবত তার কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি বের করে নিতে পারবে। তাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ সাহসে সে এখানে অন্য লোককে আসতে দিল এবং তাদের এখানে রেখে বাইরে গেল। সে এ কাজ করেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করো না। সেটাকে সত্য বলেই ধরে নেবে। তাকে বলবে, তুমি জান যে কেউ না কেউ এখানে এসেছিল। তার উপর চাপ দাও। তাকে বল যে একমাত্র সব কথা স্বীকার করলেই তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। তোমাকে যা বললাম ঠিক তাই কর।"

লেস্ট্রেড বলে উঠল, "জর্জের দিব্যি, ব্যাপারটা যদি সে জেনে থাকে তাহলে অবশ্যই তার কাছ থেকে আমি সব কথা বের করে নিতে পারব।" সে তীর-বেগে হল-এ ঢুকে গেল, আর কয়েক মিনিট পরেই পিছনের ঘর থেকে তার হম্বি-তম্বি আমাদের কানে এল।

উন্মত্ত অধীরতার সঙ্গে হোমস চেঁচিয়ে বলল, "এবার ওয়াটসন, এবার!" লোকটির নিশ্চিত চাল-চলনের মুখোশের আড়ালে যে দানবীয় শক্তি লুকনো থাকে সেটা যেন হঠাৎ তীব্রবেগে আত্মপ্রকাশ করল। মেঝের আচ্ছাদনটা সরিয়ে দুই হাঁটু ও হাতের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীচেকার প্রতিটি কাঠের চৌকো টুকরোকে নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। একটা কাঠের একপাশে নখ ঢুকিয়ে দিতেই সেটা একটুখানি সরে গেল। বাক্সের ডালার মত কব্জার জোরে সেটা একপাশে উঠে গেল। তার নীচে একটা ছোট কালো গর্ত দেখা গেল। হোমস সাগ্রহে তার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে ও হতাশায় খেঁকিয়ে উঠল। গর্তটা ফাঁকা।

"জলদি ওয়াটসন, জলদি! এটাকে চেপে দাও!" কাঠের ডালাটা যথাস্থানে নামিয়ে দেওয়া হল; আচ্ছাদনটা সবে আবার পাতা হয়েছে এমন সময় দালানে লেস্ট্রেডের গলা শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকে দেখল, হোমস শ্রান্ত হয়ে ম্যান্টেল-পিসটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়ে দুঃসহ দীর্ঘশ্বাসকে

চেপে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

"একটু দেরী হল বলে আমি দুঃখিত মিঃ হোমস। বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দেখুন, লোকটা সব কথা স্বীকার করেছে। এখানে এস ম্যাককার্সন। তোমার অমার্জনীয় কাজের কথা এই ভদ্রলোকদের কাছে খুলে বল।

দশাসই চেহারার কনস্টেবলটি খুবই অনুতপ্ত ভঙ্গীতে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

"সত্যি বলছি স্যার, কোন ক্ষতি হতে পারে তা আমি বুঝতে পারি নি। কাল সন্ধ্যায় মেয়েটি দরজার কাছে এল—বাড়িটা ভুল করেছিল। তারপর দুজনে আলাপ হল। সারাদিন পাহারায় থাকলে তো খুবই একা-একা লাগে তাই।"

"তারপর কি হল তাই বল।"

"মেয়েটি বলল, খবরের কাগজে সব কথা পড়েছে, তাই খুনটা কোথায় হয়েছিল একবার দেখতে চায়। মেয়েটি খুবই সম্ভ্রান্ত স্যার, সুন্দর কথা বলতে পারে; তাই ভাবলাম একনজর দেখলে কি আর এমন ক্ষতি হবে। কার্পেটের উপর দাগটা দেখেই সে মেঝের উপর এমন ভাবে সটান পড়ে গেল যেন মারাই গেছে। দৌড়ে পিছনে গিয়ে জল নিয়ে এলাম। তাতেও কিছু হল না। তখন কিছুটা ব্র্যাণ্ডি আনবার জন্য ও-পাশ ঘুরে 'আইভি-প্ল্যাণ্ট-এ গেলাম। ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ফিরে এসে দেখি মেয়েটি সুস্থ হয়ে চলে গেছে —খুবই লজ্জায় পড়েছিল আর কি; তাই আমাকে মুখ দেখাতে সাহস পায় নি।"

"ওই আচ্ছাদনটা সরানো হয়েছিল কি?"

"তা স্যার, একটু সরে-নড়ে গিয়েছিল বই কি। আমি তো ফিরে এসে সেইরকমই দেখেছিলাম। ভেবে দেখুন, সে ওটার উপর পড়ে গিয়েছিল, জিনিসটা পাতা আছে পালিশ-করা মেঝের উপর, আর কোন কিছু দিয়ে আটকানোও নয়। পরে আমিই ওটাকে টান-টান করে দিয়েছিলাম।"

মর্যাদাপূর্ণ গলায় লেস্ট্রেড বলল, "কনস্টেবল ম্যাকফার্সন, এতেই বুঝে নাও যে আমাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে, তোমার এই কর্তব্যচ্যুতি আমি ধরতে পারব না, কিন্তু আচ্ছাদনটার দিকে চোখ পড়তেই আমি বুঝতে পেরেছি যে কোন লোককে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। তোমার ভাগ্য ভাল হে যে কোন জিনিস খোয়া যায় নি, তাহলে তোমার স্থান হত 'লাল বাড়ি'তে। এরকম একটা ছোটখাট ব্যাপারের জন্য আপনাকে ডেকে এনেছি বলে আমি দুঃখিত মিঃ হোমস, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এই যে দ্বিতীয় দাগটা প্রথম দাগটার সঙ্গে মিলছে না এ ব্যাপারটা আপনার কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে।"

"সত্যি ব্যাপারটা খুবই আকর্ষণীয়। আচ্ছা কনস্টেবল, স্ত্রীলোকটি কি মাত্র একবারই এসেছিল?"

"হ্যাঁ স্যার, ঐ একবার।"

"সে কে?"

"নাম তো জানি না স্যার। টাইপরাইটিং-এর ব্যাপারে একটা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছিল, কিন্তু নম্বরটা ভুল করেছিল—বড় সুন্দর ভদ্র মেয়ে স্যার।"

"লম্বা? সুদর্শনা?"

"হ্যাঁ স্যার; পূর্ণ যুবতী। সুদর্শনাও বলতে পারেন। কেউ কেউ হয়তো খুবই সুন্দরী বলবে। 'অফিসার আমাকে একবারটি দেখতে দাও না,' সে বলেছিল। অবশ্য বলতে পারেন, মেয়েটির চাল-চলনে একটু ছলা-কলার আভাষ ছিল; তবে আমি ভাবলাম, দরজা দিয়ে একটুখানি মাথাটা গলালে কি আর এমন ক্ষতি হবে।"

"কিরকম পোশাক পরা ছিল?"

"সাদাসিধে স্যার—পা পর্যন্ত ঝোলা একটা ঢিলে জামা।"

"সময়টা কখন?"

"তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ব্র্যাণ্ডি নিয়ে যখন ফিরে আসি তখন আলো জ্বালানো হচ্ছিল।"

হোমস বলল, "খুব ভাল। চল ওয়াটসন, অন্যত্র এর চাইতে বড় কাজ আমাদের হাতে রয়েছে।"

আমরা যখন চলে আসি তখনও লেস্ট্রেড সামনের ঘরটাতেই থেকে গেল; অনুতপ্ত কনস্টেবলটিই এসে আমাদের দরজা খুলে দিল। সিঁড়িতে পা দিয়েই হোমস হাত বাড়িয়ে কি যেন তুলে নিল। কনস্টেবলটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। অবাক হয়ে সে বলে উঠল, "হায় ভগবান!"

হোমস ঠোঁটের উপর তর্জনীটা তুলে ধরল, হাতটা বুক-পকেটে ঢুকিয়ে দিল এবং হাসতে হাসতে রাস্তায় পা দিল। বলল, "চমৎকার। চল হে বন্ধু ওয়াটসন, শেষ অংকের যবনিকা তুলবার ঘণ্টা বেজেছে। শুনে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হবে, কোনরকম যুদ্ধ হবে না। মাননীয় ট্রেলনি হোপ-এর উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনে কোন বিঘ্ন ঘটবে না, অবিবেচক নৃপতি তার অবিবেচনার জন্য কোনরকম শাস্তি পাবে না, প্রধানমন্ত্রীকে কোন ইওরোপীয় জটিলতার মোকাবিলা করতে হবে না, আর আমরা যদি একটু বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে কাজ করি তাহলে কারও এতটুকু ক্ষতি হবে না; অথচ কত বড় একটা বিশ্রী দুর্ঘটনাই না ঘটতে পারত।"

এই অসাধারণ লোকটির জন্য আমার মনে প্রশংসার আর শেষ রইল না।

বললাম, "সমাধান করে ফেলেছ!"

"মোটেই তা নয় ওয়াটসন। কয়েকটা বিষয় এখন আগের মতই অন্ধকারে আছে। কিন্তু এত বেশী আমাদের হাতে এসেছে যে বাকিটা যদি না জানতে পারি তো সেটা আমাদের দোষ। এবার আমরা সোজা চলে যাব। হোয়াইট হল টেরেস-এ, আর সেখানেই সবকিছুর মীমাংসা হবে।"

ইওরোপীয় সচিবের বাসভবনে পৌছেই হোমস লেডি ট্রেলনি হোপ-এর খোঁজ করল। আমাদের সকালবেলার বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

মহিলাটির মুখ ক্ষোভে লাল হয়ে উঠেছে। সে বলল, "মিঃ হোমস, আপনার পক্ষে এ কাজটা নিশ্চয় অত্যন্ত অন্যায় ও উদারহীনতার পরিচয়। আমার ইচ্ছা ছিল, আর সেকথা আপনাকে বলেওছিলাম যে আপনার কাছে আমার যাওয়ার কথাটা গোপন রাখা হোক, কারণ অন্যথায় আমার স্বামী ভাবতে পারে যে আমি তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি। কিন্তু আপনি এখানে এসে আমাকে খুবই বিপদে ফেলে দিলেন, কারণ এতে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে একটা কাজ-কারবারের সম্পর্ক আছে।"

"আমার দুর্ভাগ্য ম্যাডাম, আর কোন বিকল্প আমার ছিল না। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলটা উদ্ধারের কাজে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাই আমি আপনাকে বলছি, দয়া করে সেটা আমার হাতে তুলে দিন।"

মহিলাটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুন্দর মুখখানা থেকে সব রং মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। তার চোখ চকচক করছে—শরীর কাঁপছে—মনে হল বুঝি বা মূর্চ্ছাই যাবে। তারপর প্রচণ্ড চেষ্টায় সে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল। প্রবল বিস্ময় ও ক্ষোভ তার মুখ থেকে আর সব ভাবকে দূরে সরিয়ে দিল।

"আপনি—আপনি আমাকে অপমান করছেন মিঃ হোমস।"

"আস্তে, আস্তে ম্যাডাম; এতে কোন কাজ হবে না। চিঠিটা দিন।" মহিলাটি ঘণ্টার কাছে ছুটে গেল।

"খানসামা এসে আপনাদের বের করে দেবে।"

"ঘণ্টা বাজাবেন না লেডি হিল্ডা। যদি বাজান, তাহলে কিন্তু একটা কেলেংকারীকে এড়াবার জন্য যত চেষ্টা আমি করেছি সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। চিঠিটা দিয়ে দিন; সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে যদি সাহায্য করেন, আমি সবকিছু ঠিক করে দেব। যদি আমার বিরুদ্ধে যান, আপনার সব কথা আমি ফাঁস করে দেব।"

মহিমান্বিত দৃপ্ত ভঙ্গী, রাণীর মত মূর্তি, দুটি চোখ হোমসের চোখের উপর এমনভাবে নিবদ্ধ যেন তার অন্তস্তল পর্যন্ত সে দেখতে চাইছে। মহিলাটি ঘণ্টার উপর হাত রাখল, কিন্তু বাজাল না।

"আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন। এভাবে এখানে এসে একটি স্ত্রীলোকের উপর তম্বি করা পুরুষোচিত কাজ নয় মিঃ হোমস। আপনি

বলছেন যে আপনি কিছু জানেন। আপনি কি জানেন?"

"দয়া করে বসুন ম্যাডাম। পড়ে গেলে আপনার আঘাত লাগবে। আপনি না বসা পর্যন্ত আমি কোন কথাই বলব না। ধন্যবাদ।"

"আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দেব মিঃ হোমস।"

"এক মিনিটই যথেষ্ট লেডি হিল্ডা। আমি জানি, আপনি এডুয়ার্ডো লুকাস-এর কাছে গিয়েছিলেন, এই দলিলটা তার হাতে দিয়েছিলেন, বেশ চালাকি করে গত রাতে আবার সেই ঘরে গিয়েছিলেন এবং কার্পেটের তলায় গোপন জায়গা থেকে চিঠিটা নিয়ে এসেছেন।"

ছাইয়ের মত সাদা মুখ তুলে সে হোমসের দিকে তাকাল। দু'বার ঢোক গিলে তবে কথা বলতে পারল।

"আপনি পাগল মিঃ হোমস—আপনি পাগল!" শেষ পর্যন্ত এই কথাগুলি সে বলল।

হোমস পকেট থেকে একটুকরো কার্ডবোর্ড বের করল। একটা ছবি থেকে একটি মেয়ের মুখ কেটে নেওয়া হয়েছে।

"এটা সঙ্গে এনেছি কারণ ভাবলাম এটা কাজে লাগতে পারে," হোমস বলল। "পুলিশ এটাকে চিনতে পেরেছে।"

মহিলাটি আবার ঢোক গিলল। তারপর চেয়ারে বসে পড়ল।



"দেখুন লেডি হিল্ডা, চিঠিটা আপনার কাছে আছে। ব্যাপারটা এখনও মিটিয়ে নেওয়া যায়। আপনাকে কোনরকম বিপদে ফেলবার ইচ্ছা আমার নেই। হারানো চিঠিটা আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ। আমার কথা শুনুন, আমার সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করুন; সেটাই আপনার পক্ষে বাঁচবার একমাত্র পথ।"

মহিলাটির সাহস প্রশংসনীয়। তখনও সে হার মানল না।

"আবার বলছি মিঃ হোমস, একটা ভ্রান্ত ধারণা আপনাকে পেয়ে বসেছে।" হোমস চেয়ার থেকে উঠল।

"আপনার জন্য আমি দুঃখিত লেডি হিল্ডা। আপনার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করলাম; কিন্তু দেখছি সে সবই বৃথা হল।"

হোমসই ঘণ্টাটা বাজাল। খানসামা ঘরে ঢুকল।

"মিঃ ট্রেলনি হোপ কি বাড়িতে আছেন?"

"তিনি পৌনে একটায় বাড়ি ফিরবেন স্যার।"

হোমস ঘড়ি দেখল।

"এখনও পনেরো মিনিট।" সে বলল। "ঠিক আছে; আমি অপেক্ষা করব।'

খানসামা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করা মাত্রই লেডি হিল্ডা হোমসের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুখ তুলে তাকাল। সুন্দর মুখখানি অশ্রুজলে ভেজা।

উন্মত্ত প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে বলে উঠল, 'আমাকে বাঁচান মিঃ হোমস, আমাকে বাঁচান। ঈশ্বরের দোহাই, ওকে কিছু বলবেন না! আমি ওকে বড় ভালবাসি! ওর জীবনে কোন দুঃখের ছায়া ফেলতে আমি চাই না, কিন্তু আমি জানি একথা জানলে ওর মহৎ হৃদয়টা ভেঙে যাবে।"

হোমস মহিলাকে তুলে ধরল। "ম্যাডাম, এই শেষ মুহূর্তেও যে আপনার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না। চিঠিটা কোথায়?"

লেখার ডেস্কের কাছে ছুটে গিয়ে তালা খুলে সে একটা লম্বা নীল খাম টেনে বের করল।

"এই সেই চিঠি মিঃ হোমস। হায় ভগবান, চিঠিটা যদি কখনও আমার চোখে না পড়ত!"

হোমস আপন মনেই বলল, "এটা কিভাবে ফেরৎ দেওয়া যায়? জলদি, জলদি, একটা পথ বার করতেই হবে! চিঠিপত্রের বাক্সটা কোথায়?"

"এখনও ওর শোবার ঘরেই আছে।"

"খুব ভাগ্যের কথা। শিগগির সেটাকে এখানে নিয়ে আসুন।"

এক মিনিট পরেই একটা লাল চ্যাপ্টা বাক্স হাতে নিয়ে সে ফিরে এল।

"আগে এটাকে কিভাবে খুলেছিলেন? আপনার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে কি? হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। এটাকে খুলুন।"

লেডি হিল্ডা বুকের ভিতর থেকে একটা ছোট চাবি বের করল। বাক্সটা খোলা হল। কাগজপত্রে ভর্তি। হোমস নীল খামটাকে অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাক্সের একেবারে নীচের দিকে রেখে দিল। তারপর বাক্সটাকে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে শোবার ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

"এবার আমরা তার জন্য প্রস্তুত," হোমস বলল; এখনও দশ মিনিট সময় আছে। আপনাকে আড়াল করতে আমি অনেক দূর এগিয়েছি লেডি হিল্ডা। প্রতিদানে এই অসাধারণ ব্যাপারের প্রকৃত অর্থটা আমাকে খোলাখুলি বলেই আপনাকে বাকি সময়টা কাটাতে হবে।"

মহিলাটি বলল, "মিঃ হোমস, সব কথাই আপনাকে বলব। ওঃ, মিঃ হোমস, ওকে মুহূর্তের জন্য দুঃখ দেবার আগে আমার ডান হাতটা কেটে ফেলতেও আমি রাজী আছি। লণ্ডনের আর কোন স্ত্রীলোক আমার মত তার স্বামীকে ভালবাসে না; তবু ও যদি জানতে পারে আমি কি করেছি—করতে বাধ্য হয়েছি—তাহলে ও আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। কারণ ওর কাছে সম্মানটা এত বড় যে অন্যের মধ্যে সে সম্মানের অভাবকে ও কখনও ভুলতে পারে না, ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে সাহায্য করুন মিঃ হোমস! আমার সুখ, ওর সুখ, আমাদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন!"



"তাড়াতাড়ি করুন ম্যাডাম, সময় বয়ে যাচ্ছে।"

"মিঃ হোমস, এ সবকিছুর মূলে আমার একটা চিঠি, বিয়ের আগে লেখা একটা বিবেচনাহীন চিঠি—একটা অর্থহীন চিঠি. একটি আবেগপ্রবণ প্রেমময়ী বালিকার চিঠি। কারও কোন ক্ষতি করতে আমি চাই নি, অথচ ও সেটাকে গর্হিত বলেই মনে করত। ও যদি চিঠিটা পড়ত তাহলে আমার উপর ওর বিশ্বাস চিরতরে ভেঙে যেত। অনেক বছর আগে চিঠিটা লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম, সেসব কথা সকলেই ভুলে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লুকাস লোকটার কাছেই শুনলাম যে সে চিঠিটা তার হাতে পড়েছে এবং সেটা সে আমার স্বামীকে দেবে। আমি তার কাছে করুণা ভিক্ষা করলাম। সে বলল, আমার স্বামীর চিঠিপত্রের বাক্স থেকে একটা বিশেষ দলিল যদি আমি তাকে দিই তবেই সে ওই চিঠিটা আমাকে ফেরৎ দেবে। স্বামীর আপিসে তার যেসব গুপ্তচর আছে তারাই চিঠিটার কথা লুকাসকে বলেছে। সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এতে আমার স্বামীর কোন ক্ষতি হবে না। মিঃ হোমস, আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে আপনিই বলুন, আমি আর কি করতে পারতাম?"

"স্বামীকে সব কথা খুলে বলতে পারতেন।"

"আমি পারি নি মিঃ হোমস, আমি পারি নি। একদিকে দেখতে পেলাম নিশ্চিত সর্বনাশ; অন্যদিকে, আমার স্বামীর কাগজপত্র সরানোটা সাংঘাতিক কাজ বলে মনে হলেও রাজনীতির ব্যাপারে তার ফলাফলটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, অথচ ভালবাসা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে ফলাফলটা আমি ভালই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমি এ কাজ করেছি মিঃ হোমস! চাবির একটা ছাঁচ করে নিলাম; এই লুকাসই ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি করিয়ে দিল। চিঠিপত্রের বাক্সটা খুলে কাগজটা বের করে নিয়ে গোডল্‌ফিন স্ট্রীটে নিয়ে গেলাম।"

"সেখানে কি ঘটেছিল ম্যাডাম?"

"পূর্ব ব্যবস্থা মত দরজায় টোকা দিলাম। লুকাস দরজা খুলল। তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকলাম, হলের দরজাটা খোলাই রইল, কারণ লোকটার সঙ্গে একা একা থাকতে আমার ভয় করছিল। ঘরে ঢুকবার সময় একটি স্ত্রীলোককে বাইরে দেখেছিলাম। কাজকর্ম মিটে গেল। আমার চিঠিটা তার ডেস্কের উপরেই ছিল; আমি তার হাতে দলিলটা তুলে দিলাম। সে আমাকে আমার চিঠিটা দিল। ঠিক তখনই দরজায় একটা শব্দ হল। দালানে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লুকাস তাড়াতাড়ি আচ্ছাদনটা তুলে সেখানে কোন গোপন জায়গায় দলিলটা রেখে দিয়ে আবার সেটা টেনে দিল।

"তারপরে যা ঘটল সে যেন এক দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে দেখলাম একটা কালো, বদ্ধপাগলের মুখ, কানে এল একটি নারীর কণ্ঠস্বর; ফরাসী

ভাষায় সে চীৎকার করে বলল, 'আমার খোঁজা বৃথা হয় নি ; শেষ পর্যন্ত দুজনকেই একসঙ্গে পেয়েছি!' শুরু হল একটা অসভ্য ঝগড়া। লোকটির হাতে একটা চেয়ার আর স্ত্রীলোকটির হাতে ঝলসে উঠল একটা ছুরি। সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে দৌড়তে শুরু করলাম। পরদিন সকালে সংবাদপত্রে জানলাম তার ভয়ংকর পরিণতির কথা। সেদিন রাতে নিজেকে সুখী মনে হয়েছিল, কারণ চিঠিটা তখন আমার কাছে, আর তখনও তো জানতাম না ভবিষ্যতে আমার জন্য আরও কি আছে।

"তার পরদিন সকালে বুঝতে পারলাম, একটা বিপদের বিনিময়ে আমি আর একটা বিপদ টেনে এনেছি। কাগজটা হারানোর ফলে আমার স্বামীর দুশ্চিন্তা আমার মর্মে আঘাত করল। তখনই একবার মনে হয়েছিল তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে যা করে ফেলেছি সব বলে দিই। কিন্তু সেও তো হত অতীতের আর একটি অপরাধের স্বীকারোক্তি। সেদিন সকালেই আপনার কাছ গেলাম, আমার অপরাধের বোঝা কতটা ভারী সেটা জানতে। যে মুহূর্তে সেটা জানতে পারলাম, তখন থেকে আমার মনে শুধু একটিমাত্র চিন্তা, কেমন করে স্বামীর কাগজটা ফিরিয়ে আনা যায়। লুকাস কাগজটাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল নিশ্চয় সেটা এখনও সেখানেই আছে, কারণ সেই ভয়ংকরী নারী ঘরে ঢুকবার আগেই সে সেটা লুকিয়ে ফেলেছিল। সেই নারী যদি তখন এসে না পড়ত তাহলে গোপন জায়গাটার কথা আমি কোনদিন জানতে পারতাম না। কিন্তু আবার সে ঘরে ঢুকল কেমন করে? দু'দিন ধরে বাড়িটার উপর নজর রাখলাম, কিন্তু কোন সময়ই দরজা খোলা পেলাম না। কাল রাতে শেষ চেষ্টা করলাম। কি করলাম, আর কিভাবে সফল হলাম সে তো আপনি আগেই জেনেছেন। কাগজটা নিয়ে ফিরে এলাম। ভাবলাম, ওটাকে নষ্ট করে ফেলি, কারণ স্বামীর কাছে আমার দোষের কথা স্বীকার না করে তো ওটা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। হে ভগবান, সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!"

ইওরোপীয় সচিব উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকল।

বলল, "কোন খবর আছে মিঃ হোমস, কোন খবর?"

"কিছু আশা পেয়েছি।"

"আঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" তার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গেই লাঞ্চ খাবেন। আপনার আশার কথা তাকে বলবেন তো? তবে স্নায়ু ইস্পাত-কঠিন, তবু আমি জানি এই ঘটনার পরে তিনি একটুও ঘুমুতে পারছেন না। জ্যাকবস্, প্রধানমন্ত্রীকে উপরে নিয়ে এস। আর প্রিয়ে, এটা তো রাজনীতির ব্যাপার। তাই কয়েক মিনিট পরেই আমরা খাবার ঘরে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।"

প্রধানমন্ত্রীর আচরণ অনেক সংযত, তবু তার চোখের দৃষ্টি ও শুকনো

হাতের নড়াচড়া দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে নিজের উত্তেজনাটা তার সহকর্মীর চাইতে কিছু কম নয়।

"মিঃ হোমস, শুনছি আপনি নাকি কিছু বলবেন ?"

বন্ধু জবাব দিল, "যা বলব সেটা এখনও নেতিবাচক। কাগজটা যেখানে যেখানে থাকতে পারে সর্বত্র আমি খোঁজ করেছি এবং বিপদের কোন আশংকা যে নেই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"কিন্তু সেটাই তো যথেষ্ট নয় মিঃ হোমস। এরকম একটা আগ্নেয়-গিরির উপর তো আমরা চিরকাল বসে থাকতে পারি না। আরও নির্দিষ্ট কিছু আমাদের জানা দরকার।"

"সেটাও পাব বলেই আশা করছি। সেইজন্যেই তো এখানে এসেছি। এ ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি ততই আমার মনে হচ্ছে যে চিঠিটা কখনও এ বাড়ি থেকে বাইরে যায় নি।"

"মিঃ হোমস্!"

"বাইরে বেরিয়ে থাকলে এতদিনে নিশ্চয় প্রকাশ হয়ে পড়ত।"

"কিন্তু এই বাড়িতে রেখে দেবার জন্য কেউ সেটা নেবেই বা কেন ?"

"কেউ সেটা নিয়েছে বলেও আমি মনে করি না।"

"মিঃ হোমস, ঠাট্টাটা মোটেই সময়োচিত হচ্ছে না। আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলেছি যে বাক্স থেকে উধাও হয়েছে।"

মঙ্গলবার সকালের পরে আপনি কি বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখেছেন ?"

"না; তার কোন দরকার ছিল না।"

"এও তো হতে পারে যে চিঠিটা আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।"

"অসম্ভব। আমি বলছি।"

"কিন্তু এবিষয়ে আমিও নিশ্চিত; অতীতে এরকম ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি। নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে সে বাক্সে আরও কিছু কাগজপত্র আছে। কাজেই সেগুলোর সঙ্গে গুলিয়েও তো যেতে পারে।"

"চিঠিটা একেবারে উপরেই ছিল।"

"কেউ হয় তো বাক্সটা ঝেঁকেছে, আর তার ফলে ভিতরের কাগজপত্র সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।"

"না, না; আমি সব কাগজ বের করে দেখেছি।"

প্রধানমন্ত্রী বলে উঠল, "এটা তো সহজেই মীমাংসা করা যায় হোপ। চিঠির বাক্সটা এখানে নিয়ে আসা যাক।"

সচিব ঘণ্টা বাজাল।

"জ্যাকবস্, আমার চিঠির বাক্সটা নীচে নিয়ে এস তো। ব্যাপারটা হাস্যকর, সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু আপনি যখন বলছেন তখন তাই করা হোক। ধন্যবাদ জ্যাকবস্, এখানে রাখ। আমার ঘড়ির চেনের

সঙ্গেই চাবিটা রাখি। এই দেখুন সব কাগজপত্র। লর্ড মেয়ো-র চিঠি, স্যার চার্লস হার্ডি-র প্রতিবেদন, বেলগ্রেড থেকে পাঠানো স্মারক-লিপি, রুশ-জার্মান শস্য-কর সংক্রান্ত মন্তব্য, মাদ্রিদ থেকে পাওয়া চিঠি, লর্ড ফ্লাওয়ার্স-এর মন্তব্য—হে ভগবান! এটা কি? লর্ড বেলিঞ্জার। লর্ড বেলিঞ্জার!"

প্রধানমন্ত্রী তার হাত থেকে নীল খামখানা টেনে নিল।

"হ্যাঁ, এই তো—চিঠিটা তো সঠিক অবস্থাতেই আছে হোপ, তোমাকে অভিনন্দন জানাই!"

"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! বুকের উপর থেকে কী বোঝা যে নেমে গেল! কিন্তু এ যে অভাবনীয়—অসম্ভব! মিঃ হোমস, আপনি যাদুকর, আপনি ঐন্দ্রজালিক! কেমন করে জানলেন যে চিঠিটা ওখানেই ছিল?'

"কারণ আমি জানতাম যে ওটা আর কোথাও ছিল না।"

"আমি যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।" সে পাগলের মত দরজার কাছে ছুটে গেল। "আমার স্ত্রী কোথায়? তাকে আগে বলতে হবে যে সব ঠিক আছে। হিল্ডা! হিল্ডা!" সিঁড়িতে তার গলা শুনতে পেলাম।

চোখ মিটমিট করে প্রধানমন্ত্রী হোমসের দিকে তাকাল।

বলল, "বলুন তো স্যার কি ব্যাপার! চোখে যা দেখা গেল তার চাইতেও বেশী কিছু অবশ্যই আছে। চিঠিটা আবার বাক্সে ফিরে এল কেমন করে?"

হোমস হাসতে হাসতে ঐ দুটি আশ্চর্য চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেল।

"আমাদেরও কিছু কিছু কূটনৈতিক গোপন কথা আছে" এই কথা বলে টুপিটা হাতে নিয়ে হোমস দরজার দিকে পা বাড়াল।



